সাবেণ নিখিলপ্রমাণচক্রবর্ত্তিনা শ্রীমদ্ভাগবতেন বসত্বেন বিব্রিয়মাণঃ "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্" ইতি শ্রীগীতোপনিষদা চ স এবায়মিতি সংমন্যমানঃ শ্রীব্রজবাজনন্দন এব শুদ্ধসত্ত্বময়নিজনামরূপগুণলীলাঢ্যোঽনাদিবপুবেব কমপি হেতুমনপেক্ষমাণ এব স্বেচ্ছয়ৈব জনশ্রবণনয়নমনোবুদ্ধ্যাদীন্দ্রিয়বৃত্তিষ্বতবতে। যথৈব যদুরঘ্বাদিবংশেষু স্বেচ্ছয়ৈব কৃষ্ণবামাদিরূপেণ। তস্য ভগবত ইব তদ্রূপায়া ভক্তেবপি স্বপ্রকাশতা-সিদ্ধ্যর্থমেব হেতুস্থানপেক্ষতা। তথাহি "যতো ভক্তিবধোক্ষজে অহৈতুক্যপ্রতিহতা" ইত্যাদৌ হেতুং বিনৈবাবির্ভবতীতি তত্রার্থঃ। তথৈব "যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ"

পুরুষ আনন্দবিশিষ্ট হয়েন, ইত্যাদি বাক্য দ্বাবা সেই ব্রহ্মকেই আবাব রসরূপে নির্দ্দেশ কবিয়া থাকেন। এইরূপে যিনি রসস্বরূপেই সূচ্যমান হয়েন, এবং "মল্লানামশনি র্নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মবো মূর্ত্তিমান্"—মল্লগণেব সম্বন্ধে অশনি-স্বরূপ, মনুষ্যসাধাবণেব সম্বন্ধে প্রধান মনুষ্যেব স্বরূপ ও স্ত্রীসাধাবণের সম্বন্ধে মূর্ত্তিমান কন্দর্পের স্বরূপ, ইত্যাদি বাক্য দ্বাবা সর্ব্ববেদান্তসাব ও নিখিল প্রমাণেব শিবোমণি শ্রীমদ্ভাগবতে যিনি বসরূপে বিবৃত হয়েন, আবাব যিনি, "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্"—আমি ব্রহ্মেবও প্রতিষ্ঠা, ইত্যাদি বাক্য দ্বাবা যিনি শ্রীগীতো-পনিষদেব চতুর্দ্দশাধ্যাযেব শেষে আপনাকে তাদৃশ বলিয়াই নির্দ্দেশ কবিতেছেন, শুদ্ধসত্ত্বময় নিজ নাম রূপ গুণ ও লীলা দ্বাবা আঢ্য অনাদিবিগ্রহ সেই ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ কোন কাবণকে অপেক্ষা না কবিয়াই কেবল স্বেচ্ছাক্রমে লোক সকলেব শ্রবণ নযন মন ও বুদ্ধি প্রভৃতি ইন্দ্রিযবৃত্তিতে অবতাব কবিয়া থাকেন। যদু-বংশে শ্রীকৃষ্ণাবতাবেব এবং বঘুবংশে শ্রীবামাবতাবেব ন্যায় লোক সকলেব ইন্দ্রিয-বৃত্তিতে অবতারও তাঁহাব স্বেচ্ছানুসাবেই জানিতে হইবে। সেই শ্রীভগবানেব ন্যায় তাঁহাবই স্বরূপশক্তিব বৃত্তিরূপ যে ভক্তি তাহাবও স্বপ্রকাশতাব সিদ্ধির জন্যই কাবণনিবপেক্ষতা; অর্থাৎ শ্রীভগবান যেমন স্বপ্রকাশ বলিয়া কোন কারণকে অপেক্ষা না কবিয়াই স্বেচ্ছাক্রমে লোক সকলেব ইন্দ্রিযবৃত্তিতে অব-তবণ করিয়া থাকেন, তদীয়া ভক্তিও তদ্রূপ স্বপ্রকাশ বলিয়া বিনা কাবণে যথা তথা অবতবণ কবিয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবতেব প্রথমস্কন্ধে "স বৈ পুংসাং পবো ধর্ম্মো যতো ভক্তিবধোক্ষজে। অহৈতুক্যপ্রতিহতা যযাত্মা সুপ্রসীদতি॥" —যে ধর্ম্ম দ্বাবা মনুষ্যদিগেব অধোক্ষজ ভগবানে অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা ভক্তি জন্মে, যে ভক্তি দ্বারা আত্মা সুপ্রসন্ন হযেন, তাহাই পবধর্ম্ম, ইত্যাদি বাক্যে অহৈতুকী শব্দ দ্বাবা ভক্তির অকাবণত্ব ব্যক্ত করিয়াছেন। এইরূপ "যদৃচ্ছয়া

"মদ্‌ভক্তিঞ্চ যদৃচ্ছয়া" "যদৃচ্ছয়ৈবোপচিতা" ইত্যাদাবপি যদৃচ্ছয়েত্যস্য স্বাচ্ছন্দ্যেনেত্যর্থঃ। যদৃচ্ছা স্বৈরিতেত্যভিধানাৎ। যদৃচ্ছয়া কেনাপি ভাগ্যেনেতি ব্যাখ্যানে ভাগ্যং নাম কিং শুভকর্ম্মজন্যং তদজন্যং বা? আদ্যে ভক্তেঃ কর্ম্মজন্যভাগ্যজন্যত্বে কর্ম্মপারতন্ত্র্যে স্বপ্রকাশতাপগমঃ। দ্বিতীয়ে ভাগ্যস্যানির্ব্বাচ্যত্বেনাজ্ঞেয়ত্বাদসিদ্ধেঃ। কথং হেতুত্বম্। ভগবৎকৃপৈব হেতুরিত্যুক্তে তস্যা অপি হেতাবন্বিষ্যমাণেঽনবস্থা। তৎকৃপায়া নিরুপাধিকায়া হেতুত্বে তস্যা অসার্ব্বত্রিকত্বেন তস্মিন্ ভগবতি বৈষম্যং প্রসজ্জেত। দুষ্টনিগ্রহেণ স্বভক্তপালনরূপস্তু বৈষম্যং তত্র ন দূষণাবহং প্রত্যুত ভূষণাবহমেব। ভক্তবাৎসল্যগুণস্য সর্ব্বচক্রবর্ত্তিত্বেন সর্ব্বোপমর্দ্দকত্বেনোপরিষ্টাদষ্ট-

---

মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।" "জ্ঞানং বিশুদ্ধমাপ্নোতি মদ্ভক্তিঞ্চ যদৃচ্ছয়া।" "যদৃচ্ছয়ৈবোপচিতা।" ইত্যাদি বাক্যের অন্তর্গত "যদৃচ্ছা" শব্দের অর্থও "স্বেচ্ছা" বলিতে হইবে। যদৃচ্ছা শব্দের তাদৃশ অর্থ অভিধানেও দৃষ্ট হইয়া থাকে। কেহ কেহ "যদৃচ্ছা" শব্দের অর্থ, "কোন ভাগ্য" এইরূপ করিয়া থাকেন। কিন্তু উহার ঐ প্রকার অর্থ সঙ্গত হয় না। কারণ, ভাগ্য বলিতে শুভকর্ম্ম-জন্য বা তদজন্য যাহাই বলা হইবে, তাহাতেই দোষ স্পর্শ করিবে। ভাগ্য শব্দের "শুভকর্ম্মজন্য অপূর্ব্ব" এই অর্থ করিলে, শুভকর্ম্মজন্য যে অপূর্ব্ব তজ্জন্য ভক্তির কর্ম্মপরতন্ত্রতা প্রযুক্ত স্বপ্রকাশতার হানি ঘটে। আবার যদি ঐ ভাগ্যকে তদজন্য বলা হয়, তবে উহার অনির্ব্বাচ্যতার প্রসঙ্গ হয়। এবং তাহাতে অনির্ব্বাচ্য যে ঐ ভাগ্য তাহার অজ্ঞেয়ত্ব প্রযুক্ত অসিদ্ধত্ব হয়। যাহা স্বয়ং অসিদ্ধ, তাহা যে অন্যের সাধক হইতে পারে না, বলা বাহুল্যমাত্র। শ্রীভগ-বানের কৃপাকেই যদি ভক্তির কারণ বলা যায়, তাহা হইলে, ঐ কৃপার আবার হেতু অনুসন্ধান করিতে হয়, তাহাতে উত্তরোত্তর কারণের অনুসন্ধানে প্রবৃত্তিবশতঃ বুদ্ধির অনবস্থা জন্মে। নিরুপাধিভগবৎকৃপাকে অর্থাৎ অকারণ-ভগবৎকৃপাকে উহার কারণ বলিলে, ঐ কৃপার অসার্ব্বত্রিকত্ব প্রযুক্ত, অর্থাৎ অকারণে উদিত যে ভগবৎকৃপা, তাহা সকল স্থলে উদিত হয় না বলিয়া, শ্রীভগবানে বৈষম্য দোষের আপত্তি হয়। শ্রীভগবানের কৃপার যদি কোন কারণ না থাকে, তিনি যদি যেখানে সেখানেই কৃপা করেন, তবে তাঁহার কৃপা সকল স্থলেই হয় না কেন? সুতরাং শ্রীভগবানকে পক্ষপাতী বলিতে হয়। যদি বল, পক্ষপাতরূপ বৈষম্য শ্রীভগবানে আছেই, সে কথা সত্য; কিন্তু দুষ্টনিগ্রহ দ্বারা স্বভক্তের পালনে যে বৈষম্য দৃষ্ট হয়, তাহা তাঁহার পক্ষে

ম্যামৃতবৃষ্টৌ ব্যাখ্যাস্যমানত্বাৎ। নিরুপাধিকাযাস্তদ্‌ভক্তকৃপায়া হেতুত্বে বস্তুতো ,ভক্তানামপি বৈষম্যানুচিতত্বেঽপি "প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতিঃ স মধ্যমঃ" ইতি মধ্যমভক্তের্বৈষম্যস্য বিদ্যমানত্বাদ্ ভগবতশ্চ স্বভক্তবশ্যত্বেন তৎকৃপানুগামি-কৃপত্বে ন কিঞ্চিদসামঞ্জস্যম্। যতো ভক্তকৃপায়া হেতুর্ভক্তস্যৈব তস্য হৃদয়বর্ত্তিনী ভক্তিরেব তাং বিনা কৃপোদয়সম্ভবাভাবাদিতি ভক্তেঃ স্বপ্রকাশত্বমেব সিদ্ধম্। অতো "যঃ কেনাপ্যতিভাগ্যেন জাতশ্রদ্ধোঽস্য সেবনে" ইত্যত্র অতিভাগ্যেন শুভকর্ম্মজন্যভাগ্যমতিক্রান্তেন কেনাপি ভক্তকারুণ্যেনেতি তত্বার্থো জ্ঞেয়ঃ। ন চ ভক্তানাং কৃপায়াঃ প্রাথম্যাসম্ভবস্তেষামপীশ্বরপ্রের্য্যত্বাদিতি বাচ্যম্। ঈশ্বরেণৈব স্বভক্তবশ্যতাং স্বীকুর্ব্বতা স্বকৃপাশক্তিসম্প্রদানীকৃতস্বভক্তেন তাদৃশস্য ভক্তোৎকর্ষস্য

দোষাবহ হয় না, প্রত্যুত উহা তাঁহার অলঙ্কারই। শ্রীভগবানের ভক্তবাৎসল্য গুণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া উহা সর্ব্বোপরি বিরাজ করে। এই বিষয়টি পরে অষ্টম বৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করা হইবে। শ্রীভগবানের ন্যায় ভক্তের কৃপাকেও ভক্তির কারণ বলা হইয়া থাকে। ঐ কৃপাও ভগবৎকৃপার ন্যায় অকারণসম্ভূত বটে। অতএব তাদৃশ নিরুপাধিভক্তকৃপাকে ভক্তির কারণ বলিয়া স্বীকার করাতে আপাততঃ কিছু দোষই বিবেচনা করা যায়। ভক্তের পক্ষে শ্রীভগবানের ন্যায় বৈষম্য উচিত হয় না। কিন্তু "যিনি ঈশ্বরে প্রেম, ভক্তের সহিত মৈত্রী, অজ্ঞের প্রতি কৃপা এবং ভক্তদ্বেষীকে উপেক্ষা করেন, তিনিই মধ্যম ভক্ত", এইরূপ লক্ষণ দৃষ্টে মধ্যম ভক্তের বৈষম্য স্বীকার করা অযৌক্তিক হইতেছে না। আবার ভক্তাধীন শ্রীভগবানের কৃপাকে ভক্তের কৃপার অনুগামিনী হইতে দেখিয়া যদি কিছু দোষ বিবেচনা করা হয়, তাহাও অনবধানতাবশতই জানিতে হইবে। কারণ, ভক্তের হৃদয়বর্ত্তিনী যে ভক্তি, তাহাই তাঁহার কৃপার মূল; যেহেতু ভক্তি ব্যতিরেকে কৃপার উদয়েরই সম্ভাবনা নাই। অতএব ভক্তির স্বপ্রকাশতাও সিদ্ধ হইল। এই নিমিত্তই "যিনি কোন অতিভাগ্যে ঐ ভগ-বানের সেবায় শ্রদ্ধান্বিত হয়েন" এই স্থলে "কোন অতিভাগ্য" শব্দের অর্থ, "শুভকর্ম্মজন্য ভাগ্যকে অতিক্রম করিয়াছে যে কোন ভক্তকৃপা" অর্থাৎ ভাগ্যকে অপেক্ষা না করিয়াই উদিত হয় যে ভক্তকৃপা, ইহাই জানিতে হইবে। যদি বলা হয় যে, ভক্তও যখন ঈশ্বরাধীন, তখন ঈশ্বরেচ্ছা ভিন্ন ভক্তের কৃপাও প্রথমে উদিত হইবে কিরূপে?—তাহাও মিথ্যা হইয়া পড়ে। কারণ, পরমেশ্বর স্বয়ং ভক্তবশ্যতা স্বীকার করিয়া, তাঁহাকে নিজের স্বরূপশক্তি সম্প্রদান করি-

দানাৎ। অন্তর্যামিনশ্চ ঈশিতব্যানাং স্বাদৃষ্টোপার্জ্জিতবহিরিন্দ্রিয়ব্যাপারেষু নিয়মনমাত্রকারিত্বেঽপি স্বভক্তেষু স্বপ্রসাদ এব দৃশ্যতে। যদুক্তং শ্রীগীতাসু "মৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি" ইতি। প্রসাদশ্চ স্বকৃপাশক্তিদানাত্মকঃ পূর্ব্বম্ উক্ত এব। কিঞ্চ "স্বেচ্ছাবতারচরিতৈঃ" ইতি "স্বেচ্ছাময়স্য" ইত্যাদি প্রমাণশতৈরেবগতেন স্বাচ্ছন্দ্যেনাবতরতোঽপি তস্য ভূভারহরণাদেঃ স্থূলদৃষ্ট্যা হেতুত্বে ইব নিষ্কামকর্ম্মাদেঃ কাপি দ্বারত্বেঽপি ন ক্ষতিঃ। কিঞ্চ "যন্ন যোগেন সাংখ্যেন দানব্রততপোঽধ্বরৈঃ। ব্যাখ্যাস্বাধ্যায়সন্ন্যাসৈঃ প্রাপ্নুয়াদ্ যত্নবানপি॥" ইত্যাদিনা দানব্রতাদীনাং স্পষ্টমেব হেতুত্বখণ্ডনেঽপি "দানব্রততপোহোমজপস্বাধ্যায়সংযমৈঃ। শ্রেয়োভিবিবিধৈশ্চান্যৈঃ কৃষ্ণে ভক্তির্হি সাধ্যতে॥" ইতি যদ্ধেতুত্বং শ্রূয়তে তৎ খলু জ্ঞানাঙ্গভূতায়াঃ সাত্বিক্যা এব ভক্তের্ন তু নির্গুণায়াঃ প্রেমাঙ্গভূতায়াঃ। কেচিৎ তু দানং বিষ্ণুবৈষ্ণবসম্প্রদানকং ব্রতান্যেকাদশ্যাদীনি তপস্তৎপ্রাপ্তিহেতুকো

যাছেন, এবং তাহাতেই ভক্তেরও বিবিধ শক্তির আবির্ভাবে উৎকর্ষ হইয়াছে। অন্তর্যামী পরমেশ্বরের অধীন ভক্ত সকলের নিজ নিজ অদৃষ্ট দ্বারা উপার্জ্জিত বাহেন্দ্রিয়ের ব্যাপার সমূহে তাঁহার নিয়ন্তৃত্ব থাকিলেও নিজভক্তে কৃপাশক্তির প্রদানরূপ প্রসাদই দৃষ্ট হইয়া থাকে। গীতাতে তিনি স্বয়ংই বলিয়াছেন,— "আমার ভক্ত সকল আমার প্রসাদে মৎসংস্থা পরা শান্তি লাভ করিয়া থাকে।" প্রসাদ শব্দে নিজের কৃপাশক্তির সম্প্রদান, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। আরও "স্বেচ্ছাবতারচরিত্র দ্বারা" ও "স্বেচ্ছাময়ের" ইত্যাদি শত শত প্রমাণ হইতে অবগত হওয়া যায় যে, শ্রীভগবান নিজের ইচ্ছাতেই অবতার স্বীকার করিয়া থাকেন। এইরূপ হইলেও স্থূলদৃষ্টিতে ভূভারহরণাদিকে যেমন তাঁহার অবতারের কারণ বলা হয়, তদ্রূপ নিষ্কাম কর্ম্মকে ঐ ভক্তির দ্বার বলাতেও কোন ক্ষতি দেখা যায় না। আবার "লোক সকল যত্ন করিয়াও যোগ দ্বারা সাংখ্য দ্বারা দান দ্বারা ব্রত দ্বারা তপস্যা দ্বারা যজ্ঞ দ্বারা ব্যাখ্যা দ্বারা অধ্যয়ন দ্বারা ও সন্ন্যাস দ্বারা যাহা প্রাপ্ত হয় না", ইত্যাদি একাদশ স্কন্ধের প্রমাণ অনুসারে দানব্রতাদির কারণত্ব স্পষ্টতঃ খণ্ডিত হইলেও কোথাও কোথাও যে ঐ দানব্রতাদির ভক্তিসাধকতা উক্ত হইয়াছে, তাহা জ্ঞানের অঙ্গভূত যে সগুণ সাত্বিক ভক্তি তাহার পক্ষেই জানিতে হইবে, প্রেমাঙ্গভূত নির্গুণ বিশুদ্ধ ভক্তির পক্ষে নহে। কেহ কেহ দান শব্দে বিষ্ণুর ও বৈষ্ণবের উদ্দেশে সম্প্রদান এবং ব্রত শব্দে একাদশী প্রভৃতি ব্রত ও তপঃ শব্দে ভগবৎপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে ভোগাদির ত্যাগ

ভোগাদিত্যাগ ইতি সাধনভক্ত্যঙ্গান্যেবাহুঃ। তৎসাধ্যত্বে ভক্তেঃ "ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা" ইতিবৎ নির্হেতুকত্বমেব সিদ্ধমিতি সর্ব্বং সমঞ্জসম্ ॥ ৩ ॥

"শ্রেয়ঃ স্রুতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো" ইতি "কোবার্থ আপ্তোঽভজতাং স্বধর্ম্মতঃ" ইতি "পুরৈব ভূমন্ বহবোঽপি যোগিনঃ" ইত্যাদিভ্যো জ্ঞানকর্ম্ম-যোগাদীনাং প্রতিস্বফলসিদ্ধৌ ভক্তিমবশ্যমপেক্ষমাণানামিব ভক্তেঃ স্বীয়ফলপ্রেম-সিদ্ধৌ স্বপ্নেঽপি ন তত্তৎসাপেক্ষত্বম্। প্রত্যুত "ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ" ইতি "ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স চ

প্রভৃতি সাধনভক্ত্যঙ্গ বলিয়া থাকেন। ভক্তিকে ঐ সকল দানব্রতাদি দ্বারা সাধ্য বলিলে কোন দোষ দেখা যায় না। কারণ, ভক্তি দ্বারা ভক্তির সিদ্ধিতে ভক্তির অহৈতুকত্বের হানি হয় না। এইরূপে সকলের সামঞ্জস্য হইতেছে ॥ ৩ ॥

"যে সকল দুর্ভাগ্য লোক পরম মঙ্গলের পথস্বরূপ ভক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল জ্ঞান লাভের নিমিত্ত ক্লেশ স্বীকার করে, তাহাদিগের স্থূলতুষাবঘাতী ব্যক্তির ন্যায় ক্লেশই অবশিষ্ট থাকে; অর্থাৎ যেমন ধান্যকে পরিত্যাগ করিয়া তুষকে আছড়াইলে কোন ফলই পাওয়া যায় না, তদ্রূপ ভক্তিকে ত্যাগ করিয়া জ্ঞানের চর্চ্চাতেও কিছুই পাওয়া যাইতে পারে না; ক্লেশই সার হয় মাত্র। পূর্ব্বে বহু বহু যোগী যোগবলে তোমাকে না পাইয়া আপনাপন লৌকিক চেষ্টা সকল তোমাতে অর্পণ করিয়াছিলেন। এবং পরে নিজকর্ম্মার্পণ দ্বারা লব্ধ ও তদীয় কথা শ্রবণে সঞ্জাত যে ভক্তিযোগ তদ্দ্বারা আত্মতত্ত্ব অবগত হইয়া তোমার পরম গতি লাভ করিয়াছিলেন।" "মানব স্বধর্ম্ম ত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীহরির পাদপদ্ম সেবা করিতে করিতে অপক্ক অবস্থাতেই যদি তাহা হইতে কোনরূপে ভ্রষ্ট হয়, তাহা হইলেও তাহার সেই স্বধর্ম্মত্যাগের নিমিত্ত কোনরূপ অনিষ্ট হয় না। এমন কি, নীচ যোনিতে গমন হইলেও, ভক্তি-বাসনাসদ্ভাব-নিবন্ধন তাহার কোন প্রকার অমঙ্গল ঘটিতে পারে না। পক্ষান্তরে হরিভজন না করিয়া কেবল স্বধর্ম্মপালন দ্বারা কোন্ ব্যক্তি কবে উদ্দেশ্যসাধনে সমর্থ হইয়াছেন?" ইত্যাদি শাস্ত্র সকল হইতে জ্ঞানযোগী ও কর্ম্মযোগী প্রভৃতির নিজ নিজ অনুষ্ঠিত যোগের ফলসিদ্ধির নিমিত্ত ভক্তির একান্ত অপেক্ষা দেখা যায়। ভক্তি ভিন্ন কি কর্ম্মযোগ, কি জ্ঞানযোগ, কেহই উদ্দেশ্য ফল প্রসব করিতে পারে না। কিন্তু ভক্তি, নিজের ফল যে প্রেম তাহার সিদ্ধির নিমিত্ত স্বপ্নেও জ্ঞানকর্ম্মাদির অপেক্ষা রাখেন না। প্রত্যুত "জ্ঞান বা বৈরাগ্য প্রায়ই ভক্তির পক্ষে মঙ্গলকর

সত্তমঃ” ইত্যাদিভ্যস্তস্যাঃ সর্ব্বথানন্যাপেক্ষিত্বং কিং বক্তব্যং তেষামেব জ্ঞানকর্ম্ম-যোগাদীনাং প্রাতিস্বিকেষু ফলেষ্বপি কদাচিদাত্মনা সাধ্যমানেষু ন তত্তদ্‌গন্ধা-পেক্ষত্বমপি। যদুক্তম্ ;—“যৎ কর্ম্মভির্যৎ তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ” ইত্যাদৌ “সর্ব্বং মদ্‌ভক্তিযোগেন মদ্‌ভক্তো লভতেঽঞ্জসা” ইতি। তাং বিনা তু তেষাং “ভগবদ্‌ভক্তিহীনস্য জাতিঃ শাস্ত্রং জপস্তপঃ। অপ্রাণস্যেব দেহস্য মণ্ডনং লোকরঞ্জনম্॥” ইত্যাদের্বৈফল্যাদৈব স্যাদিতি। তস্যাঃ পরমমহত্ত্যা অধীনত্বং তেষাং সংপ্রাণায়ৈবাস্তাম্। অপি তু কর্ম্মযোগস্য কালদেশপাত্রদ্রব্যানুষ্ঠানশুদ্ধ্যা-দ্যপেক্ষা চ তত্তৎ-স্মৃতি-প্রসিদ্ধৈব। অস্যাস্তু ন তথা। “ন দেশনিয়মস্তত্র ন কালনিয়মস্তথা। নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধোঽস্তি হরের্নামনি লুব্ধক॥” ইত্যাদেঃ। কিঞ্চাস্যাঃ প্রসিদ্ধসাপেক্ষত্বমপি ন। “সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা ভৃগুবর নবমাত্রং তারযেৎ কৃষ্ণনাম॥” ইত্যাদেঃ। কর্ম্মযোগস্য তথাভূতত্বে মহানর্থ-কারিত্বমেব। “মন্ত্রো হীনঃ স্বরতো বর্ণতো বা মিথো প্রযুক্তো (মিথ্যাপ্রযুক্তো)

হয় না ;” “যিনি সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আমাকে ভজন করেন, তিনিই সত্তম ;” ইত্যাদি প্রমাণ হইতে জ্ঞানাদির স্পর্শে ভক্তির শুদ্ধতার হানিই অবগত হওয়া যায়। ভক্তি যে স্বীয় ফল প্রেমের সিদ্ধির নিমিত্ত অন্য কাহারও অপেক্ষা করেন না, এ সম্বন্ধে আর অধিক কি বলা যাইবে, এই পর্য্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট হইতেছে যে, জ্ঞানকর্ম্মাদি ভক্তির সাহায্য করিবে কি, তাহারা আপনাপন ফলের সিদ্ধিবিষয়েই ভক্তি ব্যতিরেকে অসমর্থ হইয়া উহার মুখাপেক্ষা করিয়া থাকে ; ভক্তি কিন্তু ঐ জ্ঞানের বা কর্ম্মের ফল উৎপাদনে উহাদের কোন অপেক্ষা না করিয়াই স্বয়ং তত্তৎফল উৎপাদন করিয়া থাকেন। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—“কর্ম্মজ্ঞানাদি দ্বারা সাধ্য ফলও কেবল ভক্তি দ্বারাই সিদ্ধ হইতে পারে। বিশেষতঃ ভক্তি ব্যতিরেকে জ্ঞানযোগাদির পক্ষে জাতি শাস্ত্র জপ তপঃ সকলই প্রাণহীন দেহের ন্যায় নিষ্ফল হয়। ঐ পরমমহতী ভক্তির অধীনত্ব ত জ্ঞানযোগাদির আছেই আছে। অধিকন্তু কর্ম্মযোগে দেশকালাদির শুদ্ধ্যশুদ্ধির অপেক্ষা তত্তৎস্মৃতিতেই প্রসিদ্ধ আছে। ভক্তির পক্ষে কিন্তু সেরূপ কোন নিয়মই দেখা যায় না। আরও ভক্তির প্রসিদ্ধসাপেক্ষত্বও নাই। ভক্তি কোন বিধি ব্যবস্থারই অপেক্ষা রাখেন না। একবার হেলায় শ্রদ্ধায় নাম করিলেই যথেষ্ট। অধিক কি বলিব, এই ভক্তির নিজের শুদ্ধিরও অপেক্ষা দৃষ্ট হয় না। নাম শুদ্ধই হউন বা অশুদ্ধই হউন নিশ্চয়ই জীবকে উদ্ধার করিবেন। কর্ম্ম-

ন তমর্থমাহ। যথেন্দ্রশক্রঃ স্ববতোঽপবাধাৎ স বাগ্‌বজ্রো যজমানং হিনস্তি॥ ইত্যাদেঃ। এবং জ্ঞানস্যান্তঃকরণশুদ্ধ্যধীনত্বং প্রসিদ্ধমেব। নিষ্ফলকর্ম্মযোগেনান্তঃকরণস্য শুদ্ধৌ নিষ্পাদিতায়ামেব তত্র তস্য প্রবেশাৎ কর্ম্মাধীনত্বঞ্চ। তদধিকৃতস্য দৈবাৎ দুরাচাবত্বলবেঽপি "স বৈ বান্তাশ্যপত্রপঃ" ইতি নিন্দা। কংসহিরণ্যকশিপুরাবণাদীনাং তত্তৎপ্রকরণদৃষ্ট্যা জ্ঞানাভ্যাসবতামপি ন তত্ত্বেন ব্যপদেশলবোঽপি। ভক্তেস্তু "বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিঃ" ইত্যাদৌ "ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ" ইত্যত্র ক্ত্বাপ্রত্যয়েন হৃদ্রোগবত্যেবাধিকারিণি পরমায়া অপি তস্যাঃ প্রথমমেব প্রবেশস্ততস্তয়ৈব পরমস্বতন্ত্রয়া কামাদীনামপগমশ্চ তেষাং কদাচিৎ সত্ত্বেঽপি "অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মাম্" ইতি "বাধ্যমানোঽপি মদ্ভক্ত" ইত্যাদিভ্যশ্চ তদ্বতাং ন কাপি শাস্ত্রেষু নিন্দালেশোঽপি। অজামিলস্য ভক্তত্বং বিষ্ণুদূতৈর্নিরূপিতম্। সঙ্কেতভগবন্নাম পুত্রস্নেহানুষঙ্গজমিত্যাদিদৃষ্ট্যা তদাভাসবতামপ্যজামিলাদীনাং ভক্তত্বং সর্ব্বৈঃ সঙ্গীতমেব। তদেবং কর্ম্মযোগাদীনামন্তঃকরণশুদ্ধিদ্রব্যদেশশুদ্ধ্যাদয়ঃ সাধকাস্তদ্‌বৈগুণ্যাদযো বাধকা ভক্তিস্তু প্রাণদায়িন্যেবেতি। সর্ব্বথা পারতন্ত্র্যমেব তেষাং ন হি স্বতন্ত্রাঃ কেনাপি

যোগে কিন্তু শুদ্ধ্যাদির অস্বীকারে মহান্ অনর্থ ঘটে। কর্ম্মযোগে কোন একটি মন্ত্র স্বরতঃ বা বর্ণতঃ হীন হইলে, অর্থাৎ কোন একটি মন্ত্রের বর্ণের বা উচ্চারণের প্রভেদ ঘটিলে, কর্ম্মত বিফল হইবেই হইবে, বরং ক্ষতিও করিতে পাবে। এইরূপ জ্ঞানে অন্তঃকরণশুদ্ধির অধীনত্ব প্রসিদ্ধই আছে। ফলাকাঙ্ক্ষাবিরহিত কর্ম্মযোগ দ্বারা অন্তঃকরণের শুদ্ধি হইলে, ঐ জ্ঞানযোগে প্রবেশ হয়। অতএব জ্ঞানযোগের কর্ম্মাধীনত্ব অপরিহার্য্য। জ্ঞানাধিকারীর যদি কখন দৈবাৎ কোন দুরাচার ঘটে, তবে তিনি নিন্দনীয় হয়েন। কংস হিরণ্যকশিপু ও রাবণাদির জ্ঞানাভ্যাস দৃষ্ট হইলেও প্রশংসার পরিবর্ত্তে নিন্দাই শ্রবণ করা যায়। ভক্তিমার্গে কামাদি দোষ সত্ত্বেও প্রবেশাধিকার দেখা যায়, এবং ঐ ভক্তি দ্বারাই কামাদির নাশও শ্রবণ করা যায়। বিশেষতঃ দুরাচার ভক্তেরও কখন কোন শাস্ত্রে নিন্দা শ্রবণ করা যায় না। অজামিলের ভক্তত্ব বিষ্ণুদূতেরাই নিরূপণ করিয়াছিলেন। সঙ্কেতে শ্রীভগবানের নাম করাতে নামাভাস হইলেও অজামিলকে ভক্ত বলিয়া সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। জ্ঞানযোগাদির সম্বন্ধে অন্তঃকরণশুদ্ধি প্রভৃতির অপেক্ষা বশতঃ অন্তঃকরণশুদ্ধ্যাদিকে জ্ঞানযোগাদির সাধক এবং তদ্বৈগুণ্যাদিকে উহাদের বাধক বলা হয়। ভক্তি কিন্তু উহাদের প্রাণদায়িনী। অতএব জ্ঞানযোগাদির

সাধ্যত্বে বাধ্যত্বে বেতি। কিঞ্চ জ্ঞানৈকসাধনমাত্রত্বং ভক্তেরিত্যজ্ঞৈরেবোচ্যতে যতো জ্ঞানসাধ্যান্মোক্ষাদপি তস্যাঃ পরমোৎকর্ষ এবালোচ্যতে। "মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্" ইতি। "মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ। সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে॥" ইত্যাদিভ্যঃ। ইন্দ্রমেব প্রধানীকৃত্য স্বয়ং গুণীভবতোপেন্দ্রেণ তং সর্ব্বথা পুষ্ণতা স্বকৃপালুত্বমেব যথাভিজ্ঞজনেষু প্রত্যায্যতে ন তু স্বাপকর্ষস্তথৈব জ্ঞানং পুষ্ণন্ত্যাস্তত্তৎপ্রকরণবাক্যেষু তস্যা ভক্তেরনুগ্রহ এব সুধীভিরনুগম্যতে ইতি। "ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা" ইতি ভক্তেঃ ফলং প্রেমরূপা সৈবেতি স্বয়ং পুরুষার্থমৌলিরূপত্বং তস্যাঃ। তদেবং ভগবত ইব স্বরূপভূতায়া মহাশক্তেঃ সর্ব্বব্যাপকত্বং সর্ব্ববশীকারিত্বং সর্ব্বসঞ্জীবকত্বং সর্ব্বোৎকর্ষপরমস্বাতন্ত্র্যং স্বপ্রকাশত্বঞ্চ কিঞ্চিদুট্টঙ্কিতং তদপি তাং বিনা অন্যত্র প্রবৃত্তৌ প্রেক্ষাবত্ত্বস্যাভাব ইতি কিং বক্তব্যম্। নরত্বস্যাপি "কো বৈ ন সেবেত বিনা নবেতবম্" ইত্যাদিভিববগমো দৃষ্টঃ ॥ ৪ ॥

ইতি মাধুর্য্যকাদম্বিন্যাং ভক্তেঃ সর্ব্বোৎকর্ষো নাম প্রথমামৃতবৃষ্টিঃ ॥ ১ ॥

সর্ব্বপ্রকারেই পারতন্ত্র্য স্বীকার করিতে হয়। ভক্তি কিন্তু সর্ব্বথা স্বতন্ত্র; তিনি কাহারও সাধ্য বা বাধ্য নহেন। ভক্তির জ্ঞানৈকসাধ্যত্ব অজ্ঞেরাই বলিয়া থাকেন। কারণ, জ্ঞানসাধ্য যে মোক্ষ, তাহা হইতেও ভক্তির উৎকর্ষ উক্ত হয়। "মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্" প্রভৃতি শাস্ত্রই তদ্বিষয়ে প্রমাণ। তবে যে কোথাও কোথাও ভক্তি অপেক্ষা জ্ঞানের প্রাধান্য উক্ত হয়, তদ্দ্বারা জ্ঞানের পোষকতা করাই বুঝিতে হইবে। শ্রীভগবান যেমন বামনাবতারে স্বয়ং উপেন্দ্র হইয়া ইন্দ্রের প্রাধান্য স্বীকার দ্বারা তাঁহার পোষকতা করেন, ভক্তিও তদ্রূপ সত্বগুণাবলম্বনে স্বয়ং জ্ঞানাঙ্গ হইয়া জ্ঞানের পোষকতা করিয়া থাকেন। ভক্তির ফল প্রেম। প্রেমই সকল পুরুষার্থের শিরোমণি, অতএব শ্রীভগবানের ন্যায় তদীয় স্বরূপভূতা মহাশক্তিরূপা ভক্তিরও সর্ব্বব্যাপকত্ব সর্ব্ববশীকারিত্ব সর্ব্বসংজীবকত্ব সর্ব্বোৎকর্ষ পরমস্বাতন্ত্র্য স্বপ্রকাশত্ব কিঞ্চিৎ প্রদর্শিত হইলেও ভক্তি ব্যতিরেকে অন্যত্র প্রবৃত্তিতে অর্থাৎ যিনি ভক্তি ভিন্ন অন্য সাধনে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহার, অবিবেচকতার বিষয় বলা বাহুল্য মাত্র। অধিক কি, ভক্তিবিহীন মনুষ্যের মনুষ্যত্বই সিদ্ধি হয় না। তদ্বিষয়ে প্রমাণ যথা ;—"কো বৈ ন সেবেত" ইত্যাদি ॥ ৪ ॥

ইতি মাধুর্য্যকাদম্বিনী গ্রন্থে বঙ্গানুবাদে প্রথমামৃতবৃষ্টি ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়ামৃতবৃষ্টিঃ।

অথাত্র মাধুর্য্যকাদম্বিন্যাং দ্বৈতাদৈতবাদবিবাদাদয়ো নাবকাশং লভন্তে ইতি কৈশ্চিদপেক্ষণীয়াশ্চেদৈশ্বর্য্যকাদম্বিন্যাং দৃশ্যতাং নাম॥ ১॥

ইদানীং কবণকেদারিকাসু প্রাচুর্ভবন্ত্যাস্তস্যা এব ভক্তের্জ্ঞানকর্ম্মাদ্যমিশ্রিতত্বেন শুদ্ধায়াঃ কল্পবল্ল্যা অপি নিরস্তান্যফলাভিসন্ধিতযৈব ধৃতব্রতৈর্মধুব্রতৈরিব ভব্যজনৈরাশ্রিয়মানায়াঃ স্ববিষয়ৈকানুকূল্যমূলপ্রাণায়াঃ স্বস্পর্শেন স্পর্শমণিরিব করণবৃত্তীরপি প্রাকৃতত্বলোহতাং শনৈস্ত্যাজয়িত্বা চিন্ময়ত্বশুদ্ধজাম্বূনদতাং প্রাপয়ন্ত্যাঃ কন্দলীভাবান্তে সমুদগচ্ছন্ত্যাঃ সাধনাভিখ্যে দ্বে পত্রিকে বিভ্রিয়েতে। তয়োঃ প্রথমা ক্লেশঘ্নী দ্বিতীয়া শুভদেতি। দ্বযোরপি তযোরন্তস্ত লোভপ্রবর্ত্তকত্বলক্ষণচৈক্কণ্যেন "যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ" ইত্যাদি শুদ্ধসম্বন্ধস্নিগ্ধতযা চ প্রাপ্তোৎকর্ষে দেশে রাগনাম্নো রাজ্ঞ এবাধিকারঃ। বহিস্তু "তস্মাদ্ ভারত সর্ব্বাত্মা"

অনন্তর এই মাধুর্য্যকাদম্বিনীতে দ্বৈতাদ্বৈতবাদবিবাদাদি অবকাশ না পাওযাতে যদি কাহারও তদ্বিষয়ে অপেক্ষা হয়, তবে তিনি উহা মৎপ্রণীত ঐশ্বর্য্যকাদম্বিনী নামক গ্রন্থে দর্শন করিবেন। এক্ষণে প্রস্তুত বিষয়ের প্রসঙ্গ হইতেছে॥ ১॥

ভক্তির স্বভাব কল্পলতার সদৃশ। ঐ ভক্তি শুদ্ধা ও মিশ্রা ভেদে দ্বিবিধা। তন্মধ্যে জ্ঞানকর্ম্মাদি দ্বারা অমিশ্রিতা ভক্তিকেই শুদ্ধা ভক্তি বলা হয। ইন্দ্রিযরূপ কেদার অর্থাৎ ক্ষেত্রই উহার উৎপত্তিস্থান। যাহারা ভক্তি ভিন্ন সর্ব্ববিধ ফলাভিসন্ধিত্যাগে ধৃতব্রত তাদৃশ ভক্তবর্গরূপ মধুব্রত সকল ঐ ভক্তিকল্পবল্লীকে আশ্রয করিয়া থাকেন। ভগবদ্বিষয়ক আনুকূল্যই ঐ ভক্তির মূল প্রাণ। ঐ ভক্তির স্পর্শে স্পর্শমণির স্পর্শে লৌহের ন্যায মনুষ্যের সমস্ত ইন্দ্রিযবৃত্তিই প্রাকৃতত্ব ও লৌহময়ত্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক চিন্ময়ত্ব ও শুদ্ধস্বর্ণময়ত্ব প্রাপ্ত হয়। লতা যেমন প্রথমে অঙ্কুরিত হইযা দুইটি পত্র প্রসব করে, ভক্তিও তদ্রূপ সাধনাবস্থায অঙ্কুরিত হইযা ক্লেশঘ্নী ও শুভদা নামে দুইটি পত্র প্রসব করিয়া থাকেন। ঐ দুই পত্রের অভ্যন্তরের দিকে অর্থাৎ উপরিভাগে লোভপ্রবর্ত্তকত্বলক্ষণ চাকচিক্য দ্বারা এবং "আমি যাহাদের প্রিয় আত্মা ও সুত" ইত্যাদি শুদ্ধ সম্বন্ধ জাত স্নিগ্ধতা দ্বারা প্রাপ্তোৎকর্ষ প্রদেশে রাগনামক রাজার অধিকার; অর্থাৎ ঐ ভক্তির যে উৎকৃষ্ট স্বরূপে—শ্রীভগবানের রূপগুণাদিতে লোভবশতঃ তাঁহার সহিত শুদ্ধ সম্বন্ধ সংস্থাপিত হয, তাহাকেই রাগভক্তি বলা

ইত্যাদি শাস্ত্রপ্রবর্ত্তকত্বলক্ষণপারুষ্যাভাসেন প্রিয়াদিশুদ্ধসম্বন্ধাভাবাৎ স্বত এবাতি-স্নিগ্ধতানুদয়েন পূর্ব্বতঃ কিঞ্চিদপকৃষ্টে দেশে বৈধনাম্নোঽপরস্য রাজ্ঞঃ। ক্লেশঘ্নত্ব-শুভদত্বাভ্যান্তু প্রায়স্তয়োর্ন কোঽপি বিশেষঃ ॥ ২ ॥

তত্রাবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ পঞ্চ ক্লেশাঃ। প্রারব্ধাপ্রারব্ধরূঢ়বীজপাপা-দয়স্তন্ময়া এব। শুভানি তু বিষয়বৈতৃষ্ণ্যভগবদ্বিষয়সতৃষ্ণ্যানুকূল্যকৃপাক্ষমাসত্যসারল্য-সাম্যধৈর্য্যগাম্ভীর্য্যমানদত্বামানিত্বসর্ব্বসুভগত্বাদয়ো গুণাশ্চ "সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ" ইত্যাদিদৃষ্ট্যা জ্ঞেয়াঃ ॥ ৩ ॥

"ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈব ত্রিক এককালঃ" ইত্যুক্তপ্রকারেণ যুগপদপি প্রবৃত্তয়োরপি তয়োঃ পত্রিকযোরুদ্গমতারতম্যেনৈব তত্তদশুভনিবৃত্তি-শুভপ্রবৃত্তিতারতম্যাদন্যেব ক্রমঃ। স চাতিসূক্ষ্মো দুর্লক্ষ্যোঽপি তত্তৎকার্য্যদর্শন-লিঙ্গেন সুধীভিরবসীয়তে ॥ ৪ ॥

হইয়া থাকে। আর উহাদের বাহিরের দিকে অর্থাৎ পশ্চাদ্ভাগে "অতএব সর্ব্বাত্মা ভগবান ঈশ্বর হরি" ইত্যাদি শাস্ত্রপ্রবর্ত্তকত্বলক্ষণ কার্কশ্যাভাস দ্বারা ও প্রিয়াদি শুদ্ধ সম্বন্ধের অভাব হেতু স্নিগ্ধতারহিত অতএব অপেক্ষাকৃত অপকৃষ্ট প্রদেশে বৈধনামক অপর এক রাজার অধিকার; অর্থাৎ ঐ ভক্তির যে অপেক্ষাকৃত অপকৃষ্ট স্বরূপে শাস্ত্রের শাসনাধীন প্রবৃত্তি বশতঃ পূর্ব্বোক্ত শুদ্ধ সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইতে পারে না, তাহাকেই বৈধভক্তি বলা হইয়া থাকে। কিন্তু ক্লেশঘ্নত্ব ও শুভদত্ব পক্ষে তদুভয়ের মধ্যে প্রায়ই ইতর বিশেষ ভাবে কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না ॥ ২ ॥

ক্লেশ বলিতে অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই পাঁচটিকে বুঝায়। প্রারব্ধ, অপ্রারব্ধ, রূঢ় ও বীজ নামক যে সকল পাপাদি তাহারা ঐ পাঁচটি ক্লেশেরই অন্তর্গত। আর বিষয়বৈতৃষ্ণ্য, ভগবদ্বিষয়ক সতৃষ্ণত্ব এবং আনুকূল্য, কৃপা, ক্ষমা, সত্য, সারল্য, সাম্য, ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য, মানদত্ব, অমানিত্ব ও সর্ব্বসুভগত্ব প্রভৃতি সদ্গুণ সকলকেই শুভ বলা যায়। ভক্ত যে ঐ সকল সদ্গুণে মণ্ডিত হয়েন, তদ্বিষয়ে "ভক্তে সকল দেবতা সকল গুণের সহিত অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন" ইত্যাদি শাস্ত্রই প্রমাণ জানিতে হইবে ॥ ৩ ॥

পূর্ব্বোক্ত দুইটি পত্র যে এককালেই উদ্গত হয়, তাহাতে অণুমাত্রও সংশয় থাকিতে পারে না, কারণ, "ভক্তি পরেশানুভব ও বৈরাগ্য যুগপৎ আবির্ভূত হইয়া থাকে" ইত্যাদি শাস্ত্র হইতে উহাদের যুগপৎ আবির্ভাবই জ্ঞাত হওয়া

তত্র ভক্ত্যধিকারিণঃ প্রথমং শ্রদ্ধা। সা চ তত্তচ্ছাস্ত্রার্থে দৃঢ়প্রত্যয়ময়ী। প্রক্রম্যমাণস্বৈকনিদানরূপতদ্বিষয়কস্বৈক নির্ব্বাহরূপসাদরস্পৃহা চ। সা চ সা চ স্বাভাবিকী কেনাপি বলাদুৎপাদিতা চ। ততশ্চাশ্রিতগুরুচরণস্য তস্য জিজ্ঞাস্য-মানসদাচারস্য তচ্ছিক্ষয়ৈব সজাতীয়াশয়স্নিগ্ধভক্ত্যভিজ্ঞসাধুসঙ্গভাগ্যোদয়ঃ। ততো ভজনক্রিয়া। সা চ দ্বিবিধা অনিষ্ঠিতা নিষ্ঠিতা চ। তত্র প্রথমমনিষ্ঠিতা ক্রমেণোৎ-সাহময়ী ঘনতরলা ব্যূঢবিকল্পা বিষয়সঙ্গরা নিয়মাক্ষমা তরঙ্গরঙ্গিণীতি ষড়্‌বিধা ভবন্তীতি স্বাধাবং বিলক্ষয়তি ॥ ৫ ॥

তত্রোৎসাহময়ী প্রথমমেব শাস্ত্রমধ্যেতুমারভমাণস্য সর্ব্বলোকশ্লোক্যমান-পাণ্ডিত্যমুপপন্নমিব স্বস্মিন্ মন্যমানস্য বটোরিব উৎসাহং স্বাধিকরণস্য প্রচুরযতী-ত্যুৎসাহময়ী ॥ ৬ ॥

যায়। তবে উক্ত পত্রদ্বয়ের উদ্‌গমের তারতম্যবশতঃ তত্তদশুভের নিবৃত্তি ও তত্তৎশুভের প্রবৃত্তির তারতম্য ও তজ্জন্য উহাদের কোন একটি নির্দ্দিষ্ট ক্রম অবশ্য স্বীকার্য্য হইতেছে। যদিও অত্যন্ত সূক্ষ্মতা প্রযুক্ত ঐ ক্রম নিতান্ত দুর্লক্ষ্য বটে, তথাপি তত্তৎকার্য্যদর্শনরূপ লিঙ্গ দ্বারা পণ্ডিত সকল উহা স্থির করিয়া থাকেন ॥ ৪ ॥

ভক্ত্যধিকারীর প্রথমেই শ্রদ্ধার উদয় হইয়া থাকে। ভক্তিশাস্ত্রে দৃঢ়প্রত্যয়ই ঐ শ্রদ্ধা। শাস্ত্রবিশ্বাসের পর শাস্ত্রোক্ত অনুষ্ঠানে যে একটি সাদরস্পৃহা দেখা যায়, তাহাকেও শ্রদ্ধাই বলা হইয়া থাকে। উক্ত উভয়বিধ শ্রদ্ধাই আবার স্বাভাবিকী ও বলোৎপাদিকা ভেদে দুই প্রকার। শ্রদ্ধার অনন্তর গুরুচরণের আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক সদাচার জিজ্ঞাসা হয়, এবং তাঁহার শিক্ষা দ্বারা সজাতীয় আশয়সমন্বিত স্নিগ্ধ ও ভক্ত্যভিজ্ঞ সাধুর সঙ্গরূপ সৌভাগ্যের উদয় হইয়া থাকে। তাহার পরই ভজনক্রিয়া। ঐ ভজনক্রিয়া আবার দুই প্রকার ;—অনিষ্ঠিতা ভজনক্রিয়া ও নিষ্ঠিতা ভজনক্রিয়া। তন্মধ্যে প্রথম যে অনিষ্ঠিতা ভজনক্রিয়া তাহা ক্রমে উৎসাহময়ী, ঘনতরলা, ব্যূঢবিকল্পা, বিষয়সঙ্গরা, নিয়মাক্ষমা ও তরঙ্গরঙ্গিণী ভেদে ষড়্‌বিধ আকারে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

প্রারব্ধশাস্ত্রাধ্যয়ন বালকের যেমন শাস্ত্রাভ্যাস আরম্ভ করিবামাত্র "আমি বুঝি পণ্ডিত হইলাম" এইরূপ একটি নূতন উৎসাহের সহিত উদ্যম দেখা যায়, ভক্তিমার্গে প্রথম প্রবেশে ভক্তেরও তদ্রূপ একটি উৎসাহময় উদ্যম দৃষ্ট হইয়া থাকে, এবং তন্নিমিত্তই অনিষ্ঠিতা ভজনক্রিয়ার প্রথম অবস্থাকেও উৎসাহময়ী সংজ্ঞায় অভিহিত করা হয় ॥ ৬ ॥

অথ ঘনতরলা। প্রক্রম্যমাণানি ভক্ত্যঙ্গানি কদাচিন্নির্ব্বহন্তি কদাচিচ্চ ন বেতি ঘনত্বং তরলত্বঞ্চাস্যাঃ যথা বটোঃ শাস্ত্রাভ্যাসঃ কদাচিৎ সান্দ্রঃ কদাচিৎ তদর্থ-প্রবেশাসমর্থতয়া স্বারস্যানুদয়েন শিথিলশ্চ ॥ ৭ ॥

অথ ব্যূঢবিকল্পা। কিমহং সপরিগ্রহ এব পুত্রকলত্রাদীন্ বৈষ্ণবীকৃত্য ভগবৎ-পরিচর্য্যায়াং নিযোজ্য গৃহ এব সুখং তং ভজে কিংবা সর্ব্বানেব পরিত্যজ্য নির্বিক্ষেপঃ শ্রীবৃন্দাবনং ধ্যেয়স্থানমেবাসীনঃ কীর্ত্তনশ্রবণাদিভিঃ কৃতার্থীভবেয়ম্। স চ ত্যাগঃ কিং ভুক্তভোগস্যাবগতবিষমবিষয়দাবদবথোর্মম চরমদশায়ামেব কিং বাধুনৈব সমুচিত ইতি। কিঞ্চ "তামীক্ষেদাত্মনো মৃত্যুং তৃণৈঃ কূপমিবাবৃতম্" ইতি দৃষ্ট্যা আশ্রমস্যাস্যাবিশ্বাস্যতয়া "যো দুস্ত্যজান্ দারসুতান্" ইত্যত্র "জহৌ যুবৈব মলবৎ" ইত্যাদিদৃষ্ট্যা ত্যক্তুবিলম্বস্তত্রাপি "অহো মে পিতরৌ বৃদ্ধৌ" ইত্যত্র "অতৃপ্তস্তাননুধ্যায়ন্ মৃতোঽন্ধং বিশতে তমঃ" ইতি ভগবদ্বাক্যেন ত্যাগেঽলব্ধবলশ্চ সম্প্রত্যেব প্রাণধারণমাত্রবৃত্তির্বলং তদৈব প্রবিশ্যাষ্টাবেব চ যামানভ্যর্থয়ানীতি। "ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ" ইত্যত্র তু বৈরাগ্যস্য ভক্তিজনকত্বে এব দোষো ন তু ভক্তিজনিতত্বে ইতি তদনুভাব-রূপতয়া তদধীনত্বমিতি। যদ্‌যদাশ্রমমগাৎ স ভিক্ষুকস্তত্তদন্নপরিপূর্ণমৈক্ষত ইতি

আবার ঐ বালকের শাস্ত্রাভ্যাস যেমন কখন গাঢ়ই হইয়া থাকে, এবং কখন বা তত্তদর্থে প্রবেশের অসামর্থ্য প্রযুক্ত সারস্যের অনুদয়ে শিথিল হয়, তদ্রূপ ভক্তেরও ভক্ত্যঙ্গের নির্ব্বাহ ও অনির্ব্বাহ বশতঃ ভজনক্রিয়ার ঘনত্ব বা তরলত্ব দর্শনে উহার ঘনতরলা এইরূপ নাম দেওয়া হয় ॥ ৭ ॥

ইহার পর ব্যূঢবিকল্পা। যে অবস্থায় ভক্তের অন্তঃকরণে, "আমি আমার পুত্রকলত্রাদিকে বৈষ্ণব করিয়া সপরিবারে ভগবৎপরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইয়া গৃহে থাকিয়াই সুখে কালযাপন করিব, অথবা সংসার পরিত্যাগ করিয়া, ধ্যেয়স্থান শ্রীবৃন্দাবনে গমন পূর্ব্বক নির্বিক্ষেপে শ্রবণকীর্ত্তনাদি দ্বারা আত্মাকে কৃতার্থ করিব? আমি যদি সংসার ত্যাগই করি, তবে ঐ ত্যাগ কিছুকাল ভোগের পর ভোগকে কষ্টকর জানিয়াই করা উচিত বা এখনই করা উচিত হইবে? এই সংসারত তৃণাবৃত কূপের ন্যায় অবিশ্বাস্য, অতএব এই যৌবনা-বস্থাতেই উহাকে ত্যাগ করা হইবে বা বৃদ্ধ পিতামাতার মৃত্যুর পরই উহাকে ত্যাগ করা হইবে? বৈরাগ্যকে লোকে দোষ দিয়া থাকে, কিন্তু উহার ভক্তিজনকত্বেই দোষ, ভক্তিজনিতত্বে কোন দোষই দেখা যায় না; কারণ,

ন্যায়েন কদাচিদ্বৈরাগ্যং "তাবদ্রাগাদয়স্তেনাস্তাবৎ কারাগৃহং গৃহম্" ইতি কদাচিদ্ গার্হস্থ্যঞ্চ নিশ্চিন্বন্ কিমহং কীর্ত্তনমেব কিংবা কথাশ্রবণমপি উত সেবামেব উতাহো তাবদম্বরীষাদিবদনেকাঙ্গামেব ভক্তিং করবৈ ইত্যাদি বিবিধা এব প্রাপ্তা বিকল্পা যত্র ভবন্তীতি ব্যূঢ়বিকল্পা ॥ ৮ ॥

অথ বিষয়সঙ্গরা। "বিষয়াবিষ্টচিত্তানাং বিষ্ণ্বাবেশঃ সুদূরতঃ। বারুণীদিগ্‌গতং বস্তু ব্রজন্নৈন্দ্রীং কিমাপ্নুয়াৎ।" ইতি ভোগা এব বলাৎ স্বস্মিন্নভিনিবেশ্য মাং ভজনে শিথিলয়ন্তীতি তদমী ত্যক্ত্বা নামগ্রাহং কাংশ্চন কাংশ্চন ত্যক্তবতোঽপি সময়ে তান্ গর্হয়তোঽপি ভুঞ্জানস্য "জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বর" ইতি ভগবদ্‌বাক্যস্যোদাহরণত্বং প্রাপ্তবতস্তস্য পূর্ব্বাভ্যস্তৈর্বিষয়ৈস্তৈঃ সহ সঙ্গরো যুদ্ধং কদাচিৎ তৎপরাজয়ঃ কদাচিৎ স্বপরাজয় ইতি বিষয়সঙ্গরা ॥ ৯ ॥

অথ নিয়মাক্ষমা। অদ্যারভ্য ইয়ন্তি নামানি গৃহীতব্যানি এতাবত্যশ্চ প্রণতয়ঃ কার্য্যা ইথমেব তদ্ভক্তা অপি সেবনীয়া ভগবদসম্বন্ধা বাচোঽপি নোচ্চারণীয়া

তাদৃশ বৈরাগ্যকে ভক্তির অধীনই হইতে দেখা যায়? সন্ন্যাসী হইলে জীবিকা নির্ব্বাহেরও আশঙ্কা নাই; যেহেতু সকল আশ্রমই অন্ন পরিপূর্ণ আছে। সংসার ত্যাগ না করিলেই বা ক্ষতি কি? যাঁহার ভক্তি জন্মে নাই, তাঁহার পক্ষেইত গৃহাদি বন্ধনের কারণ, ভক্তের ত কোন বন্ধনই সম্ভবে না? আমি ভক্তির কোন্ অঙ্গ সাধন করিব?—শ্রবণই করি বা কীর্ত্তনাদিরই কোন একটি অবলম্বন করি? অথবা অম্বরীষাদির ন্যায় অনেকাঙ্গেরই সাধন করি?" ইত্যাদি বিবিধ প্রশ্নের উদয় হইতে থাকে, তখনই ঐ ভজনক্রিয়াকে ব্যূঢবিকল্পা বলা যায় ॥ ৮ ॥

তদনন্তর যে ভজনক্রিয়া তাহারই নাম বিষয়সঙ্গরা। যে অবস্থায় উক্ত সংশয়ের নিবৃত্তি হইয়া ত্যাগেই নিশ্চয়তা জন্মে; অর্থাৎ যখন বিষয়ত্যাগ ভিন্ন শ্রীকৃষ্ণভজন সুসিদ্ধ হয় না, এই জ্ঞানে, ত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হওয়া যায়, অথচ তত্ত্যাগের চেষ্টায় সময়ে সময়ে জয় ও পরাজয় হইতে থাকে, এবং পরাজয়ের কালে বিষয়কে ঘৃণার সহিত ভোগ করা হয়, তখনই উহাকে বিষয়-সঙ্গরা ভজনক্রিয়া বলা হয় ॥ ৯ ॥

বিষয়সঙ্গরার পর নিয়মাক্ষমা। যে অবস্থায় ভজনক্রিয়াতে নিয়ম করিয়াও ঐ নিয়ম রক্ষা করিতে অক্ষম হওয়া যায়, তাহারই নাম নিয়মাক্ষমা। যেমন কোন ভক্ত নিয়ম করিলেন যে, আজ হইতে "আমি প্রতিদিন এক সহস্র নাম করিব, দশটি করিয়া প্রণাম করিব, ভগবদ্‌ভক্তের সেবা করিব, ভগবৎসম্বন্ধশূন্য

গ্রাম্যবার্ত্তাবতাং সন্নিধিস্ত্যক্তব্যঃ ইত্যাদি প্রতিদিনমপি প্রতিজানতোঽপি সময়ে তথা ন ক্ষমত্বম্ ইতি নিয়মাক্ষমা। বিষয়সঙ্গরায়াং বিষয়ত্যাগাক্ষমত্বম্ অত্র তু ভক্ত্যুৎকর্ষাক্ষমত্বমিতি ভেদঃ॥ ১০॥

অথ তরঙ্গরঙ্গিণী। ভক্তেঃ স্বভাব এবায়ং যৎ তদ্বতি সর্ব্বেঽপি জনা অনুরজ্যন্তীতি "জনানুরাগপ্রভবা হি সম্পদ" ইতি প্রাচাং বাচোঽপি। ভক্ত্যুত্থাসু বিভূতিষু লাভপূজাপ্রতিষ্ঠাদিষু বল্লীবলিতাস্বুপশাখাসু তরঙ্গেষিবাচরন্ত্যা অস্যা রঙ্গ ইতি তরঙ্গরঙ্গিণী॥ ১১॥

ইতি মাধুর্য্যকাদম্বিন্যাং ভক্তেঃ শ্রদ্ধাদিক্রমত্রয়কথনপূর্ব্বকভজন-
ক্রিয়াভেদকথনং নাম দ্বিতীয়ামৃতবৃষ্টিঃ॥ ২॥

বাক্য উচ্চারণ করিব না, গ্রাম্যকথালাপী ব্যক্তির সঙ্গ ত্যাগ করিব" ইত্যাদি। কিন্তু নানা বিঘ্নবশতঃ তিনি তাঁহার ঐ সকল নিয়ম পালনে অক্ষম হইলেন। তাঁহার এই যে ভজনক্রিয়ার অবস্থা, ইহারই নাম নিয়মাক্ষমা। বিষয়সঙ্গরাতে বিষয়ত্যাগে অক্ষমতা আর নিয়মাক্ষমাতে ভক্তির পরিবর্দ্ধনে অক্ষমতা এই ভেদ॥১০॥

পরিশেষে তরঙ্গরঙ্গিণী। যে অবস্থাতে লোকে ভক্তের প্রতি অনুরক্ত হয়েন এবং তজ্জন্য ভক্তের লাভ পূজা ও প্রতিষ্ঠাদির সুযোগ হয়, ভজনক্রিয়ার সেই অবস্থার নামই তরঙ্গরঙ্গিণী। কারণ, ভক্ত এই অবস্থাতে তাঁহার ভজনক্রিয়াকে লাভ পূজা ও প্রতিষ্ঠাদি তরঙ্গে রঙ্গ করিতে দেখেন। ফলতঃ ঐ লাভ ও পূজাদি ভক্তিকল্পলতার উপশাখা। উহারা ভক্তিলতার বৃদ্ধির হানিই করিয়া থাকে॥ ১১॥

ইতি মাধুর্য্যকাদম্বিনী গ্রন্থে বঙ্গানুবাদে দ্বিতীয়ামৃতবৃষ্টি॥ ২॥

তৃতীয়ামৃতবৃষ্টিঃ।

অথানর্থানাং নিবৃত্তিঃ। তে চানর্থাশ্চতুর্বিধাঃ দুষ্কৃতোত্থা সুকৃতোত্থা অপরাধোত্থা ভক্ত্যুত্থাশ্চেতি। তত্র দুষ্কৃতোত্থা দুরভিনিবেশদ্বেষরাগাদ্যাঃ পূর্ব্বোক্তাঃ ক্লেশা এব। সুকৃতোত্থা ভোগাভিনিবেশা বিবিধা এব। তে চ ক্লেশান্তঃপাতিন ইতি কেচিৎ। অপরাধোত্থা ইত্যত্র নামাপরাধা এব গৃহ্যন্তে। সেবাপরাধানাস্তু নামভিস্তত্তন্নিবর্ত্তকস্তোত্রপাঠৈঃ সেবাসাতত্যেন চ ভব্যস্য বিবেকিনঃ প্রায়ঃ প্রতিদিনমেবোপশমেনাঙ্কুরীভাবানুপলব্ধেঃ। কিন্তু তত্তদুপশমসম্ভববলেন তত্র সাবধানতাশৈথিল্যে সেবাপরাধা অপি নামাপরাধা এব স্যুঃ। তথাহ্যুক্তম্‌ঃ—"নাম্নো বলাদ্ যস্য হি পাপবুদ্ধিরিতি। তত্র নাম ইত্যুপলক্ষণং ভক্তিমাত্রস্যৈবোপশমকস্য। ধর্ম্মশাস্ত্রেঽপি প্রায়শ্চিত্তবলেন পাপাচরণে ন তেন পাপস্য ক্ষয়ঃ প্রত্যুত গাঢ়তৈব। নন্বেবং "ন হ্যঙ্গোপক্রমে ধ্বংসো মদ্ধর্ম্মস্যোদ্ধবাণ্বপি" ইতি "বিশেষতো দশার্ণেঽস্মিং জপমাত্রেণ সিদ্ধিদ" ইত্যাদি বাক্যবলেন তত্তদঙ্গানামননুষ্ঠানে বৈকল্যাদাবপি বা

অনন্তর অনর্থনিবৃত্তি। ঐ অনন্তর চতুর্ব্বিধ;—দুষ্কৃতোত্থ, সুকৃতোত্থ, অপরাধোত্থ ও ভক্ত্যুত্থ। তন্মধ্যে পূর্ব্বোক্ত দুরভিনিবেশ দ্বেষ ও রাগ প্রভৃতি ক্লেশ সকলকেই দুষ্কৃতোত্থ অনর্থ বলা যায়। ভোগাভিনিবেশ প্রভৃতি বিবিধ অনর্থের নামই সুকৃতোত্থ অনর্থ। কেহ কেহ এই সুকৃতোত্থ অনর্থ সকলকেও ক্লেশের মধ্যেই নিবেশ করিয়া থাকেন। অপরাধোত্থ অনর্থ বলিয়া নামাপরাধ সকলকেই গ্রহণ করা হইয়াছে। তদ্দ্বারা সেবাপরাধ বোধিত হয় না। কারণ নাম দ্বারা তত্তন্নিবর্ত্তক স্তোত্র পাঠ দ্বারা ও সতত সেবা দ্বারা জ্ঞানবন্ত সজ্জনগণের প্রায় প্রতিদিনই ঐ সেবাপরাধ সকলের উপশম হেতু অঙ্কুরীভাবই দৃষ্ট হয় না। কিন্তু নামাদি দ্বারা সেবাপরাধ সকল উপশমিত হইয়া যায় বলিয়া তদ্বিষয়ে সাবধানতার শৈথিল্য ঘটিলে ঐ সকল সেবাপরাধই আবার নামাপরাধরূপে পরিণত হইতে পারে। ঐ স্থলে সেবাপরাধের উপশমকারক বলিয়া যে নামকে গ্রহণ করা হইয়াছে, সেই নাম শব্দ উপলক্ষণমাত্র। কারণ, নামশব্দে ভক্ত্যঙ্গ মাত্রই গৃহীত হইয়া থাকে। ধর্ম্মশাস্ত্রেও বলিয়া থাকেন যে, "যদি কেহ প্রায়শ্চিত্তের বলে পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়েন, তবে ঐ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা তাঁহার পাপের ক্ষয় হয় না, প্রত্যুত গাঢ়তাই জন্মিয়া থাকে।" যদি বল, "মদ্ধর্ম্মের অণুমাত্র উপক্রান্ত হইলেও তাহার ধ্বংস নাই" এই ভগবদ্বাক্যের এবং "বিশেষতঃ এই

জাতে নামাপরাধঃ প্রসজ্জেত। মৈবম্। নাম্নো বলাদ্ যস্যোত্যত্র পাপে বুদ্ধিশ্চিকীর্ষাদি। তদেব হি পাপং যত্র সতি নিন্দাপ্রায়শ্চিত্তাদিশ্রবণম্। ন চ কর্ম্মমার্গ ইব ভক্তিমার্গেঽপি অঙ্গবৈকল্যাদৌ কাপি নিন্দাদিশ্রবণমিতি ন তত্রাপরাধশঙ্কা। যদুক্তম্;—"যে বৈ ভগবতা প্রোক্তা উপায়া আত্মলব্ধয়ে। অঞ্জঃ পুংসামবিদুষাং বিদ্ধি ভাগবতান্ হি তান্॥ যানাস্থায নরো রাজন্ ন প্রমাদ্যেত কর্হিচিৎ। ধাবন্ নিমীল্য বা নেত্রে ন স্খলেন্ন পতেদিহ॥" ইতি। অত্র নিমীল্যেতি কর্ত্তৃব্যাপারলিঙ্গেন বিদ্যমানে এব নেত্রে মুদ্রয়িত্বা তত্রাপি ধাবন্ পাদন্যাসস্থলমতিক্রম্যাপি ব্রজন্ ন স্খলেদিতি অক্ষরার্থলব্ধের্ভগবদ্ধর্ম্মমাশ্রিত্য তদঙ্গানি সর্ব্বাণি জ্ঞাত্বাপি অজ্ঞ ইব কানিচিৎ কানিচিত্তল্লঙ্ঘ্যাপি অনুতিষ্ঠন্ ন প্রত্যবায়ী স্যাৎ নাপি ফলাদ্ভ্রশ্যেদিত্যেবৈব ব্যাখ্যা উপপদ্যতে। নিমীলনং নামাজ্ঞানং

দশাক্ষর মন্ত্র জপমাত্রই সিদ্ধিদায়ক" ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্যের বলে ঐ সকল কর্ম্মের অঙ্গ অননুষ্ঠিত হইলে কিংবা উহাদের বিকলতাদি ঘটিলে, নামাপরাধের প্রসক্তি হউক,—তাহা হইতে পারে না, কারণ, নামবলে যিনি ইচ্ছা করিয়া পাপানুষ্ঠান করেন, তাঁহারই অপরাধ হইয়া থাকে, এবং ঐ পাপও তাহাকেই বলা যায়, যাহার অনুষ্ঠানে নিন্দা ও প্রায়শ্চিত্তাদি শ্রবণ করা যায়। কর্ম্মমার্গের ন্যায় ভক্তিমার্গেও অঙ্গহানি প্রভৃতি স্থলে কোথাও কখন নিন্দাদি শ্রবণ করা যায় না। অতএব তদ্বিষয়ে অপরাধেরও আশঙ্কা করা সঙ্গত হয় না। উক্ত হইয়াছে—"শ্রীভগবান কর্ত্তৃক আত্মলাভের নিমিত্ত যে সকল উপায় কীর্ত্তিত হইয়াছে, সেই গুলিকেই ভাগবতধর্ম্ম বলিয়া জানিবে। ঐ সকল ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া মনুষ্য কখনই প্রমাদগ্রস্ত হয়েন না। অধিকন্তু উহাদের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক চক্ষু নিমীলন করিয়া ধাবন করিলেও স্খলন বা পতন ঘটে না। এই স্থলে, নিমীলন শব্দে, কর্ত্তৃব্যাপাররূপ লিঙ্গ দ্বারা, যদি নেত্র থাকে, তবে তাহা মুদ্রিত করিয়া, এবং ধাবন শব্দে পাদন্যাসের স্থল অতিক্রম করিয়া, এই প্রকার অক্ষরার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়, অতএব নেত্রবিশিষ্ট লোকও যদি পাদন্যাসের স্থল অতিক্রম করিয়া গমন করেন, তথাপি তাঁহার স্খলন বা পতন নাই, এই প্রকার অর্থ করিতে হইবে। ফল কথা, ভগবদ্ধর্ম্মের আশ্রয় লইয়া যিনি জানিয়া শুনিয়াও কার্য্যের অঙ্গহানি বা অঙ্গবৈকল্য ঘটন করেন, তাঁহাকেও কোনরূপ প্রত্যবায়ী হইতে হয় না, অথবা তাদৃশ ব্যক্তিকে ফল হইতে ভ্রষ্টও হইতে হয় না, ইহাই সদর্থ হইতেছে। নিমীলন শব্দের অর্থ অজ্ঞান, এবং শ্রুতি ও স্মৃতিই

তস্যাপি শ্রুতিস্মৃতিবিষয়াবিত্যেষা তু ন সঙ্গচ্ছতে মুখ্যার্থবাধাযোগাৎ; ন চ ধাবন্ নিমীল্যেত্যেতদেব দ্বাত্রিংশদপরাধাভাবমপি ক্রোড়ীকরোত্বিতি বাচ্যম্। যান্ ভগবতা প্রোক্তানুপায়ানাশ্রিত্যেত্যুক্তত্বাৎ। "যানৈর্ব্বা পাদুকৈর্ব্বাপি গমনং ভগবদ্‌গৃহে" ইত্যাদয়স্তু তত্র নিষিদ্ধা এব। সেবাপরাধে তু "হরেরপ্যপরাধান্ যঃ কুর্য্যাদ্দ্বিপদপাংশনঃ" ইত্যাদিষু শ্রূয়ন্ত এব নিন্দাঃ। কিঞ্চ তে নামাপরাধাঃ প্রাচীনা অর্ব্বাচীনা বা যদি সম্যগনভিজ্ঞাতপ্রকারাঃ স্যুঃ কিন্তু তৎফললিঙ্গেনানুমীয়মানা এব তদা তেষাং নামভিরেবাবিশ্রান্তপ্রযুক্তৈর্ভক্তিনিষ্ঠাযামুৎপদ্যমানায়াং ক্রমেণোপশমঃ। যদি তে জ্ঞায়ন্ত এব তদা ত্বস্তি ক্বচিৎ কশ্চিদ্বিশেষঃ ॥ ১ ॥

যথা সতাং নিন্দেতি দশস্থ নাম্নঃ প্রথমোঽপরাধঃ। তত্র নিন্দেত্যনেন দ্বেষ-দ্রোহাদয়োঽপ্যুপলক্ষ্যন্তে। ততশ্চ দৈবাৎ তস্মিন্নপরাধে জাতে "হন্ত পামরেণ ময়া সাধুষু অপরাদ্ধমিতি" অনুতপ্তো জনঃ "কৃশানৌ শাম্যতি তপ্তঃ কৃশানুনা এবায়ম্" ইতি ন্যায়েন তৎপদাগ্রে এব নিপত্য প্রসাদযামীতি বিষণ্ণচেতসা প্রণতিস্তুতি-

---

উক্ত অজ্ঞানের বিষয়, এইরূপ ব্যাখ্যা সঙ্গত হয় না। কারণ, তাহাতে মুখ্যার্থের বাধা হয়। আবার "ধাবন্" ও নিমীল্য" এই দুই পদ দ্বারা দ্বাত্রিংশৎ অপরাধের অভাব ক্রোড়ীকৃত হইয়াছে, ইহাও বলা যায় না, যেহেতু ঐ স্থলে "ভগবান কর্ত্তৃক প্রোক্ত উপায় আশ্রয় করিয়া" এইরূপই বলা হইয়াছে। "যানে আরোহণ করিয়া বা পাদুকা লইয়া ভগবদ্‌গৃহে গমন প্রভৃতি সেবাপরাধ সকল" তথায় নিষিদ্ধই হইয়াছে। সেবাপরাধস্থলে "যে দ্বিপদ পশু শ্রীহরির সম্বন্ধে অপরাধ করে" ইত্যাদি নিন্দাই শ্রবণ করা যায়। আরও ঐ নামাপরাধ সকল প্রাচীনই হউক বা নূতনই হউক, যদি জ্ঞানকৃত না হয়, কিন্তু উহাদের ফলরূপ লিঙ্গ দ্বারা অনুমিত হয়, তবে অবিশ্রান্ত প্রযুক্ত নাম দ্বারা ভক্তিনিষ্ঠা জন্মিলে, ক্রমে নাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আর যদি ঐ গুলি জ্ঞানকৃত হয়, তবে তদ্বিষয়ে কিছু কিছু বিশেষ দেখা যায় ॥ ১ ॥

সাধুনিন্দা দশটি নামাপরাধের মধ্যে প্রথম অপরাধ। নিন্দা শব্দ দ্বারা দ্বেষ এবং দ্রোহ প্রভৃতিও উপলক্ষিত হইয়া থাকে। দৈবাৎ এই অপরাধ ঘটিলে, "হায়! আমি কি পামর, সাধুর সম্বন্ধে অপরাধ করিলাম" এই প্রকার অনুতাপ করিয়া, সেই ব্যক্তি, অগ্নিদগ্ধ ব্যক্তি অগ্নিতেই শান্তিলাভ করেন, এই ন্যায় অনুসারে, "আমি যাঁহার নিকট অপরাধী হইয়াছি, তাঁহার চরণে পতিত হইয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিব", এই প্রকার খেদ করিতে করিতে, উক্ত ব্যক্তির

সম্মানাদিভিস্তস্যোপশমঃ কার্য্যঃ। কদাচিৎ কস্যচন কৈরপি দুষ্প্রসাদনীয়ত্বে বহুদিনমপি তন্মনোভিরোচিন্যনুবৃত্তিঃ কার্য্যা। অপরাধস্যাতিমহত্ত্বাৎ কথঞ্চিৎ তস্যাপ্যনিবর্ত্ত্যকোপত্বে "ধিঙ্মামক্ষীণভক্তাপরাধং নিরয়কোটিষু পতন্তম্" ইতি নির্ব্বিদ্য সর্ব্বং পরিত্যজ্য সমাশ্রয়ণীয়া নামসঙ্কীর্ত্তনসন্ততিস্তয়া চ মহাশক্তিমত্যাবশ্যমেব কালে ততঃ স্যাদেবোদ্ধারঃ। "কিং মে মুহুর্মুহুরেব পাদপতনাদিভিঃ স্বাপকর্ষ-স্বীকারেণ—নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘম্—ইত্যস্যৈব পরমোপায়ঃ স এব সমাশ্রয়ণীয়ঃ" ইতি ভাবনায়াং পূর্ব্ববদেব পুনরপি নামাপরাধঃ। ন চ "কৃপালুরকৃতদ্রোহস্তিতিক্ষুঃ সর্ব্বদেহিনাম্" ইত্যাদি সম্পূর্ণধর্ম্মকা এব সন্তস্তেষামেব নিন্দা অপরাধ ইতি বাচ্যম্। "সর্ব্বাচারবিবর্জ্জিতাঃ শঠধিয়ো ব্রাত্যা জগদ্বঞ্চকাঃ" ইতি তৎপ্রকরণবর্ত্তিনা বচনেন তাদৃশদুশ্চরিতানামপি ভগবন্তং ভজতাং কৈমুতিক-ন্যায়েন সচ্ছব্দবাচ্যত্বেন সূচিতত্বাৎ। কিঞ্চ কশ্চিন্মহাভাগবতত্বাৎ মহাপরাধিন্যপি যদ্যপি ন কুপ্যতি তদপি তত্রাপরাধবতা স্বশুদ্ধ্যর্থং প্রণত্যাদিভিরনুবর্ত্তনীয় এব সঃ। "সেৎস্যং মহাপুরুষপাদপাংশুভির্নিরস্ততেজস্সু" ইতি সতাং বাক্যেন তচ্চরণ-

---

প্রণতি স্তুতি ও সম্মানাদি দ্বারা ঐ অপরাধের ক্ষয় করিবেন। যদি কেহ কখন কাহাকেও এইরূপে প্রসন্ন করিতে না পারেন, তবে বহুদিন পর্য্যন্ত, তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত তাঁহার ছন্দানুবর্ত্তন করিবেন। অপরাধের অতিগুরুত্ব প্রযুক্ত কোনরূপে ক্রোধের নিবৃত্তি না হইলে, "আমি ভক্তাপরাধী, নরকে পতিত হইব, আমাকে ধিক্" এই প্রকার নির্ব্বেদ সহকারে সকল পরিত্যাগ করিয়া, অবিচ্ছেদে নামসঙ্কীর্ত্তনে রত হইবেন। ঐ নামসঙ্কীর্ত্তন মহা-শক্তিধর, অবশ্যই কালে ঐ অপরাধ হইতে উদ্ধার করিবেন। কিন্তু বারংবার পাদপতনাদি দ্বারা নিজের লাঘব স্বীকারের প্রয়োজন কি? নামাপরাধীর অপরাধ নামেই ক্ষয় হয়। অতএব পরমোপায় নামকেই আশ্রয় করিব। যিনি এই প্রকার বিবেচনা করেন, তাঁহার পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ নামাপরাধ ঘটে। আবার কৃপালু অকৃতদ্রোহ তিতিক্ষু প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত গুণ সকল যাঁহার আছে, তিনিই সাধু, তাঁহার নিকট অপরাধ করিলেই অপরাধ হয়, একথাও বলা যায় না। কারণ, "সর্ব্বাচারবিবর্জ্জিত শঠবুদ্ধি জগদ্বঞ্চক ব্রাত্য" ইত্যাদি তৎপ্রকরণস্থ বচনানুসারে তাদৃশ দুশ্চরিত্র ব্যক্তিদিগেরও, ভগবদভজন থাকিলে, কৈমুতিক ন্যায়ে সাধুত্ব সূচিত হয়। আবার যদি কোন মহাভাগবত অতিশয় অপরাধ করিলেও কোপ না করেন, তথাপি অপরাধী ব্যক্তি আত্মশুদ্ধির জন্য তাঁহার

রেণূনামসহিষ্ণুতয়া তৎফলপ্রদত্বাবগমাৎ। কিঞ্চ দুরবগমনিষ্কারণকে কচিৎ কৃপাদৃষ্টৌ প্রভবিষ্ণৌ স্বচ্ছন্দচরিতে কচিন্মহাভাগবতমৌলৌ তু ন কাপি মর্য্যাদা পর্য্যাপ্নোতি। যথা শিবিকাং বাহয়তি কটূক্তিবিষবর্ষিণ্যপি রহূগণে শ্রীজড়ভরতস্য কৃপা। যথা চ পাষণ্ডধর্ম্মাবলম্বিনি স্বহিংসার্থমুপসেদুষি দৈত্যসমূহে উপরিচরস্য বসোশ্চেদিরাজস্য। যথা বা মহাপাপিনি স্বললাটে রুধিরপাতিন্যপি মাধবে প্রভুবরস্য নিত্যানন্দস্যেতি। এবমেব গুরোরবজ্ঞা ইত্যত্রাপি জ্ঞেয়ম্। শিবস্য শ্রীবিষ্ণোরিত্যত্রৈবং বিবেচনীয়ম্॥ ২॥

চৈতন্যং হি দ্বিবিধং ভবতি স্বতন্ত্রমস্বতন্ত্রঞ্চ। তত্র প্রথমং সর্ব্বব্যাপকমীশ্বরাখ্যং দ্বিতীয়ং দেহমাত্রব্যাপিশক্তিকং জীবাখ্যমীশিতব্যম্। ঈশ্বরচৈতন্যং দ্বিবিধং মায়াস্পর্শরহিতং লীলয়া স্বীকৃতমায়াস্পর্শঞ্চ। তত্র প্রথমং নারায়ণাদ্যভিধম্। যদুক্তম্—"হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পর" ইতি। দ্বিতীয়ং শিবাদ্যভিধম্। যদুক্তম্;—"শিবঃ শক্তিযুতঃ শশ্বৎ ত্রিলিঙ্গো গুণসংবৃত" ইতি। অত্র গুণসংবৃতলিঙ্গেনাপি তস্য জীবত্বং নাশঙ্কনীয়ম্। "ক্ষীরং যথা দধি বিকারবিশেষযোগাৎ

চরণে পতিত হইয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিবেন। "সেষং মহাপুরুষ" ইত্যাদি সাধুদিগের বাক্য দ্বারা তচ্চরণরেণুসমূহের অসহিষ্ণুতা প্রযুক্ত তৎফলপ্রদত্ব অবগত হওয়া যায়। আরও কোথাও দুর্জ্ঞেয় কারণে বা অকারণে কৃপাদৃষ্টিতে সমর্থ স্বচ্ছন্দচরিত্র কোথাও বা কোন মহাভাগবতমুখ্যে কিন্তু কোন মর্য্যাদাই পর্য্যাপ্ত হয় না। যেমন রহূগণ রাজা শিবিকাবাহন করাইলে এবং কটূক্তিবর্ষণ করিলেও জড়ভরত তাঁহার প্রতি কৃপা করিলেন। যেমন পাষণ্ডমতাবলম্বী ও নিজের হিংসার্থে সমাগত দৈত্যদিগের প্রতি উপরিচর বসু চেদিরাজ কৃপা করিলেন। যেমন মহাপাপী আপনার ললাটে আঘাত দ্বারা রুধিরপাতকারী মাধবের প্রতি প্রভুবর নিত্যানন্দ কৃপা করিলেন। এইরূপ গুরুর অবজ্ঞা প্রভৃতি স্থলেও জানিতে হইবে। "শিবস্য শ্রীবিষ্ণোঃ" এই স্থলে এই প্রকার বুঝিতে হইবে॥ ২॥

চৈতন্য দ্বিবিধ, স্বতন্ত্র ও অস্বতন্ত্র। তন্মধ্যে প্রথমটি, সর্ব্বব্যাপক ঈশ্বরচৈতন্য; আর দ্বিতীয়টি দেহমাত্রব্যাপক অধীন জীবচৈতন্য। ঈশ্বরচৈতন্য আবার মায়াস্পর্শপরিশূন্য ও লীলাতে স্বীকৃতমায়াস্পর্শ ভেদে দ্বিবিধ। উহার প্রথমটি, শ্রীনারায়ণাদি অভিধায় অভিহিত হয়েন। উক্ত আছে, "হরিই সাক্ষাৎ প্রকৃতির অতীত নির্গুণ পুরুষ।" আর দ্বিতীয়টি, শিবাদি আখ্যায় আখ্যাত হয়েন। উক্ত হইয়াছে, "শিব ত্রিলিঙ্গ ও গুণসংবৃত।" এই স্থলে গুণাবরণলিঙ্গের সাম্যে

সঞ্জায়তে ন তু ততঃ পৃথগস্তি হেতুঃ। যঃ শম্ভুতামপি তথা সমুপৈতি কার্য্যাদ্‌গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামীতি" ব্রহ্মসংহিতোক্তেঃ। অন্যত্র চ পুরাণাগমাদিষু বহুত্র ঈশ্বরত্বেন প্রসিদ্ধেশ্চ। যত্তু "সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতের্গুণা" ইত্যত্র "স্থিত্যাদয়ে হরিবিরিঞ্চিহরা" ইত্যনেন তৎসাধারণ্যাৎ ব্রহ্মণ্যপীশ্বরত্বমবগম্যতে তদীশ্বরাবেশাদেবেতি জ্ঞেয়ম্। "ভাস্বান্ যথাশ্মসকলেষু নিজেষু তেজঃ স্বীয়ং কিয়ৎ প্রকটয়ত্যপি তদ্বদত্র। ব্রহ্মা য এব জগদণ্ডবিধানকর্ত্তা" ইতি ব্রহ্মসংহিতোক্তেঃ। তথা "পার্থিবাদ্দারুণো ধূমস্তস্মাদগ্নিস্ত্রয়ীময়ঃ। তমসস্তু রজস্তস্মাৎ সত্ত্বং যদ্‌ব্রহ্মদর্শনম্" ইত্যত্র তমসঃ সকাশাৎ রজসঃ শ্রৈষ্ঠ্যেঽপি বস্তুতো রজসি ধূমস্থানীয়ে শুদ্ধতেজঃস্থানীয়স্যেশ্বরস্যানুপলব্ধেশ্চ। সত্ত্বে সংজ্বলনাগ্নৌ শুদ্ধতেজসঃ সাক্ষাদিব পার্থিবে দারুস্থানীয়ে তমস্যপি তস্যান্তর্হিততয়োপলব্ধিরস্ত্যেব। তৎকার্য্যসুষুপ্তৌ নির্ভেদজ্ঞানসুখানুভব ইবেত্যাদি বিচার্য্য তত্ত্বমবসেয়ম্। অথেশিতব্যং চৈতন্যঞ্চ স্বদশাভেদেন দ্বিবিধম্—অবিদ্যাবৃতমনাবৃতঞ্চ। তত্রাবৃতং দেবমনুষ্য-

---

শিবকে জীব বলিয়া আশঙ্কা করা যাইতে পারে না। কারণ, ব্রহ্মসংহিতায় বলিয়াছেন, "ক্ষীর যেমন বিকারবিশেষযোগে দধিভাব হয়, তদ্বিষয়ে অন্য কোন পৃথক্ কারণ নাই, তদ্রূপ যিনি কার্য্যবশতঃ শম্ভুতা প্রাপ্ত হয়েন, সেই আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্দকে ভজন করি।" অন্যত্রও পুরাণাগমাদিতে অনেক স্থলেই শ্রীশিবের ঈশ্বরত্ব প্রসিদ্ধ আছে। "সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতের্গুণাঃ" ইত্যাদি শ্লোকে "হরি বিরিঞ্চি ও হর" এই প্রকার সাধারণ্য হেতু ব্রহ্মারও যে ঈশ্বরত্ব অবগত হওয়া যায়, তাহা ঈশ্বরাবেশ বশতঃই জানিতে হইবে। ব্রহ্মসংহিতাতে উক্ত হইয়াছে, "সূর্য্য যেমন সকল প্রস্তরেই নিজের তেজ কিছু না কিছু প্রকাশ করেন, তদ্রূপ সেই পরমেশ্বরের শক্তির আবির্ভাবেই অর্থাৎ তদাবেশবশতঃই ব্রহ্মা ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা হয়েন।" "পার্থিব দারু হইতে ধূম এবং ধূম হইতে ত্রয়ীময় অগ্নির ন্যায় তমোগুণ হইতে রজোগুণের এবং রজোগুণ হইতে সত্ত্বগুণের শ্রেষ্ঠতা" ইত্যাদি স্থলে তমোগুণ হইতে রজোগুণের শ্রেষ্ঠতা উক্ত হইলেও বস্তুতঃ ধূমস্থানীয় রজোগুণে শুদ্ধতেজঃস্থানীয় ঈশ্বরের উপলব্ধিই হইয়া থাকে। আবার সাক্ষাৎ পার্থিব দারুস্থানীয় তমোগুণেই কিন্তু ঐ অগ্নি অন্তর্হিতভাবেই উপলব্ধ হইয়া থাকে। তমোগুণের কার্য্য যে সুষুপ্তি তাহাতেই যেমন নির্ভেদ জ্ঞানসুখের অনুভব হয়। এই সকল বিচার করিয়াই তত্ত্বনির্ণয় করা কর্ত্তব্য। অনন্তর ঈশিতব্য চৈতন্যও স্বীয় দশাভেদে দ্বিবিধ

তির্য্যগাদি। অনাবৃতং দ্বিবিধম্—ঈশ্বরৈশ্বর্য্যশক্ত্যানাবিষ্টমাবিষ্টঞ্চ। অনাবিষ্টং স্থূলতো দ্বিবিধম্—জ্ঞানভক্তিসাধনবশাৎ ঈশ্বরে লীনমলীনঞ্চ। প্রথমং শোচ্যং দ্বিতীয়ং তন্মাধুর্য্যাস্বাদ্যশোচ্যম্। আবিষ্টঞ্চ দ্বিবিধম্—চিদংশভূতজ্ঞানাদিভির্মায়াংশ-ভূতসৃষ্ট্যাদিভিশ্চেতি। প্রথমং চতুঃসনাদি দ্বিতীয়ং ব্রহ্মাদীতি। এবঞ্চ বিষ্ণু-শিবয়োরভেদ এব প্রসক্তশ্চৈতন্যৈকরূপ্যাৎ। নিষ্কামৈরুপাস্যত্বানুপাস্যত্বে তু নির্গুণত্ব-সগুণত্বাভ্যামেবেত্যবগন্তব্যম্। বিষ্ণুব্রহ্মাদ্যোস্তু ভেদ এব চৈতন্যপার্থক্যাদেব। কচিত্তু সূর্য্যস্য তদাবিষ্টসূর্য্যকান্তমণেরভেদ ইব বিষ্ণুব্রহ্মণোরভেদশ্চ পুরাণবচনেষু দৃষ্টঃ। কিঞ্চ কচিন্মহাকল্পে শিবোঽপি ব্রহ্মেব ঈশ্বরাবিষ্টো জীব এব ভবেৎ। যদুক্তম্—"কচিজ্জীববিশেষত্বং হরস্যোক্তং বিধেবিবেতি।" অতএব "যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ সমত্বেনৈব মন্যেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম্॥" ইতি বচনমপি ব্রহ্মসাহচর্য্যেণ সঙ্গচ্ছতে ইতি। এবমপর্য্যালোচয়তাং বিষ্ণুবেবেশ্বরো ন

হয়েন। উক্ত দ্বিবিধ চৈতন্য যথা, মায়া দ্বারা আবৃত ও অনাবৃত চৈতন্য। তন্মধ্যে আবৃত চৈতন্য দেবমনুষ্যতির্য্যগাদি। অনাবৃত চৈতন্য আবার ঈশ্বর কর্তৃক ঐশ্বর্য্যশক্তি দ্বারা অনাবিষ্ট ও আবিষ্ট ভেদে দ্বিবিধ। তন্মধ্যে অনাবিষ্ট স্থূলতঃ দুই প্রকার; জ্ঞান-ভক্তি-সাধনবশে ঈশ্বরে লীন ও তাঁহাতে অলীন। প্রথমটি শোচ্য; দ্বিতীয়টি তন্মাধুর্য্যাস্বাদি অতএব অশোচ্য। আবিষ্ট আবার চিদংশভূত জ্ঞানাদি দ্বারা ও মায়াংশভূত সৃষ্ট্যাদি দ্বারা দুই প্রকার হয়েন। প্রথম, চতুঃসনাদি; দ্বিতীয় ব্রহ্মাদি। এইরূপে চৈতন্যৈকরূপত্ব হেতু বিষ্ণু ও শিবের অভেদই প্রসক্ত হইতেছে। এইরূপ হইলেও নিষ্কাম পুরুষ কর্তৃক উপাস্যত্ব ও অনুপাস্যত্ব ধরিয়া তদুভয়ের ভেদ হউক, এরূপ বলাও সঙ্গত হয় না; যেহেতু নির্গুণত্ব ও সগুণত্বই উপাস্যত্বের বা অনুপাস্যত্বের হেতু জানিতে হইবে। এইরূপ চৈতন্যের পার্থক্যবশতই বিষ্ণু হইতে ব্রহ্মাদির ভেদ বুঝিতে হইবে। পুরাণে কোথাও কোথাও যে তদুভয়ের অভেদ দৃষ্ট হয়, তাহা সূর্য্য ও তদাবিষ্ট মণির অভেদের ন্যায়ই বুঝিতে হয়। আবার কোন মহাকল্পে ব্রহ্মার ন্যায় ঈশ্বরাবিষ্ট জীবই শিবও হইয়া থাকেন। উক্ত হইয়াছে, "বিধির ন্যায় কোথাও হরেরও জীবত্ব উক্ত আছে" ইত্যাদি। অতএব, "যিনি দেব নারায়ণকে ব্রহ্মরুদ্রাদি দেবতার সহিত সমান ভাবেন, তিনি নিশ্চয় পাষণ্ডী হয়েন" এই যে বচন, তাহা ব্রহ্মসাহচর্য্যেই সঙ্গত হইতেছে। যাঁহারা এই সকল বিষয় এইরূপে পর্য্যালোচনা করেন নাই, তাঁহারাই বলেন, "বিষ্ণুই

শিবঃ শিব এবেশ্বরো ন বিষ্ণুর্বয়মনন্যা নৈব পশ্যামঃ শিবং বয়ঞ্চ ন বিষ্ণুমিত্যাদি বিবাদগ্রস্তমতীনামপরাধে জাতে কালেন কদাচিৎ তত্তাৎপর্য্যালোচনবিজ্ঞসাধুজন-প্রবোধিতত্বে তেষামেব শিবস্য ভগবৎস্বরূপাদভিন্নত্বেন লব্ধপ্রতীতীনাং নাম-কীর্ত্তনেনৈবাপরাধক্ষয়ঃ। এবঞ্চ নৈতাবদ্ভগবদ্ভক্তিং স্পৃশন্তি বহির্ম্মুখ্যো বিগীতা ইতি জ্ঞানকর্ম্মপ্রতিপাদিকাঃ শ্রুতীর্যেনৈব মুখেনানিন্দংস্তেনৈব মুখেন তাস্তদনুষ্ঠাতৃংশ্চ জনান্ মুহুরভিনন্দ্য নামভিরুচ্চৈঃ সংকীর্ত্তিতৈঃ শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দনরূপাচ্চতুর্থাপরাধান্নি-স্তরেয়ুঃ। যতস্তা শ্রুতয়ো ভক্তিমার্গেষ্বনধিকারিনঃ স্বচ্ছন্দবর্ত্তিনঃ পরমরাগান্ধানপি বর্ত্মমাত্রমধ্যারোহয়িতুমুদ্যতাঃ পরমকারুণিকা এবেতি তত্তাৎপর্য্যবিজ্ঞজনপ্রবোধিতা যদি ভাগ্যবশাত্তরেযুস্তদৈবেতি। এবমেবান্যেষামপি ষণ্ণামপরাধানামুদ্ভবনিবৃত্তি-নিদানানি অবগন্তব্যানি॥ ৩॥

অথ ভক্ত্যুত্থাস্তে চ মূলশাখাত উপশাখা ইব ভক্ত্যেব ধনাদিলাভপূজা-প্রতিষ্ঠাদ্যা উৎপাদ্য স্ববৃত্তিভিঃ সাধকচিত্তমপ্যপরজ্য স্ববুদ্ধ্যা মূলশাখামিব ভক্তিমপি

ঈশ্বর, শিব ঈশ্বর নহেন; শিবই ঈশ্বর, বিষ্ণু ঈশ্বর নহেন; আমরা বিষ্ণুর অনন্যভক্ত শিবকে দেখিব না, আমরা শিবের অনন্যভক্ত বিষ্ণুকে দেখিব না।" যাহা হউক, যাঁহাদিগের মতি এইরূপে বিবাদ-গ্রস্ত হয়, তাঁহারা অপরাধী হয়েন। কালক্রমে সেই অপরাধীরা যদি কখন ঐ সকল তাৎপর্য্যালোচনে অভিজ্ঞ সাধুব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রবোধিত হয়েন, তবে তাঁহাদিগেরই আবার শিবকে শ্রীভগবানের স্বরূপ হইতে অভিন্ন বলিয়াই প্রতীতি জন্মে। তখন তাঁহারা অনুতাপ করিয়া শান্তিলাভ করেন, এবং নামকীর্ত্তন দ্বারাই তাঁহাদিগের উক্ত অপরাধের ক্ষয় হয়। এইরূপ, "নিন্দিত বহির্ম্মুখ শ্রুতি সকল ভগবদ্ভক্তিকে স্পর্শ করে না" ইত্যাদি জ্ঞানকর্ম্মপ্রতিপাদিকা শ্রুতি সকলকে যে মুখে নিন্দা করা যায়, সেই মুখেই যদি আবার জ্ঞানকর্ম্মের অনুষ্ঠানকর্ত্তা জন সকলকে বারংবার অভিনন্দন করিয়া উচ্চ নামসঙ্কীর্ত্তন করা হয়, তবে ঐ শ্রুতিশাস্ত্রের নিন্দনরূপ চতুর্থ অপরাধ হইতে নিস্তার পাওয়া যায়। কারণ, যদি কখন ঐ সকল অপরাধী ভাগ্যবশে তত্তাৎপর্য্যাভিজ্ঞ জনসমূহ কর্ত্তৃক, "ঐ শ্রুতি সকল ভক্তিমার্গে অনধিকারী স্বচ্ছন্দবর্ত্তী পরমরাগান্ধ ব্যক্তিদিগকেও পথে আরোহণ করাইতে উদ্যত হইয়া পরম কারুণিকই হয়েন" এই বলিয়া প্রবোধিত হয়েন, তখনই তাঁহাদিগের উক্ত অপরাধ ক্ষয়ের সম্ভাবনা ঘটে। এই প্রকার অন্য ছয়টি নামাপরাধেরও উদ্ভব ও নিবৃত্তির নিদান জানিতে হইবে॥ ৩॥

কুণ্ঠয়িতুং প্রভবন্তীতি। তেষাং চতুর্ণাম্ অনর্থানাং নিবৃত্তিরপি পঞ্চবিধা। একদেশবর্ত্তিনী বহুদেশবর্ত্তিনী প্রায়িকী পূর্ণা আত্যন্তিকী চেতি। তত্র গ্রামো দগ্ধঃ পটো ভগ্ন ইতি ন্যায়েনাপরাধোত্থানামনর্থানাং নিবৃত্তির্ভজনক্রিয়ানন্তরমেকদেশবর্ত্তিনী নিষ্ঠায়ামুৎপন্নায়াং বহুলদেশবর্ত্তিনী রত্যাব্যুৎপদ্যমানায়াং প্রায়িকী প্রেম্নি পূর্ণা শ্রীভগবৎপদপ্রাপ্তাবাত্যন্তিকী। যস্তু তত্রাপি চিত্রকেতৌ কাদাচিৎকো মহদপরাধঃ স প্রাতীতিক এব ন বাস্তবঃ। সত্যাং প্রেমসম্পত্তৌ পার্ষদত্ববৃত্রত্বয়োর্বৈশিষ্ট্যাভাবসিদ্ধান্তাৎ। জয়বিজয়য়োস্তপরাধকারণং প্রেমবিজৃম্ভিতা স্বেচ্ছৈব। সা চ হে প্রভুবর দেবাদিদেব নারায়ণ অন্যত্রাল্পবলত্বাৎ অস্মাসু তু প্রাতিকূল্যাভাবাৎ যদি তত্র ভবতো যুযুৎসা ন সংপদ্যতে তদা আবামেব কেনাপি প্রকারেণ প্রতিকূলীকৃত্য তদ্ যুদ্ধসুখমনুভূয়তামিত্যাবয়োঃ স্বতঃ পরিপূর্ণতায়াং অণুমাত্রমপি ন্যূনত্ব-

---

ভক্ত্যুত্থ ঐ অপরাধ সকলও মূল শাখাতে উপশাখার ন্যায় ভক্তি দ্বারাই ধনাদিলাভ পূজা ও প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি উৎপাদন পূর্ব্বক নিজবৃত্তি সকল দ্বারা সাধকের চিত্তকে উপরঞ্জিত করিয়া আপনার বৃদ্ধি দ্বারা মূলশাখারূপিণী ভক্তিকে কুণ্ঠিত করিতে সমর্থ হয়। পূর্ব্বোক্ত দুষ্কৃতোত্থাদি চতুর্ব্বিধ অনর্থের নিবৃত্তিও আবার পাঁচ প্রকার; একদেশবর্ত্তিনী, বহুদেশবর্ত্তিনী, প্রায়িকী, পূর্ণা ও আত্যন্তিকী। তন্মধ্যে "গ্রাম দগ্ধ; পট ছিন্ন" ইত্যাদি ন্যায় অনুসারে অপরাধোত্থ অনর্থ সকলের নিবৃত্তি ভজনক্রিয়ার অনন্তর একদেশবর্ত্তিনী জানিতে হইবে। উহা নিষ্ঠার উৎপত্তিতে বহুদেশবর্ত্তিনী, রতির উৎপত্তিতে প্রায়িকী, প্রেমের আবির্ভাবে পূর্ণা এবং শ্রীভগবানের চরণলাভেই আত্যন্তিকী হইয়া থাকে। চিত্রকেতু গন্ধর্ব্বে যে তাৎকালিক মহদপরাধ শ্রবণ করা যায়, তাহা প্রাতীতিকমাত্র, বাস্তবিক নহে। কারণ, তদবস্থাতেও প্রেমসম্পত্তি থাকাতে পার্ষদত্ব ও বৃত্রত্বের বৈশিষ্ট্যাভাবই সিদ্ধান্তিত হইয়া থাকে। জয়বিজয়ের অপরাধের কারণ, প্রেমবিজৃম্ভিতা স্বেচ্ছাই বলিতে হইবে। তাঁহারা এইরূপ ইচ্ছা করিয়াছিলেন যে, "প্রভো! দেবাদিদেব! নারায়ণ! আপনার যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা হইয়াছে, কিন্তু আপনার সহিত যুদ্ধ করিবার উপযুক্ত পাত্র দেখিতেছি না; আপনি অন্য যাহার সহিত যুদ্ধ করিতে যাইবেন, তাহাকেই হীনবল দেখিতেছি; আবার আমাদিগের বল যথেষ্ট থাকিলেও প্রাতিকূল্য নাই; অতএব কোন প্রকারে আমাদিগকেই প্রতিকূল করিয়া লইয়া যুদ্ধসুখ অনুভব করুন। আপনার স্বতঃ পূর্ণতাতে অণুমাত্র ন্যূনতাও আমরা সহ্য করিতে পারিতেছি না। আমরা

শ্রদ্ধাং ভাগবতে শাস্ত্রে অনিন্দামন্যত্র চাপি হি ।
মনোবাক্‌কায়দণ্ডঞ্চ সত্যং শমদমাবপি ॥ ২৭ ॥

ভাগবতে শাস্ত্রে শ্রদ্ধাম্ অন্যত্র (শাস্ত্রাদৌ) চ অপি হি (যা) অনিন্দা (তাং) মনোবাক্‌কায়দণ্ডং চ সত্যং শমদমৌ অপি (শিক্ষেৎ) ॥ ২৭ ॥

ভাগবতে শাস্ত্রে শ্রদ্ধা এবং অন্যত্র অনিন্দা ও মন বাক্য ও শরীরের শাসন এবং সত্য শম ও দম শিক্ষা করিবে ॥ ২৭ ॥

শ্রবণং কীর্ত্তনং ধ্যানং হরেরদ্ভুতকর্ম্মণঃ ।
জন্মকর্ম্মগুণানাঞ্চ তদর্থেঽখিলচেষ্টিতম্ ॥ ২৮ ॥

অদ্ভুতকর্ম্মণঃ হরেঃ জন্মকর্ম্মগুণানাং চ শ্রবণং কীর্ত্তনং ধ্যানং তদর্থে অখিলচেষ্টিতং (চ শিক্ষেৎ) ॥ ২৮ ॥

অদ্ভুতকর্ম্মা হরির জন্ম কর্ম্ম ও গুণ সকলের শ্রবণ কীর্ত্তন ধ্যান ও তদর্থে সকল চেষ্টা শিক্ষা করিবে ॥ ২৮ ॥

ইষ্টং দত্তং তপো জপ্তং বৃত্তং যচ্চাত্মনঃ প্রিয়ম্ ।
দারান্ গৃহান্ সুতান্ প্রাণান্ যৎ পরস্মৈ নিবেদনম্ ॥ ২৯ ॥

ইষ্টং (বৈদিকং যজ্ঞাদি), দত্তং (স্মার্ত্তং দানাদি), তপঃ (একাদশ্যুপবাসাদি), জপ্তং (মন্ত্রজপাদি), বৃত্তং (লৌকিকালৌকিকং সর্ব্বং কর্ম্ম), যৎ চ আত্মনঃ (স্বস্ত) প্রিয়ং (বস্তু) দারান্ গৃহান্ সুতান্ প্রাণান্ (অপি আলক্ষ্য চ) পরস্মৈ (পরমেশ্বরায়) যৎ নিবেদনং (সমর্পণং, তদীয়ত্ববুদ্ধ্যা তদারাধনপরতযা স্থাপনং তৎ শিক্ষেৎ) ॥ ২৯ ॥

ইষ্ট, দত্ত, তপঃ, জপ, কর্ম্ম, যাহা কিছু নিজের প্রিয় স্ত্রী গৃহ পুত্র ও প্রাণ সমুদায়কেই পরমেশ্বরে সমর্পণ করিতে শিক্ষা করিবে ॥ ২৯ ॥

এবং কৃষ্ণাত্মনাথেষু মনুষ্যেষু চ সৌহৃদম্ ।
পরিচর্য্যাং চোভয়ত্র মহৎসু নৃষু সাধুষু ॥ ৩০ ॥

এবং (তথা) কৃষ্ণাত্মনাথেষু (কৃষ্ণঃ এব আত্মনঃ নাথঃ স্বামী যেষাং তেষু) মনুষ্যেষু সৌহৃদং চ উভয়ত্র (স্থাবরে জঙ্গমে চ যা) পরিচর্য্যা (তাং বিশেষতঃ নৃষু সাধুষু (ধর্ম্মশীলেষু) মহৎসু (ভগবদ্ভক্তেষু) চ শিক্ষেৎ ॥ ৩০ ॥

এবং কৃষ্ণভক্ত মনুষ্য সকলের সহিত সৌহৃদ্য এবং স্থাবর ও জঙ্গম উভয়েরই পরিচর্য্যা বিশেষ মনুষ্য সাধু ও মহাত্মা সকলের পরিচর্য্যা শিক্ষা করিবে ॥ ৩০ ॥

পরস্পরানুকথনং পাবনং ভগবদ্‌যশঃ।
মিথো রতির্মিথস্তুষ্টির্নিবৃত্তির্মিথ আত্মনঃ ॥ ৩১ ॥

পরস্পরানুকথনং (পরস্পরম্ এব অনুকথনং যৎ তৎ) পাবনং ভগবদ্‌যশঃ (আলস্য সংস্পর্দ্ধাদিপরিত্যাগেন) মিথঃ (যা) রতিঃ (রমণং) মিথঃ (যা) তুষ্টিঃ (সুখং) মিথঃ (যা) আত্মনঃ নিবৃত্তিঃ (তাং চ) শিক্ষেৎ ॥ ৩১ ॥

পরস্পর যে বিষয়ের কথোপকথন হয় এরূপ শ্রীভগবানের যশ অবলম্বনে পরস্পর রতি পরস্পর তুষ্টি এবং পরস্পর নিজের নিবৃত্তি শিক্ষা করিবে ॥ ৩১ ॥

স্মরন্তঃ স্মারয়ন্তশ্চ মিথোঽঘৌঘহরং হরিম্।
ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা বিভ্রত্যুৎপুলকাং তনুম্ ॥ ৩২ ॥

(এবং) ভক্ত্যা (সাধনভক্ত্যা) সঞ্জাতয়া (প্রেমলক্ষণযা) ভক্ত্যা অঘৌঘহরং হরিং স্মরন্তঃ মিথঃ স্মারযন্তঃ চ উৎপুলকাং (রোমোদ্‌গমযুক্তাং) তনুং বিভ্রতি ॥ ৩২॥

এই প্রকার সাধনভক্তি দ্বারা সঞ্জাত প্রেমলক্ষণা ভক্তি সহকারে অঘৌঘ-নাশন হরিকে স্মরণ করিয়া ও পরস্পর স্মরণ করাইয়া পুলকিত শরীর ধারণ করেন ॥ ৩২ ॥

ক্বচিদ্রুদন্ত্যচ্যুতচিন্তয়া ক্বচি-
দ্ধসন্তি নন্দন্তি বদন্ত্যলৌকিকাঃ।
নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যজং
ভবন্তি তূষ্ণীং পরমেত্য নির্বৃতাঃ ॥ ৩৩ ॥

(ততঃ চ) অলৌকিকাঃ (লৌকিকজনবিলক্ষণাঃ সন্তঃ) অচ্যুতচিন্তয়া ক্বচিৎ রুদন্তি ক্বচিৎ হসন্তি নন্দন্তি বদন্তি নৃত্যন্তি গায়ন্তি অজম্ অনুশীলয়ন্তি (এবং) পরম্ এত্য (প্রাপ্য) নির্বৃতাঃ (সন্তঃ) তূষ্ণীং ভবন্তি ॥ ৩৩ ॥

তদনন্তর অলৌকিক হইয়া অচ্যুতচিন্তায় কখন রোদন করেন, কখন হাস্য করেন, আনন্দ করেন, কথা কন, নৃত্য করেন, গান করেন এবং পরমাত্মাকে পাইয়া নির্বৃত হইয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করেন ॥ ৩৩ ॥

ইতি ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষন্ ভক্ত্যা তদুত্থয়া।
নারায়ণপরো মায়ামঞ্জস্তরতি দুস্তরাম্ ॥ ৩৪ ॥

ইতি (এবংবিধান্) ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষন্ (অভ্যসন্) নারায়ণপরঃ

(ভগবদারাধননিষ্ঠঃ পুমান্) তদুত্থয়া (ভাগবতধর্ম্মানুষ্ঠানজন্যয়া) ভক্ত্যা (প্রেমাত্মিকয়া দুস্তরাম্ (অপি) মায়াম্ অঞ্জঃ (সুখেন এব) তরতি ॥ ৩৪ ॥

এবম্বিধ ভাগবতধর্ম্ম শিক্ষা করিয়া ভগবদারাধননিষ্ঠ পুরুষ তদুত্থ ভক্তি দ্বারা দুস্তর মায়াকেও সুখেই অতিক্রম করেন ॥ ৩৪ ॥

রাজোবাচ।

নারায়ণাভিধানস্য ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ।
নিষ্ঠামর্হথ নো বক্তুং যূয়ং হি ব্রহ্মবিত্তমাঃ ॥ ৩৫ ॥

রাজা উবাচ। হি (যস্মাৎ) যূয়ং ব্রহ্মবিত্তমাঃ (ব্রহ্মবিদাম্ অতিশ্রেষ্ঠাঃ অতঃ) নারায়ণাভিধানস্য (ভগবতঃ) ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ (চ) নিষ্ঠাং (তত্ত্বং) নঃ (অস্মভ্যং) বক্তুম্ অর্হথ ॥ ৩৫ ॥

রাজা বলিলেন। আপনারা ব্রহ্মবিৎশ্রেষ্ঠ, অতএব নারায়ণাভিধানের অর্থাৎ ভগবানের এবং ব্রহ্মের ও পরমাত্মার তত্ত্ব আমাদিগকে বলুন ॥ ৩৫ ॥

পিপ্পলায়ন উবাচ।

স্থিত্যুদ্ভবপ্রলয়হেতুরহেতুরস্য
যৎ স্বপ্নজাগরসুষুপ্তিষু সদ্বহিশ্চ।
দেহেন্দ্রিয়াসুহৃদয়ানি চরন্তি যেন
সংজীবিতানি তদবেহি পরং নরেন্দ্র ॥ ৩৬ ॥

পিপ্পলায়নঃ উবাচ। (হে) নরেন্দ্র ! অস্য (বিশ্বস্য) স্থিত্যুদ্ভবপ্রলয়হেতুঃ (স্বয়ম্) অহেতুঃ (হেতুরহিতঃ যঃ ভগবচ্ছব্দবাচ্যঃ) স্বপ্নজাগরসুষুপ্তিষু সৎ (তৎ ব্রহ্মশব্দবাচ্যং) দেহেন্দ্রিয়াসুহৃদয়ানি যেন (পরমাত্মশব্দবাচ্যেন সংজীবিতানি (সন্তি) চরন্তি (স্বকার্য্যেষু প্রবর্ত্তন্তে) তৎ পরং (তত্ত্বম্) অবেহি ॥ ৩৬ ॥

পিপ্পলায়ন বলিলেন, হে রাজন্ ! এই বিশ্বের স্থিতি উৎপত্তি ও প্রলয়ের কারণ অথচ যিনি স্বয়ং কারণরহিত ভগবান্, যিনি স্বপ্ন জাগ্রৎ ও সুষুপ্তিতে অনুবর্ত্তমান এবং তদ্বহির্ভাগে অর্থাৎ সমাধি প্রভৃতিতে অনুবর্ত্তমান ব্রহ্ম, আর দেহ ইন্দ্রিয় প্রাণ ও মন যে পরমাত্মা কর্ত্তৃক সংজীবিত হইয়া নিজ নিজ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাঁহাকেই পরতত্ত্ব বলিয়া জান ॥ ৩৬ ॥

"পিপ্পলায়ন বলিলেন" ইত্যাদি। পিপ্পলায়ন বলিলেন, হে রাজন্ ! এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বসংসারের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয় শাস্ত্রপ্রমাণসিদ্ধ। শাস্ত্র

হইতে এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় শ্রবণ করা যায়। বিশ্বের সৃষ্টি প্রভৃতি অনমুমেয়ও নহে। তবে ঐ অনুমান অসম্পূর্ণ বলিয়া সৃষ্ট্যাদির শাস্ত্রীয়ত্বই বলবৎ প্রমাণ হইতেছে। বিশ্বের যদি সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় স্বীকৃত হইল, তবে ঐ সৃষ্টি প্রভৃতির কারণও অবশ্য স্বীকার্য্য হইতেছে। যাহার সৃষ্টি আছে, স্থিতি আছে ও প্রলয় আছে, তাহা অবশ্য কার্য্য বলিয়া স্বীকার্য্য। আবার যাহা কার্য্য বলিয়া স্বীকৃত হইল, তাহার কারণও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। কার্য্য কখনই অকারণসম্ভূত হইতে পারে না। তবে বিশ্বকার্য্যের উক্ত কারণ কাহাকে বলিব?—পরমেশ্বরই বিশ্বকার্য্যের কারণ। প্রকৃতিকে উহার কারণ বলা যায় না। কারণ, বিশ্বকার্য্যের মূলে যে জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়া অনুমিত হয়, তাহা প্রকৃতিতে দেখা যায় না। অতএব জ্ঞানশক্তিসম্পন্ন, ইচ্ছাশক্তিবিশিষ্ট ও ক্রিয়াশক্তিযুক্ত পুরুষকে অর্থাৎ শ্রীভগবানকেই উহার কারণ বলিতে হইবে। শ্রীভগবানই বিশ্বের কারণ। শ্রীভগবানের অন্য কারণ নাই; যেহেতু আদিকারণের কারণ অনুসন্ধানই অযৌক্তিক। যাহার কার্য্যত্বই স্থির হয় না, তাহার কারণের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়াই যুক্তিযুক্ত নহে। অতএব শ্রীভগবানকেই এই বিশ্বের অমূল মূল বলিতে হইবে। ঐ শ্রীভগবান এক—অদ্বিতীয়। ব্রহ্ম ও পরমাত্মা প্রভৃতি একই পরমেশ্বরের উপাসকসম্প্রদায়ের অনুভবভেদে নাম ও আবির্ভাবের ভেদ মাত্র। শ্রীভগবান নিজের যে অংশ দ্বারা এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সাধন করেন, তাঁহারই নাম পুরুষ বা পরমাত্মা। ঐ পরমাত্মাই আবার স্বসৃষ্ট বিশ্বমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক জীবের দেহ ইন্দ্রিয় প্রাণ ও মনকে সংজীবিত করিয়া উহাদিগকে নিজ নিজ কার্য্যে প্রবৃত্ত করিয়া থাকেন। আর শ্রীভগবানের কর্ত্তৃত্বাদি-বিশেষ-শূন্য যে স্বরূপ ব্যাপকরূপে জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তিতে এবং তদতীত তুরীয়াবস্থ জীবে অনুবৃত্ত হয়েন, তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলা হইয়া থাকে। ফলতঃ শ্রীভগবান বলিলে ঐ বিশেষশূন্য ব্রহ্ম, নিয়ন্তা পরমাত্মা ও কর্ত্তৃত্বাদিসম্পন্ন পুরুষ এই সকলকেই বুঝা যায়। প্রকৃতিশক্তি, জীবশক্তি ও স্বরূপশক্তির অধীশ্বর যিনি তিনিই শ্রীভগবান। সর্ব্বৈশ্বর্য্যমাধুর্য্য-পূর্ণ শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্যময় আবির্ভাবের নামই শ্রীনারায়ণ। ইহাই পরতত্ত্ব জানিতে হইবে॥ ৩৬॥

নৈতন্মনো বিশতি বাগুত চক্ষুরাত্মা
প্রাণেন্দ্রিয়াণি চ যথানলমর্চ্চিষঃ স্বাঃ।

শব্দোঽপি বোধকনিষেধতয়াত্মমূল-
মর্থোক্তমাহ যদৃতে ন নিষেধসিদ্ধিঃ ॥ ৩৭ ॥

এতৎ (পরং তত্ত্বং) মনঃ ন বিশতি (বিষয়ীকরোতি) বাক্ উত (অপি) চক্ষুঃ (চ) আত্মা (বুদ্ধিঃ চ) প্রাণেন্দ্রিয়াণি (চ)। যথা অনলং স্বাঃ (স্বাংশভূতাঃ) অর্চিষঃ (বিস্ফুলিঙ্গাদয়ঃ)। শব্দঃ অপি আত্মমূলম্ (আত্মনি ব্রহ্মণি মূলং শ্রুতিপ্রমাণং সন্) বোধকনিষেধতয়া অর্থোক্তং (যথা ভবতি তথা) আহ। যৎ (ব্রহ্ম) ঋতে ন নিষেধসিদ্ধিঃ ॥ ৩৭ ॥

এই পরতত্ত্বকে মন বিষয়ীভূত করিতে পারে না ; বাক্যও এবং চক্ষু বুদ্ধি প্রাণ ও অপরাপর ইন্দ্রিয়সমূহও বিষয়ীভূত করিতে পারে না। যেমন অগ্নিকে তদংশভূত বিস্ফুলিঙ্গাদি প্রকাশ করিতে পারে না। শব্দ ও ব্রহ্মবিষয়ে প্রমাণ হইয়া বোধকের নিষেধরূপে অর্থোক্তপ্রকারে বলিয়া থাকেন। নিষেধের অবধিভূত ব্রহ্ম বিনা নিষেধেরই সিদ্ধি হয় না ॥ ৩৭ ॥

"এই পরতত্ত্বকে" ইত্যাদি। অগ্নির অংশভূত বিস্ফুলিঙ্গ সকল যেমন অগ্নিকে প্রকাশও করে না বা দহনও করে না, তদ্রূপ মন এই পরতত্ত্বকে গ্রহণ করিতে পারে না। বাক্য শ্রোত্র বুদ্ধি প্রাণ এবং অপরাপর ইন্দ্রিয় সকলও তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না। ব্রহ্ম স্বয়ং প্রকাশাত্মা। মন প্রভৃতি জড়বস্তু সকল ব্রহ্ম কর্তৃক প্রকাশ্য। ব্রহ্ম মন প্রভৃতির বৃত্তিকে প্রকাশ করিয়া আপনি প্রকাশিত হইয়া থাকেন। তাঁহাকে কেহই প্রকাশ করে না। তিনিই সকলকে প্রকাশ করেন। তিনি প্রাণের প্রাণ চক্ষুর চক্ষু অন্নের অন্ন মনের মন। মন ও বাক্য প্রভৃতি তাঁহাকে না পাইয়া তাঁহা হইতে নিবৃত্ত হয়। শ্রুতিতে ব্রহ্মকে শব্দের গোচর বলিয়া থাকেন। কিন্তু শব্দও তাঁহাকে সাক্ষাৎ প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না। তবে, ব্রহ্মের বোধক মন প্রভৃতি ব্রহ্ম নয়, এইরূপ নিষেধমুখে ব্রহ্মকে জানাইয়া দিয়া শব্দ ব্রহ্মবিষয়ে প্রমাণ হয়েন। নিষেধমাত্রেরই একটি অবধি অর্থাৎ সীমা আছে। মন প্রভৃতির নিষেধের সীমা ঐ ব্রহ্ম। ব্রহ্ম ব্যতিরিকে উক্ত নিষেধের সিদ্ধি হয় না। অতএব তাৎপর্য্যবৃত্তি দ্বারা ব্রহ্মেই বেদের পর্য্যবসান জানিতে হইবে ॥ ৩৭ ॥

সত্ত্বং রজস্তম ইতি ত্রিবৃদেকমাদৌ
সূত্রং মহানহমিতি প্রবদন্তি জীবম্।

জ্ঞানক্রিয়ার্থফলরূপতয়োরুশক্তি
ব্রহ্মৈব ভাতি সদসচ্চ তয়োঃ পরং যৎ ॥ ৩৮ ॥

আদৌ (যৎ) একং (ব্রহ্ম তৎ এব) সত্ত্বং রজঃ তমঃ ইতি ত্রিবৃৎ প্রধানং (বদন্তি)। (ততঃ) সূত্রং মহান্ অহম্ ইতি। (ততঃ) জীবং (জীবোপাধিম্ অহঙ্কারং চ তৎ এব) প্রবদন্তি। (ততঃ) জ্ঞানক্রিয়ার্থফলরূপতয়া উরুশক্তি ব্রহ্ম এব সৎ অসৎ চ তয়োঃ পরং যৎ (তৎ কারণং) ভাতি ॥ ৩৮ ॥

সৃষ্টির পূর্ব্বে যে এক ব্রহ্ম তিনিই সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই ত্রিবৃৎ অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মক প্রধান বলিয়া উক্ত হয়েন। পরে তিনিই ক্রিয়াশক্তি দ্বারা সূত্র ও জ্ঞানশক্তি দ্বারা মহত্তত্ত্ব বলিয়া উক্ত হয়েন। তদনন্তর তিনিই জীব অর্থাৎ জীবোপাধি অহঙ্কারস্বরূপে উক্ত হয়েন। আর দেবতা, ইন্দ্রিয়, বিষয় ও সুখাদিরূপে স্থূল সূক্ষ্ম এবং উহাদের পর যে কারণ তাহাও ঐ ব্রহ্মই উক্ত হয়েন ॥ ৩৮ ॥

"সৃষ্টির পূর্ব্বে" ইত্যাদি। স্থূল ও সূক্ষ্ম এবং কার্য্য ও কারণ সকলই ব্রহ্ম। কারণ, ব্রহ্ম ঐ সকলের কারণস্বরূপ। ব্রহ্মের বহুবিধ স্বাভাবিক শক্তি আছে। ঐ সকল শক্তি দ্বারাই তিনি সকলের কারণ হয়েন। পৃথিব্যাদি স্থূল পদার্থ সকল এবং প্রকৃতি প্রভৃতি সূক্ষ্ম পদার্থ সকল ব্রহ্মের বহিরঙ্গবৈভব। শ্রীবৈকুণ্ঠাদি তাঁহার স্বরূপবৈভব। আর শুদ্ধজীব তাঁহার তটস্থবৈভব। এক ব্রহ্মই জ্ঞানশক্তি দ্বারা মহান্ ক্রিয়াশক্তি দ্বারা সূত্র ও বিষয়প্রকাশনশক্তি দ্বারা তন্মাত্রাদি বিষয় হয়েন। এক কথায় তিনি প্রকৃতিশক্তি দ্বারা মহদাদি সদসৎ সকলই হয়েন। তিনিই আবার পুরুষার্থপ্রকাশনশক্তি দ্বারা শ্রীভগবদ্রূপ এবং শুদ্ধজীবরূপ চিদ্বস্তু হয়েন। সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র ব্রহ্মই ছিলেন। তিনিই সৃষ্টিতে নিজের প্রকৃতিশক্তি দ্বারা সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণাত্মক প্রধানরূপে ব্যক্ত হয়েন। পরে তিনিই জ্ঞানশক্তি প্রভৃতি দ্বারা মহদাদিরূপে ব্যক্ত হইয়া থাকেন ॥৩৮॥

নাত্মা জজান ন মরিষ্যতি নৈধতেঽসৌ
ন ক্ষীয়তে সবনবিদ্ব্যভিচারিণাং হি।
সর্ব্বত্র শশ্বদনপায্যুপলব্ধিমাত্রং
প্রাণো যথেন্দ্রিয়বলেন বিকল্পিতং সৎ ॥ ৩৯ ॥

আত্মা ন জজান, ন এধতে, অসৌ ন ক্ষীয়তে ন মরিষ্যতি; হি (যতঃ) প্রাণঃ যথা (তথা) ব্যভিচারিণাম্ (আগমাপায়িনাং) সবনবিৎ (তত্তৎকালদ্রষ্টা) সর্ব্বত্র শশ্বৎ অনপায়ি ইন্দ্রিয়বলেন বিকল্পিতং সৎ (জ্ঞানম্ ইব) উপলব্ধিমাত্রম্ ॥ ৩৯॥

আত্মা জন্মেন না, বৃদ্ধি পান না, উনি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েন না, মরেন না; যেহেতু প্রাণ যেমন, তদ্রূপ ব্যভিচারী পদার্থ সকলের তত্তৎকালের সাক্ষী ও সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ক্ষয়োদয়রহিত ইন্দ্রিয়বলে বিকল্পিত জ্ঞানের ন্যায় উপলব্ধিমাত্র ॥ ৩৯ ॥

"আত্মা" ইত্যাদি। আত্মার জন্ম, অস্তিতা, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয় ও মৃত্যু এই ছয় বিকারের কোন বিকারই নাই। কারণ, আত্মা আগমাপায়ী বাল্যযুবাদিদেহ ও দেবমনুষ্যাদিদেহ সকলের সাক্ষী। প্রাণ যেমন ব্যভিচারী পদার্থ সকলের অভ্যন্তরে থাকিয়াও কদাচ ব্যভিচার প্রাপ্ত হয় না, আত্মাও তদ্রূপ বিবিধ অবস্থাযুক্ত দেহে অবস্থিত হইয়াও অবস্থান্তরিত হয়েন না। আত্মা সকল দেশে সকল কালে অনুবর্ত্তমান এবং ইন্দ্রিয়বলে বিকল্পিত নীলাদি জ্ঞানের ন্যায় উপলব্ধিমাত্র। একই জ্ঞান যেমন ইন্দ্রিয়বৃত্তিতে বিবিধরূপে কল্পিত হয়, তদ্রূপ একই আত্মা দেহের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাতে ভিন্ন ভিন্ন রূপে কল্পিত হয়েন। আত্মা জ্ঞানস্বরূপ পদার্থ। উহার নানা অবস্থা নাই। দেহ উৎপত্তিবিনাশশালী ও দৃশ্য পদার্থ। আত্মা উহার উৎপত্ত্যাদির অববিভূত ও দ্রষ্টা পদার্থ। অতএব দেহ হইতে আত্মার ভেদ অবশ্য স্বীকার্য্য ॥ ৩৯ ॥

অণ্ডেষু পেশিষু তরুষবিনিশ্চিতেষু
প্রাণো হি জীবমুপধাবতি তত্র তত্র।
সন্নে যদিন্দ্রিয়গণেঽহমি চ প্রসুপ্তে
কূটস্থ আশ্রয়মৃতে তদনুস্মৃতির্নঃ ॥ ৪০ ॥

তরুষু অণ্ডেষু পেশিষু অবিনিশ্চিতেষু (স্বেদজেষু চ) তত্র তত্র (সর্ব্বত্র) প্রাণঃ হি (যথা) জীবম্ উপধাবতি (অবিকৃতঃ এব অনুবর্ত্ততে), (তথা) যদা ইন্দ্রিয়গণে সন্নে অহমি (অহঙ্কারে) চ প্রসুপ্তে আশ্রয়ম্ ঋতে কূটস্থঃ (নির্ব্বিকারঃ এব আত্মা) ইতি নঃ (অস্মাকং) তদনুস্মৃতিঃ ॥ ৪০ ॥

উদ্ভিজ্জে অণ্ডজে জরায়ুজে ও স্বেদজে সর্ব্বত্র প্রাণ যেমন জীবকে অবিকৃত ভাবে অনুবর্ত্তন করে, তদ্রূপ যখন ইন্দ্রিয় সকল লীন হয় ও অহঙ্কার প্রসুপ্ত হয়, তখন উপাধি ব্যতিরেকে নির্ব্বিকার আত্মা প্রতীত হয়েন, ইহা আমাদিগের অনুস্মরণ হইয়া থাকে ॥ ৪০ ॥

"উদ্ভিজ্জে" ইত্যাদি। উদ্ভিজ্জ স্বেদজ অণ্ডজ ও জরায়ুজ এই চতুর্ব্বিধ ভূত-গ্রামেই প্রাণ স্বয়ং অবিকৃত থাকিয়া জীবের অনুবর্ত্তন করে। আত্মাও তদ্রূপ জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থাতেই উপাধিরহিত অর্থাৎ দেহ হইতে

পৃথক্ নির্ব্বিকারস্বরূপে অবস্থিত হয়েন। জাগ্রদাদি কোন অবস্থাতেই আত্মার ব্যভিচার ঘটে না। জাগ্রদবস্থায় যখন বিকারোৎপাদক সকল ইন্দ্রিয় জাগরিত থাকে, তখন আত্মার নির্ব্বিকারত্বের প্রতীতি থাকে না। স্বপ্নের অবস্থায় যখন স্থূল দেহ প্রসুপ্ত ও সূক্ষ্ম দেহ জাগরিত থাকে, তখনও সংস্কারবিশিষ্ট অহঙ্কার থাকে বলিয়া আত্মার নির্ব্বিকাবত্ব প্রতীত হয় না। কিন্তু সুষুপ্তির অবস্থায় যখন স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয় দেহই প্রসুপ্ত হয়, এমন কি, তদবস্থায় যখন অহঙ্কার পর্য্যন্ত লয় পায়, তখন একমাত্র কূটস্থ আত্মাই জাগরূক থাকেন। নিদ্রাভঙ্গের পর সুষুপ্তিরও সাক্ষী কূটস্থ আত্মার অনুস্মৃতিই উহার প্রমাণ। সাক্ষিস্বরূপ আত্মা সাক্ষ্য দেহ হইতে অতিরিক্ত এবং সুখ ও দুঃখের আস্পদ ॥ ৪০ ॥

যর্হ্যব্জনাভচরণৈষণয়োরুভক্ত্যা
চেতোমলানি বিধমেদ্‌গুণকর্ম্মজানি।
তস্মিন্ বিশুদ্ধ উপলভ্যত আত্মতত্ত্বং
সাক্ষাদ্‌যথামলদৃশোঃ সবিতৃপ্রকাশঃ ॥ ৪১ ॥

যর্হি অব্জনাভচরণৈষণয়া উরুভক্ত্যা চেতঃ গুণকর্ম্মজানি মলানি বিধমেৎ (তদা) তস্মিন্ বিশুদ্ধে (চেতসি) অমলদৃশোঃ সবিতৃপ্রকাশঃ যথা (ইব) সাক্ষাৎ আত্মতত্ত্বম্ উপলভ্যতে ॥ ৪১ ॥

যৎকালে মনুষ্য পদ্মনাভ ভগবানের পাদপদ্মলাভেচ্ছায় ভক্তি দ্বারা গুণকর্ম্ম-জনিত চিত্তমল ক্ষালন করেন, তখন নির্ম্মল চক্ষুতে সূর্য্যের প্রকাশের ন্যায় তাদৃশ চিত্তে আত্মতত্ত্বের সাক্ষাৎ উপলব্ধি হইয়া থাকে ॥ ৪১ ॥

"যৎকালে" ইত্যাদি। সত্য বটে, সুষুপ্তির অবস্থায় কূটস্থ নির্ব্বিকার আত্মার অনুভব হইয়া থাকে, কিন্তু তাহাতেও মানবের সংসারের উচ্ছেদ হয় না। তৎকালে কারণশরীরের অর্থাৎ অবিদ্যার ও তৎসংস্কারের বিদ্যমানতাপ্রযুক্ত তাঁহার নিদ্রাভঙ্গে পুনঃ সংসারদশা উপস্থিত হইয়া থাকে। অতএব তিনি যখন শ্রীভগবানেব পাদপদ্ম লাভের ইচ্ছায় তাঁহাতে ভক্তি করেন, তখনই তাঁহার অবিদ্যা ও তৎসংস্কাররূপ চিত্তমলের ক্ষালনে সম্পূর্ণ আশয়শুদ্ধি ঘটে। আশয় শুদ্ধ হইলে নির্ম্মল চক্ষুতে যেমন সূর্য্যের প্রকাশ উপলব্ধ হয়, তদ্রূপ নির্ম্মল চিত্তে বিশুদ্ধ আত্মতত্ত্বের উপলব্ধি হইয়া থাকে। একবার বিশুদ্ধ আত্মতত্ত্বের উপলব্ধি হইলে, জীবের আর সংসার হয় না। ভক্তির সহযোগ ব্যতিরিকে কেবল কর্ম্ম ও জ্ঞান দ্বারা আশয়শুদ্ধি বা শুদ্ধাত্মতত্ত্বের সাক্ষাৎকার হয় না। অতএব তদ্দ্বারা

সংসারেরও নাশ হয় না। সংসারোচ্ছেদে ভক্তির প্রয়োজন। জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি দ্বারাই সংসারের উচ্ছেদ হইতে পারে। শুদ্ধা ভক্তি দ্বারা যে সংসারের অত্যন্তোচ্ছেদ হয়, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র ॥ ৪১ ॥

রাজোবাচ।

কর্ম্মযোগং বদত নঃ পুরুষো যেন সংস্কৃতঃ।
বিধূয়েহাশু কর্ম্মাণি নৈষ্কর্ম্ম্যং বিন্দতে পরম্ ॥ ৪২ ॥

রাজা উবাচ। যেন (অনুষ্ঠিতেন কর্ম্মযোগেন) পুরুষঃ ইহ (এব জন্মনি) আশু (শীঘ্রম্ এব) কর্ম্মাণি (মোক্ষপ্রতিবন্ধকভূতানি) বিধূয় (নিরস্য) সংস্কৃতঃ (শুদ্ধচিত্তঃ সন্) নৈষ্কর্ম্ম্যং (কর্ম্মনিবৃত্তিসাধ্যং) পরং (জ্ঞানং) বিন্দতে (তং) কর্ম্মযোগং নঃ (অস্মভ্যং যূয়ং) বদত ॥ ৪২ ॥

রাজা বলিলেন। যে কর্ম্মযোগ দ্বারা পুরুষ এই জন্মে শীঘ্র কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া শুদ্ধচিত্ত হইয়া নৈষ্কর্ম্ম্য শ্রেষ্ঠ জ্ঞান লাভ করিতে পারেন, সেই কর্ম্মযোগ আমাদিগকে বলুন ॥ ৪২ ॥

"রাজা বলিলেন" ইত্যাদি। যে কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান দ্বারা মনুষ্য এই জন্মেই মোক্ষপ্রতিবন্ধকীভূত কর্ম্মসমূহের ত্যাগে বিশুদ্ধচিত্ত ও কর্তৃত্বাভিনিবেশশূন্য হইয়া শ্রেষ্ঠ জ্ঞান লাভ করিতে পারেন, আমাদিগকে সেই কর্ম্মযোগ বলুন। কর্ম্মযোগ শব্দের অর্থ কৌশল সহকারে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম। কর্ম্মই মনুষ্যের বন্ধনের মূলীভূত। কিন্তু ঐ কর্ম্মই আবার কৌশল সহকারে অনুষ্ঠিত হইলে তাঁহার মোক্ষের সাধন হইয়া থাকে। প্রবৃত্তিপর সকাম কর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান দ্বারা জীবের বন্ধন এবং নিবৃত্তিপর নিষ্কাম কর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান দ্বারা মোক্ষ হয়। অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তি মোক্ষসাধক কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিবেন। নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠানে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের উদয় হয়, এবং ঐ জ্ঞানের উদয়েই জীব মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। এই নিমিত্তই নিমিরাজা যোগেন্দ্রগণের নিকট শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের সাধক যে নিষ্কাম কর্ম্মযোগ তাহারই উপদেশ প্রার্থনা করিলেন ॥ ৪২ ॥

এবং প্রশ্নমৃষীন্ পূর্ব্বমপৃচ্ছং পিতুরন্তিকে।
নাব্রুবন্ ব্রহ্মণঃ পুত্রাস্তত্র কারণমুচ্যতাম্ ॥ ৪৩ ॥

পূর্ব্বং পিতুঃ (ইক্ষ্বাকোঃ) অন্তিকে (স্থিতান্) ঋষীন্ (সনৎকুমারাদীন্ প্রতি) এবং প্রশ্নম্ অপৃচ্ছম্। ব্রহ্মণঃ পুত্রাঃ (তু) ন অব্রুবন্। তত্র কারণম্ উচ্যতাম্ ॥ ৪৩ ॥

আমি পূর্ব্বে পিতার নিকটে স্থিত সনৎকুমারাদি ঋষিগণের প্রতি এইরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। ব্রহ্মার পুত্রেরা কিন্তু বলিলেন না। তদ্বিষয়ে কারণ কি, বলুন ॥ ৪৩ ॥

আবির্হোত্র উবাচ।

কর্ম্মাকর্ম্ম বিকর্ম্মেতি বেদবাদো ন লৌকিকঃ।
বেদস্য চেশ্বরাত্মত্বাৎ তত্র মুহ্যন্তি সূরয়ঃ ॥ ৪৪ ॥

আবির্হোত্রঃ উবাচ। কর্ম্ম (বিহিতং) অকর্ম্ম (তদ্বিপরীতং নিষিদ্ধং) বিকর্ম্ম (বিগর্হিতং কর্ম্ম, বিহিতাকরণম্) ইতি বেদবাদঃ (বেদপ্রতিপাদিতঃ ব্যবহারঃ) ন লৌকিকঃ। বেদস্য চ ঈশ্বরাত্মত্বাৎ (ঈশ্বরীয়ত্বাৎ) তত্র সূরয়ঃ (অপি) মুহ্যন্তি ॥ ৪৪ ॥

আবির্হোত্র বলিলেন। কর্ম্ম অর্থাৎ বিহিত কর্ম্ম, অকর্ম্ম অর্থাৎ নিষিদ্ধ কর্ম্ম এবং বিকর্ম্ম অর্থাৎ বিহিতের অকরণ এই তিনটিই বেদবাদ অর্থাৎ বেদ-প্রতিপাদিত ব্যবহার; উহাদের কোনটিই লৌকিক ব্যবহার নহে। ঐ বেদ আবার অপৌরুষেয়: অতএব উহাতে জ্ঞানিগণেরও মোহ জন্মিয়া থাকে। কারণ, পুরুষের বাক্যের তাৎপর্য্য বক্তার অভিপ্রায় হইতে অবগত হওয়া যাইতে পারে। বেদ পুরুষের বাক্য নহে, উহা ঈশ্বরের বাক্য। ঈশ্বরের অভিপ্রায় জানা সুকর নহে। অতএব বেদবাক্যের পৌর্ব্বাপর্য্য দ্বারাই উহার অর্থাবধারণ করিতে হয়। তদ্রূপে অর্থাবধারণ করা অবশ্য দুষ্কর। দুষ্কর বলিয়াই বেদে পণ্ডিতগণেরও মোহ হইয়া থাকে। যাহাতে পণ্ডিতদিগেরও মোহ হয়, তাহা বালক কি করিয়া বুঝিবে? অতএব ঋষিরা তখন তোমার কথায় কোন উত্তর দেন নাই ॥ ৪৪ ॥

পরোক্ষবাদো বেদোঽয়ং বালানামনুশাসনম্।
কর্ম্মমোক্ষায় কর্ম্মাণি বিধত্তে হ্যগদং যথা ॥ ৪৫ ॥

অয়ং বেদঃ পরোক্ষবাদঃ (যত্র অন্যথা স্থিতঃ অর্থঃ সংগোপয়িতুম্ অন্যথা কৃত্বা উচ্যতে সঃ)। বালানাম্ অনুশাসনং (প্রলোভনং যথা স্যাৎ তথা) অগদং যথা (ইব) কর্ম্মমোক্ষায় (কর্ম্মণাং মোক্ষপ্রতিবন্ধকভূতানাং মোক্ষায় নিবৃত্ত্যর্থং) কর্ম্মাণি বিধত্তে ॥ ৪৫ ॥

এই বেদ পরোক্ষবাদ। বালকদিগের প্রলোভন ঔষধের ন্যায় কর্ম্মনিবৃত্তির জন্য কর্ম্ম সকলের বিধান করিয়াছেন ॥ ৪৫ ॥

"এই বেদ" ইত্যাদি। বেদের তাৎপর্য্য অত্যন্ত গূঢ়। কারণ, প্রায় উহার সর্ব্বত্রই অর্থ গোপন করিবার জন্য এক প্রকার অর্থকে অন্য প্রকারে বলা হইয়াছে। বেদে স্বর্গাদিফলক অনেক কর্ম্মের বিধান করা হইয়াছে। বেদ পাঠ করিলে, জীব স্বর্গাদি লাভের নিমিত্ত ঐ সকল কর্ম্ম করুক, এই প্রকার উপদেশই সহজে হৃদয়ঙ্গম হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বেদের তাৎপর্য্য সেরূপ নহে। বেদ স্বর্গ পাইবার নিমিত্ত কাহাকেও কোন কর্ম্ম করিতে বলেন নাই। বালককে ঔষধ ভক্ষণ করাইতে হইলে, যেমন খণ্ড লড্ডুকের লোভ দেখাইতে হয়, বেদেও তদ্রূপ নিষ্কাম কর্ম্ম করাইবার নিমিত্ত কাম্যকর্ম্ম ত্যাগ করাইবার নিমিত্ত কর্ম্মনাশের নিমিত্ত স্বর্গাদি ফলের লোভ দেখাইয়া মনুষ্যকে কর্ম্মযোগে প্রবৃত্ত করাইয়া থাকেন ॥ ৪৫ ॥

নাচরেদ্ যস্তু বেদোক্তং স্বয়মজ্ঞোঽজিতেন্দ্রিয়ঃ।
বিকর্ম্মণা হ্যধর্ম্মেণ মৃত্যোর্ম্মৃত্যুমুপৈতি সঃ ॥ ৪৬ ॥

অজিতেন্দ্রিয়ঃ অজ্ঞঃ যঃ (জনঃ) তু স্বয়ং বেদোক্তং ন আচরেৎ সঃ বিকর্ম্মণা অধর্ম্মেণ হি মৃত্যোঃ (অনন্তরং) মৃত্যুম্ (এব) উপৈতি ॥ ৪৬ ॥

অজিতেন্দ্রিয় অজ্ঞ যে ব্যক্তি স্বয়ং বেদোক্ত কর্ম্ম আচরণ করে না, অর্থাৎ বিহিত কর্ম্ম সকল ত্যাগ করে, সে বিকর্ম্মরূপ অধর্ম্মহেতু মৃত্যুর পর মৃত্যু লাভ করে; অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে ॥ ৪৬ ॥

বেদোক্তমেব কুর্ব্বাণো নিঃসঙ্গোঽর্পিতমীশ্বরে।
নৈষ্কর্ম্ম্যং লভতে সিদ্ধিং রোচনার্থা ফলশ্রুতিঃ ॥ ৪৭ ॥

নিঃসঙ্গঃ (অনভিনিবেশবান্) ঈশ্বরে অর্পিতং (যথা স্যাৎ তথা) বেদোক্তম্ এব (কর্ম্ম) কুর্ব্বাণঃ নৈষ্কর্ম্ম্যং সিদ্ধিং লভতে। ফলশ্রুতিঃ রোচনার্থা (কর্ম্মণি রুচ্যুৎপাদনার্থা) ॥ ৪৭ ॥

অভিনিবেশরহিত হইয়া ঈশ্বরে অর্পিতভাবে বেদোক্ত কর্ম্ম আচরণকারী ব্যক্তি নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি অর্থাৎ কর্ম্মনিবৃত্তি দ্বারা সাধ্য জ্ঞান লাভ করেন। ফলশ্রুতি কেবল কর্ম্মে রুচি উৎপাদনের নিমিত্ত ॥ ৪৭ ॥

"অভিনিবেশরহিত" ইত্যাদি। পক্ষান্তরে 'আমি কর্ত্তা' এইরূপ যে কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশ তাহা ত্যাগ করিয়া, যিনি সমস্ত বেদোক্ত কর্ম্মই ঈশ্বরে অর্পণ পূর্ব্বক অনুষ্ঠান করেন, তিনি তাদৃশ কর্ম্ম দ্বারা নৈষ্কর্ম্ম্য যাহার নামান্তর এমন যে জ্ঞান ও ভক্তি তাহাই লাভ করিয়া থাকেন। কারণ, কি জ্ঞান, কি ভক্তি

উভয়ই তাদৃশ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে করিতেই লাভ হইয়া থাকে। তবে যে বেদে কর্ম্মের স্বর্গাদি ফল শ্রবণ করা যায়, তাহা কেবল লোক সকলের কর্ম্মে রুচি জন্মাইবার নিমিত্ত বলা হইয়াছে বুঝিতে হইবে ॥ ৪৭ ॥

য আশু হৃদয়গ্রন্থিং নির্জ্জিহীর্ষুঃ পরাত্মনঃ।
বিধিনোপচরেৎ দেবং তন্ত্রোক্তেন চ কেশবম্ ॥ ৪৮ ॥

যঃ (জনঃ) পরাত্মনঃ (দেহাদিবিলক্ষণস্য আত্মনঃ জীবস্য স্বস্য বা) আশু হৃদয়গ্রন্থিম্ অহঙ্কারবন্ধং) নির্জ্জিহীর্ষুঃ (নির্হর্ত্তুম্ ইচ্ছুঃ সঃ) তন্ত্রোক্তেন চ বিধিনা দেবং কেশবম্ উপচরেৎ (ভজেৎ) ॥ ৪৮ ॥

যে ব্যক্তি দেহাদিবিলক্ষণ আত্মার হৃদয়গ্রন্থি সত্বর ছেদন করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি বেদোক্ত বিধানের সহিত তন্ত্রোক্ত বিধানে ভগবান কেশবের ভজন করিবেন ॥ ৪৮ ॥

"যে ব্যক্তি" ইত্যাদি। মোক্ষ জ্ঞান-ভক্তি-সাধ্য। কেবল জ্ঞানের চর্চ্চায় অচিন্ত্যমহাশক্তি শ্রীভগবানে অপরাধ ঘটে বলিয়া তদ্দ্বারা মোক্ষলাভ না হইলেও ভক্তিমিশ্র জ্ঞান দ্বারা মোক্ষ লাভ হইতে পারে। শুদ্ধাভক্তি দ্বারাও মোক্ষলাভ হইতে পারে। বৈদিক কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করিতে করিতেই জ্ঞান লাভ হয়, এবং তদনন্তর শ্রবণকীর্ত্তনাদি সাধনভক্তির অনুশীলন করিতে করিতেই প্রেমরূপ সাধ্যভক্তির লাভ হয়। বৈদিক কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান দ্বারা মনুষ্যের অহংমমতার হ্রাসের সঙ্গে জ্ঞানও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ভক্তিযোগেও সেই নিয়ম। সাধনভক্তির অনুষ্ঠান করিতে করিতে মানবের যে পরিমাণে অহংমমতার হ্রাস হয়, সেই পরিমাণেই জ্ঞান বৈরাগ্য ও ভগবৎপ্রেম লাভ হইয়া থাকে। তবে জ্ঞানমার্গে অর্থাৎ ভক্তিমিশ্র জ্ঞানের সাহায্যে কিঞ্চিৎ বিলম্বেই অহংমমতার উচ্ছেদ হয়, এবং ভক্তিমার্গে অর্থাৎ শুদ্ধা ভক্তির সাহায্যে অপেক্ষাকৃত সত্বরই উহার উচ্ছেদ হইয়া থাকে। অতএব যে ব্যক্তি অতি সত্বর উক্ত অহংমমতার উচ্ছেদকামনা করেন, তিনি বৈদিক কর্ম্মযোগের সহিত তান্ত্রিক কর্ম্মযোগ দ্বারা অর্থাৎ সাক্ষাৎ সাধনভক্তি দ্বারা শ্রীভগবানের ভজন করিবেন। বৈদিক কর্ম্মযোগের সহিত তান্ত্রিক কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করিতে উপদেশ প্রদান করিবার পক্ষে বিশেষ কারণ দেখা যায়। বৈদিক কর্ম্মযোগের অপেক্ষা না করিয়াও কেবল তান্ত্রিক কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান দ্বারাই ইষ্টসিদ্ধি হইতে পারিলেও জ্ঞান-বৈরাগ্য-সাধক বৈদিক কর্ম্মযোগের সহিত তান্ত্রিক কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠানে ভক্তির দৃঢ়তা ও সত্বঃ ফলোৎ-

পাদকতা আছে। তন্নিমিত্তই এইস্থানে বৈদিক কর্ম্মযোগের সহিত তান্ত্রিক কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করিতে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

বৈদিক কর্ম্মযোগের ফল, চিত্তশুদ্ধি দ্বারা বিবেক ও বৈরাগ্য উৎপাদন করা। বৈদিক কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করিতে করিতে মানবের আত্মানাত্মবিবেক জন্মে। বৈরাগ্য বিবেকেরই অনুগামী; অর্থাৎ যিনি যে পরিমাণে বিবেকসম্পন্ন হয়েন, তাঁহার সেই পরিমাণেই বিষয়ে বৈরাগ্য জন্মিয়া থাকে। মানব প্রকৃতির গুণ দ্বারা ক্রিয়মাণ কর্ম্ম সকল আপনারই কর্ম্ম ভাবিয়া লইয়া অহঙ্কারে বিমূঢ় হইয়া রহিয়াছেন। এতাদৃশ কর্তৃত্বাভিমানের অবস্থায় মোক্ষ নিতান্ত অসম্ভব। মোক্ষাকাঙ্ক্ষীর কর্তৃত্বাভিমানরহিত হওয়া অর্থাৎ গুণকৃত কর্ম্ম সকল আমার কর্ম্ম নহে, এইরূপ জ্ঞানে গুণের অতীত হওয়াই প্রয়োজন। গুণ সকলের পরিচয় করিয়া ও উহাদের কার্য্যাবলী পরীক্ষা করিয়া বিশেষ কৌশলসহকারে উহাদের সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারিলেই গুণাতীত হওয়া যায়। যে কৌশলে গুণের মধ্যে থাকিয়াও মানব গুণাতীত হয়েন, তাঁহার সেই কৌশলই কর্ম্মযোগ।

প্রকাশস্বভাব সত্ত্বগুণ জীবকে জ্ঞানসঙ্গ দ্বারা ও সুখসঙ্গ দ্বারা কারণশরীরে বন্ধন করে। চঞ্চলস্বভাব রজোগুণ জীবকে বিষয়সঙ্গ দ্বারা সূক্ষ্মশরীরে বন্ধন করে। এবং মূঢ়স্বভাব তমোগুণ জীবকে ঐ বিষয়সঙ্গের প্রাবল্যে অজ্ঞানাবস্থায় স্থূলশরীরে বন্ধন করে। সত্ত্বগুণের আধিক্যে মানবের বৈষয়িক জ্ঞানে ও সুখেই আসক্তি দেখা যায়। রজোগুণের প্রাবল্যে তাঁহার বিষয়ভোগেই রতি দৃষ্ট হয়। এবং তমোগুণের বৃদ্ধিতে তাঁহার সর্ব্ববিষয়েই একটি মোহের ভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঐ সকল গুণের সাম্য সংস্থাপন করিতে হইলে, উহাদের সামঞ্জস্য বিধান করিতে হইলে, কর্ম্মযোগরূপ কৌশলের প্রয়োজন হয়। সত্ত্বগুণের সাম্যবিধানের নিমিত্ত ঐশ্বরিক জ্ঞানের ও ভক্তির অনুশীলন করিতে হইবে। রজোগুণের সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য কর্ত্তব্যপরায়ণ হইয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করিতে হইবে। তমোগুণের শান্তির উদ্দেশে কর্ম্মঠ হইয়া দক্ষতা শিক্ষা করিতে হইবে। এই নিমিত্তই শাস্ত্রে গৃহস্থের জন্য পঞ্চ মহাযজ্ঞের এবং অন্যান্য আশ্রমীর জন্য তপোযজ্ঞ ও জ্ঞানযজ্ঞাদির ব্যবস্থা করিয়াছেন। গৃহস্থের পক্ষে প্রতিদিন অনুষ্ঠেয় যে পঞ্চ মহাযজ্ঞের বিধান হইয়াছে, ঐ সকলের আচরণে ঐশ্বরিক জ্ঞানের অনুশীলন, বৈরাগ্যের অবলম্বন ও কর্ম্মনৈপুণ্য তিনই সম্পন্ন হইয়া থাকে। ব্রহ্মযজ্ঞ বা অধ্যয়ন দ্বারা জ্ঞানচর্চ্চা হয়। ঋণ পরিশোধের উদ্দেশে কর্ত্তব্যজ্ঞানে অনুষ্ঠিত হওয়াতে উক্ত পঞ্চ যজ্ঞই আবার মানবের জ্ঞানবৈরাগ্যোৎ-

পাদনের সাহায্য করিয়া থাকে। অধ্যয়ন দ্বারা জ্ঞানের ও জ্ঞানীর বৃদ্ধি করিয়া ঋষিঋণ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। শ্রাদ্ধ ও তর্পণাদি দ্বারা পিতৃলোকের তৃপ্তি-সাধন করিয়া পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। হোমাদি কর্ম্ম দ্বারা দেবগণের তৃপ্তিসাধন পূর্ব্বক দেবঋণ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। ভূতগণকে বলি অর্থাৎ অন্নাদি দান দ্বারা তাহাদিগকে তৃপ্ত করিয়া ভূতঋণ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। অতিথিসেবা দ্বারা মনুষ্যঋণ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। পঞ্চ যজ্ঞ দ্বারা কেবল পঞ্চ ঋণ হইতে মুক্তি নহে, পরন্তু কর্ত্তব্যপরায়ণতা ও বৈরাগ্য শিক্ষার সহিত সম্পূর্ণ স্বার্থত্যাগ শিক্ষা হইয়া থাকে। যিনি স্বার্থত্যাগ শিক্ষা করিলেন, তাঁহার শিক্ষাব কিছুই অবশিষ্ট রহিল না। স্বার্থশূন্য মানব সহজেই সর্ব্বভূতে ভগবৎসেবায় সমর্থ হইয়া থাকেন, এবং তদ্দ্বারা অনায়াসেই মুক্তিলাভ করিতে পারেন। তার পর, প্রতিদিন যথানিয়মে ঐ পঞ্চযজ্ঞের যিনি অনুষ্ঠান করিবেন, তিনি যে কর্ম্মদক্ষ হইবেন, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। এইরূপ ব্রহ্মচারী, বনবাসী ও ভিক্ষুর সম্বন্ধেও শাস্ত্রীয় বিধিবিধানের অপ্রতুল নাই। ফল কথা, শাস্ত্রোক্ত আচারই কর্ম্মযোগ, এবং ঐ কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করিতে করিতেই মনুষ্য গুণ সকলের সাম্যসংস্থাপন দ্বারা অহঙ্কারগ্রন্থির ভেদে সমর্থ হইয়া থাকেন। বৈদিক কর্ম্মযোগ দ্বারাই উক্ত অহঙ্কারগ্রন্থির ভেদ করা যায়। কিন্তু তান্ত্রিক কর্ম্ম-যোগের সাহায্যে উহা অপেক্ষাকৃত সত্বরই ভেদ করা যাইতে পারে। কারণ, যদ্দ্বারা ভগবৎপ্রেম লাভ করিয়া সত্বর সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারা যায়, সেই বৈদিক সাধনভক্তি তন্ত্রশাস্ত্রেই সবিস্তর আলোচিত হইয়াছে। শ্রীভগবান বেদশাস্ত্রে শুদ্ধা ভক্তির সাধন বলিয়াও স্পষ্টতঃ তৎপ্রণালী সুগোপ্য বলিয়া গুরুগম্য তন্ত্রমধ্যেই নিবেশিত করিয়া দিয়াছেন। এক্ষণে সেই তান্ত্রিক কর্ম্মযোগই বলিতেছেন।—

লব্ধানুগ্রহ আচার্য্যাৎ তেন সন্দর্শিতাগমঃ।
মহাপুরুষমভ্যর্চ্চেন্মূর্ত্ত্যাভিমতয়াত্মনঃ॥ ৪৯॥

আচার্য্যাৎ লব্ধানুগ্রহঃ তেন (আচার্য্যেণ) সন্দর্শিতাগমঃ (জনঃ) আত্মনঃ অভিমতয়া মূর্ত্ত্যা মহাপুরুষম্ অভ্যর্চ্চেৎ॥ ৪৯॥

আচার্য্যের অনুগ্রহ লাভ করিয়া তিনি যেমন পূজার প্রকার দেখাইয়া দিবেন, সেই প্রকারে নিজ অভিমত মূর্ত্তিতে অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত যে মূর্ত্তিটি নিজের ভাল লাগে, সেই মূর্ত্তিতে মহাপুরুষ শ্রীভগবানের অর্চ্চনা করিতে হইবে॥ ৪৯॥

শুচিঃ সম্মুখমাসীনঃ প্রাণসংযমনাদিভিঃ ।
পিণ্ডং বিশোধ্য সন্ন্যাসকৃতরক্ষোঽর্চ্চয়েদ্ধরিম্ ॥ ৫০ ॥

শুচিঃ সম্মুখম্ আসীনঃ প্রাণসংযমনাদিভিঃ পিণ্ডং (দেহং) বিশোধ্য সন্ন্যাস-কৃতরক্ষঃ (সন্) হরিম্ অর্চ্চয়েৎ ॥ ৫০ ॥

স্নানাদি দ্বারা পবিত্র ও মূর্ত্তিবিশেষের সম্মুখে উপবিষ্ট হইয়া প্রাণায়াম ও ভূতশুদ্ধি প্রভৃতি দ্বারা দেহ শোধন করিয়া কেশবাদি সন্ন্যাস দ্বারা রক্ষাবিধান পূর্ব্বক শ্রীহরির অর্চ্চনা করিতে হইবে ॥ ৫০ ॥ *

অর্চ্চাদৌ হৃদয়ে বাপি যথালব্ধোপচারকৈঃ ।
দ্রব্যক্ষিত্যাত্মলিঙ্গানি নিষ্পাদ্য প্রোক্ষ্য চাসনম্ ॥ ৫১ ॥
পাদ্যাদীনুপকল্প্যাথ সন্নিধাপ্য সমাহিতঃ ।
হৃদয়াদিকৃতন্যাসো মূলমন্ত্রেণ চার্চ্চয়েৎ ॥ ৫২ ॥

দ্রব্যক্ষিত্যাত্মলিঙ্গানি নিষ্পাদ্য (পূজাযোগ্যানি কৃত্বা) পাদ্যাদীন্ উপকল্প্য (সম্পাদ্য) আসনং চ (জলেন) প্রোক্ষ্য অথ (অনন্তরং) (তত্র উপবিষ্টঃ) সমাহিতঃ (একাগ্রচিত্তঃ সন্) অর্চ্চাদৌ হৃদয়ে বা অপি (শ্রীভগবন্তং) সন্নিধাপ্য (ধ্যাত্বা, যথাযোগ্যস্থানে স্থাপয়িত্বা) হৃদয়াদিকৃতন্যাসঃ (চ সন্) মূলমন্ত্রেণ (চ) অর্চ্চয়েৎ ॥ ৫১-৫২ ॥

পুষ্পাদি দ্রব্য সকল কীটাদি শোধন দ্বারা ভূমিকে মার্জ্জনাদি দ্বারা মনকে অব্যগ্রতা দ্বারা এবং মূর্ত্তিকে অনুলেপন ও ক্ষালনাদি দ্বারা পূজাযোগ্য করিয়া লইয়া জল দ্বারা আসন প্রোক্ষণ করিয়া পরে ঐ আসনে উপবিষ্ট হইয়া একাগ্রচিত্তে মূর্ত্তিতে বা হৃদয়ে শ্রীভগবানকে চিন্তা করিয়া হৃদয়াদি ন্যাস করিয়া মূলমন্ত্র দ্বারা অর্চ্চনা করিবে ॥ ৫১-৫২ ॥

সাঙ্গোপাঙ্গাং সপার্ষদাং তাং তাং মূর্ত্তিং স্বমন্ত্রতঃ ।
পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়াদ্যৈঃ স্নানবাসোবিভূষণৈঃ ॥ ৫৩ ॥

---

* প্রাণায়াম ও ভূতশুদ্ধি প্রভৃতি তান্ত্রিক কর্ম্মযোগের অঙ্গ সকল পরে ভগবান উদ্ধবের নিকট সবিস্তারেই বলিবেন। আমরাও সেইখানেই ঐ গুলির বিস্তারিত ব্যাখ্যা করিব।

গন্ধমাল্যাক্ষতস্রগ্‌ভির্ধূপদীপোপহারকৈঃ।
সাঙ্গং সংপূজ্য বিধিবৎ স্তবৈঃ স্তুত্বা নমেদ্ধরিম্॥ ৫৪॥

সাঙ্গোপাঙ্গাং সপার্ষদাং তাং তাং মূর্ত্তিং স্বমন্ত্রতঃ পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়াদ্যৈঃ স্নান-বাসোবিভূষণৈঃ গন্ধমাল্যাক্ষতস্রগ্‌ভিঃ ধূপদীপোপহারকৈঃ সাঙ্গং সংপূজ্য বিধিবৎ স্তবৈঃ স্তুত্বা হরিং নমেৎ॥ ৫৩-৫৪॥

অঙ্গ ও উপাঙ্গ সহিত এবং পার্ষদের সহিত সেই সেই মূর্ত্তিকে স্বীয় স্বীয় মন্ত্র দ্বারা পাদ্য অর্ঘ্য আচমনীয়াদি স্নানীয় বসন ভূষণ গন্ধ পুষ্প অক্ষত মালা ধূপ দীপ প্রভৃতি উপহার প্রদান পূর্ব্বক নির্দ্দিষ্ট অঙ্গ অনুসারে পূজা করিয়া বিধিবৎ স্তব করিয়া শ্রীহরিকে প্রণাম করিবে॥ ৫৩-৫৪॥

আত্মানং তন্ময়ং ধ্যায়ন্ মূর্ত্তিং সংপূজয়েদ্ধরেঃ।
শেষামাধায় শিরসা স্বধাম্ন্যুদ্বাস্য সৎকৃতম্॥ ৫৫॥

আত্মানং তন্ময়ং ধ্যায়ন্ হরেঃ মূর্ত্তিং সংপূজয়েৎ। (অথ) শেষাং শিরসা আধায় সৎকৃতং (ভগবন্তং) স্বধাম্নি উদ্বাস্য (স্থাপয়িত্বা) (পূজাবিধিং সমাপয়েৎ)॥৫৫॥

আপনাকে তন্ময় চিন্তা করিয়া শ্রীহরির শ্রীমূর্ত্তির পূজা করিবে। অনন্তর শেষ নির্ম্মাল্য মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক সৎকার করিয়া শ্রীভগবানকে স্বীয় ধামে স্থাপন করিয়া পূজাবিধি সমাপন করিবে॥ ৫৫॥

এবমগ্ন্যর্কতোয়াদাবতিথৌ হৃদয়ে চ যঃ।
যজেদীশ্বরমাত্মানমচিরান্মুচ্যতে হি সঃ॥ ৫৬॥

এবম্ অগ্ন্যর্কতোয়াদৌ অতিথৌ হৃদয়ে চ যঃ (জনঃ) ঈশ্বরম্ আত্মানং যজেৎ সঃ অচিরাৎ মুচ্যতে হি॥ ৫৬॥

এইরূপ অগ্নি, সূর্য্য ও জল প্রভৃতিতে এবং অতিথিতে ও হৃদয়ে যিনি ঈশ্বর আত্মাকে পূজা করেন, তিনি অচিরকালমধ্যেই মুক্ত হয়েন॥ ৫৬॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে জায়ন্তেয়োঽপাখ্যানে
বিদেহপ্রশ্নঃ তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ৩॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

রাজোবাচ।

যানি যানীহ কর্ম্মাণি যৈ র্যৈঃ স্বচ্ছন্দজন্মভিঃ।
চক্রে করোতি কর্ত্তা বা হরিস্তানি ব্রুবন্তু নঃ॥ ১॥

রাজা উবাচ। যৈঃ যৈঃ স্বচ্ছন্দজন্মভিঃ (স্বেচ্ছাবতারৈঃ) ইহ (লোকে) হরিঃ যানি যানি কর্ম্মাণি চক্রে করোতি কর্ত্তা বা তানি নঃ (অস্মভ্যং) ব্রুবন্তু॥ ১॥

রাজা বলিলেন। যে যে স্বেচ্ছানুরূপ অবতারে এই পৃথিবীতে শ্রীহরি যে যে কর্ম্ম করিয়াছিলেন, করিতেছেন বা করিবেন, সেই সকল কর্ম্ম আমাদিগের নিকট বলুন॥ ১॥

যো বা অনন্তস্য গুণাননন্তা-
নমুক্রমিষ্যন্ স তু বালবুদ্ধিঃ।
রজাংসি ভূমের্গণয়েৎ কথঞ্চিৎ
কালেন নৈবাখিলশক্তিধাম্নঃ॥ ২॥

যঃ বা অনন্তস্য গুণান্ অনুক্রমিষ্যন্ (গণয়িতুম্ ইচ্ছতি) সঃ তু বালবুদ্ধিঃ। কালেন কথঞ্চিৎ (পুমান্) ভূমেঃ রজাংসি (রেণূন্) গণয়েৎ (অপি) অখিল-শক্তিধাম্নঃ (ভগবতঃ গুণান্ তু) ন এব (কথঞ্চিৎ অপি গণয়েৎ)॥ ২॥

যে ব্যক্তি অনন্তের গুণ গণনা করিতে ইচ্ছা করে সে বালবুদ্ধি। কালে কোনরূপে মনুষ্য, ভূমির ধূলিকণাও গণনা করিতে পারিলেও কিন্তু অখিল-শক্তির আশ্রয়ভূত ভগবানের গুণ কোনরূপেই গণনা করিতে পারা যায় না॥ ২॥

ভূতৈর্যদা পঞ্চভিরাত্মসৃষ্টৈঃ
পুরং বিরাজং বিরচয্য তস্মিন্।
স্বাংশেন বিষ্টঃ পুরুষাভিধান-
মবাপ নারায়ণ আদিদেবঃ॥ ৩॥

আত্মসৃষ্টৈঃ পঞ্চভিঃ ভূতৈঃ বিরাজং (ব্রহ্মাণ্ডাখ্যং) পুরং (শরীরং) বিরচয্য (নির্ম্মায়) আদিদেবঃ নারায়ণঃ যদা তস্মিন্ (ব্রহ্মাণ্ডে) স্বাংশেন (অন্তর্য্যামি-রূপেণ) বিষ্টঃ (প্রবিষ্টঃ) তদা পুরুষাভিধানং (পুরুষাখ্যাম্) অবাপ॥ ৩॥

আত্মসৃষ্ট পঞ্চভূত দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডরূপ পুর নির্ম্মাণ করিয়া আদিদেব নারায়ণ যখন উহাতে অন্তর্যামিরূপে প্রবিষ্ট হইলেন, তখন পুরুষাখ্যা প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৩ ॥

যৎকায় এষ ভুবনত্রয়সন্নিবেশো
যস্যেন্দ্রিয়ৈস্তনুভৃতামুভয়েন্দ্রিয়াণি।
জ্ঞানং স্বতঃ শ্বসনতো বলমোজ ঈহা
সত্ত্বাদিভিঃ স্থিতিলয়োদ্ভব আদিকর্ত্তা ॥ ৪ ॥

যৎকায়ে এষঃ ভুবনত্রয়সন্নিবেশঃ যস্য ইন্দ্রিয়ৈঃ তনুভৃতাম্ উভয়েন্দ্রিয়াণি জ্ঞানং (যস্য) স্বতঃ (সিদ্ধং), (যস্য) শ্বসনতঃ (প্রাণাৎ) বলং ওজঃ ঈহা (যঃ চ) সত্ত্বাদিভিঃ স্থিতিলয়োদ্ভবে আদিকর্ত্তা ॥ ৪ ॥

যাঁহার শরীরে এই ভুবনত্রয়ের সন্নিবেশ, যাঁহার ইন্দ্রিয় দ্বারা ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবের জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় এই উভয় ইন্দ্রিয়, যাঁহার জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ, যাঁহার প্রাণ হইতে দেহশক্তি ইন্দ্রিয়শক্তি ও ক্রিয়াশক্তি, এবং যিনি সত্ত্বাদি গুণ দ্বারা বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের আদিকর্ত্তা ॥ ৪ ॥

আদাবভূচ্ছতধৃতী রজসাস্য সর্গে
বিষ্ণুঃ স্থিতৌ ক্রতুপতির্দ্বিজধর্ম্মসেতুঃ।
রুদ্রোঽপ্যয়ায় তমসা পুরুষঃ স আদ্য
ইত্যুদ্ভবস্থিতিলয়াঃ সততং প্রজাসু ॥ ৫ ॥

সঃ (এব) আদ্যঃ পুরুষঃ অস্য (জগতঃ) সর্গে (নিমিত্তে) আদৌ (ব্যষ্টি-সৃষ্টেঃ পূর্ব্বং) রজসা (গুণেন) শতধৃতিঃ (ব্রহ্মা অভূৎ)। (তথা) স্থিতৌ (নিমিত্তভূতায়াং) সত্ত্বেন (গুণেন) দ্বিজধর্ম্মসেতুঃ ক্রতুপতিঃ বিষ্ণুঃ (অভূৎ)। (তথা) অপ্যয়ায় (সংহারায়) তমসা (গুণেন) রুদ্রঃ (অভূৎ)। ইতি (এবং তত্তঃ এব) সততং (প্রতিকল্পং) প্রজাসু উদ্ভবস্থিতিলয়াঃ (ভবন্তি) ॥ ৫ ॥

সেই আদিপুরুষ এই জগতের সৃষ্টির নিমিত্ত প্রথমে রজোগুণ দ্বারা ব্রহ্মা হয়েন। পরে স্থিতির নিমিত্ত সত্ত্বগুণ দ্বারা দ্বিজধর্ম্মপালক যজ্ঞফলপ্রদাতা বিষ্ণু হয়েন। অন্তে প্রলয়ের নিমিত্ত তমোগুণ দ্বারা রুদ্র হয়েন। এইরূপে তাঁহা হইতেই প্রতিকল্পে প্রজাবর্গের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

ধর্ম্মস্য দক্ষদুহিতর্য্যজনিষ্ট মূর্ত্ত্যাং
নারায়ণো নর ঋষিপ্রবরঃ প্রশান্তঃ।

নৈষ্কর্ম্যলক্ষণমুবাচ চচার কর্ম্ম
যোঽদ্যাপি চাস্ত ঋষিবর্য্যনিষেবিতাঙ্ঘ্রিঃ ॥ ৬ ॥

ধর্ম্মস্য (ভার্য্যায়াং) দক্ষদুহিতরি মূর্ত্ত্যাং নারায়ণঃ নরঃ ইতি মূর্ত্তিদ্বয়েন প্রশান্তঃ ঋষিপ্রবরঃ অজনিষ্ট, (সঃ তদা) নৈষ্কর্ম্যলক্ষণং কর্ম্ম উবাচ চচার চ। যঃ অদ্যাপি ঋষিবর্য্যনিষেবিতাঙ্ঘ্রিঃ আস্তে ॥ ৬ ॥

ধর্ম্মের ভার্য্যা দক্ষকন্যা মূর্ত্তির গর্ভে নারায়ণ ও নর এই দুই মূর্ত্তিতে প্রশান্ত ঋষিশ্রেষ্ঠ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। ঐ অবতারে যিনি নৈষ্কর্ম্যলক্ষণ কর্ম্ম নারদাদিকে উপদেশ করেন এবং স্বয়ং আচরণ করেন। আর যিনি এখনও ঋষিশ্রেষ্ঠগণ কর্ত্তৃক অর্চ্চিতচরণ হইয়া অবস্থান করিতেছেন ॥ ৬ ॥

ইন্দ্রো বিশঙ্ক্য মম ধাম জিঘৃক্ষতীতি
কামং ন্যযুঙ্ক্ত সগণং স বদর্য্যুপাখ্যম্ ।
গত্বাপ্সরোগণবসন্তসুমন্দবাতৈঃ
স্ত্রীপ্রেক্ষণেষুভিরবিধ্যদতন্মহিজ্ঞঃ ॥ ৭ ॥

(অয়ং তপসা) মম ধাম (স্থানং) জিঘৃক্ষতি (গ্রহীতুম্ ইচ্ছতি) ইতি বিশঙ্ক্য ইন্দ্রঃ সগণং কামং ন্যযুঙ্ক্ত। সঃ (কামঃ) অপ্সরোগণবসন্তসুমন্দবাতৈঃ (সহ) বদর্য্যুপাখ্যং (বদরীভিঃ উপাখ্যায়তে কথ্যতে ইতি তদাশ্রমং) গত্বা (যতঃ) অতন্মহিজ্ঞঃ (অতঃ) স্ত্রীপ্রেক্ষণেষুভিঃ (তম) অবিধ্যৎ ॥ ৭ ॥

ইনি তপস্যা দ্বারা আমার স্থান গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন, এই আশঙ্কা করিয়া, ইন্দ্র সহচরগণের সহিত কামকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সেই কামও অপ্সরোগণ বসন্ত ও সুমন্দ বায়ুর সহিত বদরিকাশ্রমে গমন পূর্ব্বক তাঁহার মহিমা না জানিয়াই স্ত্রীর কটাক্ষরূপ বাণ দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন ॥ ৭ ॥

বিজ্ঞায় শক্রকৃতমক্রমমাদিদেবঃ
প্রাহ প্রহস্য গতবিস্ময় এজমানান্ ।
মা ভৈষ্ট ভো মদন মারুত দেববধ্বো
গৃহ্নীত নো বলিমশূন্যমিমং কুরুধ্বম্ ॥ ৮ ॥

আদিদেবঃ (নারায়ণঃ) শক্রকৃতম্ অক্রমম্ (অপরাধং) বিজ্ঞায় প্রহস্য গত-

বিস্ময়ঃ (গর্ব্ববহিতঃ এব) এজমানান্ (কম্পমানান্ কামাদীন্) প্রাহ ভোঃ মদন মারুত দেববধ্বঃ মা ভৈষ্ট নঃ বলিং গৃহ্ণীত ইমম্ (আশ্রমম্) অশূন্যং কুরুধ্বম্ ॥ ৮ ॥

আদিদেব নারায়ণ, ইন্দ্রকৃত অপরাধ বিজ্ঞাত হইয়া হাস্য করিয়া বিনাগর্ব্বে, আপনাদিগের চেষ্টার বৈকল্য দর্শনে কম্পমান সেই কামাদিকে বলিলেন, হে মদন, মারুত ও দেববধূ সকল, তোমরা ভীত হইও না, মদ্দত্ত বলি গ্রহণ করিয়া আমার এই আশ্রমকে অশূন্য কর ॥ ৮ ॥

ইত্থং ব্রুবত্যভয়দে নরদেব দেবাঃ
সব্রীড়নম্রশিরসঃ সঘৃণং তমূচুঃ।
নৈতদ্বিভো ত্বয়ি পরেঽবিকৃতে বিচিত্রং
স্বারামধীরনিকরানতপাদপদ্মে ॥ ৯ ॥

অভয়দে (শ্রীনারায়ণে) ইত্থং ব্রুবতি (সতি) দেবাঃ সব্রীড়নম্রশিরসঃ (সন্তঃ) সঘৃণং (কৃপাযুক্তং) তং (নারায়ণম্) ঊচুঃ (হে) নরদেব ! (হে) বিভো ! পরে অবিকৃতে (কামক্রোধাদিবিকারবহিতে) স্বারামধীরনিকরানতপাদ-পদ্মে ত্বয়ি এতৎ বিচিত্রম্ (আশ্চর্য্যং) ন (ভবতি) ॥ ৯ ॥

অভয়প্রদ শ্রীনারায়ণ এই প্রকার বলিলে, দেবগণ লজ্জায় অবনতশীর্ষ হইয়া করুণান্বিত সেই নারায়ণকে বলিলেন, হে নরদেব, বিভো, পর বিকার শূন্য আত্মারাম ধীর ভক্তবর্গ কর্ত্তৃক নিষেবিতপাদপদ্ম যে তুমি তোমাতে ইহা আশ্চর্য্য হইতেছে না ॥ ৯ ॥

ত্বাং সেবতাং সুরকৃতা বহবোঽন্তরায়া
স্বৌকো বিলঙ্ঘ্য পরমং ব্রজতাং পদং তে।
নান্যস্য বর্হিষি বলীন্ দদতঃ স্বভাগান্
ধত্তে পদং ত্বমবিতা যদি বিঘ্নমূর্দ্ধ্নি ॥ ১০ ॥

ত্বাং সেবতাং স্বৌকঃ (স্বস্থানং) বিলঙ্ঘ্য (অতিক্রম্য) তে পরমং পদং ব্রজতাং (জনানাং) বহবঃ অন্তরায়াঃ (বিঘ্নাঃ ভবন্তি), বর্হিষি (যজ্ঞে) স্বভাগান্ দদতঃ (প্রযচ্ছতঃ) অন্যস্য ন। কিন্তু যদি ত্বম্ অবিতা (রক্ষকঃ তদা) বিঘ্ন-মূর্দ্ধ্নি পদং ধত্তে ॥ ১০ ॥

তোমার সেবাকারী ব্যক্তি সকল দেবতাদিগের স্থান স্বর্গকে অতিক্রম করিয়া তোমার পরমপদ শ্রীবৈকুণ্ঠে গমন করেন বলিয়া তাঁহাদের তপস্যায়

অনেক বিঘ্ন ঘটে। যাহারা যজ্ঞে দেবতাদিগের ভাগ প্রদান করে, এমন সকল ব্যক্তির ঐ বিঘ্ন হয় না। কিন্তু তুমি যদি রক্ষাকর্ত্তা হও, তবে সেই সকল ব্যক্তি আবার বিঘ্নের মস্তকে পদ প্রদান পূর্ব্বক অনায়াসেই উত্তীর্ণ হইতে পারেন ॥ ১০ ॥

ক্ষুত্তৃট্ ত্রিকালগুণমারুতজৈহ্বশৈশ্না-
নস্মানপারজলধীনতিতীর্য্য কেচিৎ।
ক্রোধস্য যান্তি বিফলস্য বশং পদে গো-
র্মজ্জন্তি দুশ্চরতপশ্চ বৃথোৎসৃজন্তি ॥ ১১ ॥

কেচিৎ (মূর্খাঃ) ক্ষুত্তৃট্ত্রিকালগুণমারুতজৈহ্বশৈশ্নান্ অস্মান্ অপারজলধীন্ অতিতীর্য্য গোঃ পদে (গোখুরখাতগর্ত্তবৎ অতিতুচ্ছে) মজ্জন্তি বিফলস্য ক্রোধস্য বশং যান্তি দুশ্চরতপঃ চ বৃথা উৎসৃজন্তি ॥ ১১ ॥

কোন মূর্খ ক্ষুধা তৃষ্ণা এবং শীত উষ্ণ ও বর্ষা এই তিন সময়ের গুণ ও বায়ু জৈহ্ব ও শৈশ্ন বিষয় প্রভৃতি অপার জলধিস্বরূপ যে আমরা সেই আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া পরিশেষে গোষ্পদে মগ্ন হয়, অর্থাৎ সকল ইন্দ্রিয় দমন করিয়া শেষে সামান্য ক্রোধ রিপুর বশবর্ত্তী হইয়া পড়ে, এবং দুশ্চর তপস্যাকে বৃথাই পরিত্যাগ করিয়া থাকে ॥ ১১ ॥

ইতি প্রগৃণতাং তেষাং স্ত্রিয়োঽত্যদ্ভুতদর্শনাঃ।
দর্শয়ামাস শুশ্রূষাং স্বর্চ্চিতাঃ কুর্ব্বতীর্বিভুঃ ॥ ১২ ॥

তেষাং (কামাদীনাম্) ইতি (এবং) প্রগৃণতাং (স্তবতাং সতাং) বিভুঃ (নারায়ণঃ) অদ্ভুতদর্শনাঃ স্বর্চিতাঃ শুশ্রূষাং কুর্ব্বতীঃ স্ত্রিয়ঃ (স্ত্রীঃ) দর্শয়ামাস ॥ ১২ ॥

কামাদি এই প্রকার স্তব করিলে, বিভু নারায়ণ তাহাদিগকে অতি অদ্ভুত-দর্শন অলঙ্কৃত এবং নিজের শুশ্রূষাকারিণী কতকগুলি স্ত্রী দর্শন করাইলেন ॥ ১২ ॥

তে দেবানুচরা দৃষ্ট্বা স্ত্রিয়ঃ শ্রীরিব রূপিণীঃ।
গন্ধেন মুমুহুস্তাসাং রূপৌদার্য্যহতশ্রিয়ঃ ॥ ১৩ ॥

তে দেবানুচরাঃ রূপিণীঃ শ্রীঃ (শ্রিয়ঃ) ইব (তাঃ) স্ত্রিয়ঃ (স্ত্রীঃ) দৃষ্ট্বা তাসাং রূপৌদার্য্যহতশ্রিয়ঃ গন্ধেন মুমুহুঃ ॥ ১৩ ॥

সেই দেবানুচর সকল মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীর ন্যায় সেই স্ত্রীদিগকে দর্শন করিয়া তাহাদিগের রূপে ঔদার্য্যে শ্রীভ্রষ্ট হইলেন ও অঙ্গের গন্ধে মোহিত হইলেন ॥ ১৩ ॥

তানাহ দেবদেবেশঃ প্রণতান্ প্রহসন্নিব।
আসামেকতরাং বৃঙ্ধ্বং সবর্ণাং স্বর্গভূষণাম্ ॥ ১৪ ॥

দেবদেবেশঃ (নারায়ণঃ) প্রণতান্ তান্ প্রহসন ইব আহ আসাম্ একতরাং সবর্ণাং স্বর্গভূষণাং বৃঙ্ধ্বং (বৃণীধ্বম্ ইতি) ॥ ১৪ ॥

দেবদেবেশ নারায়ণ প্রণত সেই কামাদিকে হাস্য করিয়াই যেন বলিলেন, ইহাদিগের মধ্যে যে কোন একটি সবর্ণা স্বর্গভূষণা স্ত্রীকে গ্রহণ কর ॥ ১৪ ॥

ওমিত্যাদেশমাদায় নত্বা তং সুরবন্দিনঃ।
উর্ব্বশীমপ্সরঃশ্রেষ্ঠাং পুরস্কৃত্য দিবং যযুঃ ॥ ১৫ ॥

সুরবন্দিনঃ (কামাদয়ঃ) আদেশম্ ওম্ ইতি আদায় তং নত্বা অপ্সরঃ-শ্রেষ্ঠাম্ উর্ব্বশীং পুরস্কৃত্য দিবং যযুঃ ॥ ১৫ ॥

সুরবন্দীরা ভগবানের আদেশ অঙ্গীকার পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করিয়া অপ্সরঃশ্রেষ্ঠা উর্ব্বশীকে অগ্রে লইয়া স্বর্গে গমন করিলেন ॥ ১৫ ॥

ইন্দ্রায়ানম্য সদসি শৃণ্বতাং ত্রিদিবৌকসাম্।
ঊচুর্নারায়ণবলং শক্রস্তত্রাস বিস্মিতঃ ॥ ১৬ ॥

সদসি (সভায়াম্) ইন্দ্রায় আনম্য (ইন্দ্রং প্রণম্য) ত্রিদিবৌকসাং শৃণ্বতাং (সতাং) নারায়ণবলম্ ঊচুঃ। শক্রঃ (শ্রুত্বা) তত্র (বিষয়ে) বিস্মিতঃ আস ॥ ১৬ ॥

সভামধ্যে ইন্দ্রকে প্রণাম করিয়া দেবগণের সমক্ষে শ্রীনারায়ণের বল নিবেদন করিলেন। ইন্দ্র শুনিয়া তাহাতে বিস্ময় প্রাপ্ত হইলেন ॥ ১৬ ॥

হংসস্বরূপ্যবদদচ্যুত আত্মযোগং
দত্তঃ কুমার ঋষভো ভগবান্ পিতা নঃ।
বিষ্ণুঃ শিবায় জগতাং কলয়াবতীর্ণ-
স্তেনাহৃতা মধুভিদা শ্রুতয়ো হয়াস্যে ॥ ১৭ ॥

জগতাং শিবায় (মঙ্গলায়) ভগবান্ অচ্যুতঃ (বিষ্ণুঃ) কলয়া অবতীর্ণঃ হংসস্বরূপী দত্তঃ (দত্তাত্রেয়ঃ) কুমারঃ (সনকাদিঃ) ন পিতা ঋষভঃ (চ সন্) আত্মযোগম্ অবদৎ। তেন (বিষ্ণুনা) হয়াস্যে মধুভিদা (সতা) শ্রুতয়ঃ আহৃতাঃ ॥ ১৭ ॥

জগতের মঙ্গলের নিমিত্ত ভগবান অচ্যুত বিষ্ণু অংশে অবতীর্ণ হংসস্বরূপ

দত্তাত্রেয় সনকাদি ও আমাদিগের পিতা ঋষভ হইয়া আত্মযোগ উপদেশ করিয়াছিলেন। তিনিই হয়গ্রীব অবতারে মধু নামক দৈত্যকে সংহার করিয়া পাতাল হইতে বেদ সকল আনয়ন করেন ॥ ১৭ ॥

গুপ্তোঽপ্যয়ে মনুরিলৌষধয়শ্চ মাৎস্যে
ক্রৌড়ে হতো দিতিজ উদ্ধরতাম্ভসঃ ক্ষমাম্ ।
কৌর্ম্মে ধৃতোঽদ্রিরমৃতোন্মথনে স্বপৃষ্ঠে
গ্রাহাৎ প্রপন্নমিভরাজমমুঞ্চদার্ত্তম্ ॥ ১৮ ॥

(তথা) মাৎস্যে (তেন এব) অপ্যয়ে (প্রলয়ে) ইলা (পৃথ্বী) ওষধয়ঃ (যবাদিবীজানি) মনুঃ (ঋষনঃ) চ গুপ্তঃ (রক্ষিতঃ) । ক্রৌড়ে অম্ভসঃ ক্ষ্মাম্ উদ্ধরতা (তেন) দিতিজঃ (হিরণ্যাক্ষঃ) হতঃ । কৌর্ম্মে অমৃতোন্মথনে স্বপৃষ্ঠে অদ্রিঃ (মন্দরগিরিঃ) ধৃতঃ । (হরিসংজ্ঞকে অবতারে) আর্ত্তং প্রপন্নম্ ইভরাজং (গজেন্দ্রং) গ্রাহাৎ অমুঞ্চৎ (অমোচয়ৎ) ॥ ১৮ ॥

মৎস্য অবতারে তিনিই প্রলয়ে পৃথিবী ওষধি ও মনুকে রক্ষা করিয়াছিলেন। বরাহ অবতারে জল হইতে পৃথিবীর উদ্ধারের সময় হিরণ্যাক্ষ দৈত্যকে বধ করিয়াছিলেন। কূর্ম্ম অবতারে অমৃতমন্থনে নিজপৃষ্ঠে মন্দরগিরিকে ধারণ করিয়াছিলেন। হরিসংজ্ঞক অবতারে আর্ত্ত শরণাগত গজেন্দ্রকে কুম্ভীর হইতে মোচন করিয়াছিলেন ॥ ১৮ ॥

সংস্তুন্বতো নিপতিতান্ শ্রমণানৃষীংশ্চ
শক্রঞ্চ বৃত্রবধতস্তমসি প্রবিষ্টম্ ।
দেবস্ত্রিয়োঽসুরগৃহে পিহিতা অনাথা
জঘ্নেঽসুরেন্দ্রমভবায় সতাং নৃসিংহে ॥ ১৯ ॥

শ্রমণান্ (কশ্যপার্থং সমিদাহরণে কৃতপ্রযত্নান্) নিপতিতান্ (গোষ্পদে নিমগ্নান্) সংস্তুন্বতঃ (স্তুতিং কুর্ব্বাণান্) ঋষীন্ চ (বালিখিল্যান্ আপদঃ অমোচয়ৎ) । বৃত্রবধতঃ তমসি প্রবিষ্টং শক্রং চ (অমোচয়ৎ) । অসুরগৃহে পিহিতাঃ (নিরুদ্ধাঃ) অনাথাঃ দেবস্ত্রিয়ঃ (অমোচয়ৎ) । নৃসিংহে (অবতারে) সতাম্ অভবায় অসুরেন্দ্রং (হিরণ্যকশিপুং) জঘ্নে ॥ ১৯ ॥

কশ্যপের নিমিত্ত সমিৎ আহরণে গত ও গোষ্পদে নিমগ্ন অতএব স্তুতিকারী বালিখিল্য ঋষিদিগকে আপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। বৃত্রবধহেতু ব্রহ্ম-

হত্যাপাপে নিমগ্ন ইন্দ্রকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। দেবাসুরসংগ্রামে দেবতার পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলে অসুরগণ কর্ত্তৃক ধৃত ও স্বগৃহে নিরুদ্ধ অনাথ দেবস্ত্রীদিগকে মোচন করিয়াছিলেন। নৃসিংহ অবতারে অসুরেন্দ্র হিরণ্যকশিপুকে সংহার করিয়াছিলেন ॥ ১৯ ॥

দেবাসুরে যুধি চ দৈত্যপতীন্ সুরার্থে
হত্বান্তরেষু ভুবনান্যদধাৎ কলাভিঃ।
ভূত্বাথ বামন ইমামহরদ্বলেঃ ক্ষ্মাং
যাচ্ঞাচ্ছলেন সমদাদদিতেঃ সুতেভ্যঃ ॥ ২০ ॥

দেবাসুরে যুধি (যুদ্ধে) চ সুরার্থে দৈত্যপতীন্ হত্বা অন্তরেষু (মন্বন্তরেষু) কলাভিঃ (মূর্ত্তিভিঃ) ভুবনানি অদধাৎ (অপালয়ৎ)। অথ বামনঃ ভূত্বা ইমাং ক্ষ্মাং যাচ্ঞাচ্ছলেন বলেঃ অহরৎ অদিতেঃ সুতেভ্যঃ সমদাৎ (চ) ॥ ২০ ॥

দেবাসুরের সংগ্রামে দেবতাদিগের জন্য দৈত্যপতি সকলকে সংহার করিয়া সকল মন্বন্তরেই বিবিধ মূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক ত্রিভুবন পালন করিয়াছিলেন। অনন্তর বামন হইয়া এই পৃথিবীকে যাচ্ঞাচ্ছলে বলির নিকট হইতে হরণ করিলেন ও অদিতির পুত্রগণকে প্রদান করিলেন ॥ ২০ ॥

নিঃক্ষত্রিয়ামকৃত গাঞ্চ ত্রিঃসপ্তকৃত্বো
রামস্তু হৈহয়কুলাপ্যয়ভার্গবাগ্নিঃ।
সোহব্ধিং ববন্ধ দশবক্ত্রমহন্ সলঙ্কং
সীতাপতির্জ্জয়তি লোকমলঘ্নকীর্ত্তিঃ ॥ ২১ ॥

হৈহয়কুলাপ্যয়ভার্গবাগ্নিঃ রামঃ তু গাং চ ত্রিঃসপ্তকৃত্বঃ নিঃক্ষত্রিয়াম্ অকৃত। লোকমলঘ্নকীর্ত্তিঃ সীতাপতিঃ সঃ (রামঃ) অব্ধিং ববন্ধ সলঙ্কং দশবক্ত্রং (দশাননম্) অহন্ ॥ ২১ ॥

হৈহয়কুলের নাশকার্য্যে নিযুক্ত ভৃগুবংশীয় অগ্নির তুল্য পরশুরাম অবতারে পৃথিবীকে একবিংশতিবার নিক্ষত্রিয় করেন। পরে লোকমলঘ্নকীর্ত্তি সীতাপতি সেই শ্রীরামচন্দ্র সমুদ্রে সেতুবন্ধন করিয়া লঙ্কার সহিত দশাননকে নষ্ট করেন ॥ ২১ ॥

ভূমের্ভরাবতরণায় যদুম্বজন্মা
জাতঃ করিষ্যতি সুরৈরপি দুষ্করাণি।

বাদৈর্বিমোহয়তি যজ্ঞকৃতোঽতদর্হান্
শূদ্রান্ কলৌ ক্ষিতিভুজো ন্যহনিষ্যদন্তে ॥ ২২ ॥

অজন্মা (সঃ বিষ্ণুঃ) ভূমেঃ ভরাবতরণায় যদুষু জাতঃ (সন্) সুরৈঃ অপি দুষ্করাণি (কর্ম্মাণি) করিষ্যতি । (বুদ্ধরূপেণ অবতীর্ণঃ) অতদর্হান্ (যজ্ঞানুষ্ঠানা-যোগ্যান্ অপি) যজ্ঞকৃতঃ (যজ্ঞং কুর্ব্বাণান্ দৈত্যান্) বাদৈঃ (বেদবিরুদ্ধ-তর্কৈঃ) বিমোহয়তি । (ততঃ) কলৌ অন্তে (কলিযুগান্তে) শূদ্রান্ (যবন-প্রায়ান্ অসচ্ছূদ্রান্) ক্ষিতিভুজঃ (রাজ্ঞঃ) ন্যহনিষ্যৎ (নিহনিষ্যতি) ॥ ২২ ॥

অজন্মা সেই বিষ্ণু পৃথিবীর ভারহরণের নিমিত্ত যদুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া দেবতাদিগেরও দুষ্কর কর্ম্ম সকল করিবেন। পরে বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠানের অযোগ্য হইয়াও যজ্ঞানুষ্ঠানকারী দৈত্য সকলকে বেদবিরুদ্ধ তর্ক দ্বারা বিমোহিত করিবেন। অবশেষে কলিযুগের শেষভাগে শূদ্র রাজগণকে সংহার করিবেন ॥ ২২ ॥

এবংবিধানি জন্মানি কর্ম্মাণি চ জগৎপতেঃ ।
ভূরীণি ভূরিযশসো বর্ণিতানি মহাভুজ ॥ ২৩ ॥

(হে) মহাভুজ । ভূরিযশসঃ জগৎপতেঃ এবংবিধানি ভূরীণি জন্মানি কর্ম্মাণি চ বর্ণিতানি ॥ ২৩ ॥

হে মহাভুজ ! ভূরিযশা জগৎপতির এইপ্রকার অনেক অনেক জন্ম ও কর্ম্ম সকল বর্ণিত হইয়াছে ॥ ২৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাম্ একাদশস্কন্ধে নিমিজায়ন্তেয়ো-
পাখ্যানে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

রাজোবাচ।

ভগবন্তং হরিং প্রায়ো ন ভজন্ত্যাত্মবিত্তমাঃ।
তেষামশান্তকামানাং কা নিষ্ঠাবিজিতাত্মনাম্॥ ১॥

রাজা উবাচ। (হে) আত্মবিত্তমাঃ! প্রায়ঃ (জনাঃ) ভগবন্তং হরিং ন ভজন্তি। অবিজিতাত্মনাম্ অশান্তকামানাং তেষাং কা নিষ্ঠা?॥ ১॥

রাজা বলিলেন, হে আত্মবিৎশ্রেষ্ঠগণ! প্রায়ই লোক সকল ভগবান হরিকে ভজন করে না। অবিজিতাত্মা অশান্তকাম সেই সকল ব্যক্তির গতি কি?॥ ১॥

চমস উবাচ।

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্॥ ২॥

চমসঃ উবাচ। পুরুষস্য (ভগবতঃ) মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ গুণৈঃ (সত্ত্বাদিভিঃ) আশ্রমৈঃ (ব্রহ্মচর্য্যাদিভিঃ) সহ পৃথক্ বিপ্রাদয়ঃ চত্বারঃ বর্ণাঃ জজ্ঞিরে॥ ২॥

চমস বলিলেন। পুরুষের মুখ প্রভৃতি অঙ্গ হইতে সত্ত্বাদি তিন গুণ ও ব্রহ্মচর্য্যাদি চারি আশ্রমের সহিত পৃথক্ ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণ উৎপন্ন হইয়াছেন॥ ২॥

য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্‌ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ॥ ৩॥

এষাং (মধ্যে) যে (জনাঃ) সাক্ষাৎ আত্মপ্রভবম্ ঈশ্বরং ন ভজন্তি অবজানন্তি (তে) স্থানাৎ ভ্রষ্টাঃ (সন্তঃ) অধঃ পতন্তি॥ ৩॥

ইহাঁদের মধ্যে যে সকল ব্যক্তি সাক্ষাৎ নিজ জনক ঈশ্বরকে ভজন করেন না, পরন্তু অবজ্ঞা করিয়া থাকেন, তাঁহারা স্থানভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হয়েন॥ ৩॥

দূরে হরিকথাঃ কেচিৎ দূরে চাচ্যুতকীর্ত্তনাঃ।
স্ত্রিয়ঃ শূদ্রাদয়শ্চৈব তেঽনুকম্প্যা ভবাদৃশাম্॥ ৪॥

দূরে হরিকথাঃ দূরে চ অচ্যুতকীর্ত্তনাঃ (বিপ্রাদয়ঃ যে) কেচিৎ স্ত্রিয়ঃ শূদ্রাদয়ঃ চ তে (সর্ব্বে এব) ভবাদৃশাম্ অনুকম্প্যাঃ (কৃপার্হাঃ)॥ ৪॥

যে সকল স্ত্রী ও শূদ্রাদির সম্বন্ধে হরিকথা দূরবর্ত্তিনী এবং অচ্যুতকীর্ত্তনও সুদূরবর্ত্তি সেই সকল লোক ভবৎসদৃশ ব্যক্তিদিগের অনুকম্পার যোগ্য॥ ৪॥

বিপ্রো রাজন্যবৈশ্যৌ বা হরেঃ প্রাপ্তাঃ পদান্তিকম্ ।
শ্রৌতেন জন্মনাথাপি মুহ্যন্ত্যাম্নায়বাদিনঃ ॥ ৫ ॥

অথ বিপ্রঃ রাজন্যবৈশ্যৌ বা শ্রৌতেন জন্মনা (উপনয়নাদিনা) হরেঃ পদান্তিকং (তদ্ভজনোত্তমাধিকারং প্রাপ্তাঃ) অপি আম্নায়বাদিনঃ সন্তঃ মুহ্যন্তি (কর্ম্মফলেষু সজ্জন্তে) ॥ ৫ ॥

আবার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ইহারা উপনয়ন ও অধ্যয়নরূপ শ্রৌত জন্ম দ্বারা হরিপাদপদ্মের ভজনে উত্তমাধিকার প্রাপ্ত হইয়াও বেদের অর্থবাদে বিমূঢ় হইয়া কর্ম্মফলে আসক্ত হয়েন ॥ ৫ ॥

কর্ম্মণ্যকোবিদাস্তব্ধা মূর্খাঃ পণ্ডিতমানিনঃ ।
বদন্তি চাটুকান্ মূঢ়া যয়া মাধ্ব্যা গিরোৎসুকাঃ ॥ ৬ ॥

কর্ম্মণি অকোবিদাঃ (যথা বন্ধায় ন ভবতি তথা কর্ত্তুম্ অজ্ঞাঃ) স্তব্ধাঃ (অনম্রাঃ) মূর্খাঃ পণ্ডিতমানিনঃ যয়া মাধ্ব্যা গিরা উৎসুকাঃ সন্তঃ মূঢ়াঃ (তয়া) চাটুকান্ (প্রিয়ান্) বদন্তি ॥ ৬ ॥

কর্ম্মে অজ্ঞ, অর্থাৎ কিরূপ করিলে সে কর্ম্ম বন্ধনের নিমিত্ত হয় না, ইহা জানেন না, কাহাকে জিজ্ঞাসাও করেন না, এমন অবিনীত মূর্খ অথচ পণ্ডিত-মানী, অর্থাৎ আপনাকে পণ্ডিত বলিয়া অভিমান করিয়া থাকেন, এরূপ ব্যক্তি সকল যে মধুরবাক্যে উৎসুক হইয়া মোহিত হয়, অর্থাৎ "সোমপান করিয়া অমর হইব, চাতুর্ম্মাস্য যাগ করিলে অক্ষয় সুকৃত লাভ হইবে, সর্ব্বদুঃখবিবর্জ্জিত স্বর্গধামে গমন করিব" ইত্যাদি বাক্যে স্বর্গের নিমিত্ত উৎসুক হইয়া আপনারা মোহিত হইয়াছেন, এবং সেইরূপ প্রিয়বাক্য, অর্থাৎ "স্বর্গে গিয়া অপ্সরোগণের সহিত বিহার করিব" ইত্যাদি বাক্য, অন্যের নিকট বলিয়া থাকেন ॥ ৬ ॥

রজসা ঘোরসঙ্কল্পাঃ কামুকা অহিমন্যবঃ ।
দাম্ভিকা মানিনঃ পাপা বিহসন্ত্যচ্যুতপ্রিয়ান্ ॥ ৭ ॥

রজসা ঘোরসঙ্কল্পাঃ (হিংসাসঙ্কল্পাঃ) কামুকাঃ অহিমন্যবঃ দাম্ভিকাঃ মানিনঃ পাপাঃ অচ্যুতপ্রিয়ান্ (ভগবদ্ভক্তান্) বিহসন্তি ॥ ৭ ॥

রজোগুণের প্রভাবে ঘোরসঙ্কল্প অর্থাৎ হিংসাদিতে রত, কামুক, সর্পের ন্যায় ক্রোধনস্বভাব, দাম্ভিক, অভিমানী, পাপিষ্ঠ সকল ভগবদ্ভক্ত সকলকে উপহাস করিয়া থাকে ॥ ৭ ॥

বদন্তি তেঽন্যোন্যমুপাসিতস্ত্রিয়ো
গৃহেষু মৈথুন্যপরেষু চাশিষঃ।
যজন্ত্যসৃষ্টান্নবিধানদক্ষিণং
বৃত্ত্যৈ পরং ঘ্নন্তি পশূনতদ্বিদঃ॥ ৮॥

উপাসিতস্ত্রিয়ঃ তে মৈথুন্যপরেষু গৃহেষু অন্যোন্যম্ আশিষঃ বদন্তি অসৃষ্টান্ন-বিধানদক্ষিণং যজন্তি। অতদ্বিদঃ (হিংসাদোষানভিজ্ঞাঃ তে) বৃত্ত্যৈ (জীবিকার্থং) পরং (কেবলং) পশূন্ ঘ্নন্তি॥ ৮॥

স্ত্রীদিগের উপাসনাকারী সেই সকল লোক মৈথুন্যসুখপ্রধান গৃহে থাকিয়া পরস্পর গার্হস্থ্য ভোগসুখের কথাই আলোচনা করিয়া থাকেন এবং যে যজ্ঞে অন্নদান বা দক্ষিণাদান নাই, তাদৃশ যজ্ঞেরই অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। হিংসাকে দোষ বলিয়া জানেন না যে সেই সকল লোক, তাঁহারা জীবিকার জন্য কেবল যজ্ঞে পশুবধ করিয়া থাকেন॥ ৮॥

শ্রিয়া বিভূত্যাভিজনেন বিদ্যয়া
ত্যাগেন রূপেণ বলেন কর্ম্মণা।
জাতস্ময়েনান্ধধিয়ঃ সহেশ্বরান্
সতোঽবমন্যন্তি হরিপ্রিয়ান্ খলাঃ॥ ৯॥

শ্রিয়া (ধনাদিসম্পদা) বিভূত্যা (ঐশ্বর্য্যেণ) অভিজনেন (সৎকুলেন) বিদ্যয়া (অধ্যয়নেন) ত্যাগেন (দানেন) রূপেণ (সৌন্দর্য্যেণ) বলেন (দেহপাটবেন) কর্ম্মণা (যাগাদিনা) জাতস্ময়েন অন্ধধিয়ঃ খলাঃ সহেশ্বরান্ হরিপ্রিয়ান্ সতঃ অবমন্যন্তি॥ ৯॥

ধনাদিসম্পত্তি, বিভূতি, সৎকুল, বিদ্যা, দান, রূপ, বল ও কর্ম্ম দ্বারা জাত-গর্ব্বে অন্ধবুদ্ধি খল সকল ঈশ্বরের সহিত ভগবদ্ভক্ত সাধু সকলকে অবমাননা করিয়া থাকে॥ ৯॥

সর্ব্বেষু শশ্বৎ তনুভৃৎস্ববস্থিতং
যথা খমাত্মানমভীষ্টমীশ্বরম্।
বেদোপগীতঞ্চ ন শৃণ্বতে বুধা
মনোরথানাং প্রবদন্তি বার্ত্তয়া॥ ১০॥

(কিঞ্চ) শশ্বৎ (সর্ব্বদা এব) সর্ব্বেষু তনুভৃৎসু (প্রাণিষু) খং যথা অবস্থিতং বেদেন উপগীতং চ আত্মানম্ অভীষ্টং (নিরতিশয়প্রীতিবিষয়ম্) ঈশ্বরং ন শৃণ্বতে (শৃণ্বন্তি কিন্তু) অবুধাঃ (তে) মনোরথানাং (ব্যবায়ামিষমদ্যাদি-বিষয়াণাং) বার্ত্তয়া প্রবদন্তি (কালং নয়ন্তি) ॥ ১০ ॥

আরও সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রাণীতে আকাশের ন্যায় অবস্থিত ও বেদোপগীত আত্মা নিরতিশয় প্রীতির বিষয় ঈশ্বরকে শ্রবণ করে না, কিন্তু সেই অজ্ঞেরা ব্যবায়াদি অভিলষিত বিষয়ের আলাপে কালক্ষেপ করিয়া থাকে ॥ ১০ ॥

লোকে ব্যবায়ামিষমদ্যসেবা
নিত্যা হি জন্তোর্ন হি তত্র চোদনা।
ব্যবস্থিতিস্তেষু বিবাহযজ্ঞ-
সুরাগ্রহৈরাসু নিবৃত্তিরিষ্টা ॥ ১১ ॥

লোকে ব্যবায়ামিষমদ্যসেবা জন্তোঃ (প্রাণিনঃ) নিত্যা (রাগতঃ এব নিত্য-প্রাপ্তা) হি (যতঃ) তত্র চোদনা (বিধিঃ) ন হি। তেষু (ব্যবায়াদিষু) বিবাহযজ্ঞসুরাগ্রহৈঃ ব্যবস্থিতিঃ (নিয়মঃ এব ক্রিয়তে)। (বস্তুতস্তু) আসু (ব্যবায়ামিষমদ্যসেবাসু) নিবৃত্তিঃ (এব) ইষ্টা ॥ ১১ ॥

লোকে স্ত্রীসঙ্গ আমিষভক্ষণ ও সুরাপান প্রভৃতি বিষয় সকল প্রাণীদিগের নিত্য অর্থাৎ রাগপ্রাপ্ত। রাগপ্রাপ্ত বলিয়াই অর্থাৎ তত্তৎবিষয়ে প্রাণীদিগের স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি আছে বলিয়াই ঐ সকলে শাস্ত্রের বিধি দেখা যায় না। তবে তত্তদ্বিষয়ে বিবাহ যজ্ঞ ও সুরাগ্রহাদির ব্যবস্থা হইয়াছে, অর্থাৎ বিবাহিতা স্ত্রীর সঙ্গ, যজ্ঞীয় আমিষের ভক্ষণ এবং সৌত্রামণী যাগে সুরাপান প্রভৃতির নিয়ম করা হইয়াছে। ঐ সকল নিয়মও আবার স্ত্রীসঙ্গ আমিষভক্ষণ ও সুরা-পান প্রভৃতি বিষয়ে জীবের যে স্বাভাবিকী লালসা আছে, তাহার নিবৃত্তির জন্যই জানিতে হইবে ॥ ১১ ॥

ধনঞ্চ ধর্ম্মৈকফলং যতো বৈ
জ্ঞানং সবিজ্ঞানমনুপ্রশান্তি।
গৃহেষু যুঞ্জন্তি কলেবরস্য
মৃত্যুং ন পশ্যন্তি দুরন্তবীর্য্যম্ ॥ ১২ ॥

(জনাঃ) ধর্ম্মৈকফলং যতঃ (ধর্ম্মাৎ) বৈ সবিজ্ঞানং জ্ঞানম্ অনুপ্রশান্তি (তৎ) ধনং গৃহেষু যুঞ্জন্তি কলেবরস্য দুরন্তবীর্য্যং মৃত্যুং ন পশ্যন্তি ॥ ১২ ॥

লোক সকল, যে ধর্ম্ম হইতে অপরোক্ষ জ্ঞানের সহিত দৃঢ় পরোক্ষ জ্ঞান জন্মে, সেই ধর্ম্ম যাহার একমাত্র ফল, তাদৃশ ধনকে কেবল দেহাদির জন্য প্রয়োগ করিয়া থাকে, দুরন্তবীর্য্য মৃত্যুর প্রতি লক্ষ্য করে না ॥ ১২ ॥

যদ্‌ঘ্রাণভক্ষো বিহিতঃ সুরায়া-
স্তথা পশোরালভনং ন হিংসা।
এবং ব্যবায়ঃ প্রজয়া ন রত্যৈ
ইমং বিশুদ্ধং ন বিদুঃ স্বধর্ম্মম্ ॥ ১৩ ॥

(তে) যৎ (যস্মাৎ) সুরায়াঃ ঘ্রাণভক্ষঃ বিহিতঃ তথা পশোঃ আলভনং (দেবতোদ্দেশেন হননং বিহিতং) ন হিংসা (বিহিতা) এবং ব্যবায়ঃ প্রজয়া (বিহিতঃ) ন রত্যৈ (ইতি) ইমং বিশুদ্ধং স্বধর্ম্মং ন বিদুঃ ॥ ১৩ ॥

যেহেতু তাহারা পান না করিয়া ঘ্রাণ লইলেই সুরাপানের বিধি পালন করা হয়, এবং পশুর হিংসা না করিয়া আলভন অর্থাৎ দেবতোদ্দেশে কিঞ্চিৎ অঙ্গের ছেদন করিলেই হননের বিধি পালন করা সিদ্ধ হয় ও রতির নিমিত্ত স্ত্রীসঙ্গ না করিয়া সন্তানার্থ স্ত্রীসঙ্গ করিলেই স্ত্রীসঙ্গের বিধি মান্য করা হয়, এই প্রকার সে বিশুদ্ধ স্বধর্ম্ম তাহা জানে না ॥ ১৩ ॥

যে ত্বনেবংবিদোঽসন্তঃ স্তব্ধাঃ সদভিমানিনঃ।
পশূন্ দ্রুহ্যন্তি বিশ্রব্ধাঃ প্রেত্য খাদন্তি তে চ তান্ ॥ ১৪ ॥

যে তু অনেবংবিদঃ স্তব্ধাঃ (অবিনীতাঃ) সদভিমানিনঃ (সন্তঃ এব বয়ম্ ইতি অভিমানিনঃ) অসন্তঃ (পাপবাসিতান্তঃকরণাঃ) বিশ্রব্ধাঃ (নিঃশঙ্কাঃ বিশ্বস্তাঃ বা) পশূন্ দ্রুহ্যন্তি তে (পশবঃ) চ প্রেত্য তান্ খাদন্তি ॥ ১৪ ॥

যাহারা এইরূপ ধর্ম্ম জানে না অথচ যাহারা অবিনীত, আমরা সাধু এই প্রকার অভিমানবিশিষ্ট ও পাপিষ্ঠ, তাহারা নিঃশঙ্ক হইয়া পশুহত্যা করে এবং ঐ পশুরা পরলোকে সেই হন্তাদিগকে ভক্ষণ করিয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

দ্বিষন্তঃ পরকায়েষু আত্মানং হরিমীশ্বরম্।
মৃতকে সানুবন্ধেঽস্মিন্ বদ্ধস্নেহাঃ পতন্ত্যধঃ ॥ ১৫ ॥

(যে তু) সানুবন্ধে (পুত্রাদিসহিতে) অস্মিন্ মৃতকে (দেহে) বদ্ধস্নেহাঃ (সন্তঃ) পরকায়েষু (স্থিতান্ জীবান্) দ্বিষন্তঃ (বর্ত্তন্তে তে) আত্মানম্ ঈশ্বরং হরিম্ (এব দ্রুহ্যন্তি) অধঃ পতন্তি (চ) ॥ ১৫ ॥

যাহারা পুত্রাদির সহিত এই দেহে বদ্ধস্নেহ হইয়া পরকায়ে স্থিত জীবগণের প্রতি দ্বেষপরায়ণ হয়, তাহারা পরমাত্মা ঈশ্বর হরির প্রতিই দ্রোহ করে এবং অধঃপতিত হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

যে কৈবল্যমসংপ্রাপ্তা যে চাতীতাশ্চ মূঢ়তাম্।
ত্রৈবর্গিকা হ্যক্ষণিকা আত্মানং ঘাতয়ন্তি তে ॥ ১৬ ॥

যে (তু) কৈবল্যং (তত্ত্বজ্ঞানম্) অসংপ্রাপ্তাঃ যে চ মূঢ়তাম্ অতীতাঃ চ ত্রৈবর্গিকাঃ (ত্রিবর্গার্থে ব্যাপৃতাঃ) অক্ষণিকাঃ (শ্রবণাদ্যবসররহিতাঃ) তে আত্মানং ঘাতয়ন্তি ॥ ১৬ ॥

যাহারা তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হয় নাই, অথচ যাহারা পশুর ন্যায় মূঢ়ও নহে, এমন যে ব্যক্তি সকল তাহারা ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের নিমিত্ত সদা ব্যাপৃত থাকিয়া শ্রীভগবানের নামগুণাদির শ্রবণাদিতে অবসররহিত হইয়া আপনাকে নষ্ট করিয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

এত আত্মহনোঽশান্তা অজ্ঞানে জ্ঞানমানিনঃ।
সীদন্ত্যকৃতকৃত্যা বৈ কালধ্বস্তমনোরথাঃ ॥ ১৭ ॥

এতে আত্মহনঃ অশান্তাঃ অজ্ঞানে জ্ঞানমানিনঃ কালধ্বস্তমনোরথাঃ অকৃত-কৃত্যাঃ (সন্তঃ) সীদন্তি বৈ ॥ ১৭ ॥

এই সকল আত্মঘাতী অশান্ত অজ্ঞানে জ্ঞানমানী কালধ্বস্তমনোরথ লোক অকৃতকৃত্য হইয়া অবসন্নই হয় ॥ ১৭ ॥

হিত্বাত্মমায়ারচিতা গৃহাপত্যসুহৃৎস্ত্রিয়ঃ।
তমোবিশন্ত্যনিচ্ছন্তো বাসুদেবপরাঙ্মুখাঃ ॥ ১৮ ॥

বাসুদেবপরাঙ্মুখাঃ (তে) অনিচ্ছন্তঃ (অপি) আত্মমায়ারচিতাঃ গৃহাপত্য-সুহৃৎস্ত্রিয়ঃ হিত্বা তমঃ বিশন্তি ॥ ১৮ ॥

বাসুদেবপরাঙ্মুখ সেই সকল লোক ইচ্ছা না থাকিলেও আত্মমায়ারচিত গৃহ অপত্য সুহৃৎ ও স্ত্রী প্রভৃতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্ধতমোমধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকেন ॥ ১৮ ॥

রাজা উবাচ।

কস্মিন্ কালে স ভগবান্ কিং বর্ণঃ কীদৃশো নৃভিঃ।
নাম্না বা কেন বিধিনা পূজ্যতে তদিহোচ্যতাম্ ১৯ ॥

রাজা উবাচ। সঃ ভগবান্ কস্মিন্ কালে কিং বর্ণঃ কীদৃশঃ কেন নাম্না বিধিনা বা নৃভিঃ ইহ পূজ্যতে তৎ উচ্যতাম্ ॥ ১৯ ॥

রাজা বলিলেন। সেই ভগবান্ কোন্ কালে কি বর্ণ কীদৃশ কি নামে কোন্ বিধানে মনুষ্যগণ কর্ত্তৃক এই পৃথিবীতে পূজিত হয়েন, তাহা বলুন ॥ ১৯ ॥

করভাজন উবাচ।

কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিরিত্যেষু কেশবঃ।
নানাবর্ণাভিধাকারো নানৈব বিধিনেজ্যতে ॥ ২০ ॥

করভাজনঃ উবাচ। কৃতং ত্রেতা দ্বাপরং কলিঃ চ ইতি এষু (কালেষু) কেশবঃ নানাবর্ণাভিধাকারঃ নানা এব বিধিনা ইজ্যতে ॥ ২০ ॥

করভাজন বলিলেন। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারিযুগে ভগবান কেশব নানা বর্ণ নানা নাম ও নানা আকার হইয়া নানা বিধানেই পূজিত হয়েন ॥২০॥

কৃতে শুক্লশ্চতুর্বাহুর্জটিলো বল্কলাম্বরঃ।
কৃষ্ণাজিনোপবীতাক্ষান্ বিভ্রদ্দণ্ডং কমণ্ডলুম্ ॥ ২১ ॥

কৃতে (সত্যযুগে) শুক্লঃ (শুক্লবর্ণঃ শুক্লনামা চ) চতুর্বাহুঃ জটিলঃ বল্কলাম্বরঃ কৃষ্ণাজিনোপবীতাক্ষান্ দণ্ডং কমণ্ডলুং চ বিভ্রৎ (ব্রহ্মচারিবেশেন অবততার) ॥ ২১ ॥

সত্যযুগে শুক্লবর্ণ চতুর্বাহু জটিল বল্কলাম্বর কৃষ্ণমৃগচর্ম্মধারী যজ্ঞসূত্রবিশিষ্ট অক্ষমালাভূষিত দণ্ডকমণ্ডলুধারী ব্রহ্মচারীর বেশে অবতীর্ণ হয়েন ॥ ২১ ॥

মনুষ্যাস্তু তদা শান্তা নির্বৈরাঃ সুহৃদঃ সমাঃ।
যজন্তি তপসা দেবং শমেন চ দমেন চ ॥ ২২ ॥

তদা মনুষ্যাঃ তু সমাঃ (সর্ব্বত্র সমদর্শিনঃ) নির্বৈরাঃ শান্তাঃ (রাগাদিরহিতাঃ) সুহৃদঃ (সর্ব্বোপকারিণঃ ভূত্বা) শমেন (অন্তঃকরণনিগ্রহেণ) চ দমেন (বাহ্যেন্দ্রিয়নিগ্রহেণ) চ তপসা (ধ্যানযোগেন) দেবং (ভগবন্তম্) আরাধয়ন্তি ॥ ২২ ॥

তৎকালে লোক সকল সম নির্বৈর শান্ত ও সকলের উপকারী হইয়া অন্তরিন্দ্রিয়ের ও বাহ্যেন্দ্রিয়ের নিগ্রহ পূর্ব্বক ধ্যানযোগ দ্বারা শ্রীভগবানের আরাধনা করিতেন ॥ ২২ ॥

হংসঃ সুপর্ণো বৈকুণ্ঠো ধর্ম্মো যোগেশ্বরোঽমলঃ।
ঈশ্বরঃ পুরুষোঽব্যক্তঃ পরমাত্মেতি গীয়তে ॥ ২৩ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥ ৩৮ ॥

হি (যতঃ) জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রং (শুদ্ধিকরম্) ইহ (সংসারে) ন বিদ্যতে, (অতঃ) তৎ জ্ঞানং কালেন যোগসংসিদ্ধঃ (যোগেন নিষ্কামকর্ম্মণা সংসিদ্ধঃ পরিপক্কঃ জনঃ) আত্মনি (স্বস্মিন্) স্বয়ং বিন্দতি ॥ ৩৮ ॥

ইহ সংসারে জ্ঞানের সদৃশ পবিত্র আর কিছুই নাই। ঐ জ্ঞান আবার কালক্রমে নিষ্কাম কর্ম্মযোগ দ্বারা পরিপক্ক লোক আপনাতে আপনিই লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৩৮ ॥

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৩৯ ॥

শ্রদ্ধাবান্ তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ জ্ঞানং লভতে। জ্ঞানং লব্ধ্বা অচিরেণ পরাং শান্তিম্ অধিগচ্ছতি ॥ ৩৯ ॥

সংযতেন্দ্রিয় তদেকনিষ্ঠ শ্রদ্ধালু ব্যক্তি জ্ঞান লাভ করিতে পারেন। জ্ঞান লাভ হইলে অচিরে পরা শান্তি প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ৩৯ ॥

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ ॥ ৪০ ॥

অজ্ঞঃ (পশ্বাদিবৎ শাস্ত্রজ্ঞানহীনঃ) অশ্রদ্দধানঃ (শাস্ত্রজ্ঞানে সত্যপি বিবাদ-প্রতিপত্তিভিঃ ন কাপি বিশ্বস্তঃ) সংশয়াত্মা (শ্রদ্দধানত্বেঽপি সংশয়াক্রান্তচিত্তঃ) বিনশ্যতি। সংশয়াত্মনঃ অয়ং লোকঃ ন অস্তি পরঃ (লোকঃ চ) ন (অস্তি) সুখং (চ) ন (অস্তি) ॥ ৪০ ॥

অজ্ঞ শ্রদ্ধাবিহীন সংশয়িতচিত্ত ব্যক্তি বিনষ্ট হয়েন। সংশয়াত্মা ব্যক্তির ইহ লোকও নাই, পরলোকও নাই এবং সুখও নাই ॥ ৪০ ॥

যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্।
আত্মবন্তং ন কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয় ॥ ৪১ ॥

(হে) ধনঞ্জয়! যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্ আত্মবন্তং কর্ম্মাণি ন নিবধ্নন্তি ॥ ৪১ ॥

হে ধনঞ্জয়! যোগসংন্যস্তকর্ম্মা জ্ঞানসংছিন্নসংশয় আত্মদর্শীকে কর্ম্ম সকল বন্ধন করে না ॥ ৪১ ॥

তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ।
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত ॥ ৪২ ॥

(হে) ভারত! তস্মাৎ আত্মনঃ অজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থম্ এনং সংশয়ং জ্ঞানাসিনা ছিত্ত্বা যোগম্ আতিষ্ঠ (আশ্রয়), উত্তিষ্ঠ ॥ ৪২ ॥

হে ভারত! অতএব নিজের অজ্ঞানসম্ভূত হৃদয়স্থ এই সংশয়কে জ্ঞানরূপ অসি দ্বারা ছেদন পূর্ব্বক যোগ অবলম্বন কর, উত্থিত হও ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে জ্ঞানযোগো
নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

অৰ্জ্জুন উবাচ।

সন্ন্যাসং কর্ম্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগঞ্চ শংসসি।
যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্ ॥ ১ ॥

অর্জ্জুনঃ উবাচ। (হে) কৃষ্ণ! কর্ম্মণাং সন্ন্যাসং (সর্ব্বেন্দ্রিয়ব্যাপারবিরতি-রূপং জ্ঞানযোগং) পুনঃ যোগং (কর্ম্মানুষ্ঠানং সর্ব্বেন্দ্রিয়ব্যাপাররূপং) চ শংসসি। এতয়োঃ (কর্ম্মসন্ন্যাসকর্ম্মানুষ্ঠানয়োঃ) যৎ একং শ্রেয়ঃ (ত্বয়া) সুনিশ্চিতং তৎ (ত্বং) মে ব্রূহি ॥ ১ ॥

অর্জ্জুন বলিলেন, কৃষ্ণ! কর্ম্মের ত্যাগ ও পুনর্ব্বার কর্ম্মের অনুষ্ঠান বলিলে। এতদুভয়ের যে একটি উৎকৃষ্ট নিশ্চয় করিয়াছ, তাহাই আমাকে বল ॥ ১ ॥

"অর্জ্জুন বলিলেন" ইত্যাদি। কৃষ্ণ, তুমি প্রথমে দ্বিতীয়াধ্যায়ে মুক্তির নিমিত্ত জ্ঞানসাধক নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে বলিলে, তার পর আবার তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে জ্ঞানীর কর্ম্ম নাই বলিয়া কর্ম্মের ত্যাগ অর্থাৎ সকল ইন্দ্রিয়ের কার্য্য রোধ করিতে বলিলে, শেষে আবার ঐ জ্ঞানীকেই কর্ম্মের অনুষ্ঠান অর্থাৎ সকল ইন্দ্রিয়ের কার্য্য চালাইতে বলিলে। তুমি একবার জ্ঞানের প্রশংসা করিয়া তাহারই চর্চ্চা করিতে বলিলে, আবার কর্ম্মের প্রশংসা করিয়া তাহারই অনুষ্ঠান করিতে বলিলে। একজন ব্যক্তি কি এককালে ঐ দুইটি উপদেশের অনুসরণ করিতে পারে?—কখনই না। জ্ঞান ও কর্ম্ম সম্পূর্ণ বিরোধি। জ্ঞান ও কর্ম্মের যুগপৎ অনুশীলন নিতান্ত অসম্ভব। লোকে প্রথম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে, পরে জ্ঞান লব্ধ হইলে, উক্ত কর্ম্ম ত্যাগ করিবে, অথবা তখনও কর্ম্ম করিবে, তোমার অভিপ্রায় কি, তাহা বুঝিলাম না। অতএব জিজ্ঞাসা করি, জ্ঞান ও কর্ম্মের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেয়ঃ, তাহাই নিশ্চয় করিয়া বল ॥ ১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে ॥ ২ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ। সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগঃ চ উভৌ নিঃশ্রেয়সকরৌ। তয়োঃ (সন্ন্যাসকর্ম্মযোগয়োঃ মধ্যে) তু কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ কর্ম্মযোগঃ বিশিষ্যতে ॥ ২ ॥

শ্রীভগবান বলিলেন, সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ উভয়ই মুক্তির হেতু। তবে ঐ উভয়ের মধ্যে কর্ম্মসন্ন্যাস হইতে কর্ম্মযোগ বিশেষ হইতেছে ॥ ২ ॥

"শ্রীভগবান বলিলেন" ইত্যাদি। শ্রীভগবান বলিলেন, অর্জ্জুন, আমি প্রথমে বলিয়াছি যে, তুমি মুমুক্ষুর রীতি অনুসারে যুদ্ধ কর। মুমুক্ষুর রীতি অনুসারে যুদ্ধ করা আর ফলকামনা ত্যাগ করিয়া নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা একই কথা। তার পর বলিয়াছি যে, জ্ঞানীর কর্ম্ম নাই। জ্ঞানী বলিলে, আত্মদর্শী বুঝায়। যিনি আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন, তাঁহার আর কোন কর্ম্ম থাকে না, সে সত্য কথা। যতদিন না আত্মসাক্ষাৎকার লাভ হয়, ততদিন কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য। কারণ, কার্য্য ভিন্ন আত্মসাক্ষাৎকার লাভ হইতে পারে না। আবার আত্মসাক্ষাৎকার লাভ না হইলেও কর্ম্ম ত্যাগ করা যায় না। অনাত্মদর্শীর কর্ম্মত্যাগের সকল চেষ্টাই বিফল হইয়া যায়। আত্মদর্শীকে চেষ্টা করিয়া কর্ম্ম ত্যাগ করিতে হয় না, উহা আপনাপনিই ত্যাগ হইয়া থাকে। তবে যদি কোন জ্ঞানী অর্থাৎ আত্মদর্শী জ্ঞানের পরও কর্ম্ম করেন, তাহাতে ক্ষতি নাই; কারণ, তদ্দ্বারা উক্ত জ্ঞানের দৃঢ়তাই সম্পাদিত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ কোন জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তির যদি কর্ম্মত্যাগের পরও দৈবাৎ কোন কারণে চিত্তদোষ ঘটে, তখন নিষ্কাম কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান ভিন্ন তাঁহার আর অন্য উপায়ই নাই। অতএব কর্ম্মত্যাগ হইতে কর্ম্মযোগই বিশেষ জানিতে হইবে। কর্ম্মত্যাগও জ্ঞানোৎপাদন দ্বারা মুক্তি প্রদান করে এবং কর্ম্মযোগও জ্ঞানোৎপাদন দ্বারা মুক্তি প্রদান করে, একথা সত্য। কিন্তু কর্ম্মত্যাগ অতীব দুষ্কর ও বিঘ্নসঙ্কুল বলিয়া অপেক্ষাকৃত সুকর এবং জ্ঞানগর্ভ নিরাপদ কর্ম্মযোগই শ্রেয়ান্ ॥ ২ ॥

জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৩ ॥

যঃ ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি সঃ (বিশুদ্ধচিত্তঃ কর্ম্মযোগী) নিত্যসন্ন্যাসী (সর্ব্বদা জ্ঞানযোগনিষ্ঠঃ) জ্ঞেয়ঃ। (হে) মহাবাহো! নির্দ্বন্দ্বঃ (দ্বন্দ্বসহিষ্ণুঃ জনঃ) হি সুখম্ (অনায়াসেন) বন্ধাৎ (সংসারাৎ) প্রমুচ্যতে (বিমুক্তঃ ভবতি) ॥ ৩ ॥

যিনি দ্বেষ করেন না বা আকাঙ্ক্ষা করেন না, সেই কর্ম্মযোগীই নিত্য-সন্ন্যাসী জানিবে। হে মহাবাহো! সেই নির্দ্বন্দ্ব ব্যক্তিই অনায়াসে সংসার হইতে বিমুক্ত হয়েন ॥ ৩ ॥

"যিনি দ্বেষ করেন না" ইত্যাদি। যিনি সংসারের কোন বিষয়ে দ্বেষ করেন না বা আকাঙ্ক্ষা করেন না, তাঁহাকেই নিত্যসন্ন্যাসী বলা যায়। কেন না, যিনি প্রত্যেক কর্ম্মের মধ্যে আত্মাকে অনুভব করিতে করিতে তদানন্দে পরিতৃপ্ত হয়েন, তাদৃশ বিশুদ্ধচিত্ত কর্ম্মযোগীকেই কোন বিষয়ে দ্বেষ বা আকাঙ্ক্ষা করিতে দেখা যায় না, এবং তাঁহাকেই সদা সর্ব্বদা জ্ঞানযোগে পরিনিষ্ঠিত দেখা যায়। অতএব সেই দ্বেষাকাঙ্ক্ষাদিশূন্য যোগীকেই নিত্যসন্ন্যাসী বলা হয় এবং তাদৃশ দ্বন্দ্বসহিষ্ণু কর্ম্মযোগীই অনায়াসে সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন ॥ ৩ ॥

সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্ ॥ ৪ ॥

বালাঃ (অজ্ঞাঃ) সাংখ্যযোগৌ (জ্ঞানযোগকর্ম্মযোগৌ) পৃথক্ ইতি প্রবদন্তি, ন (তু) পণ্ডিতাঃ। একম্ অপি সম্যক্ আস্থিতঃ উভয়োঃ ফলং বিন্দতে (লভতে) ॥ ৪ ॥

অজ্ঞ লোকেরা জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগ পৃথক্ এই কথা বলিয়া থাকে, পণ্ডিতেরা কিন্তু তাহা বলেন না। একটিকেও সম্যক্ অনুষ্ঠান করিলে উভয়ের ফল পাওয়া যায় ॥ ৪ ॥

"অজ্ঞ লোকেরা" ইত্যাদি। যাহারা অজ্ঞ, তাহারাই বলে যে, জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগ পৃথক্। কিন্তু উহাদের কোনরূপ পার্থক্য দেখা যায় না। জ্ঞানযোগী ও কর্ম্মযোগী উভয়েই যাহা কিছু কর্ম্ম করেন, তাহা নিষ্কাম হইয়াই করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদিগের তাদৃশ কর্ম্মের ফল যে আত্মসাক্ষাৎকার তাহা জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগ উভয়বিধ যোগেই হইয়া থাকে। অতএব উহাদের মধ্যে যে কোন একটি যোগের সম্যক্ অনুষ্ঠান করিলেই যখন উভয়ের ফলই পাওয়া যায়, অর্থাৎ উক্ত উভয় যোগেই যখন চিত্তশুদ্ধি ও আত্মসাক্ষাৎকার সিদ্ধ হয়, তখন তদুভয়ের পার্থক্য বলা অজ্ঞতার পরিচয় মাত্র ॥ ৪ ॥

যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ৫ ॥

সাংখ্যৈঃ (জ্ঞানযোগিভিঃ) যৎ স্থানং প্রাপ্যতে তৎ (স্থানং) যোগৈঃ (কর্ম্মযোগিভিঃ) অপি গম্যতে। যঃ সাংখ্যং চ যোগং চ একং পশ্যতি সঃ পশ্যতি ॥ ৫ ॥

জ্ঞানযোগিগণ যে স্থান প্রাপ্ত হয়েন, সেই স্থান কর্ম্মযোগীরাও পাইয়া থাকেন। যিনি জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগকে এক করিয়া দেখেন, তিনিই দেখেন ॥ ৫ ॥

"জ্ঞানযোগিগণ" ইত্যাদি। জ্ঞানযোগীর প্রাপ্য আত্মসাক্ষাৎকার, কর্ম্মযোগীর প্রাপ্যও তাহাই। অতএব তদুভয়কে যিনি একরূপ দর্শন করিয়া থাকেন, তিনিই প্রকৃত পরমার্থদর্শী। জ্ঞানযোগীর কর্ম্ম সকল নিবৃত্তিপর এবং কর্ম্মযোগীর কর্ম্ম সকল প্রবৃত্তিপর। এই অংশে ভেদ থাকিলেও তদুভয়ের ফলগত ঐক্যই দেখা যায়। কারণ, সকাম অধিকারী সকল প্রথমে প্রবৃত্তিপর হইলেও কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করিতে করিতে যখন বিশুদ্ধচিত্ত হয়েন, তখন আর তাঁহাদের সকামতা বা প্রবৃত্তিপরতা কিছুই থাকে না। এই অবস্থায় জ্ঞানযোগীর ও কর্ম্মযোগীর কিছুমাত্র ভেদ দেখা যায় না। জ্ঞানযোগী প্রথম হইতেই নির্ব্বিঘ্ন থাকেন, কর্ম্মযোগী তাহা থাকেন না, কিন্তু শেষে নির্ব্বিঘ্ন না হইয়াও পারেন না। অতএব তদবস্থায় জ্ঞানযোগী হইতে তাঁহাব কিছুমাত্র ভেদ থাকে না। এই নিমিত্তই তত্ত্বদর্শীরা তদুভয়ের ভেদ দর্শন না করিয়া ঐক্যই দর্শন করিয়া থাকেন ॥৫॥

সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৬ ॥

(হে) মহাবাহো! অযোগতঃ (কর্ম্মযোগং বিনা) সন্ন্যাসঃ (সর্ব্বেন্দ্রিয়-ব্যাপারবিনিবৃত্তিরূপঃ জ্ঞানযোগঃ) আপ্তুং (প্রাপ্তুং) দুঃখং; যোগযুক্তঃ (কর্ম্ম-যোগযুক্তঃ) তু মুনিঃ (আত্মমননশীলঃ সন্ন্যাসী সন্) ন চিরেণ (শীঘ্রম্ এব) ব্রহ্ম অধিগচ্ছতি (আত্মসাক্ষাৎকারং লভতে) ॥ ৬ ॥

হে মহাবাহো! কর্ম্মযোগ ব্যতিবেকে জ্ঞানযোগের অনুষ্ঠান করা দুঃখকর; কর্ম্মযোগযুক্ত ব্যক্তি কিন্তু আত্মমননশীল সন্ন্যাসী হইয়া অচিরেই আত্মসাক্ষাৎকাব লাভ কবিয়া থাকেন ॥ ৬ ॥

"হে মহাবাহো!" ইত্যাদি। যে পর্য্যন্ত না বিষয়ে বৈরাগ্য জন্মে, সে পর্য্যন্ত জ্ঞানযোগী হওয়া বড়ই কঠিন। সর্ব্বকর্ম্মত্যাগের নাম জ্ঞানযোগ। বিষয়ে যাঁহাব বৈরাগ্য জন্মে নাই, তিনি সর্ব্বকর্ম্মত্যাগে অনধিকারী। অধিকার না জন্মিতে জন্মিতেই যদি কেহ জ্ঞানযোগের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহাকে পথে অনেক বিঘ্ন ভোগ করিতে হয় ও অনেক ক্লেশ সহ্য করিতে হয়। কিন্তু যদি প্রথমে কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করা যায়, অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিতে অভ্যাস করা যায়, তাহা হইলে, তাদৃশ কর্ম্ম করিতে করিতে আপনা হইতেই

সকল কর্ম্ম ত্যাগ হইয়া যায়। অতএব তদবস্থায় সেই যোগযুক্ত নিষ্কামকর্ম্মী জ্ঞানযোগীর অনুষ্ঠেয় যে আত্মমনন তাহাতে পরিনিষ্ঠিত হইয়া অচিরেই আত্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারেন ॥ ৬ ॥

যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥ ৭ ॥

যোগযুক্তঃ বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ব্বন্ অপি ন লিপ্যতে ॥ ৭ ॥

যোগযুক্ত বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয় সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা ব্যক্তি কর্ম্ম করিয়াও লিপ্ত হয়েন না ॥ ৭ ॥

"যোগযুক্ত" ইত্যাদি। যোগযুক্ত অর্থাৎ নিষ্কামকর্ম্মে নিরত অতএব নির্ম্মল-বুদ্ধি বশীকৃতমনা জিতেন্দ্রিয় সর্ব্বভূতের প্রিয় ব্যক্তি যাহা কিছু করুন না, তাঁহাকে তজ্জন্য লিপ্ত হইতে হয় না। কামনাই বুদ্ধিমালিন্যের একমাত্র কারণ। যিনি কোন কামনা না করেন, তাঁহার বুদ্ধিও সহজেই নির্ম্মল হইয়া আইসে। নির্ম্মলবুদ্ধি ব্যক্তির পক্ষে মনোজয় ও ইন্দ্রিয়জয় নিতান্ত সুকর না হইলেও অত্যন্ত দুষ্করও হয় না। আবার জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি হিংসাদ্বেষরহিত হইয়া কাহারও অপ্রিয় হয়েন না, পরন্তু সকলেরই প্রিয় হইয়া থাকেন। এবম্ভূত নিষ্কাম কর্ম্মযোগীকে আর কর্ম্মফলে লিপ্ত হইতে হয় না, অর্থাৎ বাধ্য হইয়া তত্তৎকর্ম্মফল ভোগ করিতে হয় না। তিনি, সর্ব্বভূতে ভগবৎসেবার জন্য আহারবিহারাদি লৌকিক কর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান দ্বারা দেহরক্ষা করিয়া, তিনি, জন্মজন্মান্তরে স্বার্থের জন্য প্রকৃতির নিকট হইতে জ্ঞান, অন্ন, দেহ ও সেবাদি গ্রহণ করিয়া, যে ঋণদায়ে জড়িত হইয়াছেন, সেই ঋণ পরিশোধের নিমিত্ত বৈদিক পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া এবং সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের উপাসনারূপ তান্ত্রিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া, যাহা কিছু করেন, তাহার কোনটিই তাঁহাকে বন্ধন করে না। নিঃস্বার্থ পুরুষ বিধিপ্রণোদিত হইয়া অথবা রাগ-প্রেরিত হইয়া জগতের হিতের জন্য যে কিছু কর্ম্ম করেন, তাহা কি কখন স্বার্থপর কর্ম্মীর কর্ম্মের ন্যায় তাঁহার বন্ধনের কারণ হইতে পারে?—কখনই না। যাঁহার দেহরক্ষা পরের জন্য, যাঁহার জ্ঞান উপার্জ্জন পরের জন্য, যাঁহার পূজা-হোমাদি পরের জন্য, যাঁহার শ্রাদ্ধতর্পণ পরের জন্য, যাঁহার অতিথিসেবা পরের জন্য এবং যাঁহার নিকৃষ্ট প্রাণিগণের সেবাও পরের জন্য, আবার যাঁহার জপ-

ধ্যানাদিও পরের জন্য—সর্ব্বভূতে শ্রীভগবানের সেবার জন্য, তিনি সকল কর্ম্ম করিয়াও যে কর্ম্মে লিপ্ত হয়েন না, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। পূর্ব্বসংস্কার-বশতঃ বা ভ্রমবশতঃ তাঁহাকে যদি কখন কোন সকাম কর্ম্ম করিতে দেখা যায়, তাহাতেও দোষারোপ করিবার কোন কারণ নাই। কারণ, ঈদৃশ নিষ্কাম কর্ম্মযোগী প্রমাদবশতঃ বা ভ্রমবশতঃ বিগর্হিত কর্ম্ম করিলেও শ্রীভগবান নিজ কৃপায় তাঁহাকে শুদ্ধ কবিয়া লইয়া থাকেন। নিষ্কামকর্ম্মীর বুদ্ধির নির্ম্মলতা, ইন্দ্রিয়জয় ও হিংসাদিরাহিত্য হেতু সর্ব্বভূতে প্রীতি হইতেই হইবে। যিনি সর্ব্ব-ভূতে প্রীতিযুক্ত হইলেন, তাঁহার পুনর্ব্বার কর্ম্মফলভোগ অসম্ভব। প্রসিদ্ধ প্রতিক্রিয়ার নিয়মেই কর্ম্মফলের ভোগ হইয়া থাকে। আমরা স্বার্থবুদ্ধিতে প্রকৃতির নিকট হইতে যাহা কিছু গ্রহণ কবি, প্রকৃতি জন্মজন্মান্তরে আমা-দিগের নিকট হইতে উহার আদায়ের জন্য চেষ্টা করাতেই আমবা কৃতকর্ম্মের ফলভোগে বাধ্য হইয়া পড়ি। কিন্তু আমরা নিঃস্বার্থভাবে যাহা কিছু গ্রহণ করি, তাহা প্রকৃতিতেই থাকিয়া যায়, অতএব প্রকৃতি আমার নিকট হইতে তাহার আদায়ের চেষ্টা করেন না, সুতরাং আমাকেও তাহার ফলভোগে বাধ্য হইতে হয় না। বিশেষতঃ নিষ্কামকর্ম্মী স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ শরীর হইতে পৃথক্ আত্মার অনুসন্ধানে সদাই নিরত থাকেন বলিয়া তাঁহার দেহাদিতে আত্মাভিমানও জন্মে না। অতএব কর্ম্মযোগের শ্রেষ্ঠতা অপরিহার্য্য॥ ৭॥

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্॥
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্নন্নুন্মিষন্ নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্॥ ৮-৯॥

যুক্তঃ (নিষ্কামকর্ম্মী) তত্ত্ববিৎ (তত্ত্বদর্শী সন্) পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্ অশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্ প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্নন্ উন্মিষন্ নিমিষন্ অপি ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্তে ইতি ধারয়ন্ (নিশ্চিন্বন্) কিঞ্চিৎ এব ন করোমি ইতি মন্যেত॥ ৮-৯॥

নিষ্কামকর্ম্মী তত্ত্বদর্শী হইয়া দর্শন শ্রবণ স্পর্শন ঘ্রাণ গমন শয়ন শ্বাসগ্রহণ কথন ত্যাগ গ্রহণ উন্মেষ ও নিমেষ প্রভৃতি কার্য্য সকল করিয়াও ইন্দ্রিয় সকল ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে কার্য্য করিতেছে, এই প্রকার নিশ্চয় করিয়া আমি কিছুই করি না, ইহা মনে করেন॥ ৮ ৯॥

"নিষ্কামকর্ম্মী" ইত্যাদি। আত্মা স্বরূপতঃ স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ এই ত্রিবিধ শরীর হইতে অতিরিক্ত জ্ঞানসুখৈকস্বভাব তুরীয় বস্তু। তিনি অনাদিকাল হইতে পুনঃ পুনঃ শরীর পরিগ্রহ করিয়া নিজের জ্ঞান ইচ্ছা ও ক্রিয়া শক্তি প্রকাশ করিতে থাকেন। তদনুসারে তাঁহার কারণশরীর জ্ঞানশক্তি সূক্ষ্মশরীর জ্ঞানশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি এবং স্থূলশরীর জ্ঞানশক্তি ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার প্রতিনিধিস্বরূপে বিষয়গ্রহণ, উহার ধারণা ও তজ্জন্য জ্ঞান সকল সঞ্চয় করিতে করিতে বিবেকসম্পত্তিতে সম্পত্তিশালী হয়েন। এইরূপে আত্মা যখন বিবেকসম্পন্ন হয়েন, তখন আর তিনি শরীরের কার্য্য সকলকে নিজের কার্য্য বলিয়া অভিমান করেন না, পরন্তু ঐ সকল কার্য্যকে স্বীয় প্রাক্তনবাসনানুসারে বিশ্বব্যাপী পরমাত্মা কর্ত্তৃক প্রেরিত জড়দেহের কার্য্য নিশ্চয় করিয়া, "আমি কিছুই করি না", ইহাই বিবেচনা করিয়া থাকেন। তিনি তদবস্থায় দর্শনাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ব্যাপার গমনাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ব্যাপার এবং শ্বাসাদি প্রাণের ব্যাপার ও নিদ্রাদি অন্তঃকরণের ব্যাপার সকলকে নিজের অনাদিবাসনাজন্য প্রাকৃতিকদেহসম্বন্ধকৃত বিবেচনা করিয়া বিষয়ভোগে আস্থারহিত হয়েন। এই প্রকারে ভোগে আস্থাশূন্য হইলেও তিনি এককালে কর্ম্মশূন্য হইতে পারেন না। কারণ, তাঁহার নিজের কার্য্যকারী জ্ঞানাদিশক্তিত্রয় আছে। ঐ শক্তিত্রয় দেহসম্বন্ধ ব্যতিরেকে প্রকাশ লাভ না করিলেও উহা তাঁহার স্বাভাবিক বটে। আবার তিনি বর্ত্তমান বন্ধনের অবস্থায় ঐ শক্তিত্রয়কে যথাযথ প্রয়োগ করিতে না পারিলেও উহাদের অপ্রাকৃত সম্বন্ধ পরিহারের বিষয় নহে। ব্যাপক পরমাত্মার সহিত আপনাকে যোগযুক্ত করিতে পারিলেই শক্তিত্রয়ের ঐ অপ্রাকৃত সম্বন্ধ অনুভব করিতে পারা যায় এবং উহাই আপনাকে কর্ম্মশূন্য করিবার অর্থাৎ কর্ম্মফলের সহিত সম্বন্ধরহিত করিবার প্রকৃষ্ট উপায়। যিনি ভাগ্যক্রমে একবার এই উপায় অবধারণ করিয়াছেন, তাঁহাকে আর কৃতকর্ম্মের নিমিত্ত দায়ী হইতে হয় না॥ ৮-৯॥

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥ ১০॥

যঃ ব্রহ্মণি (প্রধানে) আধায় সঙ্গং (ফলাভিলাষং কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশং চ) ত্যক্ত্বা কর্ম্মাণি (দর্শনাদীনি) করোতি, সঃ অম্ভসা (জলেন) পদ্মপত্রম্ ইব পাপেন (দেহাত্মাভিমানেন) ন লিপ্যতে॥ ১০॥

যিনি দেহেন্দ্রিয়াদিরূপে পরিণত প্রকৃতিতে স্থাপন করিয়া অর্থাৎ দর্শনাদি কর্ম্মের ফল দেহেন্দ্রিয়াদির বিবেচনা করিয়া সঙ্গ অর্থাৎ ফলাভিলাষ ও কর্তৃত্বাভিনিবেশ ত্যাগ পূর্ব্বক দর্শনাদি কর্ম্ম করেন, তিনি জলদ্বারা পদ্মপত্রের ন্যায় পাপদ্বারা লিপ্ত হয়েন না॥ ১০॥

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে॥ ১১॥

যোগিনঃ আত্মশুদ্ধয়ে (অনাদিদেহাত্মাভিমাননিবৃত্তয়ে) সঙ্গং ত্যক্ত্বা কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈঃ (বিশুদ্ধৈঃ, অভিনিবেশরহিতৈঃ) ইন্দ্রিয়ৈঃ অপি কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি॥ ১১॥

যোগী সকল অনাদিদেহাত্মাভিমানের নিবৃত্তির জন্য ফলাসক্তি ত্যাগ করিয়া কায় দ্বারা মন দ্বারা বুদ্ধি দ্বারা ও বিশুদ্ধ ইন্দ্রিয় দ্বারা সাধ্য কর্ম্ম সকল করিয়া থাকেন॥ ১১॥

যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে॥ ১২॥

যুক্তঃ (পরমাত্মযোগযুক্তঃ জনঃ) কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা (কর্ম্ম কুর্ব্বন্) নৈষ্ঠিকীং (স্থিরাং) শান্তিম্ (আত্মাবলোকলক্ষণাম্) আপ্নোতি। অযুক্তঃ (আত্মানর্পিতমনাঃ, বহির্ম্মুখঃ) কামকারেণ (কামতঃ কর্ম্মণি প্রবৃত্ত্যা) ফলে সক্তঃ নিবধ্যতে (নিয়তং বন্ধনম্ আপ্নোতি, সংসরতি)॥ ১২॥

যোগযুক্ত ব্যক্তি কর্ম্মফল ত্যাগ পূর্ব্বক কর্ম্ম করিয়া স্থির শান্তি লাভ করেন। আর অযোগযুক্ত বহির্ম্মুখ জন কামত কর্ম্মে প্রবৃত্তি বশতঃ ফলে আসক্ত হইয়া নিয়ত বন্ধন প্রাপ্ত হয়॥ ১২॥

সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী।
নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্ব্বন্ ন কারয়ন্॥ ১৩॥

বশী (জিতেন্দ্রিয়ঃ) দেহী (জীবঃ) মনসা (বিবেকবতা মানসেন) সর্ব্বকর্ম্মাণি সংন্যস্য সুখং (যথা স্যাৎ তথা) নবদ্বারে পুরে (পূর্ববদহংভাববর্জিতে দেহে) ন এব কুর্ব্বন্ ন এব কারয়ন্ আস্তে॥ ১৩॥

জিতেন্দ্রিয় দেহী বিবেকসম্পন্ন মন দ্বারা সর্ব্বকর্ম্ম অর্পণ পূর্ব্বক সুখে নবদ্বারযুক্ত দেহরূপ পুরে কিছুই না করিয়া ও না করাইয়া অবস্থান করেন॥ ১৩॥

ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে ॥ ১৪ ॥

প্রভুঃ (দেহেন্দ্রিয়াদীনাং স্বামী জীবঃ) লোকস্য (জনস্য) ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি ন কর্ম্মফলসংযোগং সৃজতি; স্বভাবঃ তু প্রবর্ত্ততে ॥ ১৪ ॥

দেহেন্দ্রিয়াদির অধিপতি জীব লোকের কর্ত্তৃত্ব কর্ম্ম সকল বা কর্ম্মফলের সম্বন্ধ কিছুরই সৃষ্টি করেন না; অনাদিপ্রবৃত্ত স্বভাব অর্থাৎ প্রকৃতিই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন ॥ ১৪ ॥

নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ ॥ ১৫ ॥

বিভুঃ (অপরিমিতবিজ্ঞানানন্দঃ অনন্তশক্তিপূর্ণঃ স্বানন্দৈকরসিকঃ ততঃ অন্যত্র উদাসীনঃ পরমাত্মা) কস্যচিৎ (জীবস্য) পাপং ন আদত্তে সুকৃতং ন এব চ; অজ্ঞানেন জ্ঞানম্ আবৃতং তেন জন্তবঃ মুহ্যন্তি (পরমাত্মনি বৈষম্যং মন্যন্তে) ॥ ১৫ ॥

বিভু পরমাত্মা কাহারও পাপ গ্রহণ করেন না, সুকৃতও গ্রহণ করেন না; অজ্ঞান দ্বারা জ্ঞান আবৃত, অতএব মনুষ্যেরা মোহ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ১৫ ॥

"বিভু পরমাত্মা" ইত্যাদি। পরমাত্মা অপরিমিত-বিজ্ঞানানন্দস্বরূপ অনন্ত-শক্তিপূর্ণ স্বানন্দৈকরসিক ও অন্যত্র উদাসীন। জীব অনাদিকাল হইতেই ভোগবাসনাবিশিষ্ট। দেহ ব্যতিরেকে জীবের ঐ বাসনা চরিতার্থ হয় না বলিয়া পরমেশ্বর প্রকৃতিশক্তির পরিণামে তাঁহার দেহরচনা করিয়া দেন। ঐ প্রাকৃতিক দেহরচনাও তাঁহার প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণমাত্রেই সিদ্ধ হইয়া থাকে। দেহ রচিত হইলে, জীব পরমেশ্বরের নিয়মাধীন হইয়া নিজের বাসনা অনুসারে বাধ্য হইয়া কর্ম্ম সকল করিতে থাকেন। অতএব পরমাত্মা তাদৃশ জীবের পাপ বা পুণ্য কিছুরই ফলভোগী হইতে পারেন না। তবে যে জীব সকল তাঁহাতে বৈষম্যাদি-দোষের আরোপ করিয়া থাকেন, সে কেবল তাঁহাদিগের অজ্ঞানতাপ্রযুক্তই জানিতে হইবে। অনাদিভগবদ্‌বৈমুখ্যই জীবের অজ্ঞান। উক্ত অজ্ঞান দ্বারা আবৃত হইয়া জীব নিজের নিত্য জ্ঞানকে হারাইয়াছেন। এবং সেই নিমিত্তই তাঁহারা সর্ব্বত্র সমদর্শী পরমেশ্বরে বৈষম্যাদি বিবিধ দোষের আরোপ করিয়া থাকেন। ভগবৎসাম্মুখ্য দ্বারা ঐ বৈমুখ্যরূপ আবরণ একবার তিরোহিত হইলে, আর তিনি পরমেশ্বরে দোষারোপ করেন না ॥ ১৫ ॥

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।
তেষামাদিত্যবজ্‌জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্॥ ১৬॥

আত্মনঃ জ্ঞানেন যেষাং তৎ অজ্ঞানং নাশিতং তেষাং তৎ জ্ঞানম্ আদিত্যবৎ পরং (দেহাদেঃ পরং জীবং বৈষম্যাদিদোষাৎ পরম্ ঈশ্বরং চ) প্রকাশয়তি॥ ১৬॥

জীবাত্মা ও পরমাত্মার জ্ঞান দ্বারা যাহাদিগের সেই অজ্ঞান নাশ পাইয়াছে, তাহাদিগের সেই জ্ঞান সূর্য্যের ন্যায় দেহাদি হইতে অতিরিক্ত জীবাত্মা ও বৈষম্যাদিদোষের অতীত পরমাত্মাকে দর্শন করাইয়া থাকে॥ ১৬॥

তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্দ্ধূতকল্মষাঃ॥ ১৭॥

তদ্বুদ্ধয়ঃ (তস্মিন্ তদবৈষম্যাদিকে গুণগণে বুদ্ধিঃ নিশ্চয়াত্মিকা যেষাং তে) তদাত্মানঃ (তস্মিন্ নিবিষ্টমনসঃ) তন্নিষ্ঠাঃ (তত্তাৎপর্য্যবন্তঃ) তৎপরায়ণাঃ (তৎসমাশ্রয়াঃ) জ্ঞাননির্দ্ধূতকল্মষাঃ (জ্ঞানেন নির্দ্ধূতং নিরস্তং কল্মষং বৈমুখ্যরূপং যেষাং তে) অপুনরাবৃত্তিং (মুক্তিং) গচ্ছন্তি (প্রাপ্নুবন্তি)॥ ১৭॥

পরমাত্মার অবৈষম্যাদিগুণসমূহে যাঁহাদিগের নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি জন্মিয়াছে, যাঁহাদের মন তাহাতেই নিবিষ্ট রহিয়াছে, তাহাতেই যাঁহাদের নিষ্ঠা জন্মিয়াছে, যাঁহারা তৎসমাশ্রয় হইয়াছেন, এবং এইরূপে যাঁহাদের পরমাত্মবিষয়ক জ্ঞানের উৎপত্তিতে বৈমুখ্যরূপ পাপ দূর হইয়াছে, তাদৃশ মনুষ্য সকল মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন॥ ১৭॥

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥ ১৮॥

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি শুনি চ শ্বপাকে (চণ্ডালে) এব পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥ ১৮॥

পণ্ডিতেরা বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ গো হস্তী কুক্কুর এবং চণ্ডাল সকলেই সমদর্শী হয়েন॥ ১৮॥

"পণ্ডিতেরা" ইত্যাদি। পণ্ডিতগণ বিষমরূপে সৃষ্ট ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল এবং গো ও হস্তী প্রভৃতি সর্ব্বত্রই পরমাত্মার সমতা দর্শন করিয়া থাকেন। কারণ, জীবের জন্ম কর্ম্মানুসারি, পরমাত্মা রাগের বা দ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া উহাদিগকে বিষমরূপে সৃষ্টি করেন নাই, ইহাই তাঁহাদিগের জ্ঞান॥ ১৮॥

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্‌ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ ॥ ১৯ ॥

যেষাং মনঃ সাম্যে স্থিতম্ ইহ এব তৈঃ সর্গঃ (সংসারঃ) জিতঃ; হি (যতঃ) ব্রহ্ম নির্দ্দোষং সমং; তস্মাৎ তে ব্রহ্মণি স্থিতাঃ ॥ ১৯ ॥

যাঁহাদিগের মন সাম্যে অর্থাৎ অবিষম ব্রহ্মধর্ম্মে নিবিষ্ট, তাঁহারা এই সাধন-দশাতেই সংসারকে পরাজয় করেন; যেহেতু ব্রহ্ম দোষরহিত অতএব অবিষম। এবং এই কারণেই তাদৃশ সাধক ব্রহ্মেই অবস্থিতি করেন; অর্থাৎ মুক্তি তাঁহা-দিগের করায়ত্ত ॥ ১৯ ॥

ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্।
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্‌ব্রহ্মণি স্থিতঃ ॥ ২০ ॥

ব্রহ্মণি স্থিতঃ স্থিরবুদ্ধিঃ অসংমূঢ়ঃ (জনঃ) প্রিয়ং প্রাপ্য ন প্রহৃষ্যেৎ অপ্রিয়ং চ প্রাপ্য ন উদ্বিজেৎ ॥ ২০ ॥

ব্রহ্মে অবস্থিত স্থিরবুদ্ধি মোহরহিত ব্যক্তি প্রিয় বিষয়কে পাইয়া প্রহৃষ্ট হয়েন না, বা অপ্রিয় বিষয়কে পাইয়াও উদ্বিগ্ন হয়েন না ॥ ২০ ॥

বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে ॥ ২১ ॥

বাহ্যস্পর্শেষু (বাহ্যবিষয়েষু) অসক্তাত্মা আত্মনি যৎ সুখং তৎ (আদৌ) বিন্দতি (ততঃ) ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা যৎ অক্ষয়ং সুখং (তৎ) অশ্নুতে ॥ ২১ ॥

বাহ্যবিষয়ে অসক্তচিত্ত ব্যক্তি আত্মাতে যে সুখ তাহাই প্রথমে অনুভব করেন, পরে পরমাত্মার সহিত যোগযুক্ত হইয়া যে অক্ষয় সুখ তাহাই ভোগ করিতে থাকেন ॥ ২১ ॥

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ ॥ ২২ ॥

(হে) কৌন্তেয়! সংস্পর্শজাঃ (বিষয়জন্যাঃ) যে ভোগাঃ তে হি দুঃখযোনয়ঃ এব আদ্যন্তবন্তঃ (চ), (অতঃ) বুধঃ তেষু ন রমতে ॥ ২২ ॥

হে কৌন্তেয়! বিষয়জন্য যে ভোগ তাহা দুঃখেরই কারণ এবং উৎপত্তি-বিনাশশালী, অতএব বিবেকী ব্যক্তি তাহাতে রত হয়েন না ॥ ২২ ॥

শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ॥ ২৩॥

যঃ শরীরবিমোক্ষণাৎ (শরীরত্যাগাৎ) প্রাক্ কামক্রোধোদ্ভবং বেগম্ ইহ (তদুদ্ভবকালে) এব সোঢ়ুং (নিরোদ্ধুং) শক্নোতি, সঃ এব যুক্তঃ (কৃতাত্ম-সমাধিঃ, সমাহিতঃ), সঃ এব সুখী নরঃ॥ ২৩॥

যিনি দেহত্যাগের পূর্ব্বেই কামক্রোধোদ্ভব বেগকে উৎপত্তির সময়েই নিরোধ করিতে পারেন, তিনিই আত্মসমাধিসম্পন্ন এবং তিনিই সুখী মনুষ্য॥ ২৩॥

যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।
স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি॥ ২৪॥

যঃ অন্তঃসুখঃ অন্তরারামঃ তথা যঃ অন্তর্জ্যোতিঃ সঃ এব যোগী ব্রহ্মভূতঃ (লব্ধশুদ্ধজৈবস্বরূপঃ) নির্ব্বাণং (মোক্ষরূপং) ব্রহ্ম অধিগচ্ছতি॥ ২৪॥

অন্তরেই যাঁহার সুখ, অন্তরেই যাঁহার ক্রীড়া এবং অন্তরেই যাঁহার জ্যোতিঃ অর্থাৎ দৃষ্টি, সেই যোগী শুদ্ধজৈবস্বরূপ লাভ করিয়া নির্ব্বাণরূপ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন॥ ২৪॥

লভন্তে ব্রহ্ম নির্ব্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ॥ ২৫॥

ক্ষীণকল্মষাঃ ছিন্নদ্বৈধাঃ যতাত্মানঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ঋষয়ঃ নির্ব্বাণং ব্রহ্ম লভন্তে॥ ২৫॥

ক্ষীণপাপ বিনষ্টসংশয় সংযতচিত্ত সর্ব্বভূতহিতে রত ঋষি সকল মোক্ষরূপ ব্রহ্মকে লাভ করিয়া থাকেন॥ ২৫॥

কামক্রোধবিমুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্।
অভিতো ব্রহ্ম নির্ব্বাণং বর্ত্ততে বিদিতাত্মনাম্॥ ২৬॥

কামক্রোধবিমুক্তানাং যতচেতসাং বিদিতাত্মনাং যতীনাম্ অভিতঃ নির্ব্বাণং ব্রহ্ম বর্ত্ততে॥ ২৬॥

কামক্রোধবিমুক্ত সংযতচিত্ত বিদিতাত্মা যতিদিগের সর্ব্বাবস্থাতেই মোক্ষরূপ অর্থাৎ মোক্ষদায়ক ব্রহ্ম বর্ত্তমান থাকেন॥ ২৬॥

স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ॥ ২৭॥

বাহ্যান্ স্পর্শান্ বহিঃ কৃত্বা ভ্রুবোঃ অন্তরে (মধ্যে) চক্ষুঃ চ কৃত্বা (তথা) নাসাভ্যন্তরচারিণৌ প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা ॥ ২৭ ॥

শব্দাদি বাহ্যবিষয় সকলকে বাহির করিয়া অর্থাৎ ঐ সকলের স্মৃতি পরিত্যাগ দ্বারা বিষয় হইতে মনের প্রত্যাহার সাধন করিয়া এবং ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে দৃষ্টি স্থাপন করিয়া ও নাসাভ্যন্তরচারী প্রাণ ও অপানকে সমান করিয়া ॥ ২৭ ॥

যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্মুনির্মোক্ষপরায়ণঃ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ ॥ ২৮ ॥

যঃ মুনিঃ সদা যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিঃ মোক্ষপরায়ণঃ বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধঃ সঃ মুক্তঃ এব ॥ ২৮ ॥

যে মুনি সদা ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধিকে সংযত করিয়া রাখিয়াছেন, যিনি মোক্ষমাত্রপ্রয়োজন, অতএব যাঁহার ইচ্ছা ভয় ও ক্রোধ বিগত হইয়াছে, তিনি মুক্তই হইয়াছেন ॥ ২৮ ॥

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥ ২৯ ॥

যজ্ঞতপসাং ভোক্তারং (পালকং) সর্ব্বলোকমহেশ্বরং সর্ব্বভূতানাং সুহৃদং মাং জ্ঞাত্বা শান্তিম্ ঋচ্ছতি (লভতে) ॥ ২৯ ॥

যজ্ঞ ও তপস্যা সকলের পালক, সকল লোকের মহেশ্বর ও সর্ব্বভূতের সুহৃৎ আমাকে আরাধ্যরূপে অবগত হইয়া মনুষ্য শান্তিলাভ করিয়া থাকেন ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে কর্ম্মযোগো নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

ভগবৎপ্রাপ্তির সাধন তিনটি; কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি। তন্মধ্যে জ্ঞান ও ভক্তির যেরূপ ভগবৎপ্রাপ্তিতে অর্থাৎ মুক্তিফলোৎপাদনে স্বতন্ত্রতা দেখা যায়, কর্ম্মের সেরূপ দেখা যায় না। প্রথম অবস্থায় কর্ম্ম ভিন্ন জ্ঞানের বা ভক্তির প্রবৃত্তি দৃষ্ট না হইলেও শেষ অবস্থায় কর্ম্ম স্বতন্ত্রভাবে না থাকিয়া জ্ঞানের ও ভক্তির আকারে আকারিত হইয়া যায় বলিয়াই মুক্তিতে জ্ঞান ও ভক্তির ন্যায় কর্ম্মের স্বাতন্ত্র্য দৃষ্ট হয় না। তবে অধিকারিভেদে জ্ঞানযোগের ও ভক্তিযোগের ন্যায় কর্ম্মযোগও অবশ্য স্বীকার্য্য। সকাম অধিকারীর জন্য কর্ম্মযোগ, কর্ম্মানুষ্ঠানে বিরক্ত অধিকারীর জন্য জ্ঞানযোগ এবং না বিরক্ত না আসক্ত মধ্যস্থ অধিকারীর জন্য ভক্তিযোগ উপদিষ্ট হইয়াছে। মনুষ্যমাত্রই প্রথম অবস্থায় সকাম হয়েন। আবার কর্ম্ম করিতে করিতেই সকাম মনুষ্য সাধারণ কর্ম্মফলে বিরক্তির সহিত কৈবল্যকামনায় বা ভগবৎপ্রীতিকামনায় জ্ঞানাধিকার বা ভক্ত্যধিকার প্রাপ্ত হয়েন। কর্ম্মফলে সম্পূর্ণ বিরাগীর অর্থাৎ কৈবল্যমাত্রকামীর জ্ঞানযোগে এবং অনতিবিরক্ত ও অনতিসক্ত ভগবৎপ্রাপ্তিকামী ভগবৎকথাদিতে শ্রদ্ধাযুক্তের ভক্তিযোগে অধিকার শ্রবণ করা যায়। জ্ঞানীরও ভগবৎপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষ হইয়া থাকে এবং ভক্তেরও ভগবৎপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষ হইয়া থাকে। তবে ভক্তিবর্জ্জিত জ্ঞান স্বয়ং মোক্ষ প্রদান করিতে পারে না বলিয়া এবং ভক্তির সহিত যুক্ত হইয়াই উহা পুনর্ব্বার মোক্ষ প্রদানে যোগ্য হয় বলিয়া ভক্তিই একমাত্র পুরুষার্থের সাধন হইতেছেন। এই নিমিত্তই শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—"আমি একমাত্র ভক্তির গ্রাহ্য, অন্যের গ্রাহ্য নহি।" ইত্যাদি। যে ভক্তি দ্বারা শ্রীভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, ঐ ভক্তি গৌণ ও মুখ্য ভেদে দ্বিবিধ। তন্মধ্যে গৌণ ভক্তি আবার কর্ম্মপ্রধান ও জ্ঞানপ্রধান ভেদে দুই প্রকার হইয়া থাকে। কর্ম্মপ্রধান বা কর্ম্মমিশ্রা ভক্তির লভ্য সৎস্বরূপ পরমাত্মা, জ্ঞানপ্রধান বা জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির লভ্য সচ্চিৎস্বরূপ ব্রহ্ম, এবং মুখ্য বা বিশুদ্ধ ভক্তির প্রাপ্য সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীভগবান।

শ্রীভগবান এক—অদ্বিতীয়। পরমাত্মা ও ব্রহ্ম শ্রীভগবানেরই আবির্ভাব বিশেষ। ব্রহ্ম পরমাত্মা ও ভগবান তিনই সচ্চিদানন্দময় হইলেও কর্ম্মযোগে

শ্রীভগবানের সন্ময় স্ফূর্ত্তিকে পরমাত্মা, জ্ঞানযোগে তাঁহার সচ্চিন্ময় স্ফূর্ত্তিকে ব্রহ্ম এবং ভক্তিযোগে তাঁহার সচ্চিদানন্দময় স্ফূর্ত্তিকে ভগবান বলা হইয়াছে। শ্রীভগবান সর্ব্বশক্তিমান্। পরমাত্মাতে তাঁহার কতিপয় শক্তির প্রকাশ দৃষ্ট হইয়া থাকে। শ্রীভগবানের যে স্বরূপে কোন শক্তিরই স্ফূর্ত্তি দৃষ্ট হয় না, তাঁহারই নাম বেদে ব্রহ্ম বলেন।

যে শুদ্ধ ভক্তিযোগে শ্রীভগবানের পূর্ণ আবির্ভাব শ্রবণ করা যায়, ঐ ভক্তিযোগও আবার দাস্যাদিভেদে বহুবিধ। ভক্তিযোগ বহুবিধ বলিয়াই শ্রীভগবানও ভক্তের ইচ্ছানুরূপ বিবিধ লীলা স্বীকার করিয়া থাকেন। শ্রীভগবানের ঐ লীলাময় রূপ সাধারণতঃ ত্রিবিধ; স্বয়ংরূপ, তদেকাত্মরূপ ও আবেশরূপ। তন্মধ্যে স্বয়ংরূপ আবার স্বয়ং ও প্রকাশ এই দুইরূপে স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে। যে রূপ অন্য কোন মূল রূপের অপেক্ষা করে না, অথচ যাহা স্বয়ং মূলরূপ, তাহাকেই স্বয়ংরূপ বলা যায়। স্বয়ংরূপ যথা;—শ্রীকৃষ্ণরূপ ও শ্রীগৌরাঙ্গরূপ। এই রূপের আর প্রকারভেদ নাই। আর যে রূপ মূল স্বয়ংরূপকে অপেক্ষা করিয়া যুগপৎ আবির্ভূত হয়, যাহা সর্ব্বথা স্বয়ং রূপের তুল্য, অথচ যাহাকে কায়ব্যূহ বলা যায় না, তাহারই নাম প্রকাশ। ঐ প্রকাশ আবার প্রাভব ও বৈভব ভেদে দ্বিবিধ। রাসে ও মহিষী বিবাহে যে বহুরূপ শ্রবণ করা যায়, উহাকেই প্রাভব প্রকাশ বলে। ঐ প্রাভব প্রকাশই আকারাদিগত পার্থক্যে প্রকাশিত হইলে, তাহাকে বৈভব প্রকাশ বলা যায়। গোপরূপী শ্রীবলরাম ও শ্রীদেবকীনন্দন শ্রীভগবানের বৈভব প্রকাশ। প্রাভব প্রকাশ ও বৈভব প্রকাশ প্রায় একই। প্রাভব প্রকাশ মূল রূপের সহিত সম্পূর্ণ ঐক্যবিশিষ্ট আর বৈভব প্রকাশে আকারাদিগত কিছু কিছু বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে, ইহাই ভেদ। এই উভয়বিধ প্রকাশই শ্রীভগবানের লীলাসহায়। কোন কোন প্রকাশে আজ্ঞাপালনরূপ সেবাও দেখা গিয়া থাকে। যেখানে আত্মগত পার্থক্য না থাকিলেও ভাবগত বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয়, তাহাকেই শ্রীভগবানের তদেকাত্মরূপ বলা হইয়া থাকে। এই তদেকাত্মবিগ্রহও দ্বিবিধ; স্বাংশ ও বিলাস। তন্মধ্যে বিলাস আবার প্রাভব ও বৈভব ভেদে দুই ভাগে বিভক্ত হয়। ভাবভেদই এই নামভেদের কারণ। কেহ বা লীলাসহায়, কেহ বা সেবার সহায়। পরব্যোমে শ্রীবৈকুণ্ঠে শ্রীনারায়ণ বৈভববিলাস এবং ক্ষত্রিয়রূপী শ্রীবলরাম প্রাভব বিলাস। বাসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই ব্যূহচতুষ্টয় আবার শ্রীনারায়ণের বিলাস, অতএব শ্রীভগবানের বিলাসের বিলাস। তন্মধ্যে শ্রীসঙ্কর্ষণ শ্রীবলদেবের

অংশ। আবেশাবতার ভিন্ন আর যত অবতার সকলই স্বাংশমধ্যে গণ্য। এই স্বাংশ নামক অবতার প্রধানতঃ ত্রিবিধ;—পুরুষাবতার, গুণাবতার ও লীলাবতার। ইহারা স্বয়ং ভগবান হইতে জ্ঞান ও শক্তি প্রভৃতিতে ন্যূন হইলেও শ্রীভগবানেরই অংশ বলিয়া ইহাঁদিগকে স্বাংশ বলা হয়। পুরুষাবতার তিনটি; প্রথম পুরুষ, দ্বিতীয় পুরুষ ও তৃতীয় পুরুষ। ইহাঁরা সকলেই শ্রীসঙ্কর্ষণের অংশ। যাঁহার ঈক্ষণে 'প্রকৃতি হইতে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, যিনি উক্ত ব্রহ্মাণ্ড সকলের আশ্রয়।' প্রকৃতির রাজ্য কারণার্ণবে যাঁহার অবস্থান, তিনিই প্রথম পুরুষ। ইহাঁর আর দুইটি নাম সঙ্কর্ষণ ও মহাবিষ্ণু। ইহাঁ হইতেই মহদাদি তত্ত্বসমূহের উৎপত্তি। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞাপালনরূপ সেবাই ইহাঁর কার্য্য। ইনিই মৎস-কূর্ম্মাদি অবতারের আদিবীজ। মহাবিষ্ণু জগৎরূপ অণ্ড সকল সৃষ্টি করিয়া লোকসৃষ্টির নিমিত্ত যে অংশে অণ্ডের অভ্যন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক তন্মধ্যস্থ উদকের উপর বিরাটমূর্ত্তিতে শয়ন করিলেন, যাঁহার নাভিকমল হইতে ব্রহ্মার এবং ঐ কমলের মৃণাল হইতে চতুর্দ্দশ ভুবনের উৎপত্তি হইল, যিনি নিজ এক অংশে স্বসৃষ্ট ভুবনের অন্তর্গত ক্ষীরোদসাগরমধ্যে বিষ্ণুরূপে শয়ন করিলেন, তাঁহারই নাম দ্বিতীয় পুরুষ। চতুর্দ্দশ ভুবনের সৃষ্ট্যাদিরূপ আজ্ঞাপালনই ইহাঁর সেবা। আর যিনি উক্ত ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু, যিনি পরমাত্মার রূপে প্রত্যেক জীবের অন্তর্য্যামী, যিনি চতুর্দ্দশ ভুবনের পালনকর্ত্তা, তিনিই তৃতীয় পুরুষ। এই তৃতীয় পুরুষ গুণাবতারের মধ্যেই গণ্য হইয়া থাকেন, কারণ, ইনি সত্ত্বগুণের অবতার। ব্রহ্মা রজোগুণের অবতার এবং চতুর্দ্দশ ভুবনের জীবসৃষ্টি প্রভৃতি বিশেষ সৃষ্টির কর্ত্তা। ব্রহ্মার ক্রোধ হইতে আবির্ভূত রুদ্রই তমোগুণের অবতার। জগতের সংহাররূপ আজ্ঞাপালনই ইহাঁর সেবা। মহাদেব ইহাঁরই নামান্তর। এই মহাদেবের অবতারী আর এক মহাদেব আছেন। তিনি ব্রজে আবরণরূপে এবং বৈকুণ্ঠের বহির্ভাগস্থ তেজোময় ব্রহ্মধামে ভক্তিদাতা শিবরূপে বিরাজ করিয়া থাকেন। সদাশিব ইহাঁরই নামান্তর। আবেশাবতার সকল জীবমধ্যেই গণনীয়। যে জীবে শ্রীভগবান জ্ঞানশক্ত্যাদিকলায় আবিষ্ট হয়েন, সেই সকল মহত্তম জীবকেই আবেশাবতার বলা হইয়া থাকে। ধর্ম্মসংস্থাপনাদিরূপ সেবাই ইহাঁদিগের কার্য্য। পৃথু, ব্যাস ও সনকাদি এবং কোন কোন মন্বন্তরাবতারাদিকেও আবেশাবতার বলা হয়। অধিকাংশ মন্বন্তরাবতার এবং যুগাবতারগণ অংশাবতারের মধ্যেই নিবিষ্ট হয়েন। সকলেরই কার্য্য কোন না কোনরূপে শ্রীভগবানের সেবা।

শ্রীভগবানকে কূটস্থ বলা হয়। কূটস্থ শব্দে কেন্দ্রস্থ অথচ সর্ব্বব্যাপক যে বস্তু তাহাকেই বুঝায়। অতএব শ্রীভগবান সকলের কেন্দ্রস্থ হইয়া সকলের ব্যাপক ইহাই বুঝিতে হইবে। শ্রীভগবানের ঐ কূটস্থানের নাম পরব্যোম। পরব্যোম শব্দ দ্বারা মায়াসম্বন্ধাতীত স্বরূপশক্তির অভিব্যক্তিস্থান বোধিত হইয়া থাকে। ঐ স্থান আবার ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য ভেদে দুইরূপে প্রকাশিত হয়। মাধুর্য্যময় স্থানের নাম গোলোক (গোকুল, মথুরা ও দ্বারকা) এবং ঐশ্বর্য্যময় স্থানের নাম বৈকুণ্ঠ। গোলোকে যিনি নিজ শক্তিবর্গের সহিত বিহার করিয়া থাকেন, তিনিই স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। বৈকুণ্ঠবিহারীর নাম শ্রীনারায়ণ। বৈকুণ্ঠের বহির্ভাগই ব্রহ্মধাম বা নির্ব্বাণ মুক্তির স্থান। ব্রহ্মধাম নিরবচ্ছিন্ন-জ্যোতির্ম্ময়। কেন্দ্রস্থ গোলোকনাথের অঙ্গকান্তিই ব্রহ্মধামের জ্যোতি। জ্ঞানী সকল যাঁহারা নির্ব্বাণ মুক্তি প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহারা ঐ জ্যোতিতেই বিলীন হইয়া থাকেন। আর সালোক্য সার্ষ্টি সারূপ্য ও সামীপ্য এই চারি প্রকার মুক্তির স্থান শ্রীবৈকুণ্ঠ। জ্ঞানমিশ্রা ও কর্ম্মমিশ্রা ভক্তি দ্বারা এই সকল মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। আর শুদ্ধা ভক্তি দ্বারা গোলোকনাথের সেবারূপ যে মুক্তি লাভ হয়, তাহাই গোলোকধামের মুক্তি।

ব্রহ্মধামের বহির্ভাগ মায়ার রাজ্য। ঐ রাজ্য প্রকৃতি ও তৎপরিণামরূপ অষ্ট আবরণে আবৃত। কারণার্ণবই উক্ত রাজ্যের শেষ সীমা। পরব্যোমস্থ শ্রীসঙ্কর্ষণের অবতার প্রথম পুরুষ মহাবিষ্ণু বেদাঙ্গস্বেদজলজনিত উক্ত কারণার্ণবে মায়ার সহিত বিহার করিয়া থাকেন। কারণার্ণবশায়ীর দৃষ্টি হইলেই মায়া হইতে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হয়। উৎপন্ন ব্রহ্মাণ্ড সকল কারণার্ণবশায়ীকে আশ্রয় করিয়াই অবস্থিত হয়। পরে ঐ কারণার্ণবশায়ী অনন্তমূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক স্বসৃষ্ট অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্য্যামী গর্ভোদশায়ী বিরাট্‌রূপে এক একটি করিয়া সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডেই প্রবেশ করেন। গর্ভোদশায়ী বিষ্ণুই দ্বিতীয় পুরুষা-বতার। ইনি নিজাঙ্গস্বেদজল দ্বারা পূর্ণ এক এক ব্রহ্মাণ্ডার্দ্ধে শেষশয্যায় শয়ন করিয়া থাকেন। ইহাঁরই নাভিকমল হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি হইয়া থাকে। ঐ কমলের মৃণালই পৃথিব্যাদি চতুর্দ্দশ ভুবন। কমলোদ্ভব ব্রহ্মা রজোগুণের অবতার ও সৃষ্টিকর্ত্তা। তমোগুণের অবতার মহাদেব সংহারকর্ত্তা এবং সত্ত্ব-গুণের অবতার বিষ্ণু পালনকর্ত্তা। পালনকর্ত্তা বিষ্ণু এক এক ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত এক এক পার্থিব ক্ষীরোদসাগরে অবস্থান করেন বলিয়াই ইহাঁকে ক্ষীরোদশায়ী বলা হইয়া থাকে। ইহাঁরা সকলেই ঈশ্বরতত্ত্ব, কেহই জীবতত্ত্ব নহেন। মৎস্য-

কূর্ম্মাদি লীলাবতার সকলও জীবতত্ত্ব নহেন। লীলাবতার ও মন্বন্তরাবতারের সংখ্যা করা যায়। ব্রহ্মার একদিনে চতুর্দ্দশ মন্বন্তর। প্রত্যেক মন্বন্তরেই এক একটি মন্বন্তরাবতার হয়েন। ব্রহ্মার আয়ুঃকালের গণনায় ৫৪০০০০ মন্বন্তরাবতার হয়। অতএব অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত ব্রহ্মার অনন্ত দিনে অনন্ত মন্বন্তরাবতার আশ্চর্য্য নহে। যুগাবতারের সংখ্যা চারিটি। সত্যযুগে চতুষ্পাদ্ধর্ম্মসম্পন্ন শুদ্ধচিত্ত জ্ঞাননিষ্ঠ লোক সকলকে ধ্যান ধর্ম্ম উপদেশ করিবার নিমিত্ত শুক্লমূর্ত্তি শুক্ল অবতার হয়েন। ইনিই কর্দ্দম ঋষিকে বরদান করিয়াছিলেন। ত্রেতাযুগে ত্রিপাদ্ধর্ম্মসম্পন্ন বৈদিককর্ম্মনিষ্ঠ লোক সকলকে যজ্ঞরূপ ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিবার নিমিত্ত রক্তবর্ণ যজ্ঞমূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হয়েন। দ্বাপরযুগে দ্বিপাদ্ধর্ম্মসম্পন্ন বেদোক্ত ও তন্ত্রোক্ত কর্ম্মে নিষ্ঠাযুক্ত লোক সকলকে সত্বর পুরুষার্থসিদ্ধির উপায়স্বরূপ অর্চ্চনরূপ কর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিবার জন্য কৃষ্ণমূর্ত্তিতে অবতরণ করেন। পরিশেষে কলিযুগে একপাদধর্ম্মসম্পন্ন কর্ম্মযোগ্যতাবিরহিত অজ্ঞ অল্পায়ু লোক সকলের উপকারার্থ পীতমূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক গৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হয়েন। এই অবতারে সঙ্কীর্ত্তনবহুল যজ্ঞ দ্বারাই শ্রীভগবানের অর্চ্চন উপদিষ্ট হয়। এ পর্য্যন্ত যে কিছু অবতারের কথা বলা হইল, দুই একটি ভিন্ন ইঁহারা সকলেই স্বাংশমধ্যে গণ্য হইয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন আবেশাবতার নামক যে আর এক অবতারের কথা উক্ত হয়, তাহা বিভিন্নাংশ জীবমধ্যেই পরিগণিত হইয়া থাকেন। এই বিভিন্নাংশ জীবও দুই প্রকার; নিত্যমুক্ত ও নিত্যবদ্ধ। যাঁহারা নিত্য শ্রীকৃষ্ণচরণে উন্মুখ এবং তদীয় সেবাতেই নিরত, সেই পারিষদবর্গকেই নিত্যমুক্ত বলা হয়। আর যাঁহারা নিত্য বহির্ম্মুখ ও বিষয়ভোগে নিরত, তাঁহারাই নিত্যবদ্ধ জীব। মায়া এই নিত্যবদ্ধ জীবের দণ্ডদাত্রী। নিত্যবদ্ধ জীব বাধ্য হইয়া তাপত্রয়রূপ মায়াদণ্ড ভোগ করিয়া থাকেন। এইরূপ ভোগ করিতে করিতে যদি কোন দিন কোন জীব সাধুসঙ্গ লাভ করেন, তবেই আবার তাঁহার শ্রীকৃষ্ণচরণের সাম্মুখ্য উপস্থিত হয়। তখন তিনি উপযুক্ত সাধন করিতে করিতে সত্বর মায়াদণ্ড হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হয়েন।

মায়াদণ্ড হইতে নিষ্কৃতিলাভের উপায়ভূত সাম্মুখ্য দুই প্রকার; নির্ব্বিশেষময় ও সবিশেষময়। ঋগ্বেদীয় ঐতরেয় আরণ্যকের অন্তর্গত "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম"—প্রজ্ঞান ব্রহ্ম।—প্রজ্ঞান শব্দের অর্থ, সকল ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলভ্য এবং সর্ব্বভূতে অবস্থিত জগজ্জন্মাদির হেতুভূত চৈতন্য। তাদৃশ চৈতন্যই ব্রহ্ম। ঐ চৈতন্যই আমি, অতএব আমিই ব্রহ্ম।—যজুর্ব্বেদীয় বৃহদারণ্যকের অন্তর্গত • "অহং

ব্রহ্মাস্মি”—আমি ব্রহ্ম হই।—সামবেদীয় ছান্দোগ্যশ্রুতির অন্তর্গত “তত্ত্বমসি”—সেই ব্রহ্ম তুমি হও।—এবং অথর্ব্ববেদীয় আথর্ব্বণ শ্রুতির অন্তর্গত “অয়মাত্মা ব্রহ্ম”—এই আত্মা ব্রহ্ম।—এই চারিটি বাক্যের পরিজ্ঞান হইতে উৎপন্ন যে জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্যরূপ ঐকাত্ম্যজ্ঞান তাহারই নাম নির্ব্বিশেষময় সাম্মুখ্য। এই প্রকার জ্ঞানে ব্রহ্মের দিকে উন্মুখতা ভিন্ন তাঁহার কোন বিশেষ ধর্ম্মের স্ফূর্ত্তি দেখা যায় না বলিয়াই এই সাম্মুখ্যকে নির্ব্বিশেষময় সাম্মুখ্য বলা হয়। নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক, ইহামূত্র-ফলভোগ-বৈরাগ্য, শমদমাদি-সাধন-সম্পৎ ও মুমুক্ষুত্ব, এই চারিটি সাধন যাঁহার সম্পন্ন হইয়াছে, তিনিই উক্ত সাম্মুখ্য লাভের অধিকারী। কোন্ বস্তু নিত্য, কোন্ বস্তু অনিত্য, তাহার বিবেচনাই নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক। ঐহিক ও পারত্রিক ফলভোগে বিরক্তির নামই ইহামূত্রফলভোগবৈরাগ্য। শমদমাদিসাধনসম্পৎ যথা——শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান ও শ্রদ্ধা। তন্মধ্যে অন্তরিন্দ্রিয়ের নিয়ম, অর্থাৎ আত্ম-জ্ঞানের অনুপযোগী ব্যর্থ বিষয় সকল হইতে অন্তঃকরণের নিবৃত্তির নাম শম। বহিরিন্দ্রিয়ের দমন, অর্থাৎ আত্মজ্ঞানের প্রতিবন্ধক বিষয় সকল হইতে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সকলের নিবৃত্তির নাম দম। বিষয়প্রবৃত্তি নিবৃত্ত হইলেও যাহাতে উহা পুনর্ব্বার বিষয়ে প্রবৃত্ত না হয়, এরূপ চেষ্টার নাম উপরতি, অথবা বিধি-পূর্ব্বক কর্ম্মকাণ্ডের পরিত্যাগ, অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণের নামই উপরতি। শীতো-ষ্ণাদি-দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণুতার নাম তিতিক্ষা। চিত্তের একতানতাসম্পাদনের নাম সমাধান। গুরুবাক্যে ও বেদান্তবাক্যে বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা। এবং মুক্ত হইবার ইচ্ছার নাম মুমুক্ষুত্ব। তাদৃশ অধিকারী শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ও সমাধির অনুষ্ঠান দ্বারা আত্মসাক্ষাৎকারের জন্য যত্ন করিবেন। উপক্রমাদি ষড়্‌বিধ লিঙ্গ দ্বারা সমস্ত বেদান্তের অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুতে তাৎপর্য্যাবধারণের নাম শ্রবণ। শ্রুত সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুর চিন্তার নাম মনন। যাহাতে দেহাদি-জড়পদার্থ-বিষয়ক বিজাতীয় জ্ঞান উপস্থিত হইয়া ঐ চিন্তার ব্যাঘাত না করে, এরূপ ভাবে অবিচ্ছেদে ধ্যান করার নাম নিদিধ্যাসন। সমাধি দুই প্রকার, সবিকল্পক ও নির্ব্বিকল্পক। যে সমাধিতে জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞানের লয়ের অপেক্ষা নাই, সেই সমাধির নাম সবিকল্পক সমাধি। আর যে সমাধিতে উহাদের লয় হয়, তাহারই নাম নির্ব্বিকল্পক সমাধি। এই সমাধির সাধন যমনিয়মাদি অষ্টাঙ্গ-যোগ। লয়, বিক্ষেপ, কষায় ও রসাস্বাদন এই চারিটি বিঘ্নের নিরাস পূর্ব্বক অখণ্ড চৈতন্যমাত্রের চিন্তা করিতে করিতেই নির্ব্বিকল্পক সমাধি আসিয়া উপস্থিত

হয়। মনের নিদ্রাকে লয় বলা হয়। ব্রহ্মবস্তুর অনবলম্বনে মনের অন্য বস্তুর অবলম্বনের নাম বিক্ষেপ। রাগাদিবাসনার অভিভবে উৎপন্ন মনের স্তব্ধতার নাম কষায়। এবং নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবস্তুকে অবলম্বন করিতে না পারিয়া মন যদি সবিকল্পক আনন্দ অনুভব করিতে থাকে, তবেই তাহাকে রসাস্বাদন বলা হয়। জাগরণ, শান্তি, নিবৃত্তি ও নিঃসঙ্গ দ্বারা যথাক্রমে এই বিঘ্নচতুষ্টয় অপসৃত হইলে, মন নিবাতনিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় নিশ্চল হইয়া নির্ব্বিকল্পক সমাধি আনয়ন করিয়া থাকে। এইরূপে অজ্ঞানের বিলয় হইলেই জীব জীবন্মুক্ত হয়েন। পূর্ব্বোক্ত সবিশেষময় সাম্মুখ্য অহংগ্রহোপাসনা ও ভক্তি ভেদে দ্বিবিধ। পরমেশ্বর নির্ব্বিশেষতত্ত্ব নহেন, পরন্তু শক্তিবিশিষ্ট এবং আমিও ঐ পরমেশ্বরই, ইত্যাকার জ্ঞানে যে উপাসনা, অর্থাৎ সমাধির চেষ্টা, তাহারই নাম অহংগ্রহোপাসনা। পূর্ব্বোক্ত জীবন্মুক্ত ও শেষোক্ত অহংগ্রহোপাসক যথাক্রমে আপনাকেই ব্রহ্ম ও পরমেশ্বর ভাবিয়া শ্রীভগবানের চরণে অপরাধী হইয়া মুক্তিফলে বঞ্চিত হয়েন। কিন্তু যদি কোন সৌভাগ্যের বলে তাঁহাদের সাধুসঙ্গ লাভ হয় এবং ব্রহ্ম ও পরমেশ্বরকে বিভু বলিয়া জ্ঞান জন্মে ও আপনাকে তাঁহারই ক্ষুদ্র অংশ বলিয়া তাঁহাতে কিঞ্চিৎ ভক্তি জন্মে, তাহা হইলে, তাঁহারাও মুক্তিলাভ করিতে পারেন। জ্ঞানী জ্ঞানের পর ভক্তির উদয়ে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির সাহায্যে নির্ব্বাণ-মুক্তি লাভ করিয়া জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মে লীন হইয়া এবং অহংগ্রহোপাসক অহং-গ্রহের পর ভক্তির উদয়ে অহংগ্রহমিশ্রা ভক্তির সাহায্যে সালোক্য, সার্ষ্টি, সারূপ্য ও সামীপ্য এই চতুর্ব্বিধ মুক্তি বা বিভূতি লাভ করিয়া শ্রীবৈকুণ্ঠ লোকে বাস করিয়া থাকেন। বিশুদ্ধা ভক্তির ফল ভগবৎসেবানন্দ। বিশুদ্ধ ভক্ত ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে যুক্ত হইয়া শ্রীবৈকুণ্ঠনাথের এবং মাধুর্য্যজ্ঞানে যুক্ত হইয়া শ্রীগোলোকনাথের সেবায় নিযুক্ত হয়েন।

বিশুদ্ধাভক্তি লাভের একমাত্র উপায় সাধুসঙ্গ। সাধুসঙ্গে তদ্ধর্ম্মে শ্রদ্ধা জন্মে, অর্থাৎ কর্ম্ম ও জ্ঞান ভগবানেরই আজ্ঞা হইলেও ভক্তিরূপ যে শেষ আজ্ঞা তাহাই বলবান্, এই বুদ্ধির উদয়ে, ভক্তির অনুষ্ঠানেই দৃঢ়বিশ্বাস জন্মে। বিশ্বাস জন্মিলেই শ্রবণাঙ্গ সাধনভক্তির প্রবৃত্তি হয়।

"সংসার ভ্রমিতে কোন ভাগ্যে কেহ তরে।
নদীর প্রবাহে যৈছে কাষ্ঠ লাগে তীরে॥
কোন ভাগ্যে কারও সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়।
সাধুসঙ্গে তার কৃষ্ণে রতি উপজয়॥

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥
পূর্ব্ব আজ্ঞা বেদ ধর্ম্ম কর্ম্ম যোগ জ্ঞান।
সব সাধি অবশেষ আজ্ঞা বলবান॥
এই আজ্ঞাবলে ভক্তের শ্রদ্ধা যদি হয়।
সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যাগ করি সে কৃষ্ণ ভজয়॥"

সাধনভক্তির অধিকারী উত্তমাদি ভেদে ত্রিবিধ। যিনি শাস্ত্রযুক্তিতে নিপুণ এবং তত্ত্ববিচার, সাধনবিচার ও পুরুষার্থবিচার দ্বারা দৃঢ়শ্রদ্ধাসম্পন্ন তিনিই উত্তম অধিকারী। যিনি শাস্ত্রযুক্তিতে নিপুণ নহেন, কিন্তু দৃঢ়শ্রদ্ধাযুক্ত তিনিই মধ্যম অধিকারী। আর যিনি শাস্ত্রযুক্তিতেও নিপুণ নহেন এবং শ্রদ্ধাও যাঁহার কোমল, তিনিই কনিষ্ঠ অধিকারী। কনিষ্ঠ অধিকারী অসৎসঙ্গ ত্যাগ পূর্ব্বক সৎসঙ্গ করেন, এবং অকিঞ্চন হইয়া শ্রীমূর্ত্তির সেবায় নিযুক্ত হইয়া থাকেন। মধ্যম অধিকারী ঈশ্বরে প্রেম, ভগবদ্ভক্তের সহিত মৈত্রী, অজ্ঞের প্রতি কৃপা এবং বিদ্বেষ্টাকে উপেক্ষা করেন। আর উত্তম অধিকারী সর্ব্বভূতে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত হয়েন। সর্ব্বধর্ম্ম ত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীভগবানের শরণাপত্তিই ভক্তের সাধারণ লক্ষণ।

ভক্তি বৈধী ও রাগাত্মিকা ভেদে দ্বিবিধা। শাস্ত্রের শাসনে যে ভক্তির উদয় হয়, তাহার নাম বৈধী ভক্তি। আর অনুরাগ বশতঃ শাস্ত্রশাসন ব্যতিরেকেই যে ভক্তির উদয় হয়, তাহারই নাম রাগাত্মিকা ভক্তি। এই উভয়বিধ ভক্তিরই সাধন, ভাব ও প্রেমরূপ তিনটি পৃথক্ পৃথক্ অবস্থা দৃষ্ট হইয়া থাকে। ভক্তির সাধনাঙ্গ বহুবিধ। তন্মধ্যে শাস্ত্রে সংক্ষেপে যে চতুঃষষ্টি সাধনাঙ্গ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাই উক্ত হইতেছে——

গুরুচরণের আশ্রয় গ্রহণ (১), বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া শ্রীগুরুর নিকট হইতে তদ্বিষয়ক শিক্ষালাভ (২), বিশ্বাস সহকারে সেবা (৩), সাধুগণ কর্ত্তৃক আচরিত বিধির অনুষ্ঠান (৪), সাধুগণ কর্ত্তৃক আচরিত ধর্ম্মের তত্ত্ব জিজ্ঞাসা (৫), শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ লাভের উদ্দেশে সমুদায় বৈষয়িক সুখ পরিত্যাগ (৬), গঙ্গাতীর ও দ্বারকাদি মহাতীর্থে অবস্থান (৭), যে কোন বিষয়ের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহার যে পর্য্যন্ত সম্পাদন না করিলে ভক্তিলাভ হয় না, সেই পর্য্যন্ত অনুষ্ঠানরূপ যাবদর্থানুবর্ত্তিতা (৮), একাদশী ও জন্মাষ্টমী প্রভৃতি হরিবাসর সকলের যথাশক্তি সম্মাননা (৯), আমলকী ও অশ্বত্থ প্রভৃতি বৃক্ষ সকলের গৌরবকরণ (১০)। এই দশটি অঙ্গ সাধনভক্তির উপক্রমস্বরূপ।

দূর হইতে ভগবদ্বহির্মুখ জনের সংসর্গ পরিত্যাগ (১১), অনধিকারী ব্যক্তিকে শিষ্যরূপে অনঙ্গীকারাদিরূপ শিষ্যাত্মনহুবন্ধিত্ব (১২), বৃহৎ মঠাদি নির্ম্মাণ বিষয়ে নিরুদ্যমতা (১৩), বহুবিধ গ্রন্থ ও চতুঃষষ্টি কলার অভ্যাস বা ব্যাখ্যা এবং বাদ পরিবর্জ্জন (১৪), অলব্ধ বা বিনষ্ট বিষয়ে অদীনতারূপ ব্যবহারবিষয়ক অকার্পণ্য (১৫), শোকমোহাদির অবশীভূততা (১৬), অন্ত দেবতার প্রতি অবজ্ঞাশূন্যতা (১৭), প্রাণিগণকে অভয়দান (১৮), সেবাপরাধ ও নামাপরাধ পরিবর্জ্জন (১৯), শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহার প্রিয়জন সম্বন্ধে বিদ্বেষ ও নিন্দাদির অসহিষ্ণুতা (২০)। এই দশটি অঙ্গ ব্যতিরেকে সাধনভক্তির উদয়েরই সম্ভাবনা নাই, এই নিমিত্ত ইহাদিগের অনুষ্ঠান অবশ্য কর্ত্তব্য।

বৈষ্ণবচিহ্ন ধারণ (২১), শরীরে হরিনামাক্ষর অঙ্কন (২২), নির্ম্মাল্য ধারণ (২৩), শ্রীহরির সম্মুখে নৃত্য (২৪), দণ্ডবৎ নমস্কার (২৫), শ্রীকৃষ্ণের প্রতিমূর্ত্তি দর্শনে অভ্যুত্থান (২৬), উহার অনুগমন (২৭), অধিষ্ঠান স্থানে গমন (২৮), পরিক্রম (২৯), অর্চ্চন (৩০), পরিচর্য্যা (৩১), গীত (৩২), সঙ্কীর্ত্তন (৩৩), জপ (৩৪), বিজ্ঞপ্তি (৩৫), স্তবপাঠ (৩৬), নৈবেদ্যস্বাদ-গ্রহণ (৩৭), পাদ্য আস্বাদন (৩৮), ধূপমাল্যাদির সৌরভাঘ্রাণ (৩৯), শ্রীমূর্ত্তি স্পর্শন (৪০), শ্রীমূর্ত্তি দর্শন (৪১), আরাত্রিক ও উৎসবাদি দর্শন (৪২), শ্রবণ (৪৩), শ্রীকৃষ্ণের কৃপাপেক্ষা (৪৪), স্মরণ (৪৫), ধ্যান (৪৬), দাস্য (৪৭), সখ্য (৪৮), আত্মনিবেদন (৪৯), শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে স্বীয় প্রিয়বস্তু উপহার প্রদান (৫০), তাঁহার প্রীত্যুদ্দেশে সকল চেষ্টা (৫১), সকল অবস্থাতেই শরণাপত্তি (৫২), তুলসীর সেবা (৫৩), শাস্ত্রের সেবা (৫৪), ধামের সেবা (৫৫), ভক্তের সেবা (৫৬), বৈভবাদির অনুরূপ মহোৎসব (৫৭), কার্ত্তিক মাসের সমাদর (৫৮), জন্মযাত্রা (৫৯), শ্রদ্ধাসহকারে শ্রীমূর্ত্তির চরণ সেবা (৬০), রসিকগণের সহিত শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থাস্বাদন (৬১), সাধুসঙ্গ (৬২), নামসঙ্কীর্ত্তন (৬৩), ও মথুরামণ্ডলে অবস্থিতি (৬৪)। শ্রীমূর্ত্তির সেবা, শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থ আস্বাদন, সাধুসঙ্গ, নামসঙ্কীর্ত্তন ও মথুরামণ্ডলে বাস, এই শেষ পাঁচটি সাধনাঙ্গ পূর্ব্বে আর একবার বলা হইলেও আবার বলিবার কারণ, চতুঃষষ্টি সাধনাঙ্গের মধ্যে এই পাঁচটির শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন।

(ক্রমশঃ)

কলিসন্তারণোপনিষৎ।

ওঁ সহ নাববত্বিতি শান্তিঃ। হরিঃ ওঁ। দ্বাপরান্তে নারদো ব্রহ্মাণং জগাম কথং ভগবন্ গাং পর্য্যটন্ কলিং সন্তরেয়মিতি। স হোবাচ ব্রহ্মা সাধু পৃষ্টোঽস্মি। সর্ব্বশ্রুতিরহস্যং গোপ্যং তচ্ছৃণু যেন কলিসংসারং তরিষ্যসি। ভগবত আদিপুরুষস্য নারায়ণস্য নামোচ্চারণমাত্রেণ নির্ধূতকলির্ভবতি। নারদঃ পুনঃ পপ্রচ্ছ তন্নাম কিমিতি। স হোবাচ হিরণ্যগর্ভঃ। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে। ইতি ষোড়শকং নাম্নাং কলিকল্মষনাশনম্। নাতঃ পরতরোপায়ঃ সর্ব্ববেদেষু দৃশ্যতে।। ইতি ষোড়শকলাবৃতস্য জীবস্যাবরণবিনাশনম্। ততঃ প্রকাশতে পরং ব্রহ্ম মেঘাপায়ে রবিরশ্মিমণ্ডলীবেতি। পুনর্নারদঃ পপ্রচ্ছ ভগবন্ কোঽস্য বিধিরিতি। তং হোবাচ নাস্য বিধিরিতি। সর্ব্বদা শুচিরশুচির্ব্বা পঠন্ ব্রাহ্মণঃ সলোকতাং সমীপতাং সরূপতাং সাযুজ্যতামেতি। যদাস্য ষোড়শীকস্য সার্দ্ধত্রিকোটির্জপতি তদা ব্রহ্মহত্যাং তরতি বীরহত্যাম্। স্বর্ণস্তেযাৎ পূতো ভবতি। পিতৃদেবমনুষ্যাণামপকারাৎ পূতো ভবতি। সর্ব্বধর্ম্মপরিত্যাগপাপাৎ সদ্যঃ শুচিতামাপ্নুযাৎ। সদ্যো মুচ্যতে সদ্যো মুচ্যতে। ইত্যুপনিষৎ। ওঁ সহ নাববত্বিতি শান্তিঃ। হরিঃ ওঁ তৎসৎ ॥

ইতি কলিসন্তারণোপনিষৎ সমাপ্তা।

ওঁ যদ্দিব্যনাম স্মরতাং সংসারো গোষ্পদায়তে।
স্বানন্যভক্তির্ভবতি তদ্রামপদমাশ্রয়ে ॥

শ্রীভগবান শিষ্য ও আচার্য্য আমাদিগের উভয়কে রক্ষা করুন। এইটি শান্তিপাঠ। ওঁ হরি। দ্বাপরযুগের শেষভাগে দেবর্ষি নারদ পিতা ব্রহ্মার নিকট গমন পূর্ব্বক বলিলেন, "ভগবন্! আমি কি প্রকারে পৃথিবী পর্য্যটন করিতে করিতে এই কলিকে উত্তরণ করিব?" ব্রহ্মা বলিলেন, "নারদ! তুমি আমাকে উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ। আমি তোমাকে সকল বেদের রহস্যভূত এমন একটি গোপনীয় উপায় বলিব, যাহা শুনিয়া ও অবলম্বন করিয়া তুমি এই কলির সংসার পার হইবে। শ্রীনারায়ণেরও আদিপুরুষ যে শ্রীভগবান তাঁহার নাম উচ্চারণমাত্র জীব কলি হইতে মুক্ত হয়েন।" দেবর্ষি নারদ পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "পিতঃ! ঐ নাম কি?" তখন হিরণ্যগর্ভ বলিলেন, "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥ এই ষোড়শ নামে কলির সকল পাপ নাশ হয়। সমস্ত বেদে ইহা হইতে পরতর

উপায় আর দেখা যায় না। ষোড়শকলা দ্বারা সমাবৃত জীবের আবরণ বিনাশের উপায়ও ইহাই। এই নাম আবৃত্তি কবিতে করিতে মেঘের অপগমে রবিরশ্মি-মণ্ডলের ন্যায় পরব্রহ্ম প্রকাশিত হয়েন।” নারদ পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভগবন্ এই নামাবৃত্তিব বিধি কিরূপ?” ব্রহ্মা তাঁহাকে বলিলেন, “ইহার কোন বিধি নাই। শুচি হউন বা অশুচি হউন, সর্ব্বদা এই ষোড়শ নাম জপ করিয়া ব্রাহ্মণ ব্রহ্মের সালোক্য সামীপ্য সারূপ্য সাযুজ্য লাভ করিতে পারেন। যখন এই ষোড়শ নামের সার্দ্ধত্রিকোটি জপ কবা হয়, তখন ব্রহ্মহত্যা ও বীরহত্যা হইতে মুক্ত হওয়া যায়। এতদ্দ্বাবা স্বর্ণচৌর্য্য হইতেও মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। ইহার আশ্রয়ে জীব পিতৃলোকেব দেবতাদিগের ও মনুষ্যসমূহের নিকট কৃত যে অপরাধ তাহা হইতে মুক্ত হয়েন। এই নামেব শরণাপন্ন ব্যক্তি সর্ব্বধর্ম্মপরি-ত্যাগরূপ যে পাপ, তাহা হইতেও সদ্যই মুক্তিলাভ করেন। নামাশ্রয়ে জীব সদ্যই মুক্ত হয়েন, সদ্যই মুক্ত হয়েন। ইতি উপনিষৎ। শ্রীভগবান শিষ্য ও আচার্য্য আমাদিগেব উভয়কে রক্ষা করুন, এই শান্তি। হরি ওঁ। তিনিই সত্য॥

ইতি কলিসন্তারণোপনিষদেব অনুবাদ সমাপ্ত।

তাৎপর্য্য——সামাদি চাবি বেদে সর্ব্বসমেত ১০৮ খানি উপনিষৎ আছে। এই কলিসন্তাবণোপনিষৎ উহাব মধ্যে একখানি। এই উপনিষদে কলিব জীবের উদ্ধাবের উপায় বর্ণিত হওয়াতেই ইহার নাম কলিসন্তাবণোপনিষৎ হইয়াছে।

প্রত্যেক উপনিষদেব আদিতে ও অন্তে শান্তি পাঠেব নিয়ম আছে। “শ্রীভগবান” ইত্যাদি মন্ত্রেই এই উপনিষদের আদি ও অন্তে শান্তিপাঠ কবা হইয়া থাকে।

“দ্বাপরযুগের” ইত্যাদি। লোক সকলেব সর্ব্ববিধ অমঙ্গলের কারণ যে কলি তাহার আগমনেব পূর্ব্বেই পরমকারুণিক শ্রুতি ব্রহ্মনারদসংবাদ দ্বারা জীবের উদ্ধারের উপায় কীর্ত্তন করিতেছেন,—“আমি তোমাকে” ইত্যাদি।

“শ্রীনারায়ণেরও” ইত্যাদি। শ্রীভগবান শব্দে সমগ্র ঐশ্বর্য্য ও সমগ্র মাধুর্য্যের পরমাশ্রয় শ্রীকৃষ্ণ বোধিত হয়েন। শ্রীনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যমূর্ত্তি। এই নিমিত্তই শ্রীভগবানকে শ্রীনাবায়ণেরও আদিপুরুষ বলা হইয়াছে।

“হরে কৃষ্ণ” ইত্যাদি। হরি কৃষ্ণ ও রাম এই তিন নামের কয়েক আবৃত্তিই কলির তারক। ঐ তিনটিই শ্রীভগবানেব বাচক। হরিশব্দ দ্বারা জীবের অন্তঃ-করণের মলিনতা নাশ পূর্ব্বক হরণ অর্থাৎ আকর্ষণ বুঝায়। কৃষ্ণশব্দ দ্বারা এবং রামশব্দ দ্বারাও যথাক্রমে জীবের আকর্ষণ ও রমণ বোধিত হইয়া থাকে। অতএব

শ্রীহরিনামের মুখ্য অর্থই কলিকল্মষের নাশক অন্তরাত্মার আকর্ষক ও রমণকারক ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আহ্বান বা তদীয় কৃপা প্রার্থনা করা। তবে পুরাণে ঐ পরমরহস্যভূত নামের একটি রহস্যার্থও উক্ত হইয়া থাকে। ঐ অর্থটি এইরূপ ;—

"হে হরে স্বমাধুর্য্যেণ মচ্চেতো হরসি। তত্র হেতুঃ হে কৃষ্ণেতি। কৃষ-শব্দশ্চ সত্তার্থো ণশ্চানন্দস্বরূপক ইতি স্বীয়েন সার্ব্বদিকপরমানন্দেন লভ্যতে ইতি ভাবঃ। ততশ্চ হে হরে ধৈর্য্যলজ্জাগুরুভয়াদিকমপি হরসি। ততশ্চ হে কৃষ্ণ গৃহেভ্যো বনং প্রতি মাং কর্ষসি। ততশ্চ হে কৃষ্ণ বনং প্রবিষ্টায়া মে কঞ্চুকং সহসৈবাগত্য কর্ষসি। ততশ্চ হে কৃষ্ণ মৎকুচৌ কৃষসি নখৈরঙ্কয়সি। ততশ্চ হে হরে স্ববাহুনিবদ্ধাং মাং পুষ্পশয্যাং প্রতি হরসি। ততশ্চ হে হরে তত্র নিবেশিতাযা মে অন্তরীয়মপি বলাৎ হরসি। ততশ্চ হে হরে অন্তরীয়-বসনহরণমিষেণ অন্তর্বিরহপীড়াং সর্ব্বামেব হরসি। ততশ্চ হে রাম স্বচ্ছন্দং ময়ি রমসে। ততশ্চ হে হরে যদবশিষ্টং কিঞ্চিন্মে বাম্যমাসীৎ তদপি হরসি। ততশ্চ হে রাম মাং রমসে স্বস্মিন্ পুরুষায়িতামপি করোষি। ততশ্চ হে রাম রমণীয়চূড়ামণে তদাতনং তব রামণীয়কং মন্নয়নাভ্যাং দ্বাভ্যামেব স্বাদ্যতে ইতি ভাবঃ। ততশ্চ হে রাম কেবলরমণরূপ নাপি রমণকর্ত্তা নাপি রমণপ্রযোজকঃ কিন্তু তদ্ভাবরূপো রতিমূর্ত্তি ইব ত্বং ভবসীতি ভাবঃ। ততশ্চ হে হরে মচ্চেতনাং মৃগীমিব হরসি আনন্দমূর্চ্ছাং প্রাপয়সীতি ভাবঃ। যতঃ হরে সিংহস্বরূপ রতি-কর্ম্মণি প্রকটিতমহাপ্রাবল্যেতিভাবঃ। এবম্ভূতেন ত্বয়া প্রেয়সা বিযুক্তা ক্ষণমপি কল্পকোটিমিব মন্যামহে কথং ত্বদ্বিরহে সময়ং যাপয়িতুং প্রভবামি ইতি স্বয়মেব বিচারয়। ইতি নামষোড়শকস্যার্থঃ।

সংস্কৃত অত্যন্ত সরল বলিয়া ভাষান্তরিত হইল না।

"ষোড়শকলা" ইত্যাদি। ষোড়শকলা শব্দে ষোড়শকলাত্মিকা মায়া বুঝাইতেছে।

"যখন এই" ইত্যাদি। একবার মাত্র নাম করিলেই যখন সর্ব্ববিধ পাপের ক্ষয় শ্রবণ করা যায়, তখন আবার ব্রহ্মহত্যা হইতে মুক্তির নিমিত্ত সার্দ্ধ-ত্রিকোটি জপের ব্যবস্থা হইল কেন, এই প্রকার আশঙ্কা অনেকেরই মনে উঠিতে পারে। অতএব তদ্বিষয়ে কিছু বলিতে হয়। এখানে সার্দ্ধত্রিকোটি শব্দের প্রয়োগের সম্বন্ধে কিছু বিশেষ কথা আছে। সেই বিশেষ কথা এই—একবার মাত্র নাম করিলেই সকল পাপের ক্ষয় হয় বটে, কিন্তু তাহাতে পাপবাসনার ক্ষয় হয় না। তজ্জন্য পুনঃ পুনঃ নামাবৃত্তির প্রয়োজন। বারং-বার নামের আবৃত্তি করিতে করিতে পাপবাসনারও ক্ষয় হইয়া যায়। অতএব

ঐ পাপবাসনার ক্ষয়ের জন্যই সার্দ্ধত্রিকোটি জপের ব্যবস্থা হইয়াছে। ফল কথা, সার্দ্ধত্রিকোটি শব্দ বহু সংখ্যার বোধক। কেহ বলিতে পারেন যে, যে নাম একবার জপ করিলে মুক্তি পর্য্যন্ত পাওয়া যায়, তুচ্ছ বাসনার ক্ষয়ের জন্য কি আবার সেই নাম বহু জপের প্রয়োজন হইবে? একথাও সত্য। একবার নাম জপেও মুক্ত হইতে দেখা যায়। কিন্তু সে কথা নিরপরাধীর সম্বন্ধে। নামাপরাধীর কখনই একবার জপে মুক্তি হয় না। আবার বাসনা থাকিতে নামাপরাধীরই থাকে। অতএব নামাপরাধীর দুর্ব্বাসনার ক্ষয়ের জন্যই বহু নামের ব্যবস্থা হইয়াছে। "এতদ্দ্বারা" ইত্যাদি। স্বর্ণচৌর্য্যাদি শব্দ মহা-পাতক প্রভৃতির উপলক্ষক।

"ইহার আশ্রয়ে" ইত্যাদি। নামাশ্রিত ব্যক্তি সর্ব্ববিধ অপরাধ সর্ব্ববিধ কর্ত্তব্য ও সর্ব্ববিধ মালিন্য হইতে মুক্ত হয়েন। ঐ মালিন্যসমূহের অপগমে চিত্ত নির্ম্মল হইলে, তাদৃশ চিত্তে শ্রীভগবানের রূপ গুণ ও লীলা সকল ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হইয়া থাকে। অতএব নামাশ্রিত ব্যক্তিকে অন্য কোন প্রায়শ্চিত্ত বা অন্য কোন সাধন-প্রণালী অবলম্বন করিতে হয় না। নাম সর্ব্বসিদ্ধিকর ও সর্ব্বশোধক। নামাপরাধাদি অন্যান্য প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

ইতি তাৎপর্য্য।

ইতি কলিসন্তারণোপনিষৎ সমাপ্তা।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।

(৩য় ভাগ ৭ম খণ্ড ২১৬ পৃষ্ঠার পর)

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

যামিষুং গিরিশন্ত হস্তে বিভর্ষ্যস্তবে।
শিবাং গিরিত্র তাং কুরু মাহিংসীঃ পুরুষং জগৎ ॥ ৬ ॥

(হে) গিরিশন্ত! (হে) গিরিত্র! (গিরিং ত্রায়তে ইতি), যাম্ ইষুম্ (অস্ত্রং ত্বম্) অস্তবে (লয়কালে জনে ক্ষেপ্তুং) হস্তে বিভর্ষি (ধারয়সি) তাং শিবাং কুরু, (তয়া) পুরুষং জগৎ (চ) মা হিংসীঃ ॥ ৬ ॥

হে গিরিশন্ত! হে গিরিত্র! যে অস্ত্র তুমি লয়কালে ক্ষেপণের নিমিত্ত হস্তে ধারণ করিতেছ, তাহাকে মঙ্গলজনক কর, পুরুষ ও জগৎকে হিংসা করিও না ॥ ৬ ॥

তুমি গিরিতে থাকিয়া জীবের সুখ বিস্তার করিয়া থাক এবং তুমি গিরিকে অর্থাৎ গিরিকন্দরবাসী সাধুগণকে রক্ষা করিয়া থাক। তোমার হস্তে একটি লোকক্ষয়কর অস্ত্র রহিয়াছে। ঐ অস্ত্র যদিও লোকক্ষয়ের নিমিত্তই ধারণ করিয়াছ বটে, কিন্তু প্রার্থনা করি, তুমি তদ্দ্বারা জগতের ও জগজ্জনের বিনাশ না করিয়া তাহাদিগের অমঙ্গলের বিনাশ দ্বারা তাহাদিগের মঙ্গল কর ॥ ৬ ॥

ততঃ পরং ব্রহ্মপরং বৃহন্তং
যথানিকায়ং সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ম্।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং
ঈশং তং জ্ঞাত্বামৃতা ভবন্তি ॥ ৭ ॥

ততঃ (পুরুষযুক্তাৎ জগতঃ) পরং, ব্রহ্মপরং (ব্রহ্মণঃ হিরণ্যগর্ভাৎ পরং) বৃহন্তং (মহান্তং), যথানিকায়ং (যথা শরীরং শরীরং প্রতি বর্ত্তমানং), সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ং, বিশ্বস্য একং পরিবেষ্টিতারং তম্ ঈশং জ্ঞাত্বা জীবাঃ অমৃতাঃ ভবন্তি ॥৭॥

উহা হইতে শ্রেষ্ঠ, ব্রহ্মা হইতে শ্রেষ্ঠ, মহান্, প্রতিদেহে বর্ত্তমান, সর্ব্বভূতের অন্তঃস্থ, বিশ্বের একমাত্র ব্যাপক সেই পরমেশ্বরকে জানিয়া জীব অমর হয় ॥ ৭ ॥

পুরুষসমন্বিত জগৎ হইতে শ্রেষ্ঠ, ব্রহ্মাদি দেবগণ হইতে শ্রেষ্ঠ, মহত্তম, প্রতি শরীরে স্বরূপতঃ পরমাত্মরূপে এবং অংশতঃ জীবাত্মার রূপে বর্ত্তমান, সর্ব্বভূতের অন্তরে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত, একমাত্র বিশ্বব্যাপক সেই পরমেশ্বরকে জানিয়া জীব অমর হয় ॥ ৭ ॥

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্ত-
মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥ ৮ ॥

অহম্ এতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ (অজ্ঞানাৎ) পরস্তাৎ বেদ (জানে)। তম্ এব বিদিত্বা অতিমৃত্যুম্ এতি (মৃত্যুম্ অত্যেতি)। অয়নায় (পরমপদপ্রাপ্তয়ে) অন্যঃ পন্থা ন বিদ্যতে ॥ ৮ ॥

আমি এই পুরুষকে মহান্ আদিত্যবর্ণ ও অজ্ঞানের পরপারে অবস্থিত জানি। তাঁহাকেই জানিয়া জীব মৃত্যুকে অতিক্রম করে। পরমপদ প্রাপ্তির নিমিত্ত অন্য পথ নাই ॥ ৮ ॥

এই পুরুষ অবিদ্যাতিমিরের পরপারস্থ ব্রহ্মধামে জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মরূপে অবস্থিত ইহা আমি জানি। এই পুরুষেরই স্বরূপ অবগত হইয়া জীব মৃত্যু হইতে মুক্ত হয়েন। ইহাঁকে জানা ভিন্ন পরমপদ প্রাপ্তির দ্বিতীয় পথ নাই ॥ ৮ ॥

যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ
যস্মান্নাণীয়ো ন জ্যায়োঽস্তি কিঞ্চিৎ।
বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেক-
স্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বম্ ॥ ৯ ॥

যস্মাৎ (পুরুষাৎ) পরং (শ্রেষ্ঠম্) অপরম্ (অনুৎকৃষ্টং অন্যৎ বা) কিঞ্চিৎ ন অস্তি। যস্মাৎ অণীয়ঃ (অণুতরং) জ্যায়ঃ ন (মহত্তরং চ) ন কিঞ্চিৎ অস্তি। (যঃ) একঃ (অদ্বিতীয়ঃ) বৃক্ষঃ ইব স্তব্ধঃ (নিশ্চলঃ সন্) দিবি (দ্যোতনাত্মকে স্বে মহিমাপুরে) তিষ্ঠতি, তেন (পুরুষেণ) ইদং সর্ব্বং পূর্ণম্ ॥ ৯ ॥

যাঁহা হইতে উৎকৃষ্ট বা অন্য কিছুই নাই। যাঁহা হইতে অণুতর নাই বা মহত্তর কিছুই নাই। যে অদ্বিতীয় পুরুষ বৃক্ষের ন্যায় নিশ্চল হইয়া দ্যোতনাত্মক মহিমাপুরে অবস্থিতি করিতেছেন, সেই পুরুষ কর্ত্তৃক এই সকল পূর্ণ রহিয়াছে ॥ ৯ ॥

সেই পুরুষ সর্ব্বোত্তম, তাঁহা হইতে উত্তম আর কিছুই নাই। তিনি অণু হইতেও অণুতর এবং মহান্ হইতেও মহত্তর। তিনি অদ্বিতীয়, তাঁহার দ্বিতীয় নাই। তিনি বৃক্ষের ন্যায় নিশ্চল ভাবে স্বীয় মহিমারূপ পুরে অর্থাৎ স্বশক্তি-বৈভবরূপ ধামে অবস্থান করিতেছেন, অথচ তাঁহারই শক্তিরূপ বিস্তৃত শাখা-প্রশাখায় এই সংসার পরিপূর্ণ রহিয়াছে ॥ ৯ ॥

ততো যদুত্তরতরং তদরূপমনাময়ম্।
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্ত্য-
থেতরে দুঃখমেবাপি যন্তি ॥ ১০ ॥

ততঃ (জগতঃ) যৎ উত্তরতরম্ (কারণাতীতং) তৎ অরূপম্ (প্রাকৃতরূপ রহিতম্) অনাময়ং (দুঃখবর্জ্জিতং চ)। যে এতৎ বিদুঃ তে অমৃতাঃ ভবন্তি, অথ (কিন্তু) ইতরে দুঃখম্ এব অপিযন্তি (আপ্নুবন্তি) ॥ ১০ ॥

যিনি এই জগতের অতীত, তিনি জাগতিকরূপরহিত এবং দুঃখশোকাদি-বর্জ্জিত। যাঁহারা ইহাকে জানেন, তাঁহারা অমর হয়েন। কিন্তু অন্য সকলেই দুঃখ পায় ॥ ১০ ॥

সেই পুরুষ এই জগৎকার্য্যের কারণ হইয়াও কারণাতীত। তিনি রূপবান্ হইয়াও প্রাকৃতরূপরহিত। তিনি আধ্যাত্মিকাদিতাপরহিত অতএব দুঃখশোকাদি-সম্বন্ধবর্জ্জিত। যাঁহারা এই পুরুষকে জানেন, তাঁহারা অমরত্ব লাভ করেন। আর যাহারা তাঁহাকে জানে না বা জানিবার চেষ্টাও করে না, তাহারা দুঃখার্ণবে নিমগ্ন হয় ॥ ১০ ॥

সর্ব্বাননশিরোগ্রীবঃ সর্ব্বভূতগুহাশয়ঃ।
সর্ব্বব্যাপী স ভগবান্ তস্মাৎ সর্ব্বগতঃ শিবঃ ॥ ১১ ॥

সঃ ভগবান্ সর্ব্বাননশিরোগ্রীবঃ (সর্ব্বতঃ আননানি শিরাংসি গ্রীবাঃ চ যস্য ইতি) সর্ব্বভূতগুহাশয়ঃ (সর্ব্বেষাং ভূতানাং গুহায়াং বুদ্ধৌ হৃদয়কন্দরে বা শেতে ইতি) সর্ব্বব্যাপী (চ)। তস্মাৎ শিবঃ সর্ব্বগতঃ ॥ ১১ ॥

সেই ভগবান সর্ব্বাননশিরোগ্রীব, সর্ব্বভূতগুহাশয় ও সর্ব্বব্যাপী। অতএব শিব সেই ভগবান সর্ব্বগত ॥ ১১ ॥

সেই ভগবানের সকলই বা সকল দিকেই মুখ, মস্তক ও গ্রীবা। তিনি সর্ব্বজীবের হৃদয়গুহায় বাস করেন। তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া অবস্থান করি-তেছেন। অতএব সেই শিবদাতা ভগবান সর্ব্বগামী ॥ ১১ ॥

মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈষ প্রবর্ত্তকঃ।
সুনির্ম্মলামিমাং প্রাপ্তিমীশানো জ্যোতিরব্যয়ঃ ॥ ১২ ॥

পুরুষঃ বৈ (নিশ্চিতং) মহান্ প্রভুঃ (স্বামী)। এষঃ সত্ত্বস্য প্রবর্ত্তকঃ। (এষঃ) সুনির্ম্মলাম্ ইমাং প্রাপ্তিম্ ঈশানঃ (নিয়ন্তা), জ্যোতিঃ (জ্যোতিরূপঃ) অব্যয়ঃ চ ॥ ১২ ॥

পুরুষই মহান্ প্রভু। ইনিই সত্ত্বের প্রবর্ত্তক। ইনি সুনির্ম্মল পরম পদ প্রাপ্তির নিয়ন্তা, জ্যোতির্ম্ময় ও অব্যয় ॥ ১২ ॥

সেই পুরুষ শ্রীভগবানই মহান্ প্রভু অর্থাৎ স্বামী। তাঁহার কৃপাতেই সুনির্ম্মল অর্থাৎ সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিত সর্ব্বগুণপূর্ণ পরমপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি জ্যোতির্ম্ময় অর্থাৎ মূর্ত্তিমান্ হইয়াও অব্যয়। সাধারণ মূর্ত্ত পদার্থের ন্যায় তাঁহার ক্ষয়োদয় নাই ॥ ১২ ॥

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা
সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।

হৃদা মন্বীশো মনসাভিক৯প্তো
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥ ১৩ ॥

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ (অভিব্যক্তিস্থানহৃদয়সুষিরাপেক্ষয়া) পুরুষঃ (পূর্ণত্বাৎ পুরি শয়নাৎ বা) অন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে (হৃদা হৃদয়স্থেন মনসা অভিক৯প্তঃ অভি-গুপ্তঃ) সন্নিবিষ্টঃ। (সঃ) মন্বীশঃ (জ্ঞানেশঃ, হৃদা মনসা অভিক৯প্তঃ (প্রকা-শিতঃ ভবতি) যে এতৎ বিদুঃ তে অমৃতাঃ ভবন্তি ॥ ১৩ ॥

অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ অন্তরাত্মা সদা লোকের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট আছেন। সেই জ্ঞানেশ হৃদয় দ্বারা এবং মনন দ্বারা প্রকাশিত হয়েন। যাঁহারা ইহা জানেন, তাঁহারা অমর হয়েন ॥ ১৩ ॥

পুরুষের অভিব্যক্তিস্থান হৃদয়প্রদেশ। ঐ স্থান অঙ্গুষ্ঠপরিমিত বলিয়া পুরুষকেও অঙ্গুষ্ঠমাত্র বলা হয়। (ঐ হৃদয়ে পরমাত্মা মনোময় কোষে সদা আবৃত হইয়া অবস্থান করিতেছেন।) তিনি আমাদিগের জ্ঞানের—বুদ্ধিবৃত্তির অধীশ্বর। অন্তঃকরণমধ্যে মনন দ্বারাই তাঁহার প্রকাশ হয়। যাঁহারা এই বিষয় জানেন, তাঁহারাই অমরত্ব লাভ করিয়া থাকেন ॥ ১৩ ॥

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বা অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্ ॥ ১৪ ॥

সঃ সহস্রশীর্ষা সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ পুরুষঃ ভূমিং (ভুবনং) বিশ্বতঃ (সর্ব্বতঃ) বৃত্বা (ব্যাপ্য) দশাঙ্গুলং (নাভেঃ উপরি দশাঙ্গুলপ্রমাণং হৃদয়প্রদেশম্ অনন্তম্ অপারং বা) অত্যতিষ্ঠৎ (অধিতিষ্ঠতি) ॥ ১৪ ॥

সেই সহস্রমস্তক সহস্রচক্ষু সহস্রপাদ পুরুষ ভুবনকে সর্ব্বতঃ ব্যাপিয়া দশাঙ্গুল হৃদয় প্রদেশে অথবা অনন্ত ও অপার রূপে অবস্থান করিতেছেন ॥ ১৪ ॥

সেই পুরুষ বিশ্বরূপ। তাহার অসংখ্য মস্তক, অসংখ্য চক্ষু, অসংখ্য পাদ। তিনি তাঁহার তাদৃশী বিরাট মূর্ত্তি দ্বারা সমস্ত ভুবনকে অন্তরে ও বাহিরে ব্যাপিয়া আছেন, অথচ তাঁহার অভিব্যক্তিস্থান হৃদয়প্রদেশে দশাঙ্গুল প্রমাণেও প্রকাশ পাইতেছেন। ফলতঃ তাঁহার অভিব্যক্তিস্থান অনন্ত ও অপার। তবে ক্ষুদ্র জীবের ক্ষুদ্র হৃদয়ে ক্ষুদ্ররূপে প্রকাশ ভিন্ন জীব তাঁহাকে ধারণা করিতে পারে না বলিয়াই তাঁহার ক্ষুদ্রভাব বুঝিতে হইবে ॥ ১৪ ॥

পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্‌ভূতং যচ্চ ভব্যম্।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি ॥ ১৫ ॥

ষট্সন্দর্ভনামক-

শ্রীভাগবতসন্দর্ভে

প্রথম

তত্ত্বসন্দর্ভ।

বঙ্গানুবাদ।

শ্রিয়া গোকুলচন্দ্রঞ্চ গুরুং নত্বা প্রতন্যতে।
শ্রীভাগবতসন্দর্ভে ব্যাখ্যা বৈষ্ণবতোষণী ॥

(ভগবদবতার মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, বেদশাস্ত্রের মীমাংসার নিমিত্ত মীমাংসা-পরনামধেয়—মীমাংসা যাহার অপর নাম—ব্রহ্মসূত্র প্রণয়নানন্তর, তাহারই অকৃত্রিম ভাষ্যস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত নামক মহাপুরাণ প্রকাশ করিয়া, তাহা নিজতনয় ভগবান্ শুকদেবকে অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। পূজ্যপাদ শ্রীজীবগোস্বামী, উহার অর্থ-নির্ণয়কামনায়, শিষ্টাচার-পরম্পরা-প্রাপ্ত—যাহা শিষ্টপুরুষপরম্পরায় পাওয়া যাইতেছে—বিঘ্নধ্বংস দ্বারা অভীষ্টফলপ্রদ—প্রারব্ধ কার্য্যের যে সকল বিঘ্ন আছে, সেই গুলিকে নষ্ট করিয়া, যাহা অভীষ্ট ফল প্রদান করিতেছে—ইষ্টবস্তুনির্দ্দেশরূপ—যাহা নিজের ইষ্টদেবতাকে নির্দ্দেশ করিতেছে—মঙ্গলাচরণ—মঙ্গলকর কার্য্য—করিতেছেন—"কৃষ্ণবর্ণ" ইত্যাদি। ভা ১১।৫।৩২। উক্ত মঙ্গলাচরণের শ্লোকটি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের পঞ্চমাধ্যায়ের লিখিত নিমিরাজার প্রশ্নের উত্তরে করভাজন নামক ঋষির উক্তি। ঐ শ্লোকটির অর্থ—) কলিযুগে সুবোধ ব্যক্তি সকল, শ্রীমন্নিত্যানন্দ ও শ্রীমদদ্বৈত এই দুই অঙ্গের শ্রীবাসাদি উপাঙ্গের (অঙ্গের অঙ্গের) শ্রীহরিনামরূপ (অবিদ্যানিবারক) অস্ত্রের এবং শ্রীগদাধর-গোবিন্দাদি পার্ষদবৃন্দের সহিত অবতীর্ণ, বাহিরে (লোকসাধারণের দৃষ্টিতে) গৌরবর্ণ ও (হইয়াও) অন্তরে (ভক্তবিশেষের দৃষ্টিতে) কৃষ্ণবর্ণ (শ্যামসুন্দর-রূপে বিভাত), শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনামধারী (একীভূত-রসরাজ-মহাভাব-স্বরূপ অর্থাৎ যাঁহাতে মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধা এবং রসরাজস্বরূপ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ একীভূত

হইয়াছেন, সেই) শ্রীমন্মহাপ্রভুকে সঙ্কীর্ত্তনবহুল যজ্ঞ (সঙ্কীর্ত্তন যে যজ্ঞের প্রধান উপকরণ) দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া থাকেন ॥ ১ ॥

(উল্লিখিত শ্লোকের ব্যাখ্যাচ্ছলে গ্রন্থকর্ত্তা স্বয়ং তদর্থ প্রকাশ করিতেছেন—)

যিনি অন্তরে কৃষ্ণবর্ণ ও বাহ্যে গৌরবর্ণ ধারণপূর্ব্বক স্বীয় অঙ্গাদির বৈভব (মাহাত্ম্য) প্রদর্শন করিয়াছেন, আমরা, এই কলিযুগে সঙ্কীর্ত্তনাদি দ্বারা, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে আশ্রয় করিয়াছি ॥ ২ ॥

যাঁহারা শ্রীমথুরামণ্ডলে অবস্থান পূর্ব্বক এই পুস্তক লিখাইয়াছিলেন, সপরিকর (পরিকরবর্গের সহিত) পরমেশ্বরের জ্ঞাপনকর্ত্তা সেই শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন নামক গোস্বামিদ্বয় জয়যুক্ত হউন ॥ ৩ ॥

ঐ শ্রীরূপের ও শ্রীসনাতনের বান্ধব দক্ষিণদেশীয়-দ্বিজকুল-জাত শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী মধ্বাচার্য্য প্রভৃতি প্রাচীন বৈষ্ণবগণ কর্তৃক লিখিত গ্রন্থ হইতে সার সংগ্রহ করিয়া এই গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন ॥ ৪ ॥

আমি অতি ক্ষুদ্র জীব (শ্রীজীব গোস্বামী) সেই পুরাতন ক্রম-ব্যুৎক্রম-স্থিত (কোথাও ক্রমান্বয়ে কোথাও ক্রমভঙ্গে স্থিত) ও খণ্ডিত (ছিন্ন) লিখিত গ্রন্থকে পর্য্যালোচনা করিয়া ক্রমান্বয়ে লিখিতেছি ॥ ৫ ॥

যিনি শ্রীকৃষ্ণপদাম্ভোজভজনে একান্ত অভিলাষী, তিনিই এই গ্রন্থ সন্দর্শন করুন ; অন্যের প্রতি শপথ অর্পিত হইল , (কারণ, এই গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের পারতম্য নির্ণীত হইয়াছে, যিনি তাহাতে অনাদর করিবেন, গ্রন্থদর্শনে তাহার অমঙ্গল ভিন্ন মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই) ॥ ৬ ॥

অনন্তর মন্ত্রদাতা গুরুকে (দীক্ষাগুরু শ্রীরূপ গোস্বামীকে) এবং ভাগবতার্থ-প্রদ গুরুকে (শিক্ষাগুরু শ্রীসনাতন গোস্বামীকে) প্রণাম করিয়া শ্রীভাগবত-সন্দর্ভ নামক সন্দর্ভ (ক) লিখিতে অভিলাষ করিতেছি ॥ ৭ ॥

(অনন্তর শ্রোতৃবর্গের রুচি উৎপাদনের জন্য সমস্ত গ্রন্থের বিষয়াদি অনুবন্ধ সকল সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করিতেছেন—)

যাঁহার চিন্মাত্রসত্তা (কেবল জ্ঞানরূপ অস্তিত্ব) বেদে ব্রহ্ম বলিয়া কীর্ত্তিত হয়েন, যাঁহারই অংশ (কারণার্ণবশায়ী সঙ্কর্ষণ সহস্রশীর্ষা প্রথম) পুরুষরূপে

(৭ ক) যে প্রবন্ধে গূঢ়ার্থের প্রকাশ, যাহার কথা সকল সার, যাহার বিষয়-গুলি উৎকৃষ্ট, যাহাতে নানা বিষয় বলা হইয়াছে, এবং যদুক্ত বিষয় সকল জানা উচিত, তাহাকে সন্দর্ভ বলা যায় ।

মায়াশক্তিকে স্ববশে স্থাপন পূর্ব্বক (নিজ দৃষ্টি দ্বারা ক্ষুব্ধ ঐ মায়া দ্বারা অণ্ড সকল সৃষ্টি করিয়া, তন্মধ্যে সহস্রশীর্ষা দ্বিতীয় পুরুষ প্রদ্যুম্ন হইয়া,) স্বীয় অংশে বিভব (ক) নামক লীলাবতার সকল প্রকটিত করেন, যাঁহারই এক মুখ্য রূপ (ক্ষিতি হইতে প্রকৃতি পর্য্যন্ত অষ্ট আবরণের বহির্ভাগস্থিত) পরব্যোমে (শ্রীবৈকুণ্ঠধামে) শ্রীনারায়ণ নামে বিলাস করেন, সেই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই সংসারে স্বচরণসেবী জনগণকে প্রেমরূপ পরম পুরুষার্থ প্রদান করুন (খ)॥ ৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণই এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়। গ্রন্থমধ্যে শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বপ্রকারে প্রতিপাদিত হইয়াছেন বলিয়া, তাঁহাকে উহার বাচ্য অর্থাৎ প্রতিপাদ্য, এবং গ্রন্থ তাঁহাকে প্রতিপাদন করিতেছে বলিয়া, উহাকে তাঁহার বাচক অর্থাৎ প্রতিপাদক বলা যায়। অতএব তদুভয়ের অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সহিত এই গ্রন্থের বাচ্য-বাচকতা-লক্ষণ অর্থাৎ প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদকতা-লক্ষণ সম্বন্ধ জানিতে হইবে। তার পর, কর্ত্তব্যরূপে উপদিষ্ট শ্রবণকীর্ত্তনাদিরূপ যে তদীয় সাধনভক্তি, তাহাকেই এই গ্রন্থের অভিধেয় অর্থাৎ বক্তব্য বিষয় এবং শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেমকেই এই গ্রন্থের প্রয়োজন অর্থাৎ গ্রন্থোক্ত জীবের প্রয়োজনীয় বিষয় বা পরম পুরুষার্থ জানিতে হইবে। এইরূপে গ্রন্থের বিষয়, সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন এই চারিটি অনুবন্ধ (মূল বিষয়) ব্যক্ত হইল। এক্ষণে উক্ত অনুবন্ধচতুষ্টয়াত্মক চারিটি অর্থের নির্ণয়ের নিমিত্ত প্রমাণ নির্ণীত হইতেছে, অর্থাৎ উক্ত বিষয়াদি চতুর্ব্বিধ অর্থের নির্ণয়ে প্রমাণ কি, তাহাই বলা হইতেছে। এই স্থানে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে, মনুষ্যমাত্রই ভ্রমাদিদোষ চতুষ্টয়-দূষিত। এমন মনুষ্যই দেখা যায় না, যাঁহার ভ্রম (ক), প্রমাদ (খ), বিপ্রলিপ্সা (গ), ও করণাপাটব

(৮ ক) কোথাও কোথাও অবতার সকলকে আবেশ, প্রাভব, বৈভব ও পরাবস্থ ভেদে চতুর্ব্বিধ বলা হইয়াছে। সেই বৈভবই এই বিভব। ইহার বিস্তারিত বিবরণ চতুর্থসন্দর্ভে দ্রষ্টব্য।

(৮ খ) এতদুক্ত বিষয়গুলি গ্রন্থমধ্যে সবিস্তারে আলোচিত হইবে বলিয়া এখানে আর ইহার কোনরূপ টীকা দেওয়া হইল না।

(৯ ক) যাহার যে ধর্ম্ম নাই, তাহাকে তদ্ধর্ম্মশালী বলিয়া জানার নাম ভ্রম। পণ্ডিতকে মূর্খ বলিয়া জানা ও রজ্জুকে সর্প বলিয়া জানা প্রভৃতিই ভ্রমের দৃষ্টান্ত। ভ্রমের কোন একটি অনুগত কারণ নাই। এক একটি ভ্রম এক একটি দোষবশতঃ ঘটিয়া থাকে। পিত্তাধিক্যরূপ দোষ ঘটিলে, অতি শুভ্র

(ঘ), এই চারিটি দোষের মধ্যে কোন দোষই নাই। মনুষ্যের পদে পদেই ভ্রম ও প্রমাদ দেখা যায়। আবার মনুষ্য স্বার্থের দাস বলিয়া, তাঁহার বিপ্রলিপ্সাও অবশ্যম্ভাবিনী। তার পর, তাঁহার ইন্দ্রিয় সকল ক্ষণে ক্ষণে পরিণতিশীল বলিয়া, তাঁহার করণাপাটবও দৃষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং তাদৃশ দোষগ্রস্ত মনুষ্যের প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ সকল (ঙ), অলৌকিক ও অচিন্ত্যস্বভাব বস্তু যে পরমেশ্বর, তাঁহাকে স্পর্শ করিতে না পারিয়া, সদোষই হইতেছে (চ) ॥ ৯ ॥

শঙ্খকেও পীতবর্ণ দেখা যায়। দূরত্ব নিবন্ধন অতি বৃহৎ চন্দ্রমণ্ডলকেও ক্ষুদ্র বলিয়া জ্ঞান হয়। যতক্ষণ তত্তদ্দোষ দূরীকৃত না হয়, ততক্ষণ তত্তদ্ভ্রম থাকে।

(৯ খ) প্রমাদ শব্দের অর্থ অনবধানতা, অন্যচিত্ততা। অনবধানতা বশতঃ শ্রবণেন্দ্রিয় সত্ত্বেও নিকটে গীয়মান গান শুনিতে পাওয়া যায় না। শ্রবণের ন্যায় দর্শনাদি সম্বন্ধেও ঐরূপ হানি দৃষ্ট হইয়া থাকে।

(৯ গ) বঞ্চনেচ্ছার নাম বিপ্রলিপ্সা। মনুষ্যের বঞ্চনেচ্ছা বশতঃ অনেকে অনেক জ্ঞানেই বঞ্চিত হইয়া থাকেন।

(৯ ঘ) করণাপাটব বলিতে ইন্দ্রিয়ের অপটুত্বরূপ দোষ বুঝায়। মনুষ্যের ইন্দ্রিয় সকল স্বভাবতঃ অনেক বিষয়েই অপটু। অপটু ইন্দ্রিয় সকল অনেক সময়েই প্রকৃত জ্ঞান উপার্জ্জনে অসমর্থ হয়।

(৯ ঙ) প্রমাজ্ঞানের সাধনকেই প্রমাণ বলা যায়। সত্যজ্ঞান অর্থাৎ যে বস্তুর যে ধর্ম্ম আছে, তাহাকে তদ্ধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া জানার নামই প্রমাজ্ঞান। জ্ঞানী ব্যক্তিকে জ্ঞানী বলিয়া এবং অন্ধ ব্যক্তিকে অন্ধ বলিয়া জানাই সত্যজ্ঞানের দৃষ্টান্ত। ঈদৃশ সত্যজ্ঞানের সাধনকেই প্রমাণ বলা হয়, অর্থাৎ যদ্দ্বারা এইরূপ সত্যজ্ঞান সকল উৎপন্ন হয়, তাহাকেই প্রমাণ বলা হইয়া থাকে। ঐ প্রমাণ, চার্ব্বাকের মতে কেবল প্রত্যক্ষ। বৈশেষিকদর্শনকার কণাদের মতে প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই দুইটি প্রমাণ। সাংখ্যপ্রণেতা কপিলের ও যোগদর্শনপ্রণেতা পতঞ্জলির মতে শব্দও অপর একটি প্রমাণ। ন্যায়দর্শনকার গৌতমের মতে উপমানও একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ। মীমাংসকের মতে অর্থাপত্তি এবং অনুপলব্ধি এই দুইটিও পৃথক্ প্রমাণ। পৌরাণিকের মতে সম্ভব এবং ঐতিহ্যও অতিরিক্ত দুইটি প্রমাণ। এইরূপে সাকল্যে প্রত্যক্ষ হইতে সম্ভব পর্য্যন্ত আটটি প্রমাণ স্বীকৃত হইয়া থাকে।

প্রত্যক্ষ শব্দের দুইটি অর্থ। উহার প্রথম অর্থ, ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধ-রূপ-ব্যাপার-বিশিষ্ট ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞান, এবং দ্বিতীয় অর্থ, ঐ জ্ঞানরূপ ফলের সাধনভূত তাদৃশ

ইন্দ্রিয়। প্রত্যক্ষ শব্দ যখন জ্ঞানকে বুঝায়, তখন উহা সবিকল্পক ও নির্বিকল্পক ভেদে দ্বিবিধ হইয়া থাকে। বাহ্যবিষয়ের সম্বন্ধবিশেষ হইতে ইন্দ্রিয় সকল ক্রিয়াবিশেষ প্রাপ্ত হয়। ইন্দ্রিয়সমূহের ঐ ক্রিয়াবিশেষই স্থূলশরীরে অভিব্যক্ত তদভিমানী আত্মা কর্তৃক নির্বিকল্পক জ্ঞানরূপে অনুভূত হইয়া থাকে। নির্বিকল্পক জ্ঞান শব্দের অর্থ, বিকল্পরহিত বা বিশেষণরহিত জ্ঞান। বিশেষণরহিত জ্ঞান বলিলে, জ্ঞানের কোন বিশেষণ নাই, এরূপ বুঝায় না; কারণ, যে জ্ঞানের কোন বিশেষণই নাই, সে জ্ঞান জ্ঞানই নহে, তাহা মিথ্যা। অতএব, যে জ্ঞানের শুদ্ধ বহির্ব্যাপ্তি ভিন্ন অন্য কোন বিশেষণই স্ফূর্ত্তি পায় নাই, তাহাকেই নির্বিকল্পক জ্ঞান বুঝিতে হইবে। অগ্নি নিজ স্বাভাবিকী শক্তিদ্বারা মানবের দর্শনেন্দ্রিয়ের সহিত সংযোগ প্রাপ্ত হইল। মানবের দর্শনেন্দ্রিয়ও নিজের স্বাভাবিকী শক্তিদ্বারা ঐ অগ্নিসংযোগ গ্রহণ করিল। এখনও ঐ ব্যাপার ক্রিয়াশক্তিসম্পন্ন প্রাণের সাহায্যে সূক্ষ্মশরীরে নীত বা সেইস্থানে তদভিমানী জীব কর্তৃক ব্যাপারান্তরের সহিত সাদৃশ্যে বিচারিত এবং তদ্ধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া অনুভূত হয় নাই। সম্প্রতি দর্শনেন্দ্রিয়ের বহির্ভাগ ব্যাপিয়া কোন অস্তিত্বমাত্রই বোধ হইয়াছে। বিশিষ্টানুভব ইহার পরে হইবে। ঐ বিশিষ্টানুভব সবিকল্পক জ্ঞানের অধীন। সবিকল্পক জ্ঞানে শুদ্ধ বহির্ব্যাপ্তি নহে, বহির্বিষয়ের অনুভব পর্য্যন্তও হইয়া থাকে। যে বাহ্য বিষয়ের সহিত সম্বন্ধবশতঃ জ্ঞান উৎপন্ন হইল, সেই বিষয়ের বৈশিষ্ট্যবোধেই বহির্বিষয়ানুভব হয়। সূক্ষ্মশরীরাভিব্যক্ত আত্মার এই বহির্বিষয়ানুভবকেই সবিকল্পক জ্ঞান বলা হয়। যেমন অগ্নির দর্শনে অগ্নির ধর্ম্মবিশিষ্ট অগ্নির বোধ। প্রথমতঃ, অগ্নির সহিত চক্ষুঃসংযোগে ইন্দ্রিয়ের ভাববিশেষ, পরে প্রাণকর্তৃক সূক্ষ্মশরীরে ঐ ভাবের সঞ্চালন, তদনন্তর সূক্ষ্মশরীরাভিমানী জীব কর্তৃক ঐ স্থানে সঞ্চিত ভাবান্তরের সহিত ঐ ভাবের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য-চিন্তন দ্বারা পৃথক্‌রূপে অগ্নির ধর্ম্মের বোধ, পরিশেষে তদ্ধর্ম্মবিশিষ্ট অগ্নির বোধ। এতাদৃশ নির্বিকল্পক-জ্ঞান-সহকৃত সবিকল্পক ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞান সকলের নামই শারীরপ্রত্যক্ষ। শারীরপ্রত্যক্ষের ন্যায় মানসপ্রত্যক্ষও সবিকল্পক ও নির্বিকল্পক ভেদে দ্বিবিধ হইয়া থাকে। যে প্রত্যক্ষে চক্ষুঃ প্রভৃতি বাহ্য ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ নাই, অর্থাৎ যাহার সহিত শুদ্ধ মনেরই সম্বন্ধ দেখা যায়, তাহারই নাম মানসপ্রত্যক্ষ। সুখ ও দুঃখ প্রভৃতি মনোবৃত্তি সকলের সহিত মনের সম্বন্ধ হইলেই সুখ-দুঃখাদি ভাবের মানসপ্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। তন্মধ্যে যে মানস প্রত্যক্ষের অন্তর্ব্যাপ্তি ভিন্ন অন্য কোন বিশেষই অনুভূত হয় নাই,

তাহারই নাম নির্বিকল্পক মানসপ্রত্যক্ষ। আর যে মানস প্রত্যক্ষের তদ্ভিন্ন বিশেষ অনুভূত হইতেছে, তাহারই নাম সবিকল্পক মানসপ্রত্যক্ষ, অর্থাৎ যে আন্তর বিষয়ের সহিত সম্বন্ধবশতঃ উক্ত বিশেষ জ্ঞান উৎপন্ন হইল, সেই আন্তর বিষয়ের বিশিষ্টানুভবই সবিকল্পক মানসপ্রত্যক্ষ।

উক্ত শারীরপ্রত্যক্ষ এবং মানসপ্রত্যক্ষ হইতেই মানবের পরবর্ত্তী জ্ঞানকার্য্য সকল সমারব্ধ হইয়া থাকে। সর্ব্বশরীরব্যাপী ক্রিয়াশক্তিসম্পন্ন প্রাণ ঐ উভয়বিধ জ্ঞানকে লইয়া, সূক্ষ্মশরীরে সঞ্চয় করে। ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন সূক্ষ্মশরীর লৌকিক সম্বন্ধের কোন সাহায্য না লইয়াই, অর্থাৎ বাহ্য জগতের কোন সাক্ষাৎ সমাচার না লইয়াই, কেবল অলৌকিক সম্বন্ধের সাহায্যে, অর্থাৎ উক্ত সঞ্চিত ভাব সকলের সহায়তায়, বিশেষ বিশেষ জ্ঞানকার্য্য সকল সাধন করিয়া থাকে। বিভাগ পূর্ব্বক বিচার করাই ঐ কার্য্য। প্রথমতঃ সঞ্চিত ভাব সকলের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য এবং তদনন্তর উহাদের পৌর্ব্বাপর্য্য অবধারণ দ্বারাই উক্ত বিচারকার্য্য আরব্ধ হইয়া থাকে। সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য-বিচার দ্বারা জাতি-ব্যক্তি-নির্ণয় ও ব্যষ্টি-সমষ্টি-জ্ঞান হয়। এবং পৌর্ব্বাপর্য্য-বিচার দ্বারাই কার্য্য-কারণ-ভাব নির্ণয় এবং প্রাকৃতিক নিয়ম সকলের জ্ঞান হইয়া থাকে। উক্ত উভয়বিধ জ্ঞানের মূল আবার অন্বয়-ব্যতিরেকে স্বাভাবিক সামানধিকরণ্যের জ্ঞান। এই জ্ঞানের নামই অনুমান।

অনুমান শব্দে অনুমিতির সাধন বোধিত হয়। পরামর্শ-রূপ-ব্যাপার-বিশিষ্ট ব্যাপ্তিজ্ঞান-রূপ-করণ-জন্য লৈঙ্গিক জ্ঞানই অনুমিতি। ঐ অনুমিতির সাধন যে ব্যাপ্তিজ্ঞান, তাহাকেই অনুমান প্রমাণ বলা যায়। ব্যাপ্য (যাহা ব্যাপক হইতে অল্প স্থানে থাকে) ও ব্যাপকের (যাহা ব্যাপ্য হইতে অধিক স্থানে থাকে) যে স্বাভাবিক সামানাধিকরণ্য, তাহারই নাম ব্যাপ্তি। সহচারজ্ঞান এবং ব্যভিচারাভাবজ্ঞান দ্বারাই ঐ ব্যাপ্তি বা স্বাভাবিক সামানাধিকরণ্য স্থির হইয়া থাকে। ব্যাপকের সহিত ব্যাপ্তিবিশিষ্ট লিঙ্গের পক্ষ-বৃত্তিত্ব-জ্ঞানই পরামর্শ। যাহাতে সাধনেচ্ছাবিরহিত সিদ্ধির অভাব থাকে, তাহাকেই পক্ষ বলে। প্রথমতঃ রন্ধনশালাদিতে ব্যাপক বহ্নির সহিত ব্যাপ্য ধূমের ব্যাপ্তি অর্থাৎ স্বাভাবিক সামানাধিকরণ্য (স্বভাবতঃ একাধারে স্থিতি) গৃহীত হইলে, ধূম বহ্নির ব্যাপ্য, এই প্রকার ব্যাপ্তিজ্ঞান অর্থাৎ অনুভববিশেষ জন্মিয়া থাকে। পরে কালান্তরে পর্ব্বতাদিতে ধূম দৃষ্ট হইলে, ঐ ব্যাপ্তির স্মরণ হয়। তদনন্তর বহ্নিব্যাপ্তি-বিশিষ্ট ধূমের পর্ব্বতাদি পক্ষে স্থিতির জ্ঞান হয়। এই জ্ঞানের নামই পরামর্শ। পরিশেষে তাদৃশ পরামর্শের সাহায্যেই পর্ব্বতাদিকে বহ্নিবিশিষ্ট বলিয়া জ্ঞান

হইয়া থাকে। এই শেষোক্ত জ্ঞানকেই অনুমিতি বলা যায়। পূর্ব্বোক্ত ব্যাপ্তি-জ্ঞানই এই অনুমিতির মূলকারণ। অতএব ব্যাপ্তিজ্ঞানকেই অনুমিতির সাধন অনুমান প্রমাণ বলা হইয়া থাকে।

পদার্থজ্ঞানজনক যে পদজ্ঞান, তাহাকেই শব্দনামক প্রমাণ বলা হয়। ঐ শব্দ প্রমাণ দ্বিবিধ; দৃষ্টার্থক ও অদৃষ্টার্থক। যে শব্দের অর্থ প্রত্যক্ষসিদ্ধ, তাহাকে দৃষ্টার্থক, আর যাহার অর্থ অদৃশ্য, তাহাকে অদৃষ্টার্থক শব্দ বলে। "নদীতীরে পাঁচটি বৃক্ষ আছে" এইটি জ্ঞাত বলিয়া দৃষ্টার্থক শব্দ। আর "স্বর্গকাম ব্যক্তি অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ করিবেন" এইটি অজ্ঞাত বলিয়া অদৃষ্টার্থক শব্দ।

সংজ্ঞা ও সংজ্ঞীর যে পরস্পর বাচ্য-বাচক সম্বন্ধ, অর্থাৎ কোন পদের কোন পদার্থে যে শক্তি, তাহার পরিচ্ছেদকেই (জ্ঞানকেই) উপমিতি বলা যায়। ঐ উপমিতিরূপ জ্ঞানের সাধন যে সাদৃশ্যজ্ঞান, তাহারই নাম উপমান প্রমাণ। কোন ব্যক্তি পূর্ব্বে গবয় জন্তু দর্শন করে নাই, কিন্তু শুনিয়াছে, "গোসদৃশ গবয়পদবাচ্য", অর্থাৎ যে জন্তুর আকার গোর আকারের সদৃশ হইবে, গবয় শব্দে তাহাকে বুঝাইবে। কালান্তরে সেই ব্যক্তির দৃষ্টিপথে গবয় নামক জন্তু পতিত হইলে, সে ঐ গবয়ের আকৃতি গোর আকৃতির তুল্য দেখিয়া পূর্ব্বশ্রুত "গোসদৃশ গবয়পদবাচ্য" এই বাক্য স্মরণ করিয়া বিবেচনা করে যে, যদি গোসদৃশ জন্তুকে গবয়শব্দে বুঝায়, তবে যখন এই জন্তুটি গোসদৃশ হইতেছে, তখন এই জন্তুই গবয়পদবাচ্য হইবে। এইরূপ গবয় পদের গবয়পদার্থে শক্তি-জ্ঞানকেই উপমিতি বলা যায়। "গোসদৃশ গবয়" এই সাদৃশ্যজ্ঞানই উহার সাধনভূত উপমান নামক প্রমাণ।

অনুপপদ্যমান অর্থাৎ অসম্ভব অর্থের দর্শনে তদুপপাদক অর্থান্তরের কল্পনা-রূপ প্রমাজ্ঞানের সাধনকেই অর্থাপত্তি প্রমাণ বলা যায়। দিবসে অভোজী ব্যক্তির স্থূলতা উহার রাত্রিভোজন ব্যতিরেকে সম্ভব হয় না। অতএব দিবসে অভোজী ব্যক্তির স্থূলতা বিদিত হইলে, উহার রাত্রিভোজন দৃষ্ট না হইলেও অর্থাপত্তি প্রমাণ দ্বারা কল্পিত হইয়া থাকে।

অভাবের গ্রাহক যে যোগ্যানুপলম্ভ, তাহারই নাম অনুপলব্ধি প্রমাণ। যে বস্তুর অভাবগ্রহ হইতেছে, যে যে কারণসত্ত্বে সেই বস্তুর প্রত্যক্ষ হয়, সেই সেই কারণের সদ্ভাবেও, কেবল সেই বস্তুর অভাব নিবন্ধন যে তাহার অপ্রত্যক্ষ, তাহাকেই যোগ্যানুপলম্ভ বলে। ইহা, অর্থাৎ এই অপ্রত্যক্ষ, অভাবস্বরূপ বলিয়া, ইহাকে কেহ কেহ অভাব নামক প্রমাণ বলিয়া থাকেন।

মনুষ্যের ভ্রমাদিদোষযোগ হেতু তদীয় প্রত্যক্ষাদি পদার্থে প্রমাণ না হইলেও ব্রহ্মবস্তুর প্রমাণ নাই এমন নয়। আমরা যাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা করিতেছি, সেই ব্রহ্ম সর্ব্বাতীত, সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বাচিন্ত্য, আশ্চর্য্যস্বভাব বস্তু। তাঁহার প্রমাণও তাদৃশই হওয়া উচিত। সর্ব্বপুরুষপরম্পরায় লৌকিক ও অলৌকিক সর্ব্ববিধ

"যাহার লক্ষ মুদ্রা আছে, তাহার শত বা সহস্র মুদ্রা থাকা সম্ভব" এইরূপ বুদ্ধিতে যে সম্ভাবনা, তাহাকেই সম্ভব প্রমাণ বলা যায়।

"এই বটবৃক্ষে যক্ষ বাস করে" এইরূপ প্রবাদপরম্পরাকেই ঐতিহ্য প্রমাণ বলে।

উক্ত প্রকারে প্রমাণ আটটি হইলেও উহা তিনটিমাত্র। প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং শব্দ, এই তিনটিই প্রমাণ। অপর প্রমাণগুলি উহাদেরই অন্তর্ভুক্ত। উপমানের কিয়দংশ অনুমানের এবং কিয়দংশ প্রত্যক্ষের অন্তর্গত। অর্থাপত্তি অনুমানের অন্তর্গত। অনুপলব্ধি প্রত্যক্ষের অন্তর্গত। সম্ভব অনুমানের অন্তর্গত। ঐতিহ্য সংশয়ান্বিত বলিয়া প্রমাণপদবীতে আরোহণই করিতে পারে না। এইরূপে অপর পাঁচটির নিবেশে তিনটিমাত্র অবশিষ্ট থাকিতেছে। ঐ তিনটিই প্রমাণ। তন্মধ্যে আবার একমাত্র বেদই নির্দ্দোষ প্রমাণ। প্রত্যক্ষ এবং অনুমান নির্দ্দোষ নহে। প্রমাতা পুরুষের দোষ সকল তদীয় প্রত্যক্ষ এবং তন্মূলক অনুমানেও সঞ্চারিত হইয়া থাকে। পুরুষ ভ্রমবশতঃ চিত্রলিখিত অগ্নিকে প্রকৃত অগ্নি বলিয়া বোধ করিতে পারেন। তাঁহার অনবধানতা এবং বঞ্চনেচ্ছা বশতঃ তৎসম্বন্ধী অনুভব সদোষ হইয়া পড়ে। আবার তাঁহার ইন্দ্রিয় সকলত স্বভাবতঃই অপটু। বস্তুর দূরত্বে সামীপ্যে সূক্ষ্মতায় ব্যবহিতত্বে অভিভবে ও সজাতীয়-মিশ্রণে তাঁহার ইন্দ্রিয়সমূহ পদে পদে ভ্রম জন্মাইয়া দেয়। এইরূপে প্রত্যক্ষই যখন সদোষ হইল, তখন তন্মূলক অনুমানও যে সদোষ হইবে, তাহাতে আর বক্তব্য কি আছে? আবার ঐ প্রত্যক্ষ এবং ঐ অনুমান যখন লৌকিক প্রমাণের পদেই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিল না, তখন উহারা অলৌকিক ব্রহ্মবস্তুকে স্পর্শ করিবে কিরূপে?

প্রমাণসমূহের বিস্তারিত বিবরণ বেদান্তস্যমন্তকে দ্রষ্টব্য।

(২৮) মনুষ্যের ইন্দ্রিয় সকল এইরূপে বিবিধ দোষবশতঃ লৌকিক ও চিন্তা-যোগ্য বিষয় সকলেই যখন প্রকৃত জ্ঞানের অর্জ্জনে অসমর্থ হইতেছে, তখন উহারা যে অলৌকিক ও অচিন্ত্য ব্রহ্মবস্তুকে প্রমাণ করিতে নিতান্ত অসমর্থ, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র।

(তদা সঃ ভগবান্) হংসঃ সুপর্ণঃ বৈকুণ্ঠঃ ধর্ম্মঃ যোগেশ্বরঃ অমলঃ ঈশ্বরঃ পুরুষঃ অব্যক্তঃ পরমাত্মা ইতি গীযতে ॥ ২৩ ॥

ঐ সময়ে শ্রীভগবান হংস সুপর্ণ বৈকুণ্ঠ ধর্ম্ম যোগেশ্বর অমল ঈশ্বর পুরুষ অব্যক্ত ও পরমাত্মা বলিয়া গীত হয়েন ॥ ২৩ ॥

"ঐ সময়ে" ইত্যাদি। সত্যপ্রধান যুগের নাম সত্যযুগ। ঐ যুগে চতুষ্পাদ ধর্ম্ম বর্ত্তমান থাকে, এবং তৎকালের প্রজা সকলও তদনুরূপ হয়েন। সত্য-যুগের প্রজা সকলের পরমায়ু লক্ষ বর্ষ ও তাঁহাদিগের দেহ একবিংশতিহস্ত-পরিমিত হইত। তাঁহারা সকলেই মজ্জাগতপ্রাণ এবং প্রায়ই ইচ্ছামৃত্যু হইতেন। তাঁহারা সকলেই সত্যধর্ম্মরত তার্থাশ্রয শান্তচিত্ত হিংসাদ্বেষাদিরহিত সমদর্শী সর্ব্বভূতসুহৃৎ ও শমদমাদিপরায়ণ ছিলেন। যোগীদিগের যে সকল গুণ থাকার প্রয়োজন, তাঁহারা কালধর্ম্মে স্বভাবতই সেই সকল গুণে গুণবন্ত হইতেন। সুতরাং যোগসাধন তখন সাধারণের সম্পত্তি ছিল। সত্যযুগের প্রজামাত্রই যোগী হইতেন। ভগবানও ঐ যুগে যোগীবেশেই অবতার হইয়াছিলেন। এখন, যোগের প্রথম সোপান যে চিত্তশুদ্ধি, যাহা না করিয়া কেহই যোগমার্গে দৃঢ়-ভাবে পদক্ষেপ করিতে পারেন না, যাহার অভাবে অনেকেই আরম্ভ করিয়াও যোগভ্রষ্ট হইয়া পড়েন, তখন ঐ চিত্তশুদ্ধি লোকের স্বাভাবিক ছিল। শুদ্ধচিত্তে ধ্যাননিষ্ঠা বড়ই সহজ, অতএব সত্যযুগের প্রজামাত্রই ধ্যাননিষ্ঠ হইতেন। জিহ্বৌষ্ঠস্পন্দনমাত্রসাধ্য যে নামকীর্ত্তন, তাহা সকল কালে সকল অধিকারীর পক্ষে পরমোপকারক হইলেও, তৎকালে তাহাতে কেহই শ্রদ্ধাযুক্ত হইতেন না। তবে যে সত্যযুগে তারকব্রহ্মনাম প্রচারিত ছিল না বা তৎকালের প্রজা সকল নামগুণ কীর্ত্তন করিতেন না, এমন নয়। সত্যযুগের প্রজা সকল "নারায়ণ-পরা বেদা নারায়ণপরাক্ষরাঃ। নারায়ণপরা মুক্তি র্নারায়ণপরা গতিঃ ॥" এই তারক ব্রহ্মনাম যোগের অঙ্গ বিবেচনায় জপ করিতেন এবং হংস সুপর্ণাদি বলিয়া শ্রীভগবানের স্তব করিতেন ॥ ২৩ ॥

ত্রেতায়াং রক্তবর্ণোঽসৌ চতুর্বাহুস্ত্রিমেখলঃ।
হিরণ্যকেশস্ত্রয্যাত্মা স্রুক্স্রুবাদ্যুপলক্ষণঃ ॥ ২৪ ॥

ত্রেতাযাম্ অসৌ ভগবান্ রক্তবর্ণঃ চতুর্বাহুঃ ত্রিমেখলঃ (ত্রিগুণা দীক্ষাঙ্গভূতা মেখলা কটিসূত্রং যস্য সঃ) হিরণ্যকেশঃ (পিশঙ্গকেশঃ) ত্রয্যাত্মা (ঋগাদিবেদ-ত্রয়ীপ্রতিপাদিতঃ আত্মা মূর্ত্তিঃ যস্য সঃ) স্রুক্স্রুবাদ্যুপলক্ষণঃ (স্রুক্স্রুবাদি উপ-লক্ষণং চিহ্নং যস্য সঃ) ॥ ২৪ ॥

ত্রেতাযুগে ঐ ভগবান রক্তবর্ণ চতুর্বাহু ত্রিমেখল হিরণ্যকেশ ত্রয্যাত্মা এবং স্রুক্‌স্রুবাদ্যুপলক্ষিত যজ্ঞরূপে অবতীর্ণ হয়েন ॥ ২৪ ॥

তং তদা মনুজা দেবং সর্ব্বদেবময়ং হরিম্ ।
যজন্তি বিদ্যয়া ত্রয্যা ধর্ম্মিষ্ঠা ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ ২৫ ॥

তদা ব্রহ্মবাদিনঃ (বেদোক্তার্থাভিজ্ঞাঃ) ধর্ম্মিষ্ঠাঃ মনুজাঃ সর্ব্বদেবময়ম্ (ইন্দ্রাদি-সর্ব্বদেবতান্তর্য্যামিনং) তং দেবং হরিং ত্রয্যা বিদ্যয়া (বেদত্রয়োক্তকর্ম্মভিঃ) যজন্তি ॥ ২৫ ॥

তৎকালে ব্রহ্মবাদী ধর্ম্মিষ্ঠ মানবগণ সর্ব্বদেবময় সেই দেব হরিকে বেদ-ত্রয়োক্ত কর্ম্ম দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া থাকেন ॥ ২৫ ॥

বিষ্ণুর্যজ্ঞঃ পৃশ্নিগর্ভঃ সর্ব্বদেব উরুক্রমঃ ।
বৃষাকপির্জয়ন্তশ্চ উরুগায় ইতীর্য্যতে ॥ ২৬ ॥

(তদা সঃ ভগবান্) বিষ্ণুঃ যজ্ঞঃ পৃশ্নিগর্ভঃ সর্ব্বদেবঃ উরুক্রমঃ বৃষাকপিঃ জয়ন্তঃ উরুগায়ঃ ইতি চ ঈর্য্যতে ॥ ২৬ ॥

ঐ সময়ে শ্রীভগবান বিষ্ণু যজ্ঞ পৃশ্নিগর্ভ সর্ব্বদেব উরুক্রম বৃষাকপি জয়ন্ত ও উরুগায় এই সকল নামে গীত হয়েন ॥ ২৬ ॥

"ঐ সময়ে" ইত্যাদি। পাপ দ্বারা একপাদহীন, ত্রিপাদধর্ম্মসম্পন্ন যুগের নামই ত্রেতাযুগ। ত্রেতাযুগে মনুষ্যের পরমায়ু দশ সহস্র বৎসর ও প্রাণ অস্থিগত ছিল। ঐ যুগের লোকদিগের দেহের পরিমাণ চতুর্দ্দশ হস্ত। দান, তপস্যা, তীর্থদর্শন ও অগ্নিহোত্রই ত্রেতাযুগের ধর্ম্ম হইয়াছিল। ঐ সময়ে অধিকাংশ লোকই বেদার্থজ্ঞানসম্পন্ন ও বেদোক্ত যজ্ঞকর্ম্মে সুনিপুণ হইয়াছিলেন। ত্রেতাযুগে যজ্ঞেরই প্রাধান্য হইলেও "রাম নারায়ণানন্ত মুকুন্দ মধুসূদন। কৃষ্ণ কেশব কংসারে হরে বৈকুণ্ঠ বামন॥" এই তারকব্রহ্মনাম জপ ও বিষ্ণু যজ্ঞ প্রভৃতি বলিয়া শ্রীভগবানের মহিমা গান করা হইত। ত্রেতাযুগ যজ্ঞপ্রধান বলিয়া ঐ যুগে শ্রীভগবানও স্রুক্‌স্রুবাদি যজ্ঞীয় চিহ্ন ধারণ পূর্ব্বক যজ্ঞ-মূর্ত্তিতেই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ॥ ২৬ ॥

দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ ।
শ্রীবৎসাদিভিরঙ্কৈশ্চ লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ ॥ ২৭ ॥

দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ (অতসীকুসুমসঙ্কাশঃ) পীতবাসাঃ (পীতাম্বরধরঃ) নিজায়ুধঃ (নিজানি চক্রাদীনি আয়ুধানি যস্য সঃ) শ্রীবৎসাদিভিঃ (শ্রীবৎসঃ নাম বক্ষসঃ দক্ষিণে ভাগে রোম্নাং প্রদক্ষিণাবর্ত্তঃ সঃ আদিঃ যেষাং করচরণাদিগত-পদ্মাদীনাং তৈঃ) অঙ্কৈঃ (চিহ্নৈঃ) লক্ষণৈঃ (বাহ্যৈঃ কৌস্তুভাদিভিঃ) চ উপ-লক্ষিতঃ (শ্রীকৃষ্ণরূপেণ অবততার। কৃষ্ণাবতাররহিতে দ্বাপরে তু শুকপত্রবর্ণত্বং কলৌ শ্যামত্বং জ্ঞেয়ম্) ॥ ২৭ ॥

দ্বাপরযুগে ভগবান্ শ্যামবর্ণ পীতবাসা নিজায়ুধ, শ্রীবৎসাদি চিহ্নে ও কৌস্তু-ভাদি লক্ষণে উপলক্ষিত শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হয়েন॥ ২৭ ॥

"দ্বাপরযুগে" ইত্যাদি। দ্বিপাদ-ধর্ম্ম-সম্পন্ন যুগের নামই দ্বাপরযুগ। এই যুগে মনুষ্যের পরমায়ুর হ্রাস হইয়া সহস্র বৎসরে পরিণত হয়। সহস্র বৎসর পরমায়ুও সাধারণ লোকের ছিল না। যোগবলসম্পন্ন ব্যক্তি সকলই সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে পারিতেন। অপরাপর যুগেও এই নিয়ম। সাধারণ আয়ু শতবর্ষ মাত্র। আয়ুর হ্রাসতার সহিত তৎকালের লোকের অন্যান্য শক্তিরও হ্রাস হইয়া পড়িয়াছিল। দ্বাপরযুগে মনুষ্যের দেহ সপ্তহস্তপরিমিত ও প্রাণ রুধিরগত হইয়াছিল। মজ্জাগত অস্থিগত বা রুধিরগত প্রাণ বলিতে মজ্জার অস্থির ও রুধিরের অস্তিত্বে প্রাণেরও অস্তিত্ব বুঝিতে হইবে। এই যুগে লোকের শক্তির হ্রাসতার সহিত যোগবল জ্ঞানবল ও ক্রিয়াবলেরও হ্রাসতা দেখা যায়। তন্নিমিত্ত দ্বাপরযুগের লোক সকল সত্যের তপস্যা ও ত্রেতার যজ্ঞ ছাড়িয়া দিয়া একমাত্র পূজা অর্চ্চনার উপরই নির্ভর করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই যুগেও কিন্তু নামকীর্ত্তন প্রধান ভাবে অবলম্বিত হয় নাই; উহা তৎকালে গৌণভাবেই চলিয়াছিল। দ্বাপরযুগে শ্রীভগবান শ্যামবর্ণ শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হয়েন। এই শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিতে অবতার, কিন্তু সকল দ্বাপরেই হয় না।. গত দ্বাপরযুগের পূর্ব্ববর্ত্তী অন্যান্য দ্বাপরযুগে ভগবান শুকপত্রবর্ণ অর্থাৎ হরিদ্বর্ণ বা পীতবর্ণ প্রভৃতি ধারণ পূর্ব্বক অংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, শ্রীবিষ্ণুপুরাণে শ্রীহরিবংশে ও শ্রীমহাভারতাদিতে শ্রবণ করা যায়। ঐ সকল দ্বাপরের পরবর্ত্তী কলিযুগেই শ্যামবর্ণ অবতার। কিন্তু অতীত দ্বাপরে স্বয়ং ভগবান্ পূর্ণব্রহ্ম অতসীকুসুমের ন্যায় বা নবীন নীরদের ন্যায় শ্যামবর্ণ পীতবসন বক্ষঃস্থলের বামভাগে দক্ষিণাবর্ত্ত রোমাবলিরূপ শ্রীবৎস চিহ্ন ও করচরণাদিতে যে পদ্মাদি চিহ্ন তদ্দ্বারা চিহ্নিত এবং কৌস্তুভাদি লক্ষণে উপলক্ষিত শঙ্খচক্রাদিধারী শ্রীকৃষ্ণ-রূপে অবতীর্ণ হয়েন ॥ ২৭ ॥

তং তদা পুরুষং মর্ত্যা মহারাজোপলক্ষণম্।
যজন্তি বেদতন্ত্রাভ্যাং পরং জিজ্ঞাসবো নৃপ ॥ ২৮ ॥

(হে) নৃপ! তদা জিজ্ঞাসবঃ মর্ত্যাঃ মহারাজোপলক্ষণং তং পরং পুরুষং বেদ-তন্ত্রাভ্যাং যজন্তি ॥ ২৮ ॥

হে নৃপ! তৎকালে জিজ্ঞাসু মানব সকল ছত্রচামরাদি রাজচিহ্নে চিহ্নিত ঐ পরপুরুষকে বৈদিক ও তান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসারে পূজা করিয়া থাকেন ॥ ২৮ ॥

"হে নৃপ" ইত্যাদি। দ্বাপরযুগে ধর্ম্মাংশ অর্দ্ধহীন হওয়াতে প্রজা সকল ধর্ম্মাধর্ম্মরত প্রলাপী চপল জ্ঞাননিষ্ঠ ও কপটবাক্য হয়েন। সুতরাং তৎকালে লোক সকল বেদজ্ঞানবিহীন হইয়া কেবল অর্চ্চনামার্গেরই অনুসরণ করেন। ঐ সময় বৈদিক ও তান্ত্রিক উভয় প্রকার অর্চ্চনার পদ্ধতিরই সুপ্রচার দেখা যায়। দ্বাপরযুগে প্রজারা শ্রীভগবানকে চক্রচামরাদি চিহ্নে চিহ্নিত রাজার ন্যায় বিবিধ উপহারে অর্চ্চনা করিতেন ॥ ২৮ ॥

নমস্তে বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় তুভ্যং ভগবতে নমঃ।
নারায়ণায় ঋষয়ে পুরুষায় মহাত্মনে।
বিশ্বেশ্বরায় বিশ্বায় সর্ব্বভূতাত্মনে নমঃ।
ইতি দ্বাপর উর্ব্বীশ স্তুবন্তি জগদীশ্বরম্ ॥ ২৯ ॥

(হে) উর্ব্বীশ! দ্বাপরে জগদীশ্বরং বাসুদেবায় তে নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ নমঃ প্রদ্যুম্নায় অনিরুদ্ধায় তুভ্যং ভগবতে নমঃ নারায়ণায় ঋষয়ে পুরুষায় মহাত্মনে বিশ্বেশ্বরায় বিশ্বায় সর্ব্বভূতাত্মনে নমঃ ইতি স্তুবন্তি ॥ ২৯ ॥

হে রাজন্! দ্বাপরে জগদীশ্বরকে "বাসুদেব, তোমাকে নমস্কার; সঙ্কর্ষণ, তোমাকে নমস্কার; প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, ভগবান, তোমাকে নমস্কার; নারায়ণ, ঋষি, পুরুষ, মহাত্মা, বিশ্বেশ্বর, বিশ্ব, সর্ব্বভূতাত্মা, তোমাকে নমস্কার; এই বলিয়া স্তব করিয়া থাকেন ॥ ২৯ ॥

"হে রাজন্" ইত্যাদি। দ্বাপরযুগে মানবগণ আপনাদিগের অনুষ্ঠিত অর্চ্চনার অঙ্গরূপে "হরে মুরারে মধুকৈটভারে গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে। যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণো নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ ॥" এই তারকব্রহ্মনাম জপ ও "বাসুদেব, তোমাকে নমস্কার" প্রভৃতি বলিয়া শ্রীভগবানের স্তব করিতেন ॥ ২৯ ॥

নানাতন্ত্র বিধানেন কলাবপি তথা শৃণু ॥ ৩০ ॥

তথা কলৌ অপি নানাতন্ত্রবিধানেন (শ্রীভগবন্তম্ অর্চ্চয়ন্তি), শৃণু ॥ ৩০ ॥

ঐরূপ কলিতেও নানাতন্ত্রোক্তবিধানে শ্রীভগবানকে অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, শ্রবণ কর ॥ ৩০ ॥

"ঐরূপ কলিতেও" ইত্যাদি। এই কলিযুগের অধিকাংশই মন্দ। কলিযুগে পরমায়ু অল্প, দেহপরিমাণ সার্দ্ধত্রিহস্তমাত্র, অন্নগত প্রাণ, ধর্ম্ম সঙ্কুচিত, তপঃ বিচলিত, সত্য দূরগত, পৃথিবী মন্দফলা, রাজগণ কুটিল ও স্বার্থপর, ব্রাহ্মণ সকল শাস্ত্রজ্ঞানবর্জ্জিত, পুরুষ সকল স্ত্রৈণ, স্ত্রী সকল চপল, লোক সকল পাপ-রত, সাধু সকল অবনত ও অসাধু সকল উন্নত। ঈদৃশ যুগে যোগ যজ্ঞ ও অর্চ্চনাদি অসম্ভব। তবে সাধারণ কলিযুগে ধর্ম্মচর্চ্চা অসম্ভব হইলেও বর্ত্তমান কলিযুগে উহা একেবারে অসম্ভব হইয়া পড়ে নাই। যে দ্বাপরে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েন, তাঁহার অবতারের নিমিত্ত, সেই দ্বাপরের পরবর্ত্তী কলির কিছু বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। এই কলি, সেই কলি। অতএব এ কলির কিছু বিশেষত্ব আছে। সেই বিশেষত্ব কি ?—এই কলিতে অন্যান্য কলির ন্যায় ভগবদ্বিমুখ না হইয়া অধিকাংশ লোকই নানা-তন্ত্রোক্ত-বিধানে শ্রীভগবানের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, ইহাই এই কলির বিশেষত্ব। এই কলির লোক সকল যেরূপে শ্রীভগবানের উপাসনা করিয়া থাকেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৩০ ॥

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥ ৩১ ॥

(তদা) সুমেধসঃ (বিবেকিনঃ) ত্বিষা (কান্ত্যা) অকৃষ্ণম্ (ইন্দ্রনীলমণিবৎ উজ্জ্বলং) কৃষ্ণবর্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং (শ্রীকৃষ্ণং) সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈঃ (সঙ্কীর্ত্তন-প্রধানৈঃ) যজ্ঞৈঃ যজন্তি হি ॥ ৩১ ॥

তৎকালে বিবেকী ব্যক্তি সকল কান্তিতে অকৃষ্ণ অর্থাৎ ইন্দ্রনীলমণির ন্যায় উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদ শ্রীকৃষ্ণকে সঙ্কীর্ত্তনপ্রধান যজ্ঞ দ্বারাই অর্চ্চনা করিয়া থাকেন ॥ ৩১ ॥

"তৎকালে" ইত্যাদি। কালদোষে কলির লোকমাত্রই দুর্ব্বুদ্ধি হইয়া পড়ে। কিন্তু এই কলিতে অনেক সুবুদ্ধি বিবেকসম্পন্ন লোকও দেখা গিয়া থাকে। এই কলিতে যাঁহারা সুবুদ্ধি হইয়া জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাদেরত ভাগ্যের কথাই নাই। এই সময়ে দুর্ব্বুদ্ধি লোকেরও জীবন প্রায়ই ব্যর্থ যায় না। "হরে-

কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥”
কলিসন্তরণোপনিষদুক্ত এই শ্রীশ্রীহরিনাম এই যুগের যজ্ঞ। এই যুগের সুবুদ্ধি লোক সকল যখন সঙ্কীর্ত্তনপ্রধান যজ্ঞ দ্বারা শ্রীভগবানের উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়েন, তখন হেলায় শ্রদ্ধায় তারকব্রহ্মনাম যাঁহার কর্ণে প্রবেশ করে, তিনিই দুরন্ত ভবসাগর পারের তরণী প্রাপ্ত হয়েন। নিরপরাধীর ত কথাই নাই, নামের গুণে শ্রবণমাত্রই পার হইয়া যান। আর যিনি অপরাধী, তাঁহারও শ্রবণ নিষ্ফলে যায় না। তিনিও জন্মজন্মান্তরে নিরপরাধ হইবার সুযোগ লাভ করিয়া থাকেন। শরণাগত অকিঞ্চন ভক্তেই নাম আশু ফলপ্রদ হয়েন। সামর্থ্যশালী অন্যান্য যুগের লোক সকলের অপেক্ষা সর্ব্বপ্রকারে অসমর্থ কলিযুগের লোকদিগের পক্ষে শরণাগত অকিঞ্চন হওয়া সহজ। তবে কিরূপ শরণাগত অকিঞ্চন ভক্ত হইলে, আশু নামের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং ঐ ফল বা কিরূপ, তাহার শিক্ষা সত্যাদি কোন যুগেই প্রচারিত হয় নাই। অতএব শ্রীকৃষ্ণাবতারের পরবর্ত্তী সঙ্কীর্ত্তনপ্রধান কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই ভক্তরূপে অবতার স্বীকার করিয়া শ্রীহরিনামসঙ্কীর্ত্তনের মাহাত্ম্য প্রচার করিলেন। এই কলিযুগের অবতার প্রচ্ছন্ন অবতার। এই অবতারে তিনি নিজের কৃষ্ণবর্ণকে গৌরকান্তি দ্বারা আবৃত করিয়া গৌররূপে আবির্ভূত হয়েন। গৌরবর্ণের কথা শ্রীগর্গমুনির বাক্য হইতেও প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি “শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ” এই বাক্যে যে পীতবর্ণ অবতারের কথা উল্লেখ করেন, উহা প্রাচীন কোন কলিযুগের গৌর অবতারের কথাই বলিতে হইবে। কারণ, ঐ দ্বাপরে পীতবর্ণ কোন অবতার দেখা যায় না, শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং তৎকালে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই কলিযুগীয় গৌরাবতার শ্রীকৃষ্ণেরই আবির্ভাববিশেষ অর্থাৎ তাঁহারই মূর্ত্তিবিশেষ। কেন না, এই অবতারে যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম ধারণ করেন, তাহাতেও কৃষ্ণবর্ণই রহিয়াছে। কৃষ্ণবর্ণ শব্দ দ্বারা এতদ্ব্যতীত আরও কয়েকটি বিশেষ বিশেষ অর্থ প্রকাশ হইতেছে। গৌর অবতারে কৃষ্ণকে বর্ণনা অর্থাৎ স্বয়ং গান করেন এবং সকল লোককে দয়া করিয়া ঐ গান উপদেশ করেন বলিয়া কৃষ্ণবর্ণ গৌরের একটি বিশেষণ হইয়াছে। অথবা কৃষ্ণবর্ণ শব্দ দ্বারা গৌর স্বয়ং অকৃষ্ণ অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণরহিত হইয়াও নিজের কান্তি দ্বারা কৃষ্ণের উপদেষ্টা হইয়াছিলেন, ইহাও বুঝাইতেছে। এই পক্ষে শ্রীগৌরাঙ্গের দর্শনমাত্রই লোকের কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি হইত, ইহাই বুঝাইতেছে। অথবা শ্রীগৌরাঙ্গ সকল লোকের দৃষ্টিতে গৌর হইয়াও ভক্তবিশেষের দৃষ্টিতে কৃষ্ণবর্ণ

শ্রীকৃষ্ণরূপেই প্রকাশ পাইতেন, ইহাই কৃষ্ণবর্ণ শব্দের তাৎপর্য্য। শ্রীগৌরাঙ্গ যে স্বয়ং ভগবান, তাহা পরবর্ত্তী বিশেষণ দ্বারাও প্রকাশ পাইতেছে। শ্রীকৃষ্ণাবতারে শ্রীভগবান হৃদয়াদি অঙ্গ কৌস্তুভাদি উপাঙ্গ সুদর্শনাদি অস্ত্র ও সুনন্দাদি পার্ষদগণের সহিত অর্চ্চিত হইয়াছিলেন, এ অবতারে কিন্তু সেই সকলের সহিত পূজিত হয়েন নাই। এই অবতারে তাঁহার পরম মনোহর অঙ্গই কৌস্তুভাদি অলঙ্কার সুদর্শনাদি অস্ত্র সকল ও সুনন্দাদি পার্ষদের কার্য্য করিয়াছিল। তবে অত্যন্ত প্রেমাস্পদ তত্তুল্য পার্ষদ শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্য প্রভৃতির সহিত তাঁহার পূজাও প্রসিদ্ধ আছে। এই অবতারে শ্রীমন্নামসঙ্কীর্ত্তনই তাঁহার প্রধান পূজাসম্ভার হইয়াছিল। মহাভাবতীয় সহস্রনামস্তোত্রে শ্রীগৌরাঙ্গের অবতারসূচক "সুবর্ণবর্ণ" ও "সন্ন্যাসকৃৎ" প্রভৃতি নাম সকলেরও উল্লেখ দেখা যায় ॥ ৩১ ॥

ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং
তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্ ।
ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণতপাল ভবাব্ধিপোতং
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্ ॥ ৩২ ॥

(হে) প্রণতপাল! (হে) মহাপুরুষ! সদা ধ্যেযং পরিভবঘ্নম্ অভীষ্টদোহং তীর্থাস্পদং শিববিবিঞ্চিনুতং শবণ্যং ভৃত্যার্ত্তিহং ভবাব্ধিপোতং তে (তব) চরণারবিন্দং বন্দে ॥ ৩২ ॥

তৎকালে তাঁহাকে "হে প্রণতপাল, হে মহাপুরুষ, সদা ধ্যেয পবিভবঘ্ন অভীষ্টদোহ তীর্থাস্পদ শিববিবিঞ্চিনুত শবণ্য ভৃত্যার্ত্তিহ ভবাব্ধিপোত তোমার চরণারবিন্দ বন্দনা করি" বলিয়া বন্দনা করা হইত ॥ ৩২ ॥

"তৎকালে তাঁহাকে" ইত্যাদি। প্রণতপাল শব্দে যিনি দাসাভিমানী, প্রণতি মাত্রই, শ্রীভগবান তাঁহাকে পালন করিয়া থাকেন, ইহাই বুঝাইতেছেন। মহাপুরুষ শব্দের অর্থ পরমহংসমহামুনীন্দ্র। সদা শব্দে কালদেশাদির নিয়ম নাই, ইহাই জানাইতেছেন। পবিভবঘ্ন শব্দেব অর্থ ইন্দ্রিয়জন্য ও কুটুম্বাদিজন্য পরিভব অর্থাৎ তিরস্কারকে নাশ কবেন যিনি। তীর্থাস্পদ শব্দের অর্থ ধ্যানমাত্র পবিত্রকাবী। শিববিবিঞ্চিনুত শব্দের অর্থ শিবব্রহ্মাদিও যাঁহাকে প্রণাম করিয়া থাকেন। শবণ্য শব্দের অর্থ শরণাগতপালক। এতদ্দ্বারা তাঁহার সুখসেব্যত্ব বোধিত হইতেছে। ভৃত্যার্ত্তিহ শব্দ দ্বারা ভক্তবাৎসল্য সূচিত হইতেছে ॥ ৩২ ॥

ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজসুরেপ্সিতরাজ্যলক্ষ্মীং
ধর্ম্মিষ্ঠ আর্য্যবচসা যদগাদরণ্যম্।
মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতমন্বধাবৎ
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্॥ ৩৩॥

(হে) মহাপুরুষ! যৎ (যঃ) ধর্ম্মিষ্ঠঃ (ভবান্) সুরেপ্সিতরাজলক্ষ্মীং ত্যক্ত্বা আর্য্যবচসা অরণ্যম্ অগাৎ দয়িতয়া ঈপ্সিতং মায়ামৃগম্ অন্বধাবৎ (তস্য) তে (তব) চরণারবিন্দং বন্দে॥ ৩৩॥

হে মহাপুরুষ! যে ধর্ম্মিষ্ঠ তুমি সুরেপ্সিত রাজ্যলক্ষ্মী ত্যাগ করিয়া আর্য্য বাক্যানুসারে অরণ্যে গমন করিয়াছিলে এবং দয়িতা (হেতু বা কর্তৃক) ঈপ্সিত মায়ামৃগের অনুধাবন করিযাছিলে, সেই তোমার চরণারবিন্দে বন্দনা করি॥ ৩৩॥

"হে মহাপুরুষ" ইত্যাদি। প্রথম পক্ষে শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্র বোধিত হইয়াছে। উহার শ্লেষার্থ যথা—যে ধর্ম্মিষ্ঠ তুমি প্রাণ হইতেও দুস্ত্যজা এবং সুরগণও যাঁহার স্থিতি প্রার্থনা করেন, সেই লক্ষ্মীকে পরিত্যাগ করিয়া, ব্রাহ্মণের শাপবাক্যে সন্ন্যাস করিয়াছিলে, এবং মায়ামৃগ অর্থাৎ সংসারারিষ্ট জন সকলকে করুণা করিয়া আলিঙ্গনাদি প্রদানচ্ছলে উদ্ধার করিয়াছিলে, সেই তোমার চরণারবিন্দ বন্দনা করি॥ ৩৩॥

এবং যুগানুরূপাভ্যাং ভগবান্ যুগবর্ত্তিভিঃ।
মনুজৈরিজ্যতে রাজন্ শ্রেয়সামীশ্বরো হরিঃ॥ ৩৪॥

(হে) রাজন্! শ্রেয়সাম্ ঈশ্বরঃ ভগবান্ হরিঃ যুগবর্ত্তিভিঃ মনুজৈঃ এবং যুগানুরূপাভ্যাং (নামরূপাভ্যাম্) ইজ্যতে॥ ৩৪॥

হে রাজন্! মঙ্গলের ঈশ্বর ভগবান হরি যুগবর্ত্তী মনুজগণ কর্তৃক এইরূপ যুগানুরূপ নামরূপ দ্বারা অর্চ্চিত হয়েন॥ ৩৪॥

কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ।
যত্র সঙ্কীর্ত্তনেনৈব সর্ব্বঃ স্বার্থোঽপি লভ্যতে॥ ৩৫॥

যত্র (কলৌ) সঙ্কীর্ত্তনেন এব (সাধনান্তরনিরপেক্ষেণ) সর্ব্বঃ অপি স্বার্থঃ (ধ্যানাদিসাধনসাহস্রৈঃ সাধ্যঃ) লভ্যতে সারভাগিনঃ গুণজ্ঞাঃ আর্য্যাঃ (তং) কলিং সভাজয়ন্তি॥ ৩৫॥

যে কলিতে সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা সকল স্বার্থই লাভ হয়, সারভাগী গুণজ্ঞ আর্য্য সকল সেই কলিকে সম্মান করিয়া থাকেন ॥ ৩৫ ॥

ন হ্যতঃ পরমো লাভো দেহিনাং ভ্রাম্যতামিহ।
যতো বিন্দেত পরমাং শান্তিং নশ্যতি সংসৃতিঃ ॥ ৩৬ ॥

ইহ ভ্রাম্যতাং দেহিনাম্ অতঃ (সঙ্কীর্ত্তনাৎ) পরমঃ লাভঃ ন হি যতঃ (সঙ্কীর্ত্তনাৎ) পরমাং শান্তিং বিন্দেত সংসৃতিঃ (চ) নশ্যতি ॥ ৩৬ ॥

সংসারে ভ্রমণকারী দেহীদিগের ইহা হইতে পরম লাভ আর কিছুই নাই যে, সঙ্কীর্ত্তন হইতে পরম শান্তি লাভ ও সংসারের নাশ হয় ॥ ৩৬ ॥

কৃতাদিষু প্রজা রাজন্ কলাবিচ্ছন্তি সম্ভবম্।
কলৌ কিল ভবিষ্যন্তি নারায়ণপরায়ণাঃ।
ক্বচিৎ ক্বচিৎ মহারাজ দ্রবিড়েষু চ ভূরিশঃ।
তাম্রপর্ণী নদী যত্র কৃতমালা পয়স্বিনী।
কাবেরী চ মহাপুণ্যা প্রতীচী চ মহানদী ॥ ৩৭ ॥

(হে) রাজন্! কৃতাদিষু প্রজাঃ কলৌ সম্ভবম্ ইচ্ছন্তি। হে মহারাজ! কলৌ ক্বচিৎ ক্বচিৎ (প্রজাঃ) নারায়ণপরায়ণাঃ ভবিষ্যন্তি কিল। দ্রবিড়েষু চ যত্র তাম্রপর্ণী নদী কৃতমালা পয়স্বিনী মহাপুণ্যা কাবেরী চ প্রতীচী মহানদী চ ভূরিশঃ (বহ্ব্যঃ প্রজাঃ নারায়ণপরাঃ ভবিষ্যন্তি) ॥ ৩৭ ॥

হে রাজন্! সত্যাদিযুগের প্রজা সকল কলিতে জন্ম ইচ্ছা করিয়া থাকেন। কলিতে গৌড়াদি কোন কোন স্থানের প্রজাবর্গ নারায়ণপরায়ণ হইবেন। হে মহারাজ! দ্রাবিড় দেশেও যেখানে তাম্রপর্ণী নদী কৃতমালা নদী মহাপুণ্যা কাবেরী নদী ও পশ্চিমবাহিনী মহানদী সেই সকল স্থানে অনেকানেক প্রজাই নারায়ণপরায়ণ হইবেন ॥ ৩৭ ॥

যে পিবন্তি জলং তাসাং মনুজা মনুজেশ্বর।
প্রায়ো ভক্তা ভগবতি বাসুদেবেঽমলাশয়াঃ ॥ ৩৮ ॥

(হে) মনুজেশ্বর! যে মনুজাঃ তাসাং (নদীনাং) জলং পিবন্তি (তে) প্রায়ঃ অমলাশয়াঃ (সন্তঃ) বাসুদেবে ভগবতি ভক্তাঃ (ভবন্তি) ॥ ৩৮ ॥

হে রাজন্! যে সকল মনুষ্য ঐ সকল নদীর জল পান করেন, তাঁহারা প্রায়ই অমলাশয় হইয়া ভগবান বাসুদেবে ভক্তিমন্ত হইয়া থাকেন ॥ ৩৮ ॥

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং
ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং
গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্ ॥ ৩৯ ॥

(হে) রাজন্! যঃ (জনঃ) কর্ত্তং (কৃত্যং ভেদং বা) পরিহৃত্য সর্ব্বাত্মনা শরণ্যং মুকুন্দং শরণং গতঃ অয়ং দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং ন কিঙ্করঃ ন ঋণী চ ॥৩৯॥

হে রাজন্! যে ব্যক্তি কর্ত্ত অর্থাৎ কৃত্য বা ভেদ ত্যাগ করিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে শরণাগতপালক মুকুন্দের শরণাপন্ন হয়েন। তিনি দেবতা ঋষি ভূত আপ্ত মনুষ্য ও পিতৃলোক সকলের কিঙ্করও নহেন বা ঋণীও থাকেন না ॥ ৩৯ ॥

স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য
ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ।
বিকর্ম্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চি-
দ্ধুনোতি সর্ব্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ ॥ ৪০ ॥

স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য ত্যক্তান্যভাবস্য (তস্য) কথঞ্চিৎ যৎ চ বিকর্ম্ম উৎপতিতং (ভবেৎ) তৎ (অপি) সর্ব্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ পরেশঃ হরিঃ ধুনোতি ॥৪০॥

স্বীয় পাদমূল ভজনকারী প্রিয় অন্যভাবরহিত সেই ভক্তের কোনরূপে যে কিছু নিষিদ্ধ কর্ম্ম উৎপতিত হয়, সে সকলও হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট পরমেশ্বর হরি বিনষ্ট করিয়া থাকেন ॥ ৪০ ॥

নারদ উবাচ।

ধর্ম্মান্ ভাগবতানিত্থং শ্রুত্বা স মিথিলেশ্বরঃ।
জায়ন্তেয়ান্ মুনীন্ প্রীতঃ সোপাধ্যায়ো হ্যপূজয়ৎ ॥ ৪১ ॥

নারদঃ উবাচ। সোপাধ্যায়ঃ মিথিলেশ্বরঃ সঃ (নিমিঃ) ইত্থং ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শ্রুত্বা প্রীতঃ (সন্) জায়ন্তেয়ান্ (জয়ন্ত্যাঃ পুত্রান্) মুনীন্ অপূজয়ৎ হি ॥ ৪১ ॥

নারদ বলিলেন। সোপাধ্যায় মিথিলেশ্বর সেই নিমি এইরূপে ভাগবত ধর্ম্ম শ্রবণ পূর্ব্বক প্রীত হইয়া জায়ন্তেয় মুনিদিগকে পূজা করিলেন ॥ ৪১ ॥

ততোঽন্তর্দ্দধিরে সিদ্ধাঃ সর্ব্বলোকস্য পশ্যতঃ।
রাজা ধর্ম্মানুপাতিষ্ঠন্নবাপ পরমাং গতিম্ ॥ ৪২ ॥

ততঃ সিদ্ধাঃ পশ্যতঃ সর্ব্বলোকস্য অন্তর্দ্দধিরে। রাজা ধর্ম্মান্ উপাতিষ্ঠন্ পরমাং গতিম্ অবাপ ॥ ৪২ ॥

তদনন্তর সিদ্ধ মুনিগণ লোক সকল দেখিতে দেখিতে অন্তর্ধান করিলেন। রাজাও উপদিষ্ট ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া পরম গতি লাভ করিলেন ॥ ৪২ ॥

ত্বমপ্যেতান্ মহাভাগ ধর্ম্মান্ ভাগবতান্ শুভান্ ।
আস্থিতঃ শ্রদ্ধয়া যুক্তো নিঃশঙ্কো যাস্যসে পরম্ ॥ ৪৩ ॥

(হে) মহাভাগ! ত্বম্ অপি নিঃসঙ্গঃ শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ এতান্ শুভান্ ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ আস্থিতঃ পরং যাস্যসে ॥ ৪৩ ॥

হে মহাভাগ বসুদেব! তুমিও নিঃসঙ্গ হইয়া শ্রদ্ধাসহকারে এই শুভ ভাগবত ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইবে ॥ ৪৩ ॥

যুবয়োঃ খলু দম্পত্যোর্যশসা পূরিতং জগৎ ।
পুত্রতামগমদ্‌যদ্‌বাং ভগবানীশ্বরো হরিঃ ॥ ৪৪ ॥

যৎ (যস্মাৎ) ভগবান্ ঈশ্বরঃ হরিঃ বাং (যুবয়োঃ) পুত্রতাম্ অগমৎ (অতঃ) যুবয়োঃ দম্পত্যোঃ যশসা জগৎ পূরিতং খলু ॥ ৪৪ ॥

যেহেতু ভগবান্ ঈশ্বর হরি তোমাদিগের পুত্র হইয়া জন্মিয়াছেন, অতএব তোমাদের দুই স্ত্রীপুরুষের যশে জগৎ নিশ্চয়ই পূর্ণ হইয়াছে ॥ ৪৪ ॥

দর্শনালিঙ্গনালাপৈঃ শয়নাসনভোজনৈঃ ।
আত্মা বাং পাবিতঃ কৃষ্ণে পুত্রস্নেহং প্রকুর্ব্বতোঃ ॥ ৪৫ ॥

কৃষ্ণে পুত্রস্নেহং প্রকুর্ব্বতোঃ বাং (যুবয়োঃ) তস্য দর্শনালিঙ্গনালাপৈঃ শয়-নাসনভোজনৈঃ আত্মা পাবিতঃ ॥ ৪৫ ॥

কৃষ্ণে পুত্রস্নেহ করাতে তোমাদের তাঁহার দর্শন আলিঙ্গন আলাপ শয়ন আসন ও ভোজন দ্বারা আত্মা পবিত্র করিয়াছ ॥ ৪৫ ॥

বৈরেণ যং নৃপতয়ঃ শিশুপালপৌণ্ড্র-
সাল্বাদয়ো গতিবিলাসবিলোকনাদ্যৈঃ ।
ধ্যায়ন্ত আকৃতিধিয়ঃ শয়নাসনাদৌ
তৎসাম্যমাপুরনুরক্তধিয়াং পুনঃ কিম্ ॥ ৪৬ ॥

শিশুপালপৌণ্ড্রসাল্বাদয়ঃ নৃপতয়ঃ যং (শ্রীকৃষ্ণং) বৈরেণ (অপি) ধ্যায়ন্তঃ

(তস্য) গতিবিলাসবিলোকনাদ্যৈঃ আকৃতিধিয়ঃ (সন্তঃ) তৎসাম্যম্ আপুঃ অনুরক্তধিয়াং কিং পুনঃ (বক্তব্যম্) ॥ ৪৬ ॥

শিশুপাল পৌণ্ড্র ও সাল্ব প্রভৃতি নৃপতি সকল যে শ্রীকৃষ্ণকে বৈরভাবেও চিন্তা করিয়া তাঁহার গতি বিলাস ও বিলোকনাদি দ্বারা তদাকারাকারিতবুদ্ধি হইয়া তৎসাম্য প্রাপ্ত হইয়াছে, তাঁহাতে অনুরক্তবুদ্ধি ভক্তগণের আর কথা কি? ॥ ৪৬ ॥

মাপত্যবুদ্ধিমকৃথাঃ কৃষ্ণে সর্ব্বাত্মনীশ্বরে।
মায়ামনুষ্যভাবেন গূঢ়ৈশ্বর্য্যে পরেঽব্যয়ে ॥ ৪৭ ॥

মায়ামনুষ্যভাবেন গূঢ়ৈশ্বর্য্যে পরে অব্যয়ে সর্ব্বাত্মনি ঈশ্বরে কৃষ্ণে অপত্যবুদ্ধিং মা অকৃথাঃ ॥ ৪৭ ॥

মায়ামনুষ্যভাব দ্বারা গুপ্তৈশ্বর্য্য পর অব্যয় সর্ব্বাত্মা ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণে অপত্যবুদ্ধি করিও না ॥ ৪৭ ॥

ভূভারাসুররাজন্যহন্তবে গুপ্তয়ে সতাম্।
অবতীর্ণস্য নির্ব্বৃত্যৈ যশো লোকে বিতন্যতে ॥ ৪৮ ॥

ভূভারাসুররাজন্যহন্তবে সতাং গুপ্তয়ে নির্ব্বৃত্যৈ লোকে অবতীর্ণস্য (তস্য) যশঃ বিতন্যতে ॥ ৪৮ ॥

ভূমির ভারস্বরূপ অসুরস্বভাব ক্ষত্রিয়গণের নাশার্থ সাধুগণের রক্ষার্থ ও মোক্ষবিধানার্থ এই প্রপঞ্চে অবতীর্ণ সেই শ্রীকৃষ্ণের যশ বিস্তীর্ণ হইতেছে ॥ ৪৮ ॥

শুক উবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা মহাভাগো বসুদেবোঽতিবিস্মিতঃ।
দেবকী চ মহাভাগা জহতুর্মোহমাত্মনঃ ॥ ৪৯ ॥

শুকঃ উবাচ। মহাভাগঃ বসুদেবঃ মহাভাগা দেবকী চ এতৎ (বচনং) শ্রুত্বা অতিবিস্মিতঃ (অভবৎ) আত্মনঃ মোহং জহতুঃ ॥ ৪৯ ॥

শুকদেব বলিলেন। মহাভাগ বসুদেব ও মহাভাগা দেবকী এই কথা শুনিয়া অতীব বিস্মিত হইলেন এবং আপনাপন মোহ ত্যাগ করিলেন ॥ ৪৯ ॥

ইতিহাসমিমং পুণ্যং ধারয়েদ্ যঃ সমাহিতঃ।
স বিধূয়েহ শমলং ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ৫০ ॥

যঃ (জনঃ) সমাহিতঃ (সন্) ইমং পুণ্যম্ ইতিহাসং ধারয়েৎ সঃ ইহ শমলং বিধূয় ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ৫০ ॥

যে ব্যক্তি সমাহিত হইয়া এই পবিত্র ইতিহাস ধারণ করেন, তিনি মোহ-নির্ম্মুক্ত হইয়া জীবন্মুক্ত হয়েন ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাম্ একাদশস্কন্ধে জায়ন্তেয়োপাখ্যানে
পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

বাদরাষণিরুবাচ।

অথ ব্রহ্মাত্মজৈর্দেবৈঃ প্রজেশৈরাবৃতোঽভ্যগাৎ।
ভবশ্চ ভূতভব্যেশো যযৌ ভূতগণৈর্বৃতঃ॥ ১॥

অথ (অনন্তরম্) আত্মজৈঃ (সনকাদিভিঃ) দেবৈঃ (ইন্দ্রাদিভিঃ) প্রজেশৈঃ (মরীচ্যাদিভিঃ). আবৃতঃ ব্রহ্মা (কৃষ্ণং দিদৃক্ষুঃ দ্বারকাম্) অভ্যগাৎ। ভূতগণৈঃ বৃতঃ ভূতভব্যেশঃ (অতীতানাগতজ্ঞঃ) ভবঃ চ (কৃষ্ণং দিদৃক্ষুঃ দ্বারকাং) যযৌ॥ ১॥

বাদরায়ণি বলিলেন। অনন্তর সনকাদি পুত্রগণ ইন্দ্রাদি দেবগণ ও মরীচি প্রভৃতি প্রজাপতিগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া, ব্রহ্মা কৃষ্ণদর্শনার্থ দ্বারকায় গমন করিলেন। এবং ভূতগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, অতীতানাগতজ্ঞ মহাদেবও তদভিলাষে দ্বারাবতীতে গমন করিলেন॥ ১॥

"বাদরায়ণি বলিলেন" ইত্যাদি। বাদরায়ণি—(বদর—বদ্-স্থির থাকা-অর সংজ্ঞার্থে—যে ছিন্ন হইলেও স্থির থাকে, অর্থাৎ পুনঃ পল্লবিত হয—কুল গাছ। বাদর—বদর-ষ্ণ-ইদমর্থে—কুল গাছ দ্বারা পরিবেষ্টিত স্থানবিশেষ—হিমালয় পর্ব্বতের একদেশ—সরস্বতী নদীর তীরে অবস্থিত বদ্রীনাথ বা বদ্রীনারায়ণ বলিয়া প্রসিদ্ধ সিদ্ধাশ্রম। ঐ আশ্রমে নিত্য বাস করিতেন বলিয়া ব্যাসদেবের নাম বাদর-অয়ন বাদরায়ণ) বাদরায়ণ-ষ্ণি—বেদব্যাসতনয় শুকদেব। ইনি রাজা পরীক্ষিৎকে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করান। মহর্ষি বেদব্যাস ঘৃতাচী নাম্নী অপ্সরাকে দেখিয়া কামাসক্ত হইয়াছিলেন। ঘৃতাচী তাঁহাকে কামার্ত্ত দেখিয়া শুকপক্ষীর রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। মহর্ষি তাহাকে অন্য রূপ ধারণ করিতে দেখিয়া কাম নিবারণের চেষ্টায় অরণী মন্থন করিতে লাগিলেন। ভবিতব্যতার অবশ্যম্ভাবিত্ব নিবন্ধন সেই কাষ্ঠমধ্যে সহসা তাঁহার শুক্র নিপতিত হইল। মহর্ষি তদ্দর্শনে কিছুমাত্র শঙ্কিত না হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন। কাষ্ঠের ঘর্ষণ নিবন্ধন তত্রত্য শুক্র বারংবার বিলোড়িত হইল, এবং অচিরাৎ তাহা হইতে তেজঃপুঞ্জ-কলেবর ব্রহ্মর্ষি শুকদেব বিনির্গত হইয়া যজ্ঞস্থলে প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। শুক্রের বিলোড়ন দ্বারা তাঁহার জন্ম হইয়াছিল বলিয়া তিনি শুক নামে বিখ্যাত হয়েন—মহাভারত। দেবদেব মহাদেব একদা কৈলাস গিরিতে এক বিল্ববৃক্ষের তলে উপবেশন পূর্ব্বক দেবী পার্ব্বতীকে

আগম শ্রবণ করাইতেছিলেন। ঐ সময়ে ঐ বৃক্ষের উপর একটি শুকপক্ষী উপবিষ্ট ছিল। আগমোপদেশ শ্রবণ করিতে করিতে দেবীর নিদ্রার আবির্ভাব হইলে, বৃক্ষস্থ শুকপক্ষী দেবীর পরিবর্ত্তে মহাদেবের বাক্যে সম্মতিসূচক প্রতিধ্বনি প্রদান করিতেছিল। মহাদেব দেবীকে নিদ্রিত দেখিয়া তৎপরিবর্ত্তে কে উত্তর দিতেছে জানিবার জন্য ঊর্দ্ধে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া শাখার উপর উপবিষ্ট শুকপক্ষীকে দেখিতে পাইলেন এবং ক্রোধভরে তাহার বধার্থ ত্রিশূল লক্ষ্য করিলেন। তখন শুকপক্ষী ভয়ে কাতর হইয়া ত্রিভুবন ভ্রমণ করিতে করিতে ব্যাসপত্নীর গর্ভ্তে আশ্রয় গ্রহণ করিল। ব্যাসদেবের প্রার্থনায় ত্রিশূল নিবৃত্ত হইল। ব্যাসপত্নী শুকপক্ষীর প্রবেশে গর্ব্ভিণী হইলেন। ক্রমে যোড়শ বৎসর অতীত হইতে চলিল, গর্ভ্ত হইতে কোন সন্তান প্রসূত হয়েন না। তখন মহর্ষি উহার তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া গর্ভ্তস্থ সন্তানকে তাঁহার ভূমিষ্ঠ না হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বালক তদুত্তরে নির্ম্মায় হইয়া জন্মগ্রহণের অভিপ্রায় জানাইলেন। তদনুসারে যোড়শবর্ষ বয়সে শুকদেব ব্যাসপত্নীর গর্ভ্ত হইতে ভূমিষ্ঠ হইলেন। তিনি জন্মগ্রহণমাত্র বনগমনে উদ্যত হইলেন। ব্যাসদেব পুত্রকে প্রতিনিবৃত্ত হইবার জন্য অনেক অনুনয় করিলেন, কিন্তু তাহাতে প্রথমতঃ কোন ফল দেখা গেল না। পরিশেষে মহর্ষি স্বরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের কোন একটি শ্লোক আবৃত্তি করিলেন। শুকদেব ঐ শ্লোকের মধুরতায় আকৃষ্ট হইয়া পিতৃগৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক পিতার নিকট সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।

সনকাদি পুত্রগণ—ব্রহ্মার চারি মানসপুত্র সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার। ইহাঁরা আবেশাবতার বলিয়া গণ্য হয়েন। ব্রহ্মা সৃষ্টির প্রথমে আপনার মন হইতে তমঃ অর্থাৎ জীবগণের স্বরূপের অপ্রকাশ, মোহ অর্থাৎ প্রাণবিশিষ্ট দেহে—সজীব দেহে অহংবুদ্ধি, মহামোহ অর্থাৎ অন্নাদি ভোগ্য বস্তুতে মদীয় বুদ্ধি, তামিস্র অর্থাৎ ভোগবাসনার প্রতিঘাতে ক্রোধ, অন্ধতামিস্র অর্থাৎ ভোগ্যবস্তুর নাশে নিজের নাশবুদ্ধি, এই পঞ্চপর্ব্বা অবিদ্যার অর্থাৎ অজ্ঞানবৃত্তির—অধঃস্রোতস্বিনী মনোবৃত্তির—কামাত্মক মানসের সৃষ্টি করিলেন। কিন্তু এই সৃষ্টিকে পাপীয়সী দেখিয়া তাঁহার অন্তরে আনন্দানুভব হইল না, এই নিমিত্ত শ্রীভগবানের ধ্যান করিয়া তদ্দ্বারা পবিত্রীভূত মনে অন্যান্য সৃষ্টি অর্থাৎ বিদ্যাবৃত্তির—ঊর্দ্ধস্রোতঃস্বিনী মনোবৃত্তির সৃষ্টি—নির্ব্বাসন মানসের সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তদনুসারে সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার এই চারিজন মুনির

সৃষ্টি করিলেন। কিন্তু তাঁহারা সকলেই নিষ্ক্রিয় এবং ঊর্দ্ধরেতা হইলেন। ইঁহারা আবেশাবতারের মধ্যেও গণ্য হয়েন।—শ্রীমদ্ভাগবত।

ইন্দ্রাদি দেবগণ—ইন্দ্র আধিকারিক দেবতাবিশেষ। এক একটি মন্বন্তর এক এক ইন্দ্রের অধিকারকাল। সূর্য্যের এক রাশিতে সংক্রমণ হইতে অপব রাশিতে সংক্রমণ পর্য্যন্ত কালের নাম সৌর মাস। দ্বাদশ সৌর মাসে এক সৌর বৎসব। এক সৌব বৎসরে দেবতাদিগের এক অহোরাত্র। যে সময দেবতাদিগের দিন ঐ সময় অসুরদিগের রাত্রি এবং যে সময় দেবতাদিগের রাত্রি সেই সময় অসুরদিগের দিন হয়। ঐরূপ ৩৬০ অহোরাত্রে দেবতাদিগেব ও অসুরদিগের এক বৎসর হইয়া থাকে। দেবতাদিগের ১২০০০ বৎসরে চারিটি যুগ বা একটি মহাযুগ হয়। একসপ্ততি মহাযুগে এক মন্বন্তর হয়। এক এক মন্বন্তর বিগত হইলে, এক একবার জলপ্লাবন হইয়া থাকে, ব্রহ্মাকৃত সৃষ্টির নাশ হয় না, ঐ সময়ে কেবল পৃথিবী জলমগ্ন হয়। চতুর্দ্দশ মন্বন্তবে অর্থাৎ এক এক কল্পে এক একবার স্বর্গাদি লোকত্রয়ের নাশ হইয়া থাকে। কল্প ব্রহ্মার একদিন। সুতরাং প্রতি কল্পে চারি-সহস্র-যুগ-পরিমিত ব্রহ্মার রাত্রিতে যে এক একবার ত্রিলোকীর নাশ হয়, তাহার নাম দৈনন্দিন প্রলয়। এই দৈনন্দিন প্রলয়কে নৈমিত্তিক প্রলয়ও বলা হইয়া থাকে। ঐরূপ প্রতি মন্বন্তরে একটি মনু, একটি ইন্দ্র ও কতকগুলি দেবতা এবং কতকগুলি ঋষি জন্মিয়া থাকেন। উঁহারা উক্ত মন্বন্তরকাল ব্যাপিয়া নিজ নিজ অধিকার পালন পূর্ব্বক জলপ্লাবনকালে ব্রহ্মলোকে গমন কবেন। পবে ব্রহ্মার আযুব অবসানে ব্রহ্মাব সহিত মুক্ত হয়েন। সম্প্রতি সপ্তম মন্বন্তর চলিতেছে। চতুর্দ্দশ মন্বন্তর এবং তৎকালের ইন্দ্রাদি যথা;—স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত, সাবর্ণি, দক্ষসাবর্ণি, ব্রহ্মসাবর্ণি, ধর্ম্মসাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি, দেব-সাবর্ণি ও ইন্দ্রসাবর্ণি, এই চতুর্দ্দশ মন্বন্তর। মনুও উঁহারাই। যজ্ঞ, রোচন, সত্যজিৎ, ত্রিশিখ, বিভু, মন্ত্রদ্রুম, পুরন্দব, বলি, অদ্ভুত, শম্ভু, বৈধৃত, গন্ধধামা, দিবস্পতি ও শুচি ইঁহারা ইন্দ্র অর্থাৎ দেবতার রাজা। প্রিয়ব্রত, দ্যুমৎ, পবন, পৃথু, অর্জ্জুন, পুরু, ইক্ষ্বাকু, নির্ম্মোক, ভূতকেতু, ভূরিসেন, সত্যধর্ম্মা, দেবযান, চিত্রসেন ও উরু প্রভৃতি মনুপুত্র অর্থাৎ মনুষ্যের রাজা। তোষ, তুষিত, সত্য, বৈধৃতি, ভূতরয়, আপ্য, আদিত্য, সুতপা, পার, সুবাসন, বিহঙ্গম, হরিত, সুকর্ম্মা ও পবিত্র প্রভৃতি দেবগণ। মরীচি, ঊর্জ্জস্তম্ভ, প্রমদ, জ্যোতির্ধাম, হিরণ্যরোমা, হর্য্যস্মৎ, কশ্যপ, গালব, দ্যুতিমান্, হবিষ্মান্, অরুণ, তপোমূর্ত্তি,

নির্ম্মোক ও অগ্নিবাহু প্রভৃতি ঋষি। এতদ্ব্যতীত প্রতি মন্বন্তরে বিষ্ণুর অংশে এক একটি মন্বন্তরাবতার এবং উক্ত ঋষিগণের মধ্য হইতে এক একজন প্রজাপতিও হইয়া থাকেন ॥ ১ ॥

ইন্দ্রো মরুদ্ভির্ভগবানাদিত্যা বসবোঽশ্বিনৌ।
ঋভবোঽঙ্গিরসো রুদ্রা বিশ্বে সাধ্যাশ্চ দেবতাঃ ॥ ২ ॥
গন্ধর্ব্বাপ্সরসো নাগাঃ সিদ্ধচারণগুহ্যকাঃ।
ঋষয়ঃ পিতরশ্চৈব সবিদ্যাধরকিন্নরাঃ ॥ ৩ ॥
দ্বারকামুপসংজগ্মুঃ সর্ব্বে কৃষ্ণদিদৃক্ষবঃ।
বপুষা যেন ভগবান্ নরলোকমনোরমঃ।
যশো বিতেনে লোকেষু সর্ব্বলোকমলাপহম্ ॥ ৪ ॥

মরুদ্ভিঃ (বায়ুভিঃ সহ) ভগবান্ (ষড়ৈশ্বর্য্যশালী) ইন্দ্রঃ, আদিত্যাঃ (বিবস্বান্, অর্য্যমা, পূষা, ত্বষ্টা, সবিতা, ভগঃ, ধাতা, বিধাতা, বরুণঃ, মিত্রঃ, শক্রঃ, উরুক্রমঃ, ইতি দ্বাদশ; সূর্য্যঃ ইতি বা), বসবঃ (ভবঃ, ধ্রুবঃ, সোমঃ, বিষ্ণুঃ, অনলঃ, অনিলঃ, প্রত্যূষঃ, প্রভবঃ, ইতি অষ্ট গণদেবতাঃ), অশ্বিনৌ, ঋভবঃ (আপ্যাঃ, প্রভূতাঃ, ঋভবঃ, পৃথুকাঃ, দিবৌকসঃ, ইতি পঞ্চ চাক্ষুষাঃ দেবগণাঃ), অঙ্গিরসঃ (অঙ্গিরাঃ), রুদ্রাঃ (অজঃ, একপাৎ, অহির্ব্রধ্নঃ, পিণাকী, অপরাজিতঃ, ত্র্যম্বকঃ, মহেশ্বরঃ, বৃষাকপিঃ, শম্ভুঃ, হরঃ, ঈশ্বরঃ, ইতি একাদশ গণদেবতাঃ), বিশ্বে (বসুঃ, সত্যঃ, ক্রতুঃ, দক্ষঃ, কালঃ, কামঃ, ধৃতিঃ, কুরুঃ, পুরূরবাঃ, মদ্রবঃ, ইতি দশ গণদেবতাঃ), সাধ্যাঃ (মনঃ, মন্তা, প্রাণঃ, নরঃ, পানঃ, বীর্য্যবান্, বিনির্ভয়ঃ, নয়ঃ, দংসঃ, নারায়ণঃ, বৃষঃ, প্রভুঃ, ইতি দ্বাদশ গণদেবতাঃ) চ দেবতাঃ; গন্ধর্ব্বাঃ (ব্রহ্মণঃ অঙ্গকান্তেঃ উৎপন্নাঃ গুহ্যবিদ্যাধরলোকনিবাসিনঃ স্বর্গায়কাঃ দেবযোনিবিশেষাঃ), অপ্সরসঃ (নিত্যং জলবিহারিণ্যঃ স্বর্ব্বেশ্যাঃ উর্ব্বশীপ্রমুখাঃ দেবযোনিবিশেষাঃ), নাগাঃ, সিদ্ধচারণগুহ্যকাঃ (সিদ্ধাঃ সিদ্ধিসম্পন্নাঃ দেবযোনিবিশেষাঃ, চারণাঃ দেবানাং স্তুতিপাঠকাঃ দেবযোনিবিশেষাঃ, গুহ্যকাঃ যক্ষাভিধেয়াঃ নিধিগূহনকারিণঃ পিশাচলোকগন্ধর্ব্বলোকয়োঃ অন্তরালনিবাসিনঃ কুবেরানুচরাঃ দেবযোনিবিশেষাঃ), ঋষয়ঃ (নারদাদ্যাঃ), পিতরঃ (চন্দ্রলোক-যমলোকনিবাসিনঃ অগ্নিষ্বাত্তাঃ বর্হিষদঃ, সুভাস্বরাঃ, আজ্যপাঃ, উপহূতাঃ, ক্রব্যাদাঃ, সুকালিনঃ, ইতি সপ্ত) চ এব সবিদ্যাধরকিন্নরাঃ (ইন্দ্রজালনৃত্যবিদ্যানিপুণাঃ দেবযোনিবিশেষাঃ বিদ্যাধরাঃ দেবগায়কাঃ দেবযোনিবিশেষাঃ কিন্নরাঃ তৈঃ সহিতাঃ) সর্ব্বে কৃষ্ণদিদৃক্ষবঃ (কৃষ্ণদর্শনাভিলাষিণঃ সন্তঃ)—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ যেন বপুষা

নরলোকমনোরমঃ (সন্) লোকেষু (সর্ব্বলোকেষু) সর্ব্বলোকমলাপহং যশঃ বিতেনে (বিস্তৃতবান্) তৎ অতিসুন্দরং বপুঃ দিদৃক্ষবঃ সন্তঃ—দ্বারকাম্ উপসংজগ্মুঃ (যযুঃ) ॥ ২-৪ ॥

মরুদ্গণের সহিত ভগবান ইন্দ্র, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, ঋভু নামক দেবগণ, অঙ্গিরা নামক ঋষিগণ, একাদশ রুদ্র, দশ বিশ্বদেবগণ, দ্বাদশ সাধ্য, গন্ধর্ব্বগণ, অপ্সরা সকল, নাগসমূহ, সিদ্ধ চারণ ও গুহ্যক সকল, ঋষিগণ, সপ্ত পিতৃকুল, বিদ্যাধরবর্গ ও কিন্নরনিকরের সহিত সকলেই কৃষ্ণ-দর্শনাভিলাষে—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে শরীর দ্বারা নরলোকমনোরম হইয়া লোক-সমূহে সর্ব্বলোকমলাপহ যশ বিস্তার করিয়াছেন, সেই অতিসুন্দর শরীর দর্শন করিবার নিমিত্ত—দ্বারকায় গমন করিলেন ॥ ২ ৪ ॥

"মরুদ্গণের" ইত্যাদি। মরুদ্গণ—কশ্যপের ঔরসে দিতির গর্ভে উৎপন্ন গণদেবতাবিশেষ। বিষ্ণুর সহায়ে ইন্দ্র কর্ত্তৃক হতপুত্রা দিতি কোন সময়ে পতির নিকট ইন্দ্রহন্তা পুত্র কামনা করেন। তদনুসারে মহর্ষি কশ্যপ পত্নীকে সম্বৎসরব্যাপী একটি ব্রত করিতে বলেন। দিতি পুত্রকামনায় যথাবিধি ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া গর্ভধারণ করেন। দৈবক্রমে ব্রতে ছিদ্র ঘটে। ইন্দ্র ঐ ছিদ্র পাইয়া দিতির গর্ভমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক গর্ভটিকে প্রথম সাত ভাগে ছেদন করিয়া পরে আবার এক একটিকে সাতটি করিয়া ছেদন করেন। এইরূপে গর্ভটি ঊনপঞ্চাশৎ ভাগে ছিন্ন হইলেও ভগবানের ইচ্ছায় গর্ভ নষ্ট না হইয়া ঊনপঞ্চাশৎ মরুতের জন্ম হয়। মরুদ্গণ জননীর অনুমতিক্রমে ইন্দ্রের সহচর হইয়া দেবত্ব লাভ করেন।

দ্বাদশ আদিত্য—মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভে উৎপন্ন গণদেবতা-বিশেষ। উহাঁদের নাম যথা,—বিবস্বান্, অর্য্যমা, পূষা, ত্বষ্টা, সবিতা, ভগ, ধাতা, বিধাতা, বরুণ, মিত্র, শক্র, অতিতেজা বা উরুক্রম। কালিকাপুরাণে বিধাতার পরিবর্ত্তে সোম এই নাম দৃষ্ট হয়। ঋগ্বেদে আদিত্য সংখ্যা ছয়;—মিত্র, বরুণ, অর্য্যমা, ভগ, দক্ষ ও অংশ। কোথাও সাত এবং কোথাও আট আদিত্যের নাম পাওয়া যায়। শতপথ ব্রাহ্মণে দ্বাদশ আদিত্যেরই উল্লেখ আছে। কিন্তু উহাঁদিগকে অদিতির পুত্র না বলিয়া দ্বাদশ মাসের স্বরূপে কীর্ত্তন করা হয়। পুরাণান্তরে লিখিত আছে যে, সূর্য্যপত্নী সংজ্ঞা আদিত্যের তেজ সহ্য করিতে অসমর্থ হইলে, তাঁহার পিতা বিশ্বকর্ম্মা সূর্য্যকে দ্বাদশ খণ্ডে বিভক্ত করেন, তাহাতেই দ্বাদশ আদিত্য হয়েন। কোথাও বা মাঘাদিক্রমে

দ্বাদশ মাসের অধিষ্ঠাতা দ্বাদশ আদিত্য কশ্যপের পুত্র বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। উহাঁদের নাম, যথাক্রমে অরুণ, সূর্য্য, বেদজ্ঞ, তপন, ইন্দ্র, রবি, গভস্তি, যম, হিরণ্যরেতা, দিবাকর, চিত্র ও বিষ্ণু।

অষ্ট বসু—গঙ্গা হইতে উৎপন্ন গণদেবতাবিশেষ। উহাঁদের নাম যথা; ভব, ধ্রুব, সোম, বিষ্ণু, অনিল, অনল, প্রত্যুষ ও প্রভব।

অশ্বিনীকুমারদ্বয়—সূর্য্যপত্নী সংজ্ঞা সূর্য্যের তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া আপনার প্রতিরূপসদৃশী ছায়ানাম্নী এক কামিনীকে নিজ শরীর হইতে বহির্গত করিয়া তাহাকে বলিলেন, "তুমি আমার প্রতিনিধিস্বরূপে এইস্থানে অবস্থিতি কর, আমি কিছুকাল পিতৃগৃহে গমন করি।" এইরূপে সংজ্ঞা সূর্য্যকে পরিত্যাগ করিয়া পিতৃগৃহে গেলেন। পিতা বিশ্বকর্ম্মা, কিন্তু কন্যার সেই স্বেচ্ছাচারে অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার মুখাবলোকন করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তাহাতে সংজ্ঞা অভিমানিনী হইয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন এবং উত্তর কুরুবর্ষে গিয়া অশ্বিনীর রূপ ধারণ পূর্ব্বক ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এদিকে সূর্য্য সংজ্ঞার অন্বেষণে বিশ্বকর্ম্মার গৃহে গিয়া তাঁহাকে না পাইয়া যোগবলে তদীয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া অশ্বরূপ ধারণ পূর্ব্বক পত্নীর সহিত মিলিত হইলেন। ঐ মিলনে যে দুই যমজ পুত্রের উৎপত্তি হইল, তাঁহারাই অশ্বিনীকুমারদ্বয় বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহাঁরা চিকিৎসাশাস্ত্রে সুনিপুণ বলিয়া স্ববৈদ্য নামে বিখ্যাত হয়েন।

ঋভু নামক দেবগণ—চাক্ষুষ মন্বন্তরে আপ্য, প্রভূত, ঋভু, পৃথুক ও দিবৌকস নামধেয় দেবতা হয়েন; ইহারাই ঋভু নামক দেবগণ। সতীর দেহত্যাগের পর প্রমথগণ যখন দক্ষযজ্ঞ নষ্ট করে, তখন মহর্ষি ভৃগু মন্ত্রবলে অগ্নিকুণ্ড হইতে ঋভু নামক কতকগুলি সৈন্যের সৃষ্টি করেন। ইহাঁরা বৈবস্বত মন্বন্তরে দেবতা হয়েন। তদ্ভিন্ন ব্রহ্মার মানসপুত্র এক ঋভুর কথাও শুনা যায়।

অঙ্গিরা নামক ঋষিগণ—সপ্তর্ষিমণ্ডল। সপ্তর্ষির মধ্যে অঙ্গিরা একজন ঋষি। ইনি ব্রহ্মার মানসপুত্র এবং বৃহস্পতির পিতা।

একাদশ রুদ্র—একাদশ সংখ্যক গণদেবতাবিশেষ। উহাঁদের নাম যথা;—অজ, একপাদ, অহিব্রধ্ন, পিণাকী, অপরাজিত, ত্র্যম্বক, মহেশ্বর, বৃষাকপি, শম্ভু, হর ও ঈশ্বর। অন্যমতে, অজ, একপাদ, অহিব্রধ্ন, বিরূপাক্ষ, সুরেশ্বর, জয়ন্ত, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, অপরাজিত, বৈবস্বত বা সাবিত্র ও হর এই একাদশ। সনকাদি ঋষিগণ ব্রহ্মার নিয়োগানুসারে প্রজাসৃষ্টিতে উন্মুখ না হইলে, তাঁহার

যে ক্রোধোদয় হয়, তাহা হইতে যিনি উৎপন্ন হয়েন, তাঁহারই রুদ্র নাম হয়। তিনি জন্মিয়াই রোদন করেন, ইহাই তাঁহার রুদ্রনামের কারণ। শ্রীমদ্ভাগবতের মতে একাদশ রুদ্রের নাম যথা; মন্যু, মনু, মহিনস, মহান্, শিব, ঋতধ্বজ, উগ্ররেতা, ভব, কাল, বামদেব ও ধৃতব্রত।

বিশ্বদেবগণ—বসু, সত্য, ক্রতু, দক্ষ, কাল, কাম, ধৃতি, কুরু, পুরূরবা ও মদ্রব এই দশ গণদেবতা।

দ্বাদশ সাধ্য—মন, মন্তা, প্রাণ, নর, পান, বীর্য্যবান, বিনির্ভয়, নয়, দংশ, নারায়ণ, বৃষ ও প্রভু এই দ্বাদশ পিতৃগণের ন্যায় গণদেবতা।

গন্ধর্ব্বগণ—ব্রহ্মার কান্তি হইতে উৎপন্ন দেবযোনিবিশেষের নাম গন্ধর্ব্ব। বিশ্বাবসু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বেরা স্বর্গীয় গায়ক। গুহ্যলোক ও বিদ্যাধরলোকে ইহাঁদিগের আবাসস্থান।

অপ্সরা সকল—উর্ব্বশী প্রভৃতি স্ববেশ্যা সকল। ইহাঁরাও ব্রহ্মার কান্তি হইতে উৎপন্ন হযেন। ইহাঁরা স্বর্গের নর্ত্তকী।

নাগসমূহ—ব্রহ্মার কেশ হইতে উৎপন্ন দেবযোনিবিশেষ। নাগলোক ইহাঁদিগের বাসস্থান। মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে তৎপত্নী কদ্রুর গর্ভেও নাগগণের উৎপত্তি শ্রবণ করা যায়। ব্রহ্মা হইতে সূক্ষ্মরূপে উৎপন্ন নাগগণের পুনর্ব্বার কশ্যপ হইতে স্থূলরূপে উৎপত্তি হয় বলিয়াই দুইবার উৎপত্তির কথা লিখিত হইয়াছে।

সিদ্ধ—ব্রহ্মার অন্তর্ধানশক্তি হইতে উৎপন্ন অন্তর্ধানশক্তিশালী দেবযোনিবিশেষ।

চারণ—দেবগণের স্তুতিপাঠক দেবযোনিবিশেষ।

গুহ্যক—দেবযোনিবিশেষ। ইহাঁরা কুবেরের অনুচর। পিশাচলোকের ঊর্দ্ধে ও গন্ধর্ব্বলোকের নিম্নে ইহাঁদিগের আবাসস্থল। ইহাঁদিগকে যক্ষও বলা হয়। ইহাঁরা গন্ধমাদন পর্ব্বত ও নিধি রক্ষা করিয়া থাকেন।

ঋষিগণ—সপ্তর্ষি প্রভৃতি ঋষি সকল।

সপ্ত পিতৃকুল—ব্রহ্মার অদৃশ্যকায় হইতে উৎপন্ন পিতৃসংজ্ঞক দেবযোনিবিশেষ। চন্দ্রলোক ও যমলোক ইহাঁদিগের বাসভূমি। ইহাঁদিগের নাম যথা; অগ্নিষ্বাত্তা, বর্হিষদ, সুভাস্বর বা সৌম্য, আজ্যপা, উপহূত বা উষ্মপা, ক্রব্যাদ বা হবিষ্মন্ত ও সুকালিন।

বিদ্যাধরবর্গ—ব্রহ্মার অন্তর্ধানশক্তি হইতে উৎপন্ন দেবযোনিবিশেষ। ইহাঁরা ইন্দ্রজালবিদ্যা ও নৃত্যে নিপুণ।

কিন্নরনিকর—ব্রহ্মার প্রতিবিম্ব হইতে উৎপন্ন স্বর্গীয় গায়ক অশ্বমুখবিশিষ্ট দেবযোনিবিশেষ।

প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রজাসর্গে নিযুক্ত হইয়া প্রথমতঃ সূক্ষ্ম কামাত্মক মানস সৃষ্টি করিলেন। কিন্তু ঐ সৃষ্টিকে পাপীয়সী দেখিয়া তাহাতে সুখ না হওয়ায় ভগবদ্ধ্যানপূত হইয়া নিষ্কাম মানস সৃষ্টি করিলেন। এই সৃষ্টিতেই সনকাদি ঋষিচতুষ্টয়ের উৎপত্তি হইল। ইহাঁরা প্রজাবর্দ্ধনে প্রবৃত্ত হইলেন না। তাহাতে ব্রহ্মার ক্রোধোদয় হইল। উহাই রুদ্রোৎপত্তি। অনন্তর ব্রহ্মা শ্রীভগবানের শক্তিতে শক্তিযুক্ত হইয়া সৃষ্টিচিন্তা করিতে লাগিলেন। তাহাতে তাঁহার ভাবময় শরীরের ক্রোড় হইতে নারদ, অঙ্গুষ্ঠ হইতে দক্ষ, প্রাণ হইতে বশিষ্ঠ, ত্বক্ হইতে ভৃগু, কর্ণদ্বয় হইতে পুলস্ত্য, মুখ হইতে অঙ্গিরা, চক্ষুর্দ্বয় হইতে অত্রি, মন হইতে মরীচি, দক্ষিণ স্তন হইতে ধর্ম্ম, পৃষ্ঠদেশ হইতে অধর্ম্ম, হৃদয় হইতে কাম, ভ্রূদ্বয় হইতে ক্রোধ, ওষ্ঠাধর হইতে লোভ, মুখ হইতে বাক্য, মেঢ্র হইতে সিন্ধু, পায়ু হইতে নির্ঋতি এবং ছায়া হইতে কর্দ্দম ঋষি উৎপন্ন হয়েন। তাঁহার বাক্য হইতে সরস্বতী নাম্নী কন্যাও হইয়াছিলেন। ঐ কন্যাতে অভিলাষী হইয়া ব্রহ্মা লজ্জায় স্বীয় সন্ধ্যারূপিণী তনু ত্যাগ করেন। উহা অসুরেরা গ্রহণ করিল অর্থাৎ ঐ ত্যক্ত শরীর হইতেই অন্ধকারের বা অসুরগণের উৎপত্তি হইল। অনন্তর ব্রহ্মা হাস্য করিয়া কান্তি দ্বারা গন্ধর্ব্বগণের ও অপ্সরোগণের সৃষ্টি করিলেন। তাঁহার আলস্য হইতে ভূতপ্রেত-পিশাচাদির উৎপত্তি হইল। অদৃশ্য রূপ হইতে সাধ্যগণ ও পিতৃগণের উৎপত্তি হইল। অন্তর্দ্ধানশক্তি হইতে সিদ্ধগণ ও বিদ্যাধরগণের উৎপত্তি হইল। প্রতিবিম্ব হইতে কিন্নরগণের উৎপত্তি হইল। ত্যক্ত ভাবময় শরীরের কেশ হইতে নাগগণের উৎপত্তি হইল। অবশেষে ব্রহ্মা মনোময় শরীর হইতে মনুর ও মনুপত্নীর সৃষ্টি করিলেন। ইহাঁদিগের হইতেই দেবতা ও মনুষ্যাদির সৃষ্টি হইল। ব্রহ্মার উক্ত সৃষ্টির নাম বিসর্গ। পরমেশ্বর স্বয়ং যে কারণসৃষ্টি করেন, তাহারই নাম সর্গ। ব্রহ্মাকৃত বিসর্গ অর্থাৎ তৎকৃত সূক্ষ্মসৃষ্টি এবং তদুৎপন্ন মনু, দেবতা ও ঋষিগণ কর্তৃক কৃত স্থূল সৃষ্টি সকল দশভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে। ছয় প্রাকৃত সৃষ্টি, তিন বৈকৃত সৃষ্টি এবং এক প্রাকৃত-বৈকৃত সৃষ্টি, এই সমুদায়ে দশটি সৃষ্টি। তন্মধ্যে মহতের সৃষ্টি প্রথম। পরমাত্মা নিজ কালশক্তি দ্বারা যে প্রকৃতিগুণের ক্ষোভোৎপাদন করেন, তাহাই মহতের সৃষ্টি। দ্বিতীয় অহঙ্কারের সৃষ্টি। যাহা হইতে ভূত সকল, জ্ঞানেন্দ্রিয় দেবতা ও মন এবং কর্ম্মেন্দ্রিয় সকলের উৎপত্তি

হয়, তাহারই নাম অহঙ্কার। তৃতীয় ভূতসৃষ্টি। এই ভূতশব্দে দ্রব্যশক্তিযুক্ত সূক্ষ্মভূত অর্থাৎ পঞ্চতন্মাত্র। ইহা হইতে পঞ্চ মহাভূতের উৎপত্তি হয়। চতুর্থ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সৃষ্টি। পঞ্চম ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃদেবগণের ও মনের সৃষ্টি। এই সৃষ্টিকে বৈকারিক অর্থাৎ সাত্বিকাহঙ্কারোৎপন্ন সৃষ্টি বলা হয়। তৃতীয় ও চতুর্থ যথাক্রমে তামস ও রাজস অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন হয়। পঞ্চবৃত্তিস্বরূপা অবিদ্যার সৃষ্টি ষষ্ঠ সৃষ্টি। এই পর্য্যন্ত সৃষ্টির নাম প্রাকৃত সৃষ্টি; কারণ ইহারা প্রকৃতিশক্তি হইতেই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উৎপন্ন হইয়া থাকে। তার পর, বৈকৃত অর্থাৎ প্রকৃতি-বিকারজাত ব্রহ্মার সৃষ্টি। বৈকৃত সৃষ্টির প্রথম সৃষ্টি অর্থাৎ পূর্ব্ব হইতে সপ্তম সৃষ্টি বনস্পতি (পুষ্প ব্যতিরেকে ফলশালী উদ্ভিদ), ওষধি (ফল-পাকে যাহাদের নাশ হয় এরূপ উদ্ভিদ), লতা (অবলম্বনের জন্য অন্যের অপেক্ষাযুক্ত উদ্ভিদ), ত্বক্‌সার (বেণু প্রভৃতি অন্তঃসারশূন্য উদ্ভিদ), বীরুধ (অবলম্বনের জন্য অন্যের অপেক্ষারহিত লতাজাতীয় উদ্ভিদ) ও বৃক্ষ (পুষ্পের অনন্তর ফলশালী উদ্ভিদ), এই ষড়্‌বিধ স্থাবর প্রাণী। এই সৃষ্টি তমঃপ্রায় অর্থাৎ অস্ফুটচৈতন্য, অন্তরে জ্ঞানযুক্ত, পরিণতিশীল এবং উৎস্রোতঃ অর্থাৎ ঊর্দ্ধে আহারসঞ্চারবিশিষ্ট। তির্য্যক্ অর্থাৎ পশুপক্ষ্যাদি নিকৃষ্ট প্রাণীর সৃষ্টি বৈকৃতের দ্বিতীয় বা অষ্টম। মনুষ্য সৃষ্টি বৈকৃতের তৃতীয় বা নবম। মনুষ্য অর্ব্বাক্‌স্রোতঃ অর্থাৎ অধোদিকে উহাদের আহারের সঞ্চার। এবং মনুষ্য জাতিতে রজোগুণের আধিক্য বলিয়া উহাঁরা দুঃখকেও সুখ বোধ করিয়া কর্ম্ম-পরায়ণ হইয়া থাকেন। পূর্ব্বোক্ত দেবসৃষ্টিও বৈকৃতের মধ্যেই গণ্য। সনকাদি কৌমারসৃষ্টি প্রাকৃত-বৈকৃত বা প্রকৃতি ও বিকৃতি উভয়াত্মক। বৈকারিক দেবসৃষ্টিও অষ্টবিধ। দেবতা, পিতৃ, অসুর, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, যক্ষ, রাক্ষস, নাগ, সিদ্ধ, চারণ, বিদ্যাধর, ভূত, প্রেত, পিশাচ এবং কিন্নর বা কিম্পুরুষ, ইহাঁরা সকলেই দেবসৃষ্টির মধ্যে গণ্য।

কৃষ্ণদর্শনাভিলাষে—স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিবার প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত করিবার অভিলাষে। স্বয়ং ভগবান শব্দে অপ্রাকৃতস্বরূপানুবন্ধি-চতুঃষষ্টিগুণযুক্ত পরতত্ত্ব অর্থাৎ পরব্রহ্ম। ঐ অপ্রাকৃত চতুঃষষ্টি গুণ যথা,—সুরম্যাঙ্গ, সর্ব্বসল্লক্ষণান্বিত, রুচির, তেজোযুক্ত, বলীয়ান, নিত্যকৈশোর, বিবিধাদ্ভুতভাষাবিৎ, সত্যবাক্য, প্রিয়ম্বদ, বাবদূক, সুপাণ্ডিত্য, বুদ্ধিমান, প্রতিভান্বিত, বিদগ্ধ, চতুর, দক্ষ, কৃতজ্ঞ, সুদৃঢ়ব্রত, দেশকালপাত্রজ্ঞ, শাস্ত্রচক্ষু, শুচি, বশী, স্থির, দান্ত, ক্ষমাশীল, গম্ভীর, ধৃতিমান, সম, বদান্য, ধার্ম্মিক, শূর, করুণ,

মান্যমানকৃৎ, দক্ষিণ, বিনয়ী, হ্রীমান, শরণাগতপালক, সুখী, ভক্তসুহৃৎ, প্রেমবশ্য, সর্ব্বশুভঙ্কর, প্রতাপী, কীর্ত্তিমান, অনুরক্তলোক, সাধুসমাশ্রয়, নারীগণমনোহারী, সর্ব্বারাধ্য, সমৃদ্ধিমান, বরীযান ও ঈশ্বর। এই পঞ্চাশটি গুণের প্রায় সকলগুলি জীবেও দেখা গিয়া থাকে, কিন্তু সাকল্যে সকলগুলি একটি জীবে দেখা যায় না বলিয়া উহাদিগকে ঐশ্বরিক গুণ বলা যায়। তার পর, সদা স্বরূপে বিরাজিত, সর্ব্বজ্ঞ, নিত্যনূতন, সচ্চিদানন্দসান্দ্রতনু, সর্ব্বসিদ্ধিনিষেবিত। এই পাঁচটি গুণ ভগবানের গুণাবতার সকলেও দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু গুণাবতার সকল ভগবানেরই অংশ বলিয়া উহাদিগকে ভগবানের গুণ বলাতে কোন দোষ হয় না। অনন্তর, অবিচিন্ত্যমহাশক্তি, কোটিব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহ, অবতারাবলিবীজ, হতারিগতিদায়ক, আত্মারামগণাকর্ষী। এই পাঁচটি গুণ বৈকুণ্ঠনাথ শ্রীনারায়ণে দৃষ্ট হইলেও শ্রীনারায়ণ শ্রীভগবানেরই বিলাসমূর্ত্তি বলিয়া এগুলিকেও শ্রীভগবানের গুণ বলা হইয়া থাকে। পরিশেষে সর্ব্বাদ্ভুতচমৎকারলীলা-কল্লোলবারিধি, অতুল্যমধুরপ্রেমমণ্ডিতপ্রিয়মণ্ডল, ত্রিজগন্মানসাকর্ষিমুরলীকলকূজিত এবং অসমানোর্দ্ধরূপশ্রীবিস্মাপিতচরাচর। এই চারিটি শ্রীভগবানের বিশেষ গুণ। এই গুণগুলি কি নারায়ণ, কি অবতার সকল, কি মুক্তজীব কাহাতেও দৃষ্ট হয় না। অতএব যিনি পূর্ব্বোক্ত অপ্রাকৃত ষষ্টি গুণ এবং শেষোক্ত লীলা, প্রেমে প্রিয়ের আধিক্য, বেণুমাধুর্য্য ও রূপমাধুর্য্য, এই চারিটি গুণে অর্থাৎ সাকল্যে অসাধারণ চতুঃষষ্টি গুণে বিরাজিত তিনিই শ্রীভগবান। কৃষ্ণ সেই শ্রীভগবান। ব্রহ্ম বা পরমাত্মা তাঁহারই আবির্ভাববিশেষ। শ্রীভগবানের অনাবিষ্কৃতশক্তিরূপ আবির্ভাবের নাম ব্রহ্ম এবং তদীয় আবিষ্কৃতকতিপয়শক্তিরূপ আবির্ভাবের নাম পরমাত্মা। নিরুক্তিকারগণ শ্রীকৃষ্ণশব্দের যে অর্থ করেন, তদ্দ্বারা ইহাই বোধিত হয়। নিরুক্তি যথা,—"কৃষিভূর্বাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ। তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥" কৃষ ধাতুর অর্থ, উৎপত্তি, এবং ণ প্রত্যয়ের অর্থ, শান্তি। যাঁহা হইতে উৎপত্তি এবং যদাশ্রয়ে শান্তি তিনিই শ্রীকৃষ্ণ, তিনিই পরব্রহ্ম। অন্যত্র—"কৃষিস্তু ভক্তিবচনো ণশ্চ তদ্দাস্যবাচকঃ। যস্তদ্দদাতি ভক্তেভ্যঃ কৃষ্ণ ইত্যভিধীযতে॥" কৃষ ধাতুর অর্থ, ভক্তি, এবং ণ প্রত্যয়ের অর্থ তদ্দাস্য। যিনি স্বীয় ভক্তকে ঐ ভক্তি এবং দাস্য প্রদান করেন, তিনিই শ্রীকৃষ্ণ। এতদ্দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের দুইটি ভাব বোধ হইতেছে। একটি নির্গুণ নিষ্ক্রিয় অপ্রকট অপ্রাপঞ্চিক ভাব, অপরটি সগুণ সক্রিয় প্রকট প্রাপঞ্চিক ভাব। যাঁহা হইতে উৎপত্তি এবং যদাশ্রয়ে শান্তি, শ্রীকৃষ্ণের এই ভাবটি

অপ্রাপঞ্চিক ভাব। এবং যিনি স্বীয় ভক্তকে ভক্তি ও দাস্য প্রদান করেন, শ্রীকৃষ্ণের এই ভাবটি প্রাপঞ্চিক ভাব। কারণ, সৃষ্টিকর্ত্তৃত্বের ভাব প্রপঞ্চের অগোচর এবং ভক্তিদায়ক ভাব অপরিহার্য্য প্রাপঞ্চিক ভাব। শ্রীকৃষ্ণের প্রথমোক্ত অপ্রাপঞ্চিক ভাব প্রপঞ্চে অব্যক্ত—অনভিব্যক্ত নহে। অবতারকালে অপ্রাপঞ্চিক ভগবদ্ভাব প্রাপঞ্চিকের ন্যায় প্রপঞ্চে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। আবার উহা অভিব্যক্ত ভাব হইলেও উহাকে অনিত্য বলা যায় না; যেহেতু উহাতে স্বরূপ-শক্তিরই অভিব্যক্তি, অস্বরূপের নহে। সৎ চিৎ ও আনন্দ শক্তির নামই স্বরূপ-শক্তি। অস্বরূপেরই নাশ স্বীকৃত হয়, স্বরূপের নাশ স্বীকৃত হয় না। স্বরূপ-শক্তিসমন্বিত শ্রীভগবানের স্বরূপ প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হওয়া নিতান্ত অসম্ভব। অথচ বলিলেন, ব্রহ্মাদি দেবগণ তাঁহাকে প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত করিবার নিমিত্ত দ্বারকায় গমন করিলেন। ইহারই সমন্বয় করিবার নিমিত্ত বলিতেছেন—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে শরীর দ্বারা * * * * * * সেই অতি-সুন্দর শরীর দর্শন করিবার নিমিত্ত দ্বারকায় গমন করিলেন। ভগবান এমন একটি শরীর প্রকটন করিয়াছেন, যাহা দর্শন করিলেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করা হয়, অর্থাৎ যে ভগবান, সেই তাঁহার শরীর, শরীরী ভগবান ও তাঁহার শরীর একই পদার্থ; আমাদিগের ন্যায় তাঁহাতে দেহ-দেহী ভেদ নাই; তিনি আত্মবিগ্রহ, আত্মাই তাঁহার শরীর; ঐ আত্মা সচ্চিদানন্দময়, সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ, অতএব ঐ শরীরকে দর্শন করিলেই ভগবানকে দর্শন করা হইবে জানিয়া, তাঁহারা ঐ শরীরকে দর্শন করিবার জন্য দ্বারকায় উপনীত হইলেন। এক্ষণে কথা হইতেছে, ভগবান ও তাঁহার শরীর যদি একই পদার্থ হয়, এবং ভগবান যদি স্বরূপতঃ প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের অবিষয় হয়েন, তবে তাঁহার শরীরও অবশ্য প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের অবিষয় হইবে, উহার দর্শনের সম্ভাবনা কোথায়? একথা সত্য, ভগবানের শরীর যে শরীরী ভগবান হইতে অভিন্ন সচ্চিদানন্দময় এবং প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের অগোচর, তাহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই। কিন্তু গান্ধর্ব্ব-বাসিত শ্রোত্রবৃত্তিতে সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তির শ্রবণেন্দ্রিয়ে যেরূপ অমূর্ত্ত রাগের স্বরূপ-ভূতা মূর্ত্তি লক্ষিত হয়, তিনি যেমন তদনুভবে রাগবিশেষের পরিচয় করেন, তদ্রূপ ভক্তিভাবিতহৃদয় ভক্তের চক্ষুতেও ভগবানের স্বরূপভূতা মূর্ত্তির প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। তাদৃশ ভক্ত ভগবানের তাদৃশী মূর্ত্তিকে ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত করিয়া থাকেন। এবং এইটি অচিন্ত্যশক্তি ভগবানের ইচ্ছানুসারে ও ভক্তের ভাবানুসারেই সিদ্ধ হইয়া থাকে। ভগবন্মূর্ত্তি সন্দর্শনে ভগবানের ইচ্ছা ও ভক্তের

ভাবের অপেক্ষা স্বীকার না করিলে, অনেক দোষ ঘটে। প্রাপঞ্চিক অবতারে যেরূপ ভগবানের মূর্ত্তিকে মায়াময়ী বলিয়া স্বীকার করিলে, তদ্দর্শনে ভক্তের মুক্তি এবং অভক্তের বন্ধনের অসম্ভাবনারূপ দোষ হয়, তদ্রূপ উহাকে সচ্চিদানন্দময়ী বলিয়া স্বীকার করিলেও ঐরূপ দোষই ঘটে। কেহ কেহ, মূর্ত্তি হইলেই তাহা জড় ও বিনশ্বর হইতে হইবে, এই ভ্রান্ত ধারণার অনুরোধে, ভগবানের মূর্ত্তিই স্বীকার করিতে চান না। আমি অজড় অবিনশ্বর আত্মস্বরূপ সচ্চিদানন্দময় মূর্ত্তির ধারণা করিতে পারিলাম না বলিয়া, উহা নাই বা থাকিতে পারে না, এরূপ বিবেচনা করা নিতান্ত মূঢ়তার কার্য্য। কারণ ভক্তি—ভজন—সেবা—প্রেম বলিয়া যদি কোন পদার্থ থাকে, তবে তাহার বিষয়ও থাকিবে এবং আশ্রয়ও থাকিবে। উহার বিষয় ভগবান—সচ্চিদানন্দময় সচ্চিদানন্দমূর্ত্তি ভগবান এবং উহার আশ্রয় মায়াময়-সাধকদেহসম্পন্ন সাধক জীব এবং সচ্চিদানন্দময়-পার্ষদশরীরধারী সিদ্ধদেহসম্পন্ন সিদ্ধ জীব। লীলাময় ভগবান স্বীয় মধুর-লীলা, মধুর বংশীধ্বনি এবং মধুর মূর্ত্তি দ্বারা জীব সকলকে আকর্ষণ করিয়া নিজ ভক্তিতে—দাস্যে—প্রেমে নিমজ্জিত করিয়া থাকেন, এবং তাহাতেই জীবের কৃতার্থতা লাভ হয়। এই কৃতার্থতা লাভ করিবার জন্যই ব্রহ্মাদি দেবগণ শ্রীকৃষ্ণদর্শনাভিলাষে দ্বারকাপুরীতে গমন করিলেন ॥ ২-৪ ॥

তস্যাং বিভ্রাজমানায়াং সমৃদ্ধায়াং মহর্দ্ধিভিঃ।
ব্যচক্ষতাবিতৃপ্তাক্ষাঃ কৃষ্ণমদ্ভুতদর্শনম্ ॥ ৫ ॥

অবিতৃপ্তাক্ষাঃ (অবিতৃপ্তানি অক্ষাণি চক্ষূংষি যেষাং তে ব্রহ্মাদয়ঃ) মহর্দ্ধিভিঃ (মহত্যঃ ঋদ্ধয়ঃ ভোগ্যভোগোপকরণানি তাভিঃ) সমৃদ্ধায়াং (পূর্ণায়াম্ অতএব) বিভ্রাজমানায়াং (শোভমানায়াং) তস্যাং (দ্বারকায়াম্) অদ্ভুতদর্শনম্ (অদ্ভুতম্ অতিসুন্দরং দর্শনং যস্য তং) কৃষ্ণং ব্যচক্ষত (অপশ্যন্) ॥ ৫ ॥

অতৃপ্তনেত্র ব্রহ্মাদি দেবগণ বিপুল ঐশ্বর্য্যপূর্ণ অতএব শোভমানা সেই দ্বারকাতে অতিসুন্দরদর্শন শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিলেন ॥ ৫ ॥

"অতৃপ্তনেত্র" ইত্যাদি। ব্রহ্মাদি দেবগণ সর্ব্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের নিবাসভূমি অতএব সর্ব্বৈশ্বর্য্যসুশোভিত সেই দ্বারকাপুরীতে উপস্থিত হইয়া মধুরমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিলেন। ঐ মূর্ত্তি ঈদৃশ সুন্দরদর্শন ছিল যে, বারংবার অবলোকন করিয়াও তাঁহাদিগের নয়নের তৃপ্তি হইল না। তৃপ্তি না হইবার বিশেষ কারণ আছে। যে বস্তু কালে পুরাতন হইয়া যায়, তাহার দর্শনেই লোকের তৃপ্তি জন্মে। যাহা নিত্যনূতন, যাহা প্রত্যেক দর্শনে নূতনের ন্যায় অনুভূত হয়,

তাহাকে দর্শন করিয়া কেহ কখন তৃপ্তি অনুভব করিতে পারে না, বরং দর্শনের অভিলাষ বৃদ্ধিই হইয়া থাকে। অন্তেব তৃপ্তি দূরের কথা, শ্রীকৃষ্ণ দর্পণাদিতে নিজেব মূর্ত্তি দর্শন কবিয়া নিজেই তৃপ্তি অনুভব করিতে পাবিতেন না, শ্রীরাধাদি প্রেয়সীগণেব ন্যায় সর্ব্বদা তাহা দর্শন করিতে এবং উপভোগ কবিতে অভিলাষী হইতেন। পবমেশ্বরেব মধুবতম শ্রীবিগ্রহ নিত্যনূতন বলিয়াই দেবগণ তদ্দর্শনে তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না। ৫।

স্বর্গোদ্যানোপগৈর্মাল্যৈশ্ছাদয়ন্তো যদূত্তমম্।
গীর্ভিশ্চিত্রপদার্থাভিস্তুষ্টুবুর্জগদীশ্বরম্ ॥ ৬ ॥

স্বর্গোদ্যানোপগৈঃ (স্বর্গস্থম্ উদ্যানং তস্মিন্ উপগৈঃ উপগতৈঃ স্বর্গোদ্যানস্থৈঃ) মাল্যৈঃ যদূত্তমং (যদুশ্রেষ্ঠং) জগদীশ্বরং (শ্রীকৃষ্ণং) ছাদয়ন্তঃ চিত্রপদার্থাভিঃ (চিত্রাণি শৃঙ্খলবন্ধপ্রায়াণি পদানি অর্থাঃ চ যাসু তাভিঃ) গীর্ভিঃ (বাণীভিঃ) তুষ্টুবুঃ (স্তুতবন্তঃ)। ৬।

এবং স্বর্গোদ্যানসম্ভূত মাল্য দ্বাবা যদুপতি জগদীশ্বব শ্রীকৃষ্ণকে আচ্ছাদিত কবিয়া বিচিত্র-পদ-পদার্থযুক্ত বাক্য দ্বাবা স্তব কবিতে লাগিলেন। ৬।

"এবং স্বর্গোদ্যানসম্ভূত" ইত্যাদি। তাঁহারা স্বর্গ হইতে নন্দন-কাননজাত পুষ্প দ্বারা সুবচিত যে মাল্য আনয়ন করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা যদুবংশভূষণ জগদীশ্বব শ্রীকৃষ্ণকে সজ্জিত কবিলেন। শ্রীকৃষ্ণ দেবতাদিগেব প্রিয়তম। প্রিয়তমের নিকট রিক্তহস্তে গমন কবিতে ইচ্ছা হয় না, কিছু উপহাব লইয়াই যাইতে অভিলাষ হইয়া থাকে। ঐ উপহাব আবার নিজেব অত্যন্ত প্রিয়বস্তু দ্বারাই কল্পিত হয়। নন্দনকাননজাত বস্তু সকলই দেবগণেব প্রিয়, সুতরাং নন্দন-কাননজাত পুষ্প সকল দ্বাবাই তাঁহাবা শ্রীকৃষ্ণকে সাজাইলেন। কেবল সাজাইয়াই সন্তুষ্ট হইতে পাবিলেন না, তাঁহাব ঐশ্বর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া, পূর্ব্ব পদ্যের অন্তিম বর্ণাদির সহিত পব পদ্যেব আদিম বর্ণাদিব সাদৃশ্য দ্বাবা শৃঙ্খলবন্ধেব ন্যায় বিচিত্র পদ সকল ও তদর্থ সকল দ্বারা সম্বলিত শ্রুতিমনোহব স্তুতিবাক্য দ্বাবা তাঁহাকে স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ৬।

নতাঃ স্ম তে নাথ পদারবিন্দং
বুদ্ধীন্দ্রিয়প্রাণমনোবচোভিঃ।
যচ্চিন্ত্যতেঽন্তর্হৃদি ভাবযুক্তৈ-
র্মুমুক্ষুভিঃ কর্ম্মময়োরুপাশাৎ ॥ ৭ ॥

(হে) নাথ! (স্বামিন্!) কর্ম্মময়োরুপাশাৎ (কর্ম্মময়ঃ উরুঃ মহান্ দৃঢ়ঃ পাশঃ তস্মাৎ) মুমুক্ষুভিঃ ভাবযুক্তৈঃ (ভক্তিযোগনিষ্ঠৈঃ অপি) যৎ (কেবলম্) অন্তর্হৃদি চিন্ত্যতে (ন তু দৃশ্যতে তৎ) তৎ তে (তব) পদারবিন্দং (পাদপদ্মং বয়ং) বুদ্ধীন্দ্রিয়প্রাণমনোবচোভিঃ (বুদ্ধিঃ বুদ্ধ্যধিষ্ঠানং হৃদয়ম্, ইন্দ্রিয়াণি চক্ষুরাদীনি, প্রাণঃ, প্রাণবান্ দেহঃ, মনঃ বচঃ চ তৈঃ অষ্টাঙ্গৈঃ) নতাঃ স্ম ॥ ৭ ॥

দেবগণ বলিলেন, স্বামিন্! কর্ম্মময় মহান্ পাশ হইতে মুক্তি লাভ করিতে অভিলাষী ভক্তগণও যাহা কেবল মনোমধ্যে চিন্তা করিয়া থাকেন, আমরা তোমার সেই চরণারবিন্দ বক্ষঃস্থল দ্বারা নেত্র দ্বারা হস্তপদ দ্বারা জানু প্রভৃতি অঙ্গ দ্বারা এবং মন ও বাক্য দ্বারা প্রণাম করিতেছি ॥ ৭ ॥

"দেবগণ বলিলেন" ইত্যাদি। কর্ম্মময় মহান্ পাশ শব্দের অর্থ, কর্ম্মময় সুদৃঢ় রজ্জু। রজ্জু যেমন বন্ধন করে এবং বদ্ধ বস্তুর স্বাধীনতা নষ্ট করিয়া তাহাকে বন্ধনকর্ত্তার অধীন করে, কর্ম্মও তদ্রূপ জীবকে বন্ধন করে এবং বদ্ধ জীবের স্বাধীনতা নষ্ট করিয়া তাহাকে বন্ধনকর্ত্তার অধীন করিয়া থাকে। রজ্জু বলিলে যেমন তদাকারে পরিণত তৃণাদির সমষ্টিকে বোধ করায়, কর্ম্মপাশ বলিলেও তেমন পাশাকারে পরিণত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্ম্মের সমষ্টিকে বোধ করায়। রজ্জু যেমন যে সকল তৃণাদি দ্বারা নির্ম্মিত হয়, তাহাদের অল্পতায় বা আধিক্যে এবং কঠিনতায় বা কোমলতায় দৃঢ় বা শিথিল হয়, কর্ম্মপাশও তেমন যে সকল কর্ম্ম দ্বারা নির্ম্মিত হয়, তাহাদের অল্পতায় বা আধিক্যে এবং গুরুত্বে বা লঘুত্বে দৃঢ় বা শিথিল হইয়া থাকে। দেবগণ কর্তৃক উক্ত এই কর্ম্মময় পাশ অবশ্য বহু কর্ম্মের সমষ্টি এবং গুরুলঘু কর্ম্মে দৃঢ় অর্থাৎ দুশ্ছেদ্য। ঈদৃশ কর্ম্মময় দুশ্ছেদ্য বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে অভিলাষী ভাবযুক্ত অর্থাৎ ভক্তিমান্ ব্যক্তি সকল তোমার পাদপদ্মকেই অন্তরে ধ্যান করিয়া থাকেন। তোমার পাদপদ্মের ধ্যান ভিন্ন সংসারবন্ধন মোচন হয় না। যজ্ঞাদি কর্ম্ম দ্বারা স্থূলশরীরের নাশের পর স্বর্গাদিভোগ লাভ হইতে পারে, কিন্তু তদবস্থায় সূক্ষ্মশরীরের অস্তিত্ববশতঃ মুক্তি হয় না। ভক্তিবর্জ্জিত কর্ম্মমাত্রই ক্ষয়শীল। কর্ম্মীদিগের কর্ম্মফলের ভোগের ক্ষয় হইলে পুনর্ব্বার মর্ত্যলোকে আগমন অবশ্যম্ভাবি। জ্ঞানের সম্বন্ধেও ঐ কথা। ভক্তিবর্জ্জিত জ্ঞানও স্থায়ী হয় না। ভক্তিশূন্য জ্ঞানী সকল পরমেশ্বরের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব না দেখিতে পাইয়া অচিন্ত্যমহাশক্তি সেই শ্রীভগবানের চরণে অপরাধী হয়েন। জ্ঞান দ্বারা তাঁহাদিগের সূক্ষ্মশরীরের ও ভোগবাসনার নাশ হইলেও বাসনাদ্বয়ের অস্তিত্ববশতঃ কারণশরীরের নাশ না

হওয়ায় তাঁহাদিগকে কল্পান্তে পুনর্ব্বার সুপ্তোত্থিতের ন্যায় কর্ম্মবন্ধন স্বীকার করিতে হয়। ভক্তিবাসনাবিশিষ্ট কর্ম্মীর ও জ্ঞানীর কিন্তু এই প্রকার দুরবস্থা ঘটে না। তাঁহারা উত্তরোত্তর ঊর্দ্ধগতিতে বিশুদ্ধবাসন ও দ্বেষাদিরহিত হইয়া ক্রমমুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগকে আর কর্ম্মবন্ধন স্বীকার করিতে হয় না। শুদ্ধ ভক্তেরত কথাই স্বতন্ত্র। তিনি ইহলোকে থাকিয়াই বাসনাদ্বেষাদিরাহিত্য বশতঃ জীবন্মুক্ত হয়েন। শ্রীভগবানের পাদপদ্মের অনুধ্যানই ইহার একমাত্র সাধন। যাঁহারা শ্রীভগবানের পাদপদ্ম নিরন্তর ধ্যান করেন, তাঁহারাই ভক্ত। অভক্তের তদ্বিষয়ে যোগ্যতাও নাই, অধিকারও নাই। ভক্তের তিনটি অবস্থা—প্রবৃত্ত, সাধক ও সিদ্ধ। প্রবৃত্ত ভক্ত চিত্তের বিক্ষেপ বশতঃ ধ্যানে অসমর্থ। গুরুচিন্তাই প্রবৃত্তের কার্য্য। সাধকদশায় শ্রীভগবানের রূপগুণাদির অন্তঃসাক্ষাৎকার হয়। এই নিমিত্তই মুমুক্ষু সাধক সকল হৃদয়ে শ্রীভগবানের পাদপদ্ম ধ্যান করিয়া থাকেন। সিদ্ধদশায় অর্থাৎ মুক্তাবস্থায় শ্রীভগবানের রূপগুণাদির বহিঃসাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। দেবগণের সৌভাগ্যের সীমা নাই। তাঁহারা শ্রীভগবানের রূপ গুণাদির বহিঃসাক্ষাৎকার লাভ করিয়া তাঁহাকে অষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। ইহাঁরা বর্ত্তমান কল্পে কর্ম্ম দ্বারা দেবত্ব লাভ করেন নাই। ইহাঁরা পূর্ব্বকল্পের দেবত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক দেবতা। আধিকারিক দেবতারাও মুক্ত নহেন। আধিকারিক দেবতারা কল্পান্তে ব্রহ্মার সহিত মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। তবে শ্রীভগবান প্রকট অবতার স্বীকার করিলে, ঐ আধিকারিক দেবগণ মুক্ত না হইলেও মুক্তের ন্যায় শ্রীভগবানের রূপগুণাদির প্রত্যক্ষে অধিকারী ও তজ্জন্য কৃতার্থ হইয়া থাকেন। উক্ত স্তবটি ঐ কৃতার্থতাই ব্যক্ত করিতেছে। দেবগণ শ্রীভগবানের কৃপায় ঐ কৃতার্থতা লাভ করিয়া তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিলেন, "স্বামিন্" ইত্যাদি।

এই স্তবটির মর্ম্মার্থ বিশেষরূপ অবগত হইতে হইলে, জীবাদৃষ্টের উপাদানভূত কর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান থাকা আবশ্যক। তন্নিমিত্ত তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইতেছে।

স্বরূপশক্তিসমন্বিত লীলাময় পরমেশ্বরের সৃষ্ট্যাদিলীলার সহায়ভূত অনাদি শক্তিবিশেষের নামই কর্ম্ম। পরমেশ্বর এবং তদীয় সৃষ্ট্যাদিলীলার ন্যায় তাঁহার ঐ কর্ম্মরূপা শক্তিও অনাদি। সে কারণে পরমেশ্বরকে এবং তাঁহার সৃষ্ট্যাদিলীলাকে অনাদি বলিয়া স্বীকার করা হয়, সেই কারণেই তাঁহার ঐ কর্ম্মরূপা শক্তিকেও অনাদি বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। পরমেশ্বরকে বা তাঁহার সৃষ্ট্যাদি-

লীলাকে সাদি বলিলে, তাঁহার ও তদীয় লালীর আদি অনুসন্ধানের আকাঙ্ক্ষা হয়, তাহাতে অনবস্থারূপ দোষ ঘটে। কর্ম্মরূপা শক্তির সম্বন্ধেও ঐ কথা। এই দোষের বারণার্থ তর্কশাস্ত্রে মূলকারণের অনাদিত্ব স্বীকৃত হইয়া থাকে। মূলকারণের অনাদিত্বস্বীকার যুক্তিযুক্তও বটে। যাহাকে কার্য্য বলিয়া স্থির হয়, তাহারই কারণ অনুসন্ধান করা হইয়া থাকে। মূল কারণ অজ্ঞাত, তাহাকে কার্য্য বলিয়া স্থির করা যায় না, অতএব তাহার কারণ অনুসন্ধান করাও যুক্তি-সঙ্গত হয় না। বিশেষতঃ অনাদি মূলকারণ স্বীকার ব্যতিরেকে পরবর্ত্তী ঘটনা সকলের কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলার উচ্ছেদে তর্কে দোষ পড়ে। অনাদি মূল-কারণ স্বীকার না করিলে, সৃষ্ট্যাদিলীলা অকারণ হয় এবং সৃষ্টিতে শুদ্ধজীবের কর্ম্মবন্ধন অসম্ভব হইয়া উঠে। জীবের যদি পূর্ব্ববর্ত্তী কর্ম্ম স্বীকার না করা হয়, তবে তাঁহার সংসারবন্ধনের কোন কারণ দেখা যায় না এবং তাহাতে অকৃতাভ্যাগম অর্থাৎ জীব যাহা করেন নাই, তাহার উপস্থিতি রূপ দোষ ঘটে। উহাকে পরমেশ্বরের লীলা বলিলে, তাঁহার যথেচ্ছাচারের আপত্তি বশতঃ ন্যায়-পরতার হানিতে বৈষম্যদোষ আপতিত হয়। পক্ষান্তরে অনাদি মূল কর্ম্মের স্বীকারে সকল দোষেরই বারণ হইয়া যায়। তদ্বিষয়ে শাস্ত্রসম্মতিও দৃষ্টগোচর হইয়া থাকে।

শাস্ত্রে উক্ত হইয়া থাকে যে, "ঈশ্বর, জীব, কাল, কর্ম্ম ও প্রকৃতি সেই পাঁচটি তত্ত্বই অনাদি।" তন্মধ্যে ঈশ্বর ও জীব চেতন বস্তু। প্রকৃতি জড়রূপা এবং ঈশ্বর ও জীবের চিৎশক্তির অভিব্যক্তির স্থানভূত আধারতত্ত্ব। কাল এবং কর্ম্ম ঐ অভিব্যক্তির সহায়। ঈশ্বর ও জীব কর্ম্মানুসারে ঐ প্রকৃতিরূপ আধারে কালে অভিব্যক্ত হইয়া থাকেন। কাল ও আধার অবস্তু নহে; উহারা যথাক্রমে ব্যাপ্তি ও স্থিতির পরিমাপক বস্তুবিশেষ। কাল ব্যাপ্তির পরিমাণ করে এবং আধার স্থিতির পরিমাণ করিয়া থাকে। আধার আকাশরূপী এবং পরমাণুময় এবং কাল ক্রিয়ারূপী ও ঘটনাময়। উক্ত সৃষ্টির কারণভূত কাল এবং আধারের অন্ত সৃষ্ট মানবের বুদ্ধির অগম্য। বুদ্ধির অগম্য বিষয়ের অন্ত-নির্ণয়ের বা আদিনির্ণয়ের চেষ্টা মূঢ়তার পরিচয়মাত্র।

উক্ত জীবাদি চারিটি তত্ত্বই পরমেশ্বরের শক্তি। তন্মধ্যে কর্ম্মরূপ তত্ত্বটি সমষ্টিভাবে সৃষ্টির কারণ ঐশীশক্তিরূপে ঈশ্বরে এবং ব্যষ্টিভাবে প্রবৃত্তির কারণ জৈব বাসনারূপে জীবে অবস্থান করে। সমষ্টিকর্ম্ম ব্যষ্টিকর্ম্মের নিয়ামক এবং ব্যষ্টিকর্ম্ম সমষ্টিকর্ম্মের নিয়মাধীন। জীবের ব্যষ্টিকর্ম্ম ঐশ্বরিক সমষ্টিকর্ম্মের নিয়মাধীন

বলিয়াই জীবকে কর্ম্মপাশ দ্বারা বদ্ধ বলা হইয়া থাকে। বিভু পরমেশ্বর উক্ত দ্বিবিধ কর্ম্মেরই সাক্ষী এবং নিঃসঙ্গ আশ্রয়। তিনি উহাদের কোনটিরই অধীন নহেন, কেবল আশ্রয়। এই নিমিত্তই পরমেশ্বরের কর্ম্মবন্ধন স্বীকার করা হয় না। পরমেশ্বর অচিন্ত্যশক্তি ও স্বতন্ত্র এবং জীব অল্পশক্তি ও পরতন্ত্র। পরমেশ্বরের কর্ম্ম তাঁহাব লীলা এবং জীবের কর্ম্ম তাঁহার পাশ। জীব তাঁহার ঐ কর্ম্মপাশে আবদ্ধ। জীবের নিজকৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্ম্ম সকল পরমেশ্বরের জ্ঞানে ও আশ্রয়ে পাশরূপী হইয়া জীবকে বন্ধন করিয়া থাকে। ঐ বন্ধন জীব নিজকৃত কর্ম্ম দ্বারা নিজেই আনয়ন করিয়াছেন বলিয়া ন্যায়পর পরমেশ্বরে বৈষম্যদোষ আইসে না। আবার পরমেশ্বরের অলঙ্ঘ্য অখণ্ডনীয় অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মে কর্ম্ম দ্বারাই কর্ম্মবন্ধনের উচ্ছেদ হয় বলিয়া তদ্দ্বারা পরমেশ্বরের করুণাময়ত্বাদি সদ্‌গুণ সকল পরিব্যক্ত হইয়া থাকে।

সত্য বটে, প্রকৃতির নিয়ম অলঙ্ঘ্য অখণ্ডনীয় ও অপরিবর্ত্তনীয়। ঐ নিয়মকে আমরা কোনরূপেই লঙ্ঘন খণ্ডন ও পরিবর্ত্তন করিতে পারি না। মনোরাজ্যের নিয়মও শরীররাজ্যেরই সদৃশ। প্রাকৃতিক নিয়মের এই অলঙ্ঘ্য অখণ্ডনীয় ও অপরিবর্ত্তনীয় ভাব চিন্তা করিতে করিতে আমাদিগকে হতাশ হইতে এবং ঈশ্বরে নিষ্ঠুরতার আরোপ করিতে হয়। কারণ, এই অসমর্থ ক্ষুদ্র জীব আমরা উক্ত নিয়মের অধীনে বিচরণ করিতে বাধ্য। উহা আমাদিগকে যে পথে ইচ্ছা সেই পথেই লইয়া যাইবে। আমাদিগের ইচ্ছা হইলেও আমরা কখনই উহাকে অতিক্রম করিয়া একপদও গমন করিতে পারিব, এমন আশাও করা যায় না। কিন্তু আমাদিগের তাদৃশী ধারণার মূলই অশুদ্ধ। করুণাময় পরমেশ্বরের নিয়ম সর্ব্বথা দোষস্পর্শপরিশূন্য। ঐশ্বরিক নিয়ম যথেচ্ছাচার রাজার নিয়মের ন্যায় আমাদিগকে যথেচ্ছ কার্য্য করায় না। ঈশ্বরের নিয়ম এই যে, আমরা উক্ত নিয়মকে যে পরিমাণে বুঝিতে পারিব, উহা সেই পরিমাণেই আমাদিগের ইচ্ছামত আমাদিগকে লইয়া যাইবে। বুঝিতে পারিলে, উহা কখনই আমাদিগের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করিবে না। ঐ নিয়মের আনুগত্য দ্বারাই আবার ঐ নিয়মকে বুঝা যায় এবং তদনুসারে উহাকে আয়ত্তও করা যায়। যিনি যে পরিমাণে ঐ নিয়মের আনুগত্য করিবেন, তিনি সেই পরিমাণেই উক্ত নিয়মকে আয়ত্ত করিতে পারিবেন। পরিশেষে তিনি উহাকে নিজের ইচ্ছামত কার্য্য করাইয়া লইতে পারিবেন। আজ যে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ কত শত ভবিষ্যৎ ঘটনার বিষয় পূর্ব্ব হইতে বিধিবদ্ধ করিয়া দিতেছেন, তাহা

কি উক্ত নিয়মের অপরিবর্ত্তনীয়তা বশতঃ এবং ঐ অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মের আনুগত্য দ্বারাই নহে? তাঁহারা উক্ত নিয়মেব আনুগত্য দ্বারা শত শত স্থলে উহার অলঙ্ঘ্য ভাব পবীক্ষা করিয়া পরিশেষে কতকগুলি বিষয় বিধিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। ঐ সকল বিধিবদ্ধ বিষয়ের আর অন্যথা নাই। কারণ, ঐগুলি পবীক্ষিত সত্য। উহাবা অলঙ্ঘ্য ঐশ্বরিক নিযমের সম্পূর্ণ অধীন। আমরা আপাততঃ যে সকল ঘটনা আকস্মিক বলিয়া বোধ কবি, সেগুলিও বস্তুতঃ তদ্রূপ নহে। উহারাও ঐশ্বরিক নিয়মেব শৃঙ্খলামতই ঘটিতেছে। তবে আমরা উহাদেব কারণ জানি না বা ঐ কারণকে উপেক্ষা কবিয়াছিলাম বলিয়াই আমাদিগের তাদৃশ ভ্রম ঘটিতেছে। পরমেশ্বব বা ঐশী প্রকৃতি কখনই আমাদিগকে বঞ্চনা কবেন না। আমরা আমাদিগের অজ্ঞাতবশতঃই বঞ্চিত হইয়া থাকি। জ্ঞান ও শক্তিব সামানাধিকরণ্যই নিযম। যেখানে জ্ঞান, সেইখানেই শক্তি। জ্ঞান যে পরিমাণে শক্তিও সেই পরিমাণেই। সর্ব্বজ্ঞতা ও সর্ব্বশক্তিমত্তা একাধারেই থাকে।

পবমেশ্বর সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্। জীব তাঁহার ক্ষুদ্র অংশ। অতএব জীব অসর্ব্বজ্ঞ ও অল্পশক্তি। সচ্ছক্তি চিচ্ছক্তি ও আনন্দশক্তি সম্পন্ন সচ্চিদানন্দময় পরমেশ্বরের অংশভূত জীব তাঁহা হইতে বহির্ম্মুখ বলিয়া স্বরূপতঃ বিভিন্ন। সূর্য্য হইতে বিচ্ছিন্ন তদীয় বশ্মিগত পরমাণু সকল যেমন মহান্ সূর্য্যের স্বরূপতঃ বিভিন্ন অংশ, জীবও তদ্রূপ পরমেশ্বরের স্বরূপতঃ বিভিন্ন অংশ। রশ্মিপরমাণু সকল বিভিন্নাংশ হইলেও ঐ সকলে যেমন সূর্য্যের প্রকাশাদি শক্তি থাকিয়া যায় তদ্রূপ ঈশবিভিন্নাংশ জীবেও ঐশ্বরিক জ্ঞানানন্দাদি থাকিযা যায়। তবে পরমেশ্বব মায়াধীশ্বর বলিয়া তদীয় জ্ঞানানন্দাদি স্বরূপভাবাপন্নই থাকে; কিন্তু জীব মায়াধীন বলিয়া তাঁহার জ্ঞানানন্দ স্বরূপভাবাপন্ন থাকে না। মায়ার পরিণামে তদীয় জ্ঞানানন্দও পরিণাম প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ বিকৃত হইয়া যায়। সূর্য্য হইতে বিভিন্ন রশ্মিপরমাণুব প্রকাশধর্ম্ম যেমন সময়ে সময়ে তমসাবৃত হইযা থাকে, তদ্রূপ অণুচেতন্য জীবের জ্ঞানানন্দও সময়ে সময়ে সমাবৃত হইয়া থাকে। কিন্তু এইরূপ সাময়িক আববণে ঐ জ্ঞানের বা আনন্দের আত্যন্তিক বিলোপ ঘটে না। কারণ, নিত্য বস্তুর আত্যন্তিক বিলোপ অসম্ভব। জীবের স্বাভাবিক জ্ঞানানন্দ নিত্য, অতএব উহার আত্যন্তিক বিলোপ সম্ভব হয় না। উহা খনিজাদিভাবে প্রকাশিত না থাকিলেও তত্তদ্ভাবে আবৃত অবস্থাতে থাকে, ইহা স্থির।

মায়াই জীবের জ্ঞান ও প্রেমের আবরণ। যে বস্তু যদ্দ্বারা আবৃত হয়, সে তদবস্থায় তদ্বস্তুর স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। জীবের জ্ঞান ও প্রেম মায়া দ্বারা জড় প্রকৃতি দ্বারা আবৃত হইয়া প্রাকৃতিক জড়ভাব প্রাপ্ত হয়। ঐশ্বরিক জ্ঞানের অনুদয় ও বৈষয়িক জ্ঞানের উদয়ে এবং ঐশ্বরিক প্রেমের অনুপস্থিতিতে ও বৈষয়িক প্রেমের সমাগমে জীবের জ্ঞানের ও প্রেমের প্রাকৃতিক ভাব সুলক্ষিত হইয়া থাকে। ঐ প্রাকৃতিক ভাবের শেষ সীমাই জীবের খনিজভাব। খনিজভাবে জীব প্রকৃতি হইতে স্বরূপতঃ পৃথক্ হইলেও ঐ পার্থক্য সুস্পষ্ট লক্ষিত হয় না। পরে প্রাকৃতিক ক্রমোন্নতির নিয়মে প্রাকৃতিক অংশ অর্থাৎ দেহ যে পরিমাণে উন্নত হইতে থাকে, জীব ও প্রকৃতির ঐ পার্থক্যও ততই সুলক্ষিত হইয়া থাকে। খনিজ দেহ হইতে উদ্ভিজ্জ দেহে, উদ্ভিজ্জ দেহ হইতে স্বেদজ দেহে, স্বেদজ দেহ হইতে অণ্ডজ দেহে এবং অণ্ডজ দেহ হইতে জরায়ুজ মানব দেহে ঐ পার্থক্য সুবিস্পষ্ট ভাবেই পরিলক্ষিত হয়।

পুরুষের আবরণভূতা প্রকৃতির তিনটি রূপ; কারণরূপ, সূক্ষ্মরূপ ও স্থূলরূপ। কারণরূপের নাম কারণশরীর। সূক্ষ্মরূপের নাম সূক্ষ্মশরীর বা লিঙ্গশরীর। এবং স্থূল রূপের নাম স্থূলশরীর। অপরিণত কারণাবস্থায় অবস্থিত প্রথম রূপকে কারণশরীর বলা হয়। এবং পরিণত সূক্ষ্মাবস্থায় অবস্থিত বলিয়াই দ্বিতীয় রূপকে সূক্ষ্মশরীর বলা হয়। আর স্থূলদশায় উপস্থিত বলিয়াই তৃতীয় রূপকে স্থূলশরীর বলা হয়। আমাদিগের জন্ম ও মৃত্যু এই স্থূলশরীরের সম্বন্ধেই হইয়া থাকে। জন্মসময়ে আমরা এই স্থূলশরীর লইয়া জন্মগ্রহণ করি, এবং মৃত্যুকালে ইহাকে ত্যাগ করিয়াই গমন করিয়া থাকি। এই স্থূলশরীরের পরিত্যাগে মানবের মৃত্যু হইলেও তদবস্থায় মানবাত্মাকে মুক্ত বলা যায় না। কারণ, স্থূলশরীর হইতে মুক্ত মানবাত্মা সূক্ষ্মশরীর হইতে মুক্ত হয়েন না। সূক্ষ্মশরীরের সূক্ষ্মতাবশতঃ মানবের মৃত্যুকালে উহার সহিত গমন লক্ষিত না হইলেও উহা অস্বীকার্য্য হইতে পারে না। কারণ, যে কর্ম্ম দ্বারা ঐ সূক্ষ্মশরীর গঠিত ও মানবাত্মার সহিত সংযুক্ত হইয়াছে, ঐ কর্ম্মের বিনাশ না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ শরীরের ক্ষয় ও বিশ্লেষ অসম্ভব। অতএব যতদিন মানবের কর্ম্ম বা কর্ম্মের বীজ থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহার কর্ম্মাশ্রয়ভূত সূক্ষ্মশরীর এবং কর্ম্মবীজাশ্রয়ভূত কারণশরীর লইয়াই তিনি পুনঃ পুনঃ জন্ম ও মৃত্যু ভোগ এবং স্বকৃত কর্ম্মের ফলভোগার্থ লোক হইতে লোকান্তরে গমনাগমন করিতে থাকেন। ভোগে কর্ম্মের ক্ষয়ে স্থূলশরীর ও সূক্ষ্মশরীর ক্ষয়প্রাপ্ত হইলেও কর্ম্মবীজের ক্ষয়

শিবস্বরোদয়ঃ।

মহেশ্বরং নমস্কৃত্য শৈলজাং গণনায়কম্।
গুরুঞ্চ পরমাত্মানং ভজে সংসারতারণম্ ॥ ১ ॥

মহেশ্বর পার্ব্বতী গণপতি ও গুরুকে প্রণাম করিয়া সংসারতারণ পরমাত্মাকে ভজন করি ॥ ১ ॥

দেব্যুবাচ।

দেবদেব মহাদেব কৃপাং কৃত্বা মমোপরি।
সর্ব্বসিদ্ধিকরং জ্ঞানং কথয়স্ব মম প্রভো ॥ ২ ॥

দেবী বলিলেন, দেবদেব মহাদেব। আমার উপর কৃপা করিয়া, আমাকে সর্ব্বসিদ্ধিকর জ্ঞান উপদেশ করুন ॥ ২ ॥

কথং ব্রহ্মাণ্ডমুৎপন্নং কথং বা পরিবর্ত্ততে।
কথং বিলীয়তে দেব বদ ব্রহ্মাণ্ডনির্ণয়ম্ ॥ ৩ ॥

কিরূপে ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইল? ইহা কিরূপে চলিতেছে? কিরূপে ইহার লয় হইতেছে? দেব! ব্রহ্মাণ্ডের নির্ণয় বলুন ॥ ৩ ॥

ঈশ্বর উবাচ।

তত্ত্বাদ্‌ব্রহ্মাণ্ডমুৎপন্নং তত্ত্বেন পরিবর্ত্ততে।
তত্ত্বে বিলীয়তে দেবি তত্ত্বাদ্‌ব্রহ্মাণ্ডনির্ণয়ঃ ॥ ৪ ॥

মহাদেব বলিলেন, দেবি! ব্রহ্মাণ্ড তত্ত্ব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা তত্ত্ব দ্বারাই পরিবর্ত্তিত অর্থাৎ রক্ষিত হইতেছে। ইহা তত্ত্বেই বিলীন হয়। তত্ত্ব হইতেই ব্রহ্মাণ্ডের স্বরূপনির্ণয় হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

ব্রহ্মাণ্ড শব্দ দ্বারা স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ এই ত্রিবিধ ক্ষেত্রই বোধিত হইতেছে। ঐ ত্রিবিধ ক্ষেত্রই তত্ত্ব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। কারণ, তত্ত্ব শব্দে প্রকৃতি-শক্তিসমন্বিত পুরুষকে বুঝাইতেছেন। অতএব স্থিতি ও নাশের কারণও ঐ তত্ত্বই হইতেছেন। তত্ত্বই ব্রহ্মাণ্ডের আদিমধ্যাবসানে অবস্থিত মূলকারণ। তত্ত্ব হইতেই ব্রহ্মাণ্ডের স্বরূপ অবগত হওয়া যায় ॥ ৪ ॥

দেব্যুবাচ।

তত্ত্বমেব পরং মূলং নিশ্চিতং তত্ত্ববাদিভিঃ।
তত্ত্বস্বরূপং কিং দেব তত্ত্বমেব প্রকাশয় ॥ ৫ ॥

দেবী বলিলেন, দেব! তত্ত্ববাদিগণ কর্তৃক তত্ত্বই পরম কারণ বলিয়া নিশ্চিত হইয়া থাকেন। তত্ত্বের স্বরূপ কি? তত্ত্বকেই প্রকাশ করিয়া বলুন ॥ ৫ ॥

ঈশ্বর উবাচ।

নিরঞ্জনো নিরাকার একো দেবো মহেশ্বরঃ।
তস্মাদাকাশমুৎপন্নমাকাশাদ্বায়ুসম্ভবঃ ॥ ৬ ॥

মহাদেব বলিলেন, নিরঞ্জন নিরাকার যে এক দেবতা আছেন, এবং যিনি সকলের ঈশ্বর, তিনিই তত্ত্ব। ঐ তত্ত্বই আবার সৃষ্টিকালে পুরুষাকার এবং শক্তিযুক্ত হইয়া কার্য্য করিয়া থাকেন। শক্তিসমন্বিত ঐ পুরুষরূপী তত্ত্ব হইতেই মহদাদিক্রমে আকাশতত্ত্বের উৎপত্তি হইয়াছে। আবার উক্ত আকাশতত্ত্ব হইতেই বায়ুতত্ত্ব উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ৬ ॥

বায়োস্তেজস্ততশ্চাপস্ততঃ পৃথ্বীসমুদ্ভবঃ।
এতানি পঞ্চ তত্ত্বানি বিস্তীর্ণানি চ পঞ্চধা ॥ ৭ ॥

বায়ু হইতে তেজ, তাহা হইতে জল, তাহা হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে। এই পাঁচটি তত্ত্ব, এবং ইহারা পঞ্চধা বিস্তীর্ণ আছে ॥ ৭ ॥

তেভ্যো ব্রহ্মাণ্ডমুৎপন্নং তৈরেব পরিবর্ত্ততে।
বিলীয়তে চ তত্রৈব তত্রৈব রমতে পুনঃ ॥ ৮ ॥

ঐ পাঁচ তত্ত্ব হইতেই ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে; উহাদের দ্বারাই ইহা রক্ষিত হইতেছে, ঐ সকলেই ইহার লয় হইতেছে; আবার ঐ তত্ত্বেই ইহা সূক্ষ্মভাবে কার্য্য করিতেছে ॥ ৮ ॥

পঞ্চতত্ত্বময়ে দেহে পঞ্চতত্ত্বানি সুন্দরি।
সূক্ষ্মরূপেণ বর্ত্তন্তে জ্ঞায়ন্তে তত্ত্বযোগিভিঃ ॥ ৯ ॥

সুন্দরি! এই দেহ পঞ্চতত্ত্বময়; ইহাতে পঞ্চতত্ত্ব সূক্ষ্মরূপে অবস্থান করে, তত্ত্বজ্ঞানীরা জানেন ॥ ৯ ॥

অথ স্বরং প্রবক্ষ্যামি শরীরস্থস্বরোদয়ম্।
হংসচারস্বরূপেণ ভবেজ্জ্ঞানং ত্রিকালজম্॥ ১০॥

অনন্তর আমি শরীরস্থ স্বরের অর্থাৎ শ্বাসের উৎপত্তির স্থান যে মূল স্বর, অর্থাৎ প্রাণ, তাহার বিষয় বলিতেছি। সেই স্বরের জ্ঞান হইতেই হংসচার-স্বরূপে অর্থাৎ তত্ত্বস্বরূপে স্থিত যে ত্রিকালজ জ্ঞান, তাহা উৎপন্ন হইয়া থাকে॥ ১০॥

সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে যাহা বিস্তৃতভাবে আছে, এই শরীরমধ্যেই তাহা সঙ্কুচিত ভাবে রহিয়াছে। মনুষ্য সহজেই তাঁহার শরীরের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে পারেন। অতএব তাঁহার শরীরস্থ শ্বাসবায়ুর গতিবিধির বিষয় বলিতেছি। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান, এই ত্রিকালের জ্ঞান, এই জগতের কার্য্য ও কারণ সকলের তত্ত্বজ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই নহে। বর্ত্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ তত্ত্বের অবস্থা অবগত থাকিলেই ত্রিকালজ্ঞ হওয়া যায়। প্রাণবায়ুর গতিবিধি জানিলেই ত্রৈকালিক তত্ত্বের অবস্থা বিদিত হইতে পারা যায়। অতএব সর্ব্বাগ্রে উক্ত প্রাণবায়ুর গতিবিধি, যাহা আমাদিগের শারীরিক শ্বাসের গতিবিধির জ্ঞান দ্বারাই জানিতে পারা যায়, তাহারই বিষয় ব্যক্ত করিতেছি॥ ১০॥

গুহ্যাদ্‌গুহ্যতরং সারমুপকারপ্রকাশনম্।
ইদং স্বরোদয়ং জ্ঞানং জ্ঞানানাং মস্তকে মণিঃ॥ ১১॥

এই স্বরোদয় জ্ঞান গুহ্য হইতে গুহ্যতর সার ও উপকারপ্রকাশক, এবং সকল জ্ঞানের শিরোমণি॥ ১১॥

সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতরং জ্ঞানং সুবোধং সত্যপ্রত্যয়ম্।
আশ্চর্য্যং নাস্তিকে লোকে আধারস্ত্বাস্তিকে জনে॥ ১২॥

এই জ্ঞান সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর; ইহা সুবোধ; ইহা সত্য প্রত্যয়ের হেতু; ইহা নাস্তিক জগতে আশ্চর্য্যজনক এবং ইহা আস্তিক লোক সকলের আশ্রয়॥ ১২॥

শান্তে শুদ্ধে সদাচারে গুরুভক্ত্যৈকমানসে।
দৃঢ়চিত্তে কৃতজ্ঞে চ দেয়ঞ্চৈব স্বরোদয়ম্॥ ১৩॥

অনন্তর শিষ্যের লক্ষণ বলিতেছি। শান্ত, শুদ্ধ, সদাচার, গুরুতে একান্ত ভক্তিসমন্বিত, দৃঢ়চিত্ত ও কৃতজ্ঞ ব্যক্তিকেই স্বরোদয় দান করা কর্ত্তব্য॥ ১৩॥

দুষ্টে চ দুর্জ্জনে ক্রুদ্ধে নাস্তিকে গুরুতল্পগে।
হীনসত্ত্বে দুরাচারে স্বরজ্ঞানং ন দীয়তে॥ ১৪॥

দুষ্ট, দুর্জ্জন, ক্রুদ্ধস্বভাব, নাস্তিক, গুরুপত্নীগমনকারী, হীনসত্ত্ব ও দুরাচার ব্যক্তিকে স্বরজ্ঞান দান করা কর্ত্তব্য নয়॥ ১৪॥

শৃণু ত্বং কথিতং দেবি দেহস্থং জ্ঞানমুত্তমম্।
যেন বিজ্ঞাতমাত্রেণ সর্ব্বজ্ঞত্বং প্রণীয়তে॥ ১৫॥

দেবি! যাহার বিজ্ঞানমাত্র সর্ব্বজ্ঞত্ব সিদ্ধ হয়, আমি সেই দেহস্থ স্বরের বিষয়ে উত্তম জ্ঞান প্রচার করিতেছি, তুমি শ্রবণ কর॥ ১৫॥

স্বরে বেদাশ্চ শাস্ত্রাণি স্বরে গান্ধর্ব্বমুত্তমম্।
স্বরে সর্ব্বঞ্চ ত্রৈলোক্যং স্বরমাত্মস্বরূপকম্॥ ১৬॥

স্বরে বেদ সকল ও শাস্ত্র সকল প্রতিষ্ঠিত আছে; স্বরেই উত্তম গান্ধর্ব্ববিদ্যা রহিয়াছে, স্বরেই সমস্ত ত্রৈলোক্য অবস্থিত রহিয়াছে; স্বর আত্মার স্বরূপ॥ ১৬॥

স্বরহীনশ্চ দৈবজ্ঞো নাথহীনং যথা গৃহম্।
শাস্ত্রহীনং যথা বক্ত্রং শিরোহীনঞ্চ যদ্বপুঃ॥ ১৭॥

স্বরজ্ঞানবিহীন দৈবজ্ঞ নাথহীন গৃহের তুল্য। তাদৃশ দৈবজ্ঞ শাস্ত্রবাক্য রহিত মুখের তুল্য ও মস্তকবিহীন শরীরের সদৃশ॥ ১৭॥

নাড়ীভেদং তথা প্রাণতত্ত্বভেদং তথৈব চ।
সুষুম্নামিশ্রভেদঞ্চ যো জানাতি স মুক্তিগঃ॥ ১৮॥

যিনি নাড়ীর ভেদ, প্রাণ ও তত্ত্বের ভেদ, এবং সুষুম্নাদিমিশ্রিত নাড়ীত্রয়ের ভেদ অবগত হয়েন, তিনি মুক্তিলাভ করেন॥ ১৮॥

সাকারে বা নিরাকারে শুভং বায়ুবলাৎকৃতে।
কথয়ন্তি শুভং কেচিৎ স্বরজ্ঞানং বরাননে॥ ১৯॥

শ্বাস আয়ত্ত হইলে, ব্যবহারিক দৃশ্য জগতে ও পারমার্থিক অদৃষ্ট ধামে উহা শুভজনক হয়। বরাননে! কেহ কেহ বলেন, স্বরবিজ্ঞান সদা সর্ব্বত্র শুভদায়ক হইয়া থাকে॥ ১৯॥

ব্রহ্মাণ্ডখণ্ডপিণ্ডাদ্যাঃ স্বরেণৈব হি নির্ম্মিতাঃ।
সৃষ্টিসংহারকর্ত্তা চ স্বরঃ সাক্ষান্মহেশ্বরঃ॥ ২০॥

কি খণ্ড কি পিণ্ড উভয় ব্রহ্মাণ্ডই স্বর দ্বারা রচিত হইয়াছে। স্বর সাক্ষাৎ মহেশ্বর ও সৃষ্টিসংহারকর্ত্তা॥ ২০॥

স্বরজ্ঞানাৎ পরং গুহ্যং স্বরজ্ঞানাৎ পরং ধনম্।
স্বরজ্ঞানাৎ পরং জ্ঞানং ন বা দৃষ্টং ন বা শ্রুতম্॥ ২১॥

স্বরজ্ঞান হইতে শ্রেষ্ঠ গুহ্য, স্বরজ্ঞান হইতে শ্রেষ্ঠ ধন, স্বরজ্ঞান হইতে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান দৃষ্টও হয় না, এবং শ্রুতও হয় না॥ ২১॥

শত্রুং হন্যাৎ স্বরবলে তথা মিত্রসমাগমঃ।
লক্ষ্মীপ্রাপ্তিঃ স্বরবলে কীর্ত্তিঃ স্বরবলে সুখম্॥ ২২॥

স্বরবলে শত্রুকে হনন করা যায় এবং মিত্রসমাগমও হইয়া থাকে। স্বরবলে লক্ষ্মীপ্রাপ্তি ও কীর্ত্তিলাভ হয়। স্বরবলে সুখও লাভ হইয়া থাকে॥ ২২॥

কন্যাপ্রাপ্তিঃ স্বরবলে স্বরতো রাজদর্শনম্।
স্বরেণ দেবতাসিদ্ধিঃ স্বরেণ ক্ষিতিপো বশঃ॥ ২৩॥

স্বরবলে কন্যাপ্রাপ্তি, স্বরবলে রাজদর্শন, স্বরবলে দেবতাসিদ্ধি হয়, এবং স্বরবলে রাজাকেও বশীভূত করা যায়॥ ২৩॥

স্বরেণ গম্যতে দেশো ভোজ্যং স্বরবলে তথা।
লঘুদীর্ঘস্বরবলে মলঞ্চৈব নিবারয়েৎ॥ ২৪॥

স্বরবলে দেশভ্রমণ করা যায় এবং স্বরবলে ভোজনও করা যাইতে পারে। আবার লঘু বা দীর্ঘ স্বরবলে মলকেও নিবারণ করা যায়॥ ২৪॥

সর্ব্বশাস্ত্রপুরাণাদিস্মৃতিবেদাঙ্গপূর্ব্বকম্।
স্বরজ্ঞানাৎ পরং তত্ত্বং নাস্তি কিঞ্চিদ্‌ বরাননে॥ ২৫॥

বেদ স্মৃতি ও পুরাণাদি সকল শাস্ত্রই স্বরজ্ঞানের অধীন। বরাননে! স্বরজ্ঞান হইতে শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব আর কিছুই নাই॥ ২৫॥

নামরূপাদিকঃ সর্ব্বো মিথ্যা সর্ব্বেষু বিভ্রমঃ।
অজ্ঞানমোহিতা মূঢ়া যাবত্তত্ত্বং ন বিদ্যতে ॥ ২৬ ॥

যাবৎ তত্ত্বজ্ঞান না হয়, তাবৎ জীব সকল অজ্ঞানমোহিত ও মূঢ় থাকেন, এবং নামরূপাত্মক সমস্ত সংসারকেই মিথ্যা বোধ হওয়াতে সর্ব্বত্র ভ্রান্তি জন্মে ॥২৬॥

ইদং স্বরোদয়ং শাস্ত্রং সর্ব্বশাস্ত্রোত্তমোত্তমম্।
আত্মঘটপ্রকাশার্থং প্রদীপকলিকোপমম্ ॥ ২৭ ॥

এই স্বরোদয়শাস্ত্র সকল উত্তম শাস্ত্র হইতেও উত্তম। এই শাস্ত্র আত্মার অভিব্যক্তির স্থানভূত যে দেহ তাহার প্রকাশের নিমিত্ত প্রদীপশিখার তুল্য ॥ ২৭ ॥

যস্মৈ কস্মৈ পরস্মৈ বা ন প্রোক্তং প্রশ্নহেতবে।
তস্মাদেতৎ স্বয়ং জ্ঞেয়মাত্মনো বাত্মনাত্মনি ॥ ২৮ ॥

এই স্বরোদয় প্রশ্নহেতু যাহাকে তাহাকে বলা যায় না। অতএব ইহা কেবল নিজের যত্নে আপনাপনি জানা যায় ॥ ২৮ ॥

ন তিথির্ন চ নক্ষত্রং ন বারো গ্রহদেবতা।
ন চ বিষ্টির্ব্যতীপাতো বৈধৃত্যাদ্যাস্তথৈব চ ॥ ২৯ ॥

এই স্বরোদয় সম্বন্ধে তিথি, নক্ষত্র, বার, গ্রহদেবতা বিষ্টি ব্যতীপাত এবং বৈধৃতি প্রভৃতিও দোষাবহ হয় না ॥ ২৯ ॥

কুযোগো নাস্তি কো দেবি ভবিতা বা কদাচন।
প্রাপ্তে স্বরবলে শুদ্ধে সর্ব্বমেব শুভং ফলম্ ॥ ৩০ ॥

দেবি! স্বরোদয় সম্বন্ধে কোন কুযোগ নাই বা কখন থাকিবেও না। শুদ্ধ স্বরবল প্রাপ্ত হইলে, সকলই শুভফল প্রদান করে ॥ ৩০ ॥

দেহমধ্যে স্থিতা নাড্যো বহুরূপাঃ সুবিস্তরাঃ।
জ্ঞাতব্যাশ্চ বুধৈর্নিত্যং স্বদেহে জ্ঞানহেতবঃ ॥ ৩১ ॥

দেহমধ্যে বহুরূপ সুবিস্তৃত নাড়ী সকল আছে। জ্ঞানিগণ নিজদেহে জ্ঞানের নিমিত্ত নিত্য ঐ সকল নাড়ীকে জানিবেন ॥ ৩১ ॥

নাভিস্থানগকন্দোর্দ্ধমঙ্কুরাদেব নির্গতাঃ।
দ্বিসপ্ততিসহস্রাণি দেহমধ্যে ব্যবস্থিতাঃ॥ ৩২ ॥

নাভিস্থানস্থিত কন্দের উর্দ্ধভাগে অঙ্কুর হইতে নির্গত হইয়া দেহমধ্যে ৭২০০০ হাজার নাড়ী ব্যাপিয়া আছে॥ ৩২ ॥

নাভিস্থা কুণ্ডলীশক্তির্ভুজঙ্গাকারশায়িনী।
ততো দশোর্দ্ধগা নাড্যো দশৈবাধঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ॥ ৩৩ ॥

নাভিস্থানে কুণ্ডলীশক্তি ভুজঙ্গাকারে শয়ন করিয়া আছেন। ঐ স্থান হইতে দশটি নাড়ী উর্দ্ধদিকে এবং দশটি নাড়ী অধোদিকে গমন করিয়াছে॥ ৩৩ ॥

দ্বে দ্বে তির্য্যগ্‌গতে নাড্যৌ চতুর্ব্বিংশতিসংখ্যয়া।
প্রধানা দশ নাড্যস্তু দশ বায়ুপ্রবাহকাঃ॥ ৩৪ ॥

দুইটি দুইটি করিয়া নাড়ী বক্রভাবে গমন করিয়াছে। ঐ বক্রনাড়ীর সংখ্যা চতুর্ব্বিংশতি। যে দশটি নাড়ীতে বায়ু প্রবাহিত হয়, সেই দশটিই প্রধান নাড়ী॥৩৪॥

তির্য্যগূর্দ্ধাস্তথা নাড্যো বায়ুদেহসমন্বিতাঃ।
চক্রবৎ সংস্থিতা দেহে সর্ব্বাঃ প্রাণসমাশ্রিতাঃ॥ ৩৫ ॥

বক্রগামী উর্দ্ধগামী ও অধোগামী নাড়ী সকল প্রাণমন-দেহ-সমন্বিত ও চক্রাকারে স্থূলদেহমধ্যে অবস্থিত। ঐ সকল নাড়ী প্রাণেরই আশ্রিত॥ ৩৫ ॥

তাসাং মধ্যে দশ শ্রেষ্ঠা দশানাং তিস্র উত্তমাঃ।
ইড়া চ পিঙ্গলা চৈব সুষুম্না চ তৃতীয়কা॥ ৩৬ ॥

এই সকল নাড়ীর মধ্যে দশটি নাড়ী শ্রেষ্ঠ। এই দশটির মধ্যে আবার ইড়া পিঙ্গলা ও সুষুম্না এই তিনটি নাড়ীই শ্রেষ্ঠ॥ ৩৬॥

গান্ধারী হস্তিজিহ্বা চ পূষা চৈব যশস্বিনী।
অলম্বুষা কুহূশ্চৈব শঙ্খিনী দশমী তথা॥ ৩৭ ॥

অবশিষ্ট সাতটি নাড়ীর নাম যথা,—গান্ধারী, হস্তিজিহ্বা, পূষা, যশস্বিনী, অলম্বুষা, কুহূ ও শঙ্খিনী॥ ৩৭ ॥

ইড়া বামে স্থিতা ভাগে দক্ষিণে পিঙ্গলা স্মৃতা ।
সুষুম্না মধ্যদেশে তু গান্ধারী বামচক্ষুষি ॥ ৩৮ ॥

দেহের বামভাগে স্থিত নাড়ীর নাম ইড়া নাড়ী এবং দক্ষিণভাগে স্থিত নাড়ীর নাম পিঙ্গলানাড়ী। এই উভয় নাড়ীর মধ্যবর্ত্তী নাড়ীকেই সুষুম্না বলা হয়। বামনেত্রস্থ নাড়ীর নাম গান্ধারী ॥ ৩৮ ॥

দক্ষিণে হস্তিজিহ্বা চ পূষা কর্ণে চ দক্ষিণে ।
যশস্বিনী বামকর্ণে আননে চাপ্যলম্বুষা ॥ ৩৯ ॥

দক্ষিণনেত্রে হস্তিজিহ্বা, দক্ষিণকর্ণে পূষা, বামকর্ণে যশস্বিনী ও মুখে অলম্বুষা নাড়ী ॥ ৩৯ ॥

কুহূশ্চ লিঙ্গদেশে তু মূলস্থানে তু শঙ্খিনী ।
এবং দ্বারং সমাশ্রিত্য তিষ্ঠন্তি দশ নাড়িকাঃ ॥ ৪০ ॥

লিঙ্গদেশে কুহূ ও মূলাধারে শঙ্খিনী নাড়ীর স্থিতি। এইরূপে দশটি দ্বারকে আশ্রয় করিয়া দশটি নাড়ী অবস্থিতি করিতেছে ॥ ৪০ ॥

ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না চ প্রাণমার্গে সমাশ্রিতাঃ ।
এতা হি দশা নাড্যস্তু দেহমধ্যে ব্যবস্থিতাঃ ॥ ৪১ ॥

এই দশটি নাড়ী দেহমধ্যে ব্যবস্থিত রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে ইড়া পিঙ্গলা ও সুষুম্না এই তিনটি প্রাণমার্গে আশ্রিত হইয়া থাকে ॥ ৪১ ॥

নামানি নাড়িকানান্তু বাতানান্তু বদাম্যহম্ ।
প্রাণোঽপানঃ সমানশ্চ উদানো ব্যান এব চ ॥ ৪২ ॥

এই নাড়ী সকলের নাম বলা হইল। এক্ষণে বায়ু সকলের নাম বলিতেছি,—প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান ॥ ৪২ ॥

নাগঃ কূর্ম্মোঽথ কৃকলো দেবদত্তো ধনঞ্জয়ঃ ।
হৃদি প্রাণো বসেন্নিত্যমপানো গুদমণ্ডলে ॥ ৪৩ ॥

আর নাগ, কূর্ম্ম, কৃকল, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয়। তন্মধ্যে প্রাণবায়ু হৃদয়ে ও অপানবায়ু গুহ্যদেশে নিত্য অবস্থিতি করে ॥ ৪৩ ॥

সমানো নাভিদেশে তু উদানঃ কণ্ঠমধ্যগঃ।
ব্যানো ব্যাপী শরীরেষু প্রধানা দশ বায়বঃ ॥ ৪৪ ॥

সমান বায়ু নাভিদেশে ও উদান বায়ু কণ্ঠমধ্যে অবস্থিতি করে। আর ব্যান বায়ু সমস্ত শরীরব্যাপী। এই দশটি প্রধান বায়ু ॥ ৪৪ ॥

প্রাণাদ্যাঃ পঞ্চ বিখ্যাতা নাগাদ্যাঃ পঞ্চ বায়বঃ।
তেষামপি চ পঞ্চানাং স্থানানি চ বদাম্যহম্ ॥ ৪৫ ॥

প্রাণাদি বিখ্যাত পঞ্চবায়ুর স্থান বলা হইল। পরে নাগাদি যে পঞ্চবায়ু আছে, সেই পাঁচটিরও স্থান আমি বলিতেছি ॥ ৪৫ ॥

উদ্গারে নাগ আখ্যাতঃ কূর্ম্ম উন্মীলনে স্মৃতঃ।
কৃকলঃ ক্ষুতকৃজ্জ্ঞেয়ো দেবদত্তো বিজৃম্ভণে ॥ ৪৬ ॥

উদ্গারে নাগ বায়ুকে জানিবে, উন্মীলনে কূর্ম্ম বায়ুকে জানিবে; হাঁচিতে কৃকল বায়ুকে জানিবে ও জৃম্ভণে দেবদত্ত বায়ুকে জানিবে ॥ ৪৬ ॥

ন জহাতি মৃতং বাপি সর্ব্বব্যাপী ধনঞ্জয়ঃ।
এতে নাড়ীষু সর্ব্বাসু ভ্রমন্তে জীবরূপিণঃ ॥ ৪৭ ॥

ধনঞ্জয় বায়ু সমস্ত শরীর ব্যাপিয়া থাকে। উহা মৃতদেহকেও ত্যাগ করে না। এই প্রাণাদি বায়ু সকল জীবরূপে সকল নাড়ীতে ভ্রমণ করিয়া থাকে ॥ ৪৭ ॥

প্রকটং প্রাণসঞ্চারং লক্ষয়েদ্দেহমধ্যতঃ।
ইড়াপিঙ্গলাসুষুম্নাভির্নাড়ীভিস্তিসৃভির্বুধঃ ॥ ৪৮ ॥

জ্ঞানী ব্যক্তি দেহমধ্যে ইড়া পিঙ্গলা ও সুষুম্না এই তিন নাড়ী দ্বারা প্রকট-ভাবে প্রাণসঞ্চার লক্ষ্য করিবেন ॥ ৪৮ ॥

ইড়া বামে চ বিজ্ঞেয়া পিঙ্গলা দক্ষিণে স্মৃতা।
ইড়া নাড়ী স্থিতা বামা ততো ব্যস্তা চ পিঙ্গলা ॥ ৪৯ ॥

বামভাগে ইড়া নাড়ী জানিবে এবং দক্ষিণভাগে পিঙ্গলা নাড়ী জানিবে; অর্থাৎ যাহা শরীরের বামপার্শ্বস্থা তাহাই ইড়া, আর যাহা তদ্বিপরীতা তাহাই পিঙ্গলা ॥ ৪৯ ॥

ইড়ায়াস্তু স্থিতশ্চন্দ্রঃ পিঙ্গলায়াঞ্চ ভাস্করঃ।
সুষুম্না শম্ভুরূপেণ শম্ভুর্হংসস্বরূপতঃ॥ ৫০॥

ইড়া নাড়ীতে চন্দ্র থাকেন এবং পিঙ্গলা নাড়ীতে সূর্য্য থাকেন। আর সুষুম্নাতে শম্ভুরূপে অবস্থিতি জানিবে। শম্ভু হংসস্বরূপ॥ ৫০॥

হকারো নির্গমে প্রোক্তঃ সকারেণ প্রবেশনম্।
হকারঃ শিবরূপেণ সকারঃ শক্তিরুচ্যতে॥ ৫১॥

প্রাণবায়ুর নির্গমে হকার এবং প্রবেশে সকার জানিতে হইবে। ঐ হকার শিবরূপী ও সকার শক্তিরূপী॥ ৫১॥

শক্তিরূপঃ স্থিতশ্চন্দ্রো বামনাড়ীপ্রবাহকঃ।
দক্ষনাড়ীপ্রবাহশ্চ শম্ভুরূপো দিবাকরঃ॥ ৫২॥

শক্তিরূপ চন্দ্র শরীরের বামভাগে অবস্থান পূর্ব্বক বাম নাড়ীতে প্রবাহিত হইয়া থাকেন। আর শম্ভুরূপ দিবাকর শরীরের দক্ষিণভাগে অবস্থান পূর্ব্বক দক্ষিণ নাড়ীতে প্রবাহিত হইয়া থাকেন॥ ৫২॥

শ্বাসে সকারসংস্থে তু যদ্দানং দীয়তে বুধৈঃ।
তদ্দানং জীবলোকেঽস্মিন্ কোটিকোটিগুণং ভবেৎ॥ ৫৩॥

শ্বাস যখন সকারসংস্থ হয়, অর্থাৎ যখন প্রবেশ করে, তৎকালে যে দান করা যায়, তাহা এই জীবলোকে কোটি কোটি গুণ হয়, ইহাই পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন॥ ৫৩॥

অনেন লক্ষয়েদ্ যোগী চৈকচিত্তঃ সমাহিতঃ।
সর্ব্বমেব বিজানীয়াম্মার্গে বৈ চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ॥ ৫৪॥

প্রাণবায়ুর গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া যাইবেন। চন্দ্রমার্গ ও সূর্য্যমার্গের পর্য্য-বেক্ষণেই এই যোগী সকল বিষয় জ্ঞাত হইতে পারিবেন॥ ৫৪॥

ধ্যায়েত্তত্ত্বং স্থিরে জীবে নাস্থিরে চ কদাচন।
ইষ্টসিদ্ধির্ভবেৎ তস্য মহালাভো জয়স্তথা॥ ৫৫॥

প্রাণবায়ুর স্থিরতার কালেই তত্ত্বের ধ্যান করিবে, অস্থিরতার সময় কখনই

ধ্যান করিবে না। এইরূপ করিলেই সেই যোগীর ইষ্টসিদ্ধি, মহান্ লাভ ও জয় হইয়া থাকে ॥ ৫৫ ॥

চন্দ্রসূর্য্যসমভ্যাসং যে কুর্ব্বন্তি সদা নরাঃ।
অতীতানাগতজ্ঞানং তেষাং হস্তগতং ভবেৎ ॥ ৫৬ ॥

যে সকল মনুষ্য সর্ব্বদা অভ্যাস দ্বারা চন্দ্র ও সূর্য্যকে নিয়মিত করিতে পারেন, তাঁহাদিগের অতীতের ও ভবিষ্যতের জ্ঞান হস্তগত হইয়া থাকে ॥ ৫৬ ॥

বামে চামৃতরূপা স্যাজ্জগদাপ্যায়নং পরম্।
দক্ষিণে চরভাগেন জগদুৎপাদয়েৎ সদা ॥ ৫৭ ॥

বামভাগে অমৃতরূপা ইড়া নাড়ী অবস্থিত হইয়া জগৎকে পোষণ করিতেছেন। আর দক্ষিণদিকে পিঙ্গলা নাড়ী চরভাগে শক্তি প্রবাহিত করিয়া জগতের সৃষ্টিকার্য্য সম্পাদন করিতেছেন ॥ ৫৭ ॥

মধ্যমা ভবতি ক্রূরা দুষ্টা সর্ব্বত্র কর্ম্মসু।
সর্ব্বত্র শুভকার্য্যেষু বামা ভবতি সিদ্ধিদা ॥ ৫৮ ॥

মধ্যভাগস্থিতা সুষুম্না নাড়ী ক্রূরস্বভাবা ও সকল কর্ম্মেই দুষ্ট। আর বামভাগস্থিতা ইড়া নাড়ী সকল শুভকর্ম্মেই সিদ্ধি দান করিয়া থাকেন ॥ ৫৮ ॥

নির্গমে তু শুভা বামা প্রবেশে দক্ষিণা শুভা।
চন্দ্রঃ সমস্তু বিজ্ঞেয়ো রবিস্তু বিষমঃ সদা ॥ ৫৯ ॥

বামনাড়ী বায়ুর নির্গমন কালে শুভদায়িনী এবং দক্ষিণ নাড়ী বায়ুর প্রবেশ কালে শুভদায়িনী হয়েন। চন্দ্র সদাই সম এবং রবি সদাই বিষম জানিতে হইবে ॥ ৫৯ ॥

চন্দ্রঃ স্ত্রী পুরুষঃ সূর্য্যশ্চন্দ্রো গৌরোঽসিতো রবিঃ।
চন্দ্রনাড়ীপ্রবাহেণ সৌম্যকার্য্যাণি কারয়েৎ ॥ ৬০ ॥

চন্দ্র স্ত্রী এবং সূর্য্য পুরুষ; চন্দ্র গৌরবর্ণ ও রবি কৃষ্ণবর্ণ জানিতে হইবে। চন্দ্র নাড়ীর বহন সময়ে সমস্ত সৌম্যকার্য্য করিবে ॥ ৬০ ॥

সূর্য্যনাড়ীপ্রবাহেণ রৌদ্রকর্ম্মাণি কারয়েৎ।
সুষুম্নায়াঃ প্রবাহেণ ভুক্তিমুক্তিফলানি চ ॥ ৬১ ॥

সূর্য্য নাড়ীর বহনসময়ে সমস্ত রৌদ্র কর্ম্ম করিবে। আর সুষুম্না নাড়ীর বহনকালে ভুক্তিফলক ও মুক্তিফলক কর্ম্ম সকল সম্পাদন করা কর্ত্তব্য॥ ৬১॥

আদৌ চন্দ্রঃ সিতে পক্ষে ভাস্করো হি সিতেতরে।
প্রতিপত্তো দিনান্যাহুস্ত্রীণি ত্রীণি কৃতোদয়ৌ॥ ৬২॥

শুক্লপক্ষের প্রতিপদ হইতে তিন তিন দিন করিয়া সূর্য্যোদয়ে চন্দ্রনাড়ীর এবং কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ হইতে তিন তিন দিন করিয়া সূর্য্যোদয়ে সূর্য্যনাড়ীর উদয়কাল জানিতে হইবে॥ ৬২॥

সার্দ্ধদ্বিঘটিকে জ্ঞেয়ঃ শুক্লে কৃষ্ণে শশী রবিঃ।
বহত্যেকদিনেনৈব যথাষষ্টিঘটীঃ ক্রমাৎ॥ ৬৩॥

কি শুক্লপক্ষে, কি কৃষ্ণপক্ষে, চন্দ্র ও সূর্য্য উভয়েই প্রতিদিন আড়াই দণ্ড অর্থাৎ একঘণ্টা করিয়া যথাক্রমে সমস্ত দিনে ষষ্টি দণ্ড ভোগ করিয়া থাকেন॥ ৬৩॥

বহেয়ুস্তদ্ঘটীমধ্যে পঞ্চতত্ত্বানি নির্দ্দিশেৎ।
প্রতিপত্তো দিনান্যাহুর্বিপরীতং বিবর্জ্জয়েৎ॥ ৬৪॥

ঐ এক ঘণ্টার মধ্যেই ক্রমান্বয়ে পাঁচটি তত্ত্ব বহন করিয়া থাকে। প্রতিপদ হইতেই দিন আরব্ধ হয়। ঐ নিয়মের ব্যতিক্রমে ফলের বৈপরীত্য ঘটিয়া থাকে। অতএব উহাকে বর্জ্জন করাই কর্ত্তব্য॥ ৬৪॥

শুক্লপক্ষে ভবেদ্বামা কৃষ্ণপক্ষে চ দক্ষিণা।
জানীয়াৎ প্রতিপৎপূর্ব্বং যোগী তদ্যতমানসঃ॥ ৬৫॥

শুক্লপক্ষে বামনাড়ী বীর্য্যবতী হয়, এবং কৃষ্ণপক্ষে দক্ষিণনাড়ী বীর্য্যবতী হইয়া থাকে। যোগী সংযতচিত্তে প্রতিপদ হইতেই উক্ত নিয়মের প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন॥ ৬৫॥

শশাঙ্কং বারয়েদ্রাত্রৌ দিবা বার্য্য ভাস্করম্।
ইত্যভ্যাসরতো নিত্যং স যোগী নাত্র সংশয়ঃ॥ ৬৬॥

রাত্রিকালে চন্দ্র নাড়ীকে এবং দিবাভাগে সূর্য্য নাড়ীকে বারণ করিবেন। যিনি প্রতিদিন এই প্রকার অভ্যাসে রত থাকেন, তিনিই যোগী হয়েন, তাহাতে সংশয় নাই॥ ৬৬॥

সূর্য্যেণ বধ্যতে সূর্য্যশ্চন্দ্রশ্চন্দ্রেণ বধ্যতে।
যো জানাতি ক্রিয়ামেতাং ত্রৈলোক্যং বশগং ক্ষণাৎ ॥৬৭॥

চন্দ্র সূর্য্য দ্বারা প্রশমিত এবং সূর্য্য চন্দ্র দ্বারা প্রশমিত হয়। যিনি এই ক্রিয়া জানেন, তিনি ক্ষণকালেই ত্রিলোক বশীভূত করিতে পারেন ॥ ৬৭ ॥

উদয়ং চন্দ্রমার্গেণ সূর্য্যেণাস্তমনং যদি।
তদা তে গুণসঙ্ঘাতা বিপরীতং বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৬৮ ॥

যদি চন্দ্রমার্গে প্রাণের উদয় এবং সূর্য্যমার্গে উহার অস্ত হয়, তবে গুণকারক জানিতে হইবে। ইহার বিপরীত বর্জ্জন করাই কর্ত্তব্য ॥ ৬৮ ॥

গুরুশুক্রবুধেন্দূনাং বাসরে বামনাড়িকা।
সিদ্ধিদা সর্ব্বকার্য্যেষু শুক্লপক্ষে বিশেষতঃ ॥ ৬৯ ॥

বৃহস্পতিবার শুক্রবার বুধবার ও সোমবারে বামনাড়ী সকল কার্য্যেই শুভদায়িনী হয়। শুক্লপক্ষে আবার উহা বিশেষ শুভদায়িনী হইয়া থাকে ॥ ৬৯ ॥

অর্কাঙ্গারকসৌরীণাং বাসরে দক্ষনাড়িকা।
স্মর্ত্তব্যা চরকার্য্যেষু কৃষ্ণপক্ষে বিশেষতঃ ॥ ৭০ ॥

রবিবার মঙ্গলবার ও শনিবারে দক্ষিণনাড়ী ক্রূরকর্ম্মে শুভদায়িনী হয়। কৃষ্ণপক্ষে আবার উহা বিশেষ শুভদায়িনী হইয়া থাকে ॥ ৭০ ॥

প্রথমং বহতে বায়ুর্দ্বিতীয়ঞ্চ তথানলঃ।
তৃতীয়ং বহতে ভূমিশ্চতুর্থং বারুণী বহেৎ ॥ ৭১ ॥

পূর্ব্বে যে পঞ্চতত্ত্বের বহনের কথা বলা হইয়াছে, এক্ষণে তাহাই বলিতেছেন। প্রথমে বায়ুতত্ত্ব ও দ্বিতীয়ে অগ্নিতত্ত্ব বহন করে, এবং তৃতীয়ে পৃথ্বীতত্ত্ব ও চতুর্থে জলতত্ত্ব বহন করে। পঞ্চম আকাশ তত্ত্ব ॥ ৭১ ॥

সার্দ্ধদ্বিঘটিকে পঞ্চ ক্রমেণৈবোদয়ন্তি চ।
ক্রমাদেকৈকনাড্যাঞ্চ তত্ত্বানাং পৃথগুদ্ভবঃ ॥ ৭২ ॥

সার্দ্ধ দুই দণ্ডের মধ্যে এক এক নাড়ীতে উক্ত ক্রমে পাঁচটি তত্ত্বের পৃথক্ পৃথক্ উদয় হইয়া থাকে ॥ ৭২ ॥

অহোরাত্রস্য মধ্যে তু জ্ঞেয়া দ্বাদশ সংক্রমাঃ।
বৃষকর্কটকন্যালিমৃগমীনা নিশাকরে ॥ ৭৩ ॥

অহোরাত্রির মধ্যে দ্বাদশটি সংক্রমণ জানিতে হইবে। চন্দ্র নাড়ীতে বৃষ, কর্কট, কন্যা, বৃশ্চিক, মকর ও মীন সংক্রান্তি হইয়া থাকে; অর্থাৎ চন্দ্রনাড়ীর বহনে ঐ কয়েক রাশিতেই শ্বাসের উদয় হইয়া থাকে ॥ ৭৩ ॥

মেষসিংহৌ চ কুম্ভশ্চ তুলা চ মিথুনং ধনম্।
উদয়ে দক্ষিণে জ্ঞেয়ঃ শুভাশুভবিনির্ণয়ঃ ॥ ৭৪ ॥

দক্ষিণ নাড়ীতে শ্বাসের উদয়ে যথাক্রমে মেষ সিংহ কুম্ভ তুলা মিথুন ও ধনু সংক্রান্তি জানিতে হইবে। এই প্রকারেই শুভ ও অশুভের বিনির্ণয় হইয়া থাকে ॥ ৭৪ ॥

তিষ্ঠেৎ পূর্ব্বোত্তরে চন্দ্রো ভানুঃ পশ্চিমদক্ষিণে।
দক্ষনাড্যাঃ প্রসারে তু ন গচ্ছেদ্‌ যাম্যপশ্চিমে ॥ ৭৫ ॥

চন্দ্র পূর্ব্বদিকে ও উত্তরদিকে থাকেন, এবং সূর্য্য পশ্চিমদিকে ও দক্ষিণ দিকে থাকেন। অতএব দক্ষিণ নাড়ীর বহন সময়ে দক্ষিণ ও পশ্চিমে গমন করিবে না ॥ ৭৫ ॥

বামাচারপ্রবাহে তু ন গচ্ছেৎ পূর্ব্ব উত্তরে।
পরিপন্থিভয়ং তস্য গতোঽসৌ ন নিবর্ত্ততে ॥ ৭৬ ॥

বামনাড়ীর বহন সময়ে পূর্ব্ব ও উত্তরে গমন করিবে না। গমনে শত্রুভয় আছে। গত ব্যক্তি আর প্রতিনিবৃত্ত হয়েন না ॥ ৭৬ ॥

তত্র তস্মান্ন গন্তব্যং বুধৈঃ সর্ব্বহিতৈষিভিঃ।
তদা তত্র তু সংযাতে মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ ॥ ৭৭ ॥

অতএব সর্ব্ববিধ হিতাভিলাষী জ্ঞানী ব্যক্তি তত্তৎসময়ে তত্তদ্দিকে গমন করিবেন না। তত্তৎকালে তত্তদ্দিকে গমন করিলে মৃত্যু ঘটে, তাহাতে সংশয় নাই ॥ ৭৭ ॥

শুক্লপক্ষে দ্বিতীয়ায়ামর্কে বহতি চন্দ্রমাঃ।
দৃশ্যতে লাভদঃ পুংসাং সৌম্যে সৌখ্যং প্রজায়তে ॥ ৭৮ ॥

শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়াতে যদি সূর্য্যনাড়ীর বহনকালে চন্দ্রনাড়ী বহন করে, তবে পুরুষের লাভদ হয়। আর তৎকালে সৌম্য কর্ম্ম করিলে সুখও হইয়া থাকে ॥ ৭৮ ॥

সূর্য্যোদয়ে যদা সূর্য্যশ্চন্দ্রশ্চন্দ্রোদয়ে ভবেৎ।
সিধ্যন্তি সর্ব্বকার্য্যাণি দিবারাত্রিগতান্যপি ॥ ৭৯ ॥

যখন সূর্য্যোদয়ে সূর্য্য ও চন্দ্রোদয়ে চন্দ্রই বহন করে, তখন দিনেই হউক বা রাত্রিতেই হউক, সকল কার্য্যেরই সিদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ৭৯ ॥

চন্দ্রকালে যদা সূর্য্যঃ সূর্য্যশ্চন্দ্রোদয়ে ভবেৎ।
উদ্বেগঃ কলহো হানিঃ শুভং সর্ব্বং নিবারয়েৎ ॥ ৮০ ॥

যখন চন্দ্রোদয়ে সূর্য্য ও সূর্য্যোদয়ে চন্দ্র বহন করে, তখন কেবল উদ্বেগ কলহ ও কার্য্যহানি হয়। অতএব তদবস্থায় সকল শুভ কর্ম্মই নিবারণ করিবে ॥৮০॥

সূর্য্যস্য বাহে প্রবদন্তি বিজ্ঞা
জ্ঞানং হ্যগম্যস্য তু নিশ্চয়েন।
শ্বাসেন যুক্তস্য তু শীতরশ্মেঃ
প্রবাহকালে ফলমন্যথা স্যাৎ ॥ ৮১ ॥

বিজ্ঞব্যক্তিরা সূর্য্যনাড়ীর বহনসময়ে অগম্য বিষয়ের জ্ঞান নিশ্চয় করিয়া বলিয়া থাকেন। আর চন্দ্রনাড়ীতে শ্বাসের বহনকালে ফলের অন্যথা হয় ॥ ৮১ ॥

যদা প্রত্যূষকালেন বিপরীতোদয়ো ভবেৎ।
চন্দ্রস্থানে বহত্যর্কো রবিস্থানে চ চন্দ্রমাঃ ॥ ৮২ ॥

যখন প্রত্যূষকালে বিপরীত উদয় হয়; অর্থাৎ চন্দ্রস্থানে সূর্য্য ও সূর্য্যস্থানে চন্দ্র বহন করে ॥ ৮২ ॥

প্রথমে মন-উদ্বেগং ধনহানির্দ্বিতীয়কে।
তৃতীয়ে গমনং প্রোক্তমিষ্টনাশং চতুর্থকে ॥ ৮৩ ॥

প্রথম দিবসে মনের উদ্বেগ, দ্বিতীয় দিবসে ধনহানি, তৃতীয় দিবসে গমন ও চতুর্থ দিবসে ইষ্টনাশ হয় ॥ ৮৩ ॥

পঞ্চমে রাজবিধ্বংসং ষষ্ঠে সর্ব্বার্থনাশনম্।
সপ্তমে ব্যাধিদুঃখানি অষ্টমে মৃত্যুমাদিশেৎ ॥ ৮৪ ॥

পঞ্চম দিবসে রাজ্যনাশ, ষষ্ঠ দিবসে সর্ব্বার্থনাশ, সপ্তম দিবসে ব্যাধিদুঃখ ও অষ্টম দিবসে মৃত্যু জানিবে ॥ ৮৪ ॥

কালত্রয়ে দিনান্যষ্টৌ বিপরীতং যদা বহেৎ।
তদা দুষ্টফলং প্রোক্তং কিঞ্চিন্ন্যূনং তু শোভনম্ ॥ ৮৫ ॥

আট দিন পর্য্যন্ত যদি প্রাতঃ মধ্যাহ্ন ও সায়ং এই তিন কালে বিপরীত নাড়ী বহন করে, তবে দুষ্টফল জানিতে হইবে। আর যদি আটদিনের কিছু কম এইরূপ হয়, তবে কিছু শুভফল বুঝিতে হইবে ॥ ৮৫ ॥

প্রাতর্মধ্যাহ্নয়োশ্চন্দ্রঃ সায়ংকালে দিবাকরঃ।
তদা নিত্যং জয়ো লাভো বিপরীতং বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৮৬ ॥

যদি প্রাতঃকালে ও মধ্যাহ্নকালে চন্দ্রনাড়ী এবং সায়ংকালে সূর্য্যনাড়ী বহন করে, তবে জয় ও লাভ জানিতে হইবে। উহার বৈপরীত্যে বিপরীত ফল বুঝিতে হইবে ॥ ৮৬ ॥

বামে বা দক্ষিণে বাপি যত্র সংক্রমতে শিবঃ।
কৃত্বা তৎপাদমাদৌ চ যাত্রা ভবতি সিদ্ধিদা ॥ ৮৭ ॥

যাত্রার সময় বাম বা দক্ষিণ যে শ্বাসই বহন করুক, যে দিকের নাড়ীতে শ্বাস চলিতেছে, সেই দিকের পাদ অগ্রে নিক্ষেপ করিয়া যাত্রা করিলেই সিদ্ধি হইবে ॥ ৮৭ ॥

চন্দ্রঃ সমপদঃ কার্য্যো রবিস্তু বিষমঃ সদা।
পূর্ণপাদং পুরস্কৃত্য যাত্রা ভবতি সিদ্ধিদা ॥ ৮৮ ॥

চন্দ্রনাড়ীর বহনকালে দুই চারি প্রভৃতি সমপাদ চলিতে হইবে এবং সূর্য্য-নাড়ীর বহনকালে তিন পাঁচ প্রভৃতি বিষম পাদ চলিতে হইবে। ঐরূপে শ্বাসের বাম বা দক্ষিণ বহন অনুসারে বাম বা দক্ষিণ পাদ গণনা করিয়া, পূর্ণপাদ অর্থাৎ যে অঙ্গে শ্বাস চলিতেছে সেই পাদ অগ্রে রাখিয়া যাত্রা করিলেই সিদ্ধি হইবে ॥ ৮৮ ॥

না হওয়া পর্য্যন্ত কারণশরীরের ক্ষয় হয় না। এই নিমিত্তই প্রলয়ে জীবের অভাবে জৈবকর্ম্মের ক্ষয়ে সমষ্টিভূত লিঙ্গশরীরের ক্ষয় হইলেও কর্ম্মবীজের আশ্রয়-ভূত কারণশরীরের ক্ষয় হয় না। উহা সুপ্তভাবে বিরাট্ পুরুষেই লীন থাকে, এবং সৃষ্টিতে ঐ কারণশরীর পুনর্ব্বার উত্থিত হইয়া বাসনানুসারে ভোগদেহ সকল নির্ম্মাণ করে।

স্থূলদৃষ্টি মানব সকল স্থূলশরীরের ক্ষয়েই জীবের মুক্তি বিবেচনা করেন। আবার অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্মদর্শী লোক সকল সূক্ষ্মশরীরের ক্ষয়েই জীবের মুক্তি নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাদের উভয়কেই অদূরদর্শী বলিতে হইবে। কারণ, প্রারব্ধ ভোগ দ্বারা স্থূলশরীরেব ক্ষয় হইলেও সঞ্চিত কর্ম্মের স্থিতি পর্য্যন্ত তদাশ্রয়ভূত সূক্ষ্মশরীরের অবস্থিতি এবং জ্ঞান দ্বারা সূক্ষ্মশবীরের ক্ষয় হইলেও কর্ম্মবীজরূপ বাসনাব স্থিতি পর্য্যন্ত তদাশ্রয়ভূত কারণশরীরের অবস্থিতি অপরিহার্য্য। উত্তরোত্তর সৃষ্টিব কাবণ ইহাই। পূর্ব্বকল্পে যাহার যেরূপ কর্ম্ম-বাসনা থাকে, তিনি পরকল্পে তদনুরূপ স্থূলশবীর ও সূক্ষ্মশরীর লাভ করিয়া থাকেন। যাঁহাব স্থূল ভোগবাসনা থাকে, তিনি প্রথমতঃ স্থূলতম খনিজাদি দেহ প্রাপ্ত হইয়া প্রকৃতিব ক্রমোন্নতিতে উত্তবোত্তব উন্নত উদ্ভিজ্জাদি দেহ লাভ করিতে করিতে অবশেষে সূক্ষ্মশবীব ধারণেব উপযোগী সমুন্নত মানবদেহ প্রাপ্ত হয়েন। আর যিনি পূর্ব্বকল্পে তপস্যাদি দ্বাবা স্থূল ভোগবাসনা ত্যাগ করিতে পাবেন, তিনি পবকল্পে একেবারে আধিকাবিক দেবতাদির সূক্ষ্মশরীর লইয়াই জন্মগ্রহণ করেন। দেবতাদির সূক্ষ্মশবীব কল্পান্তস্থাযী। মানবদিগের সূক্ষ্মশরীর বাসনার ক্ষয় পর্য্যন্তই থাকে। মানব সাধন দ্বারা বাসনার ক্ষয় করিতে পারিলেই মুক্ত হইতে পাবেন। দেবতাবা কিন্তু সাধন দ্বাবা বাসনার ক্ষয করিতে পারেন না। ইহাই ঐশ্বরিক নিযম।

ঐ বাসনাক্ষয়ের সাধন একমাত্র ভক্তি। কর্ম্ম বা জ্ঞান উহার সাধন হইতে পারে না। কর্ম্ম প্রধানতঃ দ্বিবিধ; পুণ্য ও পাপ। পুণ্য বা পাপ কোনটিই কর্ম্মবাসনার ক্ষয় করিতে সমর্থ হয় না, বরং তদ্দ্বারা উত্তবোত্তর বাসনার বৃদ্ধিই হইয়া থাকে। আমবা কি পাপকর্ম্ম, কি পুণ্যকর্ম্ম, যখন যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করি, বা উহাদের বিষয় চিন্তা করি, তখন আমাদিগের চিত্তবৃত্তি তত্তৎকর্ম্মের আকারে আকারিত হইয়া থাকে। শরীরস্থ বৈশ্বানর নামক অগ্নির তৈজস রূপই উক্ত আকার। উহা যে কেবল শরীরের অভ্যন্তরেই থাকে, তাহা নহে, পরন্তু উহা শরীরের বহির্ভাগেও ঐ শরীরকে ব্যাপিয়া অবস্থান করে। ঐ তৈজস আকার

আবার নির্জীবও নহে। কারণ, মনোবৃত্তির সমভূমিতে অবস্থিত জীব সকল তত্তদাকারকে আশ্রয় করিয়াই কার্য্য করিয়া থাকে। চিন্তাদিক্রিয়া সকলও একবার উঠিয়াই নিবৃত্তি পায় না বা শান্ত হয় না। ক্রিয়ামাত্রের প্রতিক্রিয়াই প্রাকৃতিক নিয়ম। চিন্তারূপ ক্রিয়াও তদনুসারে প্রতিক্রিয়ার উৎপাদনে বাধ্য। ঐ প্রতিক্রিয়া আবার ইচ্ছা ও বিবেক দ্বারা বাধিত না হইলে, অভ্যস্ত হইয়া যায়। অভ্যস্ত ক্রিয়া সকল অজ্ঞাতসারেই পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত চিন্তারূপধারী জীব সকলই ঐ সকল ক্রিয়ায় কর্তৃত্ব করে। মায়ামুগ্ধ মানব কিন্তু ঐ অভ্যস্ত ক্রিয়াগুলির কর্তৃত্বও আপনাতেই আরোপ করিয়া থাকেন। দেহে আত্মাভিমানই এই ভ্রমের কারণ। এবং ঐ কারণবশতঃই মানব তত্তৎক্রিয়ার প্রকৃত কর্ত্তা না হইয়াও তজ্জন্য দায়ী ও তত্তৎকর্ম্মে আবদ্ধ হয়েন। ইহাই মানবের কর্ম্মবন্ধন। মানব যদি এই কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে অভিলাষী হয়েন, তবে তাঁহাকে ঐ সকল ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়াকালে বিশেষ সতর্ক হইতে হইবে। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ পূর্ব্বক ঐ প্রতিক্রিয়াকে হয় পথ প্রদান করিতে হইবে, না হয় রোধ করিতে হইবে। সকাম কর্ম্মী এইরূপ করিতে পারেন না, কারণ, তিনি কামনায় অন্ধ হইয়া কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া থাকেন। জ্ঞানীর পক্ষেও ঐ কথা। জ্ঞানীও হৃদয়ে কর্ম্মবিদ্বেষ পোষণ করিতে থাকেন। ভক্ত নিষ্কাম। অতএব বিবেক তাঁহারই করতলগত। বিবেকী ভক্ত ফলকামনাশূন্য ও কর্ম্মবিদ্বেষবর্জ্জিত হইয়া, যাহা যাহা সৎ বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহারই প্রতিক্রিয়ার অনুমোদনে, এবং যাহা যাহা অসৎ বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহারই প্রতিক্রিয়ার বাধাপ্রদানে, সাধ্যানুসারে যত্ন করিয়া থাকেন। যে যে কার্য্য করিলে সর্ব্বভূতে ভগবানের সেবা হয়, যে যে কর্ম্ম করিলে সর্ব্বভূতে শ্রীভগবানের প্রীতি উৎপাদন করা হয়, তাহাই ভক্তের অনুষ্ঠেয়। এবং তদ্বিপরীত কর্ম্মমাত্রই তাঁহার অননুষ্ঠেয়। মন আকর্ষক মণির সমধর্ম্মী। ভক্তের মন যখন যে কার্য্য করিতে অভিলাষী হয়, তখন মানসিক ক্ষেত্র হইতে তৎসদৃশ শত শত সজীব ক্রিয়ারূপী যন্ত্র সকল তাঁহার চতুর্দ্দিকে আগমন করিতে থাকে, এবং তিনি ঐ সকলের সাহায্যে অনায়াসেই তত্তৎকর্ম্ম সকল সম্পাদন করিয়া ফেলেন। পক্ষান্তরে তিনি যখন কোন প্রতিক্রিয়াতে বাধা দিতে ইচ্ছা করেন, তখনও তদ্রূপ সজীব যন্ত্র সকল সমাগত হইয়া তাঁহার সহায়তা দ্বারা মনোরথ সফল করে। অভক্তের সম্বন্ধে তদুভয়ই অসম্ভব। কেন না, স্বার্থান্ধতা প্রযুক্ত প্রকৃত বিবেক তাঁহার সম্বন্ধে অভ্যুদিতই হয় না। ইহাই কর্ম্মের রহস্য ॥ ৭ ॥

ত্বং মায়য়া ত্রিগুণয়াত্মনি দুর্বিভাব্যং
ব্যক্তং সৃজস্যবসি লুম্পসি তদ্গুণস্থঃ ।
নৈতৈর্ভবানজিত কর্ম্মভিরজ্যতে বৈ
যৎ স্বে সুখেঽব্যবহিতেঽভিরতোঽনবদ্যঃ ॥ ৮ ॥

(হে) অজিতঃ। (মাযাপাববশ্যবহিত।) ত্বং তদ্গুণস্থঃ (তস্যাঃ মায়ায়াঃ গুণাঃ সত্ত্বরজস্তমাংসি তেষু তিষ্ঠতি ইতি নিযন্তৃত্বেন স্থিতঃ সন্, তথা) ত্রিগুণয়া মায়য়া দুর্বিভাব্যং (মনসা অপি অবিতর্ক্যম্) আত্মনি (আধারভূতে) ব্যক্তং (মহদাদিপ্রপঞ্চং) সৃজসি অবসি (পালয়সি) লুম্পসি (সংহরসি চ, তথাপি) এতৈঃ (সৃষ্ট্যাদিভিঃ) কর্ম্মভিঃ ভবান্ ন অজ্যতে (লিপ্যতে) বৈ। যৎ (যতঃ ভবান্) স্বে (আত্মস্বরূপে) অব্যবহিতে (অনাবৃতে) সুখে অভিরতঃ (অতএব) অনবদ্যঃ (অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাদিদোষরহিতঃ)। ("যৎ" ইত্যত্র "যঃ" ইতি পাঠান্তরম্) ॥ ৮ ॥

হে অজিত! তুমি মাযাগুণে অবস্থিত হইয়া সেই মাযা দ্বারা দুর্বিতর্ক্য মহদাদি প্রপঞ্চকে আত্মরূপ আধারে সৃষ্টি পালন ও সংহার করিয়া থাক; কিন্তু ঐ সকল সৃষ্ট্যাদি কর্ম্ম দ্বারা আপনি লিপ্ত হও না, যেহেতু তুমি অনাবৃত স্বীয় সুখে সদাই রত আছ। অতএব তুমি দোষস্পর্শপরিশূন্য হও ॥ ৮ ॥

শুদ্ধির্নৃণাং ন তু তথেড্য দুরাশয়ানাং
বিদ্যাশ্রুতাধ্যয়নদানতপঃক্রিয়াভিঃ ।
সত্ত্বাত্মনামৃষভ তে যশসি প্রবৃদ্ধ-
সচ্ছ্রদ্ধয়া শ্রবণসম্ভৃতয়া যথা স্যাৎ ॥ ৯ ॥

(হে) ঈড্য। (স্তুত্য!) ঋষভ। (শ্রেষ্ঠ।) দুরাশয়ানাং (দুষ্টশব্দাদিবিষয়াবিষ্টচিত্তানাং) নৃণাং (মনুষ্যাণাং) বিদ্যাশ্রুতাধ্যয়নদানতপঃক্রিয়াভিঃ (বিদ্যা দেবতান্তরোপাসনা চ শ্রুতং বেদার্থশ্রবণমননাদি চ অধ্যয়নং বেদাদ্যধ্যয়নং চ দানং চ তপঃ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদিরূপং চ ক্রিয়া বর্ণাশ্রমানুগুণযজ্ঞসন্ধ্যোপাসনাদিরূপা চ তাভিঃ) তু তথা শুদ্ধিঃ ন (ভবতি) যথা সত্ত্বাত্মনাং (সত্ত্বগুণপ্রচুরান্তঃকরণানাং সতাং) তে (তব) যশসি শ্রবণসম্ভৃতয়া (শ্রবণেন পরিপুষ্টয়া) সচ্ছ্রদ্ধয়া (দৃঢশ্রদ্ধযা) স্যাৎ ॥ ৯ ॥

হে স্তবনীয়। হে ঋষভ। দুরাশয মনুষ্যদিগের দেবতান্তরের উপাসনা বেদার্থের শ্রবণমননাদি বেদাদ্যধ্যয়ন দান কৃচ্ছ্রচান্দ্রাযণাদি তপস্যা ও বর্ণাশ্রমানুগুণ যজ্ঞাদি-

ক্রিয়া দ্বারা কিন্তু সে প্রকার শুদ্ধি হয় না, যেরূপ সাত্ত্বিক সাধুদিগের তোমার যশ শ্রবণে পরিপুষ্ট দৃঢ় শ্রদ্ধা দ্বারা হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

স্যান্নস্তবাঙ্ঘ্রিরশুভাশয়ধূমকেতুঃ
ক্ষেমায় যো মুনিভিরার্দ্রহৃদোহ্যমানঃ।
যঃ সাত্বতৈঃ সমবিভূতয় আত্মবদ্ভি-
র্ব্যূহেঽর্চ্চিতঃ সবনশঃ স্বরতিক্রমায় ॥ ১০ ॥

যঃ মুনিভিঃ (আত্মারামৈঃ অপি) ক্ষেমায (পরমসুখায়) আর্দ্রহৃদা (প্রেমার্দ্র-হৃদা) উহ্যমানঃ (চিন্ত্যমানঃ) যঃ (চ) আত্মবদ্ভিঃ (আত্মা ত্বম্ এব নাথত্বেন বিদ্যতে এষাম্ ইতি) সাত্বতৈঃ (ভক্তৈঃ) সমবিভূতয়ে (সমানাং সমদর্শিনাং যা বিভূতিঃ প্রেমসম্পত্তিঃ তস্যৈ) স্বরতিক্রমায় (স্বর্গাদিবাসনাত্যাগায় চ) ব্যূহে (বাসুদেবাদিব্যূহে) সবনশঃ (ত্রিকালম্) অর্চ্চিতঃ (সঃ) তব অঙ্ঘ্রিঃ নঃ (অস্মাকম্) অশুভাশয়ধূমকেতুঃ (অশুভাশয়ানাং বিষয়বাসনানাং ধূমকেতুঃ দাহকঃ অগ্নিঃ) স্যাৎ ॥ ১০ ॥

যাহা মুনিগণ কর্ত্তৃক ক্ষেমের নিমিত্ত আর্দ্রহৃদয়ে চিন্ত্যমান এবং যাহা আত্মবন্ত ভক্তবর্গ কর্ত্তৃক সমবিভূতির নিমিত্ত ও স্বর্গাদি অতিক্রমণের নিমিত্ত বাসুদেবাদি ব্যূহ চতুষ্টয়ে ত্রিকালে অর্চ্চিত হয়, সেই তোমার চরণ আমাদিগের অশুভ আশয় সকলের সম্বন্ধে ধূমকেতু হউক ॥ ১০ ॥

যশ্চিন্ত্যতে প্রযতপাণিভিরধ্বরাগ্নৌ
ত্রয্যা নিরুক্তবিধিনেশ হবির্গৃহীত্বা।
অধ্যাত্মযোগ উত যোগিভিরাত্মমায়াং
জিজ্ঞাসুভিঃ পরমভাগবতৈঃ পরীষ্টঃ ॥ ১১ ॥

(হে) ঈশ ! যঃ প্রযতপাণিভিঃ (সংহতহস্তৈঃ) হবিঃ গৃহীত্বা অধ্বরাগ্নৌ (আহবনীয়াদৌ যাজ্ঞিকৈঃ) ত্রয্যা (বেদত্রয়েণ) নিরুক্তবিধিনা (নিরুক্তেন নির্দ্দিষ্টেন বিধিনা বিধানেন) চিন্ত্যতে, উত (কিঞ্চ) অধ্যাত্মযোগে (আত্মাধি-কারে যোগে) যোগিভিঃ (অপি) আত্মমায়াম্ (আত্মনঃ তব মায়া তাং) জিজ্ঞাসুভিঃ (চিন্ত্যতে, তথা) পরমভাগবতৈঃ (নিরপেক্ষভক্তৈঃ অপি যঃ) পরীষ্টঃ (সর্ব্বতঃ পূজিতঃ, সঃ তব অঙ্ঘ্রিঃ নঃ অশুভাশয়ধূমকেতুঃ স্যাৎ) ॥ ১১ ॥

হে ঈশ ! যাহা সংযতপাণি যাজ্ঞিকগণ কর্ত্তৃক হবি লইয়া যজ্ঞাগ্নিতে বেদোক্ত-বিধানে চিন্তিত হয়, এবং পরম ভাগবতগণ কর্ত্তৃক যাহা সর্ব্বতোভাবে পূজিত

হয়, সেই তোমার চরণ আমাদিগের অশুভ আশয় সকলের সম্বন্ধে ধূমকেতু হউক ॥ ১১ ॥

পর্য্যুষ্টয়া তব বিভো বনমালয়েয়ং
সংস্পর্দ্ধিনী ভগবতী প্রতিপত্নিবৎ শ্রীঃ।
যঃ সুপ্রণীতমমুয়ার্হণমাদদন্নো
ভূয়াৎ সদাঙ্ঘ্রিরশুভাশয়ধূমকেতুঃ ॥ ১২ ॥

(হে) বিভো! প্রতিপত্নিবৎ (প্রতিপত্নীবৎ সপত্নীবৎ) সংস্পর্দ্ধিনী (সংস্পর্দ্ধমানা যা) ইয়ং ভগবতী অমুয়া বনমালয়া সুপ্রণীতং (সুষ্ঠু সম্পাদিতম্) অর্হণং (পূজাম্) আদদৎ (স্বীকৃতবান্, তস্য) তব অঙ্ঘ্রিঃ নঃ (অস্মাকম্) অশুভাশয়-ধূমকেতুঃ সদা ভূয়াৎ ॥ ১২ ॥

হে বিভো! সপত্নীর ন্যায় সংস্পর্দ্ধমানা এই ভগবতী লক্ষ্মীকে অনাদর করিয়া যে তুমি পর্য্যুষিত ঐ বনমালা দ্বারা সুপ্রণীত অর্হণ স্বীকার কর, সেই তোমার চরণ আমাদিগের অশুভ আশয় সকলের সম্বন্ধে ধূমকেতু হউক ॥ ১২ ॥

কেতুস্ত্রিবিক্রমযুতস্ত্রিপতৎপতাকো
যস্তে ভয়াভয়করোঽসুরদেবচম্বোঃ।
স্বর্গায় সাধুষু খলেম্বিতরায় ভূমন্
পাদঃ পুনাতু ভগবন্ ভজতামঘং নঃ ॥ ১৩ ॥

(হে) ভূমন্! (হে) ভগবন্! যঃ (বলিবন্ধনে) ত্রিবিক্রমযুতঃ (ত্রিভিঃ ত্রিলোকসংগ্রাহকৈঃ বিক্রমৈঃ ন্যাসৈঃ যুতঃ) ত্রিপতৎপতাকঃ (ত্রিষু লোকেষু পতন্তী গঙ্গা পতাকা যস্য সঃ) অসুরদেবচম্বোঃ (অসুরদেবসেনয়োঃ) ভয়াভয়করঃ সাধুষু স্বর্গায খলেষু (চ) ইতরায (নরকায় ভবতি, সঃ তব) পাদঃ ভজতাং নঃ (অস্মাকম্) অঘং (পাপং) পুনাতু (শোধযতু) ॥ ১৩ ॥

হে ভূমন্! হে ভগবন্! যাহা বলিবন্ধনে ত্রিবিক্রমযুক্ত ত্রিলোকপতিত-গঙ্গারূপ-পতাকাসমন্বিত অসুরসেনার সম্বন্ধে ভয়দ এবং দেবগণের সম্বন্ধে অভয়দ সাধুসকলে স্বর্গের নিমিত্ত ও অসাধু সকলে নরকের নিমিত্ত হয়, সেই তোমার পাদ, ভজন করিতেছি যে আমরা, আমাদিগের পাপমোচন করুন ॥ ১৩ ॥

নস্যোত গাব ইব যস্য বশে ভবন্তি
ব্রহ্মাদয়স্তনুভৃতো মিথুরর্দ্দ্যমানাঃ।

কালস্য তে প্রকৃতিপূরুষয়োঃ পরস্য
শং নস্তনোতু চরণঃ পুরুষোত্তমস্য ॥ ১৪ ॥

মিথুঃ (মিথঃ) অর্দ্দ্যমানাঃ (পীড্যমানাঃ) ব্রহ্মাদয়ঃ তনুভৃতঃ (দেহধারিণঃ) নস্যোতগাবঃ (নসি নাসিকায়াম্ ওতাঃ বদ্ধাঃ গাবঃ) ইব কালস্য (কলয়িতুঃ) যস্য বশে ভবন্তি, প্রকৃতিপূরুষযোঃ (অপি) পরস্য পুরুষোত্তমস্য (তস্য) তে (তব) চরণঃ নঃ (অস্মাকং) শং (সুখং) তনোতু ॥ ১৪ ॥

পরস্পর পীড্যমান ব্রহ্মাদি দেহধারিগণ বিদ্ধনাসিক বলীবর্দ্দের ন্যায় কামরূপী যাঁহার বশে বর্ত্তমান, প্রকৃতিপুরুষের অতীত পুরুষোত্তম যে তুমি, সেই তোমার চরণ আমাদিগের সুখ বিস্তার করুন ॥ ১৪ ॥

অস্যাসি হেতুরুদয়স্থিতিসংযমানা-
মব্যক্তজীবমহতামপি কালমাহুঃ।
সোঽয়ং ত্রিনাভিরখিলাপচয়ে প্রবৃত্তঃ
কালো গভীররয় উত্তমপূরুষস্ত্বম্ ॥ ১৫ ॥

(ত্বাম্) অব্যক্তজীবমহতাম্ (অব্যক্তং প্রকৃতিঃ জীবঃ পুরুষঃ মহান্ মহত্তত্ত্বং তেষাম্) অপি কালং (নিয়ন্তারম্) আহুঃ (কথয়ন্তি, অতঃ ত্বম্) অস্য (জগতঃ) উদয়স্থিতিসংযমানাং (সৃষ্টিস্থিতিলয়ানাং) হেতুঃ অসি। (কিঞ্চ যঃ) অয়ং ত্রিনাভিঃ (ত্রীণি চাতুর্ম্মাস্যানি নাভয়ঃ যস্য) অখিলাপচয়ে (অখিলস্য জগতঃ অপচয়ে নাশে) প্রবৃত্তঃ গভীররয়ঃ (গভীরঃ রয়ঃ বেগঃ যস্য সঃ) কালঃ, সঃ (অপি ত্বম্ এব। অতঃ) ত্বম্ উত্তমপুরুষঃ ॥ ১৫ ॥

তোমাকে অব্যক্ত জীব এবং মহতেরও নিয়ন্তা বলিয়া থাকে, অতএব তুমি এই জগতের উৎপত্তি স্থিতি ও নাশের হেতু। আরও যে এই ত্রিনাভি অখিল জগতের নাশে প্রবৃত্ত গভীরবেগ কাল, সেও তুমিই। অতএব তুমি উত্তমপুরুষ ॥১৫॥

ত্বত্তঃ পুমান্ সমধিকৃত্য যয়াস্য বীর্য্যং
ধত্তে মহান্তমিব গর্ভমমোঘবীর্য্যঃ।
সোঽয়ং তয়ানুগত আত্মন অণ্ডকোষং
হৈমং সসর্জ বহিরাবরণৈরুপেতম্ ॥ ১৬ ॥

ত্বত্তঃ (পুরুষোত্তমাৎ) বীর্য্যং (শক্তিং) সমধিকৃত্য (প্রাপ্য) পুমান্ (প্রথমঃ পুরুষঃ কারণার্ণবশায়ী) অমোঘবীর্য্যঃ (সর্ব্বথা সমর্থঃ সন্) যয়া (মায়য়া সহ)

অস্য (জগতঃ) গর্ভং (বীজম্) ইব (যং) মহান্তং ধত্তে (উৎপাদয়ামাস), সঃ অয়ং (মহান্) তয়া (এব মায়য়া) অনুগতঃ (যুক্তঃ সন্) আত্মনঃ (স্বস্মাৎ সকাশাৎ) আবরণৈঃ (সপ্তভিঃ) বহিঃ উপেতম্ (আবৃতং) হৈমং (প্রকাশ-বহুলম্) অণ্ডকোষং সসর্জ (সৃষ্টবান্)। ("সমধিকৃত্য" ইত্যত্র "সমধিগম্য" ইতি পাঠান্তরম্) ॥ ১৬ ॥

তোমা হইতে বীর্য্য প্রাপ্ত হইয়া প্রথম পুরুষ অমোঘবীর্য্য হইয়া যে মায়ার সহিত এই জগতের বীজের ন্যায় যে মহত্তত্ত্বকে উৎপাদন করেন, সেই এই মহত্তত্ত্ব সেই মায়ার সহিত যুক্ত হইয়া আপনা হইতে সপ্ত আবরণে সমাবৃত হৈম অণ্ডকোষ সৃষ্টি করেন ॥ ১৬ ॥

তত্তস্থুষশ্চ জগতশ্চ ভবানধীশো
যন্মায়য়োত্থগুণবিক্রিয়োপনীতান্।
অর্থান্ জুষন্নপি হৃষীকপতে ন লিপ্তো
যেঽন্যে স্বতঃ পরিহৃতাদপি বিভ্যতি স্ম ॥ ১৭ ॥

(হে) হৃষীকপতে! (ইন্দ্রিয়প্রবর্ত্তক!) যৎ (যস্মাৎ) মায়য়া (প্রকৃত্যা) উত্থগুণবিক্রিয়োপনীতান্ (উত্থা উজ্জৃম্ভিতা যা গুণবিক্রিয়া ইন্দ্রিয়বৃত্তিঃ তয়া উপনীতান্) অর্থান্ বিষয়ান্ জুষন্ (জুষমাণঃ) দূরাৎ এব সাক্ষিতয়া অনুভবন্ অপি ত্বং) ন লিপ্তঃ (তেষু অনাসক্তঃ), তৎ (তস্মাৎ) তস্থুষঃ (স্থাবরস্য) চ জগতঃ (জঙ্গমস্য) চ ভবান্ অধীশঃ (নিয়ন্তা)। যে (তু) অন্যে (জীবাঃ যোগিনঃ বা) স্বতঃ পরিহৃতাৎ অপি (সম্বন্ধরহিতাৎ ত্যক্তাৎ বা বিষয়জোষণাৎ) বিভ্যতি (বাসনামাত্রেণ বধ্যন্তে) স্ম ॥ ১৭ ॥

হে হৃষীকপতে! যেহেতু মায়া কর্ত্তৃক উত্থাপিত গুণবিক্রিয়া দ্বারা উপনীত বিষয় সকল সেবা করিয়াও তুমি সে সকলে লিপ্ত হও না, অতএব স্থাবর ও জঙ্গমের আপনি নিয়ন্তা। আর অন্য সকলেই স্বয়ং পরিহৃত বিষয়সঙ্গ হইতে ভীত হয়েন ॥ ১৭ ॥

স্মায়াবলোকলবদর্শিতভাবহারি-
ভ্রূমণ্ডলপ্রহিতসৌরতমন্ত্রশৌণ্ডৈঃ।
পত্ন্যস্তু ষোড়শসহস্রমনঙ্গবাণৈ-
র্যস্যেন্দ্রিয়ং বিমথিতুং করণৈর্ন বিভ্ব্যঃ ॥ ১৮ ॥

স্মায়াবলোকলবদর্শিতভাবহারিভ্রূমণ্ডলপ্রহিতসৌরতমন্ত্রশৌণ্ডৈঃ (স্মায়াবলোকঃ মন্দস্মিতবিলসিতঃ অবলোকঃ তস্য লবঃ কটাক্ষঃ তেন দর্শিতঃ যঃ ভাবঃ অভি-

প্রায়ঃ তেন মনোহারি যৎ ভ্রূমণ্ডলং তেন প্রহিতাঃ যে সৌরতমন্ত্রাঃ তৈঃ (শৌণ্ডৈঃ প্রগল্ভৈঃ) অনঙ্গবাণৈঃ কামস্য বাণৈঃ সম্মোহনৈঃ করণৈঃ (কামকলাভিঃ) ষোড়শসহস্রং পত্ন্যঃ (রুক্মিণ্যাদয়ঃ মহিষ্যঃ) তু যস্য ইন্দ্রিয়ং (মনঃ) বিমথিতুং (বিশেষেণ স্বোত্তমপ্রেমবতীতুল্যত্বেন মথিতুং ক্ষোভয়িতুং) ন বিভ্বঃ (শেকুঃ সমর্থাঃ বভূবুঃ, স ভবান্ ক্বাপি ন লিপ্তঃ) ॥ ১৮ ॥

মন্দস্মিতবিলসিত কটাক্ষ দ্বারা দর্শিত অভিপ্রায় দ্বারা মনোহারি ভ্রূমণ্ডল দ্বারা প্রেরিত যে সৌরতমন্ত্র তদ্দ্বারা প্রগল্ভ যে অনঙ্গবাণস্বরূপ কামকলা তদ্দ্বারা ষোড়শসহস্র পত্নীও যাঁহার মন আপনাতে উত্তমপ্রেমবতী প্রেয়সী বর্গের সদৃশ ক্ষোভিত করিতে সমর্থ হয়েন নাই, সেই আপনি কুত্রাপি লিপ্ত নহেন ॥ ১৮ ॥

বিভ্ব্যস্তবামৃতকথোদবহাস্ত্রিলোক্যাঃ
পাদাবনেজসরিতঃ শমলানি হন্তুম্ ।
আনুশ্রবং শ্রুতিভিরঙ্ঘ্রিজমঙ্গসঙ্গৈ-
স্তীর্থদ্বয়ং শুচিষদস্ত উপস্পৃশন্তি ॥ ১৯ ॥

তব অমৃতকথোদবহাঃ (অমৃতরূপা যা কথা তৎ এব উদম্ উদকং বহন্তি ইতি তথা কীর্ত্তিনদ্যঃ) পাদাবনেজসরিতঃ (গঙ্গাখ্যাঃ চ) ত্রিলোক্যাঃ শমলানি (পাপানি) হন্তুম্ (অপাকর্ত্তুং) বিভ্ব্যঃ (সমর্থাঃ। অতএব) শুচিষদঃ (শুচয়ে আত্মবিশুদ্ধ্যর্থং সীদন্তি ক্লিশ্যন্তি প্রযতন্তে ইতি বিশুদ্ধিকামাঃ যদ্বা শুচৌ স্বধর্ম্মে সীদন্তি তিষ্ঠন্তি ইতি স্বধর্ম্মাচারনিরতাঃ) আনুশ্রবং (গুরোঃ উচ্চারণম্ অনু শ্রূয়তে ইতি অনুশ্রবঃ বেদঃ তত্র ভবং কীর্ত্তিরূপং তীর্থং) শ্রুতিভিঃ (শ্রবণেন্দ্রিয়ৈঃ) অঙ্ঘ্রিজং (চরণনিঃসৃতং নদীরূপং তীর্থং চ) অঙ্গসঙ্গৈঃ (এবং) তীর্থদ্বয়ম্ উপস্পৃশন্তি (অধিকং সেবন্তে) ॥ ১৯ ॥

তোমার অমৃতকথারূপ উদবহা অর্থাৎ কীর্ত্তিনদী এবং পাদাবনেজনসরিৎ গঙ্গা ত্রিলোকীর পাপ সকলকে নাশ করিতে সমর্থ। অতএব শুদ্ধিকাম ব্যক্তি সকল তোমার বেদোক্ত কীর্ত্তিরূপ তীর্থকে শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা এবং চরণনিঃসৃত নদীরূপ তীর্থকে অঙ্গসঙ্গ দ্বারা এইরূপে তীর্থদ্বয়কে অধিক সেবা করিয়া থাকেন ॥১৯॥

শুক উবাচ।

ইত্যভিষ্টূয় বিবুধৈঃ সেশঃ শতধৃতির্হরিম্ ।
অভ্যভাষত গোবিন্দং প্রণম্যাম্বরমাশ্রিতঃ ॥ ২০ ॥

সেশঃ (ঈশেন রুদ্রেণ সহিতঃ) শতধৃতিঃ (ব্রহ্মা) বিবুধৈঃ (সহ) হরিং গোবিন্দম্ ইতি অভিষ্টূয় প্রণম্য (চ) অম্বরম্ আশ্রিতঃ (সন্) অভ্যভাষত ॥ ২০ ॥

শুকদেব বলিলেন, রুদ্রের সহিত ব্রহ্মা দেবগণের সহিত হরি গোবিন্দকে এই কথা বলিয়া প্রণাম করিয়া গগন আশ্রয় পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন ॥ ২০ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

ভূমের্ভারাবতারায় পুরা বিজ্ঞাপিতঃ প্রভো ।
ত্বমস্মাভিরশেষাত্মংস্তত্তথৈবোপপাদিতম্ ॥ ২১ ॥

(হে) অশেষাত্মন্ ! (হে) প্রভো ! অস্মাভিঃ পুরা ভূমেঃ ভারাবতারায় ত্বং বিজ্ঞাপিতঃ । তৎ তথা এব উপপাদিতম্ ॥ ২১ ॥

হে সর্ব্বাত্মন্ ! হে প্রভো ! আমরা পূর্ব্বে ভূমির ভারাবতারার্থ তোমার নিকট বিজ্ঞাপন করিয়াছিলাম । তুমি তাহা সেইরূপই সম্পাদন করিয়াছ ॥ ২১ ॥

ধর্ম্মশ্চ স্থাপিতঃ সৎসু সত্যসন্ধেষু বৈ ত্বয়া ।
কীর্ত্তিশ্চ দিক্ষু বিক্ষিপ্তা সর্ব্বলোকমলাপহা ॥ ২২ ॥

ত্বয়া বৈ (নিশ্চিতং) সত্যসন্ধেষু (সত্যে সন্ধা অভিসন্ধিঃ যেষাং তে তেষু) সৎসু ধর্ম্মঃ চ স্থাপিতঃ দিক্ষু সর্ব্বলোকমলাপহা কীর্ত্তিঃ চ বিক্ষিপ্তা (বিস্তারিতা) ॥২২॥

তুমি নিশ্চয়ই সত্যনিষ্ঠ সাধু সকলে ধর্ম্মও স্থাপন করিয়াছ, এবং দিগ্‌-দিগন্তরে সর্ব্বলোকমলাপহা কীর্ত্তিও বিস্তার কবিযাছ ॥ ২২ ॥

অবতীর্য্য যদোর্বংশে বিভ্রদ্রূপমনুত্তমম্ ।
কর্ম্মাণ্যুদ্দামবৃত্তানি হিতায় জগতোঽকৃথাঃ ॥ ২৩ ॥

অনুত্তমং (ন বিদ্যতে উত্তমং যস্মাৎ তৎ) রূপং বিভ্রৎ যদোঃ বংশে অবতীর্য্য জগতঃ হিতায় উদ্দামবৃত্তানি (উদ্দামানি উৎকটানি বৃত্তানি বিক্রমাঃ যেষু তানি) কর্ম্মাণি অকৃথাঃ (কৃতবান্) ॥ ২৩ ॥

সর্ব্বোত্তম রূপ ধারণ পূর্ব্বক যদুবংশে অবতীর্ণ হইয়া জগতের হিতার্থ উৎকট বিক্রমযুক্ত কর্ম্ম সকল সম্পাদন কবিয়াছ ॥ ২৩ ॥

যানি তে চরিতানীশ মনুষ্যাঃ সাধবঃ কলৌ ।
শৃণ্বন্তঃ কীর্ত্তয়ন্তশ্চ তরিষ্যন্ত্যঞ্জসা তমঃ ॥ ২৪ ॥

(হে) ঈশ ! কলৌ সাধবঃ মনুষ্যাঃ যানি তে চরিতানি শৃণ্বন্তঃ কীর্ত্তয়ন্তঃ চ অঞ্জসা (অনায়াসেন) তমঃ (অজ্ঞানং) তরিষ্যন্তি ॥ ২৪ ॥

হে ঈশ! কলিতে সাধু মনুষ্য সকল তোমার যে চরিত্র শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিয়া অনায়াসে অজ্ঞান হইতে উত্তীর্ণ হইবে ॥ ২৪ ॥

যদুবংশেঽবতীর্ণস্য ভবতঃ পুরুষোত্তম।
শরচ্ছতং ব্যতীয়ায় পঞ্চবিংশাধিকং বিভো ॥ ২৫

(হে) বিভো! (হে) পুরুষোত্তম! যদুবংশে অবতীর্ণস্য ভবতঃ পঞ্চবিংশাধিকং শরচ্ছতং ব্যতীয়ায় ॥ ২৫ ॥

হে বিভো! হে পুরুষোত্তম! পঞ্চবিংশাধিক শত বৎসর উত্তীর্ণ হইল, তুমি যদুবংশে অবতীর্ণ হইয়াছ ॥ ২৫ ॥

নাধুনা তেঽখিলাধার দেবকার্য্যাবশেষিতম্।
কুলঞ্চ বিপ্রশাপেন নষ্টপ্রায়মভূদিদম্ ॥ ২৬ ॥

(হে) অখিলাধার! অধুনা তে দেবকার্য্যাবশেষিতং ন (অস্তি)। ইদং কুলং চ বিপ্রশাপেন নষ্টপ্রায়ম্ অভূৎ ॥ ২৬ ॥

হে অখিলাধার! অধুনা তোমার দেবকার্য্যের কিছুই অবশিষ্ট নাই। এই কুলও বিপ্রশাপে নষ্টপ্রায় হইয়াছে ॥ ২৬ ॥

ততঃ স্বধাম পরমং বিশস্ব যদি মন্যসে।
সলোকান্ লোকপালান্ নঃ পাহি বৈকুণ্ঠকিঙ্করান্ ॥ ২৭ ॥

ততঃ যদি মন্যসে (ইচ্ছসি তর্হি) পরমং স্বধাম বিশস্ব (প্রবিশ)। সলোকান্ লোকপালান্ নঃ বৈকুণ্ঠকিঙ্করান্ (চ) পাহি ॥ ২৭ ॥

অতএব যদি ইচ্ছা হয়, তবে পরমোৎকৃষ্ট নিজধামে প্রবেশ কর, এবং লোকের সহিত লোকপাল আমাদিগকে এবং বৈকুণ্ঠকিঙ্কর সকলকে রক্ষা কর ॥ ২৭ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

অবধারিতমেতন্মে যদাত্থ বিবুধেশ্বর।
কৃতং বঃ কার্য্যমখিলং ভূমের্ভারোঽবতারিতঃ ॥ ২৮ ॥

(হে) বিবুধেশ্বর! (ত্বং) যৎ আত্থ (কথয়সি) এতৎ মে (ময়া) অবধারিতম্। ভূমে ভারঃ অবতারিতঃ। বঃ (যুষ্মাকম্) অখিলং কার্য্যং কৃতম্ ॥ ২৮ ॥

হে ব্রহ্মন্! তুমি যাহা বলিতেছ, আমি তাহা পূর্ব্বেই স্থির করিয়াছি। পৃথিবীর ভার অবতারণ করিয়াছি এবং তোমাদিগের সকল কার্য্যই করিয়াছি ॥ ২৮ ॥

তদিদং যাদবকুলং বীর্য্যশৌর্য্যশ্রিয়োদ্ধতম্ ।
লোকং জিঘৃক্ষদ্রুদ্ধং মে বেলয়েব মহার্ণবঃ ॥ ২৯ ॥

বীর্য্যশৌর্য্যশ্রিযোদ্ধতম্ (অতএব) লোকং জিঘৃক্ষৎ (নাশয়িতুম্ উদ্‌যুক্তং ব্যাপ্তুম্ ইচ্ছৎ ইতি বা) তৎ ইদং যাদবকুলং মে (ময়া) বেলয়া মহার্ণবঃ ইব রুদ্ধম্ ॥ ২৯ ॥

বল উৎসাহ এবং সম্পত্তি দ্বারা অবধ্য অতএব লোক ব্যাপ্ত করিতে অভিলাষী এই যাদবকুলকে আমি বেলা দ্বারা মহাসাগরের ন্যায় রুদ্ধ করিয়া রহিয়াছি ॥ ২৯ ॥

যদ্যসংহৃত্য দৃপ্তানাং যদূনাং বিপুলং কুলম্ ।
গন্তাস্ম্যনেন লোকোঽয়মুদ্বেলেন বিনঙ্ক্ষ্যতি ॥ ৩০ ॥

(তস্মাৎ) দৃপ্তানাং (গর্ব্বিতানাং) যদূনাং বিপুলং কুলং যদি অসংহৃত্য গন্তা অস্মি (তদা) উদ্বেলেন (উল্লঙ্ঘিতমর্য্যাদেন অনেন যদুকুলেন) অয়ং লোকঃ বিনঙ্ক্ষ্যতি ॥ ৩০ ॥

অতএব গর্ব্বিত যদুগণের বিপুল কুল যদি সংহার না করিয়া আমি স্বধামে প্রবেশ করি, তবে এই কুল মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক এই লোককে বিনষ্ট করিবে ॥ ৩০ ॥

ইদানীং নাশ আরব্ধঃ কুলস্য দ্বিজশাপতঃ ।
যাস্যামি ভবনং ব্রহ্মন্নেতদন্তে তবানঘ ॥ ৩১ ॥

(হে) অনঘ। ইদানীং দ্বিজশাপতঃ কুলস্য নাশঃ আরব্ধঃ । (হে) ব্রহ্মন্ ! এতদন্তে (বৈকুণ্ঠং যান্) তে (তব) ভবনং যাস্যামি ॥ ৩১ ॥

হে অনঘ। এক্ষণে বিপ্রশাপ দ্বারা এই কুলের নাশের উপক্রম হইয়াছে। এতদন্তে আমি বৈকুণ্ঠ গমনের সময় তোমার ভবন হইয়া যাইব ॥ ৩১ ॥

শুক উবাচ।

ইত্যুক্তো লোকনাথেন স্বয়ম্ভূঃ প্রণিপত্য তম্ ।
সহ দেবগণৈর্দেবঃ স্বধাম সমপদ্যত ॥ ৩২ ॥

লোকনাথেন ইতি উক্তঃ দেবঃ স্বয়ম্ভূঃ তং প্রণিপত্য দেবগণৈঃ সহ স্বধাম প্রত্যপদ্যত ॥ ৩২ ॥

লোকনাথ ভগবান এই প্রকার বলিলে, ব্রহ্মা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া দেবগণের সহিত স্বধামে গমন করিলেন ॥ ৩২ ॥

অথ তস্যাং মহোৎপাতান্ দ্বারবত্যাং সমুত্থিতান্।
বিলোক্য ভগবানাহ যদুবৃদ্ধান্ সমাগতান্ ॥ ৩৩ ॥

অথ তস্যাং দ্বারবত্যাং সমুত্থিতান্ মহোৎপাতান্ বিলোক্য ভগবান্ সমাগতান্ যদুবৃদ্ধান্ আহ ॥ ৩৩ ॥

অনন্তর সেই দ্বারাবতীতে সমুত্থিত মহান্ উৎপাত সকল দর্শন করিয়া ভগবান সমাগত যদুবৃদ্ধগণকে বলিলেন ॥ ৩৩ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

এতে বৈ সুমহোৎপাতা হ্যুত্তিষ্ঠন্তীহ সর্ব্বতঃ।
শাপশ্চ নঃ কুলস্যাসীদ্ব্রাহ্মণেভ্যো দুরত্যয়ঃ ॥ ৩৪ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ। ইহ সর্ব্বতঃ বৈ এতে সুমহোৎপাতাঃ উত্তিষ্ঠন্তি হি। ব্রাহ্মণেভ্যঃ নঃ (অস্মাকং) কুলস্য দুরত্যয়ঃ শাপঃ চ আসীৎ ॥ ৩৪ ॥

শ্রীভগবান বলিলেন। এখানে এই সর্ব্বপ্রকার সুমহান্ উৎপাত সকল ঘটিতেছে। আমাদিগের কুলে ব্রাহ্মণদিগেরও দুরত্যয় শাপ আছে ॥ ৩৪ ॥

ন বস্তব্যমিহাস্মাভির্জিজীবিষুভিরার্য্যকাঃ।
প্রভাসং সুমহৎপুণ্যং যাস্যামোঽদ্যৈব মাচিরম্ ॥ ৩৫ ॥

(হে) আর্য্যকাঃ! জিজীবিষুভিঃ অস্মাভিঃ ইহ (দ্বারকায়াং) ন বস্তব্যং, (কিন্তু) অদ্য এব সুমহৎপুণ্যং প্রভাসং যাস্যামঃ, মা চিরং (গমনবিলম্বং মা কুরুত) ॥ ৩৫ ॥

আর্য্যগণ! জীবন ধারণের ইচ্ছা থাকিলে, আমাদিগের এইস্থানে বাস করা উচিত হয় না, কিন্তু অদ্যই সুমহৎ পুণ্যজনক প্রভাসে গমন করিব, বিলম্ব করিবেন না ॥ ৩৫ ॥

যত্র স্নাত্বা দক্ষশাপাদ্ গৃহীতো যক্ষ্মণোড়ুরাট্।
বিমুক্তঃ কিল্বিষাৎ সদ্যো ভেজে ভূয়ঃ কলোদয়ম্ ॥ ৩৬ ॥

দক্ষশাপাৎ যক্ষ্মণা (যক্ষ্মরোগেণ) গৃহীতঃ (আক্রান্তঃ) উড়ুরাট্ (চন্দ্রঃ) যত্র স্নাত্বা সদ্যঃ কিল্বিষাৎ (রোগাৎ) বিমুক্তঃ (সন্) ভূয়ঃ কলোদয়ং (কলাবৃদ্ধিং) ভেজে (প্রাপ্তবান্) ॥ ৩৬ ॥

দক্ষশাপে যক্ষ্মারোগগ্রস্ত চন্দ্র যেখানে স্নান করিয়া সদ্য রোগ হইতে বিমুক্ত হইয়া পুনর্ব্বার কলাবৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৩৬ ॥

বয়ঞ্চ তস্মিন্নাপ্লুত্য তর্পয়িত্বা পিতৄন্ সুরান্ ।
ভোজয়িত্বোশিজো বিপ্রান্ নানাগুণবতান্ধসা ॥ ৩৭ ॥

বয়ং চ (অপি) তস্মিন্ (তীর্থে) আপ্লুত্য (স্নাত্বা) পিতৄন্ সুরান্ (চ) তর্পয়িত্বা নানাগুণবতা (ষড়্‌রসোপেতেন) অন্ধসা (অন্নেন) উশিজঃ (কমনীয়ান্, উত্তমান্) বিপ্রান্ ভোজয়িত্বা ॥ ৩৭ ॥

আমরাও সেই তীর্থে স্নান করিয়া পিতৃলোক ও দেবতাদিগের তর্পণপূর্ব্বক বিবিধরসযুক্ত অন্ন দ্বারা উত্তম ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইয়া ॥ ৩৭ ॥

তেষু দানানি পাত্রেষু শ্রদ্ধয়োপ্ত্বা মহান্তি বৈ ।
বৃজিনানি তরিষ্যামো দানৈর্নৌভিরিবার্ণবম্ ॥ ৩৮ ॥

তেষু পাত্রেষু (বিপ্রেষু) শ্রদ্ধয়া মহান্তি দানানি (ধনানি) উপ্ত্বা (দত্ত্বা) বৈ (তৈঃ) দানৈঃ নৌভিঃ অর্ণবম্ ইব বৃজিনানি (দুঃখানি) তরিষ্যামঃ ॥ ৩৮ ॥

সেই সকল সৎপাত্র ব্রাহ্মণে শ্রদ্ধাসহকারে প্রভূত ধন দান করিয়াই ঐ দান দ্বারা নৌকা দ্বারা সমুদ্র উত্তরণের ন্যায় দুঃখ সকল উত্তীর্ণ হইব ॥ ৩৮ ॥

শুক উবাচ ।

এবং ভগবতাদিষ্টা যাদবাঃ কুরুনন্দন ।
গন্তুং কৃতধিয়স্তীর্থং স্যন্দনান্ সমযূযুজন্ ॥ ৩৯ ॥

(হে) কুরুনন্দন ! ভগবতা এবম্ আদিষ্টাঃ যাদবাঃ তীর্থং (প্রভাসং) গন্তুং কৃতধিয়ঃ সন্তঃ স্যন্দনান্ (রথান্) সমযূযুজন্ (বাহৈঃ যুক্তান্ চক্রুঃ) ॥ ৩৯ ॥

হে কুরুনন্দন ! ভগবান কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট যাদবগণ প্রভাসে গমন করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া রথ সকল যোজিত করিলেন ॥ ৩৯ ॥

তন্নিরীক্ষ্যোদ্ধবো রাজন্ শ্রুত্বা ভগবতোদিতম্ ।
দৃষ্ট্বারিষ্টানি ঘোরাণি নিত্যং কৃষ্ণমনুব্রতঃ ॥ ৪০ ॥
বিবিক্ত উপসংগম্য জগতামীশ্বরেশ্বরম্ ।
প্রণম্য শিরসা পাদৌ প্রাঞ্জলিস্তমভাষত ॥ ৪১ ॥

(হে) রাজন্ ! ঘোরাণি অরিষ্টানি (উৎপাতান্) দৃষ্ট্বা ভগবতা উদিতম্ (উক্তং বচনং চ) শ্রুত্বা তং (তেষাং প্রভাসগমনোদ্যোগং চ) নিরীক্ষ্য নিত্যং কৃষ্ণম্ অনুব্রতঃ উদ্ধবঃ জগতাম্ ঈশ্বরেশ্বরং (শ্রীকৃষ্ণং) বিবিক্তে (একান্তে)

উপসংগম্য শিরসা (তস্য) পাদৌ প্রণম্য প্রাঞ্জলিঃ (সংযোজিতহস্তঃ সন্) তম্ অভাষত (উক্তবান্) ॥ ৪০-৪১ ॥

হে রাজন্! ঘোর উৎপাত সকল দেখিয়া এবং ভগবানের কথা শুনিয়া ও যাদবগণের প্রভাসগমনোদ্যোগ নিরীক্ষণ করিয়া নিত্য শ্রীকৃষ্ণের অনুব্রত উদ্ধব জগতের ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণের সহিত একান্তে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার চরণযুগলে মস্তক দ্বারা প্রণতি পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন ॥

উদ্ধব উবাচ।

দেবদেবেশ যোগেশ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তন।
সংহৃত্যৈতৎ কুলং নূনং লোকং সংত্যক্ষ্যতে ভবান্।
বিপ্রশাপং সমর্থোঽপি প্রত্যহন্ন যদীশ্বরঃ ॥ ৪২ ॥

(হে) দেবদেবেশ ! (দেবানাম্ অপি দেবাঃ পূজ্যাঃ ব্রহ্মাদয়ঃ তেষাম্ ঈশ স্বামিন্!) যোগেশ ! (যোগাঃ কর্ম্মযোগাদয়ঃ পুরুষার্থোপায়াঃ তেষাম্ ঈশ ফলপ্রদ !) পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তন ! (পুণ্যং পুণ্যাবহং শ্রবণং কীর্ত্তনং চ যস্য তৎসম্বোধনং) ভবান্ এতৎ কুলং সংহৃত্য নূনং (নিশ্চিতং) লোকং (মর্ত্ত্যলোকং) সংত্যক্ষ্যতে। ঈশ্বরঃ (অতএব) সমর্থঃ অপি যৎ (যস্মাৎ) বিপ্রশাপং ন প্রত্যহন্ (প্রতিহতবান্) ॥ ৪২ ॥

দেবদেবেশ ! যোগেশ ! পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তন ! আপনি এই যাদবকুল সংহার করিয়া নিশ্চিত এই মর্ত্ত্যলোক ত্যাগ করিবেন। কারণ, আপনি ঈশ্বর অতএব সমর্থ হইয়াও যখন বিপ্রশাপের কোন প্রতিবিধান করিলেন না ॥ ৪২ ॥

নাহং তবাঙ্ঘ্রিকমলং ক্ষণার্দ্ধমপি কেশব।
ত্যক্তুং সমুৎসহে নাথ স্বধাম নয় মামপি ॥ ৪৩ ॥

(হে) কেশব ! অহং ক্ষণার্দ্ধম্ অপি তব অঙ্ঘ্রিকমলং ত্যক্তুং ন সমুৎসহে। নাথ ! মাম্ অপি স্বধাম নয় ॥ ৪৩ ॥

কেশব ! আমি ক্ষণার্দ্ধও আপনার পাদপদ্ম পরিত্যাগ করিতে পারি না। প্রভো ! আমাকেও আপনার ধামে লইয়া যান ॥ ৪৩ ॥

তব বিক্রীড়িতং কৃষ্ণ নৃণাং পরমমঙ্গলম্।
কর্ণপীযূষমাসাদ্য ত্যজন্ত্যন্যস্পৃহাং জনাঃ ॥ ৪৪ ॥

(হে) কৃষ্ণ ! নৃণাং পরমমঙ্গলং কর্ণপীযূষং তব বিক্রীড়িতম্ আসাদ্য (শ্রুত্বা) জনাঃ অন্যস্পৃহাং ত্যজন্তি ॥ ৪৪ ॥

কৃষ্ণ! মনুষ্যদিগের পরমমঙ্গলজনক ও কর্ণের সম্বন্ধে অমৃতস্বরূপ তোমার লীলা শ্রবণ করিয়াই যখন লোক সকল বিষয়স্পৃহা ত্যাগ করে, তখন আমি কিরূপে তোমাকে ত্যাগ করিব ॥ ৪৪ ॥

শয্যাসনাটনস্থানস্নানক্রীড়াশনাদিষু।
কথং ত্বাং প্রিয়মাত্মানং বয়ং ভক্তাস্ত্যজেমহি ॥ ৪৫ ॥

শয্যাসনাটনস্থানস্নানক্রীড়াশনাদিষু ত্বাং প্রিয়ম্ আত্মানং ভক্তাঃ (নিত্যং সেবিতবন্তঃ) বয়ং কথং ত্যজেম হি ॥ ৪৫ ॥

শয্যা, আসন, ভ্রমণ, স্থিতি, স্নান, ক্রীড়া ও ভোজন প্রভৃতিতে প্রিয় আত্মা তোমাকে নিত্য সেবা করিয়া আমরা কিরূপে ত্যাগ করিব ॥ ৪৫ ॥

ত্বয়োপভুক্তস্রগ্গন্ধবাসোঽলঙ্কারচর্চ্চিতাঃ।
উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েম হি ॥ ৪৬ ॥

ত্বয়া উপভুক্তস্রগ্গন্ধবাসোঽলঙ্কারচর্চ্চিতাঃ উচ্ছিষ্টভোজিনঃ দাসাঃ (বয়ং) তব মায়াং জয়েম হি ॥ ৪৬ ॥

তোমা কর্ত্তৃক উপভুক্ত মাল্য গন্ধ বস্ত্র ও অলঙ্কার দ্বারা অলঙ্কৃত তোমার উচ্ছিষ্টভোজী দাস আমরা, তোমার মায়াকে জয় করিতে সমর্থ হইব ॥ ৪৬ ॥

বাতরসনা ঋষয়ঃ শ্রমণা ঊর্দ্ধমন্থিনঃ।
ব্রহ্মাখ্যং ধাম তে যান্তি শান্তাঃ সন্ন্যাসিনোঽমলাঃ ॥ ৪৭ ॥

বাতরসনাঃ (দিগম্বরাঃ) শ্রমণাঃ (আহারাদিসঙ্কোচেন বর্ষবাতাদিসহনেন চ শ্রমবন্তঃ) ঊর্দ্ধমন্থিনঃ (ঊর্দ্ধরেতসঃ) শান্তাঃ (কামাদিরহিতাঃ) অমলাঃ (নির্ধূতপাপাঃ) সন্ন্যাসিনঃ তে (তব) ব্রহ্মাখ্যং ধাম যান্তি ॥ ৪৭ ॥

দিগম্বর কষ্টসহনশীল ঊর্দ্ধরেতা শান্ত অমল সন্ন্যাসী সকল তোমার ব্রহ্মাখ্য ধামে গমন করিয়া থাকেন ॥ ৪৭ ॥

বয়ন্ত্বিহ মহাযোগিন্ ভ্রমন্তঃ কর্ম্মবর্ত্মসু।
ত্বদ্বার্ত্তয়া তরিষ্যামস্তাবকৈর্দুস্তরং তমঃ ॥ ৪৮ ॥

(হে) মহাযোগিন্! বয়ং তু ইহ কর্ম্মবর্ত্মসু (সংসারেষু) ভ্রমন্তঃ (অপি) তাবকৈঃ (ত্বদ্ভক্তৈঃ সহ) ত্বদ্বার্ত্তয়া দুস্তরং তমঃ (সংসারদুঃখং তৎকারণম্ অবিদ্যাং চ) তরিষ্যামঃ ॥ ৪৮ ॥

মহাযোগিন্! আমরা কিন্তু এই সংসারপথে ভ্রমণ করিয়াও তোমার ভক্তগণের সহিত তোমার কথা দ্বারা দুস্তর সংসার উত্তীর্ণ হইব ॥ ৪৮ ॥

স্মরন্তঃ কীর্ত্তয়ন্তস্তে কৃতানি গদিতানি চ।
গত্যুৎস্মিতেক্ষিতক্ষ্বেলি যন্নৃলোকবিড়ম্বনম্ ॥ ৪৯ ॥

(বয়ং) তে (তব) নৃলোকবিড়ম্বনং যৎ গত্যুৎস্মিতেক্ষিতক্ষ্বেলি কৃতানি গদিতানি চ স্মরন্তঃ কীর্ত্তয়ন্তঃ (চ তমঃ তরিষ্যামঃ) ॥ ৪৯ ॥

আমরা তোমার মনুষ্যানুকরণ যে গতি হাস্য দৃষ্টি ও ক্রীড়া এবং অপর যে কিছু কার্য্য ও বাক্য, তাহা স্মরণ এবং কীর্ত্তন করিতে করিতে এই সংসার পার হইব ॥ ৪৯ ॥

শুক উবাচ।

এবং বিজ্ঞাপিতো রাজন্ ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
একান্তিনং প্রিয়ং ভৃত্যমুদ্ধবং প্রত্যভাষত ॥ ৫০ ॥

শুকঃ উবাচ। (হে) রাজন্! ভগবান্ দেবকীসুতঃ এবং বিজ্ঞাপিতঃ (সন) একান্তিনম্ (অনন্যদৈবতং) প্রিয়ং ভৃত্যম্ উদ্ধবং প্রত্যভাষত ॥ ৫০ ॥

শুকদেব বলিলেন, রাজন্! ভগবান দেবকীনন্দন এই প্রকার বিজ্ঞাপিত হইয়া একান্ত প্রিয় ভৃত্য উদ্ধবকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ একাদশস্কন্ধে শ্রীভগবদুদ্ধব-সংবাদে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবান্ উবাচ।

যদাত্থ মাং মহাভাগ তচ্চিকীর্ষিতমেব মে।
ব্রহ্মা ভবো লোকপালাঃ স্বর্বাসং মেঽভিকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ। (হে) মহাভাগ! (ত্বং) মাং যৎ আত্থ তৎ মে (মম) চিকীর্ষিতং (কর্ত্তুম্ ইষ্টম্) এব। ব্রহ্মা ভবঃ লোকপালাঃ মে স্বর্বাসং (বৈকুণ্ঠবাসম্) অভিকাঙ্ক্ষিণঃ (বর্ত্তন্তে) ॥ ১ ॥

শ্রীভগবান বলিলেন, মহাভাগ! তুমি যাহা বলিলে, আমার অভিপ্রায়ও তাহাই বটে। ব্রহ্মা শিব ও লোকপাল সকল আমার বৈকুণ্ঠগমন অভিলাষ করিতেছেন ॥ ১ ॥

ময়া নিষ্পাদিতং হ্যত্র দেবকার্য্যমশেষতঃ।
যদর্থমবতীর্ণোঽহমংশেন ব্রহ্মণার্থিতঃ ॥ ২ ॥

অহং ব্রহ্মণা অর্থিতঃ প্রার্থিতঃ সন্ যদর্থম্ অংশেন অবতীর্ণঃ (তৎ) দেবকার্য্যং ময়া অত্র অশেষতঃ নিষ্পাদিতং হি ॥ ২ ॥

আমি ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া যে কার্য্যের জন্য অংশের সহিত অবতীর্ণ হই, সেই দেবকার্য্য আমা কর্ত্তৃক এই ভূমণ্ডলে নিঃশেষে সম্পাদিত হইয়াছে ॥ ২ ॥

কুলং বৈ শাপনির্দ্দগ্ধং নঙ্ক্ষ্যত্যন্যোন্যবিগ্রহাৎ।
সমুদ্রঃ সপ্তমে হ্যেনাং পুরীঞ্চ প্লাবয়িষ্যতি ॥ ৩ ॥

শাপনির্দ্দগ্ধং কুলম্ অন্যোন্যবিগ্রহাৎ নঙ্ক্ষ্যতি বৈ। সমুদ্রঃ সপ্তমে (অহ্নি) এনাং পুরীং চ প্লাবয়িষ্যতি হি ॥ ৩ ॥

শাপে নির্দ্দগ্ধ এই যদুকুল পরস্পর বিগ্রহ হেতু নষ্ট হইবেই। সমুদ্র সপ্তম দিবসে এই পুরীকেও প্লাবিত করিবে ॥ ৩ ॥

যর্হ্যেবায়ং ময়া ত্যক্তো লোকোঽয়ং নষ্টমঙ্গলঃ।
ভবিষ্যত্যচিরাৎ সাধো কলিনাপি নিরাকৃতঃ ॥ ৪ ॥

(হে) সাধো! অয়ং লোকঃ যর্হি এব ময়া ত্যক্তঃ ভবিষ্যতি (তদা এব) কলিনা অপি নিরাকৃতঃ (অভিভূতঃ সন্) অচিরাৎ নষ্টমঙ্গলঃ ভবিষ্যতি ॥ ৪ ॥

সাধো! এই লোক যখনই আমা কর্ত্তৃক ত্যক্ত হইবে, তখনই কলি কর্ত্তৃক অভিভূত হইয়া অচিরেই নষ্টমঙ্গল হইয়া যাইবে॥ ৪ ॥

ন বস্তব্যং ত্বয়ৈবেহ ময়া ত্যক্তে মহীতলে।
জনোঽভদ্ররুচির্ভদ্র ভবিষ্যতি কলৌ যুগে ॥ ৫ ॥

(হে) ভদ্র! ময়া ত্যক্তে ইহ মহীতলে ত্বয়া ন বস্তব্যম্। কলৌ যুগে জনঃ অভদ্ররুচিঃ ভবিষ্যতি ॥ ৫ ॥

ভদ্র! আমা কর্ত্তৃক ত্যক্ত এই মহীতলে তুমি বাস করিও না। কলিযুগে লোক অভদ্ররুচি হইবে ॥ ৫ ॥

ত্বন্তু সর্ব্বং পরিত্যজ্য স্নেহং স্বজনবন্ধুষু।
ময্যাবেশ্য মনঃ সম্যক্ সমদৃগ্‌বিচরস্ব গাম্ ॥ ৬ ॥

ত্বং তু স্বজনবন্ধুষু সর্ব্বং স্নেহং পরিত্যজ্য মনঃ ময়ি (পরমেশ্বরে) সম্যক্ আবেশ্য সমদৃক্ (সন্) গাং বিচরস্ব ॥ ৬ ॥

তুমি কিন্তু স্বজন ও বন্ধুতে সমস্ত স্নেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমাতে সম্যক্ মনোনিবেশ করিয়া সমদৃষ্টি হইয়া পৃথিবী বিচরণ কর ॥ ৬ ॥

যদিদং মনসা বাচা চক্ষুর্ভ্যাং শ্রবণাদিভিঃ।
নশ্বরং গৃহ্যমাণঞ্চ বিদ্ধি মায়ামনোময়ম্ ॥ ৭ ॥

মনসা বাচা চক্ষুর্ভ্যাং শ্রবণাদিভিঃ গৃহ্যমাণং যৎ ইদং পৃথিব্যাদিকং (তৎ-সর্ব্বং) মায়ামনোময়ং নশ্বরং চ বিদ্ধি ॥ ৭ ॥

মন দ্বারা বাক্য দ্বারা নেত্র দ্বারা ও শ্রবণাদি দ্বারা গৃহ্যমাণ যে এই পৃথিব্যাদি, সেই সকলকে মায়াময় ও মনোময় অতএব নশ্বর জানিও ॥ ৭ ॥

পুংসোঽযুক্তস্য নানার্থো ভ্রমঃ স গুণদোষভাক্।
কর্ম্মাকর্ম্মবিকর্ম্মেতি গুণদোষধিয়ো ভিদা ॥ ৮ ॥

অযুক্তস্য (তত্ত্ববিচারে চিত্তম্ অযুঞ্জতঃ বিক্ষিপ্তান্তঃকরস্য) পুংসঃ নানার্থঃ (নানা দেবাদিরূপঃ ঘটপটাদিরূপঃ চ অর্থঃ বিষয়ঃ যস্য তথাভূতঃ) ভ্রমঃ (অহং-মমাত্মকঃ অধ্যাসঃ ভবতি)। সঃ (ভ্রমঃ এব) গুণদোষভাক্ (গুণদোষবুদ্ধি-হেতুঃ ভবতি)। গুণদোষধিয়ঃ (গুণদোষযোঃ এব ধীঃ যস্য তস্য অজ্ঞানিনঃ এব) কর্ম্ম (বিহিতম্) অকর্ম্ম (তল্লোপঃ) বিকর্ম্ম (নিষিদ্ধম্) ইতি ভিদা (ভেদঃ) ॥ ৮ ॥

বিক্ষিপ্তচিত্ত পুরুষের নানাবিষয়ক ভ্রম ঘটে। ঐ ভ্রমই গুণদোষবুদ্ধির হেতু হয়। গুণ ও দোষে যাহার বুদ্ধি, তাদৃশ অজ্ঞান ব্যক্তির সম্বন্ধেই কর্ম্ম অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম এই ভেদ উত্থিত হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

তস্মাদ্যুক্তেন্দ্রিয়গ্রামো যুক্তচিত্ত ইদং জগৎ।
আত্মনীক্ষস্ব বিততমাত্মানং ময্যধীশ্বরে ॥ ৯ ॥

তস্মাৎ যুক্তেন্দ্রিয়গ্রামঃ (নিরুদ্ধেন্দ্রিয়বৃন্দঃ) যুক্তচিত্তঃ (নিরুদ্ধচিত্তঃ চ সন্) ইদং (সুখদুঃখময়ং) জগৎ আত্মনি (ভোক্তরি জীবে ভোগ্যত্বেন) বিততং (স্থিতম্) ঈক্ষস্ব। (তং চ ভোক্তারম্) আত্মানং ময়ি অধীশ্বরে (পরমাত্মনি নিয়ন্তরি নিয়ন্তৃত্বেন স্থিতম্ ঈক্ষস্ব) ॥ ৯ ॥

অতএব ইন্দ্রিয়বর্গ নিরুদ্ধ করিয়া এবং চিত্তকে সংযত করিয়া এই সুখ-দুঃখময় জগৎ ভোক্তা জীবে ভোগ্যরূপে স্থিত এবং ঐ ভোক্তা জীবকে অধীশ্বর পরমাত্মা যে আমি আমাতে অধীনরূপে স্থিত দর্শন কর ॥ ৯ ॥

জ্ঞানবিজ্ঞানসংযুক্ত আত্মভূতঃ শরীরিণাম্।
আত্মানুভবতুষ্টাত্মা নান্তরায়ৈর্বিহন্যসে ॥ ১০ ॥

জ্ঞানবিজ্ঞানসংযুক্তঃ (জ্ঞানং বেদতাৎপর্য্যানশ্চয়ঃ বিজ্ঞানং তদর্থানুভবঃ তাভ্যাং সম্যক্ যুক্তঃ) আত্মানুভবতুষ্টাত্মা শরীরিণাম্ আত্মভূতঃ (সন্ ত্বম্) অন্তরায়ৈঃ ন বিহন্যসে ॥ ১০ ॥

তুমি জ্ঞানবিজ্ঞানসংযুক্ত আত্মানুভবতুষ্টচিত্ত এবং শরীরিগণের আত্মভূত হইয়া আর কোন বিঘ্ন দ্বারা অভিভূত হইবে না ॥ ১০ ॥

দোষবুদ্ধ্যোভয়াতীতো নিষেধান্ন নিবর্ত্ততে।
গুণবুদ্ধ্যা চ বিহিতং ন করোতি যথার্ভকঃ ॥ ১১ ॥

উভয়াতীতঃ (জ্ঞানী) অর্ভকঃ (বালকঃ) যথা দোষবুদ্ধ্যা নিষেধাৎ ন নিবর্ত্ততে, গুণবুদ্ধ্যা চ বিহিতং ন করোতি, (অপি তু প্রাক্তনসংস্কারাৎ এব) ॥ ১১ ॥

গুণবুদ্ধি ও দোষবুদ্ধি এই উভয়ের অতীত জ্ঞানী ব্যক্তি সঙ্কল্পবিকল্পরহিত বালকের ন্যায় দোষবুদ্ধিতেও নিষিদ্ধ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হয়েন না বা গুণবুদ্ধিতেও বিহিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েন না, কিন্তু তাঁহার নিবৃত্তি বা প্রবৃত্তি জন্মান্তরীয় সংস্কার হইতেই জানিতে হইবে ॥ ১১ ॥

সর্ব্বভূতসুহৃচ্ছান্তো জ্ঞানবিজ্ঞাননিশ্চয়ঃ।
পশ্যন্ মদাত্মকং বিশ্বং ন বিপদ্যেত বৈ পুনঃ ॥ ১২ ॥

জ্ঞানবিজ্ঞাননিশ্চযঃ শান্তঃ সর্ব্বভূতসুহৃৎ বিশ্বং মদাত্মকং পশ্যন্ ন পুনঃ বিপদ্যেত বৈ ॥ ১২ ॥

জ্ঞানবিজ্ঞানসংযুক্ত আত্মানুভবতুষ্টচিত্ত ও সর্ব্বভূতের সুহৃৎ ব্যক্তি বিশ্বকে মদাত্মক দর্শন কবিয়া আব সংসাববিপত্তি প্রাপ্ত হয়েন না ॥ ১২ ॥

শুক উবাচ।

ইত্যাদিষ্টো ভগবতা মহাভাগবতো নৃপ।
উদ্ধবঃ প্রণিপত্যাহ তত্ত্বং জিজ্ঞাসুরচ্যুতম্ ॥ ১৩ ॥

শুকঃ উবাচ। (হে) নৃপ। ভগবতা ইতি আদিষ্টঃ মহাভাগবতঃ উদ্ধবঃ তত্ত্বং জিজ্ঞাসুঃ (সন্) অচ্যুতং প্রণিপত্য আহ ॥ ১৩ ॥

শুকদেব বলিলেন, রাজন্। ভগবান কর্ত্তৃক এই প্রকাব আদিষ্ট হইয়া মহাভাগবত উদ্ধব তত্ত্বজিজ্ঞাসার্থ অচ্যুতকে প্রণাম কবিযা বলিতে লাগিলেন ॥ ১৩ ॥

উদ্ধব উবাচ।

যোগেশ যোগবিন্যাস যোগাত্মন্ যোগসম্ভব।
নিঃশ্রেয়সায় মে প্রোক্তস্ত্যাগঃ সন্ন্যাসলক্ষণঃ ॥ ১৪ ॥

উদ্ধবঃ উবাচ। যোগেশ। (যোগফলদায়িন্।) যোগবিন্যাস! (যোগাঃ কর্ম্ম-জ্ঞানভক্তিরূপাঃ উপাযাঃ তেষাং বিন্যাস নিঃক্ষেপবিশেষ!) যোগাত্মন্! (যোগে আত্মা প্রকটঃ ভবতি যস্য তৎসম্বোধনং) যোগসম্ভব (যোগস্য যোগানাং বা সম্ভবঃ যস্মাৎ তৎসম্বোধনং) মে নিঃশ্রেয়সায (মোক্ষায ত্বযা) সন্ন্যাসলক্ষণঃ ত্যাগঃ প্রোক্তঃ ॥ ১৪ ॥

উদ্ধব বলিলেন, যোগেশ। যোগবিন্যাস। যোগাত্মন্। যোগসম্ভব! তুমি আমাকে মুক্তিব নিমিত্ত সন্ন্যাসলক্ষণ ত্যাগ বলিযাছ ॥ ১৪ ॥

ত্যাগোঽয়ং দুষ্করো ভূমন্ কামানাং বিষয়াত্মভিঃ।
সুতরাং ত্বয়ি সর্ব্বাত্মন্নভক্তৈরিতি মে মতিঃ ॥ ১৫ ॥

(হে) ভূমন্। বিষযাত্মভিঃ অযং কামানাং ত্যাগঃ দুষ্করঃ ইতি মে মতিঃ। (হে) সর্ব্বাত্মন্। ত্বযি অভক্তৈঃ (তু) সুতবাম্ এব ॥ ১৫ ॥

হে ভূমন্! তোমার ভক্তও যদি বিষয়াবিষ্ট হয়েন, এই কাম সকলের ত্যাগ যখন তাঁহার পক্ষেই দুষ্কর বোধ করিতেছি, তখন হে সর্ব্বাত্মন্! তোমাতে অভক্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে যে ঐ ত্যাগ, সুতরাং দুষ্কর, ইহা বলা বাহুল্য ॥ ১৫ ॥

সোঽহং মমাহমিতি মূঢ়মতির্বিগাঢ়-
স্ত্বন্মায়য়া বিরচিতাত্মনি সানুবন্ধে।
তত্ত্বঞ্জসা নিগদিতং ভবতা যথাহং
সংসাধয়ামি ভগবন্ননুশাধি ভৃত্যম্ ॥ ১৬ ॥

সঃ অহং মূঢ়মতিঃ (মোহিতচিত্তঃ) ত্বন্মায়য়া প্রকৃত্যা বিরচিতাত্মনি (বিরচিতে আত্মনি দেহে) সানুবন্ধে (পুত্রকলত্রাদিসহিতে) মম অহম্ ইতি বিগাঢ়ঃ নিমগ্নঃ, (আসক্তঃ)। (অতঃ, হে) ভগবন্! ভবতা নিগদিতং তৎ তু যথা অহম্ অঞ্জসা (সুখেন) সংসাধয়ামি (তথা) ভৃত্যম্ অনুশাধি (শিক্ষয়) ॥ ১৬ ॥

আপনি আমাকে ত্যাগ উপদেশ করিলেন, আমি কিন্তু মূঢ়মতি তোমার মায়া দ্বারা রচিত পুত্রকলত্রাদিসমেত এই দেহে আমি ও আমার এই বুদ্ধিতে নিমগ্ন রহিয়াছি। অতএব হে ভগবন্! আপনার উপদেশ যাহাতে আমি অনায়াসে সাধন করিতে পারি, এই ভৃত্যকে সেই প্রকারে শিক্ষা প্রদান করুন ॥ ১৬ ॥

সত্যস্য তে স্বদৃশ আত্মন আত্মনোঽন্যং
বক্তারমীশ বিবুধেষ্বপি নানুচক্ষে।
সর্ব্বে বিমোহিতধিয়স্তব মায়য়েমে।
ব্রহ্মাদয়স্তনুভৃতো বহিরর্থভাবাঃ ॥ ১৭ ॥

(হে) ঈশ! সত্যস্য (পরমার্থভূতস্য) আত্মনঃ (পরমাত্মনঃ) বক্তারং স্বদৃশঃ (স্বতঃসিদ্ধজ্ঞানাৎ) আত্মনঃ তে (ত্বত্তঃ) অন্যং বিবুধেষু অপি ন অনুচক্ষে (পশ্যামি)। ব্রহ্মাদয়ঃ ইমে তনুভৃতঃ সর্ব্বে এব তব মায়য়া বিমোহিতধিয়ঃ বহিরর্থভাবাঃ (চ) ॥ ১৭ ॥

হে ঈশ! সত্যস্বরূপ পরমাত্মার বক্তা স্বতঃসিদ্ধজ্ঞান আত্মা যে তুমি তোমা হইতে অন্য কাহাকে দেবতাদিগের মধ্যেই দেখি না। ব্রহ্মাদি এই দেবতাগণ সকলেই তোমার মায়া দ্বারা বিমোহিতবুদ্ধি ও বাহ্যবিষয় সকলেই পরমার্থদৃষ্টি ॥ ১৭ ॥

তস্মাদ্ভবন্তমনবদ্যমনন্তপারং
সর্ব্বজ্ঞমীশ্বরমকুণ্ঠবিকুণ্ঠধিষ্ণ্যম্।

নির্বিণ্ণধীরহমু হ বৃজিনাভিতপ্তো

নারায়ণং নরসখং শরণং প্রপদ্যে ॥ ১৮ ॥

তস্মাৎ (হে ভগবন্।) নির্বিণ্ণধীঃ (নির্বিণ্ণা সর্ব্বতো বিরক্তা ধীঃ যস্য সঃ) বৃজিনাভিতপ্তঃ (বৃজিনৈঃ দুঃখৈঃ অভিতপ্তঃ) অহম্ হ অনবদ্যং (মোহাদিদোষ-রহিতম্) অনন্তপারং (ন অন্তঃ কালতঃ পারঃ চ দেশতঃ যস্য তং) সর্ব্বজ্ঞম্ ঈশ্বরম্ অকুণ্ঠবিকুণ্ঠধিষ্ণ্যং (কালাদিভিঃ অকুণ্ঠঃ বিকুণ্ঠলোকঃ ধিষ্ণ্যং স্থানং যস্য তং) নরসখং নারায়ণং ভবন্তং শরণং প্রপদ্যে ॥ ১৮ ॥

অতএব হে ভগবন্। আমি পাপে সন্তপ্ত ও নির্বিণ্ণমতি হইয়া অনবদ্য অনন্তপার সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর অকুণ্ঠবিকুণ্ঠবাসী নরসখা নারায়ণ আপনার শরণাপন্ন হইতেছি ॥ ১৮ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ।

প্রায়েণ মনুজা লোকে লোকতত্ত্ববিচক্ষণাঃ।

সমুদ্ধরন্তি হ্যাত্মানমাত্মনৈবাশুভাশয়াৎ ॥ ১৯ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ। লোকে লোকতত্ত্ববিচক্ষণাঃ (লোকতত্ত্বস্য পরমার্থস্য বিচক্ষণাঃ পরীক্ষকাঃ) মনুজাঃ প্রায়েণ আত্মনা (বিবেকবুদ্ধ্যা) এব আত্মানম্ অশুভাশয়াৎ (বিষয়বাসনাতঃ) সমুদ্ধরন্তি হি ॥ ১৯ ॥

শ্রীভগবান বলিলেন, ইহলোকে লোকতত্ত্ববিচক্ষণ মনুষ্য সকল প্রায়ই বিবেক-বুদ্ধি দ্বারাই আপনাকে বিষয়বাসনা হইতে উদ্ধার করিয়া থাকেন ॥ ১৯ ॥

আত্মনো গুরুরাত্মৈব পুরুষস্য বিশেষতঃ।

যৎ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং শ্রেয়োঽসাবনুবিন্দতে ॥ ২০ ॥

আত্মনঃ গুরুঃ আত্মা এব। পুরুষস্য (তু) বিশেষতঃ। যৎ (যস্মাৎ) অসৌ (পুরুষঃ) প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং শ্রেয়ঃ অনুবিন্দতে ॥ ২০ ॥

আত্মার গুরু আত্মাই। বিশেষতঃ পুরুষের পক্ষে। যে হেতু ঐ পুরুষ প্রত্যক্ষ ও অনুমান দ্বারা মঙ্গল লাভ করিতে পারেন ॥ ২০ ॥

পুরুষত্বে চ মাং ধীরাঃ সাংখ্যযোগবিশারদাঃ।

আবিস্তরাং প্রপশ্যন্তি সর্ব্বশক্ত্যুপবৃংহিতম্ ॥ ২১ ॥

সাংখ্যযোগবিশারদাঃ ধীরাঃ পুরুষত্বে (পুরুষদেহে) চ সর্ব্বশক্ত্যুপবৃংহিতং মাম্ আবিস্তরাম্ (অতিপ্রকটং) প্রপশ্যন্তি ॥ ২১ ॥

সাংখ্যযোগবিশারদ ধীর ব্যক্তি সকল পুরুষদেহেই সর্ব্বশক্তিসমন্বিত আমাকে অতিপ্রকটরূপে দর্শন করিয়া থাকেন ॥ ২১ ॥

একদ্বিত্রিচতুষ্পাদো বহুপাদস্তথাপদঃ।
বহ্ব্যঃ সন্তি পুরঃ সৃষ্টাস্তাসাং মে পৌরুষী প্রিয়া ॥ ২২ ॥

একদ্বিত্রিচতুষ্পাদঃ তথা অপদঃ (ইতি) বহ্ব্যঃ পুরঃ সৃষ্টাঃ সন্তি। তাসাং (মধ্যে) পৌরুষী (তনুঃ) মে (মম) প্রিয়া (ভবতি) ॥ ২২ ॥

একপাদ দ্বিপাদ ত্রিপাদ চতুষ্পাদ বহুপাদ ও অপাদ প্রভৃতি বহুবিধ শরীরই সৃষ্ট হইয়াছে। তন্মধ্যে মনুষ্যের শরীরই আমার প্রিয় ॥ ২২ ॥

অত্র মাং মৃগয়ন্ত্যদ্ধা যুক্তা হেতুভিরীশ্বরম্।
গৃহ্যমাণৈগুণৈর্লিঙ্গৈরগ্রাহ্যমনুমানতঃ ॥ ২৩ ॥

অত্র (পৌরুষ্যাং পুরি) যুক্তাঃ (অপ্রমত্তাঃ জনাঃ) অগ্রাহ্যং (গ্রাহ্যেভ্যঃ অহঙ্কারাদিভ্যঃ ব্যতিরিক্তং) মাং গৃহ্যমাণৈঃ গুণৈঃ (বুদ্ধ্যাদিভিঃ) হেতুভিঃ অদ্ধা (সাক্ষাৎ তথা তৈঃ এব) লিঙ্গৈঃ (ব্যাপ্তিমুখেন) অনুমানতঃ ঈশ্বরং (প্রবর্ত্তকং) মৃগয়ন্তি (মৃগয়ন্তে) ॥ ২৩ ॥

এই মনুষ্যশরীরে অপ্রমত্ত পুরুষ সকল গ্রাহ্য অহঙ্কারাদি হইতে ব্যতিরিক্ত আমাকে গৃহ্যমাণ গুণসমূহস্বরূপ অর্থাৎ বুদ্ধ্যাদিরূপ হেতু সকল দ্বারা সাক্ষাৎ এবং ঐ সকল লিঙ্গ দ্বারা ব্যাপ্তিমুখে অনুমানে প্রবর্ত্তক ঈশ্বরকে অনুসন্ধান করিয়া থাকেন ॥ ২৩ ॥

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
অবধূতস্য সংবাদং যদোরমিততেজসঃ ॥ ২৪ ॥

অত্র অপি অবধূতস্য অমিততেজসঃ (পরমবিবেকিনঃ) যদোঃ চ সংবাদং (সংবাদরূপম্) ইমং (বক্ষ্যমাণং) পুরাতনম্ ইতিহাসং (বৃদ্ধাঃ) উদাহরন্তি (দৃষ্টান্ততয়া বর্ণয়ন্তি) ॥ ২৪ ॥

এই বিষয়ে অবধূতের ও পরমবিবেকী যদুর সংবাদরূপ এই বক্ষ্যমাণ পুরাতন ইতিহাস বৃদ্ধেরা দৃষ্টান্তস্বরূপে বর্ণনা করিয়া থাকেন ॥ ২৪ ॥

অবধূতং দ্বিজং কঞ্চিচ্চরন্তমকুতোভয়ম্।
কবিং নিরীক্ষ্য তরুণং যদুঃ পপ্রচ্ছ ধর্ম্মবিৎ ॥ ২৫ ॥

ধর্ম্মবিৎ যদুঃ অকুতোভয়ং (নির্ভয়ং) চরন্তং (বিচরন্তং) কবিং (বিবেকিনং) তরুণম্ অবধূতম্ (অভ্যঙ্গাদিসংস্কাররহিতং) কঞ্চিৎ দ্বিজং নিরীক্ষ্য পপ্রচ্ছ ॥ ২৫ ॥

ধর্ম্মবেত্তা যদু নির্ভযে বিচরণকারী বিবেকী তরুণ অবধূত কোন ব্রাহ্মণকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ২৫ ॥

যদুরুবাচ।

কুতো বুদ্ধিরিয়ং ব্রহ্মন্নকর্ত্তুঃ সুবিশারদা।
যামাসাদ্য ভবাঁল্লোকং বিদ্বাংশ্চরতি বালবৎ ॥ ২৬ ॥

যদুঃ উবাচ। (হে) ব্রহ্মন্! অকর্ত্তুঃ (কর্ম্মাণি অকুর্ব্বতঃ তব) ইযং সুবিশারদা (অতিনিপুণা) বুদ্ধিঃ কুতঃ (জাতা), যাং (বুদ্ধিম্) আসাদ্য (প্রাপ্য) ভবান্ বিদ্বান্ (অপি) বালবৎ লোকং চরতি ॥ ২৬ ॥

যদু বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! কর্ম্ম না করিয়াও তোমাব এই অতিনিপুণ বুদ্ধি কোথা হইতে জন্মিল, যে বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া আপনি বিদ্বান হইয়াও বালকেব ন্যায় লোকে বিচরণ করিতেছেন ॥ ২৬ ॥

প্রায়ো ধর্ম্মার্থকামেষু বিবিৎসায়াঞ্চ মানবাঃ।
হেতুনৈব সমীহন্তে আয়ুষো যশসঃ শ্রিয়ঃ ॥ ২৭ ॥

প্রায়ঃ মানবাঃ আযুষঃ যশসঃ শ্রিযঃ হেতুনা এব ধর্ম্মার্থকামেষু বিবিৎসাযাং (তত্তৎসাধনবিচারে) চ সমীহন্তে (প্রবর্ত্তন্তে) ॥ ২৭ ॥

প্রাযই মনুষ্য সকল আয়ু, যশ ও ঐশ্বর্য্যেব নিমিত্তই ধর্ম্ম অর্থ ও কামে এবং তত্তৎসাধনবিচারে প্রবৃত্ত হইযা থাকেন ॥ ২৭ ॥

ত্বন্তু কল্পঃ কবির্দক্ষঃ সুভগো মিতভাষণঃ।
ন কর্ত্তা নেহসে কিঞ্চিজ্জড়োন্মত্তপিশাচবৎ ॥ ২৮ ॥

ত্বং তু কল্পঃ (সমর্থঃ) কবিঃ (জ্ঞানী) দক্ষঃ (নিপুণঃ) সুভগঃ (সুন্দরঃ) মিতভাষণঃ (মিতভাষী অপি) জড়োন্মত্তপিশাচবৎ কিঞ্চিৎ (অপি) ন ঈহসে (ইচ্ছসি, অতঃ) ন কর্ত্তা (ভবসি) ॥ ২৮ ॥

তুমি কিন্তু সমর্থ জ্ঞানী নিপুণ সুন্দর ও মিতভাষী হইযাও জড় উন্মত্ত ও পিশাচের ন্যায় কিছুই ইচ্ছা কর না, অতএব কর্ত্তা হও না ॥ ২৮ ॥

জনেষু দহ্যমানেষু কামলোভদবাগ্নিনা।
ন তপ্যসেঽগ্নিনা যুক্তো গঙ্গাম্ভস্থ ইব দ্বিপঃ ॥ ২৯ ॥

কামলোভদবাগ্নিনা জনেষু দহ্যমানেষু (সৎস্থ) অগ্নিনা যুক্তঃ গঙ্গাম্ভস্থঃ দ্বিপঃ ইব (ত্বং) ন তপ্যসে ॥ ২৯ ॥

কামলোভাদিরূপ দাবাগ্নি দ্বারা লোক সকল দহ্যমান হইলেও তদগ্নি দ্বারা সংযুক্ত গঙ্গাজলস্থ হস্তির ন্যায় তুমি উত্তপ্ত হইতেছ না ॥ ২৯ ॥

ত্বং হি নঃ পৃচ্ছতাং ব্রহ্মন্নাত্মন্যানন্দকারণম্।
ব্রূহি স্পর্শবিহীনস্য ভবতঃ কেবলাত্মনঃ ॥ ৩০ ॥

(হে) ব্রহ্মন্। স্পর্শবিহীনস্য (বিষয়ভোগরহিতস্য) কেবলাত্মনঃ (কলত্রাদিশূন্যস্য) ভবতঃ আত্মনি আনন্দকারণং পৃচ্ছতাং নঃ (অস্মাকং) হি ত্বং ব্রূহি ॥ ৩০ ॥

হে ব্রহ্মন্! বিষয়ভোগরহিত কলত্রাদিশূন্য আপনার আত্মাতে আনন্দের কারণ, জিজ্ঞাসা করিতেছি যে আমরা, আমাদিগকে তুমি বল ॥ ৩০ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

যদুনৈবং মহাভাগো ব্রহ্মণ্যেন সুমেধসা।
পৃষ্টঃ সভাজিতঃ প্রাহ প্রশ্রয়াবনতং নৃপম্ ॥ ৩১ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ। ব্রহ্মণ্যেন (ব্রাহ্মণভক্তেন) সুমেধসা (বুদ্ধিমতা) যদুনা এবং সভাজিতঃ (সৎকৃতঃ) পৃষ্টঃ (চ) মহাভাগঃ (ভগবদুপাসনাদিতেজোযুক্তঃ দ্বিজঃ) প্রশ্রয়াবনতং (প্রশ্রয়েন বিনয়েন অবনতং) নৃপং (যদুং) প্রাহ ॥ ৩১ ॥

শ্রীভগবান বলিলেন। ব্রাহ্মণভক্ত বুদ্ধিমান যদু কর্তৃক এইরূপ সৎকৃত ও জিজ্ঞাসিত মহাভাগ ব্রাহ্মণ বিনয়াবনত যদু রাজাকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৩১ ॥

ব্রাহ্মণ উবাচ।

সন্তি মে গুরবো রাজন্ বহবো বুদ্ধ্যুপাশ্রিতাঃ।
যতো বুদ্ধিমুপাদায় মুক্তোঽটামীহ তান্ শৃণু ॥ ৩২ ॥

ব্রাহ্মণঃ উবাচ। (হে) রাজন্! বুদ্ধ্যুপাশ্রিতাঃ (বুদ্ধ্যা এব উপাশ্রিতাঃ স্বীকৃতাঃ) মে (মম) বহবঃ গুরবঃ সন্তি, যতঃ (যেভ্যঃ গুরুভ্যঃ) বুদ্ধিম্ উপাদায় (শিক্ষিত্বা) মুক্তঃ (সন্) ইহ (ভূলোকে) অটামি (পর্য্যটামি) তান্ (গুরূন্) শৃণু ॥ ৩২ ॥

ব্রাহ্মণ বলিলেন, হে রাজন্! বুদ্ধি দ্বারা স্বীকৃত আমার অনেক গুরু আছেন, যাহাদিগের নিকট হইতে বুদ্ধি গ্রহণ পূর্ব্বক মুক্ত হইয়া এই ভূলোকে পর্য্যটন করিতেছি, তাহা শ্রবণ কর ॥ ৩২ ॥

পৃথিবী বায়ুরাকাশমাপোঽগ্নিশ্চন্দ্রমা রবিঃ।
কপোতোঽজগরঃ সিন্ধুঃ পতঙ্গো মধুকৃদ্‌গজঃ ॥ ৩৩ ॥
মধুহা হরিণো মীনঃ পিঙ্গলা কুররোঽর্ভকঃ।
কুমারী শরকৃৎ সর্প ঊর্ণনাভিঃ সুপেশকৃৎ ॥ ৩৪ ॥

পৃথিবী বায়ুঃ আকাশম্ আপঃ অগ্নিঃ চন্দ্রমা রবিঃ কপোতঃ অজগরঃ সিন্ধুঃ পতঙ্গঃ মধুকৃৎ গজঃ মধুহা হরিণঃ মীনঃ পিঙ্গলা কুররঃ অর্ভকঃ কুমারী শরকৃৎ সর্পঃ ঊর্ণনাভিঃ সুপেশকৃৎ ॥ ৩৩-৩৪ ॥

পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল, অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য্য, কপোত, অজগর, সমুদ্র, পতঙ্গ, মধুকর, গজ, মধুহর্ত্তা, হরিণ, মৎস্য, পিঙ্গলানাম্নী বেশ্যা, কুরর নামক পক্ষী, শিশু, কুমারী, শরনির্ম্মাতা, সর্প, ঊর্ণনাভি, সুপেশকৃৎ নামক কীট-বিশেষ ॥ ৩৩-৩৪ ॥

এতে মে গুরবো রাজংশ্চতুর্বিংশতিরাশ্রিতাঃ।
শিক্ষা বৃত্তিভিরেতেষামন্বশিক্ষমিহাত্মনঃ ॥ ৩৫ ॥

(হে) রাজন্। এতে চতুর্বিংশতিঃ গুরবঃ মে (ময়া) আশ্রিতাঃ (বুদ্ধ্যা স্বীকৃতাঃ)। এতেষাং বৃত্তিভিঃ আত্মনঃ (স্বস্য) শিক্ষাঃ (শিক্ষণীয়ান্ অর্থান্ হেয়োপাদেয়াদীন্) ইহ অন্বশিক্ষম্ (অনুশিক্ষিতবান্ অস্মি) ॥ ৩৫ ॥

হে রাজন্! এই চতুর্বিংশতি গুরু আমি স্বীকার করিয়াছি। ইহাদিগের কার্য্য দ্বারা নিজের শিক্ষণীয় বিষয় সকল পৃথিবীতে শিক্ষা করিয়াছি ॥ ৩৫ ॥

যতো যদনুশিক্ষামি যথা বা নহুষাত্মজ।
তত্তথা পুরুষব্যাঘ্র নিবোধ কথয়ামি তে ॥ ৩৬ ॥

(হে) নহুষাত্মজ! পুরুষব্যাঘ্র। যতঃ যথা বা যৎ অনুশিক্ষামি তৎ তথা তে কথয়ামি, নিবোধ ॥ ৩৬ ॥

হে নহুষাত্মজ! পুরুষশ্রেষ্ঠ! যাহার নিকট হইতে অথবা যেরূপে যাহা শিক্ষা করিয়াছি, তাহা সেইরূপে তোমার নিকট বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৩৬ ॥

ভূতৈরাক্রম্যমাণোঽপি ধীরো দৈববশানুগৈঃ।
তদ্বিদ্বান্ন চলেন্মার্গাদন্বশিক্ষং ক্ষিতের্ব্রতম্ ॥ ৩৭ ॥

ধীরঃ (অনুদ্বিগ্নচিত্তঃ জনঃ) দৈববশানুগৈঃ (স্বপ্রারব্ধপ্রেরিতৈঃ) ভূতৈঃ

(প্রাণিভিঃ) আক্রম্যমাণঃ (পীড্যমানঃ) অপি তদ্বিদ্বান্ (ভূতানাং দৈববশ-বর্ত্তিত্বং জানন্ সন্) মার্গাৎ (ধর্ম্মমার্গাৎ) ন চলেৎ (ইতি ক্ষমারূপং) ক্ষিতেঃ (মার্গাদিরূপায়াঃ) ব্রতং (নিয়মম্) অন্বশিক্ষম্ ॥ ৩৭ ॥

ধীর ব্যক্তি দৈববশবর্ত্তী প্রাণিগণ কর্ত্তৃক পীড্যমান হইয়াও ভূতবর্গের দৈব-বশবর্ত্তিতা জানিয়া ধর্ম্মপথ হইতে বিচলিত হইবেন না, এই ক্ষমারূপ ক্ষিতির ব্রত শিক্ষা করিয়াছি ॥ ৩৭ ॥

শশ্বৎ পরার্থসর্ব্বেহঃ পরার্থৈকান্তসম্ভবঃ ।
সাধুঃ শিক্ষেত ভূভৃত্তো নগশিষ্যঃ পরাত্মতাম্ ॥ ৩৮ ॥

শশ্বৎ (সর্ব্বদা) পরার্থসর্ব্বেহঃ (পরার্থাঃ সর্ব্বাঃ ঈহাঃ যস্য সঃ) পরার্থৈ-কান্তসম্ভবঃ (পরার্থে এব একান্ততঃ সম্ভবঃ জন্ম যস্য সঃ) সাধুঃ ভূভৃত্তঃ শিক্ষেত। তথা নগশিষ্যঃ (নগস্য বৃক্ষস্য শিষ্যঃ সন্) পরাত্মতাং (পরাধীনতাং শিক্ষেত) ॥ ৩৮ ॥

সর্ব্বদা পরার্থে সকল চেষ্টা ও পরার্থে একান্তে জন্ম সাধু ব্যক্তি পর্ব্বতের নিকট হইতে শিক্ষা করিবেন। আর বৃক্ষের শিষ্য হইয়া পরাধীনতা শিক্ষা করিবেন ॥ ৩৮ ॥

প্রাণবৃত্ত্যৈব সন্তুষ্যেন্মুনির্নৈবেন্দ্রিয়প্রিয়ৈঃ ।
জ্ঞানং যথা ন নশ্যেত নাবকীর্য্যেত বাঙ্মনঃ ॥ ৩৯ ॥

জ্ঞানং যথা ন নশ্যেত (নশ্যেৎ) বাঙ্মনঃ (যথা) ন অবকীর্য্যেত (বিক্ষিপ্যেত), মুনিঃ (তথা) প্রাণবৃত্ত্যা এব সন্তুষ্যেৎ ইন্দ্রিয়প্রিয়ৈঃ ন এব ॥ ৩৯ ॥

জ্ঞান যেরূপে নষ্ট না হয়, এবং বাক্য ও মন যাহাতে বিক্ষিপ্ত না হয়, তদ্রূপে প্রাণবৃত্তি দ্বারাই সন্তুষ্ট হইবেন, ইন্দ্রিয়প্রিয় বিষয়ে আসক্ত হইবেন না ॥ ৩৯ ॥

বিষয়েষ্বাবিশন্ যোগী নানাধর্ম্মেষু সর্ব্বতঃ ।
গুণদোষব্যপেতাত্মা ন বিসজ্জেত বায়ুবৎ ॥ ৪০ ॥

যোগী গুণদোষব্যপেতাত্মা (সুখদুঃখাদিচিন্তাশূন্যচিত্তঃ সন্) নানাধর্ম্মেষু (হেয়ো-পাদেয়নানাবিধরূপরসাদিধর্ম্মযুক্তেষু অপি) বিষয়েষু সর্ব্বতঃ আবিশন্ (তান্ ভুঞ্জানঃ অপি) বায়ুবৎ ন বিসজ্জেত (তত্র আসক্তিং ন কুর্য্যাৎ) ॥ ৪০ ॥

যোগী সুখদুঃখাদিচিন্তা পরিহার পূর্ব্বক নানাপ্রকার বিষয়ে সর্ব্বথা আবিষ্ট হইয়াও বায়ুর ন্যায় তাহাতে আসক্ত হইবেন না ॥ ৪০ ॥

পার্থিবেষ্বিহ দেহেষু প্রবিষ্টস্তদ্‌গুণাশ্রয়ঃ।
গুণৈর্ন যুজ্যতে যোগী গন্ধৈর্বায়ুরিবাত্মদৃক্‌॥ ৪১॥

আত্মদৃক্‌ (দেহাদিভিন্নাত্মদর্শী) যোগী পার্থিবেষু ইহ দেহেষু প্রবিষ্টঃ তদ্‌-গুণাশ্রয়ঃ (দেবত্বমনুষ্যত্বস্থূলত্বকৃশত্বাদিদেহধর্ম্মযোগিতয়া প্রতীয়মানঃ অপি) বায়ুঃ গন্ধৈঃ ইব গুণৈঃ ন যুজ্যতে॥ ৪১॥

আত্মদর্শী যোগী, পার্থিব এই দেহ সকলে প্রবিষ্ট ও তদ্‌গুণাশ্রয় হইয়াও, বায়ু যেমন গন্ধ দ্বারা যুক্ত হয় না, তদ্রূপ গুণ দ্বারা যুক্ত হয়েন না॥ ৪১॥

অন্তর্হিতশ্চ স্থিরজঙ্গমেষু
ব্রহ্মাত্মভাবেন সমন্বয়েন।
ব্যাপ্ত্যাব্যবচ্ছেদমসঙ্গমাত্মনো
মুনির্নভস্ত্বং বিততস্য ভাবয়েৎ॥ ৪২॥

অন্তর্হিতঃ চ (দেহান্তর্গতঃ অপি) মুনিঃ ব্রহ্মাত্মভাবেন (ব্রহ্মস্বরূপভাবনয়া) সমন্বয়েন (অধিষ্ঠানতয়া অনুগমনেন) ব্যাপ্ত্যা বিততস্য (সর্ব্বগতস্য) আত্মনঃ অব্যবচ্ছেদম্‌ (অপরিচ্ছিন্নত্বম্‌) অসঙ্গম্‌ (অসঙ্গত্বং চ) নভস্ত্বং ভাবয়েৎ॥ ৪২॥

দেহান্তর্গত হইয়াও মুনি ব্রহ্মস্বরূপভাবনা দ্বারা অনুগতি ও ব্যাপ্তি দ্বারা সর্ব্বগত আত্মার অপরিচ্ছিন্নত্ব ও অসঙ্গত্ব রূপ আকাশধর্ম্ম ভাবনা করিবেন॥ ৪২॥

তেজোঽবন্নময়ৈর্ভাবৈর্মেঘাদ্যৈর্বায়ুনেরিতৈঃ।
ন স্পৃশ্যতে নভস্তদ্বৎ কালসৃষ্টৈর্গুণৈঃ পুমান্‌॥ ৪৩॥

বায়ুনা ঈরিতৈঃ (প্রেরিতৈঃ) মেঘাদ্যৈঃ (যথা) নভঃ ন স্পৃশ্যতে, তদ্বৎ পুমান্‌ কালসৃষ্টৈঃ গুণৈঃ (গুণকার্য্যৈঃ) তেজোঽবন্নময়ৈঃ ভাবৈঃ দেহাদিভিঃ (ন লিপ্যতে)॥ ৪৩॥

বায়ু দ্বারা চালিত মেঘাদি দ্বারা যেমন আকাশ স্পৃষ্ট হয় না, তদ্রূপ জীব কাল কর্ত্তৃক সৃষ্ট গুণকার্য্য তেজোময় জলময় ও অন্নময় দেহাদি বস্তু দ্বারা লিপ্ত হয়েন না॥ ৪৩॥

স্বচ্ছঃ প্রকৃতিতঃ স্নিগ্ধো মাধুর্য্যস্তীর্থভূর্নৃপ।
মুনিঃ পুনাত্যপাং মিত্রমীক্ষোপস্পর্শকীর্ত্তনৈঃ॥ ৪৪॥

(হে) নৃপ! স্বচ্ছঃ (নির্ম্মলঃ) প্রকৃতিতঃ (স্বভাবতঃ) স্নিগ্ধঃ (স্নেহেন

উপকারকঃ) মাধুর্য্যঃ (মধুরতাসম্পন্নঃ) তীর্থভূঃ (তীর্থস্থানম্) অপাং মিত্রম্ (উদকতুল্যঃ) মুনিঃ ঈক্ষোপস্পর্শকীর্ত্তনৈঃ পুনাতি ॥ ৪৪ ॥

হে রাজন্! নির্ম্মল, স্বভাবতঃ স্নিগ্ধ, মধুরতাসম্পন্ন, তীর্থস্থান উদকসদৃশ মুনিজন দর্শন স্পর্শন ও কীর্ত্তন দ্বারা পবিত্র করিয়া থাকেন ॥ ৪৪ ॥

তেজস্বী তপসা দীপ্তো দুর্দ্ধর্ষোদরভাজনঃ।
সর্ব্বভক্ষোঽপি যুক্তাত্মা নাদত্তে মলমগ্নিবৎ ॥ ৪৫ ॥

তেজস্বী তপসা দীপ্তঃ দুর্দ্ধর্ষঃ (অক্ষোভ্যঃ) উদরভাজনঃ (অপরিগ্রহঃ) যুক্তাত্মা (পরমেশ্বরধ্যানপরঃ) মুনিঃ সর্ব্বভক্ষঃ অপি অগ্নিবৎ মলম্ ন আদত্তে ॥ ৪৫ ॥

তেজস্বী, তপস্যা দ্বারা দীপ্ত, অক্ষোভ্য, পরিগ্রহশূন্য, পরমেশ্বরধ্যানপর মুনি সর্ব্বভক্ষ হইয়াও অগ্নির ন্যায় মল গ্রহণ করেন না ॥ ৪৫ ॥

ক্বচিচ্ছন্নঃ ক্বচিৎ স্পষ্ট উপাস্যঃ শ্রেয় ইচ্ছতাম্।
ভুঙ্‌ক্তে সর্ব্বত্র দাতৃণাং দহন্ প্রাগুত্তরাশুভম্ ॥ ৪৬ ॥

(অগ্নিঃ যথা) ক্বচিৎ (কাষ্ঠভস্মাদিষু) ছন্নঃ (ভবতি) ক্বচিৎ (চ কাষ্ঠাদিষু আরূঢ়ঃ) স্পষ্টঃ (ভবতি, তথা) শ্রেয়ঃ ইচ্ছতাম্ উপাস্যঃ (ভবতি), দাতৃণাং (হোমাদিকর্ত্তৃণাং) প্রাগুত্তরাশুভং (ভূতং ভবিষ্যৎ চ পাপং) দহন্ সর্ব্বত্র (হুতং) ভুঙ্‌ক্তে (চ তথা এব মুনিঃ অপি ভবতি) ॥ ৪৬ ॥

অগ্নি যেমন কোথাও আবৃত, কোথাও প্রকাশিত, এবং মঙ্গলেপ্সু ব্যক্তিদিগের উপাস্য হয়েন ও যাজ্ঞিকগণের ভূত ও ভবিষ্যৎ পাপ দহন পূর্ব্বক হুত ভোজন করেন, তদ্রূপ মুনিও হইয়া থাকেন ॥ ৪৬ ॥

স্বমায়য়া সৃষ্টমিদং সদসল্লক্ষণং বিভুঃ।
প্রবিষ্ট ঈয়তে তত্তৎস্বরূপোঽগ্নিরিবৈধসি ॥ ৪৭ ॥

বিভুঃ (পরমাত্মা) স্বমায়য়া সৃষ্টম্ ইদং সদসল্লক্ষণং (দেবতির্য্যগাদিশরীরং) প্রবিষ্টঃ (সন্) এধসি (কাষ্ঠে প্রবিষ্টঃ) অগ্নিঃ ইব তত্তৎস্বরূপঃ ঈয়তে (প্রতীয়তে) ॥ ৪৭ ॥

বিভু পরমাত্মা নিজ মায়া দ্বারা রচিত এই দেবতির্য্যগাদিরূপ শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া কাষ্ঠমধ্যে প্রবিষ্ট অগ্নির ন্যায় তত্তৎস্বরূপে প্রতীত হয়েন ॥ ৪৭ ॥

বিসর্গাদ্যাঃ শ্মশানান্তা ভাবা দেহস্য নাত্মনঃ।
কলানামিব চন্দ্রস্য কালেনাব্যক্তবর্ত্মনা ॥ ৪৮ ॥

অব্যক্তবর্ত্মনা (অলক্ষিতবেগেন) কালেন চন্দ্রস্য কলানাম্ ইব দেহস্য এব বিসর্গাদ্যাঃ শ্মশানান্তাঃ ভাবাঃ (বিকারাঃ ভবন্তি) ন (তু) আত্মনঃ ॥ ৪৮ ॥

অলক্ষিতবেগ কাল কর্তৃক কৃত চন্দ্রের কলাসমূহের ন্যায় দেহেরই জন্মাদি মরণান্ত বিকাব সকল ঘটিয়া থাকে, আত্মার নহে ॥ ৪৮ ॥

কালেন হ্যোঘবেগেন ভূতানাং প্রভবাপ্যয়ৌ।
নিত্যাবপি ন দৃশ্যেতে আত্মনোঽগ্নের্যথার্চ্চিষাম্ ॥ ৪৯ ॥

ওঘবেগেন (ওঘবৎ নদীপ্রবাহবৎ বেগো যস্য তেন) কালেন অগ্নেঃ অর্চ্চিষাং যথা আত্মনঃ (সম্বন্ধিনাং) ভূতানাং (দেহানাং) প্রভবাপ্যয়ৌ (উৎপত্তি-বিনাশৌ) নিত্যৌ (প্রতিক্ষণং ভবন্তৌ) অপি ন দৃশ্যেতে ॥ ৪৯ ॥

নদীপ্রবাহের তুল্য বেগবিশিষ্ট কাল কর্তৃক কৃত অগ্নিব শিখার ন্যায় আত্ম-সম্বন্ধী দেহসমূহের উৎপত্তি ও বিনাশ প্রতিক্ষণেই ঘটিলেও দৃষ্ট হয় না ॥ ৪৯ ॥

গুণৈর্গুণানুপাদত্তে যথাকালং বিমুঞ্চতি।
ন তেষু যুজ্যতে যোগী গোভির্গা ইব গোপতিঃ ॥ ৫০ ॥

গোপতিঃ (সূর্য্যঃ) গোভিঃ (রশ্মিভিঃ) গাঃ (জলানি) ইব যোগী যথা-কালং গুণৈঃ (ইন্দ্রিয়ৈঃ) গুণান্ (শব্দাদিবিষযান্) উপাদত্তে (স্বীকরোতি) বিমুঞ্চতি (দদাতি চ) তেষু ন যুজ্যতে ॥ ৫০ ॥

সূর্য্য যেমন যথাকালে রশ্মি দ্বারা জল গ্রহণ এবং ত্যাগ করেন, যোগীও তদ্রূপ যথাকালে ইন্দ্রিয় দ্বাবা শব্দাদি বিষয় সকলকে গ্রহণ ও ত্যাগ করিয়া থাকেন; কিন্তু ঐ সকলে আসক্ত হয়েন না ॥ ৫০ ॥

বুধ্যতে স্বে ন ভেদেন ব্যক্তিস্থ ইব তদ্গতঃ।
লক্ষ্যতে স্থূলমতিভিরাত্মা চাবস্থিতোঽর্কবৎ ॥ ৫১ ॥

স্বে (স্বস্বরূপে) অবস্থিতঃ আত্মা অর্কবৎ স্থূলমতিভিঃ ভেদেন ন বুধ্যতে, ব্যক্তিস্থঃ (উপাধৌ প্রতিবিম্বিতঃ) চ তদ্গতঃ (উপাধিপ্রবিষ্টঃ) ইব (ভেদেন) লক্ষ্যতে ॥৫১॥

স্বস্বরূপে অবস্থিত আত্মা সূর্য্যের ন্যায় স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তিগণ কর্তৃক ভিন্নরূপে প্রতীত হয়েন না, কিন্তু উপাধিতে প্রতিবিম্বিত হইলে তাহাতে প্রবিষ্টের ন্যায় ভিন্নরূপে লক্ষিত হইয়া থাকেন ॥ ৫১ ॥

নাতিস্নেহঃ প্রসঙ্গো বা কর্ত্তব্যঃ ক্বাপি কেনচিৎ।
কুর্ব্বন্ বিন্দেত সন্তাপং কপোত ইব দীনধীঃ ॥ ৫২ ॥

* অপি কেনচিৎ অতিস্নেহঃ (অতিপ্রীতিঃ) প্রসঙ্গঃ (লালনাদ্যাসক্তিঃ) বা ন কর্ত্তব্যঃ। কুর্ব্বন্ (সন্) দীনধীঃ (বিবেকহীনঃ) কপোতঃ ইব সন্তাপং বিন্দেত ॥ ৫২ ॥

কোন স্থানে কাহারও সহিত অতিশয় স্নেহ বা আসক্তি কর্ত্তব্য হয় না। করিলে, দীনবুদ্ধি কপোতের ন্যায় সন্তাপ ভোগ করিতে হয় ॥ ৫২ ॥

কপোতঃ কশ্চনারণ্যে কৃতনীড়ো বনস্পতৌ।
কপোত্যা ভার্য্যয়া সার্দ্ধমুবাস কতিচিৎ সমাঃ ॥ ৫৩ ॥

কশ্চন কপোতঃ অরণ্যে বনস্পতৌ কৃতনীড়ঃ (নির্ম্মিতকুলায়ঃ সন্) কপোত্যা ভার্য্যয়া সার্দ্ধং কতিচিৎ সমাঃ উবাস ॥ ৫৩ ॥

কোন কপোত অরণ্যে বনস্পতিতে কুলায় নির্ম্মাণ করিয়া কপোতী ভার্য্যার সহিত কয়েক বৎসর বাস করিল ॥ ৫৩ ॥

কপোতৌ স্নেহগুণিতহৃদয়ৌ গৃহধর্ম্মিণৌ।
দৃষ্টিং দৃষ্ট্যাঙ্গমঙ্গেন বুদ্ধিং বুদ্ধ্যা ববন্ধতুঃ ॥ ৫৪ ॥

স্নেহগুণিতহৃদয়ৌ (স্নেহেন গুণিতং বদ্ধং হৃদয়ং যয়োঃ তৌ) গৃহধর্ম্মিণৌ (মৈথুন্যসুখনিরতৌ) কপোতৌ (কপোতঃ কপোতী চ) দৃষ্ট্যা দৃষ্টিম্ অঙ্গেন অঙ্গং বুদ্ধ্যা বুদ্ধিং ববন্ধতুঃ (সংযোজিতবন্তৌ) ॥ ৫৪ ॥

স্নেহবদ্ধহৃদয় মৈথুন্যসুখনিরত কপোত ও কপোতী দৃষ্টি দ্বারা দৃষ্টিকে অঙ্গ দ্বারা অঙ্গকে ও বুদ্ধি দ্বারা বুদ্ধিকে সংযোজিত করিয়াছিল ॥ ৫৪ ॥

শয্যাসনাটনস্থানবার্ত্তাক্রীড়াশনাদিকম্।
মিথুনীভূয় বিশ্রব্ধৌ চেরতুর্ব্বনরাজিষু ॥ ৫৫ ॥

বিশ্রব্ধৌ (মরণশঙ্কারহিতৌ তৌ) মিথুনীভূয় বনরাজিষু শয্যাসনাটনস্থান-বার্ত্তাক্রীড়াশনাদিকং চেরতুঃ (কৃতবন্তৌ) ॥ ৫৫ ॥

মরণশঙ্কারহিত সেই কপোতযুগল উভয়ে মিলিয়া বনরাজিতে শয়ন উপবেশন ভ্রমণ অবস্থান আলাপ ক্রীড়া ও ভোজনাদি করিয়া বিচরণ করিত ॥ ৫৫ ॥

যং যং বাঞ্ছতি সা রাজংস্তর্পয়ন্ত্যনুকম্পিতা।
তং তং সমানয়ৎ কামং কৃচ্ছ্রেণাপ্যজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৫৬ ॥

(হে) রাজন্! সা কপোতী তর্পয়ন্তী (সহাসবীক্ষিতালাপাদিভিঃ প্রীণয়ন্তী

অতএব তেন) অনুকম্পিতা (সতী) যং যং বাঞ্ছতি, অজিতেন্দ্রিয়ঃ (সঃ কপোতঃ) কৃচ্ছ্রেণ অপি তং তং কামং সমানয়ৎ (সম্পাদয়ামাস) ৫৬ ॥

হে রাজন্! সেই কপোতী কপোতকে সন্তুষ্ট করিয়া তৎকর্তৃক অনুকম্পিত হইয়া যে যে বাঞ্ছা করিত, অজিতেন্দ্রিয় সেই কপোত কষ্টসাধ্য হইলেও সেই সেই অভিলাষ সম্পাদন করিত ॥ ৫৬ ॥

কপোতী প্রথমং গর্ভং গৃহ্নতী কাল আগতে।
অণ্ডানি সুষুবে নীড়ে স্বপত্যুঃ সন্নিধৌ সতী ॥ ৫৭ ॥

প্রথমং গর্ভং গৃহ্নতী সতী কপোতী কালে (প্রসূতিকালে) আগতে (সতি) নীড়ে স্বপত্যুঃ সন্নিধৌ অণ্ডানি সুষুবে ॥ ৫৭ ॥

প্রথম গর্ভ ধারণ করিয়া কপোতী প্রসূতিকাল উপস্থিত হইলে, আপনাদিগের কুলায়মধ্যে নিজ পতির সন্নিধানে অণ্ড সকল প্রসব করিল ॥ ৫৭ ॥

তেষু কালে ব্যজায়ন্ত রচিতাবয়বা হরেঃ।
শক্তিভির্দুর্বিভাব্যাভিঃ কোমলাঙ্গতনূরুহাঃ ॥ ৫৮ ॥

তেষু (অণ্ডেষু) হরেঃ দুর্বিভাব্যাভিঃ (অবিতর্ক্যাভিঃ) শক্তিভিঃ রচিতাবয়বাঃ (রচিতাঃ অবয়বাঃ যেষাং তে) কোমলাঙ্গতনূরুহাঃ (কোমলানি অঙ্গানি তনূরুহাঃ রোমাণি চ যেষাং তে শিশবঃ) কালে (তৎপরিপাককালে) ব্যজায়ন্ত॥৫৮॥

ঐ অণ্ডসমূহে হরির অবিতর্ক্য শক্তি দ্বারা উৎপন্নাবয়ব কোমল অঙ্গ ও পক্ষ বিশিষ্ট শাবক সকল কালে উৎপন্ন হইল ॥ ৫৮ ॥

প্রজাঃ পুপুষতুঃ প্রীতৌ দম্পতী পুত্রবৎসলৌ।
শৃণ্বন্তৌ কূজিতং তাসাং নির্বৃতৌ কলভাষিতৈঃ ॥ ৫৯ ॥

তাসাং (প্রজানাং) কূজিতং শৃণ্বন্তৌ কলভাষিতৈঃ (মধুরস্বনৈঃ) নির্বৃতৌ (সুখিনৌ) প্রীতৌ দম্পতী প্রজাঃ পুপুষতুঃ ॥ ৫৯ ॥

ঐ শাবকদিগের শব্দ শ্রবণ করিয়া এবং মধুরস্বনে সুখী হইয়া প্রীত সেই কপোতযুগল তাহাদিগকে লালন পালন করিতে লাগিল ॥ ৫৯ ॥

তাসাং পতত্রৈঃ সুস্পর্শৈঃ কূজিতৈর্মুগ্ধচেষ্টিতৈঃ।
প্রত্যুদ্গমৈরদীনানাং পিতরৌ মুদমাপতুঃ ॥ ৬০ ॥

অদীনানাং (হৃষ্টানাং) তাসাং (প্রজানাং) সুস্পর্শৈঃ (সুখস্পর্শৈঃ) পতত্রৈঃ কূজিতৈঃ মুগ্ধচেষ্টিতৈঃ প্রত্যুদ্গমৈঃ (চ) পিতরৌ মুদম্ আপতুঃ ॥ ৬০ ॥

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

(১৭শ খণ্ডে প্রকাশিত ৮৮ পৃষ্ঠার পর)

পুরুষঃ এব ইদং সর্ব্বং, যৎ ভূতং যৎ চ ভব্যম্। (সঃ) উত (চ) অমৃতত্বস্য ঈশানঃ, যৎ অন্নেন অতিরোহতি (বৃদ্ধিং ভজতে পুরুষঃ তৎ চ; তস্য চ ঈশানঃ ইতি বা) ॥ ১৫ ॥

যাহা কিছু ভূত এবং ভব্য, এই সকল পুরুষই। তিনিই অমৃতত্বের নিয়ন্তা; যাহা অন্ন দ্বারা বর্দ্ধিত হয়, তিনি তাঁহারও নিয়ন্তা বা তাহাও তিনি ॥ ১৫ ॥

সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৬ ॥

তৎ সর্ব্বতঃ পাণিপাদং (পাণয়ঃ পাদাঃ চ অস্য ইতি), সর্ব্বতঃ অক্ষিশিরোমুখং (অক্ষীণি শিরাংসি মুখানি চ অস্য ইতি) সর্ব্বতঃ শ্রুতিমৎ (শ্রুতিঃ শ্রবণম্ অস্য ইতি), লোকে (সংসারে) সর্ব্বম্ আবৃত্য (ব্যাপ্য) তিষ্ঠতি ॥ ১৬ ॥

তাঁহার সর্ব্বত্র পাণিপাদ, সর্ব্বত্র চক্ষুঃশির ও মুখ, সর্ব্বত্র শ্রবণ, এবং তিনি সংসারে সকলকেই ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ১৬ ॥

সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্।
সর্ব্বস্য প্রভুমীশানং সর্ব্বস্য শরণং সুহৃৎ ॥ ১৭ ॥

সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং (সর্ব্বেষাম্ ইন্দ্রিয়াণাং গুণান্ বৃত্তয়ঃ আভাসয়তি ইতি, সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণৈঃ আভাসতে ইতি বা) সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতং, সর্ব্বস্য প্রভুম্, ঈশানং, সর্ব্বস্য শরণং সুহৃৎ চ। (সুহৃৎ ইত্যত্র বৃহৎ ইতি পাঠান্তরম্। তত্র বৃহৎ মহৎ শরণং ইতি অর্থঃ) ॥ ১৭ ॥

তিনি সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণযুক্ত অথচ সর্ব্বেন্দ্রিয়বর্জ্জিত, তিনি সকলের প্রভু ও নিয়ন্তা এবং সকলের আশ্রয় ও সুহৃৎ ॥ ১৭ ॥

শ্রীভগবানের শরীর অপ্রাকৃত, অতএব উঁহার প্রত্যেক অবয়বে সকল ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্মই প্রকাশ পাইয়া থাকে। তাঁহার প্রাকৃত কোন ইন্দ্রিয়ই নাই। তিনি সকলের প্রভু ও নিয়ন্তা; তিনি সকলের সুহৃৎও আশ্রয় ॥ ১৭ ॥

নবদ্বারে পুরে দেহী হংসো লেলায়তে বহিঃ।
বশী সর্ব্বস্য লোকস্য স্থাবরস্য চরস্য চ ॥ ১৮

স্থাবরস্য চরস্য চ সর্ব্বস্য লোকস্য বশী (নিয়ামকঃ), হংসঃ (অবিদ্যাং হন্তি ইতি), নবদ্বারে (নেত্রে নাসিকে কর্ণৌ মুখং চ ইতি সপ্ত শিরোবর্ত্তীনি পায়ুপস্থরূপে দ্বে অবাচী ইতি এবং নব দ্বারাণি যস্মিন্ তস্মিন্) পুরে (দেহে) দেহী (জীবরূপেণ স্থিতঃ পরমাত্মা) বহিঃ লেলায়তে (বহির্বিষয়গ্রহণায় চলতি)॥১৮॥

চরাচর সকল লোকের নিয়ন্তা, হংস, নবদ্বারবিশিষ্ট দেহরূপ পুরে দেহিরূপে অবস্থিত পরমাত্মা বাহ্যবিষয় গ্রহণের নিমিত্ত বাহিরে গমন করিয়া থাকেন ॥ ১৮ ॥

চরাচর সকল লোকের নিয়ন্তা অবিদ্যানিবারক শ্রীভগবানই স্বরূপতঃ পরমাত্মার রূপে এবং নিজ ক্ষেত্রজ্ঞ শক্তি দ্বারা জীবরূপে নেত্রদ্বয়, নাসিকাদ্বয়, কর্ণদ্বয় ও মুখ এই সপ্ত শিরোবর্ত্তী এবং পায়ু ও উপস্থ এই দুইটি অধোবর্ত্তী ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট নবদ্বারযুক্ত দেহরূপ পুরে অবস্থান পূর্ব্বক বহির্বিষয় গ্রহণের নিমিত্ত ইন্দ্রিয়প্রণালী দ্বারে বাহিরে গমন করেন, অর্থাৎ অভিব্যক্ত হইয়া থাকেন ॥ ১৮ ॥

অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা
তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্ ॥ ১৯ ॥

সঃ (ভগবান্) অপাণিপাদঃ (প্রাকৃতপাণিপাদরহিতঃ অপি) জবনঃ (বেগবান্, দূরগামী) গ্রহীতা (সর্ব্বগ্রাহী চ)। সঃ অচক্ষুঃ (প্রাকৃতনেত্ররহিতঃ অপি) পশ্যতি, অকর্ণঃ (প্রাকৃতকর্ণরহিতঃ অপি) শৃণোতি। সঃ বেদ্যং (জ্ঞেয়ং) বেত্তি (জানাতি), ন চ তস্য বেত্তা (জ্ঞাতা) অস্তি (সর্ব্বসাক্ষিত্বাৎ)। তম্ অগ্র্যং (প্রথমং) মহান্তং পুরুষম্ আহুঃ (ব্রহ্মবিদঃ) ॥ ১৯ ॥

সেই ভগবান প্রাকৃতপাণিপাদরহিত হইয়াও গমন ও গ্রহণ করিয়া থাকেন। তিনি প্রাকৃতনেত্রবর্জ্জিত হইয়াও দর্শন করেন, এবং প্রাকৃতকর্ণশূন্য হইয়াও শ্রবণ করেন। তিনি জ্ঞেয়মাত্রই জানেন, কিন্তু সকলের সাক্ষী বলিয়া তাঁহাকে কেহই জানিতে পারেন না। ব্রহ্মবিদ্‌গণ তাঁহাকে আদি ও মহান্ পুরুষ বলিয়া থাকেন ॥১৯॥

অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্
আত্মা গুহায়াং নিহিতোঽস্য জন্তোঃ।

তমক্রতুং পশ্যতি বীতশোকো
ধাতুঃ প্রসাদান্মহিমানমীশম্ ॥ ২০ ॥

অণোঃ (সূক্ষ্মাৎ অপি) অণীয়ান্ (অণুতরঃ), মহতঃ (মহত্ত্বপরিমাণাৎ) মহীয়ান্ (মহত্তরঃ) আত্মা অস্য জন্তোঃ (জীবস্য) গুহায়াং নিহিতঃ। ধাতুঃ (শরীরধারকাণাম্ ইন্দ্রিয়াণাম্ ঈশ্বরস্য বা) প্রসাদাৎ (বিষয়দোষবলাক্ষপনয়নাৎ কৃপাতঃ বা) বীতশোকঃ (দুঃখশোকাদিরহিতঃ সন্) অক্রতুম্ (অকামং) তম্ ঈশং (তস্য) মহিমানং (চ) পশ্যতি (ততঃ বীতশোকঃ ভবতি চ ইতি বা) ॥ ২০ ॥

সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর এবং মহান্ হইতেও মহত্তর পরমাত্মা এই জীবের হৃদয়কন্দরে অবস্থিত। শরীরধারক ইন্দ্রিয় সকলের বিষয়দোষ ও বলের ক্ষয় হইলে অথবা পরমেশ্বরের কৃপা হইলেই জীব দুঃখশোকাদিরহিত হইয়া পূর্ণকাম সেই পরমেশ্বরকে ও তদীয় মহিমাকে দর্শন করিয়া থাকেন। (তদনন্তর শোক-রহিত হয়েন, ইহাও বলা যাইতে পারে) ॥ ২০ ॥

বেদাহমেতমজরং পুরাণং
সর্ব্বাত্মানং সর্ব্বগতং বিভুত্বাৎ।
জন্মনিরোধং প্রবদন্তি যস্য
ব্রহ্মবাদিনোঽভিবদন্তি নিত্যম্ ॥ ২১ ॥

অহম্ এতম্ অজরং পুরাণং সর্ব্বাত্মানং বিভুত্বাৎ (ব্যাপকত্বাৎ) সর্ব্বগতং বেদ (জানামি)। ব্রহ্মবাদিনঃ (বিভুত্বাৎ) যস্য জন্মনিরোধম্ (উৎপত্ত্যভাবং) প্রবদন্তি, (যং চ তে) নিত্যম্ অভিবদন্তি ॥ ২১ ॥

আমি এই অজর পুরাণ সর্ব্বাত্মা ঈশ্বরকে বিভুত্বহেতু সর্ব্বগত বলিয়াই জানি। ব্রহ্মবাদিগণ, যাঁহার উৎপত্তি নাই, এইরূপ বলেন, এবং যাঁহাকে তন্নিমিত্ত নিত্য বলিয়াই স্বীকার করিয়া থাকেন ॥ ২১ ॥

ইতি তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাদ্-
বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি।
বি চৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু॥ ১॥

যঃ একঃ (অদ্বিতীয়ঃ স্বশক্তিমাত্রসহায়ঃ) অবর্ণঃ (স্বয়ং ব্রাহ্মণাদিভিন্নঃ প্রাকৃতরূপরহিতঃ বা) নিহিতার্থঃ (চেতসি ধৃতপ্রয়োজনঃ স্বার্থনিরপেক্ষঃ বা) বহুধা শক্তিযোগাৎ (নানাশক্তিযোগাৎ) অনেকান্ বর্ণান্ (ব্রাহ্মণাদীন্ শুক্লাদীন্ বা) দধাতি (উৎপাদয়তি)। বিশ্বম্ আদৌ (এতি, জায়তে যতঃ সঃ) অন্তে চ বি এতি (গচ্ছতি, নশ্যতি, যস্মিন্) সঃ দেবঃ নঃ (অস্মান্) শুভয়া বুদ্ধ্যা সংযুনক্তু (সংযোজয়তু)॥ ১॥

যে অদ্বিতীয় বর্ণরহিত নিহিতার্থ পরমেশ্বর নানাশক্তিযোগে অনেক বর্ণের সৃষ্টি করেন, যাঁহা হইতে বিশ্ব উৎপন্ন হয়, এবং অন্তে যাঁহাতেই লয় পায়, সেই দেব আমাদিগকে শুভবুদ্ধি প্রদান করুন॥ ১॥

পরমেশ্বর অদ্বিতীয়। এ সংসারে আর যাহা কিছু দৃষ্ট শ্রুত বা অনুমিত হয়, সে সকলই তাঁহার শক্তিপ্রকাশ। সৃষ্টিকার্য্যে তাঁহার অন্যের সাহায্যের প্রয়োজন হয় না, তিনি স্বশক্তিমাত্রসহায়ে আদিতে এই বিশ্বের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। তিনি স্বয়ং ব্রাহ্মণত্বাদিজাতিরহিত বা শুক্লাদিবর্ণরহিত হইয়াও নিজ নানাশক্তি দ্বারা অর্থাৎ জৈব বিবিধ বাসনানুসারে ব্রাহ্মণাদি বা শুক্লাদি বহুবিধ বর্ণ সকল উৎপাদন করিয়া থাকেন। এই বিশ্ব আদিতে সেই পরমেশ্বর হইতেই উৎপন্ন, তৎকর্তৃক রক্ষিত, এবং অন্তে তাঁহাতেই লীন হইয়া থাকে। তিনি স্বপ্রকাশস্বরূপ চিদানন্দময় পুরুষ। তিনি কৃপা করিয়া আমাদিগকে শুভমতি প্রদান করুন॥ ১॥

তদেবাগ্নিস্তদাদিত্যস্তদ্বায়ুস্তদু চন্দ্রমাঃ।
তদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্ম তদাপস্তৎ প্রজাপতিঃ॥ ২॥

তৎ এব অগ্নিঃ, তৎ আদিত্যঃ, তৎ বায়ুঃ, তৎ উ চন্দ্রমাঃ, তৎ এব শুক্রম্, (অন্যৎ এব দীপ্তিমৎ নক্ষত্রাদি), তৎ ব্রহ্ম, তৎ আপঃ, তৎ প্রজাপতিঃ॥ ২॥

তিনিই অগ্নি, তিনি আদিত্য, তিনি বায়ু, তিনিই চন্দ্রমা, তিনিই অন্য দীপ্তিমৎ নক্ষত্রাদি, তিনি ব্রহ্ম, তিনি জল, তিনিই প্রজাপতি ॥ ২ ॥

ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী।

ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চয়সি ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ ॥৩॥

ত্বং স্ত্রী, ত্বং পুমান্ অসি, ত্বং কুমারঃ, উত বা কুমারী। ত্বং জীর্ণঃ (জরাগ্রস্তঃ সন্) দণ্ডেন বঞ্চয়সি, ত্বং বিশ্বতোমুখঃ জাতঃ ভবসি। (বঞ্চযসি ইত্যত্র বঙ্কসি ইতি পাঠে তু গচ্ছসি ইতি অর্থঃ) ॥ ৩ ॥

তুমি স্ত্রী, তুমি পুরুষ, তুমি কুমার, এবং তুমিই কুমারী। তুমিই জরাগ্রস্ত রূপে দণ্ড দ্বারা বঞ্চনা কর,এবং তুমিই বিশ্বতোমুখ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাক ॥ ৩॥

নীলঃ পতঙ্গো হরিতো লোহিতাক্ষ-
স্তড়িদ্‌গর্ভ ঋতবঃ সমুদ্রাঃ।
অনাদিমৎ ত্বং বিভুত্বেন বর্ত্তসে
যতো জাতানি ভুবনানি বিশ্বাঃ ॥ ৪ ॥

(ত্বম্ এব) নীলঃ পতঙ্গঃ (ভ্রমরঃ), লোহিতাক্ষঃ হরিতঃ (শুকাদিঃ), তড়িদ্‌গর্ভঃ (মেঘঃ), ঋতবঃ, সমুদ্রাঃ (চ)। অনাদিমৎ ত্বং বিভুত্বেন (ব্যাপকত্বেন) বর্ত্তসে, যতঃ (ত্বৎ) বিশ্বাঃ (বিশ্বানি, সর্ব্বাণি ভুবনানি) জাতানি ॥ ৪ ॥

তুমিই নীল পতঙ্গ ভ্রমরাদি, তুমিই লোহিতচক্ষু হরিদ্বর্ণ শুকাদি, তুমিই তড়িদ্‌গর্ভ মেঘ, ঋতু সকল ও সাগরসমূহ। অনাদিমান্ তুমিই ব্যাপকরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছ, যাঁহা হইতে সকল ভুবন উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ৪ ॥

অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাম্।
অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে
জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ ॥ ৫ ॥

লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং (তেজোঽবন্নলক্ষণাং ত্রিগুণময়ীং বা) বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাম্ (উৎপাদয়ন্তীং) সরূপাং (সমানাকারাম্) একাম্ অজাং (প্রকৃতিম্) একঃ হি অজঃ (বিজ্ঞানাত্মা) জুষমাণঃ (সেবমানঃ) অনুশেতে (ভজতে); অন্যঃ অজঃ (প্রকাশাবসাদিতাবিদ্যান্ধকারঃ) ভুক্তভোগাম্ এনাং (প্রকৃতিং) জহাতি (ত্যজতি) ॥ ৫ ॥

ত্রিগুণময়ী বহু প্রজার জনয়িত্রী সমানাকারা এক প্রকৃতিকে এক অজ পুরুষ সেবা করিয়া ভজন করে; অন্য অজ পুরুষ ভুক্তভোগা এই প্রকৃতিকে ত্যাগ করিয়া থাকেন ॥ ৫ ॥

দ্বা সুপর্ণা সুযুজা সখায়া
সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্য-
নশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥ ৬ ॥

দ্বা (দ্বৌ) সযুজা (সযুজৌ, সর্ব্বদা সংযুক্তৌ) সখায়া (সখায়ৌ) সুপর্ণা (সুপর্ণৌ, পক্ষিণৌ) সমানম্ (একং) বৃক্ষং (শরীররূপং) পরিষস্বজাতে (পরিষ্বক্তবন্তৌ, সমাশ্রিতবন্তৌ)। তয়োঃ অন্যঃ (জীবঃ) স্বাদু (মিষ্টং) পিপ্পলং (কর্ম্মফলম্) অত্তি (উপভুঙ্ক্তে), অন্যঃ (পরমেশ্বরঃ) অনশ্নন (অভুঞ্জানঃ) অভিচাকশীতি (পশ্যন্ আস্তে) ॥ ৬ ॥

দুইটি সর্ব্বদা সংযুক্ত সখিভাবাপন্ন পক্ষী এক দেহরূপ বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া আছে। তন্মধ্যে এক জীব মিষ্ট কর্ম্মফল উপভোগ করে, অন্য পরমেশ্বর ভোগ না করিয়া সাক্ষিস্বরূপে দর্শন করেন ॥ ৬ ॥

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নো-
ঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য
মহিমানমিতি বীতশোকঃ ॥ ৭ ॥

পুরুষঃ (ভোক্তা জীবঃ) সমানে বৃক্ষে নিমগ্নঃ (নিশ্চয়েন দেহাত্মভাবম্ আপন্নঃ) অনীশয়া (অসমর্থতয়া) মুহ্যমানঃ শোচতি। যদা অন্যং জুষ্টং (জনৈঃ সেবিতম্) ঈশং অস্য ইতি (ইমং) মহিমানং পশ্যতি (চ), তদা বীতশোকঃ (শোকরহিতঃ ভবতি) ॥ ৭ ॥

ভোক্তা জীব একই বৃক্ষে দেহাত্মভাব প্রাপ্ত হইয়া অসামর্থ্য প্রযুক্ত মোহিত হইয়া শোক করে। যখন অন্য ভক্তবর্গ কর্ত্তৃক সেবিত পরমেশ্বরকে ও তাঁহার এই মহিমাকে দর্শন করেন, তখনই শোকরহিত হয়েন ॥ ৭ ॥

ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্
যস্মিন্ দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ।

যস্তন্ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি
য ইত্তদ্বিদুস্ত ইমে সমাসতে॥ ৮॥

ঋচঃ (ঋক্‌সম্বন্ধিনঃ ঋক্‌প্রতিপাদ্যে বা) অক্ষরে পরমে ব্যোমন্ (ব্যোম্নি, আকাশকল্পে) যস্মিন্ (পরমেশ্বরে) বিশ্বে (সর্ব্বে) দেবাঃ অধিনিষেদুঃ (আশ্রিতাঃ তিষ্ঠন্তি) তং (পরমেশ্বরং) যঃ ন বেদ, (সঃ) ঋচা কিং করিষ্যতি? যে তৎ বিদুঃ তে ইমে ইৎ (এব) সমাসতে (কৃতার্থাঃ তিষ্ঠন্তি)॥ ৮॥

ঋক্‌প্রতিপাদ্য পরম আকাশকল্প যে পরমেশ্বরে সমস্ত দেবতা আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন, সেই পরমেশ্বরকে যিনি না জানেন, তিনি ঋক্ দ্বারা কি করিবেন? যাঁহারা তাহা জানেন, তাঁহারাই কৃতার্থ হইয়া থাকেন॥ ৮॥

ছন্দাংসি যজ্ঞাঃ ক্রতবো ব্রতানি
ভূতং ভব্যং যচ্চ বেদা বদন্তি।
যস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ
তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ॥ ৯॥

ছন্দাংসি (বেদাঃ) যজ্ঞাঃ (জ্যোতিষ্টোমাদয়ঃ হবিঃসাধ্যাঃ) ক্রতবঃ (অশ্বমেধাদয়ঃ সোমরসসাধ্যাঃ) ব্রতানি (চান্দ্রায়ণাদীনি) ভূতং ভব্যং চ যৎ বেদাঃ বদন্তি, এতৎ বিশ্বং (সর্ব্বং) যস্মাৎ মায়ী (মায়াধিষ্ঠাতা পরমেশ্বরঃ) সৃজতে (সৃজতি), তস্মিন্ (প্রপঞ্চে) অন্যঃ (জীবঃ বসন্) মায়য়া (এব) সন্নিরুদ্ধঃ (সম্বদ্ধঃ সন্ সংসারসমুদ্রে ভ্রমতি)॥ ৯॥

বেদ যজ্ঞ ক্রতু ব্রত এবং ভূত ও ভবিষ্যৎ প্রভৃতি যাহা কিছু বেদ বলেন, এই সকল যাহা হইতে মায়ী পরমেশ্বর সৃষ্টি করেন, সেই প্রপঞ্চে অন্য জীব বাস করিয়া মায়া দ্বারাই সম্বদ্ধ হইয়া সংসারসমুদ্রে ভ্রমণ করিয়া থাকেন॥ ৯॥

মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।
তস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগৎ॥ ১০॥

মায়াং তু (এব) প্রকৃতিং মায়িনং তু (এব) মহেশ্বরং বিদ্যাৎ (বিজানীয়াৎ)। তস্য (মহেশ্বরস্য) অবয়বভূতৈঃ (অঙ্গভূতৈঃ) তু ইদং সর্ব্বং জগৎ ব্যাপ্তম্॥ ১০॥

মায়াকেই প্রকৃতি ও মায়াধিষ্ঠাতাকেই মহেশ্বর জানিবে। সেই মহেশ্বরের অবয়ব দ্বারাই এই সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত॥ ১০॥

যো যোনিং যোনিমধিতিষ্ঠত্যেকো
যস্মিন্নিদং সং চ বি চৈতি সর্ব্বম্।
তমীশানং বরদং দেবমীড্যং
নিচায্যেমাং শান্তিমত্যন্তমেতি॥ ১১॥

যঃ একঃ (অদ্বিতীয়ঃ পরমেশ্বরঃ) যোনিং যোনিম্ অধিতিষ্ঠতি, যস্মিন্ ইদং সর্ব্বং সমেতি (সঙ্গচ্ছতে), ব্যেতি (বিবিধম্ এতি) চ, তম্ ঈশানং (নিয়ন্তারং) বরদং (মোক্ষপ্রদম্) ঈড্যং (বেদাদিস্তুত্যং) দেবং নিচায্য (সাক্ষাৎ-কৃত্য, অপরোক্ষীকৃত্য) ইমাং শান্তিম্ অত্যন্তং (নিত্যম্) এতি॥ ১১॥

যে এক পরমেশ্বর কারণে কারণে অধিষ্ঠান করিতেছেন, যাঁহাতে এই সকল সঙ্গত হইতেছে ও বিভিন্ন হইতেছে, সেই নিয়ন্তা মোক্ষদাতা স্তবনীয় দেবকে সাক্ষাৎকার করিয়া এই নিত্য শান্তি লাভ করেন॥ ১১॥

যো দেবানাং প্রভবশ্চোদ্ভবশ্চ
বিশ্বাধিপো রুদ্রো মহর্ষিঃ।
হিরণ্যগর্ভং পশ্যত জায়মানং
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু॥ ১২॥

যঃ দেবানাং প্রভবঃ উদ্ভবঃ চ, (যঃ) চ বিশ্বাধিপঃ রুদ্রঃ মহর্ষিঃ, তং হিরণ্যগর্ভং (হিরণ্যগর্ভরূপেণ) জায়মানং পশ্যত। সঃ নঃ (অস্মান্) শুভয়া বুদ্ধ্যা সংযুনক্তু॥ ১২॥

যিনি দেবতাদিগের উৎপত্তির ও শক্তির হেতু, যিনি বিশ্বাধিপ রুদ্র মহর্ষি, তাঁহাকে হিরণ্যগর্ভরূপে জায়মান দর্শন কর। তিনি আমাদিগকে শুভবুদ্ধি প্রদান করুন॥ ১২॥

যো দেবানামধিপো
যস্মিল্লোকা অধিশ্রিতাঃ।
য ঈশেঽস্য দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ
কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥ ১৩॥

যঃ দেবানাম্ অধিপঃ, যস্মিন্ লোকাঃ অধিশ্রিতাঃ, যঃ অস্য দ্বিপদঃ চতুষ্পদঃ (চ) ঈশে (ঈষ্টে), কস্মৈ দেবায় হবিষা (চরুপুরোডাশাদিদ্রব্যেণ) বিধেম (পরিচরেম)॥ ১৩॥

হৃষ্ট সেই শাবকগণের সুখস্পর্শ পক্ষ দ্বারা, শব্দ দ্বারা, মুখভঙ্গী দ্বারা ও প্রত্যুদ্গমন দ্বারা পিতা ও মাতা আনন্দ প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন ॥ ৬০ ॥

স্নেহানুবদ্ধহৃদয়াবন্যোন্যং বিষ্ণুমায়য়া।
বিমোহিতৌ দীনধিয়ৌ শিশূন্ পুপুষতুঃ প্রজাঃ ॥ ৬১ ॥

বিষ্ণুমায়য়া বিমোহিতৌ অন্যোন্যং স্নেহানুবদ্ধহৃদয়ৌ দীনধিয়ৌ (তৎপোষণ-প্রবণতয়াকুলচিত্তৌ তৌ দম্পতী) শিশূন্ (বালান্) প্রজাঃ (পুত্রান্) পুপুষতুঃ ॥৬১॥

বিষ্ণুমায়ায় বিমোহিত পরস্পর স্নেহানুবদ্ধহৃদয় সন্তানপালনে আকুলচিত্ত সেই দম্পতী শিশুসন্তানদিগকে পোষণ করিতে লাগিল ॥ ৬১ ॥

একদা জগ্মতুস্তাসামশনার্থং কুটুম্বিনৌ।
পিতরৌ কাননে তস্মিন্নর্থিনৌ চেরতুশ্চিরম্ ॥ ৬২ ॥

একদা কুটুম্বিনৌ পিতরৌ তাসাং (প্রজানাম্) অশনার্থং জগ্মতুঃ অর্থিনৌ (সন্তৌ) তস্মিন্ কাননে চিরং চেরতুঃ (চ) ॥ ৬২ ॥

একদা কুটুম্ববিশিষ্ট সেই কপোত ও কপোতী শাবকদিগের আহারের জন্য বহির্গত হইল এবং তৎকামনায় সেই কাননে অনেকক্ষণ বিচরণ করিতে লাগিল॥৬২॥

দৃষ্ট্বা তান্ লুব্ধকঃ কশ্চিদ্যদৃচ্ছাতো বনেচরঃ।
জগৃহে জালমাতত্য চরতঃ স্বালয়ান্তিকে ॥ ৬৩ ॥

কশ্চিৎ লুব্ধকঃ যদৃচ্ছাতঃ বনেচরঃ স্বালয়ান্তিকে (স্বনীড়সন্নিধৌ) চরতঃ তান্ (কপোতশিশূন্) দৃষ্ট্বা জালম্ আতত্য জগৃহে ॥ ৬৩ ॥

এদিকে এক ব্যাধ যদৃচ্ছাক্রমে বনে বিচরণ করিতে করিতে নিজের কুলায় সমীপে চরমাণ কপোতশাবকদিগকে অবলোকন করিয়া জাল বিস্তার পূর্ব্বক তাহাদিগকে তন্মধ্যে আবদ্ধ করিল ॥ ৬৩ ॥

কপোতশ্চ কপোতী চ প্রজাপোষে সমুৎসুকৌ।
গতৌ পোষণমাদায় স্বনীড়মুপজগ্মতুঃ ॥ ৬৪ ॥

প্রজাপোষে সমুৎসুকৌ (অতঃ তদাহারার্থং) গতৌ কপোতঃ চ কপোতী পোষণম্ আদায় স্বনীড়ম্ উপজগ্মতুঃ ॥ ৬৪ ॥

প্রজাপোষণে সমুৎসুক অতএব তাহাদিগের আহারার্থ গত সেই কপোত ও কপোতী আহার লইয়া আপনাদিগের কুলায়ে গমন করিল ॥ ৬৪ ॥

কপোতী স্বাত্মজান্ বীক্ষ্য বালকান্ জালসংবৃতান্।
তানভ্যধাবৎ ক্রোশন্তী ক্রোশতো ভৃশদুঃখিতা ॥ ৬৫ ॥

কপোতী স্বাত্মজান্ বালকান্ জালসংবৃতান্ (অতএব) ক্রোশতঃ বীক্ষ্য ভৃশ-দুঃখিতা (সতী স্বয়ম্ অপি) ক্রোশন্তী তান্ অভ্যধাবৎ ॥ ৬৫ ॥

কপোতী নিজ শিশুদিগকে জালবদ্ধ অতএব রোদন করিতে দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া স্বয়ংও রোদন করিতে করিতে তাহাদিগের নিকট গমন করিল ॥ ৬৫ ॥

সাসকৃৎ স্নেহগুণিতা দীনচিত্তাজমায়য়া।
স্বয়ঞ্চাবধ্যত শিচা বদ্ধান্ পশ্যন্ত্যপস্মৃতিঃ ॥ ৬৬ ॥

অজমায়য়া অসকৃৎ স্নেহগুণিতা দীনচিত্তা (অতএব) অপস্মৃতিঃ সা কপোতী (তান্) বদ্ধান্ পশ্যন্তী (অপি) স্বয়ং চ শিচা (জালেন) আবধ্যত (আপতৎ) ॥৬৬॥

শ্রীভগবানের মায়ায় পুনঃ পুনঃ স্নেহবদ্ধ দীনচিত্ত অতএব ভ্রষ্টস্মৃতি সেই কপোতী শাবকদিগকে বদ্ধ দেখিয়াও স্বয়ংও জালে পতিত হইল ॥ ৬৬ ॥

কপোতঃ স্বাত্মজান্ বদ্ধানাত্মনোঽপ্যধিকান্ প্রিয়ান্।
ভার্য্যাঞ্চাত্মসমাং দীনাং বিললাপাতিদুঃখিতঃ ॥ ৬৭ ॥

কপোতঃ (তু) আত্মনঃ অভ্যধিকান্ প্রিয়ান্ স্বাত্মজান্ বদ্ধান্ (তথা) আত্মসমাং দীনাং ভার্য্যাং চ (বদ্ধাং বীক্ষ্য) অতিদুঃখিতঃ (সন্) বিললাপ (শুশোচ) ॥ ৬৭ ॥

কপোতও আপনার শরীর হইতেও অধিক প্রিয় নিজ শাবকদিগকে এবং আত্মসমা দীনা ভার্য্যাকে বদ্ধ দেখিয়া অতীব দুঃখিত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিল ॥ ৬৭ ॥

অহো মে পশ্যতাপায়মল্পপুণ্যস্য দুর্ম্মতেঃ।
অতৃপ্তস্যাকৃতার্থস্য গৃহস্ত্রৈবর্গিকো হতঃ ॥ ৬৮ ॥

অতৃপ্তস্য অকৃতার্থস্য অল্পপুণ্যস্য দুর্ম্মতেঃ মে (মম) ত্রৈবর্গিকঃ গৃহঃ হতঃ (ইতি) অপায়ং (নাশং) পশ্যত ॥ ৬৮ ॥

সুখে অতৃপ্ত অকৃতার্থ অল্পপুণ্য দুর্ম্মতি আমার ত্রৈবর্গিক গৃহাশ্রম নষ্ট হইল, আমার এই নাশ দেখ ॥ ৬৮ ॥

অনুরূপানুকূলা চ যস্য মে পতিদেবতা।
শূন্যে গৃহে মাং সংত্যজ্য পুত্রৈঃ স্বর্যাতি সাধুভিঃ ॥ ৬৯ ॥

যস্ত মে (মম) পতিদেবতা অনুকূলা অনুরূপা চ (ভার্য্যা) শূন্তে গৃহে মাং সংত্যজ্য সাধুভিঃ পুত্রৈঃ (সহ) স্বঃ (স্বর্গং) যাতি ॥ ৬৯ ॥

যে আমার পতিদেবতা অনুকূলা ও অনুরূপা ভার্য্যা শূন্যগৃহে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া সাধু পুত্রদিগের সহিত স্বর্গে গমন করিতেছে ॥ ৬৯ ॥

সোঽহং শূন্যগৃহে দীনো মৃতদারো মৃতপ্রজঃ।
জিজীবিষে কিমর্থং বা বিধুরো দুঃখজীবিতঃ ॥ ৭০ ॥

দীনঃ মৃতদারঃ মৃতপ্রজঃ বিধুরঃ দুঃখজীবিতঃ সঃ অহং কিমর্থং বা শূন্য-গৃহে জিজীবিষে (জীবিতুম্ ইচ্ছামি) ॥ ৭০ ॥

দীন মৃতভার্য্য মৃতপ্রজ বিধুর দুঃখজীবিত সেই আমি কি নিমিত্তই বা শূন্য-গৃহে জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছা করি ॥ ৭০ ॥

তাংস্তথৈবাবৃতান্ শিগ্‌ভির্মৃত্যুগ্রস্তান্ বিচেষ্টতঃ।
স্বয়ঞ্চ কৃপণঃ শিক্ষু পশ্যন্নপ্যবুধোঽপতৎ ॥ ৭১ ॥

তথৈব (বিলপন্) অবুধঃ কৃপণঃ (সঃ কপোতঃ) শিগ্‌ভিঃ (জালৈঃ) আবৃতান্ মৃত্যুগ্রস্তান্ (আবদ্ধমরণান্) তান্ পশ্যন্ অপি স্বয়ং চ শিক্ষু অপতৎ ॥ ৭১ ॥

এইরূপে বিলাপ করিয়া অজ্ঞ মোহাসক্ত সেই কপোত জালে আবৃত মৃত্যু-গ্রস্ত সেই শাবক ও ভার্য্যাকে দেখিয়াও স্বয়ংও জালে পতিত হইল ॥ ৭১ ॥

তং লব্ধ্বা লুব্ধকঃ ক্রূরঃ কপোতং গৃহমেধিনম্।
কপোতকান্ কপোতীঞ্চ সিদ্ধার্থঃ প্রযযৌ গৃহম্ ॥ ৭২ ॥

ক্রূরঃ লুব্ধকঃ (ব্যাধঃ) গৃহমেধিনং তং কপোতং কপোতকান্ কপোতীং চ লব্ধ্বা সিদ্ধার্থঃ (সিদ্ধপ্রয়োজনঃ সন্) গৃহং প্রযযৌ ॥ ৭২ ॥

নিষ্ঠুর ব্যাধ সেই গৃহমেধী কপোতকে কপোতশিশুদিগকে ও কপোতীকে লাভ করিয়া সিদ্ধার্থ হইয়া গৃহে গমন করিল ॥ ৭২ ॥

এবং কুটুম্ব্যশান্তাত্মা দ্বন্দ্বারামঃ পতত্রিবৎ।
পুষ্ণন্ কুটুম্বং কৃপণঃ সানুবন্ধোঽবসীদতি ॥ ৭৩ ॥

এবং পতত্রিবৎ দ্বন্দ্বারামঃ কৃপণঃ অশান্তাত্মা কুটুম্বী কুটুম্বং পুষ্ণন্ সানুবন্ধঃ (পুত্রকলত্রাদিসহিতঃ) অবসীদতি (দুঃখেন বিনশ্যতি) ॥ ৭৩ ॥

এইরূপ পক্ষীর ন্যায় সুখদুঃখাদিরত বিষয়াসক্ত বিক্ষিপ্তচিত্ত কুটুম্বসম্পন্ন ব্যক্তি

কুটুম্বের পোষণে নিযুক্ত হইয়া পুত্রকলত্রাদির সহিত দুঃখে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৭৩ ॥

যঃ প্রাপ্য মানুষং লোকং মুক্তিদ্বারমপাবৃতম্।
গৃহেষু খগবৎ সক্তস্তমারূঢ়চ্যুতং বিদুঃ ॥ ৭৪ ॥

অপাবৃতং (নিরাবরণং) মুক্তিদ্বারং মানুষং লোকং প্রাপ্য যঃ খগবৎ গৃহেষু সক্তঃ (ভবতি) তম্ আরূঢ়চ্যুতং (শ্রেয়োমার্গসোপানম্ আরুহ্য চ্যুতং) বিদুঃ ॥ ৭৪ ॥

অনাবৃত মুক্তিদ্বার স্বরূপ মনুষ্য দেহ লাভ করিয়াও যিনি এই কপোতের ন্যায় গৃহে আসক্ত হয়েন, তাঁহাকে মঙ্গলের সোপানে আরোহণ করিয়া পতিত জানিতে হইবে ॥ ৭৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাম্ একাদশস্কন্ধে ভগবদুদ্ধবসংবাদে
জীবন্মুক্তিনিরূপণপ্রকরণে অষ্টগুরুশিক্ষা-
নিরূপণং নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রাহ্মণ উবাচ।

সুখমৈন্দ্রিয়কং রাজন্ স্বর্গে নরক এব বা।
দেহিনাং যদ্‌যথা দুঃখং তস্মান্নেচ্ছেত তদ্বুধঃ॥ ১॥

(হে) রাজন্! দেহিনাং যৎ ঐন্দ্রিয়কং সুখং তৎ দুঃখং যথা (ইব) স্বর্গে নরকে বা (চ ভবতি) এব তস্মাৎ বুধঃ তৎ ন ইচ্ছেত॥ ১॥

হে রাজন্! দেহীদিগের যে ইন্দ্রিয়জন্য সুখ তাহা দুঃখের ন্যায় স্বর্গে ও নরকে অবশ্যই হইয়া থাকে, অতএব পণ্ডিত ব্যক্তি তাহা ইচ্ছা করিবেন না॥ ১॥

হে রাজন্। দেহিগণের ইন্দ্রিয়প্রভব সুখ যেমন স্বর্গেও হইয়া থাকে, তেমনি নরকেও হইয়া থাকে। শূকরাদি নারকী যোনিতেও পুত্রকলত্রাদিসম্বন্ধীয় সুখ দৃষ্ট হয়। ঐ সুখ আবার প্রারব্ধবশে অবশ্যম্ভাবী। দুঃখ যেমন জীবের অবশ্যম্ভাবী সুখও তদ্রূপ। প্রারব্ধ সত্ত্বে সুখদুঃখের ভোগ অবশ্যই করিতে হইবে। আর তদভাবে শত চেষ্টাতেও সুখ বা দুঃখ আনয়ন করা যায় না। অতএব বিবেকী ব্যক্তি ইন্দ্রিয়সুখকে প্রারব্ধের অধীন জানিয়া তাহা কখনই ইচ্ছা করিবেন না॥ ১॥

গ্রাসস্তু মিষ্টং বিরসং মহান্তং স্তোকমেব বা।
যদৃচ্ছয়ৈবাপতিতং গ্রসেদাজগরোঽক্রিয়ঃ॥ ২॥

তু (কিন্তু) অক্রিয়ঃ (উদাসীনঃ) আজগরঃ (অজগরবৃত্তিঃ চ সন্) যদৃচ্ছয়া (দৈবাৎ) এব আপতিতং (লব্ধং) গ্রাসং মিষ্টং বিরসং মহান্তম্ (উদরপূর্ত্তি-পর্য্যাপ্তং) স্তোকম্ (অল্পম্) এব বা গ্রসেৎ (অদ্যাৎ)॥ ২॥

কিন্তু উদাসীন ও অজগরবৃত্তি হইয়া দৈববশে লব্ধ অন্ন মিষ্টই হউক বা বিরসই হউক, আর অধিকই হউক বা অল্পই হউক ভোজন করিবে॥ ২॥

শয়ীতাহানি ভূরীণি নিরাহারোঽনুপক্রমঃ।
যদি নোপনয়েদ্‌গ্রাসো মহাহিরিব দিষ্টভুক্॥ ৩॥

যদি (যদৃচ্ছাতঃ) গ্রাসঃ ন উপনয়েৎ (আগচ্ছেৎ তদা অপি) মহাহিঃ (অজগরঃ) ইব দিষ্টভুক্ (আহারপ্রতিবন্ধকং প্রারব্ধম্ এব অনুভবন্) নিরাহারঃ অনুপক্রমঃ (নিরুদ্যমঃ এব) ভূরীণি (বহূনি) অহানি (তূষ্ণীং) শয়ীত॥ ৩॥

যদি যদৃচ্ছাক্রমে আহার উপস্থিত না হয়, তাহা হইলেও অজগরের ন্যায় অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া অনাহারে নিরুদ্যমে অনেক দিন পর্য্যন্ত ধৈর্য্য ধারণ করিয়া থাকিবে ॥ ৩ ॥

ওজঃসহোবলযুতং বিভ্রদ্দেহমকর্ম্মকম্।
শয়ানো বীতনিদ্রশ্চ নেহেতেন্দ্রিয়বানপি ॥ ৪ ॥

ওজঃসহোবলযুতম্ (ওজঃ ইন্দ্রিয়সামর্থ্যং সহঃ মনঃসামর্থ্যং বলং শরীর-সামর্থ্যং তদ্যুতম্ অপি) অকর্ম্মকং (নির্ব্যাপারম্ এবং) দেহং বিভ্রৎ (বিভ্রাণঃ) শয়ানঃ (এব ভবেৎ)। বীতনিদ্রঃ (স্বার্থে অদত্তদৃষ্টিঃ পরমাত্মচিন্তাপরঃ) চ (ভবেৎ)। ইন্দ্রিয়বান্ অপি ন ঈহেত (দর্শনাদিব্যাপারপরঃ চ ন ভবেৎ) ॥ ৪ ॥

ইন্দ্রিয়সামর্থ্য মনঃসামর্থ্য ও শরীরসামর্থ্য সত্ত্বেও কোন কর্ম্ম না করিয়া শুইয়া থাকিবে। স্বার্থে দৃষ্টিরহিত হইয়া পরমাত্মচিন্তায় নিযুক্ত হইবে। এবং ইন্দ্রিয়সত্ত্বেও দর্শনাদিব্যাপারে বিরত থাকিবে ॥ ৪ ॥

মুনিঃ প্রসন্নগম্ভীরো দুর্বিগাহ্যো দুরত্যয়ঃ।
অনন্তপারো হ্যক্ষোভ্যস্তিমিতোদ ইবার্ণবঃ ॥ ৫ ॥

মুনিঃ স্তিমিতোদঃ (নিশ্চলোদকঃ) অর্ণবঃ ইব প্রসন্নগম্ভীরঃ (বহিঃ প্রসন্নঃ অন্তঃ চ গম্ভীরঃ) দুর্বিগাহ্যঃ (এবং ভূতঃ ইতি পরিকলয়িতুম্ অশক্যঃ) দুরত্যয়ঃ (অনতিক্রমণীয়ঃ) অনন্তপারঃ (কালতঃ দেশতঃ চ অপরিচ্ছেদ্যঃ) অক্ষোভ্যঃ (অবিকার্য্যঃ) হি ভবেৎ ॥ ৫ ॥

মুনি নিশ্চলোদক সমুদ্রের ন্যায় বাহিরে প্রসন্ন ও অন্তরে গম্ভীর দুর্বিগাহ্য অনতিক্রমণীয় অপরিচ্ছেদ্য এবং অক্ষোভ্য হইবেন ॥ ৫ ॥

সমৃদ্ধকামো হীনো বা নারায়ণপরো মুনিঃ।
নোৎসর্পেত ন শুষ্যেত সরিদ্ভিরিব সাগরঃ ॥ ৬ ॥

নারায়ণপরঃ মুনিঃ সরিদ্ভিঃ সাগর ইব সমৃদ্ধকামঃ হীনঃ বা ন উৎসর্পেত ন শুষ্যেত ॥ ৬ ॥

নারায়ণপরায়ণ মুনি বর্ষাকালে নদী সকলের সংযোগে সাগরের ন্যায় সমৃদ্ধকাম বা হীনকাম হইলেও প্রবৃদ্ধ বা শুষ্ক হইবেন না ॥ ৬ ॥

দৃষ্ট্বা স্ত্রিয়ং দেবমায়াং তদ্ভাবৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রলোভিতঃ পতত্যন্ধে তমস্যগ্নৌ পতঙ্গবৎ ॥ ৭ ॥

দেবমায়াং (দেবস্ত ভগবতঃ মায়ারূপাং) স্ত্রিয়ং দৃষ্ট্বা তদ্ভাবৈঃ (তস্যাঃ স্ত্রিয়ঃ ভাবৈঃ বিভ্রমাদিভিঃ) প্রলোভিতঃ অজিতেন্দ্রিয়ঃ (জনঃ) অগ্নৌ পতঙ্গবৎ অন্ধে তমসি (নরকে) পততি ॥ ৭ ॥

ভগবানের মায়ারূপা স্ত্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া তাহার বিভ্রমাদি দ্বারা প্রলোভিত অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি অগ্নিতে পতঙ্গের ন্যায় অন্ধকারময় নরকে পতিত হয়েন ॥ ৭ ॥

যোষিদ্ধিরণ্যাভরণাম্বরাদি-
দ্রব্যেষু মায়ারচিতেষু মূর্খঃ ।
প্রলোভিতাত্মা হ্যুপভোগবুদ্ধ্যা
পতঙ্গবন্নশ্যতি নষ্টদৃষ্টিঃ ॥ ৮ ॥

নষ্টদৃষ্টিঃ মূর্খঃ (জনঃ) মায়ারচিতেষু যোষিদ্ধিরণ্যাভরণাম্বরাদিদ্রব্যেষু উপভোগবুদ্ধ্যা প্রলোভিতাত্মা (সন্) পতঙ্গবৎ নশ্যতি হি ॥ ৮ ॥

নষ্টদৃষ্টি মূর্খ ব্যক্তি মায়ারচিত যোষিৎ হিরণ্য আভরণ ও বস্ত্র প্রভৃতি দ্রব্য সকলে উপভোগবুদ্ধিতে আসক্তচিত্ত হইয়া পতঙ্গের ন্যায় নষ্টই হয়েন ॥ ৮ ॥

স্তোকং স্তোকং গ্রসেদ্‌গ্রাসং দেহো বর্ত্তেত যাবতা ।
গৃহানহিংসন্নাতিষ্ঠেদ্বৃত্তিং মাধুকরীং মুনিঃ ॥ ৯ ॥

মুনিঃ যাবতা দেহঃ বর্ত্তেত তাবন্তম্ এব গ্রাসং স্তোকং স্তোকং গ্রসেৎ। (তত্র অপি) গৃহান্ (গৃহস্থান্) অহিংসন্ (অপীড়য়ন্) মাধুকরীং বৃত্তিম্ আতিষ্ঠেৎ (আশ্রয়েৎ) ॥ ৯ ॥

মুনি যতটুকু হইলে দেহরক্ষা হয়, ততটুকু আহার অল্পে অল্পে গ্রহণ করিবেন। ঐ আহারও আবার গৃহস্থদিগকে পীড়া না দিয়া মধুকরের বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য ॥ ৯ ॥

অণুভ্যশ্চ মহদ্ভ্যশ্চ শাস্ত্রেভ্যঃ কুশলো নরঃ ।
সর্ব্বতঃ সারমাদদ্যাৎ পুষ্পেভ্য ইব ষট্‌পদঃ ॥ ১০ ॥

ষট্‌পদঃ পুষ্পেভ্যঃ ইব কুশলঃ নরঃ অণুভ্যঃ চ মহদ্ভ্যঃ চ সর্ব্বতঃ (সর্ব্বেভ্যঃ) শাস্ত্রেভ্যঃ সারম্ আদদ্যাৎ ॥ ১০ ॥

ভ্রমর যেমন পুষ্প সকল হইতে মধু আহরণ করে, বিবেকী ব্যক্তিও তদ্রূপ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সকল শাস্ত্র হইতে সার গ্রহণ করিবেন ॥ ১০ ॥

সায়ন্তনং শ্বস্তনং বা ন সংগৃহ্নীত ভিক্ষিতম্।
পাণিপাত্রোদরামত্রো মক্ষিকেব ন সংগ্রহী ॥ ১১ ॥

সায়ন্তনং শ্বস্তনং বা ভিক্ষিতম্ (অন্নং) ন সংগৃহ্নীত, কিন্তু পাণিপাত্রঃ (পাণিঃ এব পাত্রং যস্য সঃ) উদরামত্রঃ (উদরম্ এব অমত্রম্ অন্ননিধানপাত্রং যস্য সঃ ভবেৎ); মক্ষিকা ইব সংগ্রহী ন (ভবেৎ) ॥ ১১ ॥

ইহা সায়ংকালে ভোজনের জন্য, ইহা পরদিবসে ভোজনের জন্য, এইরূপে ভিক্ষালব্ধ অন্ন সংগ্রহ করিবে না; কিন্তু পাণিপাত্র ও উদরপাত্র হইবে; মক্ষিকার ন্যায় সংগ্রহী হইবে না ॥ ১১ ॥

সায়ন্তনং শ্বস্তনং বা ন সংগৃহ্নীত ভিক্ষুকঃ।
মক্ষিকা ইব সংগৃহ্নন্ সহ তেন বিনশ্যতি ॥ ১২ ॥

ভিক্ষুকঃ সায়ন্তনং শ্বস্তনং বা ন সংগৃহ্নীত। সংগৃহ্নন্ মক্ষিকা ইব তেন (সংগৃহীতেন) সহ বিনশ্যতি ॥ ১২ ॥

ভিক্ষুক ব্যক্তি সায়ংকালের বা পরদিনের নিমিত্ত সংগ্রহ করিবেন না। সংগ্রহ করিয়া মক্ষিকার ন্যায় ঐ সংগৃহীত অন্নের সহিত বিনাশ পাইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

পদাপি যুবতীং ভিক্ষুর্ন স্পৃশেদ্দারবীমপি।
স্পৃশন্ করীব বধ্যেত করিণ্যা অঙ্গসঙ্গতঃ ॥ ১৩ ॥

ভিক্ষুঃ (সন্ন্যাসী) দারবীং (কাষ্ঠনির্ম্মিতাম্) অপি যুবতীং পদা (পাদেন) অপি ন স্পৃশেৎ। স্পৃশন্ (তু) করিণ্যাঃ অঙ্গসঙ্গতঃ (মোহিতঃ) করী (হস্তী) ইব বধ্যেত ॥ ১৩ ॥

সন্ন্যাসী ব্যক্তি কাষ্ঠনির্ম্মিত যুবতীকেও পদ দ্বারাও স্পর্শ করিবেন না। স্পর্শ করিয়া করিণীর অঙ্গসঙ্গে মোহিত করীর ন্যায় বন্ধন পাইতে হয় ॥ ১৩ ॥

নাধিগচ্ছেৎ স্ত্রিয়ং প্রাজ্ঞঃ কর্হিচিন্মৃত্যুমাত্মনঃ।
বলাধিকৈঃ স হন্যেত গজৈরন্যৈর্গজো যথা ॥ ১৪ ॥

প্রাজ্ঞঃ (বিবেকী) কর্হিচিৎ (কদাপি) আত্মনঃ মৃত্যুং (মৃত্যুস্বরূপাং) স্ত্রিয়ং ন অধিগচ্ছেৎ (ন উপগচ্ছেৎ, ভোগ্যবুদ্ধ্যা তদাসক্তঃ ন ভবেৎ)। (আসক্তঃ চেৎ) সঃ গজঃ যথা (ইব) বলাধিকৈঃ অন্যৈঃ গজৈঃ হন্যেত ॥ ১৪ ॥

বিবেকী ব্যক্তি কখনই আপনার মৃত্যুস্বরূপ স্ত্রীতে আসক্ত হইবেন না। আসক্ত হইলে, সেই ব্যক্তি গজের ন্যায় বলাধিক অন্য গজ কর্ত্তৃক নিহত হয়েন ॥১৪॥

ন দেয়ং নোপভোগ্যঞ্চ লুব্ধৈর্যদ্দুঃখসঞ্চিতম্।
ভুঙ্‌ক্তে তদপি তচ্চান্যো মধুহেবার্থবিন্মধু ॥ ১৫ ॥

লুব্ধৈঃ দুঃখসঞ্চিতং ন দেয়ং ন উপভোগ্যং চ (যৎ ধনং) তৎ চ অন্যঃ ভুঙ্‌ক্তে। মধুহা মধু ইব তৎ অপি অর্থবিৎ (অন্যঃ আকৃষ্য ভুঙ্‌ক্তে) ॥ ১৫ ॥

লুব্ধ ব্যক্তিরা অন্যকে না দিয়া এবং নিজেও ভোগ না করিয়া যে ধন দুঃখে সঞ্চয় করে, তাহা অন্যে ভোগ করিয়া থাকে। মধুসংগ্রহকারী ব্যক্তি যেমন মধুমক্ষিকা কর্তৃক সঞ্চিত মধু গ্রহণ করে, তদ্রূপ অর্থবেত্তা ব্যক্তিরাও সেই লুব্ধের সঞ্চিত ধন গ্রহণ ও ভোগ করে ॥ ১৫ ॥

সুদুঃখোপার্জ্জিতৈর্বিত্তৈরাশাসানাং গৃহাশিষঃ।
মধুহেবাগ্রতো ভুঙ্‌ক্তে যতির্বৈ গৃহমেধিনাম্ ॥ ১৬ ॥

সুদুঃখোপার্জ্জিতৈঃ বিত্তৈঃ গৃহাশিষঃ বিষয়ভোগসুখানি আশাসানাম্ (আশাসানানাং কাময়মানানাং) গৃহমেধিনাং (গৃহস্থানাং ভোগান্) যতিঃ মধুহা ইব অগ্রতঃ ভুঙ্‌ক্তে বৈ ॥ ১৬ ॥

অতি কষ্টে উপার্জ্জিত বিত্ত দ্বারা বিষয়সুখ ভোগ করিতে অভিলাষী গৃহস্থদিগের ভোগ সকল যতি ব্যক্তি মধুসংগ্রহকারীর ন্যায় অগ্রেই ভোগ করিয়া থাকেন ॥ ১৬ ॥

গ্রাম্যগীতং ন শৃণুয়াৎ যতির্বনচরঃ ক্বচিৎ।
শিক্ষেত হরিণাদ্‌বদ্ধাম্মৃগয়োর্গীতমোহিতাৎ ॥ ১৭ ॥

বনচরঃ যতিঃ ক্বচিৎ (কদাপি) গ্রাম্যগীতং ন শৃণুয়াৎ (ইতি) মৃগয়োঃ (লুব্ধস্য) গীতমোহিতাৎ (অতএব) বদ্ধাৎ হরিণাৎ শিক্ষেত ॥ ১৭ ॥

বনচর যতি কখনই গ্রাম্যগীত শ্রবণ করিবেন না, ইহা ব্যাধের গীত দ্বারা মোহিত অতএব বদ্ধ হরিণ হইতে শিক্ষা করিবে ॥ ১৭ ॥

নৃত্যবাদিত্রগীতানি জুষন্ গ্রাম্যাণি যোষিতাম্।
আসাং ক্রীড়নকো বশ্য ঋষ্যশৃঙ্গো মৃগীসুতঃ ॥ ১৮ ॥

গ্রাম্যাণি যোষিতাং নৃত্যবাদিত্রগীতানি জুষন্ মৃগীসুতঃ ঋষ্যশৃঙ্গঃ (ঋষিঃ) আসাং বশ্যঃ ক্রীড়নকঃ (বভূব) ॥ ১৮ ॥

স্ত্রীদিগের গ্রাম্য নৃত্য বাদ্য ও গীত সেবা করিয়া মৃগীসুত ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি উঁহাদিগের ক্রীড়নকের ন্যায় বশতাপন্ন হইয়াছিলেন ॥ ১৮ ॥

জিহ্বয়াতিপ্রমাথিন্যা জনো রসবিমোহিতঃ।
মৃত্যুমৃচ্ছত্যসদ্বুদ্ধির্মীনস্তু বড়িশৈর্যথা ॥ ১৯ ॥

অসদ্বুদ্ধিঃ জনঃ অতিপ্রমাথিন্যা (অতিক্ষোভিকয়া) জিহ্বয়া (করণভূতয়া) রসবিমোহিতঃ (সন্) বড়িশৈঃ (আমিষলিপ্তৈঃ লোহকণ্টকৈঃ) মীনঃ তু যথা (তথা) মৃত্যুম্ ঋচ্ছতি (প্রাপ্নোতি) ॥ ১৯ ॥

অসদ্বুদ্ধি ব্যক্তি দুর্জ্জয় জিহ্বা দ্বারা রসবিমোহিত হইয়া বড়িশ দ্বারা মৎস্যের ন্যায় মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

ইন্দ্রিয়াণি জয়ন্ত্যাশু নিরাহারা মনীষিণঃ।
বর্জ্জয়িত্বা তু রসনং তন্নিরন্নস্য বর্দ্ধতে ॥ ২০ ॥

মনীষিণঃ (ধীরাঃ পুরুষাঃ) নিরাহারাঃ (সন্তঃ) রসনং বর্জ্জয়িত্বা ইন্দ্রিয়াণি আশু জয়ন্তি। তৎ তু (রসনং) নিরন্নস্য (জনস্য) বর্দ্ধতে ॥ ২০ ॥

ধীর ব্যক্তি সকল আহার গ্রহণ না করিয়া রসাতিরিক্ত ইন্দ্রিয়সমূহকে আশু জয় করিয়া থাকেন। ঐ রসনা কিন্তু অনাহারী ব্যক্তির সম্বন্ধে বৃদ্ধিই পাইয়া থাকে ॥ ২০ ॥

তাবজ্জিতেন্দ্রিয়ো ন স্যাদ্বিজিতান্যেন্দ্রিয়ঃ পুমান্।
ন জয়েদ্রসনং যাবজ্জিতং সর্ব্বং জিতে রসে ॥ ২১ ॥

যাবৎ রসনং ন জয়েৎ তাবৎ বিজিতান্যেন্দ্রিয়ঃ পুমান্ জিতেন্দ্রিয়ঃ ন স্যাৎ। রসে জিতে সর্ব্বং জিতং (স্যাৎ) ॥ ২১ ॥

যাবৎ রসনাকে জয় না করা হয়, তাবৎ অন্য ইন্দ্রিয় জয় করিয়াও পুরুষ জিতেন্দ্রিয় হইতে পারেন না। রস জয় হইলেই সকল জয় হয় ॥ ২১ ॥

পিঙ্গলা নাম বেশ্যাসীদ্বিদেহনগরে পুরা।
তস্যা মে শিক্ষিতং কিঞ্চিন্নিবোধ নৃপনন্দন ॥ ২২ ॥

পুরা বিদেহনগরে পিঙ্গলা নাম বেশ্যা আসীৎ। (হে) নৃপনন্দন! তস্যাঃ মে (ময়া) শিক্ষিতং কিঞ্চিৎ নিবোধ ॥ ২২ ॥

পূর্ব্বকালে বিদেহনগরে পিঙ্গলা নামে এক বেশ্যা বাস করিত। হে নৃপনন্দন! তাহার নিকট হইতে আমি যে কিছু শিক্ষা করিয়াছি, তুমি শ্রবণ কর ॥ ২২ ॥

সা স্বৈরিণ্যেকদা কান্তং সঙ্কেত উপনেষ্যতি।
অভূৎ কালে বহির্দ্বারি বিভ্রতী রূপমুত্তমম্ ॥ ২৩ ॥

সা (পিঙ্গলা) স্বৈরিণী (কামচারিণী বেশ্যা) একদা কান্তং (কমনীয়ং রতিসমর্থং ধনদং পুরুষং) সঙ্কেতে (একান্তে রতিস্থানে) উপনেষ্যতী (উপনেতুম্) উত্তমং (স্বলঙ্কৃতাং) রূপং বিভ্রতী (সতী) কালে (সন্ধ্যায়াং, রাত্রৌ) বহির্দ্বারি (স্থিতা) অভূৎ ॥ ২৩ ॥

সেই স্বৈরিণী একদা কান্তকে রতিস্থানে আনয়ন করিবার নিমিত্ত উত্তম রূপ ধারণ পূর্ব্বক রাত্রিকালে বহির্দ্বারে অবস্থান করিতেছিল ॥ ২৩ ॥

মার্গ আগচ্ছতো বীক্ষ্য পুরুষান্ পুরুষর্ষভ।
তাঞ্ছুল্কদান্ বিত্তবতঃ কান্তান্ মেনেঽর্থকামুকী ॥ ২৪ ॥

(হে) পুরুষর্ষভ। (সা) অর্থকামুকী (ধনাভিলাষাকুলচিত্তঃ) মার্গে আগচ্ছতঃ পুরুষান্ বীক্ষ্য তান্ বিত্তবতঃ (সধনান্ অতএব) শুল্কদান্ (মূল্যপ্রদান্) কান্তান্ (সুরতার্হান্ চ) মেনে ॥ ২৪ ॥

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ সেই ধনাভিলাষাকুলচিত্তা বেশ্যা পথে আগমনকারী পুরুষদিগকে দেখিয়া তাহাদিগকে ধনবন্ত ও শুল্কপ্রদ কান্ত বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিল ॥ ২৪ ॥

আগতেষপযাতেষু সা সঙ্কেতোপজীবিনী।
অপ্যন্যো বিত্তবান্ কোঽপি মামুপৈষ্যতি ভূরিদঃ ॥ ২৫ ॥

সা সঙ্কেতোপজীবিনী আগতেষু (জনেষু) অপযাতেষু (সৎসু) অন্যঃ অপি কঃ অপি বিত্তবান্ ভূরিদঃ (বহুধনদাতা পুরুষঃ) মাম উপৈষ্যতি ॥ ২৫ ॥

সেই সঙ্কেতোপজীবিনী, আগত ব্যক্তি সকল চলিয়া গেলে, অন্য কোন বিত্তবান্ বহুধনদাতা পুরুষ মৎসমীপে আগমন করিবে ॥ ২৫ ॥

এবং দুরাশয়া ধ্বস্তনিদ্রা দ্বার্য্যবলম্বতী।
নির্গচ্ছন্তী প্রবিশতী নিশীথং সমপদ্যত ॥ ২৬ ॥

এবং দুরাশয়া ধ্বস্তনিদ্রা দ্বার্য্যবলম্বতী (দ্বারি অবলম্বমানা) নির্গচ্ছন্তী (পুনঃ) প্রবিশতী নিশীথং সমপদ্যত ॥ ২৬ ॥

এইরূপ দুরাশা বশতঃ, নিদ্রাশূন্য হইয়া, দ্বার অবলম্বন পূর্ব্বক নির্গম ও পুনঃ প্রবেশ করিতে করিতে নিশীথ সময় প্রাপ্ত হইল ॥ ২৬ ॥

তস্যা বিত্তাশয়া শুষ্যদ্বক্ত্রায়া দীনচেতসঃ।
নির্ব্বেদঃ পরমো জজ্ঞে চিন্তাহেতুঃ সুখাবহঃ ॥ ২৭ ॥

বিত্তাশয়া শুষ্যদ্বক্ত্রায়াঃ দীনচেতসঃ তস্যাঃ (বেশ্যায়াঃ), চিন্তাহেতুঃ (বিত্ত-চিন্তা এব হেতুঃ যস্য সঃ) সুখাবহঃ পরমঃ নির্বেদঃ জজ্ঞে ॥ ২৭ ॥

বিত্তের আশায় শুষ্কবদন দীনচিত্ত সেই বেশ্যার বিত্তচিন্তা হইতে সুখজনক পরম নির্ব্বেদ উৎপন্ন হইল ॥ ২৭ ॥

তস্যা নির্বিণ্ণচিত্তায়া গীতং শৃণু যথা মম।
নির্বেদ আশাপাশানাং পুরুষস্য যথা হ্যসিঃ।
নহ্যঙ্গাজাতনির্ব্বেদো দেহবন্ধং জিহাসতি ॥ ২৮ ॥

তস্যাঃ নির্বিণ্ণচিত্তায়াঃ গীতং যথা (যথাবৎ) মম (মত্তঃ) শৃণু, হি (যস্মাৎ) পুরুষস্য আশাপাশানাং নির্বেদঃ অসিঃ যথা (তথা ছেত্তা)। অঙ্গ! (ভোঃ!) অজাতনির্বেদঃ (জনঃ) দেহবন্ধং ন জিহাসতি (ত্যক্তুম্ ইচ্ছতি) ॥ ২৮ ॥

সেই নির্বিণ্ণচিত্ত পিঙ্গলার গীত আমার নিকট যথাবৎ শ্রবণ কর; যেহেতু পুরুষের আশাপাশের নির্ব্বেদই অসির ন্যায় ছেদনকর্ত্তা। রাজন্! অজাতবৈরাগ্য ব্যক্তি কখনই দেহবন্ধ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে না ॥ ২৮ ॥

অহো মে মোহবিততিং পশ্যতাবিজিতাত্মনঃ।
যা কান্তাদসতঃ কামং কাময়ে যেন বালিশা ॥ ২৯ ॥

অহো! অবিজিতাত্মনঃ মে (মম) মোহবিততিং (মোহবিস্তরং) পশ্যত; যেন (মোহেন অহং) বালিশা (বিবেকশূন্যা সতী) অসতঃ (তুচ্ছাৎ) কান্তাৎ (পুরুষাৎ) কামং (ভোগধনাদিকং) কাময়ে ॥ ২৯ ॥

অহো! অবিজিতাত্মা আমার কি মোহাধিক্য দেখ। যে মোহে আমি বিবেকশূন্য হইয়া তুচ্ছ পুরুষ হইতে ভোগধনাদি কামনা করিতেছি ॥ ২৯ ॥

সন্তং সমীপে রমণং রতিপ্রদং
বিত্তপ্রদং নিত্যমিমং বিহায়।
অকামদং দুঃখভয়াধিশোক-
মোহপ্রদং তুচ্ছমহং ভজেঽজ্ঞা ॥ ৩০ ॥

অজ্ঞা অহং রমণং (ক্রীড়াপ্রদং) রতিপ্রদং (সুখপ্রদং) বিত্তপ্রদং নিত্যং (বিনাশরহিতম্) ইমম্ (অপরোক্ষং) সমীপে (হৃদয়ে) সন্তং (বর্ত্তমানং ভগবন্তং) বিহায় অকামদং (যথেষ্টভোগসম্পাদনে অসমর্থং) দুঃখভয়াধিশোকমোহপ্রদং তুচ্ছং (নশ্বরং তাদৃশং) ভজে (ভজামি) ॥ ৩০ ॥

আমি অজ্ঞ বলিয়া ক্রীড়াপ্রদ সুখদ বিত্তপ্রদ নিত্য হৃদয়ে বর্ত্তমান এই ভগবানকে ত্যাগ করিয়া অকামদ দুঃখভয়াধিশোকমোহপ্রদ তুচ্ছ পুরুষকে সেবা করিতেছি ॥ ৩০ ॥

অহো ময়াত্মা পরিতাপিতো বৃথা
সাঙ্কেত্যবৃত্ত্যাতিবিগর্হ্যবার্ত্তয়া।
স্ত্রৈণান্নরাদ্যার্থতৃষোঽনুশোচ্যাৎ
ক্রীতেন বিত্তং রতিমাত্মনেচ্ছতী ॥ ৩১ ॥

যা (অহং) স্ত্রৈণাৎ (স্ত্রীলম্পটাৎ) অর্থতৃষঃ (ধনাদিতৃষ্ণাযুক্তাৎ) অনুশোচ্যাৎ নরাৎ (তেন ধনাদিদানেন) ক্রীতেন আত্মনা (দেহেন) বিত্তং রতিং (চ) ইচ্ছতী (তয়া) ময়া সাঙ্কেত্যবৃত্ত্যা (সাঙ্কেত্যেন পরপুরুষসঙ্গেন যা বৃত্তিঃ তয়া অতএব) অতিবিগর্হ্যবার্ত্তয়া (অতিবিগর্হ্যা অতিবিনিন্দ্যা যা বার্ত্তা জীবিকা তয়া) আত্মা (মনঃ) বৃথা (এব) পরিতাপিতঃ (সন্তাপং প্রাপিতঃ) ॥ ৩১ ॥

যে আমি স্ত্রৈণ ধনাদিতৃষ্ণাযুক্ত অনুশোচ্য পুরুষ হইতে ধনাদি দান দ্বারা ক্রীত দেহ দ্বারা বিত্ত ও রতি ইচ্ছা করিতেছি, সেই আমা কর্ত্তৃক সাঙ্কেত্যবৃত্তিরূপ অতীব গর্হিত জীবিকা দ্বারা মন বৃথা পরিতাপিত হইয়াছে ॥ ৩১ ॥

যদস্থিভির্নির্ম্মিতবংশবংশ্য-
স্থূণং ত্বচা রোমনখৈঃ পিনদ্ধম্।
ক্ষরন্নবদ্বারমগারমেতদ্-
বিণ্মূত্রপূর্ণং মদুপৈতি কান্যা ॥ ৩২ ॥

যৎ (যস্মাৎ) অস্থিভিঃ নির্ম্মিতবংশবংশ্যস্থূণং ত্বচা রোমনখৈঃ (চ) পিনদ্ধং (ছাদিতং) ক্ষরন্নবদ্বারং বিণ্মূত্রপূর্ণং এতৎ অগারম্ (আগারং) মৎ (মত্তঃ) অন্যা কা (বা স্ত্রী) উপৈতি (সেবতে) ॥ ৩২ ॥

যেহেতু অস্থিসমূহ রূপ পাড় আড়া ও খুঁটি দ্বারা নির্ম্মিত এবং চর্ম্ম ও রোমনখ দ্বারা আচ্ছাদিত ও ক্ষরন্নবদ্বারবিশিষ্ট বিষ্ঠামূত্রপূর্ণ এই দেহরূপ গৃহকে আমি ভিন্ন অন্য কোন্ স্ত্রী সেবা করিয়া থাকে ? ॥ ৩২ ॥

বিদেহানাং পুরে হ্যস্মিন্নহমেকৈব মূঢ়ধীঃ।
যান্যমিচ্ছত্যসত্যস্মাদাত্মদাৎ কামমচ্যুতাৎ ॥ ৩৩ ॥

বিদেহানাং (মৈথিলানাম্) অস্মিন্ পুরে মূঢ়ধীঃ (মোহিতচিত্তা) একা অহম্ এব ; হি (যস্মাৎ) যা (অহম্) অসতী (দুষ্টা) অস্মাৎ অচ্যুতাৎ (স্বরূপতঃ গুণতঃ চ চ্যুতিরহিতাৎ) আত্মদাৎ (পরমানন্দস্বরূপপ্রদাৎ ভগবতঃ) অন্যং কামম্ ইচ্ছতী (ভবামি) ॥ ৩৩ ॥

এই বিদেহপুরে আমিই একমাত্র মূঢ়বুদ্ধি ; যেহেতু আমি অসতী ও এই অচ্যুত আত্মপ্রদ ভগবান হইতে অন্য কামভোগ ইচ্ছা করিতেছি ॥ ৩৩ ॥

সুহৃৎ প্রেষ্ঠতমো নাথ আত্মা চায়ং শরীরিণাম্ ।
তং বিক্রীয়াত্মনৈবাহং রমেঽনেন যথা রমা ॥ ৩৪ ॥

অয়ং আত্মা শরীরিণাং প্রেষ্ঠতমঃ সুহৃৎ নাথঃ চ। তম্ এব আত্মনা বিক্রীয় (দেহাদিসমর্পণে ন স্ববশীকৃত্য) অনেন সহ যথা রমা (রমতে তথা) অহং রমে ॥ ৩৪ ॥

এই আত্মা দেহীদিগের প্রিয়তম সুহৃৎ ও স্বামী। তাঁহাকেই আত্মবিক্রয় করিয়া তাঁহার সহিত লক্ষ্মীর ন্যায় আমি রমণ করিব ॥ ৩৪ ॥

কিয়ৎ প্রিয়ং তে ব্যভজন্ কামা যে কামদা নরাঃ ।
আদ্যন্তবন্তো ভার্য্যায়া দেবা বা কালবিক্রুতাঃ ॥ ৩৫ ॥

যে কামাঃ (বিষয়াঃ যে চ) কামদাঃ নরাঃ দেবাঃ বা তে ভার্য্যায়াঃ কিয়ৎ প্রিয়ং ব্যভজন্ (কৃতবন্তঃ যতঃ স্বয়ম্ এব) কালবিক্রুতাঃ আদ্যন্তবন্তঃ ॥ ৩৫ ॥

যে কাম্য বিষয় সকল ও কামদাতা নর সকল অথবা দেবতা সকল, তাহারা ভার্য্যার কি প্রিয় সাধন করিতে পারে ? যেহেতু তাহারা স্বয়ংই কালবিক্রুত ও আদ্যন্তবন্ত ॥ ৩৫ ॥

নূনং মে ভগবান্ প্রীতো বিষ্ণুঃ কেনাপি কর্ম্মণা ।
নির্ব্বেদোঽয়ং দুরাশায়া যন্মে জাতঃ সুখাবহঃ ॥ ৩৬ ॥

নূনং (নিশ্চিতং) মে (মম) কেন অপি কর্ম্মণা ভগবান্ বিষ্ণুঃ প্রীতঃ, যৎ (যস্মাৎ) দুরাশায়া মে (মম) সুখাবহঃ অয়ং নির্ব্বেদঃ জাতঃ ॥ ৩৬ ॥

নিশ্চয় আমার কোন কর্ম্ম দ্বারা ভগবান বিষ্ণু প্রসন্ন হইয়াছেন, যেহেতু আমি দুরাশান্বিত হইলেও আমার সুখাবহ এই নির্ব্বেদ উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ৩৬ ॥

মৈবং স্যুর্মন্দভাগ্যায়াঃ ক্লেশা নির্ব্বেদহেতবঃ ।
যেনানুবন্ধং নির্হৃত্য পুরুষঃ শমমৃচ্ছতি ॥ ৩৭ ॥

(অন্যথা) মন্দভাগ্যায়াঃ (মম) নির্ব্বেদহেতবঃ ক্লেশাঃ এবং মা স্যুঃ (ন ভবেয়ুঃ)। যেন (নির্ব্বেদেন) পুরুষঃ অনুবন্ধং (দেহগেহাদিষু অহংমমাভিমান-রূপং পাশং) নির্হৃত্য (ত্যক্ত্বা) শমম্ ঋচ্ছতি (লভতে) ॥ ৩৭ ॥

অন্যথা মন্দভাগ্য আমার নির্ব্বেদের হেতু ক্লেশ সকল এইরূপ হইত না। যে নির্ব্বেদ দ্বারা পুরুষ দেহগেহাদিতে মমতাপাশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শান্তি লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৩৭ ॥

তেনোপকৃতমাদায় শিরসা গ্রাম্যসঙ্গতাঃ।
ত্যক্ত্বা দুরাশাঃ শরণং ব্রজামি তমধীশ্বরম্ ॥ ৩৮ ॥

(অতঃ) তেন (ভগবতা) উপকৃতং (কৃতম্ উপকাররূপং নির্ব্বেদং) শিরসা আদায় গ্রাম্যসঙ্গতাঃ (গ্রাম্যেষু বিষয়েষু সঙ্গতাঃ সংলগ্নাঃ) দুরাশাঃ ত্যক্ত্বা তম্ (এব) অধীশ্বরং শরণং ব্রজামি ॥ ৩৮ ॥

অতএব সেই ভগবানের কৃত উপকাররূপ নির্ব্বেদ মস্তকে গ্রহণ করিয়া গ্রাম্যবিষয়সংলগ্ন দুরাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই অধীশ্বরেরই শরণাপন্ন হইব ॥ ৩৮ ॥

সন্তুষ্টা শ্রদ্দধত্যেতদ্ যথালাভেন জীবতী।
বিহরাম্যমুনৈবাহমাত্মনা রমণেন বৈ ॥ ৩৯ ॥

যথালাভেন সন্তুষ্টা (তেন এব) জীবতী এতৎ (পরমাত্মতত্ত্বং শ্রদ্দধতী) তত্র এব বিশ্বাসং কুর্ব্বতী) অমুনা এব আত্মনা (স্বরূপভূতেন প্রিয়েণ) রমণেন (পত্যা সহ) অহং বিহরামি বৈ ॥ ৩৯ ॥

আমি যথালাভে সন্তুষ্ট ও তদ্দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া এবং এই পরমাত্ম-তত্ত্বেই বিশ্বাস স্থাপন করিয়া ঐ পরমাত্মরূপ স্বামীরই সহিত বিহার করিব ॥ ৩৯ ॥

সংসারকূপে পতিতং বিষয়ৈর্মুষিতেক্ষণম্।
গ্রস্তং কালাহিনাত্মানং কোহন্যস্ত্রাতুমধীশ্বরঃ ॥ ৪০ ॥

সংসারকূপে পতিতং বিষয়ৈঃ মুষিতেক্ষণং কালাহিনা গ্রস্তম্ আত্মানং ত্রাতুম্ অন্যঃ কঃ অধীশ্বরঃ (সমর্থঃ) ? ॥ ৪০ ॥

সংসারকূপে পতিত বিষয়ান্ধদৃষ্টি কালসর্প কর্ত্তৃক গ্রস্ত আত্মাকে ত্রাণ করিতে অন্য কে সমর্থ ? ॥ ৪০ ॥

আত্মৈব হ্যাত্মনো গোপ্তা নির্ব্বিদ্যেত যদাখিলাৎ।
অপ্রমত্ত ইদং পশ্যেৎ গ্রস্তং কালাহিনা জগৎ ॥ ৪১ ॥

যদি অপ্রমত্তঃ (সন্) ইদং জগৎ কালাহিনা গ্রস্তং পশ্যেৎ (ততঃ চ) অখিলাৎ (প্রপঞ্চাৎ) নির্ব্বিদ্যেত,তদা আত্মনঃ গোপ্তা আত্মা এব হি (ভবেৎ) ॥ ৪১ ॥

যখন অপ্রমত্ত হইয়া এই জগৎকে কালসর্প কর্ত্তৃক গ্রস্ত দর্শন করে ও তদনন্তর অখিল প্রপঞ্চ হইতে নির্ব্বেদ লাভ করে, তখন আত্মার রক্ষক আত্মাই হইয়া থাকে ॥ ৪১ ॥

ব্রাহ্মণ উবাচ ।

এবং ব্যবসিতমতির্দুরাশাং কান্ততর্ষজাম্ ।
ছিত্ত্বোপশমমাস্থায় শয্যামুপবিবেশ সা ॥ ৪২ ॥

এবং ব্যবসিতমতিঃ (ব্যবসিতা কৃতনিশ্চয়া মতিঃ যস্যাঃ) সা কান্ততর্ষজাং দুরাশাং ছিত্ত্বা উপশমং (শান্তিম্) আস্থায় (আশ্রিত্য) শয্যাম্ উপবিবেশ ॥ ৪২ ॥

ব্রাহ্মণ বলিলেন, এইরূপ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি জন্মিলে, সেই পিঙ্গলা কান্ত-তৃষ্ণাজনিত দুরাশা ছেদন করিয়া শান্তি অবলম্বনপূর্ব্বক শয্যায় উপবেশন করিল ॥৪২॥

আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখম্ ।
যথা সংছিদ্য কান্তাশাং সুখং সুষ্বাপ পিঙ্গলা ॥ ৪৩ ॥

আশা হি পরমং দুঃখম্ । নৈরাশ্যং পরমং সুখম্ । যথা (কান্তাশয়া সুদুঃখিতা অপি) পিঙ্গলা (তাং) কান্তাশাং সংছিদ্য সুখং (যথা স্যাৎ তথা) সুষ্বাপ ॥ ৪৩ ॥

আশাই পরম দুঃখকর । নৈরাশ্যই পরম সুখদায়ক । যেমন পিঙ্গলা ঐ কান্তাশা ছেদন করিয়া সুখে নিদ্রিত হইল ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাম্ একাদশস্কন্ধে শ্রীভগবদুদ্ধবসংবাদে
পিঙ্গলাগীতম্ অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

নবমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রাহ্মণ উবাচ।

পরিগ্রহো হি দুঃখায় যদ্‌যৎ প্রিয়তমং নৃণাম্।
অনন্তসুখমাপ্নোতি তদ্বিদ্বান্ যস্ত্বকিঞ্চনঃ ॥ ১ ॥

নৃণাং যৎ যৎ প্রিয়তমং (বস্তু, তস্য তস্য) পরিগ্রহঃ হি (নিশ্চিতং) দুঃখায় (ভবতি, অতঃ) যঃ তু তদ্বিদ্বান্ (পবিগ্রহস্য দুঃখহেতুত্বং জানন্) অকিঞ্চনঃ (নিষ্পরিগ্রহঃ স্যাৎ, সঃ) অনন্তসুখম্ আপ্নোতি ॥ ১ ॥

মনুষ্যদিগেব যে যে প্রিয়তম বস্তু, তাহার তাহার পরিগ্রহ নিশ্চয়ই দুঃখের নিমিত্ত হয, অতএব যিনি ঐ পরিগ্রহকে দুঃখের হেতু জানিয়া পরিগ্রহরহিত হয়েন, তিনি অনন্ত সুখ লাভ কবিয়া থাকেন ॥ ১ ॥

সামিষং কুররং জঘ্নুর্বলিনোঽন্যে নিরামিষাঃ।
তদামিষং পরিত্যজ্য স সুখং সমবিন্দত ॥ ২ ॥

সামিষং (পরিগৃহীতামিষমুখং) কুবরং (কুররাখ্যপক্ষিবিশেষং) নিরামিবাঃ (ততঃ) বলিনঃ অন্যে (শ্যেনগৃধ্রাদযঃ) জঘ্নুঃ। তদা সঃ (কুররঃ) আমিষং পবিত্যজ্য সুখং সমবিন্দত (প্রাপ্তবান্) ॥ ২ ॥

সামিষ কুবব পক্ষীকে নিরামিষ বলবান অন্য শ্যেন ও গৃধ্রাদি পক্ষীরা বধ কবে। কিন্তু যদি সে তখন ঐ আমিষ পরিত্যাগ করে, তবে সুখ লাভ কবিয়া থাকে ॥ ২ ॥

ন মে মানাপমানৌ স্তো ন চিন্তা গৃহপুত্রিণাম্।
আত্মক্রীড় আত্মরতির্বিচরামীহ বালবৎ ॥ ৩ ॥

মে (মম) মানাপমানৌ ন স্তঃ গৃহপুত্রিণাং (যা) চিন্তা (সা অপি) ন (অস্তি)। ইহ বালবৎ আত্মক্রীড়ঃ আত্মরতিঃ (সঃ অহং) বিচরামি ॥ ৩ ॥

আমার মান বা অপমান নাই এবং গৃহী ও পুত্রীর যে চিন্তা তাহাও নাই। আমি এই সংসারে বালকের ন্যায় আত্মক্রীড় ও আত্মরতি হইয়া বিচরণ করিয়া থাকি ॥ ৩ ॥

দ্বাবেব চিন্তয়া মুক্তৌ পরমানন্দ আপ্লুতৌ।
যো বিমুগ্ধো জড়ো বালো যো গুণেভ্যঃ পরং গতঃ ॥ ৪ ॥

যঃ বিমুগ্ধঃ জড়ঃ বালঃ যঃ (চ) গুণেভ্যঃ পরং গতঃ (এতৌ) দ্বৌ এব চিন্তয়া মুক্তৌ (অতএব) পরমানন্দে আপ্লুতৌ নিমগ্নৌ ॥ ৪ ॥

যিনি অজ্ঞ জড় বালক ও যিনি গুণাতীত পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, এই দুইজনই চিন্তা হইতে মুক্ত অতএব পরমানন্দে নিমগ্ন হইয়াছেন ॥ ৪ ॥

ক্বচিৎ কুমারী ত্বাত্মানং বৃণানান্ গৃহমাগতান্।
স্বয়ং তানর্হয়ামাস ক্বাপি যাতেষু বন্ধুষু ॥ ৫ ॥

ক্বচিৎ (দেশে কাচিৎ) কুমারী তু বন্ধুষু (পিত্রাদিষু) ক্ব অপি (কার্য্যান্তরেষু) যাতেষু (সৎসু) আত্মানং বৃণানান্ (ববিতুং) গৃহম্ (স্বগৃহম্) আগতান্ (জনান্ বীক্ষ্য) স্বয়ম্ (এব) তান্ অর্হয়ামাস ॥ ৫ ॥

কোন দেশে কোন কুমারী, বন্ধুগণ কার্য্যান্তরে গমন করিলে, আপনাকে বরণ করিতে নিজগৃহে সমাগত লোকদিগকে স্বয়ংই অভ্যর্থনা করিয়াছিল ॥ ৫ ॥

তেষামভ্যবহারার্থং শালীন্ রহসি পার্থিব।
অবঘ্নন্ত্যাঃ প্রকোষ্ঠস্থাশ্চক্রুঃ শঙ্খাঃ স্বনং মহৎ ॥ ৬ ॥

(হে) পার্থিব! তেষাম্ (আগতানাম্) অভ্যবহারার্থং (ভোজনার্থং) রহসি (একান্তে) শালীন্ (ধান্যানি) অবঘ্নন্ত্যাঃ (তস্যাঃ) প্রকোষ্ঠস্থাঃ শঙ্খাঃ (শঙ্খ-বলয়াঃ) মহৎ স্বনং চক্রুঃ ॥ ৬ ॥

হে রাজন্! সেই আগত লোকদিগের ভোজনের নিমিত্ত একান্তে ধান্য অবঘাত করিবার সময় ঐ কুমারীর হস্তস্থিত শঙ্খবলয় অতিশয় শব্দ করিতে লাগিল ॥ ৬ ॥

সা তজ্জুগুপ্সিতং মত্বা মহতী ব্রীড়িতা ততঃ।
বভঞ্জৈকৈকশঃ শঙ্খান্ দ্বৌ দ্বৌ পাণ্যোরশেষয়ৎ ॥ ৭ ॥

ততঃ সা মহতী তৎ জুগুপ্সিতং মত্বা ব্রীড়িতা (সতী) একৈকশঃ শঙ্খান্ বভঞ্জ। দ্বৌ দ্বৌ (শঙ্খৌ) পাণ্যোঃ অশেষযৎ ॥ ৭ ॥

তখন সেই মহৎকুলোৎপন্না কুমারী সেই কর্ম্মটিকে নিন্দিত বিবেচনায় লজ্জিত হইয়া একে একে শঙ্খগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিল। কেবল এক এক হস্তে দুই দুই গাছি করিয়া শঙ্খ অবশিষ্ট রহিল ॥ ৭ ॥

উভয়োরপ্যভূদ্‌ঘোষো হ্যবঘ্নন্ত্যাঃ স্বশঙ্খয়োঃ।
তত্রাপ্যেকং নিরভিদদেকস্মান্নাভবদ্ধ্বনিঃ ॥ ৮ ॥

(ততঃ চ পুনঃ) অবঘ্নন্ত্যাঃ (তস্যাঃ) স্বশঙ্খয়োঃ উভয়োঃ অপি হি ঘোষঃ (শব্দঃ) অভূৎ। (ততঃ) তত্র অপি একং নিরভিদৎ (পৃথক্ কৃতবতী। তদা) একস্মাৎ (শঙ্খাৎ) ধ্বনিঃ ন অভবৎ ॥ ৮ ॥

তদনন্তর পুনর্ব্বার অবঘাত করিতে তাহার সেই উভয় শঙ্খেরও শব্দ হইতে লাগিল। পরে তাহারও একগাছি পৃথক্ করিয়া দেওয়ায় অবশিষ্ট একগাছি শঙ্খ হইতে আর শব্দ হইল না ॥ ৮ ॥

অন্বশিক্ষমিমং তস্যা উপদেশমরিন্দম।
লোকাননুচরন্নেতান্ লোকতত্ত্ববিবিৎসয়া ॥ ৯ ॥

(হে) অরিন্দম। (অহং) লোকতত্ত্ববিবিৎসয়া এতান্ লোকান্ অনুচরন্ তস্যাঃ (কুমার্য্যাঃ) ইমম্ উপদেশম্ অন্বশিক্ষম্ ॥ ৯ ॥

হে অরিন্দম! আমি লোকতত্ত্ব জানিবার নিমিত্ত এই সকল লোকে বিচরণ করিতে করিতে সেই কুমারীর নিকট হইতে এই উপদেশ শিক্ষা করিয়াছিলাম ॥ ৯ ॥

বাসে বহূনাং কলহো ভবেদ্বার্ত্তা দ্বয়োরপি।
এক এব বসেৎ তস্মাৎ কুমার্য্যা ইব কঙ্কণঃ ॥ ১০ ॥

বহূনাং বাসে কলহঃ ভবেৎ। দ্বয়োঃ অপি (বাসে) বার্ত্তা (মিথঃ সংলাপঃ ভবেৎ)। তস্মাৎ কুমার্য্যাঃ কঙ্কণঃ ইব একঃ এব বসেৎ ॥ ১০ ॥

বহুলোকের বাসস্থলে কলহ হয়। দুইজনেরও বাসস্থলে কথাবার্ত্তা হইয়া থাকে। অতএব কুমারীর কঙ্কণের ন্যায় একাকী বাস করিবে ॥ ১০ ॥

মন একত্র সংযুঞ্জ্যাজ্জিতশ্বাসো জিতাসনঃ।
বৈরাগ্যাভ্যাসযোগেন ধ্রিয়মাণমতন্দ্রিতঃ ॥ ১১ ॥

অতন্দ্রিতঃ (আলস্যাদিরহিতঃ সন্) জিতাসনঃ জিতশ্বাসঃ (চ ভূত্বা) বৈরাগ্যাভ্যাসযোগেন ধ্রিয়মাণং (বশীক্রিয়মাণং) মনঃ একত্র সংযুঞ্জ্যাৎ (স্থিরীকুর্য্যাৎ) ॥১১॥

আলস্যাদিরহিত হইয়া আসনজয় ও শ্বাসজয় পূর্ব্বক বৈরাগ্যাভ্যাসযোগে বশীক্রিয়মাণ মনকে একত্র স্থির করিবে ॥ ১১ ॥

যস্মিন্ মনো লব্ধপদং যদেতৎ
শনৈঃ শনৈর্মুঞ্চতি কর্ম্মরেণূন্।
সত্ত্বেন বৃদ্ধেন রজস্তমশ্চ
বিধূয় নির্ব্বাণমুপৈত্যনিন্ধনম্ ॥ ১২ ॥

যৎ এতৎ (লয়বিক্ষেপাত্মকং) মনঃ (তৎ) যস্মিন্ (পরমানন্দস্বরূপে ভগবতি) লব্ধপদং (সৎ) শনৈঃ শনৈঃ কর্ম্মরেণূন্ (কর্ম্মবাসনাঃ) মুঞ্চতি, বৃদ্ধেন সত্ত্বেন (সত্ত্বগুণেন) রজঃ তমঃ চ বিধূয় অনিন্ধনং (সৎ) নির্ব্বাণম্ উপৈতি (চ তত্র মনঃ সংযুঞ্জ্যাৎ) ॥ ১২ ॥

যে বস্তুতে লব্ধাস্পদ হইয়া শনৈঃ শনৈঃ কর্ম্মবাসনা ত্যাগ করে, এবং সত্ত্বগুণের বৃদ্ধিতে রজ ও তমঃ এই দুই গুণকে অতিক্রম করিয়া দাহ্যাভাবে নির্ব্বাণ পায়, এই মনকে সেই বস্তুতেই স্থির করিবে ॥ ১২ ॥

তদৈবমাত্মন্যবরুদ্ধচিত্তো
ন বেদ কিঞ্চিদ্‌বহিরন্তরং বা।
যথেষুকারো নৃপতিং ব্রজন্ত-
মিষৌ গতাত্মা ন বিবেদ পার্শ্বে ॥ ১৩ ॥

এবম্ আত্মনি অবরুদ্ধচিত্তঃ (সঃ), ইষুকারঃ (শরকৃৎ) যথা ইষৌ গতাত্মা (সন্) পার্শ্বে ব্রজন্তং নৃপতিং ন বিবেদ, (তথা) তদা বহিঃ অন্তরং বা কিঞ্চিৎ ন বেদ ॥ ১৩ ॥

এইরূপে পরমাত্মাতে অবরুদ্ধচিত্ত সেই যোগী, শরকৃৎ যেমন শরে গতচিত্ত হইয়া পার্শ্বে গমনকারী রাজাকেও জানিতে পারে না, তদ্রূপ তখন বাহির ও অন্তর কিছুই জানিতে পারে না ॥ ১৩ ॥

একচার্য্যনিকেতঃ স্যাদপ্রমত্তো গুহাশয়ঃ।
অলক্ষ্যমাণ আচারৈর্মুনিরেকোঽল্পভাষণঃ ॥ ১৪ ॥

মুনিঃ একচারী অনিকেতঃ অপ্রমত্তঃ গুহাশয়ঃ আচারৈঃ অলক্ষ্যমাণঃ একঃ অল্পভাষণঃ (চ) স্যাৎ ॥ ১৪ ॥

মুনি একাকীবিচরণকারী নিয়তনিবাসস্থানশূন্য অপ্রমত্ত একান্তবাসী আচার দ্বারা অলক্ষ্যমাণ সহায়রহিত ও অল্পভাষী হইবেন ॥ ১৪ ॥

গৃহারম্ভো হি দুঃখায় বিফলশ্চাধ্রুবাত্মনঃ।
সর্পঃ পরকৃতং বেশ্ম প্রবিশ্য সুখমেধতে ॥ ১৫ ॥

অধ্রুবাত্মনঃ (জনস্য) গৃহারম্ভঃ হি (নিশ্চিতং) দুঃখায় বিফলঃ চ (ভবতি)। সর্পঃ পরকৃতং বেশ্ম প্রবিশ্য সুখম্ এধতে ॥ ১৫ ॥

নশ্বরদেহধারী মনুষ্যের গৃহারম্ভ নিশ্চয়ই দুঃখের নিমিত্ত ও বিফল হয়। সর্প পরকৃত গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক সুখী হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

একো নারায়ণো দেবঃ পূর্ব্বসৃষ্টং স্বমায়য়া।
সংহৃত্য কালকলয়া কল্পান্ত ইদমীশ্বরঃ ॥ ১৬ ॥
কালেনাত্মানুভাবেন সাম্যং নীতাসু শক্তিষু।
সত্ত্বাদিষ্বাদিপুরুষঃ প্রধানপুরুষেশ্বরঃ ॥ ১৭ ॥
পরাবরাণাং পরম আস্তে কৈবল্যসংজ্ঞিতঃ।
কেবলানুভবানন্দসন্দোহো নিরুপাধিকঃ ॥ ১৮ ॥

(যঃ) একঃ ঈশ্বরঃ (সর্ব্বনিয়ন্তা) দেবঃ (সৃষ্ট্যাদিক্রীড়াপরঃ) নারায়ণঃ (সঃ) স্বমায়যা (প্রকৃত্যাখ্যস্বশক্ত্যা) পূর্ব্বসৃষ্টম্ ইদং (বিশ্বং) কালকলয়া (কালাখ্যয়া স্বশক্ত্যা) সংহৃত্য কল্পান্তে একঃ এব অদ্বিতীয়ঃ (স্বজাতীয়বিজাতীয়-ভেদশূন্যঃ) অভূৎ। আত্মানুভাবেন কালেন সত্ত্বাদিষু শক্তিষু সাম্যং নীতাসু (সতীষু) প্রধানপুরুষেশ্বরঃ (সঃ) আদিপুরুষঃ আত্মাধারঃ অখিলাশ্রয়ঃ পরাবরাণাং পরমঃ কেবলানুভবানন্দসন্দোহঃ নিরুপাধিকঃ কৈবল্যসংজ্ঞিতঃ আস্তে ॥ ১৬-১৮ ॥

যে এক সর্ব্বনিয়ন্তা সৃষ্ট্যাদিক্রীড়াপর নারায়ণ, তিনি প্রকৃত্যাখ্য স্বশক্তি দ্বারা পূর্ব্বসৃষ্ট এই বিশ্বকে কালাখ্য নিজশক্তি দ্বারা সংহার করিয়া কল্পান্তে একই অদ্বিতীয় থাকেন। আত্মবৈভবরূপ কাল দ্বারা সত্ত্বাদি শক্তি সকল সাম্য প্রাপ্ত হইলে, প্রধানপুরুষেশ্বর সেই আদিপুরুষ আত্মাধার অখিলাশ্রয় ব্রহ্মাদি দেব-গণের ও মুক্ত জীবগণের পরম কেবলানুভবানন্দসন্দোহ উপাধিরহিত কৈবল্য-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইয়া অবস্থান করেন ॥ ১৬-১৮ ॥

কেবলাত্মানুভাবেন স্বমায়াং ত্রিগুণাত্মিকাম্।
সংক্ষোভয়ন্ সৃজত্যাদৌ তয়া সূত্রমরিন্দম ॥ ১৯ ॥

(হে) অরিন্দম! (ততঃ) কেবলাত্মানুভাবেন (কালেন) ত্রিগুণাত্মিকাং স্বমায়াং সংক্ষোভয়ন্ তয়া (প্রকৃত্যা) আদৌ সূত্রং (ক্রিয়াশক্তিপ্রধানং মহত্তত্ত্বং) সৃজতি ॥ ১৯ ॥

হে অরিন্দম! পরে তিনি কেবল আত্মবৈভবস্বরূপ কাল দ্বারা ত্রিগুণাত্মিকা নিজ মায়াকে সংক্ষোভিত করিয়া ঐ মায়া দ্বারা প্রথমে ক্রিয়াশক্তিপ্রধান মহত্তত্ত্বকে সৃষ্টি করিয়া থাকেন ॥ ১৯ ॥

তামাহ ত্রিগুণব্যক্তিং সৃজতীং বিশ্বতোমুখম্।
যস্মিন্ প্রোতমিদং বিশ্বং যেন সংসরতে পুমান্॥ ২০॥

যস্মিন্ (সূত্রে) ইদং বিশ্বং প্রোতং (গ্রথিতং) যেন পুমান্ সংসরতে, বিশ্বতোমুখং (নানাবিধং ত্রিগুণাত্মকং বিশ্বং) সৃজতীং তাং ত্রিগুণব্যক্তিম্ আহ॥ ২০॥

যে সূত্রে এই বিশ্ব গ্রথিত রহিয়াছে, এবং যদ্দ্বারা পুরুষ সংসার করিয়া থাকেন, নানাবিধ ত্রিগুণাত্মক বিশ্বের সৃষ্টিকারী সেই সূত্রকেই ত্রিগুণের ব্যক্তি অর্থাৎ প্রকাশ বলা হয়॥ ২০॥

যথোর্ণনাভির্হৃদয়াদূর্ণাং সন্তত্য বক্‌ত্রতঃ।
তয়া বিহৃত্য ভূয়স্তাং গ্রসত্যেবং মহেশ্বরঃ॥ ২১॥

ঊর্ণনাভিঃ (ঊর্ণা তন্তুসন্তানপ্রকৃতিঃ নাভৌ যস্য সঃ কীটবিশেষঃ) যথা হৃদয়াৎ (বক্‌ত্রদ্বারা) ঊর্ণাং সন্তত্য (প্রসার্য্য) তয়া (ঊর্ণয়া) বিহৃত্য (ক্রীড়িত্বা) ভূয়ঃ তাং গ্রসতি, এবম্ (এব) মহেশ্বরঃ (অপি স্বতঃ এব বিশ্বং প্রসার্য্য তত্র বিহৃত্য স্বস্মিন্ এব উপসংহরতি)॥ ২১॥

ঊর্ণনাভি যেমন হৃদয় হইতে ঊর্ণা বিস্তৃত করিয়া তাহাতে ক্রীড়া করিয়া পুনর্ব্বার তাহা গ্রাস করে, তদ্রূপ মহেশ্বরও করিয়া থাকেন॥ ২১॥

যত্র যত্র মনো দেহী ধারয়েৎ সকলং ধিয়া।
স্নেহাদ্দ্বেষাদ্ভয়াদ্বাপি যাতি তত্তৎসরূপতাম্॥ ২২॥

দেহী স্নেহাৎ দ্বেষাৎ ভয়াৎ বা অপি ধিয়া যত্র যত্র সকলং মনঃ ধারয়েৎ তত্তৎসরূপতাং যাতি॥ ২২॥

দেহী স্নেহবশতঃ দ্বেষবশতঃ বা ভয়বশতই হউক, নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি দ্বারা যেখানে যেখানে একাগ্র মনের ধারণা করিবেন, তাহার তাহারই সারূপ্য প্রাপ্ত হইবেন॥২২॥

কীটঃ পেশস্কৃতং ধ্যায়ন্ কুড্যাং তেন প্রবেশিতঃ।
যাতি তৎসাত্মতাং রাজন্ পূর্ব্বরূপমসংত্যজন্॥ ২৩॥

(হে) রাজন্! তেন (পেশস্কৃতা) কুড্যাং প্রবেশিতঃ কীটঃ (তং) পেশস্কৃতং (ভয়েন) ধ্যায়ন্ পূর্ব্বরূপম্ অসংত্যজন্ তৎসাত্মতাং যাতি॥ ২৩॥

হে রাজন্! পেশস্কৃৎ অর্থাৎ কাঁচপোকা কর্ত্তৃক ভিত্তিমধ্যে প্রবেশিত হইয়া তেলাপোকা উহাকেই ভয়ে চিন্তা করিতে করিতে পূর্ব্বরূপ ত্যাগ না করিয়াই তৎসারূপ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে॥ ২৩॥

এবং গুরুভ্য এতেভ্য এষা মে শিক্ষিতা মতিঃ।
স্বাত্মোপশিক্ষিতাং বুদ্ধিং শৃণু মে বদতঃ প্রভো॥ ২৪॥

হে প্রভো! এষা মে মতিঃ এতেভ্যঃ গুরুভ্যঃ এবং শিক্ষিতা। (সম্প্রতি) বদতঃ মে (মত্তঃ) স্বাত্মোপশিক্ষিতাং বুদ্ধিং শৃণু॥ ২৪॥

হে প্রভো! এই আমার বুদ্ধি এই সকল গুরু হইতে এইরূপ শিক্ষিত হইয়াছে। সম্প্রতি আমি বলিতেছি, আমার নিজ হইতে শিক্ষিত বুদ্ধি শ্রবণ করুন॥ ২৪॥

দেহো গুরুর্মম বিরক্তিবিবেকহেতু-
র্বিভ্রৎ স্ম সত্ত্বনিধনং সততার্ত্ত্যুদর্কম্।
তত্ত্বান্যনেন বিমৃশামি যথা তথাপি
পারক্যমিত্যবসিতো বিচরাম্যসঙ্গঃ॥ ২৫॥

বিরক্তিবিবেকহেতুঃ সত্ত্বনিধনং সততার্ত্ত্যুদর্কং (চ) বিভ্রৎ (বিভ্রাণঃ) দেহঃ মম গুরুঃ স্ম। অনেন (দেহেন) যথা (যথাবৎ) তত্ত্বানি বিমৃশামি। তথাপি পারক্যং (শ্বশৃগালাদিভক্ষ্যম্) ইতি অবসিতঃ (নিশ্চিতবান্ অতএব) অসঙ্গঃ (অস্মিন্ অপি আসক্তিরহিতঃ সন্) বিচরামি॥ ২৫॥

বৈরাগ্য ও বিবেকের হেতুভূত এবং উৎপত্তিবিনাশশালী ও নিরন্তর উত্তরোত্তর দুঃখযুক্ত দেহও আমার গুরু। আমি এই দেহ দ্বারা যথাবৎ তত্ত্ব নির্ণয় করিয়া থাকি। তথাপি ইহা শ্বশৃগালাদির ভক্ষ্য বলিয়া নিশ্চয় থাকাতে আমি ইহাতে আসক্তিরহিত হইয়াই বিচরণ করিতেছি॥ ২৫॥

জায়াত্মজার্থপশুভৃত্যগৃহাপ্তবর্গান্
পুষ্ণাতি যৎপ্রিয়চিকীর্ষয়া বিতন্বন্।
স্বান্তে সকৃচ্ছ্রমবরুদ্ধধনঃ স দেহঃ
সৃষ্ট্বাস্য বীজমবসীদতি বৃক্ষধর্ম্মঃ॥ ২৬॥

সকৃচ্ছ্রম্ অবরুদ্ধধনঃ (পুরুষঃ) যৎপ্রিয়চিকীর্ষয়া জায়াত্মজার্থপশুভৃত্যগৃহাপ্তবর্গান্ বিতন্বন্ (সংবর্দ্ধয়ন্) পুষ্ণাতি, সঃ দেহঃ স্বান্তে বৃক্ষধর্ম্মঃ (সন্) অস্য বীজং সৃষ্ট্বা অবসীদতি (বিনশ্যতি)॥ ২৬॥

অতিকষ্টে ধন সঞ্চয় করিয়া, পুরুষ যে দেহের প্রিয়কামনায় জায়া পুত্র অর্থ পশু ভৃত্য গৃহ ও আপ্তবর্গ বিস্তার করিয়া পোষণ করেন, সেই দেহ

আপনার অন্তকালে বৃক্ষের ন্যায় দেহান্তরপ্রাপ্তিসাধন কর্ম্মরূপ বীজ সৃষ্টি করিয়া স্বয়ং বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২৬ ॥

জিহ্বৈকতোঽমুমপকর্ষতি কর্হি তর্ষা
শিশ্নোঽন্যতস্ত্বগুদরং শ্রবণং কুতশ্চিৎ।
ঘ্রাণোঽন্যতশ্চপলদৃক্ ক্ক চ কর্ম্মশক্তি-
র্বহ্ব্যঃ সপত্ন্য ইব গেহপতিং লুনন্তি ॥ ২৭ ॥

বহ্ব্যঃ সপত্ন্যঃ গেহপতিম্ ইব (ইন্দ্রিয়াণি) অমুং (দেহাভিমানিনং পুরুষং) লুনন্তি। কর্হি (কদাচিৎ) জিহ্বা একতঃ (রসং প্রতি) অপকর্ষতি। তর্ষা (পিপাসা জলং প্রতি)। শিশ্নঃ অন্যতঃ (ব্যবায়ং প্রতি)। ত্বক্ উদরং শ্রবণং কুতশ্চিৎ। ঘ্রাণঃ অন্যতঃ। চপলদৃক্ (রূপং প্রতি)। কর্ম্মশক্তিঃ (কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি) ক্ক চ ॥ ২৭ ॥

বহু সপত্নী যেমন গৃহপতিকে টানিয়া ছেঁড়াছেঁড়ি করে, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়সকল ঐ দেহাভিমানী পুরুষকে করিয়া থাকে। কখন জিহ্বা রসের প্রতি আকর্ষণ করে। কখন তৃষ্ণা জলের প্রতি আকর্ষণ করিয়া থাকে। কখন শিশ্ন স্ত্রী-সঙ্গের প্রতি আকর্ষণ করে। কখন ত্বক্ উদর শ্রবণ প্রভৃতি নিজ নিজ বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ করিয়া থাকে। ঘ্রাণ অন্যদিকে আকর্ষণ করে। চঞ্চল চক্ষু রূপের দিকে আকর্ষণ করে। আবার কর্ম্মেন্দ্রিয় সকল নিজ নিজ বিষয়ের দিকে আকর্ষণ করিয়া থাকে ॥ ২৭ ॥

সৃষ্ট্বা পুরাণি বিবিধান্যজয়াত্মশক্ত্যা
বৃক্ষান্ সরীসৃপপশূন্ খগদন্দশূকান্।
তৈস্তৈরতুষ্টহৃদয়ঃ পুরুষং বিধায়
ব্রহ্মাবলোকধিষণং মুদমাপ দেবঃ ॥ ২৮ ॥

দেবঃ (বিবিধক্রীড়াপরঃ পরমেশ্বরঃ) আত্মশক্ত্যা অজয়া (মায়য়া) বিবিধানি পুরাণি—বৃক্ষান্ সরীসৃপপশূন্ খগদন্দশূকান্ সৃষ্ট্বা তৈঃ তৈঃ (বৃক্ষাদিশরীরৈঃ) অতুষ্টহৃদয়ঃ (সন্) ব্রহ্মাবলোকধিষণং পুরুষং বিধায় মুদম্ আপ ॥ ২৮ ॥

পরমেশ্বর নিজশক্তি মায়া দ্বারা বিবিধ দেহ—বৃক্ষ সরীসৃপ পশু পক্ষী দন্দশূক প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়া তত্তৎশরীর দ্বারা মনের সন্তোষ না হওয়ায় আত্মাব-লোকনসমর্থবুদ্ধিবিশিষ্ট পুরুষদেহ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক আনন্দ লাভ করিলেন ॥ ২৮ ॥

লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবন্-
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ ॥ ২৯ ॥

ধীরঃ বহুসম্ভবান্তে সুদুর্লভম্ অনিত্যম্ অপি অর্থদং (পুরুষার্থপ্রাপকং) মানুষ্যম্ অনুমৃত্যু ইদং (জন্ম) লব্ধ্বা ইহ (অস্মিন্ এব জন্মনি) যাবৎ ন পতেৎ (তাবৎ এব) তূর্ণং (শীঘ্রং) নিঃশ্রেয়সায় (মোক্ষায) যতেত। বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ (এব) ॥ ২৯ ॥

ধীর ব্যক্তি বহুজন্মের পর সুদুর্লভ অনিত্য হইয়াও অর্থদ মনুষ্যসম্বন্ধি এই নিরন্তরমৃত্যুবিশিষ্ট জন্ম লাভ করিয়া এই জন্মেই যাবৎ পতন না হয়, তাবৎ শীঘ্র মোক্ষের নিমিত্ত যত্ন করিবে। বিষয়ত সকল জন্মেই আছে ॥ ২৯ ॥

এবং সঞ্জাতবৈরাগ্যো বিজ্ঞানালোক আত্মনি ।
বিচরামি মহীমেতাং মুক্তসঙ্গোঽনহঙ্কৃতঃ ॥ ৩০ ॥

এবং সঞ্জাতবৈরাগ্যঃ (সঞ্জাতং বৈরাগ্যং যস্য সঃ) বিজ্ঞানালোকঃ (বিজ্ঞানম্ আত্মসাক্ষাৎকারাত্মকম এব আলোকঃ প্রদীপঃ যস্য সঃ) আত্মনি (স্বরূপে এব স্থিতঃ) অনহঙ্কৃতঃ মুক্তসঙ্গঃ (চ অহম্) এতাং মহীং বিচরামি ॥ ৩০ ॥

এইরূপে সঞ্জাতবৈরাগ্য বিজ্ঞানলোকস্বরূপে অবস্থিত অহঙ্কাররহিত ও মুক্তসঙ্গ হইয়া, আমি এই পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছি ॥ ৩০ ॥

ন হ্যেকস্মাদ্ গুরোর্জ্ঞানং সুস্থিরং স্যাৎ সুপুষ্কলম্ ।
ব্রহ্মৈতদদ্বিতীয়ং বৈ গীয়তে বহুধর্ষিভিঃ ॥ ৩১ ॥

হি (যস্মাৎ) এতৎ অদ্বিতীযং ব্রহ্ম ঋষিভিঃ বহুধা গীযতে বৈ (অতঃ) একস্মাৎ গুরোঃ জ্ঞানং সুপুষ্কলং সুস্থিরং ন স্যাৎ ॥ ৩১ ॥

যেহেতু এই অদ্বিতীয় ব্রহ্ম ঋষিগণ কর্তৃক বহুধা গীত হয়েন, অতএব এক গুরু হইতে জ্ঞান সুপুষ্কল ও সুস্থির হয় না ॥ ৩১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

ইত্যুক্ত্বা স যদুং বিপ্রস্তমামন্ত্র্য গভীরধীঃ ।
বন্দিতঃ স্বর্চ্চিতো রাজ্ঞা যযৌ প্রীতো যথাগতম্ ॥ ৩২ ॥

শ্রীভগবানুবাচ। গভীরধীঃ সঃ বিপ্রঃ যদুম্ ইতি উক্ত্বা তম্ আমন্ত্র্য (তেন) রাজ্ঞা বন্দিতঃ স্বর্চ্চিতঃ (চ) প্রীতঃ (সন্) যথাগতং যযৌ ॥ ৩২ ॥

শ্রীভগবান বলিলেন। গভীরবুদ্ধি সেই ব্রাহ্মণ যদুকে এই কথা বলিয়া তাঁহাকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক তৎকর্ত্তৃক বন্দিত ও অর্চ্চিত হইয়া প্রীতচিত্তে যথেচ্ছ গমন করিলেন ॥ ৩২ ॥

অবধূতবচঃ শ্রুত্বা পূর্ব্বেষাং নঃ স পূর্ব্বজঃ।
সর্ব্বসঙ্গবিনির্ম্মুক্তঃ সমচিত্তো বভূব হ ॥ ৩৩ ॥

নঃ (অস্মাকম্) পূর্ব্বেষাম্ (অপি) পূর্ব্বজঃ সঃ (যদুঃ) অবধূতবচঃ শ্রুত্বা সর্ব্বসঙ্গবিনির্ম্মুক্তঃ (সন্) সমচিত্তঃ বভূব হ ॥ ৩৩ ॥

আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগেরও পূর্ব্বপুরুষ সেই যদু অবধূত ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া সর্ব্বসঙ্গবিনির্ম্মুক্ত হইয়া সমচিত্ত হইয়াছিলেন ॥ ৩৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ একাদশস্কন্ধে শ্রীভগবদুদ্ধবসংবাদে অবধূতগীতং নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

দশমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

ময়োদিতেষ্ববহিতঃ স্বধর্ম্মেষু মদাশ্রয়ঃ।
বর্ণাশ্রমকুলাচারমকামাত্মা সমাচরেৎ॥ ১॥

শ্রীভগবান্ উবাচ। মদাশ্রয়ঃময়া উদিতেষু স্বধর্ম্মেষু অবহিতঃ অকামাত্মা (চ সন্) বর্ণাশ্রমকুলাচারং সমাচরেৎ॥ ১॥

শ্রীভগবান বলিলেন। মদাশ্রিত মদ্ভক্ত স্বধর্ম্মে অবহিত ও অকামাত্মা হইয়া বর্ণাশ্রমকুলাচার পালন করিবে॥ ১॥

অন্বীক্ষেত বিশুদ্ধাত্মা দেহিনাং বিষয়াত্মনাম্।
গুণেষু তত্ত্বধ্যানেন সর্ব্বারম্ভবিপর্য্যয়ম্॥ ২॥

(প্রথমতঃ) বিশুদ্ধাত্মা (স্বোচিতধর্ম্মৈঃ বিশুদ্ধঃ আত্মা চিত্তং যস্য সঃ সন্) বিষয়াত্মনাং (বিষয়াবিষ্টচিত্তানাং) দেহিনাং গুণেষু (বিষয়েষু) তত্ত্বধ্যানেন (পরমার্থত্বাভিনিবেশেন) সর্ব্বারম্ভবিপর্য্যয়ং (সর্ব্বকর্ম্মফলবৈপরীত্যম্) অন্বীক্ষেত (পশ্যেৎ)॥ ২২॥

প্রথমে বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া বিষয়াবিষ্টচিত্ত দেহীদিগের বিষয়ে পরমার্থচিন্তন দ্বারা সর্ব্বকর্ম্মের ফলবৈপরীত্য দর্শন করিবে॥ ২॥

সুপ্তস্য বিষয়ালোকো ধ্যায়তো বা মনোরথঃ।
নানাত্মকত্বাদ্বিফলস্তথা ভেদাত্মধীর্গুণৈঃ॥ ৩॥

(যথা) সুপ্তস্য (স্বপ্নং পশ্যতঃ পুংসঃ) বিষয়ালোকঃ (নানাবিধপদার্থদর্শনং যথা) বা (রাজাদিবৃত্তং) ধ্যায়তঃ (জনস্য তদ্বিষয়কঃ) মনোরথঃ নানাত্মকত্বাৎ (একস্মিন্ এব আত্মনি আরোপিতনানাবস্তুবিষয়কত্বাৎ) বিফলঃ (অর্থশূন্যঃ) তথা গুণৈঃ (ইন্দ্রিয়ৈঃ) ভেদাত্মধীঃ (ভেদেন আত্মনি দেবমনুষ্যাদিশরীরে ধীঃ অহংপ্রত্যয়ঃ অপি)॥ ৩॥

যেমন নিদ্রিত ব্যক্তির বিষয়দর্শন অথবা যেমন চিন্তাকারী ব্যক্তির মনোরথ নানাত্মকত্ব প্রযুক্ত অর্থশূন্য হয়, তদ্রূপ গুণ দ্বারা অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দ্বারা বিভিন্ন দেহে বিভিন্ন বুদ্ধিও অর্থশূন্যই হইয়া থাকে॥ ৩॥

নিবৃত্তং কর্ম্ম সেবেত প্রবৃত্তং মৎপরস্ত্যজেৎ।
জিজ্ঞাসায়াং সংপ্রবৃত্তো নাদ্রিয়েৎ কর্ম্মচোদনাম্॥ ৪॥

মৎপরঃ (মদেকাবলম্বনধীঃ জনঃ ফলদানাৎ) নিবৃত্তং (নিষ্কামং নিত্যং) কর্ম্ম সেবেত (আচরেৎ ফলদানায়) প্রবৃত্তং (কাম্যং কর্ম্ম) ত্যজেৎ। জিজ্ঞাসায়াম্ (আত্মবিচারে) সংপ্রবৃত্তঃ (তু) কর্ম্মচোদনাম্ (অপি) নাদ্রিয়েৎ (ন আদ্রিয়েত) ॥৪॥

মৎপরায়ণ ব্যক্তি নিত্যকর্ম্মই আচরণ করিবে, কাম্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে না। পরে আত্মজিজ্ঞাসায় সম্যক্ প্রবৃত্ত হইয়া নিবৃত্তকর্ম্মবিধিরও আদর করিবে না ॥ ৪ ॥

যমানভীক্ষ্ণং সেবেত নিয়মান্ মৎপরঃ ক্বচিৎ।
মদভিজ্ঞং গুরুং শান্তমুপাসীত মদাত্মকম্ ॥ ৫ ॥

মৎপরঃ (জনঃ) যমান্ (অহিংসাদীন্) অভীক্ষ্ণং (পুনঃ পুনঃ, আদরেণ) সেবেত। নিয়মান্ (শৌচাদীন্ তু) ক্বচিৎ (যদা অবকাশঃ তদা সেবেত)। মদভিজ্ঞং শান্তং মদাত্মকং গুরুম্ উপাসীত ॥ ৫ ॥

মৎপরায়ণ ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ সাদরে অহিংসাদি যমের অনুষ্ঠান করিবে এবং অবকাশানুসারে শৌচাদি নিয়ম সকলও প্রতিপালন করিবে। আর তাদৃশ ব্যক্তি আত্মার তত্ত্বজ্ঞ রাগলোভাদিদোষরহিত মদাত্মক গুরুর উপাসনা করিবে ॥ ৫ ॥

অমান্যমৎসরো দক্ষো নির্ম্মমো দৃঢ়সৌহৃদঃ।
অসত্বরোঽর্থজিজ্ঞাসুরনসূয়ুরমোঘবাক্ ॥ ৬ ॥

অমানী (স্বস্মিন্ উত্তমত্বাভিমানরহিতঃ) অমৎসরঃ (পরোৎকর্ষাসহিষ্ণুতা রহিতঃ) দক্ষঃ (অনলসঃ) নির্ম্মমঃ (জায়াদিষু মমতাশূন্যঃ) দৃঢ়সৌহৃদঃ (গুরৌ চেষ্টদেবে চ অতিশয়মমতাবিশিষ্টঃ) অসত্বরঃ (অব্যগ্রঃ) অর্থজিজ্ঞাসুঃ (পরমার্থ-বস্তুজিজ্ঞাসুঃ) অনসূয়ুঃ (অসূয়াবর্জ্জিতঃ, গুর্ব্বাদৌ দোষদৃষ্টিশূন্যঃ) অমোঘবাক্ (মিথ্যাভাষণবিমুখঃ ভবেৎ) ॥ ৬ ॥

তিনি অভিমানশূন্য মাৎসর্য্যরহিত অনলস মমতাবর্জ্জিত গুর্ব্বাদিতে দৃঢ়সৌহৃদ্য-সম্পন্ন ব্যগ্রতাবিরহিত অর্থজিজ্ঞাসু অসূয়াশূন্য ও মিথ্যাভাষণবিমুখ হইবেন ॥ ৬ ॥

জায়াপত্যগৃহক্ষেত্রস্বজনদ্রবিণাদিষু।
উদাসীনঃ সমং পশ্যন্ সর্ব্বেষ্বর্থমিবাত্মনঃ ॥ ৭ ॥

সর্ব্বেষু জায়াপত্যগৃহক্ষেত্রস্বজনদ্রবিণাদিষু আত্মনঃ অর্থং (প্রয়োজনং) সমম্ ইব পশ্যন্ উদাসীনঃ (ভবেৎ) ॥ ৭ ॥

জায়া অপত্য গৃহ ক্ষেত্র স্বজন ও ধন প্রভৃতি সকল বস্তুতেই আপনার প্রয়োজন যে সুখাদি, তাহা সমানই, এই প্রকার দর্শন করিয়া, ঐ সকলে উদাসীন হইবেন ॥ ৭ ॥

বিলক্ষণঃ স্থূলসূক্ষ্মাদ্দেহাদাত্মেক্ষিতা স্বদৃক্ ।
যথাগ্নির্দারুণো দাহ্যাদ্দাহকোঽন্যঃ প্রকাশকঃ ॥ ৮ ॥

যদা দাহকঃ প্রকাশকঃ চ অগ্নিঃ দাহ্যাৎ দারুণঃ (কাষ্ঠাৎ) অন্যঃ (তথা) ঈক্ষিতা স্বদৃক্ আত্মা স্থূলসূক্ষ্মাৎ দেহাৎ বিলক্ষণঃ ॥ ৮ ॥

যেমন দাহক ও প্রকাশক অগ্নি দাহ্য কাষ্ঠ হইতে ভিন্ন, তদ্রূপ দ্রষ্টা ও স্বপ্রকাশ আত্মা স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয় দেহ হইতে বিলক্ষণ ॥ ৮ ॥

নিরোধোৎপত্ত্যণুবৃহন্নানাত্বং তৎকৃতান্ গুণান্ ।
অন্তঃপ্রবিষ্ট আধত্তে এবং দেহগুণান্ পরঃ ॥ ৯ ॥

(যথা দারুষু) অন্তঃপ্রবিষ্টঃ (অগ্নিঃ) নিরোধোৎপত্ত্যণুবৃহন্নানাত্বং তৎকৃতান্ গুণান্ আধত্তে এবং পরঃ (আত্মা) দেহগুণান্ (অনিত্যত্বাদীন্ আধত্তে) ॥ ৯ ॥

যেমন কাষ্ঠাদির মধ্যে প্রবিষ্ট অগ্নি বিনাশ উৎপত্তি অণুত্ব বৃহত্ব ও নানাত্ব প্রভৃতি তৎকৃত গুণ সকল ধারণ করে, তদ্রূপ দেহাদিবিলক্ষণ আত্মাও অনিত্যত্বাদি দেহগুণ সকল ধারণ করিয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

যোঽসৌ গুণৈর্বিরচিতো দেহোঽয়ং পুরুষস্য হি ।
সংসারস্তন্নিবন্ধোঽয়ং পুংসো বিদ্যাচ্ছিদাত্মনঃ ॥ ১০ ॥

পুরুষস্য (ঈশ্বরস্য অধীনৈঃ) গুণৈঃ (মায়াগুণৈঃ) যঃ অসৌ (সূক্ষ্মঃ) অয়ং (স্থূলঃ চ) দেহঃ বিরচিতঃ, পুংসঃ (জীবস্য) অয়ং সংসারঃ তন্নিবন্ধঃ, হি (যতঃ) আত্মনঃ বিদ্যাচ্ছিৎ ॥ ১০ ॥

পরমেশ্বরের মায়াগুণের অধীন যে এই সূক্ষ্মদেহ ও স্থূলদেহ বিরচিত হইয়াছে, তন্নিবন্ধনই পুরুষের এই সংসার ; যেহেতু উহা জ্ঞানের নাশক ॥ ১০ ॥

তস্মাজ্জিজ্ঞাসয়াত্মানমাত্মস্থং কেবলং পরম্ ।
সঙ্গম্য নিরসেদেতদ্বস্তুবুদ্ধিং যথাক্রমম্ ॥ ১১ ॥

তস্মাৎ জিজ্ঞাসয়া (বিচারেণ) আত্মস্থম্ (আত্মনি কার্য্যকারণসঙ্ঘাতে দেহে এব স্থিতং) কেবলং (শুদ্ধম্) অসঙ্গং পরং (দেহাদিবিলক্ষণম্) আত্মানং সঙ্গম্য (সম্যক্ জ্ঞাত্বা) এতৎ (এতস্মিন্ দেহাদৌ) বস্তুবুদ্ধিম্ (আত্মবুদ্ধিং) যথাক্রমং (স্থূলসূক্ষ্মক্রমেণ) নিরসেৎ (ত্যজেৎ) ॥ ১১ ॥

অতএব বিচার দ্বারা আত্মস্থ শুদ্ধ অসঙ্গ দেহাদিবিলক্ষণ আত্মাকে সম্যক্ জানিয়া এই দেহাদিতে যে আত্মবুদ্ধি তাহা যথাক্রমে ত্যাগ করিবে ॥ ১১ ॥

আচার্য্যোঽরণিরাদ্যঃ স্যাদন্তেবাস্যুত্তরারণিঃ।
তৎসন্ধানং প্রবচনং বিদ্যাসন্ধিঃ সুখাবহঃ ॥ ১২ ॥

আচার্য্যঃ (গুরুঃ) আদ্যঃ অরণিঃ (অধরারণিঃ) অন্তেবাসী (শিষ্যঃ) উত্তরারণিঃ স্যাৎ। তৎসন্ধানং (তয়োঃ মধ্যমং মন্থনকাষ্ঠং) প্রবচনম্ (উপদেশঃ)। বিদ্যা (তু) সন্ধিঃ (সন্ধৌ ভবন্ অগ্নিঃ ইব) সুখাবহঃ (মোক্ষপ্রাপকঃ) ॥ ১২ ॥

গুরু অধরারণি এবং শিষ্য উত্তরাবণি হয়েন। আর উপদেশ তন্মধ্যস্থ মন্থনকাষ্ঠস্বরূপ। বিদ্যা তাদৃশ অগ্নিব ন্যায় সুখাবহ হয়েন ॥ ১২ ॥

বৈশারদী সাতিবিশুদ্ধবুদ্ধি-
র্ধুনোতি মায়াং গুণসংপ্রসূতাম্।
গুণাংশ্চ সন্দহ্য যদাত্মমেতৎ
স্বয়ঞ্চ শাম্যত্যসমিদ্‌যথাগ্নিঃ ॥ ১৩ ॥

বৈশারদী সা অতিবিশুদ্ধবুদ্ধিঃ গুণসংপ্রসূতাং মায়াং ধুনোতি, এতৎ (পুরুষস্য বন্ধনং) যদাত্মং তান্ গুণান্ চ সন্দহ্য অসমিৎ (নিরিন্ধনঃ) অগ্নিঃ যথা (ইব) স্বয়ং চ শাম্যতি ॥ ১৩ ॥

নিপুণ শিষ্য কর্ত্তৃক প্রাপ্ত ও তাদৃশ গুরু কর্ত্তৃক উপদিষ্ট ঐ বিশুদ্ধ জ্ঞান সত্ত্বাদিগুণকার্য্যরূপা মায়াকে দূব করে এবং এই পুরুষেব বন্ধন যদাত্মক সেই গুণ সকলকে দগ্ধ করিয়া নিরিন্ধন অগ্নির ন্যায স্বয়ংও শান্ত হয় ॥ ১৩ ॥

অথৈষাং কর্ম্মকর্ত্তৄণাং ভোক্তৄণাং সুখদুঃখয়োঃ।
নানাত্বমথ নিত্যত্বং লোককালাগমাত্মনাম্ ॥ ১৪ ॥
মন্যসে সর্ব্বভাবানাং সংস্থা হ্যৌৎপত্তিকী যথা।
তত্তদাকৃতিভেদেন জায়তে ভিদ্যতে চ ধীঃ ॥ ১৫ ॥

কর্ম্মকর্ত্তৄণাং সুখদুঃখয়োঃ ভোক্তৄণাং (চ) এষাং (জীবানাম্) অথ (যদি) নানাত্বং মন্যসে, (তথা) অথ (যদি) লোককালাগমাত্মনাং নিত্যত্বং (মন্যসে), যথা হি (তথা যদি) সর্ব্বভাবানাং (স্রকচন্দনবনিতাদীনাং) সংস্থা (স্থিতিঃ) ঔৎপত্তিকী (প্রবাহরূপেণ নিত্যা মন্যসে), (অথ যদি) তত্তদাকৃতিভেদেন (ঘটপটাদ্যাকারভেদেন) ধীঃ জায়তে ভিদ্যতে চ (ইতি মন্যসে) ॥ ১৪-১৫ ॥

যদি কর্ম্মকর্ত্তা ও সুখদুঃখের ভোক্তা এই জীব সকলের নানাত্ব বিবেচনা

করা হয়, আর যদি ভোগের স্থান ভোগের কাল ও ভোক্তার আত্মার নিত্যত্ব বিবেচনা করা হয়, আর যদি স্রকৃচন্দনাদি ভোগ্যবিষয় সকলের স্থিতি প্রবাহরূপে নিত্য বিবেচনা করা হয়, আর যদি ঘটপদাদি আকারের ভেদে জ্ঞানের উৎপত্তি ও ভেদ স্বীকার করা হয় ॥ ১৪-১৫ ॥

এবমপ্যঙ্গ সর্ব্বেষাং দেহিনাং দেহযোগতঃ।
কালাবয়বতঃ সন্তি ভাবা জন্মাদয়োঽসকৃৎ ॥ ১৬ ॥

অঙ্গ! (ভোঃ।) এবম্ (অঙ্গীকারে) অপি সর্ব্বেষাং দেহিনাং দেহযোগতঃ (দেহসম্বন্ধাৎ) কালাবয়বতঃ অসকৃৎ (পুনঃ পুনঃ) জন্মাদয়ঃ ভাবাঃ সন্তি ॥ ১৬ ॥

অঙ্গ! এইরূপ অঙ্গীকারেও সকল দেহীর দেহসম্বন্ধ হেতু কালরূপে পুনঃ পুনঃ জন্মাদি ভাব সকলের অস্তিত্ব স্বীকার্য্য হইতেছে ॥ ১৬ ॥

তত্রাপি কর্ম্মণাং কর্ত্তুরস্বাতন্ত্র্যঞ্চ লক্ষ্যতে।
ভোক্তুশ্চ দুঃখসুখয়োঃ কোঽন্বর্থো বিবশং ভজেৎ ॥ ১৭ ॥

তত্র (তদঙ্গীকৃতপক্ষে) অপি কর্ম্মণাং কর্ত্তুঃ দুঃখসুখযোঃ ভোক্তুঃ চ অস্বাতন্ত্র্যং চ লক্ষ্যতে। (এবং চেৎ তর্হি) বিবশং (কালকর্ম্মগুণাধীনং পুরুষং) কঃ নু অর্থঃ (বিষয়ঃ) ভজেৎ (সুখয়েৎ) ॥ ১৭ ॥

তদঙ্গীকৃত পক্ষেও কর্ম্মকর্ত্তার ও দুঃখসুখভোক্তার অস্বাতন্ত্র্য লক্ষিত হইতেছে। যদি তাহা হইল, তবে কালকর্ম্মাদ্যধীন পুরুষকে কোন্ বিষয় সুখ দিবে? ॥ ১৭ ॥

ন দেহিনাং সুখং কিঞ্চিদ্ বিদ্যতে বিদুষামপি।
তথাচ দুঃখং মূঢ়ানাং বৃথাহঙ্করণং পরম্ ॥ ১৮ ॥

বিদুষাং (তত্তদুপায়াভিজ্ঞানাম্) অপি দেহিনাং কিঞ্চিৎ সুখং ন বিদ্যতে। তথা চ মূঢ়ানাং দুঃখম্। পরং (কেবলং) বৃথা অহঙ্করণম্ (অহঙ্কারঃ) ॥ ১৮ ॥

তত্তদুপায়াভিজ্ঞ জ্ঞানীদিগেরও কিছুই সুখ নাই। আবার অজ্ঞ লোকদিগেরও দুঃখই। কেবল আমি সুখী ইত্যাকার বৃথা অহঙ্কারমাত্র ॥ ১৮ ॥

যদি প্রাপ্তিং বিঘাতঞ্চ জানন্তি সুখদুঃখয়োঃ।
তেঽপ্যদ্ধা ন বিদুর্যোগং মৃত্যুর্ন প্রভবেদ্ যথা ॥ ১৯ ॥

যদি সুখদুঃখযোঃ প্রাপ্তিং বিঘাতং চ জানন্তি (তদা) তে অপি অদ্ধা (সাক্ষাৎ) যথা মৃত্যুঃ ন প্রভবেৎ (তথা) যোগম্ (উপায়ং) ন বিদুঃ ॥ ১৯ ॥

যদি সুখের প্রাপ্তির এবং দুঃখের নাশের উপায়ও জানা হয়, তথাপি তাঁহারা যাহাতে সহসা মৃত্যু না ঘটে, এমন উপায় জানেন না॥ ১৯ ॥

কিং স্বর্থঃ সুখয়ত্যেনং কামো বা মৃত্যুরন্তিকে।
আঘাতং নীয়মানস্য বধ্যস্যেব ন তুষ্টিদঃ ॥ ২০ ॥

কিং নু অর্থঃ কামঃ বা এনং সুখয়তি? অন্তিকে (স্থিতঃ) মৃত্যুঃ আঘাতং নীয়মানস্য বধ্যস্য এব তুষ্টিদঃ ন (ভবতি)॥ ২০ ॥

অর্থ বা বিষয় কি তাঁহাকে সুখী করিতে পারে? সমীপস্থ মৃত্যু যেমন বধস্থানে নীয়মান বধ্য ব্যক্তির সুখদায়ক হয় না, তদ্রূপ অর্থকামাদিও আসন্ন-মৃত্যু দেহীর পক্ষে সুখদায়ক হয় না॥ ২০ ॥

শ্রুতঞ্চ দৃষ্টবদ্দুষ্টং স্পর্দ্ধাসূয়াত্যয়ব্যয়ৈঃ।
বহ্বন্তরায়কামত্বাৎ কৃষিবচ্চাপি নিষ্ফলম্ ॥ ২১ ॥

শ্রুতং চ দৃষ্টবৎ স্পর্দ্ধাসূয়াত্যয়ব্যয়ৈঃ দুষ্টম্, অপি চ কৃষিবৎ বহ্বন্তরায়কামত্বাৎ নিষ্ফলম্॥ ২১ ॥

শ্রুত স্বর্গাদিও দৃষ্ট বিষয়ের ন্যায় স্পর্দ্ধা অসূয়া নাশ ও ক্ষয় প্রভৃতি দ্বারা দুষ্ট হইয়াছে। আরও তাদৃশ বিষয় সকল বহুবিঘ্নে অভিভূত বলিয়া কৃষির ন্যায় সময়ে সময়ে নিষ্ফলও হইয়া যায়॥ ২১ ॥

অন্তরায়ৈরবিহতো যদি ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ।
তেনাপি নির্জ্জিতং স্থানং যথা গচ্ছতি তচ্ছৃণু ॥ ২২ ॥

অন্তরায়ৈঃ (বিঘ্নৈঃ) অবিহতঃ ধর্ম্মঃ যদি স্বনুষ্ঠিতঃ (ভবেৎ তদা) তেন (স্বধর্ম্মেণ) অপি নির্জ্জিতং স্থানং যথা গচ্ছতি তৎ (মত্তঃ) শৃণু॥ ২২ ॥

বিঘ্ন দ্বারা অবিহত ধর্ম্ম যদি সুষ্ঠু অনুষ্ঠিত হয়, তখন ঐ স্বধর্ম্ম দ্বারাও নির্জ্জিত স্থানে যেরূপে গমন করিতে হয়, তাহা শ্রবণ কর॥ ২২ ॥

ইষ্ট্বেহ দেবতা যজ্ঞৈঃ স্বর্লোকং যাতি যাজ্ঞিকঃ।
ভুঞ্জীত দেববত্তত্র ভোগান্ দিব্যান্ নিজার্জ্জিতান্ ॥ ২৩ ॥

যাজ্ঞিকঃ (পুরুষঃ) ইহ (লোকে) যজ্ঞৈঃ দেবতাঃ (ইন্দ্রাদীন্) ইষ্ট্বা (সমারাধ্য) স্বর্লোকং যাতি। তত্র দেববৎ নিজার্জ্জিতান্ দিব্যান্ ভোগান্ ভুঞ্জীত॥ ২৩

যাজ্ঞিক পুরুষ ইহলোকে যজ্ঞ দ্বারা ইন্দ্রাদি দেবতার আরাধনা করিয়া

স্বর্গে গমন করেন। সেই স্থানে তাঁহাদিগকে দেবতার স্থায় স্বোপার্জ্জিত দিব্য ভোগ সকল ভোগ করিতে হয়॥ ২৩॥

"যাজ্ঞিক পুরুষ" ইত্যাদি। যজ্ঞ বহুবিধ। তন্মধ্যে শ্রৌতাগ্নিকৃত্য হবির্যজ্ঞ সাতটি। যথা—অগ্ন্যাধান বা অগ্নিহোত্র, দর্শপৌর্ণমাস, পিণ্ডপিতৃযজ্ঞ, আগ্রয়ণ, চাতুর্ম্মাস্য, নিরূঢপশুবন্ধ ও সৌত্রামণি। স্মার্ত্তাগ্নিকৃত্য পাকযজ্ঞ সাতটি। যথা—ঔপাসন, বৈশ্বদেব, স্থালীপাক, আগ্রয়ণ, সর্পবলি, ঈশানবলি ও অষ্টকান্বষ্টকা। শ্রৌতাগ্নিকৃত্য সোমসংস্থ সাতটি। যথা—সোমযাগ বা অগ্নিষ্টোম, অত্যগ্নিষ্টোম, উকৃথ্য, ষোড়শী, বাজপেয়, অতিরাত্র ও অপ্তূর্য্যাম। এতদ্ব্যতীত উত্তরক্রতু অনেক আছে। যথা—মহাব্রত, সর্ব্বতোমুখ, রাজসূয়, পৌণ্ডরীক, অভিজিৎ, বিশ্বজিৎ, অশ্বমেধ, বৃহস্পতিসব, আঙ্গিরস ও অষ্টাদশ চয়ন প্রভৃতি। এই সকল যজ্ঞের অধিকাংশই কাম্য ও অনিত্যফলপ্রদ। এই সকল যজ্ঞে ইন্দ্রাদি দেবতা *সকল অর্চ্চিত হইয়া যে ফল প্রদান করেন, তাহা চিরস্থায়ী নহে। এই সকল* যজ্ঞের নির্দ্দিষ্ট ফল অবশ্যভোক্তব্য ও অচিরস্থায়ী॥ ২৩॥

স্বপুণ্যোপচিতে শুভ্রে বিমান উপগীয়তে।
গন্ধর্ব্বৈর্বিহরন্ মধ্যে দেবীনাং হৃদ্যবেশধৃক্॥ ২৪॥

দেবীনাং মধ্যে হৃদ্যবেশধৃক্ (মনোহররূপধারী সন্) বিহরন্ স্বপুণ্যোপচিতে শুভ্রে বিমানে (স্থিতঃ সঃ যাজ্ঞিকঃ) গন্ধর্ব্বৈঃ উপগীয়তে॥ ২৪॥

সেই যাজ্ঞিক দেবীগণের মধ্যে মনোহরবেশধারী হইয়া বিহার করিতে করিতে নিজ পুণ্য দ্বারা লব্ধ শুভ্র বিমানে অবস্থান পূর্ব্বক গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক উপগীত হয়েন॥ ২৪॥

স্ত্রীভিঃ কামগযানেন কিঙ্কিণীজালমালিনা।
ক্রীড়ন্ন বেদাত্মপাতং সুরাক্রীড়েষু নির্বৃতঃ॥ ২৫॥

কিঙ্কিণীজালমালিনা (ক্ষুদ্রঘণ্টিকাসমূহশোভিনা) কামগযানেন (কামগেন যথেচ্ছং গচ্ছতা বিমানেন) সুরাক্রীড়েষু (নন্দনকাননাদিষু) স্ত্রীভিঃ (সহ) নির্বৃতঃ (সুখিতঃ) ক্রীড়ন্ আত্মপাতং (পুণ্যান্তে ততঃ ভ্রংশং) ন বেদ॥ ২৫॥

ক্ষুদ্রঘণ্টিকাসমূহে শোভমান কামগ বিমান দ্বারা নন্দনকাননাদিতে স্ত্রীদিগের সহিত সুখে ক্রীড়া করিতে করিতে পুণ্যক্ষয়ে তাঁহারা নিজের পতন জানিতে পারেন না॥ ২৫॥

তাবৎ প্রমোদতে স্বর্গে যাবৎ পুণ্যং সমাপ্যতে।
ক্ষীণপুণ্যঃ পতত্যর্ব্বাগনিচ্ছন্ কালচালিতঃ ॥ ২৬ ॥

যাবৎ পুণ্যং (ভোগেন) সমাপ্যতে তাবৎ স্বর্গে প্রমোদতে। ততঃ ক্ষীণ-পুণ্যঃ (তু) অনিচ্ছন্ (অপি) কালচালিতঃ (সন্) অর্ব্বাক্ পততি ॥ ২৬ ॥

যাবৎ পুণ্য ভোগ দ্বারা সমাপ্ত (না) হয়, তাবৎ স্বর্গে সুখভোগ হইয়া থাকে। পরে পুণ্যের ক্ষয় হইলে, (উহার অবশেষ থাকিতে থাকিতেই) ইচ্ছা না থাকিলেও কালবশে (বাধ্য হইয়া) অধঃপতন (পাইতে) হয় ॥ ২৬ ॥

যদ্যধর্ম্মরতঃ সঙ্গাদসতাং বাজিতেন্দ্রিয়ঃ।
কামাত্মা কৃপণো লুব্ধঃ স্ত্রৈণো ভূতবিহিংসকঃ ॥ ২৭ ॥

যদি বা অসতাং সঙ্গাৎ অধর্ম্মরতঃ অজিতেন্দ্রিয়ঃ কামাত্মা কৃপণঃ লুব্ধঃ স্ত্রৈণঃ ভূতবিহিংসকঃ স্যাৎ ॥ ২৭ ॥

যদি কেহ বা অসতের সঙ্গবশতঃ অধর্ম্মে প্রবৃত্ত অজিতেন্দ্রিয় বিষয়াবিষ্ট-চিত্ত দীনভাবাপন্ন ভোগতৃষ্ণাকুল স্ত্রৈণ হইয়া তন্নিমিত্ত প্রাণিপীড়াদায়ক হয়েন ॥ ২৭ ॥

পশূনবিধিনালভ্য প্রেতভূতগণান্ যজন্।
নরকানবশো জন্তুর্গত্বা যাত্যুল্বণং তমঃ ॥ ২৮ ॥

অবিধিনা (শাস্ত্রবিধানং বিনা এব) পশূন্ আলভ্য (হত্বা) প্রেতভূতগণান্ যজন্ (যষ্ট্বা সঃ) জন্তুঃ (মনুষ্যঃ) অবশঃ (সন্) নরকান্ গত্বা উল্বণং (ঘোরং) তমঃ (অজ্ঞানবহুলং স্থাবরাদিযোনিং) যাতি ॥ ২৮ ॥

অবিধিপূর্ব্বক পশু সকল হনন করিয়া প্রেত ও ভূত সকলের পূজা করিয়া সেই মনুষ্য অবশভাবে নরকে যাইয়া ঘোর অজ্ঞানবহুল স্থাবরযোনি প্রাপ্ত হয়েন ॥ ২৮ ॥

"অবিধিপূর্ব্বক" ইত্যাদি। ধার্ম্মিক ও অধার্ম্মিক ভেদে কর্ম্মের অধিকারী দ্বিবিধ। ধার্ম্মিকের অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের নাম শুভকর্ম্ম এবং অধার্ম্মিকের অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের নাম অশুভ কর্ম্ম। যে কর্ম্ম জগতের মঙ্গল করে, তাহাকেই শুভকর্ম্ম বলা যায়। আর যে কর্ম্ম জগতের অমঙ্গল করে, তাহাকেই অশুভকর্ম্ম বলা যায়। শাস্ত্রনিষিদ্ধ নরকাদি অনিষ্টের সাধন জীবহিংসাদি কর্ম্ম সকল জগতের অমঙ্গলকর বলিয়া অশুভ এবং শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম সকল জগতের মঙ্গলকর বলিয়া শুভ। শুভকর্ম্ম সকল কাম্য, নিত্য, নৈমিত্তিক ও অকাম্য ভেদে চতুর্ব্বিধ।

স্বর্গাদির সাধন যজ্ঞাদি কর্ম্ম সকল কাম্যকর্ম্ম। কাম্যকর্ম্মগুলি সাক্ষাৎসম্বন্ধে সর্ব্বজগতের হিতকর না হইলেও অনুষ্ঠানকর্ত্তা প্রভৃতির হিতকর হইয়া জগতের হিতকরই হইয়া থাকে। অকরণে প্রত্যবায়জনক সন্ধ্যাবন্দন ও অগ্নিহোত্রাদি নিত্যকর্ম্ম সকল, পুত্রজন্মাদির অনুবন্ধি জাতেষ্টি প্রভৃতি নৈমিত্তিক কর্ম্ম সকল এবং দুঃরিতক্ষয়সাধক চান্দ্রায়ণাদি প্রায়শ্চিত্তাত্মক কর্ম্ম সকল সাক্ষাৎসম্বন্ধে সর্ব্বজগতের হিতকর। এই সকল কর্ম্ম মনুষ্যের চিত্তশুদ্ধি উৎপাদন করিয়া থাকে। নিষিদ্ধ কর্ম্ম অহিতকর বলিয়া এবং কাম্যকর্ম্ম অহিতকর না হইয়াও মুক্তিব প্রতিবন্ধক বলিয়া মুমুক্ষু ব্যক্তি কর্ত্তৃক পরিত্যজ্য। আর কাম্যাদি কর্ম্মত্রয় অকাম্য কর্ম্মের ন্যায় উৎকৃষ্ট না হইলেও চিত্তশুদ্ধিকর বলিয়াই পুরুষের গ্রাহ্য ॥ ২৮ ॥

কর্ম্মাণি দুঃখোদর্কাণি কুর্ব্বন্ দেহেন তৈঃ পুনঃ।
দেহমাভজতে তত্র কিং সুখং মর্ত্ত্যধর্ম্মিণঃ ॥ ২৯ ॥

দেহেন দুঃখোদর্কাণি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ তৈঃ (কৃতৈঃ কর্ম্মভিঃ) পুনঃ দেহম্ আভজতে (প্রাপ্নোতি)। তত্র (এবং সংসারচক্রে বর্ত্তমানস্য) মর্ত্ত্যধর্ম্মিণঃ কিং সুখম্ ॥ ২৯ ॥

ঐ দেহ দ্বারা দুঃখ যাহাব উত্তবফল এতাদৃশ কর্ম্ম সকল কবিয়া ঐ কৃত কর্ম্ম সকল দ্বারা পুনর্ব্বাব দেহ প্রাপ্ত হইতে হয়। এইরূপে সংসারচক্রে বর্ত্তমান ঐ মবণধর্ম্মী মনুষ্যের কি সুখ ? ॥ ২৯ ॥

লোকানাং লোকপালানাং মত্তয়ং কল্পজীবিনাম্।
ব্রহ্মণোঽপি ভয়ং মত্তো দ্বিপরার্দ্ধপরায়ুষঃ ॥ ৩০ ॥

কল্পজীবিনাং লোকানাং লোকপালানাং (চ) মত্তয়ম্। দ্বিপরার্দ্ধপরায়ুষঃ (দ্বৌ পরার্দ্ধৌ পবমায়ুঃ যস্য তস্য) ব্রহ্মণঃ অপি মত্তঃ ভয়ং (ভবতি) ॥ ৩০ ॥

কল্পান্তজীবী লোক সকলের ও লোকপাল সকলের আমা হইতে ভয় আছে। দ্বিপরার্দ্ধপরমায়ু ব্রহ্মাবও আমা হইতে ভয় আছে, (অতএব কর্ম্মজড় ব্যক্তি-দিগের মত অতীব অকিঞ্চিৎকর জানিবে) ॥ ৩০ ॥

"কল্পান্তজীবী" ইত্যাদি। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারিটি যুগে একটি মহাযুগ হয়। ঐরূপ এক সহস্র মহাযুগে এক কল্প হয়। এই কল্পই ব্রহ্মার দিন। ব্রহ্মার রাত্রির পরিমাণও এক কল্প। এই প্রকার দিনরাত্রি-সংখ্যায় একশত বৎসর ব্রহ্মার আয়ুঃ। ব্রহ্মার আয়ুঃ জগতের সকলের আয়ুঃ

হইতে অধিক বলিয়া তাঁহার আয়ুকে পরমায়ু বা পরায়ু এবং তাঁহার আয়ুর অর্দ্ধাংশকে পরার্দ্ধ বলা হইয়া থাকে। এই পরার্দ্ধ শব্দ কোন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যাকে বুঝায় না। অতএব দ্বিপরার্দ্ধপরমায়ু বলিতে তাদৃশ দুইটি পরার্দ্ধ অর্থাৎ পরমায়ুর অর্দ্ধাংশ মিলিয়া পূর্ণ হইয়াছে আয়ুঃ যাঁহার, ইহাই বুঝিতে হইবে। অন্যথা জ্যোতিষ সিদ্ধান্তের সহিত বিরোধ ঘটে ॥ ৩০ ॥

গুণাঃ সৃজন্তি কর্ম্মাণি গুণোঽনুসৃজতে গুণান্।
জীবস্তু গুণসংযুক্তো ভুঙ্‌ক্তে কর্ম্মফলান্যসৌ ॥ ৩১ ॥

গুণাঃ (গুণকার্য্যাণি ইন্দ্রিয়াণি) কর্ম্মাণি সৃজন্তি। গুণঃ (সত্ত্বাদিঃ) গুণান্ (ইন্দ্রিয়াণি) অনুসৃজতে (প্রবর্ত্তয়তি)। গুণসংযুক্তঃ (ইন্দ্রিয়সংযুক্তঃ) অসৌ জীবঃ তু কর্ম্মফলানি ভুঙ্‌ক্তে ॥ ৩১ ॥

গুণ অর্থাৎ গুণকার্য্য যে ইন্দ্রিয় সকল তাহারাই কর্ম্মসমূহের সৃষ্টি করে। আবার সত্ত্বাদি প্রকৃতির গুণ সকল ঐ ইন্দ্রিয় সকলকে প্রকৃতির নিয়মানুসারে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করে। ইন্দ্রিয়সংযুক্ত ঐ জীব কিন্তু কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে ॥ ৩১ ॥

"গুণ অর্থাৎ গুণকার্য্য" ইত্যাদি। (বিশেষতঃ সাংখ্যমতাবলম্বীরা জীবের স্বতঃকর্ত্তৃত্ব বা ভোক্তৃত্ব স্বীকারই করেন না। সাংখ্যমতে) জীব যে কিছু কর্ম্ম করেন, ইন্দ্রিয় দ্বারাই তাহা সাধিত হইয়া থাকে। ঐ ইন্দ্রিয় সকল প্রকৃতির গুণ হইতে উৎপন্ন, এবং পরমাত্মা কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত প্রকৃতির গুণ সকলই ঐ ইন্দ্রিয় সকলকে যথানিয়মে কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকে। এইরূপে গুণ ও গুণকার্য্য ইন্দ্রিয় সকলই কার্য্যের কর্ত্তা হইলেও প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট অজ্ঞ জীব অহঙ্কারবশতঃ ঐ সকল ইন্দ্রিয়কৃত কর্ম্ম নিজকৃত ভাবিয়া লইয়া তত্তৎকর্ম্মের ফল বাধ্য হইয়া ভোগ করিয়া থাকেন ॥ ৩১ ॥

যাবৎ স্যাদ্ গুণবৈষম্যং তাবন্নানাত্বমাত্মনঃ।
নানাত্বমাত্মনো যাবৎ পারতন্ত্র্যং তদৈব হি ॥ ৩২ ॥

যাবৎ গুণবৈষম্যং (গুণানাং বৈষম্যম্ অহঙ্কারাদিকার্য্যরূপং) তাবৎ আত্মনঃ নানাত্বং স্যাৎ। যাবৎ আত্মনঃ নানাত্বং তদা (তাবৎ) এব হি পারতন্ত্র্যম্ ॥ ৩২ ॥

(ঐ সাংখ্যমতের উপরও মায়াবাদীরা দোষারোপ করিয়া বলিয়া থাকেন যে,) যাবৎ গুণবৈষম্য অর্থাৎ গুণ সকলের অহঙ্কার প্রভৃতি পরিণাম, তাবৎ আত্মার নানাত্ব বোধ হয়। যাবৎ আত্মার নানাত্ব বোধ, তাবৎই জীবের পরাধীনতা ॥ ৩২ ॥

যাবদস্যাস্বতন্ত্রত্বং তাবদীশ্বরতো ভয়ম্।
য এতৎ সমুপাসীরংস্তে মুহ্যন্তি শুচার্পিতাঃ ॥ ৩৩ ॥

যাবৎ অস্য (জীবস্য) অস্বতন্ত্রত্বং তাবৎ ঈশ্বরতঃ ভয়ং (ভবতি)। যে এতৎ (গুণবৈষম্যং তৎকৃতং ভোগং কর্ম্ম চ) সমুপাসীরন্ (সেবেরন্) তে শুচার্পিতাঃ (সন্তঃ) মুহ্যন্তি ॥ ৩৩ ॥

যাবৎ এই জীবের পরাধীনতা, তাবৎ ঈশ্বর হইতে ভয়। (প্রকৃত পক্ষে জীবের নানাত্ব বা অস্বাতন্ত্র্য এই দুইয়ের কোনটিই সত্য নয়। এইরূপে কি কর্ম্মজড়দিগের কি সাংখ্যমতাবলম্বীদিগের কি মায়াবাদিগের মতের অস্থিরতা দৃষ্ট হইয়া থাকে।) অতএব যাঁহারা কর্ম্মজড়দিগের মতাবলম্বী হইয়া জীবের স্বতঃ কর্ত্তৃত্ব বা ভোক্তৃত্ব স্বীকার করেন বা যাঁহারা নিরীশ্বর সাংখ্যদিগের গুণবৈষম্য পক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক জীবের কর্ত্তৃত্বাদি অস্বীকার করেন অথবা যাঁহারা মায়াবাদ আশ্রয় করিয়া উক্ত উভয় পক্ষকেই উড়াইয়া দেন, তাঁহারা সকলেই শোকগ্রস্ত হইয়া মোহিত হয়েন ॥ ৩৩ ॥

কাল আত্মাগমো লোকঃ স্বভাবো ধর্ম্ম এব বা।
ইতি মাং বহুধা প্রাহুর্গুণব্যতিকরে সতি ॥ ৩৪ ॥

গুণব্যতিকরে (মায়াক্ষোভে) সতি মাং কালঃ আত্মা আগমঃ লোকঃ স্বভাবঃ ধর্ম্মঃ এব বা ইতি বহুধা প্রাহুঃ ॥ ৩৪ ॥

মায়ার ক্ষোভ হইলে, আমাকে কাল আত্মা আগম লোক স্বভাব ও ধর্ম্ম ইত্যাদি বহু প্রকার বলিয়া থাকে ॥ ৩৪ ॥

"মায়ার ক্ষোভ হইলে" ইত্যাদি। মায়াগুণ দ্বারা পরাভূত লোক সকল শ্রুতিস্মৃতিযুক্তিবিরুদ্ধ অনীশ্বরবাদী হইয়া, নানা কথাই বলিয়া থাকে। তদনুসারে কর্ম্মজড়েরা আমাকে বিশ্বব্যবহারের কারণস্বরূপ কাল, আত্মা, আগম ও লোক বলিয়া কল্পনা করিয়া থাকে। সাংখ্যেরা আমাকে পরিণামহেতু স্বভাব বলিয়া থাকে। এবং মায়াবাদীরা আমাকে ধর্ম্ম অর্থাৎ সত্তামাত্র বলিয়া থাকে। উহাদের কেহই আমার যথাবৎ স্বরূপ বলিতে পারে না। কিন্তু উহারা যাহাই কেন বলুক না, ঈশ্বরকারণবাদীদিগের পক্ষে কিছুই অসঙ্গত হয় না। তাঁহাদের মতে ঐ সকলই আমারই আশ্রিত। অতএব জীবের কর্ম্মবন্ধন মোচনের জন্য নিবৃত্তিই শ্রেয়ঃ ॥ ৩৪ ॥

উদ্ধব উবাচ।

গুণেষু বর্ত্তমানোঽপি দেহজেষনপাবৃতঃ।
গুণৈর্ন বধ্যতে দেহী বধ্যতে বা কথং বিভো ॥ ৩৫ ॥

(হে) বিভো! গুণেষু বর্ত্তমানঃ অপি দেহী গুণৈঃ দেহজেষু (কর্ম্মসু) চ কথং ন বধ্যতে? অনপাবৃতঃ (ইতি চেৎ কথং) বা বধ্যতে? ॥ ৩৫ ॥

হে বিভো! দেহী গুণে বর্ত্তমান থাকিয়াও গুণ দ্বারা দেহজ সুখদুঃখাদিতে বদ্ধ হয় না কেন? অনাবৃত বলিয়া তদ্রূপ হইলেই বা বদ্ধ হয় কিরূপে? ॥ ৩৫ ॥

কথং বর্ত্তেত বিহরেৎ কৈর্ব্বা জ্ঞায়েত লক্ষণৈঃ।
কিং ভুঞ্জীতোত বিসৃজেৎ শয়ীতাসীত যাতি বা ॥ ৩৬ ॥
এতদচ্যুত মে ব্রূহি প্রশ্নং প্রশ্নবিদাং বর।
নিত্যবদ্ধো নিত্যমুক্ত এক এবেতি মে ভ্রমঃ ॥ ৩৭ ॥

(সঃ) কথং বর্ত্তেত বিহরেৎ কৈঃ বা লক্ষণৈঃ জ্ঞায়েত কিং ভুঞ্জীত উত বিসৃজেৎ শয়ীত আসীত যাতি বা? (হে) প্রশ্নবিদাং বর! অচ্যুত! মে (মম) এতৎ প্রশ্নং ব্রূহি। একঃ এব (সঃ) নিত্যবদ্ধঃ নিত্যমুক্তঃ ইতি মে (মম) ভ্রমঃ (ভবতি) ॥ ৩৬-৩৭ ॥

তিনি কিরূপে জীবন ধারণ করেন, বিহার করেন, কি কি লক্ষণ দ্বারাই বা পরিচিত হয়েন, কি ভোজন করেন, কি ত্যাগ করেন, এবং তাঁহার শয়ন উপবেশন ও গমনই বা কিরূপ? হে প্রশ্নবেত্তাদিগের প্রধান! অচ্যুত! আমার এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করুন। একই সেই জীব নিত্যবদ্ধ ও নিত্যমুক্ত আমার এই ভ্রম হইতেছে ॥ ৩৬-৩৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ একাদশস্কন্ধে শ্রীভগবদুদ্ধবসংবাদে দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

বদ্ধো মুক্ত ইতি ব্যাখ্যা গুণতো মে ন বস্তুতঃ।
গুণস্য মায়ামূলত্বান্ন মে মোক্ষো ন বন্ধনম্ ॥ ১ ॥

আত্মা বদ্ধঃ মুক্তঃ ইতি (যা) ব্যাখ্যা (উক্তিঃ, সা) মে গুণতঃ (মদ্গুণ-পারতন্ত্র্যাৎ) ন (তু) বস্তুতঃ। গুণস্য (দেহেন্দ্রিয়াদিগুণসম্বন্ধস্য) মায়ামূলত্বাৎ (মিথ্যা এব স্ফোরণাৎ) ন বন্ধনং ন মোক্ষঃ (চ ইতি) মে (মম মতম্) ॥ ১ ॥

আত্মা বদ্ধ আত্মা মুক্ত এই যে উক্তি, তাহা আমার গুণের অধীন বলিয়া, স্বরূপতঃ নহে। দেহেন্দ্রিয়াদিগুণসম্বন্ধের মায়ামূলকত্ব হেতু অর্থাৎ মিথ্যা স্ফোরণ হেতু জীবের বন্ধনও নাই মোক্ষও নাই, ইহাই আমার মত ॥ ১ ॥

শোকমোহৌ সুখং দুঃখং দেহাপত্তিশ্চ মায়য়া।
স্বপ্নো যথাত্মনঃ খ্যাতিঃ সংসৃতি র্ন তু বাস্তবী ॥ ২ ॥

যথা আত্মনঃ (বুদ্ধেঃ এব) খ্যাতিঃ (বিবর্ত্তঃ) স্বপ্নঃ, তথা শোকমোহৌ সুখং দুঃখং দেহাপত্তিঃ চ মায়যা (তদধ্যাসেন আত্মনি প্রতীয়ন্তে, অতঃ শোক-মোহাদিমত্ত্বলক্ষণা) সংসৃতিঃ ন তু বাস্তবী (বস্তুভূতা) ॥ ২ ॥

যেমন বুদ্ধিরই ভাবান্তর স্বপ্ন, তদ্রূপ শোক, মোহ, সুখ, দুঃখ ও দেহাপত্তি মায়ার অধ্যাস দ্বারা আত্মাতে প্রতীতি হইয়া থাকে। অতএব শোকমোহাদি-মত্ত্বলক্ষণ সংসার বাস্তব নহে ॥ ২ ॥

বিদ্যাবিদ্যে মম তনূ বিদ্ধ্যুদ্ধব শরীরিণাম্।
বন্ধমোক্ষকরী আদ্যে মায়য়া মে বিনির্ম্মিতে ॥ ৩ ॥

(হে) উদ্ধব! শরীরিণাং বন্ধমোক্ষকরী (বন্ধমোক্ষকর্য্যৌ) আদ্যে (অনাদী) মে (মম) মায়য়া (সঙ্কল্পরূপয়া মহাশক্ত্যা) বিনির্ম্মিতে (সৃষ্টে) বিদ্যাবিদ্যে মম তনূ (তন্যেতে বন্ধমোক্ষৌ আভ্যাম্ ইতি তনূ শক্তী) বিদ্ধি (জানীহি) ॥ ৩ ॥

হে উদ্ধব! শরীরীদিগের বন্ধকরী ও মোক্ষকরী অনাদি আমার মায়ারূপ মহাশক্তি দ্বারা সৃষ্ট এই বিদ্যা ও অবিদ্যাকে আমার শক্তি জানিবে ॥ ৩ ॥

একস্যৈব মমাংশস্য জীবস্যৈব মহামতে।
বন্ধোঽস্যাবিদ্যয়ানাদির্বিদ্যয়া চ তথেতরঃ ॥ ৪ ॥

(হে) মহামতে! একস্য এব মম অংশস্য (রশ্মিপরমাণুস্থানীয়স্য) অস্য অনাদেঃ জীবস্য এব অবিদ্যয়া বন্ধঃ তথা বিদ্যয়া চ ইতরঃ (মোক্ষঃ)॥ ৪॥

হে মহামতে! একই আমার অংশভূত এই অনাদি জীবেরই অবিদ্যা দ্বারা বন্ধ এবং বিদ্যা দ্বারা মোক্ষ জানিবে॥ ৪॥

অথ বদ্ধস্য মুক্তস্য বৈলক্ষণ্যং বদামি তে।
বিরুদ্ধধর্ম্মিণোস্তাত স্থিতয়োরেকধর্ম্মিণি॥ ৫॥

অথ (হে) তাত! একধর্ম্মিণি (একস্মিন্ ধর্ম্মিণি শরীরে নিয়ম্যনিয়ন্তৃরূপেণ) স্থিতয়োঃ বিরুদ্ধধর্ম্মিণোঃ (শোকানন্দধর্ম্মবতোঃ জীবেশ্বরয়োঃ) বদ্ধস্য মুক্তস্য (চ জীবস্য) বৈলক্ষণ্যং তে (তুভ্যং) বদামি (কথয়ামি)॥ ৫॥

অনন্তর হে তাত! একই শরীরে নিয়ম্যনিয়ন্তৃরূপে অবস্থিত শোকরূপ ও আনন্দরূপ বিরুদ্ধধর্ম্ম বিশিষ্ট জীব ও ঈশ্বরের এবং বদ্ধ ও মুক্ত জীবের বৈলক্ষণ্য তোমাকে বলিতেছি॥ ৫॥

সুপর্ণাবেতৌ সদৃশৌ সখায়ৌ
যদৃচ্ছয়ৈতৌ কৃতনীড়ৌ চ বৃক্ষে।
একস্তয়োঃ খাদতি পিপ্পলান্ন-
মন্যো নিরন্নোঽপি বলেন ভূয়ান্॥ ৬॥

(বৃক্ষাৎ পৃথগ্‌ভূতৌ) সুপর্ণৌ (পক্ষিণৌ ইব দেহাৎ পৃথগ্‌ভূতৌ) এতৌ (জীবেশ্বরৌ চিদ্রূপত্বাৎ) সদৃশৌ (অবিয়োগাৎ ঐকমত্যাৎ চ) সখায়ৌ। এতৌ যদৃচ্ছয়া বৃক্ষে (বৃশ্চ্যতে ইতি বৃক্ষঃ দেহঃ তস্মিন্) কৃতনীড়ৌ (কৃতনিকেতনৌ) চ। তয়োঃ (মধ্যে) একঃ (জীবঃ) পিপ্পলান্নং (পিপ্পলঃ অশ্বত্থঃ দেহঃ তস্মিন্ অদনীয়ং কর্ম্মফলং সুখদুঃখাদিকং) খাদতি (ভক্ষয়তি, অনুভবতি)। অন্যঃ (ঈশ্বরঃ তু) নিরন্নঃ (নিজানন্দতৃপ্তত্বাৎ কর্ম্মফলবিষয়ভোগরহিতঃ) অপি বলেন (জ্ঞানাদিশক্ত্যা) ভূয়ান্ (অধিকঃ)॥ ৬॥

বৃক্ষ হইতে পৃথগ্‌ভূত পক্ষিদ্বয়ের ন্যায় দেহ হইতে পৃথগ্‌ভূত এই জীব ও ঈশ্বর চিদ্রূপত্বহেতু তুল্য এবং পরস্পর অবিয়োগহেতু সখিভাবাপন্ন। ইহাঁরা যদৃচ্ছাক্রমে দেহরূপ বৃক্ষে কুলায় নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ইহাঁদের মধ্যে এক যে জীবরূপ পক্ষী তিনি দেহরূপ অশ্বত্থবৃক্ষে অদনীয় কর্ম্মফল সুখদুঃখাদি ভোগ করেন। আর অন্য ঈশ্বররূপ পক্ষী কিন্তু নিজানন্দে তৃপ্তিবশতঃ কর্ম্মফলভূত বিষয়ভোগে বিমুখ হইয়াও জ্ঞানাদিশক্তি দ্বারা অধিক হয়েন॥ ৬॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

(১৯শ খণ্ডে প্রকাশিতের পর)

যিনি দেবতাদিগের অধিপতি, যাঁহাতে লোক সকল অধিষ্ঠিত রহিয়াছে, যিনি এই দ্বিপদ মনুষ্যাদির ও চতুষ্পদ পশ্বাদির নিয়ন্তা, সেই কোন দেবতাকে হবি দ্বারা পরিচর্য্যা করিব ॥ ১৩ ॥

সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মং কলিলস্য মধ্যে
বিশ্বস্য স্রষ্টারমনেকরূপম্।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং
জ্ঞাত্বা শিবং শান্তিমত্যন্তমেতি ॥ ১৪ ॥

সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মং কলিলস্য (অবিজ্ঞাতৎকার্য্যাত্মকদুর্গস্য) মধ্যে (অন্তঃ সাক্ষি-রূপেণাবস্থিতং) বিশ্বস্য স্রষ্টারম্ অনেকরূপং, বিশ্বস্য একং পরিবেষ্টিতারং শিবং (মঙ্গলময়ং পরমেশ্বরং) জ্ঞাত্বা অত্যন্তং শান্তিম্ এতি ॥ ১৪ ॥

সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, মায়াগহনের মধ্যে অবস্থিত, বিশ্বের স্রষ্টা, অনেকরূপ, বিশ্বের এক পরিবেষ্টিতা, মঙ্গলময় পরমেশ্বরকে জানিয়া নিত্য শান্তি লাভ করেন ॥ ১৪ ॥

স এব কালে ভুবনস্যাস্য গোপ্তা
বিশ্বাধিপঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ।
যস্মিন্ যুক্তা ব্রহ্মর্ষয়ো দেবতাশ্চ
তমেবং জ্ঞাত্বা মৃত্যুপাশাংশ্ছিনত্তি ॥ ১৫ ॥

সঃ এব কালে অস্য ভুবনস্য গোপ্তা (রক্ষিতা) বিশ্বাধিপঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ। যস্মিন্ ব্রহ্মর্ষয়ঃ দেবতাঃ চ যুক্তাঃ। তম্ এবং জ্ঞাত্বা মৃত্যুপাশান্ ছিনত্তি ॥ ১৫ ॥

তিনিই কালে এই ভুবনের রক্ষাকর্ত্তা বিশ্বাধিপতি ও সর্ব্বভূতে গূঢ়ভাবে বিরাজ করেন। যাঁহাতে ব্রহ্মর্ষি সকল ও দেবতা সকল যুক্ত হয়েন। তাঁহাকে এইরূপ জানিয়া মৃত্যুপাশ ছেদন করেন ॥ ১৫ ॥

ঘৃতাৎ পরং মণ্ডমিবাতিসূক্ষ্মং
জ্ঞাত্বা শিবং সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ম্।

বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ ॥ ১৬ ॥

ঘৃতাৎ পরং (ঘৃতোপরি বিদ্যমানং) মণ্ডম্ (সারম্) ইব অতিসূক্ষ্মং সর্ব্ব-ভূতেষু গূঢ়ং শিবং বিশ্বস্য একং পরিবেষ্টিতারং দেবং জ্ঞাত্বা সর্ব্বপাশৈঃ মুচ্যতে ॥ ১৬ ॥

ঘৃতোপরি বিদ্যমান মণ্ড অর্থাৎ সারের ন্যায় অতিসূক্ষ্ম সর্ব্বভূতে গূঢ়রূপে অবস্থিত মঙ্গলময় বিশ্বের একমাত্র পরিবেষ্টিতা দেবকে জানিয়া সকল পাশ হইতে মুক্ত হয়েন ॥ ১৬ ॥

এষ দেবো বিশ্বকর্ম্মা মহাত্মা
সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।
হৃদা মনীষা মনসাভিকৢপ্তো
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥ ১৭ ॥

এষঃ দেবঃ বিশ্বকর্ম্মা মহাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে হৃদা (হৃদয়স্থিতেন) *মনীষা (মনঃ ঈষ্টে নিয়ময়তি ইতি মনীট্ বিবেকবুদ্ধিঃ তয়া) মনসা (তত্ত্ব-জ্ঞানেন চ) অভিকৢপ্তঃ (প্রকাশিতঃ ভবতি)। যে এতৎ বিদুঃ তে অমৃতাঃ ভবন্তি ॥ ১৭ ॥

এই দেব বিশ্বকর্ম্মা মহাত্মা সদা জনসমূহের হৃদয়ে হৃদয়স্থিত বিবেকবুদ্ধি ও তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা প্রকাশিত হয়েন। যাঁহারা ইহা জানেন, তাঁহাবা অমর হয়েন ॥ ১৭ ॥

যদাতমস্তন্ন দিবা ন রাত্রি-
র্ন সন্ন চাসচ্ছিব এব কেবলঃ।
তদক্ষরং তৎ সবিতুর্বরেণ্যং
প্রজ্ঞা চ তস্মাৎ প্রসৃতা পুরাণী ॥ ১৮ ॥

যদা (যস্যাম্ অবস্থায়াম্) অতমঃ (জ্ঞানং ভবতি), তৎ (তদা) ন দিবা ন রাত্রিঃ, ন সন্ (সৎ) ন চ অসন্ (অসৎ), কেবলঃ শিবঃ এব। তৎ অক্ষরং, তৎ সবিতুঃ বরেণ্যং (বরণীয়ং তেজঃ), তস্মাৎ চ পুরাণী প্রজ্ঞা প্রসৃতা ॥ ১৮ ॥

যে সময়ে জ্ঞানের উদয় হয়, তখন দিবাও থাকে না, রাত্রিও থাকে না, সৎও থাকে না, অসৎও থাকে না, কেবল মঙ্গলময়ই থাকেন। তিনিই অক্ষর, তিনিই সবিতার বরণীয় তেজ, তাঁহা হইতেই সনাতন জ্ঞান প্রসৃত হয় ॥ ১৮ ॥

নৈনমূর্দ্ধং ন তির্য্যঞ্চং ন মধ্যে পরিজগ্রভৎ।
ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্ যশঃ ॥ ১৯ ॥

এনম্ ঊর্দ্ধং ন তির্য্যক্ ন মধ্যে (কশ্চিৎ অপি) পরিজগ্রভৎ (পরিগ্রহীতুং শক্নুয়াৎ)। তস্য প্রতিমা ন অস্তি, যস্য নাম মহৎ যশঃ ॥ ১৯ ॥

ইহাঁকে ঊর্দ্ধে অধোদিকে বা মধ্যে কেহই পরিগ্রহ করিতে পারে না। তাঁহার উপমা নাই, যাঁহার নাম মহৎ যশ ॥ ১৯ ॥

ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য
ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্।
হৃদা হৃদিস্থং মনসা য এন-
মেবং বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥ ২০ ॥

অস্য রূপং সন্দৃশে (চক্ষুরাদিগ্রহণযোগ্যপ্রদেশে) ন তিষ্ঠতি। কশ্চন এনং চক্ষুষা ন পশ্যতি। যে হৃদিস্থম্ এনং হৃদা মনসা এবং বিদুঃ তে অমৃতাঃ ভবন্তি ॥ ২০ ॥

ইহাঁর রূপ চক্ষুরাদিগ্রহণযোগ্যক্ষেত্রে অবস্থিতি করে না। কেহ ইহাঁকে চক্ষু দ্বারা দর্শন করে না। যাঁহারা হৃদিস্থ এই পরমেশ্বরকে শুদ্ধবুদ্ধি দ্বারা মন দ্বারা এইরূপ জানেন, তাঁহারা অমৃত হয়েন ॥ ২০ ॥

অজাত ইত্যেবং কশ্চিদ্ভীরুঃ প্রতিপদ্যতে।
রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্ ॥ ২১ ॥

ত্বম্ (অজাতঃ) ইতি এবং (সংসারাৎ) ভীরুঃ (ভীতঃ সন্) কশ্চিৎ (ত্বাং শরণং) প্রতিপদ্যতে। (হে) রুদ্র! যৎ তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং নিত্যং পাহি ॥ ২১ ॥

তুমি জন্মাদিরহিত এইরূপ জ্ঞানে সংসারভীত কোন ব্যক্তি তোমার শরণাপন্ন হয়। হে রুদ্র! তোমার যে দক্ষিণ মুখ তদ্দ্বারা আমাকে নিত্য রক্ষা কর ॥ ২১ ॥

মা নস্তোকে তনয়ে মা ন আয়ুষি
মা নো গোষু মা নো অশ্বেষু রীরিষঃ।
বীরান্ মা নো রুদ্র ভাবিতোবধী-
র্হবিষ্মন্তঃ সদসি ত্বা হবামহে ॥ ২২ ॥

(হে) রুদ্র! নঃ (অস্মাকং) তোকে (পুত্রে) তনয়ে (পৌত্রে) মা

রীরিষঃ (রোষণং বিনাশং মা অকার্ষীঃ)। মা নঃ আয়ুষি, মা নঃ গোষু মা নঃ অশ্বেষু (চ রীরিষঃ)। নঃ (অস্মাকং) বীরান্ ভামিতঃ (ক্রোধিতঃ সন্) মা বধীঃ। হবিষ্মন্তঃ (হবিষা যুক্তাঃ বয়ং) ত্বা (ত্বাং) সদসি হবামহে (আহ্বয়ামঃ)। "সদসি ত্বা" ইত্যত্র "সদমিত্বা" ইতি বা পাঠঃ। তত্র সদম্ (সদা) ইৎ (এব) ত্বা (ত্বাম্) ইত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

হে রুদ্র! আমাদিগের পুত্রে পৌত্রে বিনাশ আনয়ন করিও না। আমাদিগের জীবনে আমাদিগের গো সকলে বা অশ্ব সকলেও বিনাশ আনয়ন করিও না। আমাদিগের বিক্রমশালী ভৃত্যসমূহের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াও তাহাদিগকে বিনাশ করিও না। আমরা হবনীয় দ্রব্য লইয়া তোমাকে যজ্ঞস্থলে আহ্বান করিতেছি ॥ ২২ ॥

ইতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎসু চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

দ্বে অক্ষরে ব্রহ্মপরে ত্বনন্তে
বিদ্যাবিদ্যে নিহিতে যত্র গূঢ়ে।
ক্ষরন্ত্ববিদ্যা হ্যমৃতং তু বিদ্যা
বিদ্যাবিদ্যে ঈশতে যস্তু সোঽন্যঃ ॥ ১ ॥

যত্র অক্ষরে অনন্তে ব্রহ্মপরে (ব্রহ্মণঃ হিরণ্যগর্ভাৎ পরে পরব্রহ্মণি বা) তু দ্বে বিদ্যাবিদ্যে গূঢ়ে (অনভিব্যক্তে) নিহিতে (স্থাপিতে)। ক্ষরং তু অবিদ্যা, অমৃতং তু হি বিদ্যা। যঃ তু বিদ্যাবিদ্যে ঈশতে (নিয়ময়তি) সঃ তাভ্যাম্ অন্যঃ ॥ ১ ॥

যে অক্ষয় অনন্ত পরব্রহ্মে দুই বিদ্যা ও অবিদ্যা গূঢ়ভাবে নিহিত আছে। তন্মধ্যে ক্ষয় যাহা, তাহাই অবিদ্যা এবং অমৃত যাহা, তাহাই বিদ্যা। যিনি বিদ্যা ও অবিদ্যাকে নিয়মিত করেন, তিনি তাহাদিগের হইতে ভিন্ন ॥ ১ ॥

যো যোনিং যোনিমধিতিষ্ঠত্যেকো
বিশ্বানি রূপাণি যোনীশ্চ সর্ব্বাঃ।
ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে
জ্ঞানৈর্বিভর্ত্তি জায়মানঞ্চ পশ্যেৎ ॥ ২ ॥

যঃ একঃ যোনিং যোনিম্ অধিতিষ্ঠতি, বিশ্বানি (সর্ব্বাণি) রূপাণি সর্ব্বাঃ যোনীঃ (প্রভবস্থানানি) চ (অধিতিষ্ঠতি), যঃ অগ্রে প্রসূতং তং কপিলম্ ঋষিং জ্ঞানৈঃ বিভর্ত্তি জায়মানং চ পশ্যেৎ (অপশ্যৎ) ॥ ২ ॥

যে এক পরব্রহ্ম দেহে দেহে অধিষ্ঠান করিতেছেন, এবং সকল রূপে ও সকল উৎপত্তিস্থানেই অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন, যিনি অগ্রে প্রসূত সেই কপিল ঋষিকে জ্ঞান দ্বারা পোষণ করেন ও উৎপন্ন হইতে দেখেন ॥ ২ ॥

একৈকং জালং বহুধা বিকুর্ব্ব-
ন্নস্মিন্ ক্ষেত্রে সংহরত্যেষ দেবঃ।
ভূয়ঃ সৃষ্ট্বা পতয়স্তথেশঃ
সর্ব্বাধিপত্যং কুরুতে মহাত্মা ॥ ৩ ॥

এষঃ দেবঃ অস্মিন্ ক্ষেত্রে একৈকং জালং বহুধা (নানাপ্রকারং) বিকুর্ব্বন্ সংহরতি। মহাত্মা ঈশঃ তথা ভূয়ঃ পতয়ঃ সৃষ্ট্বা সর্ব্বাধিপত্যং কুরুতে ॥ ৩ ॥

এই দেব এই ক্ষেত্রে এক একটি জাল নানাপ্রকারে বিস্তার করিয়া সংহার করিয়া থাকেন। মহাত্মা ঈশ্বর তদ্রূপ পুনর্ব্বার প্রজাপতিদিগকে সৃষ্টি করিয়া সকলের আধিপত্য করেন ॥ ৩ ॥

সর্ব্বা দিশ ঊর্দ্ধমধশ্চ তির্য্যক্
প্রকাশয়ন্ ভ্রাজতে যদ্বনড্বান্।
এবং স দেবো ভগবান্ বরেণ্যো
যোনিস্বভাবানধিতিষ্ঠত্যেকঃ ॥ ৪ ॥

যৎ উ (যদ্বৎ, যথা) অনড্বান্ (আদিত্যঃ) ঊর্দ্ধম্ অধঃ তির্য্যক্ চ সর্ব্বাঃ দিশঃ প্রকাশয়ন্ ভ্রাজতে এবং বরেণ্যঃ সঃ দেবঃ ভগবান্ একঃ (এব) যোনি-স্বভাবান্ অধিতিষ্ঠতি ॥ ৪ ॥

যেমন আদিত্য ঊর্দ্ধ অধঃ ও তির্য্যক্ সকল দিক্‌কেই প্রকাশ করিয়া দীপ্তি পান, তদ্রূপ বরেণ্য সেই দেব ভগবান্ একাকী কারণস্বভাব যে পৃথিব্যাদি তাহাদিগকে অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন ॥ ৪ ॥

যচ্চ স্বভাবং পচতি বিশ্বযোনিঃ
পাচ্যাংশ্চ সর্ব্বান্ পরিণাময়েদ্ যঃ।

সর্ব্বমেতদ্ বিশ্বমধিতিষ্ঠত্যেকো
গুণাংশ্চ সর্ব্বান্ বিনিযোজয়েদ্ যঃ ॥ ৫ ॥

যৎ (যঃ) চ বিশ্বযোনিঃ স্বভাবং পচতি (নিষ্পাদয়তি) যঃ চ পাচ্যান্ সর্ব্বান্ পরিণাময়েৎ, (যঃ চ) একঃ এতৎ বিশ্বম্ অধিতিষ্ঠতি, যঃ চ সর্ব্বান্ গুণান্ বিনিযোজয়েৎ ॥ ৫ ॥

যে বিশ্বযোনি পরব্রহ্ম বস্তু সকলের স্বভাবকে পাক করেন, যিনি পাকযোগ্য সকল বস্তুকে পরিণামিত করেন, যে এক পরব্রহ্ম বিশ্বকে অধিষ্ঠান করিয়া আছেন, যিনি সকল গুণকে বিনিয়োগ করেন ॥ ৫ ॥

তদ্বেদগুহ্যোপনিষৎসু গূঢ়ং
তদ্ ব্রহ্মা বেদতে ব্রহ্মযোনিম্।
যে পূর্ব্বং দেবা ঋষয়শ্চ তদ্বিদু-
স্তে তন্ময়া অমৃতা বৈ বভুবুঃ ৬ ॥

তৎ (যৎ) বেদগুহ্যোপনিষৎসু গূঢ়ং তৎ ব্রহ্মযোনিং ব্রহ্মা বেদতে বেত্তি। পূর্ব্বং যে দেবাঃ ঋষয়ঃ চ তৎ বিদুঃ তে তন্ময়াঃ (সন্তঃ) অমৃতাঃ বৈ বভুবুঃ ॥ ৬ ॥

যাহা বেদগুহ্য উপনিষৎসমূহে গূঢ় আছে, সেই ব্রহ্মযোনিকে ব্রহ্মা জানেন। পূর্ব্বে যে সকল দেবতা ও ঋষি তাঁহাকে জানিয়াছিলেন, তাঁহারা তন্ময় হইয়া অমরত্বই লাভ করিয়াছিলেন ॥ ৬ ॥

গুণান্বয়ো যঃ ফলকর্ম্মকর্ত্তা
কৃতস্য তস্যৈব স চোপভোক্তা।
স বিশ্বরূপস্ত্রিগুণস্ত্রিবর্ত্মা
প্রাণাধিপঃ সঞ্চরতি স্বকর্ম্মভিঃ ॥ ৭ ॥

যঃ গুণান্বয়ঃ (গুণৈঃ কর্ম্মজ্ঞানকৃতবাসনাময়ৈঃ অন্বয়ঃ যস্য সঃ) ফলকর্ম্মকর্ত্তা (ফলানাং ফলবতাং কর্ম্মণাং কর্ত্তা) সঃ এব চ কৃতস্য তস্য (কর্ম্মণঃ ফলস্য) উপভোক্তা। সঃ বিশ্বরূপঃ ত্রিগুণঃ ত্রিবর্ত্মা প্রাণাধিপঃ স্বকর্ম্মভিঃ সঞ্চরতি ॥ ৭ ॥

যিনি গুণযুক্ত ও সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা, তিনিই ঐ কৃত কর্ম্মের ফলের ভোক্তা। সেই বিশ্বরূপ পুরুষই ত্রিগুণময় ত্রিবর্ত্মা ও প্রাণাধিপ জীবরূপে নিজ কর্ম্ম দ্বারা সঞ্চরণ করিয়া থাকেন ॥ ৭ ॥

অঙ্গুষ্ঠমাত্রো রবিতুল্যরূপঃ
সঙ্কল্পাহঙ্কারসমন্বিতো যঃ।
বুদ্ধের্গুণেনাত্মগুণেন চৈব
আরাগ্রমাত্রো হ্যপরোঽপি দৃষ্টঃ ॥ ৮ ॥

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ রবিতুল্যরূপঃ সঙ্কল্পাহঙ্কারসমন্বিতঃ যঃ আরাগ্রমাত্রঃ (প্রতোদাগ্রপ্রোতলোহকণ্টকাগ্রমাত্রঃ) অপরঃ অপি হি বুদ্ধেঃ গুণেন আত্মগুণেন চ এব (যুক্তঃ ইতি) দৃষ্টঃ (ভবতি) ॥ ৮ ॥

অঙ্গুষ্ঠমাত্র রবিতুল্যরূপ সঙ্কল্পযুক্ত ও অহঙ্কারসমন্বিত যে পুরুষ লৌহকণ্টকাগ্রবৎ সূক্ষ্ম ও ক্ষুদ্র হইয়াও বুদ্ধির গুণে ও আত্মার গুণেই দৃষ্ট হয়েন ॥ ৮ ॥

বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে ॥ ৯ ॥

বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ ভাগঃ জীবঃ সঃ বিজ্ঞেয়ঃ। সঃ চ আনন্ত্যায় কল্পতে ॥ ৯ ॥

কেশাগ্রের শততম ভাগের শততম ভাগকেই সেই জীব জানিতে হইবে। অথচ সেই জীব আনন্ত্যের যোগ্য হয়েন ॥ ৯ ॥

নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ ন চৈবায়ং নপুংসকঃ।
যদ্ যচ্ছরীরমাদত্তে তেন তেন স রক্ষ্যতে ॥ ১০ ॥

এষঃ (জীবঃ) ন এব স্ত্রী, ন পুমান্, ন চ এব অয়ং নপুংসকঃ। সঃ যৎ যৎ শরীরম্ আদত্তে তেন তেন রক্ষ্যতে ॥ ১০ ॥

এই জীব স্ত্রী নহেন, পুরুষ নহেন, অথবা ইনি ক্লীবও নহেন। তিনি যে যে শরীর পরিগ্রহ করেন, তাহা দ্বারা রক্ষিত হইয়া থাকেন ॥ ১০ ॥

সঙ্কল্পনস্পর্শনদৃষ্টিমোহৈ-
র্গ্রাসাম্বুবৃষ্ট্যাত্মবিবৃদ্ধিজন্ম।
কর্ম্মানুগান্যনুক্রমেণ দেহী
স্থানেষু রূপাণ্যভিসম্প্রপদ্যতে ॥ ১১ ॥

দেহী সঙ্কল্পনস্পর্শনদৃষ্টিমোহৈঃ অনুক্রমেণ স্থানেষু কর্ম্মানুগানি (কর্ম্মানুসারীণি) রূপাণি গ্রাসাম্বুবৃষ্ট্যা আত্মবিবৃদ্ধিজন্ম চ (অভিসম্প্রপদ্যতে) ॥ ১১ ॥

জীব সঙ্কল্প স্পর্শ দৃষ্টি ও মোহের বশে ক্রমান্বয়ে নানাস্থানে কর্ম্মানুসারী রূপ সকল এবং অন্ন পানীয় ও বৃষ্টি দ্বারা দেহের বৃদ্ধি ও জন্ম লাভ করিয়া থাকেন ॥ ১১ ॥

স্থূলানি সূক্ষ্মাণি বহূনি চৈব
রূপাণি দেহী স্বগুণৈর্বৃণোতি।
ক্রিয়াগুণৈরাত্মগুণৈশ্চ তেষাং
সংযোগহেতুরপরোঽপি দৃষ্টঃ ॥ ১২ ॥

দেহী স্বগুণৈঃ (বিহিতপ্রতিষিদ্ধবিষয়ানুভবসংস্কারৈঃ) স্থূলানি সূক্ষ্মাণি চ বহূনি এব রূপাণি বৃণোতি। সংযোগহেতুঃ (সঃ) অপরঃ অপি ক্রিয়াগুণৈঃ আত্মগুণৈঃ চ দৃষ্টঃ (ভবতি) ॥ ১২ ॥

দেহী নিজগুণসমূহ দ্বারা স্থূল ও সূক্ষ্ম বহু রূপকেই আবরণ করেন। সংযোগের হেতুভূত সেই জীব অপর হইয়াও ক্রিয়াগুণে ও আত্মগুণে দৃষ্ট হইয়া থাকেন ॥ ১২ ॥

অনাদ্যনন্তং কলিলস্য মধ্যে
বিশ্বস্য স্রষ্টারমনেকরূপম্।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ ॥ ১৩ ॥

অনাদ্যনন্তং কলিলস্য (গহনগভীরসংসারস্য) মধ্যে (স্থিতং) বিশ্বস্য স্রষ্টারম্ অনেকরূপং বিশ্বস্য একং পরিবেষ্টিতারং দেবং জ্ঞাত্বা সর্ব্বপাশৈঃ মুচ্যতে ॥ ১৩ ॥

অনাদি অনন্ত গহনগভীর সংসারমধ্যে অবস্থিত বিশ্বের স্রষ্টা অনেকরূপ বিশ্বের একমাত্র পরিবেষ্টিতা দেবকে জানিয়া সকল পাশ হইতে মুক্ত হয়েন ॥ ১৩ ॥

ভাবগ্রাহ্যমনীড়াখ্যং ভাবাভাবকরং শিবম্।
কলাসর্গকরং দেবং যে বিদুস্তে জহুস্তনুম্ ॥ ১৪ ॥

ভাবগ্রাহ্যং (ভক্তিগ্রাহ্যম্) অনীড়াখ্যম্ (অশরীরাখ্যং) ভাবাভাবকরং শিবং কলাসর্গকরং (কলানাং প্রাণাদিনাং সর্গকরং) দেবং যে বিদুঃ তে তনুং (শরীরং) জহুঃ (পরিত্যজেযুঃ) ॥ ১৪ ॥

ভক্তিগ্রাহ্য প্রাকৃতশরীরবর্জ্জিত উৎপত্তিপ্রলয়কর শিব প্রাণাদির সৃষ্টিকর্ত্তা দেবকে যাঁহারা জানিয়াছেন, তাঁহারা প্রাকৃত শরীর পরিত্যাগ করিয়াছেন ॥ ১৪ ॥

ইতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎসু পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ।

স্বভাবমেকে কবয়ো বদন্তি
কালং তথান্যে পরিমুহ্যমানাঃ ।
দেবস্যৈষ মহিমা তু লোকে
যেনেদং ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রম্ ॥ ১ ॥

পরিমুহ্যমানাঃ (ভ্রান্তাঃ সন্তঃ) একে কবয়ঃ (জ্ঞানিনঃ) স্বভাবং বদন্তি, তথা অন্যে কালং (বদন্তি)। লোকে তু দেবস্য এষঃ মহিমা, যেন ইদং ব্রহ্মচক্রং ভ্রাম্যতে (পরিবর্ত্ততে) ॥ ১ ॥

ভ্রান্তিবশতঃ কোন কোন জ্ঞানী স্বভাবকে এবং অন্যান্য জ্ঞানীরা কালকেই বিশ্বের আদিকারণ বলিয়া থাকেন। সংসারে পরমেশ্বরের এই মহিমা, যদ্বশে এই ব্রহ্মচক্র পরিবর্ত্তিত হইতেছে ॥ ১ ॥

যেনাবৃতং নিত্যমিদং হি সর্ব্বং
জ্ঞঃ কালকারো গুণী সর্ব্ববিদ্ যঃ ।
তেনেশিতং কর্ম্ম বিবর্ত্ততে হ
পৃথ্ব্যাপ্যতেজোঽনিলখানি চিন্ত্যম্ ॥ ২ ॥

যেন (ঈশ্বরেণ) ইদং সর্ব্বং (জগৎ) নিত্যং হি আবৃতম্। যঃ (চ) জ্ঞঃ (জ্ঞানী) কালকারঃ (কালস্য অপি কর্ত্তা) গুণী সর্ব্ববিৎ (চ)। তেন (ঈশ্বরেণ) ঈশিতং (সৎ) কর্ম্ম বিবর্ত্ততে, (যৎ কর্ম্ম) পৃথ্ব্যাপ্যতেজোনিলখানি (ইতি) চিন্ত্যম্ ॥ ২ ॥

যে ঈশ্বর কর্ত্তৃক এই সমস্ত জগৎ নিত্যই আবৃত আছে। যিনি জ্ঞানী কালের কর্ত্তা গুণী ও সর্ব্ববেত্তা। সেই ঈশ্বর কর্ত্তৃক নিয়মিত হইয়াই কর্ম্ম প্রকাশিত হইতেছে, যে কর্ম্ম আবার ক্ষিত্যাদি ভূতপঞ্চকরূপে চিন্তনীয় হয় ॥ ২ ॥

তৎ কর্ম্ম কৃত্বা বিনিবর্ত্ত্য ভূয়-
স্তত্ত্বস্য তত্ত্বেন সমেত্য যোগম্ ।
একেন দ্বাভ্যাং ত্রিভিরষ্টভির্বা
কালেন চৈবাত্মগুণৈশ্চ সূক্ষ্মৈঃ ॥ ৩ ॥

তৎ কর্ম্ম কৃত্বা বিনিবর্ত্ত্য (প্রত্যবেক্ষণং কৃত্বা) ভূয়ঃ তত্ত্বেন তত্ত্বস্য যোগং সমেত্য (সঙ্গময্য) একেন দ্বাভ্যাং ত্রিভিঃ অষ্টভিঃ বা কালেন চ সূক্ষ্মৈঃ এব আত্মগুণৈঃ (অন্তঃকরণগুণৈঃ কামাদিভিঃ) চ॥ ৩॥

ঐ পৃথিব্যাদি কর্ম্ম করিয়া প্রত্যবেক্ষণ করিয়া পুনশ্চ পৃথিব্যাদি তত্ত্বের সহিত আত্মতত্ত্বের যোগ করিয়া এক দুই তিন বা অষ্ট তত্ত্ব কাল ও সূক্ষ্ম অন্তঃকরণগুণের সহিত॥ ৩॥

আরভ্য কর্ম্মাণি গুণান্বিতানি
ভাবাংশ্চ সর্ব্বান্ বিনিযোজয়েদ্ যঃ।
তেষামভাবে কৃতকর্ম্মনাশঃ
কর্ম্মক্ষয়ে যাতি স তত্ত্বতোঽন্যঃ॥ ৪॥

গুণান্বিতানি কর্ম্মাণি আরভ্য যঃ সর্ব্বান্ চ ভাবান্ বিনিযোজয়েৎ, সঃ তেষাম্ অভাবে কৃতকর্ম্মনাশঃ (ইতি) কর্ম্মক্ষয়ে (বিশুদ্ধসত্ত্বঃ সন্) তত্ত্বতঃ (তত্ত্বেভ্যঃ) অন্যঃ যাতি॥ ৪॥

গুণান্বিত কর্ম্ম সকল আরম্ভ করিয়া, যিনি সকল ভাবকে বিনিয়োগ করেন, তিনি তাহাদিগের অভাবে কৃতকর্ম্মের নাশ হেতু কর্ম্মক্ষয়ে বিশুদ্ধসত্ত্ব হইয়া তত্ত্বসমূহ হইতে অন্য হয়েন॥ ৪॥

আদিঃ স সংযোগনিমিত্তহেতুঃ
পরস্ত্রিকালাদকালোঽপি দৃষ্টঃ।
তং বিশ্বরূপং ভবভূতমীড্যং
দেবং স্বচিত্তস্থমুপাস্য পূর্ব্বম্॥ ৫॥

সঃ আদিঃ সংযোগনিমিত্তহেতুঃ ত্রিকালাৎ পরঃ অকালঃ অপি দৃষ্টঃ (ভবতি)। তং বিশ্বরূপং ভবভূতম্ ঈড্যং স্বচিত্তস্থং দেবং পূর্ব্বম্ উপাস্য (জীবঃ মুচ্যতে)॥ ৫॥

তিনি আদি সংযোগকারণের কারণ ত্রিকালাতীত এবং অকালস্বরূপ দৃষ্ট হয়েন। সেই বিশ্বরূপ ভবভূত ঈড্য স্বচিত্তস্থ দেবকে পূর্ব্বে উপাসনা করিয়া জীব মুক্ত হয়েন॥ ৫॥

স বৃক্ষকালাকৃতিভিঃ পরোঽন্যো
যস্মাৎ প্রপঞ্চঃ পরিবর্ত্ততেঽয়ম্।

ধর্ম্মাবহং পাপনুদং ভগেশং
জ্ঞাত্বাত্মস্থমমৃতং বিশ্বধাম ॥ ৬ ॥

সঃ বৃক্ষকালাকৃতিভিঃ পরঃ অন্যঃ (চ), যস্মাৎ অয়ং প্রপঞ্চঃ পরিবর্ত্ততে। ধর্ম্মাবহং পাপনুদং ভগেশং বিশ্বধাম আত্মস্থম্ অমৃতং (পরমেশ্বরং) জ্ঞাত্বা (জীবঃ মুচ্যতে) ॥ ৬ ॥

তিনি সংসারবৃক্ষের ও কালাবয়বের অতীত ও ঐ সকল হইতে ভিন্ন, যাঁহা হইতে এই প্রপঞ্চ পরিবর্ত্তিত হয়। ধর্ম্মাবহ পাপহারী ঐশ্বর্য্যপতি বিশ্বাধার আত্মস্থ অমৃত পরমেশ্বরকে জানিয়া জীব মুক্ত হয়েন ॥ ৬ ॥

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং
তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্-
বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্ ॥ ৭ ॥

তং দেবং (বয়ম্) ঈশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং দেবতানাং পরমং চ দৈবতং পতীনাং পতিং পরস্তাৎ পরমম্ ঈড্যং ভুবনেশং বিদাম ॥ ৭ ॥

সেই দেবকে আমরা ঈশ্বরদিগের পরম মহেশ্বর দেবতাদিগেরও পরম দেবতা প্রভুদিগের প্রভু শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠতর স্তুত্য ভুবনেশ্বর বলিয়া জানি ॥ ৭ ॥

ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে
ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥ ৮ ॥

তস্য কার্য্যং করণং চ ন বিদ্যতে। তৎসমঃ অভ্যধিকঃ চ ন দৃশ্যতে। অস্য বিবিধা এব পরা শক্তিঃ স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ শ্রূয়তে ॥ ৮ ॥

তাঁহার কার্য্য এবং করণ নাই। তাঁহার সমান বা তাঁহা হইতে অধিকও দৃষ্ট হয় না। তাঁহার বিবিধাকারভাসমানা পরা শক্তি ও স্বাভাবিকী জ্ঞান ইচ্ছা ও ক্রিয়া শ্রবণ করা যায় ॥ ৮ ॥

ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্তি লোকে
ন বেশিতা নৈব চ তস্য লিঙ্গম্।

স কারণং করণাধিপাধিপো
ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ ॥ ৯ ॥

লোকে তস্য কশ্চিৎ পতিঃ ন অস্তি, ন বা ঈশিতা, তস্য লিঙ্গং চ ন এব। সঃ কারণং করণাধিপাধিপঃ। অস্য কশ্চিৎ জনিতা চ ন, ন চ অধিপঃ ॥ ৯॥

লোকে তাঁহার কেহ পতি নাই, অথবা ঈশ্বরও নাই। তাঁহার অনুমান-সাধক লিঙ্গও নাই। তিনি কারণ এবং করণাধিপতিদিগের অধিপতি। তাঁহাব কেহ জনকও নাই, অধিপতিও নাই ॥ ৯ ॥

যস্তূর্ণনাভ ইব তন্তুভিঃ প্রধানজৈঃ
স্বভাবতো দেব একঃ স্বমাবৃণোৎ।
স নো দধাদ্ ব্রহ্মাপ্যয়ম্ ॥ ১০ ॥

যঃ তু একঃ দেবঃ ঊর্ণনাভঃ ইব প্রধানজৈঃ তন্তুভিঃ স্বভাবতঃ স্বম্ (আত্মানম্) আবৃণোৎ (আবৃণোতি), সঃ নঃ (অস্মভ্যং) ব্রহ্মাপ্যয়ং দধাৎ (দদাতু) ॥ ১০ ॥

যিনি অদ্বিতীয় দেবতা, এবং ঊর্ণনাভি যেমন স্বশক্তিপ্রভব তন্তুসমূহ দ্বারা আপনাকে আবৃত করে, তদ্রূপ যিনি স্বভাবতঃ অব্যক্তপ্রভব বিষয় দ্বারা আপনাকে আবৃত করেন, তিনি আমাদিগকে ব্রহ্মাপ্যয় দান করুন ॥ ১০ ॥

একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ
সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।
কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ
সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ ॥ ১১ ॥

(সঃ) দেবঃ একঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা (চেতয়িতা) কেবলঃ (নিরুপাধিকঃ) নির্গুণঃ চ ॥১১॥

সেই দেব অদ্বিতীয়, সর্ব্বভূতে প্রচ্ছন্নভাবে স্থিত, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বভূতান্তরাত্মা, কর্ম্মাধ্যক্ষ, সর্ব্বভূতাশ্রয়, সাক্ষী, চেতয়িতা, উপাধিরহিত ও প্রাকৃতগুণবর্জ্জিত ॥ ১১ ॥

একো বশী নিষ্ক্রিয়াণাং বহূনা-
মেকং বীজং বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্ ॥ ১২ ॥

যঃ একঃ নিষ্ক্রিয়াণাং বহূনাং বশী (নিয়ামকঃ) একং বীজং বহুধা করোতি চ, আত্মস্থং তং যে ধীরাঃ অনুপশ্যন্তি, তেষাং শাশ্বতং সুখম্, ইতরেষাং ন ॥ ১২ ॥

যিনি এক হইয়াও নিষ্ক্রিয় বহু জীবেব নিয়ামক হয়েন, এবং যিনি এক জীবকে বহুধা বিভক্ত করেন, আত্মস্থ সেই পরমেশ্বরকে যে সকল ধীর ব্যক্তি দর্শন করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগেবই নিত্য সুখ লাভ হয়, অন্যের হয় না ॥ ১২ ॥

নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানা-
মেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তৎ কারণং সাংখ্যযোগাধিগম্যং
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ ॥ ১৩ ॥

(যঃ) নিত্যানাং নিত্যঃ চেতনানাং চেতনঃ (চ), যঃ একঃ বহূনাং কামান্ বিদধাতি, কারণং সাংখ্যযোগাধিগম্যং তৎ (তং) দেবং জ্ঞাত্বা সর্ব্বপাশৈঃ মুচ্যতে ॥ ১৩ ॥

যিনি নিত্য বস্তু সকলেব মধ্যে নিত্য ও চেতন বস্তু সকলের মধ্যে চেতন, এবং যিনি এক হইয়াও বহু জীবেব কাম সকল বিধান করিয়া থাকেন, কাবণভূত সাংখ্যযোগাধিগম্য সেই দেবতাকে জানিয়া জীব সকল পাশ হইতে মুক্ত হয়েন ॥ ১৩ ॥

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ॥ ১৪ ॥

তত্র সূর্য্যঃ ন ভাতি, চন্দ্রতাবকং ন (ভাতি), ইমাঃ বিদ্যুতঃ ন ভান্তি, অয়ং অগ্নিঃ কুতঃ? ভান্তং তম্ এব সর্ব্বম্ অনুভাতি, তস্য ভাসা ইদং সর্ব্বং বিভাতি ॥ ১৪ ॥

সেই পরব্রহ্মে সূর্য্য দীপ্তি পান না, চন্দ্র এবং তারা দীপ্তি পান না, এই বিদ্যুৎ সকল দীপ্তি পায় না, এই অগ্নি কোথায়? দীপ্ত সেই পরব্রহ্মেই সকল অনুদীপ্ত হয়, তাঁহার দীপ্তিতেই এই সকল দীপ্তি পাইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

একো হংসো ভুবনস্যাস্য মধ্যে
স এবাগ্নিঃ সলিলে সন্নিবিষ্টঃ।

তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥ ১৫ ॥

যঃ (পরমেশ্বরঃ) অস্য ভুবনস্য মধ্যে একঃ হংসঃ। সঃ এব সলিলে সন্নিবিষ্টঃ অগ্নিঃ। তম্ এব বিদিত্বা (জীবঃ) মৃত্যুম্ অতি-এতি (অত্যেতি)। অয়নায় অন্যঃ পন্থা ন বিদ্যতে ॥ ১৫ ॥

যে পরমেশ্বর এই ভুবনের মধ্যে একমাত্র হংস। তিনিই সলিলে সন্নিবিষ্ট অগ্নি। তাঁহাকেই জানিয়া জীব মৃত্যুকে অতিক্রম করেন। আশ্রয়ের নিমিত্ত অন্য পন্থা নাই ॥ ১৫ ॥

স বিশ্বকৃদ্ বিশ্ববিদাত্মযোনিঃ
জ্ঞঃ কালকারো গুণী সর্ব্ববিদ্ যঃ।
প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ
সংসারমোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুঃ ॥ ১৬ ॥

সঃ বিশ্বকৃৎ বিশ্ববিৎ আত্মযোনিঃ, যঃ জ্ঞঃ কালকারঃ গুণী সর্ব্ববিৎ প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতিঃ গুণেশঃ সংসারমোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুঃ (চ) ॥ ১৬ ॥

তিনি বিশ্বকর্ত্তা বিশ্ববেত্তা আত্মযোনি, যিনি জ্ঞানী কালকর্ত্তা গুণী সর্ব্ববেত্তা, প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতি গুণেশ্বর এবং সংসারের মোক্ষ স্থিতি ও বন্ধনের কারণ ॥ ১৬ ॥

স তন্ময়ো হ্যমৃত ঈশসংস্থো
জ্ঞঃ সর্ব্বগো ভুবনস্যাস্য গোপ্তা।
য ঈশে অস্য জগতো নিত্যমেব
নান্যো হেতুর্বিদ্যতে ঈশনায় ॥ ১৭ ॥

সঃ তন্ময়ঃ হি অমৃতঃ ঈশসংস্থঃ জ্ঞঃ সর্ব্বগঃ অস্য ভুবনস্য গোপ্তা, যঃ নিত্যম্ এব অস্য জগতঃ ঈশে (ঈষ্টে)। ঈশনায় অন্যঃ হেতুঃ ন বিদ্যতে ॥ ১৭ ॥

তিনি বিশ্বময়, অমৃত, ঈশিতৃস্বরূপে সংস্থিত, জ্ঞানী, সর্ব্বগত, এই ভুবনের রক্ষক, যিনি নিত্যই এই জগতের নিয়ামক। নিয়মনের অন্য হেতু বিদ্যমান নাই ॥ ১৭

যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং
যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ।

তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং
মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে ॥ ১৮ ॥

যঃ পূর্ব্বং ব্রহ্মাণং বিদধাতি, যঃ বৈ তস্মৈ (ব্রহ্মণে) বেদান্ চ প্রহিণোতি, তং হ দেবম্ আত্মবুদ্ধিপ্রকাশং মুমুক্ষুঃ অহং বৈ শরণং প্রপদ্যে ॥ ১৮ ॥

যিনি সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করেন, যিনিই সেই ব্রহ্মাকে বেদ সকল উপদেশ করেন, সেই আত্মবুদ্ধিপ্রকাশক দেবকে আমি মুক্তিলাভের অভিলাষে আশ্রয় করি ॥ ১৮ ॥

নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্।
অমৃতস্য পরং সেতুং দগ্ধেন্ধনমিবানলম্ ॥ ১৯ ॥

নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্ অমৃতস্য পরং সেতুং দগ্ধেন্ধনম্ অনলম্ ইব ॥ ১৯ ॥

নিষ্কল, নিষ্ক্রিয়, শান্ত, নিরবদ্য, নিরঞ্জন, অমৃতের পরম সেতুস্বরূপ এবং দগ্ধেন্ধন অনলের ন্যায় স্বয়ং দীপ্যমান সেই দেবতাকে আমি আশ্রয় করি ॥ ১৯ ॥

যদা চর্ম্মবদাকাশং বেষ্টয়িষ্যন্তি মানবাঃ।
তদা দেবমবিজ্ঞায় দুঃখস্যান্তো ভবিষ্যতি ॥ ২০ ॥

মানবাঃ যদা আকাশং চর্ম্মবৎ বেষ্টয়িষ্যন্তি, তদা দেবম্ অবিজ্ঞায় (অপি) দুঃখস্য অন্তঃ ভবিষ্যতি ॥ ২০ ॥

মনুষ্যগণ যখন আকাশকে চর্ম্মবৎ বেষ্টন করিবেন, তখন সেই দেবকে না জানিলেও দুঃখের অবসান হইবে; অর্থাৎ ব্যাপক আকাশকে যেমন চর্ম্মবৎ বেষ্টন করা সম্ভব হয় না, তদ্রূপ পরমেশ্বরকে না জানিলেও দুঃখের অবসান হয় না ॥ ২০ ॥

তপঃপ্রভাবাদ্দেবপ্রসাদাচ্চ
ব্রহ্ম হ শ্বেতাশ্বতরোঽথ বিদ্বান্।
অত্যাশ্রমিভ্যঃ পরমং পবিত্রং
প্রোবাচ সম্যগৃষিসঙ্ঘজুষ্টম্ ॥ ২১ ॥

বিদ্বান্ শ্বেতাশ্বতরঃ তপঃপ্রভাবাৎ দেবপ্রসাদাৎ চ পরমং পবিত্রং ঋষিসঙ্ঘজুষ্টং ব্রহ্ম হ সম্যক্ (বিজ্ঞায়) অথ অত্যাশ্রমিভ্যঃ প্রোবাচ ॥ ২১ ॥

বিদ্বান্ শ্বেতাশ্বতর তপঃপ্রভাবে ও দেবপ্রসাদে পরম পবিত্র ঋষিকুলসেবিত ব্রহ্মকে সম্যক্ জানিয়া পরে অত্যাশ্রমীদিগকে বলিয়াছিলেন॥ ২১ ॥

বেদান্তে পরমং গুহ্যং পুরাকল্পে প্রচোদিতম্।
নাপ্রশান্তায় দাতব্যং নাপুত্রায়াশিষ্যায় বা পুনঃ॥ ২২ ॥

পুরাকল্পে প্রচোদিতং বেদান্তে পরমং গুহ্যম্ (এতৎ) অপ্রশান্তায় ন দাতব্যং, পুনঃ অপুত্রায় অশিষ্যায় বা ন (দাতব্যম্)॥ ২২ ॥

পূর্ব্বকল্পে প্রবর্ত্তিত বেদান্তমধ্যে পরম গুহ্য এই জ্ঞান শান্তিরহিত ব্যক্তিকে প্রদান করা কর্ত্তব্য নহে, এবং অযোগ্য পুত্রকে বা অযোগ্য শিষ্যকেও ইহা প্রদান করা কর্ত্তব্য নহে॥ ২২ ॥

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ
প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥ ২৩ ॥

যস্য দেবে পরা ভক্তিঃ (অস্তি), যথা দেবে তথা গুরৌ (চ পরা ভক্তিঃ বিদ্যতে), তস্য মহাত্মনঃ এতে অর্থাঃ কথিতাঃ (সন্তঃ) প্রকাশন্তে, (তস্য) মহাত্মনঃ (এতে অর্থাঃ কথিতাঃ সন্তঃ) প্রকাশন্তে॥ ২৩॥

যাঁহার দেবতাতে পরা ভক্তি আছে, আবার যেমন দেবতাতে তেমনি গুরুতেও পরা ভক্তি আছে, সেই মহাত্মার সম্বন্ধে এই সকল বিষয় উপদিষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে, সেই মহাত্মার সম্বন্ধেই এই সকল বিষয় উপদিষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে॥ ২৩॥

ইতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎসু ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ॥ ৬ ॥

ইতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ সমাপ্তা।

ওঁ তৎ সৎ ওঁ॥

প্রভু এইস্থলে কান্তাপ্রেমকেই সাধ্যের সীমা বলিয়া স্বীকার করিলেন। কিন্তু তাঁহার কথায় আরও যেন কিছু আছে, এমনই বোধ হইল। ইহার অধিক আর কি থাকিতে পারে? যদিও থাকে, তাহা জিজ্ঞাসা করিতেই বা অধিকার কোথায়? সুতরাং রায় বলিলেন,——

"ইহার আগে পুছে হেন জনে।
এতদিনে নাহি জানি আছয়ে ভুবনে॥"

কান্তাপ্রেমেরও উচ্চভাব না আছে এমন নহে, কিন্তু তাহা জিজ্ঞাসা করিবার লোক পৃথিবীতে আছে বলিয়াই এতদিন জানিতাম না। যাহাই হউক,

"ইথি মধ্যে রাধাপ্রেম সাধ্যশিরোমণি।"

কান্তাপ্রেমের মধ্যে শ্রীরাধিকার প্রেমই সাধ্যের শিরোমণি। দেখুন, শতকোটি গোপীর সহিত রাসবিলাসে প্রবৃত্ত হইয়াও শ্রীভগবান শ্রীরাধিকার প্রেমেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি ঐ প্রেমে মোহিত হইয়াছিলেন বলিয়াই রাসস্থল ত্যাগ করিয়া শ্রীরাধিকাকে লইয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—শ্রীরাধিকার প্রেম কান্তাপ্রেমের শিরোমণি বটে, কিন্তু তদ্বিষয়ে যে দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করা হইল, তাহাতে উহার গৌরব কি হইল? শ্রীভগবান যখন গোপীদিগের অজ্ঞাতসারে শ্রীরাধিকাকে লইয়া লুকাইলেন, তখন সেই প্রেমে অন্যাপেক্ষা থাকিয়া গেল। অন্যাপেক্ষায় প্রেমের গৌরব হয় না, বরং উহাতে অগৌরবই হইয়া থাকে। যে প্রেমে অন্যাপেক্ষা নাই, সেই প্রেমেরই গৌরব দেখা যায়। অতএব শ্রীভগবান যদি শ্রীরাধিকাকে লইয়া সর্ব্বসমক্ষেই গোপীদিগকে ত্যাগ করিতে পারিতেন, তবে বুঝিতাম যে, শ্রীরাধিকাতে শ্রীকৃষ্ণের গাঢ়তর অনুরাগ।

তখন রায় বলিলেন,——

"শতকোটি গোপীসঙ্গে রাসবিলাস।
তার মধ্যে এক মূর্ত্তে রহে রাধাপাশ॥
সাধারণ প্রেম দেখি সর্ব্বত্র সমতা।
রাধার কুটিল প্রেম হইল বামতা॥
ক্রোধ করি রাস ছাড়ি গেলা মান করি।
তারে না দেখিয়া ব্যাকুল হৈলা হরি॥
সম্যক্ বাসনা কৃষ্ণের ইচ্ছায় রাসলীলা।
রাসলীলাবাসনাতে রাধিকা শৃঙ্খলা॥

তাহা বিনা রাসলীলা নাহি ভায় চিতে।
মণ্ডলী ছাড়িয়া গেলা রাধা অন্বেষিতে॥
ইতস্ততঃ ভ্রমিয়া কাঁহা রাধা না পাইয়া।
বিষাদ করেন কামবাণে খিন্ন হৈয়া॥
শতকোটি গোপীতে নহে কাম নির্ব্বাপণ।
তাহাতেই অনুমানি শ্রীরাধার গুণ॥"

তা নয়, শ্রীরাধিকার প্রেমই সাধ্যশিরোমণি। শতকোটি গোপীর সহিত রাসবিলাস হইতেছিল। শ্রীকৃষ্ণও শতকোটি মূর্ত্তি প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহাদিগের সহিত রাসলীলা করিতেছিলেন। অপরাপর গোপীগণের নিকট যেমন শ্রীকৃষ্ণ-মূর্ত্তি সকল ক্রীড়া করিতেছিলেন, শ্রীরাধিকার নিকটও তদ্রূপ এক মূর্ত্তি ক্রীড়া করিতেছিলেন। ইহাতে প্রেমের সমতাই দেখা গেল। ইহাতে শ্রীরাধিকার সহিত অপরাপর গোপীগণের সাম্যই দৃষ্ট হইল। কিন্তু শ্রীরাধিকার প্রেম সাধারণ প্রেম নহে, পরন্তু অসাধারণ। কৌটিল্যই ঐ প্রেমের অসাধারণতার লক্ষণ। সুতরাং তখনই শ্রীরাধিকার প্রেম বামতা অর্থাৎ কৌটিল্যরূপ স্বস্ব-ভাব প্রাপ্ত হইল। শ্রীরাধিকা সকল গোপীতে শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধী প্রেমের সমতা সন্দর্শনে ক্রোধে অভিমানিনী হইয়া রাসস্থল পরিত্যাগ করিলেন। এইরূপে শ্রীরাধিকার অদর্শন হইলে, শ্রীকৃষ্ণ ব্যাকুল হইলেন। লীলাময় শ্রীভগবান নিজের ইচ্ছাতেই রাসলীলায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। শ্রীরাধিকা তাঁহার ঐ রাস-লীলারূপ বাসনাতে শৃঙ্খলস্বরূপা। সুতরাং শ্রীরাধার অদর্শনে শ্রীরাধার অভাবে রাসলীলা আর শ্রীকৃষ্ণের চিত্তে সুখদায়িনী হইল না। তখন তিনি শ্রীরাধার অন্বেষণে বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া কোথাও শ্রীরাধিকাকে না পাইয়া কামবাণে খিন্ন হইয়া বিষাদ করিতে লাগিলেন। শতকোটি গোপীতেও তাঁহার যে বাসনার পূরণ হয় নাই, পরে একা শ্রীরাধিকাতেই সেই বাসনার পূরণ হইয়াছিল। ইহাতেই শ্রীরাধিকার গুণ অর্থাৎ তদীয় প্রেমের উৎকর্ষ অনুমান করা যায়।

তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন, "রায়! আজ আমার তোমার নিকট আগমন সার্থক হইল। এক্ষণে অনুগ্রহ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীরাধার স্বরূপ এবং রসের ও প্রেমের তত্ত্ব বলিয়া সুখী কর।"

রায় রামানন্দ বলিলেন, "প্রভো। আপনি ঈশ্বর; আপনার মায়ানাট কে বুঝে? আমি এই সকল তত্ত্বের কিছুই জানি না। আপনি যাহা বলাইলেন,

শুকপক্ষীর ন্যায় এতক্ষণ তাহাই বলিলাম। আপনিই আমার হৃদয়ে থাকিয়া প্রেরণ করিতেছেন, এবং আপনিই জিহ্বায় বসিয়া কথা কহাইতেছেন। আমি কি বলিতেছি, তাহার ভালমন্দ কিছুই জানি না।"

শ্রীমন্মহাপ্রভু রায়ের কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, "আমাকে সন্ন্যাসী দেখিয়াই বোধ হয় আপনি এইরূপ স্তুতি করিতেছেন। কিন্তু আপনি আমাকে বঞ্চনা করিবেন না।"

রায় প্রত্যুত্তর করিলেন, "আমি নট, তুমি সূত্রধার। তুমি আমাকে যেমন নাচাইতেছ, আমি তেমনি নৃত্য করিতেছি। আমার জিহ্বা বীণাযন্ত্র, তুমি বীণাধারী। তুমি যেমন বাজাইতেছ, আমার জিহ্বাও তেমনি বাজিতেছে। যদি শুনিতেই হয়, তবে শুনুন। পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান। তিনি সর্ব্ব অবতারের অবতারী ও সর্ব্বকারণ। তিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ, সর্ব্ব-শক্তিমান ও সর্ব্বরসময়। তিনি অপ্রাকৃত শ্রীবৃন্দাবনধামে সুমধুর মূর্ত্তিতে নিত্য লীলা করিতেছেন। তিনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত অবতার ও অনন্ত বৈকুণ্ঠের আশ্রয়। তিনি নানা ভক্তের নানারসের বিষয় ও আশ্রয়। তিনি সর্ব্বময়। সকলই তিনি। তিনি শৃঙ্গাররসরাজমূর্ত্তি ও সর্ব্বচিত্তহারী। শ্রীরাধিকা তাঁহারই শক্তি। সচ্চিদানন্দময় শ্রীভগবানের আনন্দদায়িনী হ্লাদিনীশক্তির সারাংশ প্রেম, প্রেমের সার ভাব, ভাবের সার মহাভাব। শ্রীরাধিকাই মহাভাবস্বরূপিণী। মণির মধ্যে যেমন চিন্তামণি শ্রেষ্ঠ প্রেমের মধ্যেও তদ্রূপ মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধিকাই শ্রেষ্ঠ। শ্রীরাধিকা মহাভাবময়ী; অপরাপর গোপী সকল তাঁহারই কায়ব্যূহস্বরূপ। তাঁহার অঙ্গকান্তি শ্রীকৃষ্ণপ্রেমরূপ সুগন্ধি উদ্বর্ত্তনে উজ্জ্বলীকৃত। কারুণ্যরসের তারুণ্যরসের লাবণ্যরসের অমৃতময়ী ধারায় তাঁহার প্রেমময়ী মূর্ত্তি পুনঃ পুনঃ স্নাত হইতেছে। লজ্জারূপ শ্যামবস্ত্র ও কৃষ্ণানুরাগরূপ রক্তবস্ত্র পর্য্যায়ক্রমে তাঁহার অঙ্গের শোভা সম্বর্দ্ধন করিতেছে। প্রণয়ের বা মানের কঞ্চুলিকায় তাঁহার বক্ষঃস্থল সমাচ্ছাদিত। সৌন্দর্য্যকুঙ্কুম প্রণয়চন্দন ও স্মিত-কান্তিরূপ কর্পূর দ্বারা তাঁহার শ্রীঅঙ্গ বিলেপিত এবং শ্রীকৃষ্ণের উজ্জ্বলরসরূপ মৃগমদে তাহা চর্চ্চিত হইয়াছে। প্রচ্ছন্নমান তাঁহার বেণীবিন্যাস। আর রসশাস্ত্রে যাহাকে নায়িকার ধীরাধীরাত্মক গুণ বলিয়া থাকেন, তাহা তাঁহার উত্তমাঙ্গের আবরণ। অনুরাগ তাঁহার অধরের তাম্বূলরাগ। প্রেমকৌটিল্যই তাঁহার নেত্র-যুগলের কজ্জল। সুদীপ্ত সাত্বিকভাব, হর্ষাদি সঞ্চারী ভাব ও কিলকিঞ্চিতাদি বিংশতি ভাব তাঁহার অঙ্গের ভূষণ। ত্রৈলোক্যের সমস্ত গুণগ্রাম তাঁহার অঙ্গের

পুষ্পদাম। সৌভাগ্যরূপ চারুতিলক তাঁহার সমুজ্জল ললাটভূষণ। তাঁহার সমস্ত কলেবর প্রেমবৈচিত্র্যরত্নাদিতে বিমণ্ডিত। মধ্যবয়স্কা হইয়াও কিশোরী সেই শ্রীরাধিকা নিজ অঙ্গসৌরভরূপ পর্য্যঙ্কে কৃষ্ণলীলামনোবৃত্তিরূপ সখীনিকরে পরিবৃত হইয়া সদা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ অনুধ্যান করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের নাম গুণ ও যশ শ্রবণ এবং কীর্ত্তনই তাঁহার কার্য্য। তিনি সদাই শ্রীকৃষ্ণকে উজ্জলরসের মাধুর্য্য আস্বাদন করাইতে যত্নশীলা। তাঁহার ন্যায় সৌভাগ্যশালিনী কে আছেন? তাঁহার তুল্য সুন্দরী ও ভাগ্যবতীই বা আর কে আছেন? তাঁহার গুণ শ্রীকৃষ্ণই গণনা করিতে পারেন না; ছার ক্ষুদ্র জীব তাঁহার কি করিবে?

"প্রভু কহে জানিল কৃষ্ণ-রাধা প্রেমতত্ত্ব।
শুনিতে চাহিয়ে দুঁহার বিলাসমহত্ত্ব॥"
"রায় কহে কৃষ্ণ হয় ধীরললিত।
নিরন্তর কামক্রীড়া যাঁহার চরিত॥
রাত্রিদিন কুঞ্জে ক্রীড়া করে রাধাসঙ্গে।
কৈশোর বয়স সফল কৈল ক্রীড়ারঙ্গে॥"
"প্রভু কহে এই হয় আগে কহ আর।"
"রায় কহে ইহা বই বুদ্ধি-গতি নাহি আর॥
যেবা প্রেমবিলাস বিবর্ত্ত এক হয়।
তাহা শুনি তোমার সুখ হয় কি না হয়॥"
"এত বলি আপন কৃত গীত এক গাইল।"
যথা——
"পহিলহি রাগ নয়ন-ভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল॥
না সো রমণ না হাম রমণী।
দুহুঁ মন মনোভব পেষল জানি॥
এ সখি সে সব প্রেমকাহিনী।
কানু ঠামে কহবি বিছুরল জানি॥
না খোজল দূতী না খোজল আন।
দুহুঁ কে বি মিলনে মধ্যত পাঁচবাণ॥
অব সো বিরাগ তুহুঁ ভেলি দূতী।
সুপুরুখ প্রেম কি ঐছন রীতি॥"

শ্রীকৃষ্ণ যখন মথুরাতে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন শ্রীরাধিকা তদীয় বিরহে সখীর নিকট বলিতেছেন,——

প্রথমে অনুরাগে উভয়ের নয়নভঙ্গী হয়। ঐ অনুরাগ ক্রমশঃ এতই বর্দ্ধিত হয় যে, তাহার অবধি হয় না। আমাদিগের উভয়ের মধ্যে রমণ ও রমণী এই যে ভেদ, তাহা ছিল না। কন্দর্প আমাদের উভয়ের চিত্তকে পেষণ করিয়া একাকার করিয়াছিল। সখি! জানিয়া সেই সমস্ত প্রেমবিবরণ কৃষ্ণের নিকট সবিস্তার বলিবে। সে সময়ে দূতী বা অন্য কাহাকেও অন্বেষণ করা হয় নাই। পঞ্চবাণই মধ্যস্থ হইয়া উভয়ের মিলন করাইয়াছিল। অধুনা বিরহের অবস্থাতেই তুমি দূতী হইলে। সুপুরুষের প্রেমের রীতি কি এই প্রকার?

রাধায়া ভবতশ্চ চিত্তজতুনী স্বেদৈর্বিলাপ্য ক্রমাদ্-
যুঞ্জন্নদ্রিনিকুঞ্জকুঞ্জরপতে নির্ধূতভেদভ্রমম্।
চিত্রায় স্বয়মন্বরঞ্জয়দিহ ব্রহ্মাণ্ডহর্ম্ম্যোদরে
ভূয়োভির্নবরাগহিঙ্গুলভরৈঃ শৃঙ্গারকারুঃ কৃতী॥

হে অদ্রিনিকুঞ্জকুঞ্জরপতে! (গোবর্দ্ধন গিরিস্থিত নিকুঞ্জসমূহের মধ্যে কুঞ্জর নামে যে কুঞ্জ তাহার পতি) শ্রীরাধার মহাভাবময় ও শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়ময় যে চিত্তরূপ জতু (গালা) উভয়কে প্রেমাগ্নি দ্বারা গলিত করিয়া, এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ হর্ম্যমধ্যে কামশিল্পী তদুভয়ের অপরিমিত নবানুরাগরূপ হিঙ্গুলবর্ণ দ্বারা অনুরঞ্জিত করিয়াছেন। ইহাই প্রেমবিলাসবিবর্ত্ত।

প্রভু বলিলেন,——

"সাধ্যবস্তু অবধি এই হয়।
তোমার প্রসাদে ইহা জানিল নিশ্চয়॥
সাধ্যবস্তু সাধন বিনা কেহ নাহি পায়।
কৃপা করি কহ রায় পাবার উপায়॥"

রায় কহে,——

"যেই কহাও সেই কহি বাণী।
কি কহিয়ে ভালমন্দ কিছুই না জানি॥
ত্রিভুবন মধ্যে ঐছে হয় কোন্ ধীর।
যে তোমার মায়ানাটে হইবেক স্থির॥
মোর মুখে বক্তা তুমি তুমি হও শ্রোতা।
অত্যন্ত রহস্য শুন সাধনের কথা॥

রাধাকৃষ্ণলীলা এই অতি গূঢ়তর।
দাস্যবাৎসল্যাদি ভাবের না হয় গোচর॥
সবে এক সখীগণের ইহ অধিকার।
সখী হইতে হয় এই লীলার বিস্তার॥
সখী বিনা এই লীলা পুষ্ট নাহি হয়।
সখী লীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয়॥
সখী বিনা এই লীলায় অন্যের নাহি গতি।
সখীভাবে যেই তারে করে অনুগতি॥
রাধাকৃষ্ণ কুঞ্জসেবা সাধ্য সেই পায়।
সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায়॥
সখীর স্বভাব এই অকথ্য কথন।
কৃষ্ণসহ নিজ লীলায় নাহি সখীর মন॥
কৃষ্ণসহ রাধিকার লীলা যে করায়।
নিজ সুখ হইতে তাতে কোটি সুখ পায়॥
রাধার স্বরূপ কৃষ্ণ-প্রেম-কল্পলতা।
সখীগণ হয় তার পল্লব পুষ্প পাতা॥
কৃষ্ণলীলামৃতে যদি লতাকে সিঞ্চয়।
নিজ সুখ হৈতে পল্লবাদ্যের কোটি সুখ হয়॥
যদ্যপি সখীর কৃষ্ণসঙ্গমে নাহি মন।
তথাপি রাধিকা যত্নে করায় সঙ্গম॥
নানাছলে কৃষ্ণে প্রেরি সঙ্গম করায়।
আত্মসঙ্গসুখ হইতে কোটি সুখ পায়॥
অন্যোন্য বিশুদ্ধ প্রেমে করে রস পুষ্ট।
তা সবার প্রেম দেখি কৃষ্ণ হয় তুষ্ট॥
সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম।
কামক্রীড়াসাম্যে তার কহি কাম নাম॥
নিজেন্দ্রিয়সুখ হেতু কামের তাৎপর্য্য।
কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য্য গোপীভাব বর্য্য॥
নিজেন্দ্রিয়সুখবাঞ্ছা নাহি গোপিকার।
কৃষ্ণে সুখ দিতে করে সঙ্গমবিহার॥

সেই গোপীভাবামৃতে যার লোভ হয়।
বেদধর্ম্ম ত্যজি সেই কৃষ্ণকে ভজয়॥
রাগানুগামার্গে তাঁরে ভজে যেই জন।
সেই জন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
ব্রজলোকের কোন ভাব লয়ে যেই ভজে।
ভাবযোগ্য দেহ পেয়ে কৃষ্ণ পায় ব্রজে॥
তাহাতে দৃষ্টান্ত উপনিষদ শ্রুতিগণ।
রাগমার্গে ভজি পাইল ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
অতএব গোপীভাব করি অঙ্গীকার।
রাত্রি দিনে চিন্তে রাধাকৃষ্ণের বিহার॥
সিদ্ধদেহে চিন্তি করে তাহাই সেবন।
সখীভাবে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ॥
গোপী অনুগতি বিনা ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে।
ভজিলেহ নাহি পায় ব্রজেন্দ্রনন্দনে॥
তাহাতে দৃষ্টান্ত লক্ষ্মী করিল ভজন।
তথাপি না পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
এত শুনি প্রভু তারে কৈল আলিঙ্গন।
দুইজনে গলাগলি করেন ক্রন্দন॥"

শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী।

পূর্ব্বকালে কর্ণাট প্রদেশে সর্ব্বজ্ঞ জগদ্‌গুরু নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি ভরদ্বাজগোত্রীয় ব্রাহ্মণ ও সকল বেদে পণ্ডিত ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হইয়াও স্বকীয় ক্ষমতায় রাজমণ্ডলের পূজিত হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম অনিরুদ্ধ। অনিরুদ্ধের রূপেশ্বর ও হরিহর নামে দুই পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে রূপেশ্বর শাস্ত্রে এবং হরিহর শস্ত্রবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী হইয়াছিলেন। অনিরুদ্ধ মৃত্যুকালে দুই পুত্রকে নিজ রাজ্য সমান দুই অংশে বিভক্ত করিয়া দিয়া যান। কিছুদিন পরে হরিহর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রূপেশ্বরের রাজ্য আত্মসাৎ করেন। রূপেশ্বর অগত্যা নিজ পত্নীকে সঙ্গে লইয়া উত্তরদিকে যাত্রা করেন।

তিনি গমনকালে আটটি ঘোটকে কিঞ্চিৎ ধনসম্পত্তিও লইয়া যান। শিখরেশ্বর নামক রাজার সহিত রূপেশ্বরের বন্ধুত্ব ছিল। তিনি স্বরাজ্য হইতে পলায়নের পর তাঁহারই আশ্রয়ে বাস করেন। রূপেশ্বরের পুত্র পদ্মনাভ। পদ্মনাভ বেদ-বেদান্তাদি শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবে তাঁহার সুদৃঢ়া ভক্তি ছিল। পদ্মনাভ গঙ্গাবাসের অভিলাষে শিখরেশ্বরের রাজ্য পরি-ত্যাগ পূর্ব্বক গঙ্গাতীরবর্ত্তী নবহট্ট অর্থাৎ বর্ত্তমান নৈহাটী নামক স্থানে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এইস্থানে তিনি পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া তাঁহার সেবা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি একটি যজ্ঞও করিয়াছিলেন। ঐ যজ্ঞে তাঁহার অষ্টাদশ কন্যা ও পাঁচ পুত্র জন্মে। তাঁহার প্রথম পুত্রের নাম পুরুষোত্তম, দ্বিতীয়ের নাম জগন্নাথ, তৃতীয়ের নাম নারায়ণ, চতুর্থের নাম মুরারি ও পঞ্চমের নাম মুকুন্দ। মুকুন্দের পুত্র কুমার। এই কুমার বাল্যাবধি পরম ধার্ম্মিক ও শুদ্ধাচার ছিলেন। কুমার জ্ঞাতিগণের দৌরাত্ম্যে উৎপীড়িত হইয়া নৈহাটীর বাসস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক পূর্ব্ববঙ্গে বাক্‌লা চন্দ্রদ্বীপ নামক স্থানে গিয়া বাস করিয়াছিলেন। তিনি গমনাগমনের সুবিধার জন্য যশোহরের অন্তর্গত ফতেয়াবাদ নামক স্থানে দ্বিতীয় বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিলেন। কুমারের অনেকগুলি পুত্র কন্যা জন্মে। তন্মধ্যে সনাতন, রূপ ও বল্লভই বৈষ্ণবসমাজে সুপরিচিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা তিন জনেই নানা বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। গৌড়াধিপ যবনরাজ তাঁহাদিগের বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া তাঁহাদিগকে উচ্চতর রাজকার্য্যে নিযুক্ত করেন। যবনরাজের অধীনতা তাঁহারা ইচ্ছা না থাকিলেও উৎপীড়নের ভয়ে বাধ্য হইয়াই স্বীকার করিয়াছিলেন। যাহা হউক, তাঁহাদিগের বুদ্ধিকৌশলে যবনাধিপের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। যবনাধিপও তন্নিমিত্ত তাঁহাদিগের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। যবনাধিপ তাঁহাদিগকে অনেক জমীদারী প্রদান করিয়াছিলেন। এই সময়ে গৌড়ে রামকেলি নামক গ্রামে তাঁহাদিগের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। রামকেলিতে অবস্থানকালে তাঁহারা ঐশ্বর্য্যের অনুরূপ যশও লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের দানশীলতাদি সদ্‌গুণে আকৃষ্ট হইয়া নানা দিগ্‌দিগন্তর হইতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও অপরাপর লোক সকল তাঁহাদিগের নিকট আগমন করিতেন। দেব-রাজের সভার ন্যায় তাঁহাদিগের সভাতেও সর্ব্ববিদ্যার চর্চ্চা হইত। তাঁহারা কর্ণাট প্রদেশ হইতে আপনাদিগের জ্ঞাতিবর্গকে আনাইয়া গঙ্গাতীরে বাস করাইলেন।

(ক্রমশঃ)

মসহমানয়োঃ কিঙ্করয়োঃ প্রার্থনাহঠঃ স্বভক্তবাৎসল্যগুণমপি লঘূকৃত্য নিষ্পাদয়তা-মিত্যাকারা কাদাচিৎকপ্রসঙ্গভবা মানসা মনসৈব জেয়া। তথা দুষ্কৃতোত্থানাং ভজন-ক্রিয়ানন্তরমেব প্রায়িকী নিষ্ঠায়াং জাতায়াং পূর্ণা আসক্তাবেবাত্যন্তিকী। তথা ভক্ত্যুত্থানাং ভজনক্রিয়ানন্তরমেকদেশবর্ত্তিনী নিষ্ঠায়াং পূর্ণা রুচাবাত্যন্তিকীতি অনুভবিনা বহুদৃশ্বনা সম্যগ্‌বিবিচ্যানুমন্তব্যম্‌ ॥ ৪ ॥

ননু অঙ্ঘঃসঙ্ঘবদখিলং সকৃদুদয়াদেবেতি যন্নামসকৃচ্ছ্রবণাৎ পুক্কশোঽপি বিমুচ্যতে সংসারাৎ ইত্যাদি প্রমাণশতাদজামিলাদ্যুপাখ্যানেষ্বেকস্যৈব নামা-ভাসস্যাবিদ্যাপর্য্যন্তসর্ব্বানর্থনিবৃত্তিপূর্ব্বকভগবৎপ্রাপকত্বানুভবাদ্ভগবদ্ভক্তানাং দুরিতাদি-নিবৃত্তাবুক্তঃ ক্রমো ন সঙ্গচ্ছতে। সত্যম্‌। নাম্ন এতাবত্যেব শক্তির্নাত্র সন্দেহঃ। পরন্তু স্বাপরাধিষ্বপ্রসন্নেন তেন যৎ স্বশক্তিঃ সম্যক্‌ ন প্রকাশ্যতে তদেব দুষ্টতাদীনাং জীবাতুরিত্যবগন্তব্যম্‌। কিন্তু যমদূতানাং তদাক্রমণে ন শক্তিঃ। ন তে যমং পাশভৃতশ্চ তদ্‌ভটান্‌ স্বপ্নেঽপি পশ্যন্তীত্যাদেঃ। ন বিদ্যতে তস্য যমৈর্হি

আপনার দাস, কিঙ্কর। আপনি নিজের ভক্তবাৎসল্যগুণকে লঘু করিয়া আমাদিগের এই প্রার্থনাহঠ পূর্ণ করুন।” এই কাদাচিৎকপ্রসঙ্গভব মানস অপরাধকে মন দ্বারাই জয় করিতে হইবে। এইরূপ দুষ্কৃতোত্থ অনর্থ সকলের ভজনক্রিয়ার অনন্তর প্রায়িকী, নিষ্ঠার পর পূর্ণা ও আসক্তির পর আত্যন্তিকী নিবৃত্তি জানিতে হইবে। এবং ভক্ত্যুত্থ অনর্থ সকলের ভজনক্রিয়ার অনন্তর একদেশবর্ত্তিনী, নিষ্ঠার অনন্তর পূর্ণা ও রুচির অনন্তর আত্যন্তিকী নিবৃত্তি জানিতে হইবে। বহুদর্শী জ্ঞানী সকল সম্যক্‌ বিচার পূর্ব্বক এইরূপ স্থির করিয়াছেন ॥ ৪ ॥

যদি বল, “একবার নামোচ্চারণে অখিল পাপের নাশ হয়” “একবার যে নাম শ্রবণ করিলে চণ্ডালও সংসার হইতে বিমুক্তি লাভ করে” ইত্যাদি শত শত প্রমাণ হইতে এবং অজামিলাদির উপাখ্যানে এক নামাভাসের অবিদ্যা পর্য্যন্ত সকল অনর্থের নিবৃত্তি পূর্ব্বক ভগবৎপদপ্রাপকত্বের অনুভব হইতে ভগবদ্‌ভক্তি সকলের দুরিতাদিনিবৃত্তিতে উক্ত প্রকার ক্রম সঙ্গত হয় না,—সে কথা সত্য; কারণ, নামের যে এতাদৃশী শক্তি আছে, তাহাতে সন্দেহ-মাত্রই নাই। পরন্তু নামে অপরাধী ব্যক্তি সকলের প্রতি অপ্রসন্নতা বশতঃ নাম যে ঐ সকল ব্যক্তিতে নিজশক্তি প্রকাশ করেন না, ইহাই ঐ সকল ব্যক্তির দুষ্টতাদির প্রাণ, জানিতে হইবে। এইরূপ হইলেও কিন্তু যমদূতের তাদৃশ ব্যক্তি সকলকে আক্রমণ করিবার শক্তি নাই। “তাদৃশ ব্যক্তি সকল

শুদ্ধিরিত্যত্র যমৈর্যোগাদ্যঙ্গৈরিতি ব্যাখ্যেয়ম্। যথা সমর্থেন পরমাঢ্যেনাপি স্বামিনা কৃতাপরাধঃ স্বজনো যদি ন পাল্যতে কিন্তু তত্রোদাস্যতে তদৈব দুঃখদারিদ্র্য-মালিন্যশোকাদয়ঃ ক্রমেণ লব্ধাবসরা ভবন্তি ন ত্বন্যদীয়া জনাঃ কেঽপি কদাপীতি জ্ঞেয়ম্। তথাচ পুনঃ স্বস্বামিনো মনোভিরোচিন্যামনুবৃত্তৌ সত্যাং শনৈস্তৎ-প্রসাদাদ্দুঃখদারিদ্র্যাদয়ঃ শনৈরপযান্তি। তথা ভগবদ্ভক্তশাস্ত্রগুরুপ্রভৃতিভিরমায়য়া মুহুঃ সেবিতৈঃ শনৈরেব তস্য নাম্নঃ প্রসাদে দুরিতাদীনামপি শনৈরেব নাশঃ। ইতি নাস্তি বিবাদঃ। ন চ মম কোঽপি নাস্তি নামাপরাধ ইতি বক্তব্যং ফলেনৈব ফলকারণস্যাপরাধস্য প্রাচীনস্যার্ব্বাচীনস্য বা অনুমানাৎ। ফলঞ্চ বহুনামকীর্ত্তনেঽপি প্রেমলিঙ্গানুদয় ইতি। যদুক্তম্—তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং যদ্‌গৃহ্যমাণৈর্হরি-নামধেয়ৈঃ। ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষ ইতি॥ তথাহি নামাপরাধপ্রসঙ্গ এব—কে তেঽপরাধা বিপ্রেন্দ্র নাম্নো ভগবতঃ কৃতাঃ। বিনিঘ্নন্তি নৃণাং কৃত্যং প্রাকৃতং হ্যানযন্তি হীতি। তদীযগুণনামাদীনি সদ্যঃ প্রেমপ্রদান্যপি

যমকে ও পাশধারী তদীয় দূত সকলকে স্বপ্নেও দর্শন করেন নাই।" এইরূপ শাস্ত্র সকলই তদ্বিষয়ে প্রমাণ। "তাহার যম দ্বারাও শুদ্ধি নাই", এই স্থলে যমশব্দের যোগাদি, এইরূপ অর্থ করিতে হইবে। যেমন ধনবান্ প্রভু সামর্থ্যসত্ত্বেও যদি কোন অপরাধী আত্মীয়ের পালন না করেন, পরন্তু তাহার প্রতি ঔদাসীন্যই দেখান, এবং তন্নিমিত্ত তাদৃশ ব্যক্তিতে দুঃখদারিদ্র্যমালিন্যাদিই ক্রমে দেখা যায়; কিন্তু তদাশ্রিত অন্যদীয় কোন জন কখন ক্লেশ পায় না। এখানেও তদ্রূপই জানিতে হইবে। আবার যেমন পুনর্ব্বার নিজ প্রভুর মনোভিরোচিনী অনু-বৃত্তিতে ক্রমে ক্রমে তৎপ্রসাদে ঐ ব্যক্তির দুঃখদারিদ্র্যাদি দূর হয়, তদ্রূপ ভগবদ্ভক্ত ও শাস্ত্র এবং গুরু প্রভৃতির অকপটে সেবা করিলে, ঐ নামের প্রসাদে ক্রমে ক্রমে তাঁহার দুরিতাদিও নষ্ট হইয়া যায়। অতএব এবিষয়ে আর কোন বিবাদই দেখা যায় না। আবার "আমার কোনরূপ নামাপরাধ নাই" এরূপও বলা যায় না; যেহেতু ফল দ্বারাই, ফলকারণ যে প্রাচীন বা অর্ব্বাচীন অপরাধ, তাহা অনুমিত হইয়া থাকে। বহুনাম কীর্ত্তনেও প্রেমলিঙ্গের অনুদয়ই উক্ত ফল। উক্ত হইয়াছে, "বহুল হরিনাম গ্রহণ করিলেও যাহার হৃদয়ে বিক্রিয়া নেত্রে জল ও গাত্রে রোমহর্ষ দৃষ্ট হয় না, তাহার হৃদয় পাষাণের সদৃশ কঠিন বলিতে হইবে। নামাপরাধপ্রসঙ্গেও বলিয়াছেন,—"হে বিপ্রেন্দ্র! যে সকলের অনুষ্ঠানে মনুষ্যের সকল কৃত্য নষ্ট করে এবং অপ্রাকৃতে প্রাকৃতত্ব আনয়ন

শ্রুতানি কীর্ত্তিতানি চ তত্তীর্থাদিকং সন্তঃ সিদ্ধিদমপি চিরাৎ সেবিতং তন্নিবেদিতানি ঘৃতদুগ্ধতাম্বূলাদীনি সন্তঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়তরঙ্গনিবর্ত্তকানি মুহুরাস্বাদ্য উপযুক্তান্যেব স্বতঃ পরমচিন্ময়ান্যপ্যেতানি যস্মাৎ প্রাকৃতানীব ভবন্তি তেঽপরাধাঃ কে ভগবন্নাম্ন ইতি সোৎকম্পসবিস্ময়ঃ প্রশ্নঃ। নন্বেবং সতি নামাপরাধবতো জনস্য ভগবদ্বৈমুখ্যস্যৈ-বৌচিত্যাৎ তদুক্তং গুরুপাদাশ্রয়ভজনক্রিয়াদিকমপি ন সম্ভবেৎ। সত্যম্। প্রবর্ত্তমানে মহাজ্বর ইব ওদনাদেররোচকত্বাদেবানুপাদানমিব নামাপরাধস্য গাঢ়ত্বে সতি তত্র পুংসি শ্রবণকীর্ত্তনাদিভজনক্রিয়ায়া অবকাশ এব ন স্যাদিত্যত্র কঃ সন্দেহঃ। কিন্তু জ্বরস্য মৃদুত্বে চিরন্তনত্বে ওদনাদেরপি কিঞ্চিদ্রোচকত্বমিব বহুদিনতো ভোগে-নাপরাধস্য ক্ষীণবেগত্বে মৃদুত্বে চ ভগবদ্ভক্তৌ কিঞ্চিন্মাত্ররুচিঃ স্যাদিতি পুংসঃ প্রসজ্জতি ভক্ত্যধিকারঃ। ততশ্চ যথা পৌষ্টিকান্যপি দুগ্ধোদনাদীনি জীর্ণজ্বরবন্তং পুমাংসং ন পুষ্যন্তি কিঞ্চিৎ পুষ্যন্তি চ কিন্তু গ্লানিকার্শ্যে ন নিবর্ত্তয়িতুং শক্নুবন্তি কালেনৌষধ-পথ্যয়োঃ সেবিতয়োঃ শক্নুবন্তি চ। তথৈব তাদৃশস্য ভক্ত্যধিকারিণঃ শ্রবণকীর্ত্তনা-দীনি কালেনৈব ক্রমেণৈব সকলং প্রকাশয়ন্তীতি সাধুক্রমাদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধু-

---

করে, সে সকল অপরাধ কি?"—যে সকল অপরাধে সন্তঃ প্রেমপ্রদ শ্রীভগবদ্-গুণনামাদি বারংবার শ্রুত ও কীর্ত্তিত হইয়া, সিদ্ধিদ তত্তীর্থাদি পুনঃ পুনঃ সেবিত হইয়া এবং সন্তঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়তরঙ্গনিবর্ত্তক তন্নিবেদিত ঘৃতদুগ্ধতাম্বূলাদি মুহুর্মুহুঃ আস্বাদিত হইয়াও কোন ফলই প্রসব করে না, সে সকল অপরাধ কি? ইহাই উক্ত প্রশ্নের অর্থ। যদি বল, এরূপ হইলে, নামাপরাধবিশিষ্ট ব্যক্তির ভগবদ্বৈমুখ্যই হওয়া এবং তন্নিমিত্ত তাহার গুরুপাদাশ্রয় এবং ভজন-ক্রিয়াদিও অসম্ভব হওয়াই উচিত, একথা সত্য, কিন্তু প্রবল জ্বরে যেরূপ অন্নাদির অরোচকত্ব হেতু তাহার গ্রহণই সম্ভব হয় না, তদ্রূপ গাঢ়তর নামা-পরাধযুক্ত পুরুষে শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভজনক্রিয়ার অবকাশই হয় না, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ঐ জ্বর মৃদু এবং পুরাতন হইলে, যেমন ঐ ওদনাদির কিঞ্চিৎ রোচকত্ব হয়, তদ্রূপ বহুদিন ভোগে ঐ অপরাধের বেগ কিঞ্চিৎ ক্ষীণ ও মৃদু হইলে, ভগবদ্ভক্তিতে কিঞ্চিৎ রুচিই হইয়া থাকে। অতএব তাদৃশ পুরুষের ভক্তিতে অধিকারই সিদ্ধ হইতেছে। তার পর, যেমন পুষ্টিকর দুগ্ধোদনাদি জীর্ণজ্বরবিশিষ্ট পুরুষকে সর্ব্বতোভাবে পোষণ করে না, কিন্তু কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পোষণ করিয়া থাকে, অথচ তাহার গ্লানি বা কৃশতা নষ্ট করিতে পারে না, কালে ঔষধ ও পথ্যের সেবন করিতে করিতে তাহাও পারে, তদ্রূপ তাদৃশ

সঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া। ততোঽনর্থনিবৃত্তিশ্চেত্যাদি। কৈশ্চিত্তু নামকীর্ত্তনাদিবতাং ভক্তানাং প্রেমলিঙ্গাদর্শনেন পাপপ্রবৃত্ত্যা চ ন কেবলমপরাধঃ কল্প্যতে ব্যবহারিক-বহুদুঃখদর্শনেন চাপি প্রারব্ধনাশাভাবশ্চ। নিরপরাধত্বেন নির্দ্ধারিতস্যাজামিলস্যাপি স্বপুত্রনামকরণপ্রতিদিনবহুধাতন্নামাহ্বানসময়েঽপি প্রেমাভাবদাসীসঙ্গাদিপাপপ্রবৃত্তি-দর্শনাৎ প্রারব্ধাভাবেঽপি যুধিষ্ঠিরাদের্ব্যবহারিকবহুদুঃখদর্শনাচ্চ। তস্মাৎ ফলন্নপি বৃক্ষঃ প্রায়শঃ কাল এব ফলতি ইতিবৎ নিরপরাধেষু প্রসীদদপি নাম স্বপ্রসাদং কাল এব প্রকাশয়েৎ। পূর্ব্বাভ্যাসাৎ ক্রিয়মাণা পাপবাশিরপি উৎখাতদংষ্ট্রোরগদংশ ইবাকিঞ্চিৎকরা এব। রোগশোকাদিদুঃখমপি ন প্রারব্ধফলম্। যস্যাহমনুগৃহ্ণামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ। ততোঽধনং ত্যজন্ত্যস্য স্বজনা দুঃখদুঃখিতমিতি। নির্ধনত্বমহারোগো মদনুগ্রহলক্ষণমিত্যাদিবচনাৎ। স্বভক্তহিতকারিণা তদীযদৈন্যোৎ-

---

ভক্ত্যধিকারীরও শ্রবণকীর্ত্তনাদিও কালক্রমে সকলই প্রকাশ পাইয়া থাকে। অতএব প্রথমে শ্রদ্ধা, পরে সাধুসঙ্গ, পরে ভজনক্রিয়া, অনন্তর অনর্থনিবৃত্তি প্রভৃতি যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা সাধুই বলিযাছেন। কেহ কেহ নাম-কীর্ত্তনাদিবিশিষ্ট ভক্ত সকলের প্রেমরূপ লিঙ্গেব অদর্শনে এবং পাপপ্রবৃত্তি-সমূহের দর্শনে কেবলই যে তাঁহাদিগের অপবাধেব অস্তিত্ব কল্পনা করেন, তাহা নহে; পবন্তু তাঁহাদিগের ব্যবহাবিক দুঃখের দর্শনে প্রাবব্ধপাপের নাশ হয় নাই এইরূপও নির্দ্দেশ কবিয়া থাকেন। নিবপরাধ বলিয়া নির্দ্ধাবিত অজামিলেরও প্রতিদিন বহুধা নিজ পুত্রেব নামকবণের সমযেও প্রেমাভাব এবং দাসীসঙ্গাদি পাপপ্রবৃত্তি দেখা যাইতেছে। এবং যুধিষ্ঠিবাদিব ব্যবহারিক দুঃখদর্শনে প্রারব্ধেবও অস্তিত্ব দৃষ্ট হইতেছে। অতএব বৃক্ষ ফলিলেও যেমন যথাকালেই ফলে, তদ্রূপ নিবপবাধ ব্যক্তিতে প্রসন্ন হইলেও নাম কালেই নিজের প্রসাদ প্রকাশ কবিয়া থাকেন, বলিতে হইবে। তবে ঐ সকল ভক্তের পূর্ব্বাভ্যাস বশতঃ ক্রিয়মাণ যে পাপসমূহ, সেগুলি বিষদন্তবিহীন সর্পের সদৃশ অকিঞ্চিৎকব এবং তাঁহাদিগের বোগশোকাদিও যে প্রাবব্ধের ফল নহে, ইহাই সিদ্ধান্ত কবিতে হইতেছে। কাবণ, ভগবান নিজেই বলিযাছেন যে, "আমি যাহার প্রতি অনুগ্রহ করি, তাহার ধনাদি ক্রমে ক্রমে হরণই করিয়া থাকি। সে ব্যক্তি অধন হইলে, তাহার স্বজন সকল তাহাকে দুঃখী জানিযা পরিত্যাগ কবে।" "নির্ধনত্বরূপ মহান্ রোগ আমার অনুগ্রহই জানিবে।" ইত্যাদি শাস্ত্র সকলই তৎপক্ষে প্রমাণ হইতেছে। ফলতঃ স্বভক্তহিতকারী

কণ্ঠাদিবর্দ্ধনচতুরেণ ভগবতৈব দুঃখস্ত দীয়মানত্বাৎ কর্ম্মফলত্বাভাবেন ন প্রারব্ধত্ব-মিত্যাহুঃ ॥ ৫ ॥

ইতি মাধুর্য্যকাদম্বিন্যাং সর্ব্বাবগ্রহপ্রশমনী নাম তৃতীয়ামৃতবৃষ্টিঃ ॥ ৩ ॥

ভগবান ঐ ভক্তের দৈন্য এবং উৎকণ্ঠাদির বর্দ্ধনের নিমিত্তই তাঁহাকে উক্ত দুঃখ সকল স্বেচ্ছানুসারেই প্রদান করিয়া থাকেন। ঐ সকল দুঃখ তাঁহাদিগের প্রারব্ধের ফল নহে ॥ ৫ ॥

ইতি মাধুর্য্যকাদম্বিনী নামক গ্রন্থে বঙ্গানুবাদে তৃতীয়ামৃতবৃষ্টি ॥ ৩ ॥

চতুর্থ্যমৃতবৃষ্টিঃ।

অথ পূর্ব্বং যা অনিষ্ঠিতা নিষ্ঠিতেতি দ্বিবিধোক্তা ভজনক্রিয়া তস্যাঃ প্রথমা ষড়্বিধা লক্ষিতা। ততো দ্বিতীয়ামলক্ষয়িত্বৈবানর্থনিবৃত্তিঃ প্রক্রান্তা। যদুক্তম্—শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ। হৃদ্যন্তস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎ সতাম্॥ নষ্ট-প্রায়েষ্বভদ্রেষু নিত্যং ভাগবতসেবয়া। ভগবত্যুত্তমশ্লোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠি-কীতি। তত্র শৃণ্বতাং স্বকথা ইত্যনিষ্ঠিতৈব ভক্তিববগম্যতে নৈষ্ঠিকীত্যগ্রে বক্ষ্য-মাণত্বাৎ। অভদ্রাণি বিধুনোতি ইতি তয়োর্ম্মধ্যে এবানর্থানাং নিবৃত্তিবক্তা নষ্ট-প্রায়েষ্বভদ্রেষ্বিত্যত্র তেষাং কশ্চন ভাগো নাপি নিবর্ত্তত ইত্যপি সূচিত ইতি। অতএব ক্রমপ্রাপ্ততয়া নিষ্ঠিতা ভক্তিরিদানীং বিব্রিয়তে॥ ১॥

নিষ্ঠা নৈশ্চল্যমুৎপন্না যস্যা ইতি নিষ্ঠিতা নৈশ্চল্যং ভক্তেঃ প্রত্যহং বিধিৎ-সিতমপ্যনর্থদশায়াং লয়বিক্ষেপাপ্রতিপত্তিকষায়রসাস্বাদানাং পঞ্চানামন্তরীয়াণাং দুর্ব্বারত্বান্ন সিদ্ধমাসীৎ অনর্থনিবৃত্ত্যনন্তরং তেষাং তদীয়ানাং নিবৃত্তপ্রায়ত্বাৎ নৈশ্চল্যং

পূর্ব্বে যে অনিষ্ঠিতা ও নিষ্ঠিতা এই দ্বিবিধ ভজনক্রিয়া বলা হয়, তাহার প্রথমটিকে ছয় প্রকারে বিভাগ করিয়া দেখান হইয়াছে। পরে দ্বিতীয়টির লক্ষণাদি না বলিয়াই অনর্থনিবৃত্তির কথা বলা হইল। শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে—"সাধুগণের সুহৃৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বকথাশ্রবণকারী ব্যক্তিদিগের হৃদযস্থ হইয়া তাঁহাদিগের সমস্ত অমঙ্গলই নষ্ট করিয়া থাকেন। নিত্য ভাগবতসেবা দ্বারা অমঙ্গলসমূহ নষ্টপ্রায় হইলে, উত্তমশ্লোক ভগবানে নৈষ্ঠিকী ভক্তি জন্মিয়া থাকে।" এই স্থলে প্রথম শ্লোকে অনিষ্ঠিতা ভক্তির বিষয়ই অবগত হওয়া যায়। কারণ, তাহার পরই নিষ্ঠিতা ভক্তির কথা বলিলেন। মধ্যে অমঙ্গলের নাশ বলিয়া অনর্থনিবৃত্তির বিষয়ই উক্ত হইল। আবার নষ্টপ্রায় শব্দ প্রয়োগ দ্বারা কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অমঙ্গলের স্থিতিও সূচিত হইল। সুতরাং ঐ প্রণালীতে বিচার করা কর্ত্তব্য হইতেছে। অতএব ক্রমপ্রাপ্ত নিষ্ঠিতা ভক্তিই এক্ষণে বিবৃত হইতেছে॥ ১॥

যাহার নিষ্ঠা অর্থাৎ নৈশ্চল্য উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারই নাম নিষ্ঠিতা। প্রতিদিন চেষ্টা করিলেও অনর্থদশাতে লয়, বিক্ষেপ, অপ্রতিপত্তি, কষায় ও রসাস্বাদ, এই পাঁচটি আভ্যন্তরিক বিঘ্নের দুর্ব্বারত্বপ্রযুক্ত ভক্তির নৈশ্চল্য সিদ্ধ হয় না। অনর্থনিবৃত্তির পরে কিন্তু ঐ গুলি নিবৃত্তপ্রায় হওয়াতেই তদবস্থাতে

সংপদ্যতে ইতি লয়াদ্যভাব এব নিষ্ঠালিঙ্গম্। তত্র লয়ঃ কীর্ত্তনশ্রবণস্মরণেষু উত্তরোত্তরাধিক্যেন নিদ্রোদ্গমঃ। বিক্ষেপঃ তেষু ব্যবহারিকবার্ত্তাসম্পর্কঃ। অপ্রতিপত্তিঃ কদাচিল্লয়বিক্ষেপয়োরভাবে কীর্ত্তনাদ্যসামর্থ্যম্। কষায়ঃ ক্রোধলোভগর্ব্বাদি-সংস্কারঃ। রসাস্বাদঃ বিষয়সুখোদয়কালে কীর্ত্তনাদিষু মনোঽনভিনিবেশ ইতি। "ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী। তদারজস্তমোভাবাঃ কামলোভাদয়শ্চ যে। চেত এতৈরনাবিদ্ধং স্থিতং সত্ত্বে প্রসীদতী"ত্যত্র চকারস্য সমুচ্চয়ার্থত্বাদ্রজস্তমোভাবা এব লভ্যন্তে। কিঞ্চ এতৈরনাবিদ্ধমিত্যুক্তে ভাবপর্য্যন্তং তেষাং স্থিতিরপ্যস্তি ভক্ত্যবাধকতয়ৈব। সা চ নিষ্ঠা সাক্ষাদ্ভক্তিবর্ত্তিনী তদনুকূলবস্তুবর্ত্তিনীতি দ্বিধা। তত্র সাক্ষাদ্ভক্তিরনন্ত-প্রকারাপি স্থূলতয়া ত্রিবিধা; কায়িকী বাচিকী মানসী চেতি। তত্র প্রথমং কায়িক্যাস্ততো বাচিক্যাস্তত এব মানস্যা ভক্তের্নিষ্ঠা সম্ভবেদিতি কেচিৎ। ভক্তেষু তারতম্যেন স্থিতানামপি সহওজোবলানাং মধ্যে ক্বচন ভক্তেবিলক্ষণা তাদৃশসংস্কারবশাৎ কস্যচিদেব ভগবদুন্মুখত্বাধিক্যং স্যাদিতি নায়ং ক্রম ইত্যন্যে। তদনুকূলবস্তূনি অমানিত্ব-মানদত্বমৈত্রীদয়াদীনি। তেষাং নিষ্ঠা চ কুত্রচন শমপ্রকৃতৌ ভক্তে ভক্তেরনিষ্ঠিতত্বে দৃশ্যতে। কুত্রচন তস্মিন্নুদ্ধতে ভক্তে নিষ্ঠিতত্বেঽপি ন দৃশ্যতে। যদ্যপি তদপি ভক্তি-

---

ভক্তির নৈশ্চল্য সিদ্ধ হইতে দেখা গিয়া থাকে। অতএব লয় প্রভৃতি বিঘ্নের অভাবই নিষ্ঠার লক্ষণ বলিতে হইবে। তন্মধ্যে কীর্ত্তন, শ্রবণ ও স্মরণের কালে উত্তরোত্তর অধিকতর ভাবে নিদ্রার উদ্গমের নামই লয়। ঐ কীর্ত্তনাদিতে ব্যবহারিক বিষয়ের সম্পর্কই বিক্ষেপ। কখন কখন লয় বা বিক্ষেপ না থাকিলেও তত্তৎকালে যে কীর্ত্তনাদিতে অসামর্থ্য তাহাকেই অপ্রতিপত্তি বলা যায়। আর ক্রোধলোভগর্ব্বাদির সংস্কারই কষায়। এবং বিষয়সুখোদয়কালে কীর্ত্তনাদিতে মনের অনভিনিবেশের নামই রসাস্বাদ। এই সকল বিঘ্নের অভাবেই নিষ্ঠার উদয় হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন, এই সকল বিঘ্ন একেবারে যাওয়া ভাবাবস্থা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া থাকে। তবে ঐ গুলি থাকিলেও ভক্তির বাধক না হইয়া উহার অবাধকরূপেই অবস্থান করিতে দেখা যায়। যাহা হউক, ঐ নিষ্ঠা সাক্ষাৎ ভক্তিবিষয়িণী ও তদনুকূলবস্তুবিষয়িণী ভেদে দ্বিবিধ। সাক্ষাৎ ভক্তি আবার অনন্ত প্রকার হইয়াও স্থূলতঃ ত্রিবিধ; কায়িকী, বাচিকী ও মানসী। প্রথম কায়িকী, পরে বাচিকী, পরে মানসী ভক্তির নিষ্ঠা জন্মে, ইহাই কাহারও কাহারও মত। আবার কেহ কেহ বলেন, তদ্বিষয়ে কোনরূপ ক্রম নাই। তদনুকূল বস্তুতে অর্থাৎ অমানিত্ব প্রভৃতিতে যে নিষ্ঠা, তাহা

নিষ্ঠৈব স্বসত্ত্বাসত্ত্বাভ্যাং তন্নিষ্ঠাসত্ত্বাসত্ত্বে সুধিয়মবগময়তি ন তু বালপ্রতীতিরেব বাস্তবীকর্ত্তুং শক্যোতি। যদুক্তম্—ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী। তদা রজস্তমোভাবাঃ কামলোভাদয়শ্চ যে। চেত এতৈরনাবিদ্ধং স্থিতং সত্ত্বে প্রসীদতীতি। শ্রবণকীর্ত্তনাদিষু যত্নস্য শৈথিল্যপ্রাবল্য এব দুস্ত্যজ্যে সংভবন্তী অনিষ্ঠিতানিষ্ঠিতে ভক্তী প্রদর্শয়েতামিতি সংক্ষেপতো বিবেকঃ॥ ২॥

ইতি মাধুর্য্যকাদম্বিন্যাং নিষ্যন্দবদ্ধুরানামামৃতবৃষ্টিশ্চতুর্থী॥ ৪॥

ভক্তিনিষ্ঠার অভাবেও কোন কোন শমপ্রকৃতি ব্যক্তিতে দৃষ্ট হইয়া থাকে, এবং ভক্তিনিষ্ঠা সত্ত্বেও কোন কোন উদ্ধত ভক্তে ঐ গুলি দেখাও যায় না। তথাপি ভক্তির নিষ্ঠা ও অনিষ্ঠা হইতেই ঐ গুলি অবগন্তব্য। আবার শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে যত্নের শৈথিল্য ও অশৈথিল্য হইতেই ভক্তির অনিষ্ঠিতত্ব বা নিষ্ঠিতত্ব জন্মিয়া থাকে। ইহাই নিষ্ঠার সম্বন্ধে সংক্ষেপ কথা॥ ২॥

ইতি মাধুর্য্যকাদম্বিনী নামক গ্রন্থে বঙ্গানুবাদে চতুর্থ্যমৃতবৃষ্টি॥ ৪॥

পঞ্চম্যমৃতবৃষ্টিঃ।

অথাভ্যাসকৃষ্ণবর্ত্মদীপিতাং ভক্তিকাঞ্চনমুদ্রাং স্বতেজসা বহন্তীং দধানে ভক্তহৃদি তস্যাং রুচিরুৎপদ্যতে। শ্রবণকীর্ত্তনাদীনামন্যতো বৈলক্ষণ্যেন রোচকত্বং রুচিঃ। যস্যামুৎপদ্যমানায়াং পূর্ব্বদশায়ামিব তৈ র্মুহুরপ্যনুশীলিতৈর্ন শ্রমোপলব্ধিগন্ধোঽপি। যা হি তেষু ব্যসনিত্বমচিরাদেবোৎপাদয়তি ॥ ১ ॥

যথা নিত্যং শাস্ত্রমধীযানস্য বটোঃ কালে শাস্ত্রার্থপ্রবেশে সতি শাস্ত্রস্য রোচকত্বমুৎপাদ্যমানমেব তং তত্র শ্রমং নোপনযন্ত্যাসঞ্জয়তি চ। বস্তুতঃ সিদ্ধান্তে তু পৈত্তিকবৈগুণ্যেন দূষিতাযাং রসনায়াং সিতায়া অরোচকত্বেঽপি সিতৈব তদ্বৈগুণ্যনিরাসকমৌষধমিতি বিবেকিনঃ তস্যা এব মুহুরুপসেবনে কালেন স্বাদ্বীয়ং স্বাদীয়সাভাতীতি তস্যা এব যথা রোচকত্বং তথৈবাবিদ্যাদিবিদূষিতস্য জীবান্তঃকরণস্য শ্রবণাদিভক্ত্যা তদ্দোষপ্রশমে তস্যাং রুচিরুদ্ভবতীতি ॥ ২ ॥

সা চ রুচির্দ্বিবিধা, বস্তুবৈশিষ্ট্যাপেক্ষিণী তদনপেক্ষিণী চ। বস্তূনাং ভগবন্নামরূপগুণলীলাদীনাং বৈশিষ্ট্যং কীর্ত্তনস্য সৌস্বর্য্যাদিমত্ত্বং বর্ণিতভগবচ্চরিতাদের্গুণা-

---

অনন্তর অভ্যাসরূপ অগ্নি দ্বারা দীপিত নিজতেজে সম্যক্ উজ্জ্বল ভক্তি-কাঞ্চনমুদ্রা ধারণকারী ভক্তের হৃদয়ে রুচি উৎপন্ন হয়। শ্রবণকীর্ত্তনাদির বিষয়ান্তর হইতে বিলক্ষণভাবে যে রোচকত্ব, তাহারই নাম রুচি। ঐ রুচি উৎপন্ন হইলে, পূর্ব্বদশার ন্যায় শ্রবণকীর্ত্তনাদির পুনঃ পুনঃ অনুশীলনেও শ্রমগন্ধ হয় না। ঐ রুচি অচিরেই শ্রবণকীর্ত্তনাদিতে ভক্তের ব্যসন উৎপাদন করিয়া থাকে ॥ ১ ॥

যেমন নিত্য শাস্ত্রাধ্যয়নশীল বটুর কালে শাস্ত্রার্থে প্রবেশ জন্মিলে, শাস্ত্রের অনুশীলনে আর কোনরূপ ক্লেশ হয় না, পরন্তু তাহাতে রোচকত্বই জন্মিয়া থাকে। বস্তুতঃ সিদ্ধান্তপক্ষে পৈত্তিক বৈগুণ্য দ্বারা রসনা দূষিত হইলে, সিতাতে (মিছরিতে) অরোচকত্ব ঘটিলেও সিতাই তদ্বৈগুণ্যনিরাসক ঔষধ হয়, যিনি ইহা বুঝেন, তাঁহার ঐ সিতা সেবন করিতে করিতে উহা কালে স্বাদ্বী বলিয়া আভাত হইয়া থকে; ঐ সিতার রোচকত্বের ন্যায় অবিদ্যাদিবিদূষিত যে জীবের অন্তঃকরণ, শ্রবণাদিভক্তি দ্বারা, ঐ অন্তঃকরণের দোষ প্রশমিত হইলে, তাহাতে রুচি উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

ঐ রুচি দ্বিবিধ; বস্তুবৈশিষ্ট্যাপেক্ষিণী ও তদনপেক্ষিণী। বস্তু যে ভগবন্নাম-গুণলীলাদি, তাহাদের বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ কীর্ত্তনের সৌস্বর্য্যাদিমত্ত্ব, বর্ণিত ভগ-

লঙ্কারধ্বন্যাদিমত্বং পবিচর্য্যাদীনাং তাদৃশস্বাভীষ্টদেশপাত্রদ্রব্যাদিসম্ভাববত্বং যদপেক্ষতে তদ্বস্তুবৈশিষ্ট্যাপেক্ষিণী। কিং কিং কীদৃশং ব্যঞ্জনমস্তি ইতি পৃচ্ছতাং মন্দক্ষুদ্বতামিব। প্রথমা সেয়মস্তি অন্তঃকরণস্য যৎকিঞ্চিদ্দোষলব এব কীর্ত্তনাদীনাং বৈশিষ্ট্যমপেক্ষতে কবণদোষাভাসা জ্ঞেয়া। দ্বিতীয়া তু যথা তন্নামরূপাদ্যপক্রম এব বলবতী ভবন্তী বৈশিষ্ট্যে ত্বতিপ্রৌঢত্বমাপদ্যমানেযং নাস্তিমনোবৈগুণ্যগন্ধা এব জ্ঞেয়া। ততশ্চাহো সখে! কৃষ্ণনামামৃতানি বিহায় কিমিতি তুষ্পাবিগ্রহযোগক্ষেমবার্ত্তাবিষয়েষু নিমজ্জয়সি ত্বাং বা কিং ব্রবীমি ধিঙ্মাং যদহমপি পামবঃ শ্রীগুকচবণপ্রসাদলব্ধমপ্যেতদ্বস্তু স্বগ্রন্থিনিবদ্ধং মহাবত্নমিবানুপলভ্য পবিতো ভ্রমন্নেতাবন্তং কালম্ অন্যব্যাপারপাবাবারমধ্যে মিথ্যাসুখলেশস্ফুটিতকপর্দ্দকমাত্রমন্বিষ্যাসুংষি বৃথৈবানয়ম্। ভক্তেঃ কমপ্যনঙ্গীকুর্ব্বন শক্তেরভাবমেবাদ্যোতয়ন্ হন্ত স এবাহং সৈবেয়ং মে রসনা যা হ্যনৃতকটুগ্রাম্যপ্রলাপমমৃতমিব লিহতী ভগবন্নামগুণবার্ত্তাসু

বচ্ছবিতাদির গুণালঙ্কাবধ্বন্যাদিমত্ব, পবিচর্য্যাদিব তাদৃশস্বাভীষ্টদেশপাত্রদ্রব্যাদিসম্ভাববত্ব প্রভৃতি অপেক্ষা করে যে রুচি, তাহাকেই বস্তুবৈশিষ্ট্যাপেক্ষিণী রুচি বলা হয়। ভোজনেব কালে, কি কি ও কিরূপ ব্যঞ্জন আছে, এই প্রকাব প্রশ্নকাবী মন্দক্ষুধাবিশিষ্ট ব্যক্তির ন্যায ভক্তেব বস্তুবৈশিষ্ট্যাপেক্ষিণী রুচিব স্বভাব জানিতে হইবে। অন্তঃকরণের কিছু দোষ থাকিলেই কীর্ত্তনাদিব বৈশিষ্ট্যের অপেক্ষা হয়। অতএব তাদৃশী রুচিকে করণদোষাভাস বলিলেও বলা যাইতে পারে। দ্বিতীয় যে রুচি, তাহা যেখানে সেখানে ভগবন্নামরূপাদিব উপক্রমেই বলবতী হইয়া থাকে। বস্তুবৈশিষ্ট্যে উহাব কথাই নাই। তখন উহা প্রৌঢ়ত্ব প্রাপ্ত হয়। উহাতে অন্তঃকরণেব বৈগুণ্যগন্ধও থাকে না, জানিতে হইবে।

অনন্তব, "অহো সখে! কৃষ্ণনামামৃত ত্যাগ কবিবা কি নিমিত্ত তুষ্পবিগ্রহ যে যোগক্ষেমবার্ত্তা, তাহাতে নিমজ্জিত কবিতেছ? তোমাকেই বা কি বলিব; আমাকেই ধিক্! যেহেতু আমি অতি পামর; শ্রীগুরুব প্রসাদে নিজ গ্রন্থিনিবদ্ধ মহাবত্নের ন্যায় এই উৎকৃষ্ট বস্তু পাইয়াও, ইহাব আদর না বুঝিয়া, চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ কবিতে কবিতে এতকাল অন্য ব্যাপাবপাবাবারমধ্যে মিথ্যা সুখলেশের ন্যায় স্ফুটিত কপর্দ্দকের অন্বেষণে জীবনকে বৃথা যাপন কবিযাছি। ভক্তিব কোন অঙ্গই অঙ্গীকাব না কবিয়া শক্তিব অভাবকেই প্রচাব কবিতেছিলাম। হায়! সেই আমি কপটী, সেই আমার রসনা, যে রসনা, মিথ্যা কটু গ্রাম্য প্রলাপ বাক্যকে অমৃতের ন্যায় লেহন করিতে করিতে, ভগবন্নাম-

সালসৈবাসীৎ। হন্ত হন্ত তৎকথাশ্রবণারম্ভ এব স্বাপং ভজংস্তদৈব কদাচিৎ প্রস্তুতায়াং গ্রাম্যবার্ত্তায়ামুৎকর্ণতয়া লব্ধজাগরঃ সাধূনাং সদ এব তৎসকলমকলঙ্কয়ম্। অস্য চ দুষ্পূরস্য জঠরস্য কৃতে জরঠোঽপি কাংস্কান্ দুষ্কৃতোদ্যমান্নাকরবম্। তদহং ন জানে কস্মিন্ বা নিরয়ে স্বকৃতফলমুপভুঞ্জানঃ স্থাস্যামীতি নির্ব্বিদ্যমানস্তদৈব ক্বচিদহো রহো ভুবি মহোপনিষৎকল্পবল্লীফলসারং সারঙ্গ ইব প্রভোশ্চরিতামৃতং স্বাদয়ন্নভিবাদয়ন্ মুহুর্মুহুরপি সাধূনব্যাধূতসংলাপস্তিষ্ঠন্নুপবিশন্ প্রবিশন্নপি ভগবদ্ধামবদ্ধামলসেবানিষ্ঠস্তন্মনা উন্মনা ইবানভিজ্ঞলোকৈরালক্ষ্যমাণো ভক্তজনভজনানন্দনৃত্যাধ্যায়মধ্যেতুমুপক্রমমাণ ইব কচিনর্ত্তক্যা পাণিভ্যাং গৃহীত্বেব তত্তৎশিক্ষ্যমাণ ইব কাঞ্চন মুদমননুভূতচরীমুপলভে ন জানে কুশীলবাচার্য্যাভ্যাং প্রেমাভ্যাং কালেন প্রবিশ্য নর্ত্তয়িষ্যমাণঃ কস্যাং বা নির্বৃতিনীবৃতি বিবাজয়িষ্যতীতি ॥ ৩ ॥

ইতি মাধুর্য্যকাদম্বিন্যামুপলব্ধাস্বাদোনাম পঞ্চম্যমৃতবৃষ্টিঃ ॥ ৫ ॥

গুণবার্ত্তাতে আমাকে অলস করিয়াছিল। হায়! হায়! আমি তৎকথারম্ভেই যে নিদ্রা যাইতাম। কিন্তু আবাব যদি কখন কখন গ্রাম্যবার্ত্তা আরম্ভ হইত, তখনই উৎকর্ণ হইযা শ্রবণ করিতাম। তখন আব পূর্ব্ব নিদ্রা থাকিত না। এইরূপ কতবাবই না সাধুদিগেব সমাজকে কলুষিত করিয়াছি। এই দুষ্পূর জঠরেব নিমিত্ত এমন কি দুষ্কর্ম্ম আছে, যাহা আমি করি নাই? অতএব জানি না, কোন্ নবক আমার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। আমাব দুষ্কর্ম্মের যে কত শত ফলভোগই আছে, তাহাব ইয়ত্তা কবা যায় না।”—ভক্ত, এইরূপে ক্রমে নির্বিন্ন হইযা, অহো! এই পৃথিবীতে মহোপনিষৎকল্পবল্লীফলসার যে প্রভুর চরিতামৃত, তাহাই আস্বাদন ও অভিবাদন কবিতে কবিতে বারংবার বার্ত্তান্তর পবিত্যাগ পূর্ব্বক সাধুসমাজে থাকিযা ভগবদ্ধামে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত হইয়া উন্মনা হইয়া অনভিজ্ঞের ন্যায় লোক কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়া কচিনর্ত্তকী কর্ত্তৃক ভক্তজননৃত্যসমাজে নর্ত্তনশিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া অননুভূতপূর্ব্ব কোন এক আনন্দ অনুভব করিতে থাকেন ॥ ৩ ॥

ইতি মাধুর্য্যকাদম্বিনী গ্রন্থে বঙ্গানুবাদে পঞ্চমী অমৃতবৃষ্টি ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ্যমৃতবৃষ্টিঃ।

অথ সৈব ভজনবিষয়া রুচিঃ পরমপ্রৌঢ়তমা সতী যদা ভজনীয়ং ভগবন্তং বিষয়ী-করোতি তদেয়মাসক্তিরিত্যাখ্যায়তে। যৈব ভক্তিকল্পবল্ল্যাঃ স্তবকীভাবমাসাদয়ন্তী ভাবপ্রেমণী পুষ্পফলে অচিরাদেব ভাবিনী দ্যোতযতি। রুচির্ভজনবিষয়া আসক্তি-র্ভজনীয়বিষয়েতি ভূম্নৈব ব্যপদেশঃ। বস্তুতস্তূভে অপ্যুভয়ং বিষযীকরোত্যেব। অপ্রৌঢ়ত্বপ্রৌঢ়ত্বাভ্যামেব ভেদঃ। আসক্তিরেবান্তঃকরণমুকুরং তথা মার্জ্জযতি যথা তত্র সহসা প্রতিবিম্বিতো ভগবানবলোক্যমান ইব ভবতি। হন্ত বিষবৈ-রাক্রম্যতে মদীয়ং চেতস্তদিদং ভগবতি নিদধামীতি ভক্তস্য বিধিৎসানন্তরমেব প্রায়ো বিষয়েভ্যো নিষ্ক্রম্য তদ্রূপগুণাদৌ যৎ প্রবেশশীলং পূর্ব্বদশাযামাসীৎ তদেব চিত্তমাসক্তৌ জাতায়াং বিধিৎসাতঃ পূর্ব্বমেব স্বযমেব তথাভূতং ভবেৎ। যথা ভগবদ্রূপ-গুণাদিভ্যো নিষ্ক্রম্য বার্ত্তান্তরে চেতঃ কদা প্রবিষ্টমিতি প্রাপ্তনিষ্ঠেনাপি ভক্তেন নানুসন্ধাতুং শক্যতে তথৈব বার্ত্তান্তরতো নিষ্ক্রম্য ভগবদ্রূপগুণাদিষু কদা প্রবিষ্টং স্বচেত ইত্যাসক্তিবনাসক্তেন ন লক্ষ্যতে। আসক্তিমতা ভক্তেন তু তল্লক্ষ্যতে ॥ ১ ॥

অনন্তর সেই ভজনবিষয়া রুচি যখন পরম প্রৌঢ়তমা হইয়া ভজনীয় ভগবানকে বিষয় করেন, তখনই তাহাকে আসক্তি বলা যায়। এই আসক্তিরূপ ভক্তি কল্পলতা, অচিরেই ভাবরূপ পুষ্প ও প্রেমরূপ ফল উৎপন্ন হইবেন, ইহা জানাইয়া দেন। রুচি ভজনবিষয়া এবং আসক্তি ভজনীয়বিষয়া এই যে অভিযুক্তোক্তি লক্ষণ, তাহা তত্তৎপ্রাধান্যেই জানিতে হইবে। কারণ, বস্তুতঃ উভয়ই উভয়কে বিষয় করিয়া থাকেন। ফলতঃ অপ্রৌঢ়ত্ব ও প্রৌঢ়ত্ব অংশেই রুচি ও আসক্তির ভেদ জানিতে হইবে। আসক্তি ভক্তের অন্তঃকরণরূপ মুকুরকে তাদৃশ পরি-মার্জ্জিত করেন যে, তাহাতে সহসা প্রতিবিম্বিত হইলে, শ্রীভগবান অবলোকিতের ন্যায়ই প্রতিভাত হয়েন। প্রথমে ভক্তের নিজ চেষ্টায় তাঁহার বিষয়াক্রান্ত চিত্ত শ্রীভগবানের রূপগুণাদিতে প্রবিষ্ট হইতে থাকে। পরে আসক্তি জন্মিলে, উহা বিনা চেষ্টাতেই সম্পন্ন হয়। যেমন শ্রীভগবানের রূপগুণাদি হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া চিত্ত কখন কিরূপে বার্ত্তান্তরে প্রবিষ্ট হইল, ইহা নিষ্ঠিত ভক্তও অনু-সন্ধান করিয়া পান না, তদ্রূপ বার্ত্তান্তর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া চিত্ত কখন কিরূপে শ্রীভগবানের রূপগুণাদিতে প্রবিষ্ট হইল, ইহা অর্থাৎ এই আসক্তি, অনাসক্ত ভক্ত লক্ষ্য করিতে পারেন না, আসক্ত কিন্তু তাহা পারেন ॥ ১ ॥

ততশ্চ প্রাতঃ কুতস্ত্যোঽসি ভোভোঃ কণ্ঠলম্বিতশ্রীশালগ্রামশিলাসুন্দরসম্পুটো লঘুলঘূচ্চারিতশ্রীকৃষ্ণনামামৃতাস্বাদপ্রতিক্ষণলোলিতরসনঃ প্রেক্ষ্যমাণ এব দুর্ভগং মামুল্লাসয়সি কস্মিংশ্চিদর্থে। তৎ কথয় কুত্র কুত্র বা তীর্থে ভ্রমন্ কেষাং কেষাং বা ভগবদনুভবানামাস্পদীভবন্নাত্মানমকৃতার্থয়ঃ। ইত্যুদ্ভাবিতসংলাপামৃতপানযাপিত-কতিপয়ক্ষণঃ পুনরন্যতো গত্বা ভোঃ কক্ষনিক্ষিপ্তমনোহরপুস্তক বিলক্ষণয়শ্রিয়া বিদ্বানে-বানুমীয়সে তদ্ব্যাচক্ষ্ব দশমস্কন্ধীয়ং পদ্যমেকং জীবয় শ্রুতিচাতকীং তদর্থামৃতবৃষ্ট্যা ইতি তদ্ব্যাখ্যয়া রোমাঞ্চিতগাত্রঃ পুনরন্যতো গত্বা হন্তাধুনৈবাহং কৃতার্থীভবিষ্যামি যদিয়ং সত্যৈব সদ্য এব মম সমস্তদুষ্কৃতধ্বংসিনীতি বিরচিতদণ্ডবদবনিপ্রণিপাত-পুরঃসরপ্রণতিবিনতিকঃ তৎসভামুকুটমণিনা মহাভাগবতবর্য্যেণ পরমবিদুষা সরস-মাদ্রিয়মাণঃ সঙ্কুচিততনুস্তদন্তিককৃতোপবেশ এব ভো স্ত্রিভুবনজীবভবনমহাভবরোগ-ভিষক্‌শিরোমণে ধ্রুবৈব ধমনীমধমস্যাপি মে মহাদীনস্য নিরূপয় রুজং সমাদিশস্ব পথ্যৌষধে কেনাপি প্রযুক্তেন মহারসায়নেন মদভীপ্সিতাং পুষ্টিমপি সম্পাদয়েতি সাস্রং যাচমানস্তৎকৃপাবলোকমধুরবাঙ্ময়ামৃতনিঃষ্যন্দনন্দিতস্তচ্চরণপরিচরণনীতপঞ্চষড়্-বাসরঃ সরসমটন্নপি কদাচিদটবীঃ যদি ময়ি বর্ত্ততে কৃষ্ণস্য কৃপাবলোকস্তদায়ং দূরতঃ পুরোঽবলোক্যমানঃ কৃষ্ণসারস্ত্রিচতুরাণি পদানি মদভিমুখমায়াতু ন চেন্মাং পৃষ্ঠীকরোত্বিতি নৈসর্গিকীমপি মৃগপশুপক্ষিচেষ্টাস্তদনুগ্রহনিগ্রহলিঙ্গতয়ৈব জানন্ গ্রামোপশল্যেঽপি খেলতো বিপ্রবালকান্ সনকাদীনিব কিমহং ব্রজেন্দ্রকুমারং প্রাপ্স্যামি ইতি পৃষ্ট্বা তদ্দত্তমুত্তরং মেতি মুগ্ধাক্ষরং দুর্ব্বোধার্থতয়া সুবোধার্থতয়া

আসক্তিসমন্বিত ভক্ত প্রাতে, কোন সাধুকে দেখিয়া, "আপনি কোন্ স্থান হইতে আগমন করিলেন? আপনার কণ্ঠে কি লম্বিত রহিয়াছে? উহা কি শালগ্রাম শিলা? দেখিতেছি, আপনি মুখে শ্রীকৃষ্ণনামামৃত আস্বাদান করিতে-ছেন। অতএব বোধ হয়, আপনি বৈষ্ণবই হইবেন। আপনাকে দর্শন করিয়াই আমার মন উল্লাসিত হইতেছে। বলুন, আপনি কোন্ কোন্ তীর্থে কোন্ কোন্ সাধু মহাত্মার দর্শনে আপনাকে কৃতার্থ করিয়াছেন, এবং আপনিই বা কাহাকে কাহাকে কৃতার্থ করিয়াছেন?" এইরূপ সদালাপে কিয়ৎকাল যাপন করেন। আবার কোথাও কোন পাঠকের মুখে শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের কোন পদ্যের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ হইতে ইচ্ছা করেন। কখন বা কোন সাধুর সহিত বনে বনে ভ্রমণ করিতে থাকেন। এবং সেইস্থানে পশু-পক্ষ্যাদির নৈসর্গিক চেষ্টা সন্দর্শনে শ্রীভগবানের অনুগ্রহ স্মরণ করেন। কখন

বা পরামৃষ্য স্বগৃহমধ্যমধ্যাস্যাপি মহাধনগৃধ্নুঃ কৃপণবণিগিব কাহং যামি কিং করোমি কেন ব্যাপারেণ মে তদভীষ্টবস্তুজাতং হস্তাগতং স্যাদিতি পরিম্লানবদনশ্চিন্তয়ন্ স্বপন্ উত্তিষ্ঠন্ উপবিশন্ পরিজনৈঃ কারণং পৃচ্ছ্যমানোঽপি কদাচিন্মূক ইব কদাচিদবহিত্থামালম্বমানঃ সাম্প্রতমভূদয়ং ছন্নবুদ্ধিরিতি বন্ধুভিঃ স্বভাবত এবায়ং জড় ইতি প্রতিবেশিভিরজ্ঞৈর্মূর্খ ইতি বৈয়াকরণৈঃ নূনং বায়ুাক্রান্ত ইতি তার্কিকৈঃ স্বাদৃষ্টাধীনত্বেন ইতি মীমাংসকৈঃ ভ্রান্ত ইতি বেদান্তিভিঃ ভ্রষ্ট ইতি কর্ম্মিভিরহো মহাসারং বস্তু সমধিগত ইতি অভক্তৈর্দাম্ভিক ইতি তত্রাপবাধিভিঃ পরামৃষ্যমাণো মানাপমানবিচারবিধুরো ভগবদাসক্তিস্বর্ধুনীপ্রবাহপতিত এব চেষ্টতে ভক্ত ইতি ॥২॥

ইতি মাধুর্য্যকাদম্বিন্যাং মনোহারিণী নামামৃতবৃষ্টিঃ ষষ্ঠী ॥ ৬ ॥

কোথাও কোন বালক দেখিয়া সনকাদি ঋষি বলিয়া প্রণাম করিতে থাকেন। কখন বা গৃহমধ্যে থাকিয়া কোথায় যাই, কি করি, ভাবিয়া আকুল হয়েন। কখন পরিম্লানমুখে ঘোরতর চিন্তা করিতে থাকেন। কখন বা নিদ্রা যান। আবার কখন বা উঠেন। কখন বা বসেন। পরিজনেরা কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, কোনরূপ উত্তর প্রদান করেন না। ক্রমে তিনি মূক জড় বা উন্মত্ত বলিয়াই অনুমিত হইতে থাকেন। ফলতঃ ভগবদাসক্তিপ্রবাহে পতিত ভক্ত মানাপমানাদিবিচারশূন্য হইয়া এইরূপই বিবিধ চেষ্টা করিতে থাকেন ॥ ২ ॥

ইতি মাধুর্য্যকাদম্বিনী গ্রন্থে বঙ্গানুবাদে ষষ্ঠ্যমৃতবৃষ্টি ॥ ৬ ॥

সপ্তম্যমৃতবৃষ্টিঃ।

অথ সৈবাসক্তিঃ পরমপরিণামং প্রাপ্তবতী রত্যপরপর্য্যায়ো ভাব ইত্যাখ্যাং লভতে। য এব হি সচ্চিদানন্দ ইতি শক্তিত্রিকস্থ স্বরূপভূতস্থ কন্দলীভাবং ভজতে। যমেব খলু ভক্তিকল্পবল্ল্যা উৎফুল্লং প্রসূনমাচক্ষতে। যস্থ চ বাহ্যৈব প্রভা সর্ব্বৈঃ সুদুর্ল্লভা আভ্যন্তরী তু মোক্ষমপি লঘূকরোতি। যস্থ চ পরমাণুরেক এব তমঃসমস্তমুন্মূলয়তি। যস্য পরিমলৈঃ প্রসৃমরৈঃ মধুসূদনং নিমন্ত্র্যানীয় তত্র প্রকটীকর্ত্তুং প্রভূয়তে। কিং বহুনা যৈরেব বাসিতাশ্চিত্তবৃত্তিতির্দ্রবিক্কতয়ো দ্রবীভাবমাপন্ন সন্থ এব ভগবদঙ্গমখিলমেব স্নেহয়িতুং যোগ্যতাং দধতে। যঃ খল্বাবির্ভবন্নেব স্বাধারং শ্বপচমপি ব্রহ্মাদেরপি নমস্যত্বমাপাদয়তি। উদ্যোতমানে চ যস্মিন্ শ্যামলিমানং ব্রজমহেন্দ্রনন্দনস্যাঙ্গানামেব আকণ্যং তদীয়াধরনেত্রান্তাদেরেব ধবলিমানং তদীয়বদনস্মিতচন্দ্রিকাদেরেব পীতিমানং তদম্বরভূষণাদেরেব লেঢুং লব্ধাসন্নসময়মিব বলিতোৎকণ্ঠং ভক্তস্য নয়নদ্বন্দ্বমশ্রুভিরজস্রমাত্মানমভিষিঞ্চেৎ। গীতং তদীয়ং মুরল্যা এব শিঞ্জিতং তদীয়নূপুরাদেরেব সৌস্বর্য্যং তদীয়কণ্ঠস্যৈব নিদেশং তচ্চরণপরিচরণস্যৈব তৎকৃতং কমপি স্বস্যাবতংসীকর্ত্তুং মৃগ্যদিব স্থানে স্থানে ক্ষণে ক্ষণে শ্রবণদ্বয়ং নিশ্চলীভবদুন্নমেৎ।

ঐ আসক্তিই পরম পরিণাম দশায় ভাব এই আখ্যা লাভ করিয়া থাকেন। রতি উহারই অপরপর্য্যায়। ভাব সচ্চিদানন্দশক্তিরই কন্দলীভাব। উহাকেই ভক্তিকল্পলতার পুষ্প বলা যায়। উহার বাহ্য প্রভাই সুদুর্লভ, আভ্যন্তর প্রভারত কথাই নাই। উহা মোক্ষকেও তুচ্ছ করিয়া দেয়। ঐ ভাবের একমাত্র পরমাণু অর্থাৎ উহার অত্যল্পমাত্র অংশই সকল অন্ধকার নাশ করিতে সমর্থ। উহার পরিমল প্রসৃত হইয়া সাক্ষাৎ শ্রীভগবানকে নিমন্ত্রণ পূর্ব্বক প্রকট করাইয়া থাকে। অধিক কি, ঐ ভাব দ্বারা বাসিত চিত্তবৃত্তি দ্রবীভূত হইয়া শ্রীভগবানের অখিল অঙ্গকে স্নেহযুক্ত করিতে যোগ্য হয়। ঐ ভাব আবির্ভূত হইয়া নিজ আশ্রয়কে—তিনি যদি চণ্ডালও হয়েন, তাঁহাকেও—ব্রহ্মাদির নমস্থ করিয়া তুলেন। উহার উদয়ে ভক্তের চক্ষু সদাই শ্রীভগবানের অঙ্গের শ্যামলিমা তদীয় নেত্রান্তাদির অরুণিমা তদীয় বদনস্মিতচন্দ্রিকার ধবলিমা ও তদীয়াঙ্গভূষণাদির পীতিমা প্রভৃতি সন্দর্শনে অজস্র অশ্রুবর্ষণ পূর্ব্বক আত্মাকে অভিষিক্ত করিয়া থাকে। তখন তাদৃশ ভক্ত মুহুর্মুহুঃ যেন তদীয় মুরলীর শিঞ্জিত, নূপুরের সৌস্বর্য্য, কণ্ঠের নিদেশ প্রভৃতি শ্রবণ করিবার জন্য উন্মনীভাব ধারণ করেন।

এবমেব কীদৃশো বা তদুভয়করকিশলয়স্পর্শ ইতি তদৈব তমনুভবদিব গাত্রং রোমাঞ্চিতং ভবেৎ। তৎসৌরভাং লভ্যমানমিব বিদ্বুৎসৌ নাসে প্রফুল্লে ক্ষণে ক্ষণে শ্বাসং গৃহীত্বা পরিচিচীষেতাম্। হন্ত সা কেনা কিং মে স্বাদনীয়া ইতি তদৈব তামুপলভমানেব রসনাপ্যুল্লাসং দধানৈবোষ্ঠাধরৌ লিহ্যাৎ। কদাপি তদীয়-স্ফূর্ত্তৌ তং সাক্ষাৎ প্রাপ্তবদিব চেতো হৃষ্যেৎ তন্মাধুর্য্যাস্বাদসম্পত্ত্যা মাদ্যেৎ তদৈব তত্তিরোভাবে বিষীদেৎ নির্ব্বিদ্যেৎ গ্লায়েদিত্যেবং সঞ্চারিভাবৈরাত্মানমলঙ্কুর্ব্বদিব শোভেত। বুদ্ধিবপতন্তমেবার্থমবধারয়ন্তী জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিষু তদীয়স্মৃতিবর্ত্মন্যেব পান্থত্বমধ্যবস্যেৎ। অহন্তা চ প্রাপ্স্যমানে সেবোপযোগিনি সিদ্ধদেহে প্রবিশন্তীব সাধকশরীরং প্রায়ো জহাতীব বিরাজেত। মমতা চ তচ্চরণারবিন্দমকরন্দ এব মধুকরীভবিতুমুপক্রমেতেতি। স চ ভক্তঃ প্রাপ্তং মহারত্নং কৃপণ ইব জনেভ্যো ভাবং গোপয়ন্নপি ক্ষান্তিবৈরাগ্যাদীনামাস্পদীভবন্ লসল্ললাটমেবান্তর্ধনং কথয়তীতি ন্যায়েন তদ্বিজ্ঞসাধুগোষ্ঠ্যাং বিদিতো ভবেদন্যত্র তু বিক্ষিপ্ত ইত্যুন্মত্ত ইতি সজ্জত ইতি দুর্লক্ষ্যতাং গচ্ছেৎ ॥ ১ ॥

স চ ভাবো রাগভক্ত্যুত্থো বৈধভক্ত্যুত্থ ইতি দ্বিবিধঃ। আদ্যো জাতি-প্রমাণাভ্যামাধিক্যেন মহিমজ্ঞানানাদরেণ ভগবতি সামান্যাধিক্যাচ্চ সান্দ্রঃ। দ্বিতীয়ঃ

সময়ে সময়ে যেন তদীয় আলিঙ্গন লাভ করিয়া ও অঙ্গসৌরভ আঘ্রাণ করিয়া পুলকিত হইতে থাকেন। ফলতঃ তৎকালে তিনি তদীয় মাধুর্য্যাস্বাদসম্পত্তিতে মত্ত হয়েন। কখন বা উহার অলাভে বিষণ্ণ এবং নির্ব্বিণ্ণও হইয়া থাকেন। এই সকল সঞ্চারীভাব তখন তাঁহাকে প্রায়ই অলঙ্কৃত করিতে থাকে। তাঁহার বুদ্ধি জাগরণে স্বপ্নে ও সুষুপ্তিতে সদাই তদীয় স্মৃতিধর্ম্মে অবস্থিত হয়। তখন তাঁহার অহন্তা প্রাপ্স্যমান সেবোপযোগী সিদ্ধদেহে প্রবেশ পূর্ব্বক এই সাধক-শরীরকে যেন ত্যাগ করিয়াই অবস্থান করিতে থাকে। তাঁহার মমতা তখন তদীয় চরণারবিন্দের মকরন্দ পান করিবার জন্য উৎসুক হয়। তদবস্থায় ভক্ত মহারত্ন প্রাপ্ত হইয়াও দীন হইতে দীনের ন্যায় আত্মগোপন পূর্ব্বক ক্ষান্তি ও বৈরাগ্যাদির আস্পদ হইয়া সাধারণের পরিচয়ের বহির্ভূত হয়েন। তবে সাধু-গোষ্ঠীতে কিন্তু তিনি অবিদিত থাকেন না। কেবল অসাধুর নিকটেই তিনি দুর্লক্ষ্য হইয়া উন্মত্ত বলিয়া পরিচিত হয়েন॥ ১ ॥

ঐ ভাব আবার রাগভক্ত্যুত্থ ও বৈধভক্ত্যুত্থ ভেদে দ্বিবিধ। প্রথমটি জাতি ও প্রমাণ দ্বারা আধিক্যহেতু মহিমজ্ঞানে অনাদর বশতঃ শ্রীভগবানে সমানতা ও

তাভ্যাং প্রথমতঃ কিঞ্চিন্ন্যূনত্বেন ঐশ্বর্য্যজ্ঞানবিদ্ধমমতাবত্বাচ্চাসান্দ্রঃ। প্রায়ো দ্বিবিধ এবায়ং ভাবো দ্বিবিধানাং ভক্তানাং বিবিধচিদ্বাসনাসনাথেষু হৃদয়েষু স্ফুরন্ বিবিধাস্বাদ্যত্বং ভজতে। ঘনরস ইব রসালপনসেক্ষুদ্রাক্ষাদিষু প্রবিষ্টঃ পৃথক্ পৃথঙ্-মাধুর্য্যবত্ত্বং ভজতে। তে চ ভক্তাঃ শান্তদাসসখিপিতৃপ্রেয়সীভাববন্তঃ পঞ্চবিধাঃ স্যুঃ। তত্র শান্তেষু শান্তিরিতি দাসেষু প্রীতিরিতি সখিষু সখ্যমিতি পিতৃভাববৎসু বাৎসল্যমিতি প্রেয়সীভাববৎসু প্রিয়তেতি নামভেদমপি। পুনশ্চায়ং স্বশক্ত্যেবা-বির্ভাবিতৈর্বিভাবানুভাবব্যভিচাবিভিরাখ্যৈব রাজেব বা প্রকৃতিভিরুদ্ভূতৈশ্বর্য্যঃ স্থায়ীতি নাম্না বৈশিষ্ট্যং গচ্ছন্ তৈর্ম্মিলিতঃ শান্ত ইতি দাস্যমিতি সখ্যমিতি বাৎসল্য-মিতি উজ্জ্বল ইতি লব্ধবিভেদো রসো ভবতি। যো হি রসো বৈ সঃ রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দীভবতীতি শ্রুত্যাভিধীয়তে। অয়মন্যত্রাবতারেঽবতারিণি বা সম্ভবন্নপি স্বয়ং সম্পূর্ত্তিমানং তত্র তত্রালভমানো ব্রজেন্দ্রনন্দন এব স্বকাষ্ঠাং লভতে। নদনদীতড়াগা-দিষু সম্ভবদপি যথা সমুদ্র এব জলনিধিত্বম্। যো হি ভাবস্য প্রথমপরিণত্যাবেব উৎপদ্যমান এব প্রেমণি মূর্ত্ত এব রসঃ সাক্ষাদেব তদ্বতা ভক্তেনানুভূয়ত ইতি ॥ ২ ॥

ইতি মাধুর্য্যকাদম্বিন্যাং পরমানন্দনিস্যন্দিনী নাম সপ্তম্যমৃতবৃষ্টিঃ ॥ ৭ ॥

আধিক্য প্রযুক্ত অতীব সান্দ্র হয়। আর দ্বিতীয়টি জাতি ও প্রমাণে কিঞ্চিৎ ন্যূনতাহেতু এবং ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-বিদ্ধ মমতাপ্রযুক্ত তাদৃশ সান্দ্র হয় না। এই দ্বিবিধ ভাব দ্বিবিধ ভক্তের বিবিধচিদ্বাসনাযুক্ত দ্বিবিধ হৃদয়ে দ্বিবিধরূপে আস্বাদিত হইয়া থাকেন। ঐ আস্বাদনের প্রকার রসালাদির উত্তরোত্তর ঘন রসের সদৃশ। এই ভাব উত্তরোত্তর ঘনতায় শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য ও উজ্জ্বল নামক পৃথক্ পৃথক্ আকার ধারণ করে। ভাবের আকারভেদে তদ্ভ-বিশিষ্ট ভক্তেরও আকারভেদ হইয়া থাকে। তদনুসারে ভক্ত শান্ত দাস সখা গুরুজন ও প্রেয়সীবর্গ ভেদে পঞ্চবিধ হয়েন। তন্মধ্যে শান্তের শান্তি, দাসের দাস্য, সখার সখ্য, গুরুজনের বাৎসল্য ও প্রেয়সীবর্গের উজ্জ্বল ভাব জানিতে হইবে। এই পঞ্চবিধ ভাব হইতেই বিভাব অনুভাব ও ব্যভিচারিভাব রূপ প্রকৃতি সকল প্রকাশ পাইয়া থাকেন। ভাবরাজা স্থায়ী নামে অভিহিত হইয়া ঐ সকল প্রকৃতির সহিত মিলনে রসতা প্রাপ্ত হয়েন। স্বয়ং ভগবানই ঐ রস। শ্রীভগ-বানের সকল অবতারেই ঐ রস দৃষ্ট হইলেও উহা পূর্ণমাত্রায় জলনিধির ন্যায় রসনিধি শ্রীনন্দনন্দনেই পরিদৃষ্ট হয়েন ॥ ২ ॥

ইতি মাধুর্য্যকাদম্বিনী গ্রন্থে বঙ্গানুবাদে সপ্তম্যমৃতবৃষ্টি ॥ ৭ ॥

অষ্টম্যমৃতবৃষ্টিঃ।

অথ তস্যা এব ভক্তিকল্পবল্ল্যাঃ সাধনাভিধ্যে যে পূর্ব্বং দ্বে পত্রিকে লক্ষিতে ইদানীং ততোঽতিচিক্কণানি তাদৃশশ্রবণকীর্ত্তনাদিময়ানি ভাবকুসুমসংলগ্নানি অনুভাবাভিধানানি বহুনি পত্রাণি সহসৈবাবিভূ্র্য ক্ষণে ক্ষণে দ্যোতয়ন্তি যান্যেব ভাবকুসুমং পরিণামং প্রাপয্য পুনস্তদৈব প্রেমাভিধানফলত্বমানয়ন্তি। কিঞ্চ আশ্চর্য্যচর্য্যেয়ং ভক্তিকল্পবল্লী যস্যাঃ পত্রস্তবকপুষ্পফলানি প্রাপ্তপরিণতীন্যপি স্বস্বরূপমত্যজন্ত্যেব নবনবাস্যেব সহৈব সর্ব্বাণি বিভ্রাজন্তে। ততশ্চাস্য ভক্তজনস্যাত্মাত্মীয়গৃহবিত্তাদিষু শতসহস্রশো ভবত্যো যাশ্চিত্তবৃত্তয়ো মমতারজ্জুভিস্তেষু তেষু নিবদ্ধা এব পূর্ব্বমাসন্ তা এব চিত্তবৃত্তীঃ সর্ব্বা এব ততস্ততোঽবহেলয়ৈবোন্মোচ্য স্বশক্ত্যা মায়িকীরপি তা মহারসকূপস্পৃশ্যমানপদার্থমাত্রাণীব সাকারচিদানন্দজ্যোতির্ম্ময়ীকৃত্য তাভিরেব মমতাভিঃ সর্ব্বাভিস্ততস্ততো বিচিতাভিঃ স্বশক্ত্যৈব তথাভূতীকৃতাভিঃ শ্রীভগবদ্রূপনামগুণমাধুর্য্যেষু যো নিবধ্নাতি সোঽয়ং প্রেমমহাকিরণমালীব উদয়িষ্যমাণ এব নিখিলপুরুষার্থনক্ষত্রমণ্ডলীঃ সহসৈব বিলাপয়তি। ফলভূতস্যাস্য যঃ স্বাস্থ-

---

অনন্তর, ঐ ভক্তিকল্পলতারই সাধনাখ্য যে দুই পত্রের বিষয় পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ইদানীং তাহা হইতে চিক্কণ তাদৃশ শ্রবণকীর্ত্তনাদিময় ভাবকুসুমসংলগ্ন অনুভাবাখ্য অনেক পত্র সহসা আবির্ভূত হইয়া ক্ষণে ক্ষণে শোভা ধারণ করিয়া ঐ ভাবকুসুমকে পরিণত করিয়া পুনর্ব্বার তৎকালেই প্রেমাখ্য ফল উৎপাদন করে, ইহাই বলা হইতেছে। আরও আশ্চর্য্য এই যে, ভক্তিকল্পলতার পত্র স্তবক পুষ্প ও ফল সকল পরিণত হইয়াও নিজের স্বরূপকে পরিত্যাগ না করিয়াই নিত্য নব নব আকারে সকলের সহিত শোভা পাইয়া থাকে। ভক্তজনের আত্মীয় গৃহ চিত্ত প্রভৃতিতে শতসহস্রপ্রকারে শোভা পায় যে চিত্তবৃত্তি সকল, ইতিপূর্ব্বে মমতারূপ রজ্জুসমূহ দ্বারা ঐ সকলেই নিবদ্ধ হইয়া থাকে, সেই চিত্তবৃত্তি সকলকে, এখন ঐ সকল হইতে অবহেলাক্রমেই উন্মুক্ত করিয়া মায়িকী হইলেও, মহারসকূপস্পৃষ্ট পদার্থসমূহের ন্যায়, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মমতারূপ নিজশক্তি দ্বারা তথাভূত করিয়া অর্থাৎ সাকার চিদানন্দজ্যোতির্ম্ময় করিয়া, যিনি তাহাদিগকে শ্রীভগবানের নামগুণমাধুর্য্যে নিবদ্ধ করেন, তিনি, প্রেমরূপ মহান্ সূর্য্যের ন্যায় উদিত হইয়াই, নিখিল পুরুষার্থরূপ নক্ষত্রমণ্ডলের

মানো রসঃ স সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা রসস্ত পরমপৌষ্টিকী শক্তিঃ শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণীত্যুচ্যতে। যস্মিন্নাস্বাদয়িতুমারভ্যমাণ এব বিঘ্নান্ ন গণয়তীতি কিং বক্তব্যম্। মহাশূরো ভট ইব মহাধনগৃধ্নুরত্যাবেশলুপ্তবিচারস্তস্কর ইব স্বাত্মানমপি নাবেক্ষতে। কিন্তু রাত্রিন্দিবমেব প্রতিক্ষণমভ্যবহ্রিয়মাণৈশ্চতুর্ব্বিধৈঃ পরমস্বাদুভিরপরিমিতৈরন্নৈরপি দুরুপশমনীয়া যদি কাচিৎ ক্ষুধা সম্ভবেৎ তৎসদৃশ্যা উৎকণ্ঠয়া সূর্য্য ইব তাপয়ন্ তৎকাল এব স্ফূর্ত্তৈরাবির্ভাবিতানি ভগবদ্রূপগুণমাধুর্য্যাণ্যপারাণ্যাস্বাদবিষয়ীকারয়ন্ কোটিচন্দ্র ইব শিশিরয়তি। যুগপদেব স্বাধারমদ্ভুতোঽয়ং প্রেমা উদিত্য চ যস্মিন্নীষদেব বর্দ্ধমানে ভগবৎসাক্ষাৎকারমেব প্রতিক্ষণমাকাঙ্ক্ষতো ভক্তস্য উৎকণ্ঠাশল্যস্য মহাদাহকত্বেনাতিপ্রাবল্যোদয়াৎ স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্তভদ্রূপলীলামাধুর্য্যৈরপি অতৃপ্তস্য তস্য বান্ধবোঽপি নিরুদকান্ধকূপ এব। ভবনমপি কণ্টকবনমেব যৎকিঞ্চনাভ্যবহারোঽপি প্রহারো মহানেব সজ্জনকৃতপ্রশংসা অপি সর্পদংশা এব প্রাত্যহিককৃত্যকর্ত্তব্যমপি মর্ত্তব্যমেব অঙ্গপ্রত্যঙ্গানি অপি মহাভারা এব সুহৃদ্গণসান্ত্বনমপি বিষদৃষ্টা এব সদা জাগরোঽপি সাগরোঽনুতাপস্যৈব কদাচিৎ নিদ্রাপি বিদ্রাবিণী জীবনস্যৈব স্ববিগ্রহোঽপি ভগবন্নিগ্রহো মূর্ত্ত এব প্রাণা অপিধানাঃ পুনঃ পুনর্ভৃষ্টা এব

ন্যায় উহাদিগকে সহসা বিলাপিত করিয়া থাকেন। ফলভূত এই প্রেমের যে স্বাদ্যমান রস, তাহা সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা এবং রসের পরমপুষ্টিকারিণী শক্তি শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী বলিয়া উক্ত হয়। ভক্ত ঐ রস আস্বাদন করিতে আরম্ভ করিয়াই বিঘ্ন সকলকে গণনা করেন না। বলা বাহুল্য যে, তিনি তদবস্থায় মহাধনগৃধ্নু মহাশূর অতিশয় আবেশে বিচারশূন্য তস্কর বা যোদ্ধার ন্যায় আপনাকেও দেখেন না। পরন্তু তিনি দিবারাত্রি ক্ষণে ক্ষণে ভুজ্যমান পরম স্বাদু অপরিমিত চতুর্বিধ অন্ন দ্বারা দুর্দ্দমনীয় ক্ষুধা বা সূর্য্য যেমন তাপিত করে, উৎকণ্ঠা দ্বারা তদ্রূপ তাপিত হইয়া, তৎকালেই স্ফূর্ত্তি দ্বারা আবির্ভাবিত শ্রীভগবানের রূপ গুণ ও মাধুর্য্য সকল আস্বাদন করিয়া কোটি চন্দ্রের উদয়ে যেমন সুশীতল হওয়া যায়, তেমনি সুশীতল হয়েন। যুগপৎ ঐ প্রেম উদিত হইয়া ঈষৎ বৃদ্ধি পাইয়া প্রতিক্ষণেই ভগবৎসাক্ষাৎকারাকাঙ্ক্ষী ভক্তের উৎকণ্ঠারূপ শল্যকে অগ্নির ন্যায় দগ্ধ করিয়া তাঁহাকে সর্ব্ববিষয়ে বিতৃষ্ণ করিয়া থাকে। তখন তাঁহার সম্বন্ধে বন্ধুবান্ধব শত্রুর ন্যায় গৃহ কণ্টকাকীর্ণ অরণ্যের ন্যায় ভোজন প্রহারের ন্যায় প্রশংসা সর্পদংশনের ন্যায় প্রাত্যহিক কৃত্যকর্ত্তব্য মর্ত্তব্যের ন্যায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মহাভারের ন্যায় সুহৃদগণের সান্ত্বনা বিষদৃষ্টির ন্যায় জাগর অনুতাপ-

কিং বহুনা প্রাক্ যদেবাভীষ্টমাসীদ্যৎ তচ্চ রহো মহোপদ্রব এব ভগবচ্চিন্তনমেবাত্মনি-কৃন্তনমেব। ততশ্চ প্রেমৈব চুম্বকীভাবমাপন্ন কার্ষ্ণায়সীভূতং কৃষ্ণমাকৃষ্যানীয় কস্মিংশ্চন ক্ষণে ভক্তস্যাস্য নয়নগোচরীকরোতি। তত্র চ সৌন্দর্য্যসৌরভ্যসৌস্বর্য্য-সৌকুমার্য্যসৌরস্যৌদার্য্যকারুণ্যানীতি স্বীয়াঃ স্বরূপভূতাঃ পরমকল্যাণগুণাঃ ভগবতা স্বভক্তস্য তস্য নয়নাদিম্বিন্দ্রিয়েষু নিধীয়ন্তে। তেষাঞ্চ পরমমধুরত্বে নিত্য-নবত্বে চ ভক্তস্যাস্য চ তদাস্বাদয়িতুঃ প্রেম্নৈব প্রবর্ত্তমানে প্রতিক্ষণবর্দ্ধিষ্ণৌ মহোৎ-কণ্ঠায়াং চ কোঽপ্যানন্দমহোদধিরাবির্ভবন্নার্হতি কবিসরস্বতীলকুট্যা পরিমেয়তাম্। যথা হি অতিনিবিড়তরবিটপদলকুলপ্রবলিতমহান্যগ্রোধতলস্য স্বরদীর্ঘিকাহিম-সলিলসন্তৃতবটশতবলয়িততটস্যাতিশিশিরত্বে তদাশ্রয়িতুর্জনস্য চ তপর্ত্তুতরণিকিরণ-তপ্তমরুসরণিমহাপান্থত্বে চ। তথা কাদম্বিনীধনাসারস্যাপাবস্ব ইব তদভিষিচ্য-মানস্য বনমতঙ্গজস্য চিরন্তনদবদবথুদূনত্বেন চ। তথা সুধাকিরণস্যাতিমধুরত্বে তৎপানকর্ত্তুশ্চ মহারোগশতবত্বে স্বাদলোলুপত্বে চ যস্তাদাত্বিক আনন্দঃ স এব দিগ্দর্শনার্থং তস্যোপমানীক্রিয়তে ॥ ১ ॥

তত্র প্রথমং লব্ধাপারচমৎকারস্য ভক্তস্য লোচনযোঃ স্বসৌন্দর্য্যং প্রকাশ্যতে প্রভুণা। ততস্তন্মাধুর্য্যেণ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং মনসশ্চ লোচনময়ীভাবে প্রবর্ত্তিতে তত্ত-

---

সাগরের ন্যায় নিদ্রা যন্ত্রণার ন্যায় বিগ্রহ নিগ্রহের ন্যায় প্রাণ আবরণের ন্যায় তচ্চরণচিন্তন কৃন্তনের ন্যায় বোধ হইতে থাকে। পরে ঐ প্রেম চুম্বকের ভাব ধারণপূর্ব্বক লৌহভূত শ্রীকৃষ্ণকে আকর্ষণ করিয়া আনয়ন ও ভক্তের নয়নগোচর করাইয়া থাকেন। শ্রীভগবানও তখন ভক্তের নয়নগোচর হইয়া নিজের সৌন্দর্য্য সৌস্বর্য্য সৌকুমার্য্য সৌরস্য ঔদার্য্য ও কারুণ্য প্রভৃতি গুণ সকলকে তাঁহার ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত করেন। ঐ সকল বস্তু পরম মধুর ও নিত্য নূতন। উহাদের আস্বাদনে ভক্তের হৃদয়ে প্রতিক্ষণবর্দ্ধমানা মহতী উৎকণ্ঠা জন্মে এবং তাহাতেই কোন এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দমহোদধির আবির্ভাব হইয়া থাকে। কবিবাক্যও উহাকে পরিমাণ করিতে পারে না। তদুদয়ে ভক্ত নিবিড়তর-শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের ছায়ায় অবস্থিত সুরদীর্ঘিকার জল দ্বারা বিধৌত শীতল প্রদেশ আশ্রয়কারী সূর্য্যকিরণোত্তপ্ত মরুপথপ্রয়াত পথিকের ন্যায় দাবানলনিপীড়িত জলধরধারাভিষিক্ত বনগজের ন্যায় শীতল হয়েন। মহারোগগ্রস্ত স্বাদুলোলুপ ব্যক্তির অমৃতপানে যাদৃশ আনন্দ হয়, ভক্তের আনন্দকেও তাদৃশ বলিলে, উহার কথঞ্চিৎ তুলনা করা হয় মাত্র ॥ ১ ॥

কম্পবাস্পাদিভিঃ কৃতবিঘ্নশ্চ তস্যানন্দকৃতমূর্চ্ছায়াং জাতায়াং প্রবোধয়িতুমিব দ্বিতীয়ং সৌরভ্যং তদীয়ঘ্রাণেন্দ্রিয়েষু প্রকাশ্যতে। তেনাপি তেষাং ঘ্রাণময়ীভাবে দ্বিতীয়মূর্চ্ছারম্ভে অয়ে মত্তক্ত তবাহমেব সম্পদ্যমানোঽস্মি মা বিহ্বলীভূর্নিকামং মামনুভবেতি তৃতীয়ং সৌস্বর্য্যং শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্যমাবির্ভাব্যতে। পুনস্তেনাপি তেষাং শ্রবণময়ীভাবে তৃতীয়মূর্চ্ছোপক্রমে কৃপযা চরণারবিন্দেন পাণিভ্যাং উরসা চ স্বস্পর্শং দত্ত্বা চতুর্থং স্বসৌকুমার্য্যমসাবনুভাব্যতে। তত্র দাস্যভাববতস্তস্য মূর্দ্ধি চরণেন স্পর্শঃ সখ্যভাববতঃ পাণ্যোঃ পাণিভ্যাং বাৎসল্যভাববতঃ স্বকরতলেনাশ্রু-মার্জ্জনং প্রেয়সীভাববতস্ত উরসি স্ববক্ষসা বাহুভ্যামাশ্লেষঃ ক্রিয়তে ইতি ভেদো বোধ্যঃ। পুনশ্চ তেনাপি তথা তথৈব চতুর্থমহামূর্চ্ছারম্ভে পঞ্চমং স্বাধরসম্বন্ধি সৌরভ্যং তদীয়রসনেন্দ্রিয়গ্রাহ্যং প্রেয়সীভাববত্যেব তৎকালপ্রাদুর্ভূততদভীষ্টাকাম্য-রতিভজন এব প্রকাশ্যতে নান্যত্র। ততশ্চ পূর্ব্ববদেব তথা তথাভাবেঽপি তদাতন্যাত্মানন্দমূর্চ্ছাবাস্তবিনৈবিড্যে জাতে ততঃ প্রবোধয়িতুমসমর্থেনেব ভগবতা ষষ্ঠ-মৌদার্য্যং বিতন্যতে। তচ্চ তেষামেব সৌন্দর্য্যদীনাং সর্ব্বেষামেব তন্নয়নাদিসর্ব্বে-ন্দ্রিয়েষ্বেব যুগপদেব বলাদ্বিতরণম্। তদৈব ভগবদিঙ্গিতজ্ঞেনেব প্রেম্নাপ্যতিবর্দ্ধ-

---

প্রথমে তদুদয়ে চমৎকৃত ভক্তের নেত্রদ্বয়ে প্রভু ভগবান নিজের সৌন্দর্য্যই প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহার ঐ মাধুর্য্য ভক্তের ইন্দ্রিয়ে মনে ও নয়নে মিলিত হইলে, স্তম্ভ কম্প ও বাস্পাদি হইতে বিঘ্ন জন্মে। এবং তাহাতে ভক্তের আনন্দমূর্চ্ছাও উপস্থিত হয়। ভগবান তখন তাদৃশ ভক্তকে প্রবোধিত করিবার জন্য তাহার ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে নিজের সৌরভ্য প্রবেশিত করিয়া থাকেন। তাহাতে পূর্ব্ববৎ দ্বিতীয় মূর্চ্ছার আবির্ভাব হয়। তখন ভগবান ঐ ভক্তকে আশ্বাস প্রদানের নিমিত্ত তাহার শ্রবণে নিজের সৌস্বর্য্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাহাতে তৃতীয় আনন্দমূর্চ্ছা জন্মে। তখন ভগবান নিজের অঙ্গস্পর্শ দ্বারা ভক্তকে স্বীয় সৌকুমার্য্য অনুভব করাইয়া থাকেন। দাস্যে চরণস্পর্শ, সখ্যে পাণিস্পর্শ, বাৎসল্যে অশ্রুমার্জ্জন ও কান্তাভাবে আলিঙ্গন প্রদত্ত হয়। পুনশ্চ ভগবান পূর্ব্ববৎ চতুর্থ মহামূর্চ্ছার প্রারম্ভে কান্তাভাববিশিষ্ট সেই ভক্তের সম্বন্ধে স্বাধরসম্বন্ধী যে সৌরভ তাহার তদীয়রসনেন্দ্রিয়গ্রাহ্য মাধুর্য্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাহাতেও ঐ আনন্দমূর্চ্ছার পূর্ব্ববৎ অতিসান্দ্রত্ব জন্মিলে, ভক্তকে প্রবোধিত করিবার নিমিত্ত ভগবান নিজের ঔদার্য্য বিস্তার করেন। সৌন্দর্য্যাদি সমস্ত গুণকে ভক্তের নয়নাদি সকল ইন্দ্রিয়ে যুগপৎ প্রকাশ করাই ঐ ঔদার্য্য। এই

মানেন সতা তদনুরূপতৃষ্ণাতিরেকং সর্ব্বত্রাপি তত্র ভক্তে স্বয়ং চন্দ্রত্বমপেযুষা যুগপদেবানন্দসমুদ্রশতলহরীব্যতিসংমর্দ্দভরজর্জ্জরিতত্বমিব তস্য অন্তঃ নির্ম্মিমাণেন স্বয়মেব সাকারতন্মনোঽধিদৈবতীভবতেব তথা স্বশক্তির্বিতীর্য্যতে যথা যৌগপদ্যে-নৈব তে তে স্বাদা নির্ব্বিবাদা এব ভবন্তি। ন চৈবং মনসোঽনেকাগ্রত্বেন তত্ত-দাস্বাদস্যাসান্দ্রতেতি বাচ্যম্। প্রত্যুত সৌন্দর্য্যসৌস্বর্য্যাদীন্ প্রতি সর্ব্বেন্দ্রিয়াণামেব নয়নীভাবশ্রবণীভাবাদ্যা একদৈব বোভুয়মানা অলৌকিকাচিন্ত্যাদ্ভুতচমৎকারমেবা-তন্বন্তঃ স্বাদস্যাতিসান্দ্রত্বমেব কুর্ব্বন্তি। নৈবাস্তি তত্র লৌকিকানুভবতর্কদাবদব-থোরবকাশোঽপি। অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েদিত্যাদি ॥ ২॥

ততশ্চ সৌন্দর্য্যাদীনাং যাবন্তি মাধুর্য্যাণি তেষাং সামস্ত্যেনানুবুভূষাবপি তস্মিন্ ভক্তচাতকচঞ্চুপুটে জলদবিন্দাবলীব ন মান্তি তানি বিমৃশ্যাহো তর্হি ময়ৈতানি সৌন্দর্য্যা-দীন্যেতাবন্তি কিমর্থং ধৃতানীতি তেষাং সংভোজনায়ৈ সপ্তমং সর্ব্বশক্তিকদম্ব-পরমাধ্যক্ষায়া আগমাদাবপি বিমলোৎকর্ষিণ্যাদীনামষ্টদিগ্দলেষু বর্ত্তমানানাং স্বরূপ-শক্তীনাং মধ্য এব কর্ণিকায়াং মহারাজচক্রবর্ত্তিন্যা ইব স্থিতায়া হ্যনুগ্রহাভিধানত্বে-নোক্তায়াঃ ভগবতো নয়নারবিন্দ এব আত্মানং ব্যঞ্জয়ন্ত্যাঃ কৃপাশক্তের্বিলসিতং

সময়েই ভগবদিঙ্গিতজ্ঞ প্রেমের অত্যন্ত বর্দ্ধন হইয়া থাকে। ঐ প্রেমের বৃদ্ধির সহিত তৃষ্ণারও বৃদ্ধি হইতে থাকে। আবার শ্রীভগবানের নিজশক্তিরূপ ঔদার্য্যের সম্প্রদানেই যুগপৎ সকল গুণের আস্বাদনও নির্ব্বিবাদ হয়। একমাত্র ভক্তের মন এককালে শ্রীভগবানের অনেকগুলি গুণের আস্বাদন ভাল করিয়া করিতে পারে না, একথাও বলা যায় না। কারণ, শ্রীভগবানের অলৌকিক অচিন্ত্য শক্তির বলে ইন্দ্রিয়ের নয়নীভাবের ন্যায় উহাও সম্ভব হয়। তাহাতে আস্বা-দনেরও কোনরূপ ত্রুটি হয় না। অলৌকিক বিষয়ে লৌকিক তর্কের অব-তারণাই সঙ্গত হয় না। অচিন্ত্য বিষয়ে লৌকিক তর্কের অবতারণা শাস্ত্রেই নিষিদ্ধ হইয়াছে ॥ ২॥

তদনন্তর শ্রীভগবান, নিজের সৌন্দর্য্যাদির নিখিল মাধুর্য্য আস্বাদনের ইচ্ছা সত্ত্বেও, উহা সেই ভক্তচাতকের চঞ্চুপুটে জলদধারার ন্যায় অপরিমিত হইতেছে দেখিয়া, "তবে আমি কেন এত সৌন্দর্য্যাদি ধারণ করিতেছি" বলিয়া, তখন তাঁহার জন্য সপ্তম যে কারুণ্য, তাহাই বিস্তার করেন। উহা শ্রীভগবানের নিখিলশক্তির অধ্যক্ষস্বরূপ এবং আগমাদিতে বিমলা উৎকর্ষিণী প্রভৃতি অষ্টদিগ্দলে বর্ত্তমান অষ্টশক্তির মধ্যস্থিত বলিয়া উক্ত হয়। ঐ শক্তি দাসাদিভক্তে কারুণ্য

কচিৎ দাস্যাদৌ বাৎসল্যমিতি কচিৎ কারুণ্যমিতি প্রিয়াদৌ চেতোদ্রব ইতি কচিদন্য কতি নাম্নাভিধীয়মানম্ উদয়তে। যয়ৈব কৃপাশক্ত্যা সর্ব্বব্যাপিন্যপি তদীয়েচ্ছাশক্তিঃ সাধুষু সাধ্বেবং রঞ্জিতা পরমাত্মারামানপি মহাচমৎকৃতিভূমীরধ্যারোহয়তি। যয়ৈব ভগবতো ভক্তবাৎসল্যং নাম এক এব গুণঃ সম্রাড়িব প্রথমস্কন্ধে পৃথিব্যোক্তান্ স্বরূপভূতান্ সত্যশৌচাদীন্ কল্যাণগুণান্ শাস্তি। মোহস্তন্দ্রা ভ্রমো রুক্ষরসতা কাম উল্বণঃ। লোলতামদমাৎসর্য্যে হিংসাখেদপরিশ্রমৌ। অসত্যং ক্রোধ আকাঙ্ক্ষা আশঙ্কা বিশ্ববিভ্রমঃ। বিষমত্বং পরাপেক্ষা দোষা অষ্টাদশোদিতাঃ। অষ্টাদশমহাদোষৈ রহিতা ভগবত্তনুরিতি। ভগবতি সর্ব্বথা নিষিদ্ধা অপ্যেতে দোষা যদনুরোধেন রামকৃষ্ণাদ্যবতারেষু কচিৎ কচিদ্বিস্তমানা এব সন্তো ভক্তৈরনুভূয়মানা মহাগুণায়ন্তে। ততশ্চ সর্ব্বাণ্যেব তদ্বিতীর্ণানি সৌন্দর্য্যাদীন্যাস্বাদয়িতুং লব্ধৌজসি ভক্তে আস্বাদ্যাস্বাদ্য চ তাং তাং চমৎকৃতিপরমকাষ্ঠামধিরুহ্যাধিরুহ্য চ শ্রুতচরং ভগবতো ভক্তবাৎসল্যমিদমিবেতি মনসা মুহুর্ম্মুহুরেবানুভূয় দ্রবীভাবমাসেদুষি তস্মিন্নরে মদ্ভক্তবর্য্য বহূনি জন্মানি মদর্থং দারাগারধনাদিকং পরিত্যজ্য মৎপরিচর্য্যানুরোধেন শীতবাতক্ষুধাতৃষ্ণাব্যথাময়াদীন্ বহূনেব ক্লেশান্ সোঢ়বতে জনাবমানাদীনপ্যবগণিতবতে ভিক্ষুচর্য্যাং গৃহীতবতে ভবতে কিমপি দাতুমশক্নুবন্ ঋণী কেবলমভূবম্। সার্ব্বভৌমত্বপারমেষ্ঠ্যযোগ-

---

বা বাৎসল্য প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ঐ কৃপাশক্তি দ্বারাই আত্মারামগণও চমৎকারিতা অনুভব করিয়া থাকেন। তদ্দ্বারাই শ্রীভগবানের ভক্তবাৎসল্য নামক গুণ ব্যক্ত হয়। ঐ কারুণ্যের অনুরোধেই শাস্ত্রনিষিদ্ধ মোহ, তন্দ্রা, ভ্রম, রুক্ষরসতা, উল্বণ কাম, লোলতা, মদ, মাৎসর্য্য, হিংসা, খেদ, পরিশ্রম, অসত্য, ক্রোধ, আকাঙ্ক্ষা, আশঙ্কা, বিশ্ববিভ্রম, বিষমত্ব, পরাপেক্ষা, এই অষ্টাদশ দোষ শ্রীভগবানে সময়ে সময়ে উদিত হইয়া থাকে। তখন আর কিন্তু উহাদের দোষত্ব থাকে না; পরন্তু উহারা গুণীভাব প্রাপ্ত হয়। পরে ভক্ত ঐ সকল সৌন্দর্য্যাদি আস্বাদন করিবার জন্য ওজস্বী হইয়া পুনঃ পুনঃ আস্বাদন করিয়া সেই সেই চমৎকারের উচ্চতম প্রদেশে অধিরূঢ় হইয়া, অশ্রুতচর ভগবানের এইরূপ ভক্তবাৎসল্য, এই জ্ঞানে মুহুর্ম্মুহু দ্রবীভূত হইয়া থাকেন। তখন শ্রীভগবানও বলিতে থাকেন,—"অরে ভক্তবর্য্য! তুমি বহুজন্ম আমার জন্য দারাগারধনাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক মৎপরিচর্য্যানুরোধে শীতবাতক্ষুধাতৃষ্ণাব্যথা-রোগাদি প্রভৃত ক্লেশ সহ্য করিয়াছ, কতশত জনের কৃত অবমানাদি গণনা কর নাই, ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবনযাপন করিয়াছ; আমি কিন্তু তোমাকে

পিষ্ঠ্যাদিকঞ্চ ন ভবদনুরূপমিতি তত্তৎ কথং বিতরিষ্যামি। নহি নহি পশুভ্যো রোচমানং ঘাসতুষবুষাদিকং কস্মৈচিন্মনুষ্যায় দীয়তে। তদহমজিতোঽপি ভবতাধুনা জিত এব বর্ত্তে নর্ত্তে ভবৎসৌশীল্যবল্লীং সমাবলম্ব্য ইতি ভগবতো বাঙ্মাধুরীং পরমস্নিগ্ধবর্ণাং কর্ণাবতংসীকৃত্য প্রভো ভগবন্ কৃপাপারাবার ঘোরসংসারপ্রবাহপ্রাপিতক্লেশচক্রনক্রব্যূহচর্ব্ব্যমাণং মাং বিলোক্য কারুণ্যোদ্যোতদ্রবচেতোনবনীতোঽখিললোকাতীতো ভগবান্ শ্রীগুরুরূপধারী মদনাদ্যবিদ্যাবিদারী স্বদর্শনেন সুদর্শনেনৈব তন্নির্ভিদ্য তদ্দংষ্ট্রাতটাদেবোন্মোচ্য নিজচরণকমলযুগলদাসীচিকীর্ষয়া স্বমন্ত্রবর্ণবীথীং মৎকর্ণবীথীং প্রবেশ্য নির্ব্যথীকৃত্য মুহুর্মুহুরপি স্বগুণনামশ্রবণকীর্ত্তনস্মরণাদিভির্মাং যদশূশ্রূষন্নিজভক্তৈরপি সঙ্গমিতৈঃ স্বসেবামপ্যবুবুধস্তদপি দুর্মেধোঽহমধমতমো দিবসমেকমপি ন প্রভুং পর্য্যচরং কদর্য্যচর্য্যস্তদয়ং জনো দণ্ডয়িতুমেবার্হঃ প্রত্যুতৈতত্তাবদ্দর্শনমাধুরীং পায়িতঃ। কিঞ্চ ঋণীভবামীতি শ্রীমুখবাণ্যা প্রভুবরেণ বিড়ম্বিতোঽস্মীতি মন্যেঽহং তৎ কিং করোমি পঞ্চ বা সপ্তাষ্টাথবা লক্ষকোটয়োঽপি যদ্যপরাধা ভবেযু-

---

এ পর্য্যন্ত কিছুই দিতে পারি নাই, অতএব তোমার নিকট ঋণী আছি। যাহা হউক, এখন আমি তোমাকে কি দিব? সার্ব্বভৌমত্ব, পারমেষ্ঠ্য বা যোগসিদ্ধি প্রভৃতি কিছুই তোমার উপযুক্ত হইতেছে না। অতএব সে সকল আমি কেমন করিয়া তোমাকে দিতে পারি? পশুর খাদ্য যে ঘাসতুষাদি, তাহা কি মনুষ্যকে প্রদান করা যায়? অতএব আমি স্বরূপতঃ অন্যের অজেয় হইয়াও তোমা-কর্ত্তৃক জিত হইলাম।" তখন শ্রীভগবানের এই প্রকার মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া, ভক্তও, "হে প্রভো! ভগবন্! কৃপাপারাবার! আপনি আমাকে ঘোর সংসারপ্রবাহে পতিত ও তত্রত্য ভীষণ জলজন্তু কর্ত্তৃক আক্রান্ত দেখিয়া করুণার উদয়ে দ্রবীভূত হইয়া লোকাতীত শ্রীগুরুর রূপ ধারণ পূর্ব্বক কামাদি অবিদ্যার বিদারণকারী সুদর্শনের ন্যায় স্বীয় দর্শন দ্বারা তাহাদিগকে ছেদন করিয়া, আমাকে মুক্ত করিয়াছেন, এবং নিজ চরণযুগল দান করিবার নিমিত্ত মন্ত্রবর্ণরূপে আমার কর্ণপথে প্রবেশ পূর্ব্বক আমাকে ব্যথারহিত করিয়া বারংবার নিজের নাম ও গুণের শ্রবণ দ্বারা, ও কীর্ত্তন দ্বারা শুশ্রূষা করিয়াছেন। আবার আপনি আমাকে আপনার ভক্তগণের সহিত সঙ্গমিত করিয়া, নিজের সেবাও বুঝাইয়া দিয়াছেন। তথাপি আমি দুর্ব্বুদ্ধি অধমতম একদিনও নিজ প্রভুর পরিচর্য্যা করিলাম না। অতএব এই কদর্য্যব্যবহার দুর্জন অবশ্য দণ্ডনীয় হইয়াছে। এইরূপ হইলেও আপনি আমাকে দণ্ড না দিয়া, নিজের

জ্ঞানের নিদান বলিয়া যাহাকে অপ্রাকৃত বাক্য বলা যায়, সেই বেদই একমাত্র তদ্বিষয়ে প্রমাণ (ক) ॥ ১০ ॥

একথা কেবল আমরাই বলিতেছি না। স্বয়ং বেদব্যাসও "তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ" ইত্যাদি (ক), "অচিন্ত্যাঃ খলু যে" ইত্যাদি (খ), "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" ইত্যাদি

(১০ ক) প্রত্যক্ষ এবং অনুমান ব্যভিচারী ; কিন্তু আপ্তবাক্যলক্ষণ শব্দের কোথাও ব্যভিচার দৃষ্ট হয় না। ঐ শব্দ প্রমাণকে প্রত্যক্ষাদিনিরপেক্ষ হইয়াও উহাদের অনুগ্রাহক এবং উহাদের অগম্য বিষয়ে সাধকতম হইতে দেখা যায়। বিস্মৃতকণ্ঠমণি ব্যক্তিকে কণ্ঠমণির স্মরণ করাইতে শব্দ প্রত্যক্ষাদির অপেক্ষা করে না। এবং উহা ভ্রান্ত পুরুষের প্রত্যক্ষ এবং অনুমানেরও ভ্রম সংশোধন করিয়া উহাদের অনুগ্রাহক হইয়া থাকে। আবার প্রত্যক্ষাদির অগম্য গ্রহ-চেষ্টাদিস্থলে শব্দই সাধকতম। অতএব ঐ শব্দ স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া নির্দ্দোষ। এই হেতু তাদৃশ বেদশব্দই ব্রহ্মের প্রমাণ। তবে তদনুগত হইয়া তাহার সংবর্দ্ধক যে প্রত্যক্ষ ও অনুমান তাহারাও প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। সুতরাং ব্রহ্মসম্বন্ধে বেদই একমাত্র মুখ্য প্রমাণ এবং তদনুগত প্রত্যক্ষ ও অনুমান গৌণ প্রমাণ জানিতে হইবে।

(১১ ক) "তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপ্যন্যথানুমেয়মিতি চেদেবমপ্যনির্ম্মোক্ষপ্রসঙ্গঃ ॥" ২।১।১১ ব্রহ্মসূত্র (উত্তরমীমাংসা দর্শন বা বেদান্তদর্শন)।

তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ অপি (শ্রুতিমূলঃ ব্রহ্মকারণবাদঃ সমাশ্রয়ণীয়ঃ।) অন্যথা (যথা অপ্রতিষ্ঠা ন স্যাৎ এবম্) অনুমেয়ম্ ইতি চেৎ এবম্ অপি অনির্ম্মোক্ষ-প্রসঙ্গঃ (তর্কাপ্রতিষ্ঠানদোষাৎ অনিস্তারঃ)।

তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই বলিয়াও বেদমূলক ব্রহ্মকারণবাদ আশ্রয়ণীয়। যদি বল, যেরূপ তর্কের অপ্রতিষ্ঠা না হয়, সেইরূপ তর্কই অনুমোদিত হইবে ; তাহা হইলেও, তর্কের অপ্রতিষ্ঠারূপ দোষ হইতে নিস্তার পাওয়া যায় না।

(১১ খ) "অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্ ॥" উদ্যোগপর্ব্ব, মহাভারত।

অচিন্ত্যাঃ যে ভাবাঃ (বিষয়াঃ) তান্ তর্কেণ ন যোজয়েৎ। যৎ চ প্রকৃতিভ্যঃ পরং তৎ অচিন্ত্যস্য লক্ষণম্।

অচিন্ত্য যে সকল বিষয়, সেই সকলকে তর্কের সহিত যোগ করিবে না ; অর্থাৎ চিন্তার অগম্য বিষয়ে তর্কের প্রয়োগ করিবে না। যাহা প্রকৃতিবর্গের

(গ), "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ" ইত্যাদি (ঘ), এবং "পিতৃদেবমনুষ্যাণাং" ইত্যাদি (ঙ), স্থল সকলে এইরূপ অভিমতই ব্যক্ত করিয়াছেন ॥ ১১ ॥

তন্মধ্যে বেদরূপ শব্দ বহু ও বহুশাখায় বিভক্ত হইয়া দুষ্পার হইয়াছে, এবং গুরু-পরম্পরায় বেদের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা রহিত হওয়ায় উহার অর্থবোধও অতিশয় কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গৌতমাদি মুনিগণ বেদার্থ নির্ণয় করিলেও তাঁহাদের পরস্পর যেরূপ বিরোধ, যেরূপ মতভেদ দৃষ্ট হয়, তাহাতে তাঁহাদিগের অনুসরণে বেদার্থনির্ণয়ের চেষ্টাও ফলবতী হইতে পারে না। অতএব বেদরূপ হইয়াও বেদার্থনির্ণায়ক যে ইতিহাসাত্মক ও পুরাণাত্মক শব্দ, তাহাই এক্ষণে আমাদিগের বিচারস্থলে অবলম্বনীয় হইতেছে। ইতিহাসে ও পুরাণে বেদার্থই স্পষ্টীকৃত

অতীত, তাহাই অচিন্ত্যের লক্ষণ, অর্থাৎ তাহাকেই অচিন্ত্য বিষয় বলিয়া জানিতে হইবে।

(১১ গ) "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" ॥ ১।১।৩ ব্রহ্মসূত্র।

শাস্ত্রযোনিত্বাৎ (শাস্ত্রম্ উপনিষৎ যোনিঃ কারণং প্রমাণং যস্য তৎ শাস্ত্রযোনি তস্য ভাবঃ শাস্ত্রযোনিত্বং তস্মাৎ উপনিষদ্বোধ্যত্বশ্রবণাৎ তৎ মুমুক্ষুভিঃ ন অনুমেয়ম্)।

শাস্ত্র ব্রহ্মের প্রমাণ বলিয়া, তিনি মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক অনুমেয় হয়েন না।

(১১ ঘ) "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ" ॥ ২।১।২৭ ব্রহ্মসূত্র।

শ্রুতেঃ (শ্রুতিসদ্ভাবাৎ) তু (ন এবম্ অসামঞ্জস্যম্।) শব্দমূলত্বাৎ (শব্দৈক-প্রমাণকত্বাৎ অবিচিন্ত্যার্থস্য ইতি কিঞ্চিৎ অপি ন আশঙ্কনীয়ম্)।

শ্রৌত প্রমাণের সদ্ভাব হেতু এইরূপ অসামঞ্জস্য হইতেছে না। অবিচিন্ত্য বিষয়ে শব্দই একমাত্র প্রমাণ বলিয়া তদ্বিষয়ে কোন আশঙ্কাই কর্ত্তব্য নহে।

(১১ ঙ) "পিতৃদেবমনুষ্যাণাং বেদশ্চক্ষুস্তবেশ্বর।
শ্রেয়স্ত্বনুপলব্ধেঽর্থে সাধ্যসাধনয়োরপি ॥" ১১।২০।৪ শ্রীমদ্ভাগবত।

(হে) ঈশ্বর! তব (তদ্বাক্যরূপঃ) বেদঃ তু অনুপলব্ধে অর্থে (মোক্ষে স্বর্গাদৌ চ) সাধ্যসাধনয়োঃ অপি (ইদম্ অস্য সাধ্যম্ ইদম্ অস্য সাধনম্ ইত্যত্র অপি) পিতৃদেবমনুষ্যাণাং শ্রেয়ঃ (শ্রেষ্ঠং) চক্ষুঃ (প্রমাপকম্)।

হে ভগবন্! তোমার বাক্যরূপ বেদ, মোক্ষ ও স্বর্গাদি অননুভূত বিষয়ে এবং সাধ্যবিষয়ে ও সাধনবিষয়েও পিতৃপুরুষদিগের দেবতাদিগের এবং মনুষ্য-দিগের শ্রেষ্ঠ চক্ষুঃ অর্থাৎ প্রমাণ।

হইয়াছে। ইতিহাস এবং পুরাণ যে বেদার্থকেই স্পষ্ট করিতেছেন, বেদের সহিত মিলাইয়া দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। বেদে যাহা সংক্ষেপে বলিয়াছেন বা অস্পষ্টভাবে বলিয়াছেন, ইতিহাসে ও পুরাণে তাহাই সবিস্তারে এবং সুস্পষ্টভাবে উক্ত হইয়াছে। ঐ ইতিহাস এবং পুরাণের বিচারকালে এমন সকল বিষয়ও পাওয়া যায়, যাহাদের মূলভূত বেদ সম্প্রতি দৃষ্ট হয় না। এইরূপে বেদের কোন কোন অংশ সম্প্রতি দৃষ্ট না হইলেও, উহা যে নাই বা কখনই ছিল না, এমন বিবেচনা করা উচিত নয়। কারণ, ইতিহাস ও পুরাণের কোন অংশই অমূলক নহে। ইতিহাস ও পুরাণ আলোচনা করিতে করিতে উহাদের যে যে অংশ আপাততঃ অমূলক বলিয়া বোধ হয়, সেগুলিকেও বেদমূলক বলিয়া অনুমান করিয়া লইবার যথেষ্ট হেতু আছে। বেদ যে সময়ে সময়ে লুপ্ত বা গুপ্ত হয়েন, তাহা শাস্ত্রদৃষ্টেই জানা যায়। যাহা আমাদের জ্ঞানভূমি হইতে লুপ্ত বা গুপ্ত হইল, তাহার অস্তিত্বের অপলাপ করা জ্ঞানীর কার্য্য বলা যায় না। অতএব সম্প্রতি ঐ পুরাণেরই প্রমাজনকত্ব স্থির হইতেছে। "ইতিহাস ও পুরাণ দ্বারা বেদকে স্পষ্ট করিতে হইবে", অর্থাৎ ইতিহাসের ও পুরাণের সাহায্যেই বেদের অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে, এই প্রকার উক্তি মহাভারত ও মনুসংহিতা উভয়ত্রই দৃষ্ট হয়। অন্যত্রও বেদের পূরণহেতু পুরাণ-সংজ্ঞা স্বীকৃত হইয়াছে। অতএব পুরাণও বেদই হইতেছে। কারণ, যাহা বেদ নয়, তদ্দ্বারা বেদের পূরণ সম্ভব হয় না। অপূর্ণ কনকবলয়কে কি কখন সীসক দ্বারা পূরণ করিতে পারা যায়? সীসক দ্বারা স্বর্ণবলয়ের অবকাশ পূরিত হইতে পারিলেও তদ্দ্বারা স্বর্ণবলয়ের স্বর্ণাংশের পূরণ স্বীকার করা যাইতে পারে না। যদি বল,—যদি বেদশব্দে ইতিহাসপুরাণাত্মক শব্দ বুঝায়, তবে বেদশব্দ-বোধ্য ইতিহাসপুরাণান্তর অন্বেষণ করিতে হয়; কারণ, প্রচলিত ইতিহাস ও পুরাণ বেদশব্দবোধ্য নহে; আর যদি তাহা না হয়, অর্থাৎ বেদশব্দে ইতিহাস-পুরাণাত্মক শব্দ না বুঝায়, তবে এই প্রচলিত ইতিহাস ও পুরাণের কি বেদের সহিত ভেদ হইয়া পড়ে না?—তোমার আপত্তির উত্তর প্রদান করিতেছি। প্রচলিত ইতিহাস ও পুরাণ বেদ হইতে অভিন্ন হইয়াও ভিন্ন। বেদ যাহা কিছু প্রতিপাদন করেন, ইতিহাস এবং পুরাণও তাহাই প্রতিপাদন করিয়া থাকেন। আবার বেদও অপৌরুষেয় শব্দ এবং ইতিহাস ও পুরাণও তাহাই। এইরূপে বিশিষ্টৈকার্থপ্রতিপাদক পদসমূহের অপৌরুষেয়ত্ব হেতু অভেদ হইলেও স্বরক্রমের ভেদপ্রযুক্ত, অর্থাৎ বেদের ঋগাদি ভাগে উদাত্ত প্রভৃতি স্বরভেদে

উচ্চারণের বিশেষ বিশেষ নিয়ম আছে বলিয়া, এবং ইতিহাসে ও পুরাণে তদ্রূপ নিয়ম নাই বলিয়া, উভয়ের ভেদ নির্দ্দেশও উপপন্ন হয়। ঋগাদি বেদের সহিত ঐ ইতিহাসের ও পুরাণের অপৌরুষেয়ত্ব নিবন্ধন অভেদ মাধ্যন্দিন শ্রুতিতেই ব্যক্ত হইয়াছে। ঐ শ্রুতি, যথা——"এইরূপ, অরে মৈত্রেযি, মহান্ ভূতের অর্থাৎ পরমেশ্বরের নিশ্বাসই এই ঋগ্‌বেদ যজুর্ব্বেদ সামবেদ ও অথর্ব্ব-বেদ এবং ইতিহাস ও পুরাণ" ইত্যাদি ॥ ১২ ॥

অতএব স্কন্দপুরাণের প্রভাসখণ্ডে উক্ত হইয়াছে—"পূর্ব্বকালে অমরগণের পিতামহ ব্রহ্মা ঘোরতর তপস্যা করেন, তাহাতেই শিক্ষা প্রভৃতি ষড়ঙ্গের (ক) সহিত ও পদক্রমের অর্থাৎ পদপাঠ ও ক্রমপাঠ নামক বেদপাঠের রীতিবিশেষের সহিত বেদ সকল (খ) আবির্ভূত হয়। পরে সর্ব্বশাস্ত্রময় নিত্য নিত্যশব্দময় পবিত্র শতকোটি-শ্লোকে নিবদ্ধ সুবিস্তৃত সমস্ত পুরাণ ব্রহ্মার মুখ হইতে নির্গত হয়। ঐ পুরাণের ভেদ শ্রবণ কর। প্রথম ব্রাহ্মপুরাণ" ইত্যাদি (গ)। ঐ পুরাণের শতকোটি

(১৩ ক) শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ—এই ছয়টি বেদাঙ্গের নাম ষড়ঙ্গ। তন্মধ্যে বৈদিক উচ্চারণের জ্ঞাপক বেদাঙ্গের নাম শিক্ষা; বৈদিক যাগক্রিয়ার জ্ঞাপক বেদাঙ্গের নাম কল্প; বৈদিক পদ সকলের সাধুত্বের বোধক বেদাঙ্গের নাম ব্যাকরণ, বৈদিক দুরূহ শব্দ সকলের অর্থের নির্ণায়ক বেদাঙ্গের নাম নিরুক্ত; বৈদিক ছন্দঃ সকলের বোধক বেদাঙ্গের নাম ছন্দঃ; এবং গ্রহগণিতসাধক বেদাঙ্গের নাম জ্যোতিষ।

(১৩ খ) বেদ সকল—আয়ুর্ব্বেদ নামক উপবেদের সহিত সাঙ্গ ও সোপনিষদ একবিংশতিশাখাত্মক ঋগ্বেদ, ধনুর্ব্বেদ নামক উপবেদের সহিত সাঙ্গ সোপনিষদ শতশাখাত্মক যজুর্ব্বেদ, গান্ধর্ব্ববেদ নামক উপবেদের সহিত সাঙ্গ সোপনিষদ সহস্রশাখাত্মক সামবেদ এবং স্থাপত্য নামক উপবেদের সহিত সাঙ্গ সোপনিষদ নবশাখাত্মক অথর্ব্ববেদ।

(১৩ গ) প্রথম ব্রহ্ম, দ্বিতীয় পদ্ম, তৃতীয় বিষ্ণু, চতুর্থ বায়ু, পঞ্চম ভাগবত, ষষ্ঠ নারদীয়, সপ্তম মার্কণ্ডেয়, অষ্টম অগ্নি, নবম ভবিষ্য, দশম ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, একাদশ লিঙ্গ, দ্বাদশ বরাহ, ত্রয়োদশ স্কন্দ, চতুর্দ্দশ বামন, পঞ্চদশ কূর্ম্ম, ষোড়শ মৎস্য, সপ্তদশ গরুড় এবং অষ্টাদশ ব্রহ্মাণ্ড। সর্ব্বসমেত এই অষ্টাদশ পুরাণ। ইহাদিগকে মহাপুরাণ বলা হয়। কারণ, এতদ্ব্যতীত আরও অষ্টাদশখানি পুরাণ প্রচলিত আছে। ঐ গুলি উপপুরাণ বলিয়াই গণ্য হইয়া থাকে। উহাদের

শ্লোকসংখ্যা ব্রহ্মলোকে প্রসিদ্ধ, এইরূপ উক্ত হইয়া থাকে (ঘ)। শ্রীমদ্-ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের দ্বাদশ অধ্যায়ে বেদোৎপত্তিপ্রকরণেও উক্ত হইয়াছে যে, "ব্রহ্মার পূর্ব্বাদি মুখ হইতে যথাক্রমে ঋক্, যজু, সাম, অথর্ব্ব—এই চারি বেদ আবির্ভূত হয়। আর তিনি হোতার কর্ত্তব্য যে শাস্ত্র অর্থাৎ অপ্রগীত মন্ত্রস্তোত্র, অধ্বর্য্যুর কর্ত্তব্য যে ইজ্যা অর্থাৎ পূজা, উদ্গাতার কর্ত্তব্য যে স্তুতিস্তোম অর্থাৎ সঙ্গীতস্বরূপ ও স্তোত্রার্থকৃত ঋক্ সমুদায়, এবং ব্রহ্মার কর্ত্তব্য যে প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি, তাহাদেরও যথাক্রমে বিধান করিলেন। আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গান্ধর্ব্ববেদ, স্থাপত্যবেদ—এই উপবেদ সকলও তাঁহার পূর্ব্বাদি মুখ হইতে যথাক্রমে উদ্ভূত হইল। অপর পঞ্চম বেদ যে ইতিহাস ও পুরাণ সকল, সেইগুলি তাঁহার সকল মুখ হইতেই উৎপাদন করিলেন।" দেখুন, এই স্থলে পুরাণ ও ইতিহাসের উদ্দেশে সাক্ষাৎ বেদশব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে। অন্যত্রও,—"পুরাণ পঞ্চম বেদ।" "ইতিহাস ও পুরাণ পঞ্চম বেদ বলিয়া উক্ত হয়।" "মহাভারত যাহার পঞ্চম, এমন বেদ সকল অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন।"—ইত্যাদি স্থলে,—পুরাণ ও ইতি-হাসকে লক্ষ্য করিয়া, বেদ শব্দই প্রযুক্ত হইয়াছে। পুরাণ এবং ইতিহাস যদি বেদশব্দবাচ্য না হইত, তাহা হইলে, "মহাভারত যাহার পঞ্চম, এমন বেদ সকল" এইরূপ উক্তি সঙ্গত হইত না। কারণ, সংখ্যাশব্দ সমানজাতীয়েই নিবেশিত

নাম যথা—আদ্য, নারসিংহ, কুমারোক্ত স্কান্দ বা বায়বীয়, নন্দীশোক্ত শিবধর্ম্ম, দুর্ব্বাসাঃ, নারদীয়, কাপিল, বামন বা নন্দিকেশ্বর, উশনাঃ, পাদ্ম বা ব্রহ্মাণ্ড, বারুণ, কালিকা, মাহেশ্বর, শাম্ব, সৌর, পারাশর, মারীচ, দেবী বা ভার্গব।

(১৩ ঘ) পুরাণ প্রথমতঃ শতকোটি শ্লোকে নিবদ্ধ হইয়া দেবলোকে প্রচা-রিত হয়। উহা অদ্যাপি ঐ দেবলোকে তদবস্থাতেই বর্ত্তমান রহিয়াছে। ঐ সুবিস্তৃত পুরাণ এই পৃথিবীতে দ্বাপরযুগের শেষভাগে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস কর্ত্তৃক চতুর্লক্ষ শ্লোকে সংক্ষিপ্ত অষ্টাদশ ভাগে বিভক্ত ও প্রচারিত হইয়াছিল। অধুনা তাহারও অনেক অংশই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। নারদীয় পুরাণে অষ্টাদশ মহাপুরাণের নাম শ্লোকসংখ্যা ও তদন্তর্গত বিষয়সমূহের একটি অনুক্রমণিকা প্রদত্ত হইয়াছে। এক শ্রীমদ্ভাগবত ব্যতীত অন্য কোন পুরাণেরই শ্লোকসংখ্যা বা বিষয় সকল ঐ নারদীয় পুরাণোক্ত শ্লোকসংখ্যার সহিত বা তদুক্ত বিষয়-সমূহের সহিত মিলে না। তাহাতেই এবং আরও অনেক কারণেই, পুরাণের অনেক অংশ যে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাহা সবিশেষ বুঝিতে পারা যায়।

হইয়া থাকে। ভবিষ্যপুরাণে বলিয়াছেন—"কৃষ্ণদ্বৈপায়নপ্রোক্ত যে মহাভারত, তাহাকে পঞ্চম বেদ বলা হয়।" আবার সামবেদের কৌথুমীয় শাখায় ছান্দোগ্য উপনিষদেও বলিয়াছেন—"হে ভগবন্! আমি, ঋগ্বেদ যজুর্ব্বেদ সামবেদ চতুর্থ অথর্ব্ববেদ এবং ইতিহাস ও পুরাণ নামক পঞ্চম বেদ, যাহা প্রসিদ্ধ বেদ সকলের মধ্যে বেদ বলিয়া গণ্য, তাহা,—অধ্যয়ন করিতেছি" ইত্যাদি। এইরূপে ইতিহাস ও পুরাণের পঞ্চমবেদত্ব শ্রবণহেতু,—"পরমেশ্বরের নিশ্বাসভূত যে ইতিহাস ও পুরাণ, তাহাই বেদচতুষ্টয়াত্মক বেদের অন্তর্গত, এবং বেদান্তর্গত যে পুরাবৃত্ত, তাহাই ঐ ইতিহাস ও তদন্তর্গত যে পঞ্চলক্ষণাক্রান্ত আখ্যান, তাহাই ঐ পুরাণ; ব্যাসকৃত বলিয়া পৃথিবীতে খ্যাত এবং শূদ্রাদিরও শ্রব্য যে ইতিহাস ও পুরাণ, তাহা বেদান্তর্গত নহে",—এই যে কর্ম্মবাদীর কাল্পনিক মত, তাহা, নিরস্ত হইতেছে। এই নিমিত্তই স্কন্দপুরাণে বেদ সকলের আবির্ভাবের অনন্তর পুরাণের আবির্ভাব কীর্ত্তন প্রসঙ্গে প্রচলিত ব্রহ্মপুরাণকে লক্ষ্য করিয়াই, "প্রথম ব্রহ্মপুরাণ" ইত্যাদি উক্ত হইয়াছে॥ ১৩॥

(এইরূপে ইতিহাস এবং পুরাণ বেদচতুষ্টয়াত্মক বেদেরই অন্তর্গত এবং তাহা হইতে অভিন্ন হইলেও যে উহাদিগকে পঞ্চম বেদ বলা হইতেছে, তাহার বিশেষ কারণ আছে। যদ্দারা ঋত্বিক্‌চতুষ্টয়সম্পাদ্য—চারিজন যাজ্ঞিক দ্বারা নিষ্পাদ্য চাতুর্হোত্র অর্থাৎ যজ্ঞকর্ম্ম সম্পন্ন হয়, তাহাই ঋগাদি চতুর্ব্বেদ, এবং যদ্দারা তাহা সম্পন্ন হয় না, তাহাই ইতিহাসপুরাণাত্মক পঞ্চম বেদ। বেদান্তর্গত আখ্যান, উপাখ্যান, গাথা ও কল্পশুদ্ধি—এই সকলই ইতিহাস ও পুরাণের মূল। স্বয়ং দৃষ্ট বিষয়ের কথনের নাম আখ্যান। অন্যের নিকট শ্রুত বিষয়ের কথনের নাম উপাখ্যান। পিতৃ ও পৃথ্বী প্রভৃতির গীতির নাম গাথা। এবং শ্রাদ্ধকল্পাদিনির্ণয়ের নাম কল্পশুদ্ধি। এই সকল বিষয় লইয়াই ইতিহাস ও পুরাণ সকল রচিত হইয়াছে; বৈদিক যজ্ঞ সকল নিষ্পাদনের নিমিত্ত উহারা রচিত হয় নাই। ইহাই ইতিহাস ও পুরাণের পঞ্চমত্বের কারণ।) বায়ু পুরাণের সূতোক্তিতে উহার এইরূপ কারণই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—"ভগবান ঈশ্বর প্রভু বেদব্যাস আমাকেই ইতিহাস ও পুরাণের সম্যক্ বক্তা বলিয়া স্বীকার করেন। পূর্ব্বে যজুর্ব্বেদ নামে একমাত্র বেদ ছিল। ঋষি ঐ একমাত্র বেদকে চারিভাগে বিভক্ত করেন। চারিজন ঋত্বিক্ দ্বারা নিষ্পাদ্য চাতুর্হোত্র কর্ম্মের সৌকর্য্যার্থই এই বেদবিভাগ জানিতে হইবে। অগ্রে এক বেদেই চারিজন ঋত্বিকের বা যজমানপ্রতিনিধির কর্ম্ম অনুসন্ধান করিতে হইত। বিভাগের পর হইতে আর তাহা করিতে হয় না।

অতঃপর হোতৃনামক ঋত্বিকের কর্ম্ম ঋগ্‌বেদ বিভাগে অধর্য্যু নামক ঋত্বিকের কর্ম্ম যজুর্ব্বেদ বিভাগে উদ্‌গাতৃ নামক ঋত্বিকের কর্ম্ম সামবেদ বিভাগে এবং ব্রহ্ম নামক ঋত্বিকের কর্ম্ম অথর্ব্ববেদ বিভাগে প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। পুরাণার্থ-বিশারদ মহর্ষি পঞ্চলক্ষণ আখ্যান সকল দ্বারা পুরাণ সকল এবং উপাখ্যান অর্থাৎ পুরাবৃত্ত ও গাথা প্রভৃতি দ্বারা ভারতরূপ সংহিতা সকল প্রণয়ন করেন। ঐ পুরাণসংহিতা সকল পূর্ব্বোক্ত বেদচতুষ্টয়াত্মক যজুর্ব্বেদের বিভাগাবশেষ, ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত। ইতিহাস এবং পুরাণ সকল বেদই। উহারা বেদ বলিয়াই অধ্যয়নরূপ ব্রহ্মযজ্ঞে উহাদের বিনিয়োগ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইতিহাস এবং পুরাণ যদি বেদ না হইত, তাহা হইলে, উহাদের ব্রহ্মযজ্ঞে বিনিয়োগও সম্ভব হইত না। অতএব ভগবান্ মৎস্যপুরাণে বলিয়াছেন,—"হে দ্বিজোত্তম সকল! কালধর্ম্মে মানবগণ পুরাণকে গ্রহণ করিতে পারিতেছে না জানিয়া, আমি যুগে যুগে ব্যাসরূপ ধারণপূর্ব্বক, ঐ পুরাণকে সংহার করিয়া থাকি।" এই স্থলে ভগবান্ যে, পুরাণকে সংহার করিয়া থাকি, এই কথা বলিয়াছেন, তাহার অর্থ, মনুষ্যের সুখসংগ্রহের নিমিত্ত পূর্ব্বসিদ্ধ পুরাণকে সঙ্কলন অর্থাৎ সংক্ষেপ করিয়া থাকি। তদনন্তর উক্ত হইয়াছে—"প্রতি দ্বাপরযুগে, চতুর্লক্ষ শ্লোকে সংক্ষিপ্ত যে এক পুরাণ, তাহাই অষ্টাদশ ভাগে বিভক্ত হইয়া এই ভূলোকে প্রচারিত হয়। দেবলোকে ঐ পুরাণ অদ্যাপি শতকোটিশ্লোকেই প্রচারিত আছে। ঐ দেবলোকপ্রচারিত শতকোটিশ্লোকাত্মক পুরাণের সারার্থই এই মর্ত্ত্যলোকে চতুর্লক্ষশ্লোকে সংক্ষিপ্ত ও অষ্টাদশপুরাণাত্মক পুরাণসংহিতাকারে নিবেশিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে যে সংহিতাকে যজুর্ব্বেদের অবশিষ্ট ভাগ বলিয়াছেন, তাহাকেই দেবলোকপ্রসিদ্ধ শতকোটিশ্লোকাত্মক পুরাণসংহিতা জানিতে হইবে। এবং তাহারই সারাংশ, চতুর্লক্ষশ্লোকাত্মক পুরাণসংহিতাকারে সঙ্কলিত হইয়া, এই মর্ত্ত্যলোকে প্রচারিত হয়, জানিতে হইবে। এই শেষোক্ত চতুর্লক্ষশ্লোকাত্মক পুরাণসংহিতা পৃথক্ রচিত গ্রন্থ নহে ॥ ১৪ ॥

এইরূপ শিবপুরাণের বায়বীয় সংহিতাতে বেদের সহিত পুরাণের সংক্ষেপ দেখাইয়াছেন—"প্রভু কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদচতুষ্টয়াত্মক এক বেদকে সংক্ষেপ করিয়া চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। বেদ বিভাগ করেন বলিয়াই তাঁহার বেদব্যাস এই খ্যাতি হয়। তিনি পুরাণকেও চতুর্লক্ষ শ্লোকে সংক্ষেপ করিয়াছেন। শতকোটিশ্লোকাত্মক বিস্তৃত পুরাণসংহিতা অদ্যাপি দেবলোকে প্রচারিত রহি-য়াছে।" তিনিই পুরাণকেও সংক্ষেপ করেন। প্রচলিত অষ্টাদশ পুরাণ পৃথক্

পৃথক্ গ্রন্থকারের রচিত পৃথক্ পৃথক্ গ্রন্থ নহে। একই পুরাণ অষ্টাদশ ভাগে বিভক্ত হইয়া অষ্টাদশ আখ্যায় আখ্যাত হইয়াছে। স্কন্দ ও অগ্নি প্রভৃতি যিনি যে পুরাণের বক্তা, তাঁহারই নামানুসারে সেই সেই পুরাণের নামকরণ হইয়াছে। অথবা ব্রাহ্ম প্রভৃতি ক্রমে নির্ম্মাণ নিবন্ধনই সংজ্ঞার ভেদ হইয়াছে জানিতে হইবে। পুরাণ সকল ব্রহ্মাদির রচনা নহে। অতএব যে যে স্থানে পুরাণের অনিত্যত্ব-সূচক বাক্য দৃষ্ট হয়, সেই সেই স্থানে আবির্ভাব ও তিরোভাব বুঝাইবার নিমিত্তই তাদৃশ বাক্যের প্রয়োগ জানিতে হইবে। পুরাণ সকল নিত্য হইয়াও সময়ে সময়ে আবির্ভূত ও সময়ে সময়ে অন্তর্হিত হইয়া থাকেন। অতএব এইরূপে ইতিহাস ও পুরাণের বেদত্ব সিদ্ধ হইল। ইতিহাস এবং পুরাণ বেদ হইলেও তত্ত্বভয়ে সূত প্রভৃতির অর্থাৎ শূদ্রাদির অধিকার অসম্ভব হয় না। সমস্ত বেদরূপ কল্পলতিকার পরমোৎকৃষ্ট ফল যে শ্রীকৃষ্ণনাম, তাহাতে যেমন সকলেরই অবিশেষে অধিকার দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ সমস্ত বেদরূপ কল্পতরুর সারভূত পুরাণেও সকলেরই অবিশেষে অধিকার বুঝিতে হইবে। স্কন্দ পুরাণের প্রভাসখণ্ডে উক্ত হইয়াছে—"হে ভৃগুবর! মধুর হইতে মধুর, মঙ্গল সকলের মঙ্গল এবং নিখিল নিগমলতার সৎফল ও চিৎস্বরূপ এই "কৃষ্ণ" নাম শ্রদ্ধাসহকারে বা অবহেলা-ক্রমেও যদি একবার উচ্চারিত হয়, তবে ইহা মনুষ্যমাত্রকেই অবিশেষে উদ্ধার করে।" বিষ্ণুধর্ম্মেও উক্ত হইয়াছে—"যিনি হরি এই দুইটি অক্ষর উচ্চারণ করেন, তাঁহার ঋক্ যজুঃ সাম ও অথর্ব্ব এই চারিবেদ অধ্যয়ন করা হয়।" বেদের ন্যায় উদাত্ত প্রভৃতি স্বরভেদে উচ্চারণের নিয়মাদি নাই বলিয়া ইতি-হাস ও পুরাণের বেদ হইতে ভেদের বিষয় পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এক্ষণে উহাদের বেদার্থনির্ণায়কত্ব প্রদর্শিত হইতেছে। বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে— "মহর্ষি মহাভারতচ্ছলে সমস্ত বেদের অর্থ প্রদর্শন করিয়াছেন।" নারদীয়পুরাণে উক্ত হইয়াছে—"বেদ সকল পুরাণে প্রতিষ্ঠিত আছেন, এ বিষয়ে সংশয় নাই।" ইত্যাদি স্থলে ইতিহাস ও পুরাণের বেদার্থনির্ণায়কত্বই ব্যক্ত হইয়াছে। আবার সাধারণতঃ বেদার্থপ্রকাশক মন্বাদি ঋষি কর্ত্তৃক প্রণীত স্মৃতিশাস্ত্র সকলের অন্তর্গত হইলেও প্রকাশকের বৈশিষ্ট্য প্রযুক্ত ইতিহাস ও পুরাণের বৈশিষ্ট্যই হইতেছে। সত্য বটে, মনু প্রভৃতি ঋষি সকলও বেদার্থ স্মরণপূর্ব্বক স্ব স্ব প্রণীত স্মৃতিশাস্ত্রে নিবদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদিগের প্রকাশিত বেদার্থ হইতে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-প্রকাশিত বেদার্থের বৈশিষ্ট্য অবশ্য স্বীকার্য্য। একথা স্বয়ং পদ্মপুরাণই বলিতে-ছেন—"কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যাহা বুঝিয়াছেন, ব্রহ্মাদি দেবতারাও তাহা বুঝেন নাই।

সকলের বিদিত বিষয়ই তাঁহার বিদিত আছে; কিন্তু তাঁহার বিদিত অনেক বিষয়ই অন্যের বিদিত নাই" ॥ ১৫ ॥

স্কন্দপুরাণে উক্ত হইয়াছে—"ব্যাসদেবের চিত্তস্থিত যে আকাশ, উহা যেন মহাকাশ, এবং অন্যের হৃদযাকাশ যেন উহাব খণ্ড। লোকে ঐ ব্যাসদেবের হৃদয়স্থ মহাকাশরূপ ভাণ্ডাব হইতেই বস্তু সকল গ্রহণপূর্ব্বক ব্যবহার করিয়া থাকেন।" বিষ্ণুপুবাণে পবাশর ঋষিও এইরূপই বলিয়াছেন—"তার পর, আমার পুত্র ব্যাস অষ্টাবিংশতি মন্বন্তরে এক চতুষ্পাদ বেদকে চারি ভাগে বিভাগ করিয়াছিলেন। ঐ ধীমান্ বেদব্যাস যেরূপে বেদ সকল বিভাগ করেন, অর্থাৎ তিনি যেরূপে উদ্‌গাতা আহ্বানকর্ত্তা অনুমতিদাতা ও হোতাব কর্ম্মানুসারে এক বেদকে সাম যজুঃ অথর্ব্ব ও ঋক্ এই চারিভাগে বিভাগ করেন, অন্যান্য ব্যাসেরা এবং আমিও তদ্রূপেই বেদ সকলকে বিভাগ করিয়া থাকি। অতএব দ্বিজোত্তমগণ! এইরূপেই সকল চতুর্যুগে বেদেব বিস্তৃত শাখাভেদ সকল ব্যাস-দিগেবই রচিত জানিবে: তন্মধ্যে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসকেই মহাভারতের রচয়িতা জানিবে। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস নাবায়ণের অংশ। তিনি ভিন্ন এ পৃথিবীতে আর কোন্ মনুষ্য মহাভারতেব রচয়িতা হইতে পারে?" স্কন্দপুরাণেও বলিয়াছেন—"সত্যযুগে শ্রীনারায়ণ হইতে বিনিষ্পন্ন জ্ঞান অবিকৃতভাবেই ছিল। ত্রেতাযুগে উহাব কিঞ্চিৎ অন্যথা হয়। দ্বাপবে উহাব সমস্তই নষ্ট হইয়া যায়। গৌতম ঋষির শাপই ঐ জ্ঞানহানির কারণ (ক)। তাঁহাব শাপে জ্ঞান অজ্ঞানে

(১৬ ক) গৌতম ঋষির প্রতি এরূপ বর ছিল যে, নিত্যই তাঁহার প্রচুব ধান্য উৎপন্ন হইত। একবার অত্যন্ত দুর্ভিক্ষের সময়ে তিনি ঐ ধান্য দ্বারা প্রভূত ব্রাহ্মণকে প্রত্যহ ভোজন কবাইলেন। পরে ঐ দুর্ভিক্ষ চলিয়া গিয়া সুভিক্ষের সময় আসিলে, যখন ঐ ব্রাহ্মণগণ তাঁহার নিকট হইতে অন্যত্র গমনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন, তখন সেই গৌতম ঋষি তাঁহাদিগকে কোন ক্রমেই যাইতে দিলেন না। ইহাতে সেই ব্রাহ্মণগণ গৌতম ঋষির নিত্য গমনা-গমনেব পথে এমন ভাবে একটি মায়ানির্ম্মিত গাভিকে বাখিয়া দেন, যাহাতে গৌতম ঋষি ঐ গাভিটিকে বধ করিয়াছে, এইরূপ প্রকাশ পায়। ফলে ঘটিলও তাহাই। তখন ঐ ব্রাহ্মণেরা, গৌতম ঋষির স্পর্শে মৃত ঐ মায়ানির্ম্মিত গাভিকে গৌতম হত্যা করিয়াছে, এই প্রকার অপবাদ রটাইয়া দিয়া, সেইস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। গৌতম ঋষি অগত্যা গোবধের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। কিন্তু

পরিণত হইলে, সঙ্কীর্ণবুদ্ধি ব্রহ্মরুদ্রপুরঃসর দেবতা সকল শরণাগতপালক অনাময় শ্রীনারায়ণের শরণাপন্ন হয়েন। তাঁহারা তাঁহার নিকট এই বিষয় নিবেদন করিলে, ভগবান পুরুষোত্তম পরাশর হইতে সত্যবতীতে মহাযোগী ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হইয়া, উৎপন্ন বেদ সকলেব উদ্ধাব করিযাছিলেন।" এই স্থলে বেদ-শব্দে ইতিহাস এবং পুরাণ এই দুইটিকেও গ্রহণ করিতে হইবে। অতএব এইরূপে দুঃসাধ্য বেদবিচার পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইতিহাস এবং পুরাণের বিচাবই শ্রেয়ঃ হইতেছে। তন্মধ্যে আবার পুবাণেরই গরিমা দৃষ্ট হয়। নারদীয়পুবাণে উক্ত হইয়াছে—"বরাননে! আমি বেদার্থ হইতে পুবাণার্থকেই অধিক করিয়া মানি। (কারণ, বেদ পরোক্ষবাদ। বেদে যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহাই পরোক্ষে উক্ত হইয়াছে। অধিকন্তু বেদের উপক্রম-উপসংহারাদির সামঞ্জস্য না থাকায়, উহার অর্থগ্রহ দুরূহ হইয়া পড়িয়াছে। বিনিয়োগ অনুসাবে মন্ত্র সকলের অর্থ কবিলে, বেদ প্রলাপবাক্য বলিয়াই গণ্য হয়। বিশেষতঃ কেবল বিনিয়োগ দৃষ্টে বেদের অর্থ করাই অসঙ্গত; যেহেতু বেদ সকল ক্রিয়াপর নহে, পরন্তু ভগবৎপর। পুবাণে ক্রিয়াপরতা পবিত্যাগ পূর্ব্বক ভগবৎপরতাতেই বেদেব তাৎপর্য্য নির্ণীত হইয়াছে।) এইরূপে পুবাণেই বেদ সকল প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছেন, ইহাতে সংশয় নাই। যিনি বেদকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, সেই পুরাণকে যে ব্যক্তি অন্যথা করে, তাহার দুর্গতিই নিশ্চয়। সে ব্যক্তি তির্য্যগ্‌-যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তিনি সুদান্ত ও সুশান্ত হইলেও তাঁহার কোথাও গতি নাই। তিনি যত কেন শমদমাদিপবায়ণ হউন না, তাঁহার অধোগতি অবশ্যম্ভাবিনী" ॥ ১৬ ॥

স্কন্দপুরাণের প্রভাসখণ্ডেও বলিযাছেন—"হে দ্বিজোত্তমগণ! আমি বেদের ন্যায় পুরাণার্থকেও নিশ্চল মনে করি। বেদ সকল যে পুবাণেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তাহাতে সংশয় নাই। (বেদ একে অতি বিস্তৃত, তাহাতে আবার উহা পরোক্ষবাদে পূর্ণ। অতএব লুপ্তপ্রায বেদেব দুই এক শাখা অধ্যয়ন করিয়া বেদার্থ নির্ণয়ের চেষ্টা বিড়ম্বনামাত্র। এইরূপ প্রয়াসে নিশ্চল বেদার্থকে চঞ্চল করা ভিন্ন আর কিছুই ফল হয় না।) অল্প বেদাধ্যায়ী অজ্ঞ সকল

পরে তিনি ব্রাহ্মণদিগের ছলনা জানিতে পারিয়া "সকলের জ্ঞানলোপ হউক" বলিয়া শাপ দেন। ঐ শাপেই ত্রিলোকের জ্ঞান লোপ হয়। বরাহ পুরাণে এইরূপ একটি আখ্যায়িকা আছে।

তাঁহাকে চঞ্চল করিবে বলিয়া বেদ স্বয়ংই ভয় পাইয়া থাকেন। এবং এই নিমিত্তই তিনি নিজের অংশভূত ইতিহাস ও পুরাণ দ্বারা পূর্ব্ব হইতেই আপনাকে নিশ্চল করিয়া রাখিয়াছেন। হে দ্বিজ সকল! বেদ সকলে যাহা দৃষ্ট হয় না, অর্থাৎ প্রচলিত বেদ সকলে যে যে বিষয় পাওয়া যায় না বা ঐ সকল দৃষ্টে যে যে অর্থ অবধারণ করা যায় না, তাহা মন্বাদিপ্রণীত স্মৃতি সকলে পাওয়া যায় বা ঐ স্মৃতি সকল হইতে সেই সেই অর্থ অবধারণ করা যায়। আবার শ্রুতিতে ও স্মৃতিতে যাহা পাওয়া যায় না বা শ্রুতি সকল ও স্মৃতি সকল হইতে যাহা বুঝা যায় না, তাহা পুরাণেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব যিনি ষড়ঙ্গের সহিত ও উপনিষৎ (ক) সকলের সহিত চারি বেদ অধ্যয়ন করিয়া-

---

(১৭ ক) উপনিষৎ—ব্রহ্মবিদ্যা। ব্রহ্মবিদ্যাপ্রতিপাদক বেদশিরোভাগ বেদান্তশাস্ত্র। বেদের দুইটি অংশ,—মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ। তন্মধ্যে ঋগ্বেদে ঐতরেয় নামে একটি ব্রাহ্মণ, যজুর্ব্বেদে তৈত্তিরীয় ও শতপথ নামে দুইটি ব্রাহ্মণ, সামবেদে তাণ্ড্য নামে একটি ব্রাহ্মণ, এবং অথর্ব্ববেদে গোপথ নামে একটি ব্রাহ্মণ। উপনিষৎ সকল ঐ ব্রাহ্মণ সকলেরই অন্তর্গত। মুক্তিকোপনিষদে একশত আটখানি উপনিষদের কথা লিখিত আছে। যথা—ঈশা, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ড, মাণ্ডূক্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, ব্রহ্ম, কৈবল্য, জাবাল, শ্বেতাশ্বতর, হংস, আরুণি, গর্ভ, নারায়ণ, পরমহংস, অমৃতবিন্দু, অমৃতনাদ, অথর্ব্বশিরঃ, অথর্ব্বশিখা, মৈত্রায়ণী, কৌষিতকী, বৃহজ্জাবাল, তাপনী, কালাগ্নিরুদ্র, মৈত্রেয়ী, সুবাল, ক্ষুরিক, মন্ত্রিক, সর্ব্বসার, নিরালম্ব, রহস্য, বজ্রসূচি, তেজোবিন্দু, নাদবিন্দু, ধ্যানবিন্দু, বিদ্যা, যোগতত্ত্ব, আত্মবোধ, পরিব্রাজ, ত্রিশিখা, সীতা, চূড়া, নির্ব্বাণ, মণ্ডল, দক্ষিণামূর্ত্তি, শরভ, স্কন্দ, মহানারায়ণ, অদ্বয়, রামরহস্য, রামতাপন, বাসুদেব, মুদ্গল, শাণ্ডিল্য, পৈঙ্গল, ভিক্ষু, মহৎ, শারীর, যোগশিখা, তুরীয়াতীত, সন্ন্যাস, পরমহংসপরিব্রাজক, অক্ষমালিকা, অব্যক্ত, একাক্ষর, অন্নপূর্ণা, সূর্য্য, অক্ষ, অধ্যাত্ম, কুণ্ডিকা, সাবিত্রী, আত্মা, পাশুপত, পরব্রহ্ম, অবধূত, ত্রিপুরাতাপন, দেবী, ত্রিপুরা, কঠরুদ্র, ভাবনা, হৃদয়, যোগকুণ্ডলী, ভস্মজাবাল, রুদ্রাক্ষ, গণপতি, জালদর্শন, তারসার, মহাবাক্য, পঞ্চব্রহ্ম, প্রাণাগ্নিহোত্র, গোপালতাপনী, কৃষ্ণ, যাজ্ঞবল্ক্য, বরাহ, শাট্যায়নী, হয়গ্রীব, দত্তাত্রেয়, গারুড়, কলিসন্তরণ, জাবালি, সৌভাগ্য, সরস্বতীরহস্য, বহ্বৃচ, মুক্তিকা। তন্মধ্যে শুক্লযজুর্ব্বেদীয় ঈশোপনিষৎ বা বাজসনেয়সংহিতোপনিষৎ,

ছেন, অথচ যিনি পুরাণ অধ্যয়ন করেন নাই, তিনি কখনই বিচক্ষণ হইতে পারেন না। আবার সাধারণতঃ পুরাণের এইরূপ প্রামাণ্য থাকিলেও পুরাণ সকলেরও কিন্তু সকল অংশের প্রচার না থাকায় (খ) এবং ঐ সকল পুরাণে নানা দেবতার প্রতিপাদন করায়, ক্ষুদ্রবুদ্ধি অর্ব্বাচীন ব্যক্তিদিগের পক্ষে পুরাণার্থও দুরধিগম হইয়া পড়িয়াছে। অতএব পূর্ব্বোক্ত সংশয় তদবস্থাতেই থাকিয়া যাইতেছে। পুরাণের নানাদেবতাপ্রতিপাদকত্ব মৎস্যপুরাণেই উক্ত হইয়া থাকে। যথা—"যাহা সর্গ প্রভৃতি পঞ্চাঙ্গবিশিষ্ট, তাহারই নাম পুরাণ। আর ইতিহাস আখ্যানময়। পুরাণ সকল বিভিন্নকল্পকথাময়। তন্মধ্যে সাত্ত্বিককল্পকথাময় পুরাণ সকলে হরির মাহাত্ম্য অধিক, রাজসকল্পকথাময় পুরাণ সকলে ব্রহ্মার মাহাত্ম্য অধিক এবং তামসকল্পকথাময় পুরাণ সকলে অগ্নির এবং শিবেরও মাহাত্ম্য অধিক কীর্ত্তিত হইয়াছে। আর সত্ত্বরজস্তমোময় সঙ্কীর্ণ কল্প সকলের কথা দ্বারা পূর্ণ পুরাণাংশ সকলে সরস্বতীর ও পিতৃগণের মাহাত্ম্য উক্ত হই-য়াছে।" "অগ্নির মাহাত্ম্য" শব্দে পৃথক্ পৃথক্ অগ্নিতে সম্পাদ্য পৃথক্ পৃথক্ যজ্ঞের মাহাত্ম্য বোধিত হইতেছে। "শিবেরও মাহাত্ম্য" বলিয়া শিবার মাহাত্ম্যও নির্দ্দেশ করিতেছেন। "সরস্বতী'' শব্দে নানাবাণ্যাত্মক সরস্বতী দ্বারা উপলক্ষিত নানাদেবতা বোধিত হইতেছে। এবং "পিতৃগণের মাহাত্ম্য" বলিতে পিতৃলোক-প্রাপক শ্রাদ্ধাদি কর্ম্মের মাহাত্ম্য বোধিত হইতেছে। ফল কথা, তামসকল্পকথাময় পুরাণ সকলে বিবিধ যজ্ঞের শিবের ও শক্তির মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। এবং সত্ত্বরজস্তমোময় মিশ্র কল্পের কথা দ্বারা পরিবর্দ্ধিত পুরাণ সকলে নানাদেবতার মাহাত্ম্য ও পিতৃলোকপ্রাপক শ্রাদ্ধাদি কর্ম্ম সকলের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে ॥ ১৭ ॥

সামবেদীয় কেনোপনিষৎ বা তলবকারোপনিষৎ, কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়া কঠোপনিষৎ, অথর্ব্ববেদীয়া প্রশ্নোপনিষৎ মুণ্ডকোপনিষৎ ও মাণ্ডূক্যোপনিষৎ, কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়া তৈত্তিরীয়োপনিষৎ, সামবেদীয়া ছান্দোগ্যোপনিষৎ, শুক্লযজুর্ব্বেদীয়া বৃহদারণ্য-কোপনিষৎ, ঋগ্বেদীয় ঐতরেয়োপনিষৎ এবং কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়া শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, এই এগারখানি উপনিষৎই প্রধান। এতদ্ব্যতীত আরও একশত সাতাইশখানি অতিরিক্ত উপনিষৎ পাওয়া যায়। কিন্তু ঐ গুলির প্রামাণ্য অনেকেই স্বীকার করেন না।

(১৭ খ) এক শ্রীমদ্ভাগবত ভিন্ন অন্য সকল পুরাণেরই যে সকল অংশ প্রচারিত নাই, তাহা প্রচারিত পুরাণ সকল মিলাইয়া দেখিলেই অবগত হইতে পারা যায়।

এইরূপে পুরাণ সকলকে নানাদেবতাপ্রতিপাদক বলিয়া জানা গেল। তার পর আবার ঐ মৎস্যপুরাণেই তত্তৎকল্পকথাময়ত্ব দ্বারা, অর্থাৎ কোন্ পুরাণে কোন্ কল্পের কথা বর্ণিত হইয়াছে, এইরূপ উক্তি দ্বারা, প্রসিদ্ধ পুরাণ সকলের ব্যবস্থা, অর্থাৎ কোন্‌টি সাত্ত্বিক পুরাণ কোন্‌টি রাজস পুরাণ ও কোন্‌টি তামস পুরাণ, জ্ঞাপিত হইয়াছে। তাহাতে আমরা কোন্ কোন্ পুরাণ সাত্ত্বিক, কোন্ কোন্ পুরাণ রাজস এবং কোন্ কোন্ পুরাণ তামস, এই পর্য্যন্তও অবগত হইলাম। কিন্তু এখন সাত্ত্বিকাদি শ্রেণীত্রয়ের তারতম্য অর্থাৎ উৎকর্ষাপকর্ষ কিরূপে জানা যায় এবং তদ্দ্বারা উহাদের সাত্ত্বিকাদি অন্যতরকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়াই বা কিরূপে নির্ণয় করা যায়? যদি সত্ত্বাদিগুণের তারতম্য অনুসারে তারতম্য নির্ণয় করা যায়,—তাহা করিতেও না পারা যায় এমন নয়, কারণ, "সত্ত্ব হইতে জ্ঞান জন্মে" "সত্ত্বগুণ ব্রহ্মদর্শনের দ্বার," ইত্যাদি ন্যায় অনুসারে সত্ত্বগুণেরই প্রাধান্য দেখা যায়,—তাহা হইলে, সাত্ত্বিক পুরাণাদিই পরমার্থজ্ঞাপনের নিমিত্ত প্রবল, ইহাই স্থির হয় (ক)। এইরূপে সাত্ত্বিক পুরাণেরই প্রাধান্য স্থির হইলেও, ঐ সাত্ত্বিক পুরাণ সকলেই কোথাও ব্রহ্ম সগুণ—কোথাও ব্রহ্ম নির্গুণ প্রভৃতি উক্তি থাকাতে সেই পরমার্থেও আবার নানাভঙ্গী দ্বারা যে সকল সংশয় উত্থাপিত হইয়াছে, তাহাদের সমাধানের কি হইবে? যদি, সকল বেদের ও পুরাণের অর্থনির্ণয়ের নিমিত্ত ভগবান বেদব্যাস স্বয়ং যে ব্রহ্মসূত্র প্রণয়ন করিয়াছেন, তদনুসারেই সকল অর্থ নির্ণয় করা হউক, এই কথা বলা হয়, তাহা গৌতমাদি অন্য সূত্রকার মুনিদিগের মতাবলম্বী ব্যক্তি সকল কখনই স্বীকার করিবেন না। বিশেষতঃ, অত্যন্ত গূঢ়ার্থ অল্পাক্ষর ব্রহ্মসূত্র সকলেরও যদি কেহ অন্যরূপ অর্থ করেন, তখন তাহারই বা কি সমাধান হইবে? অতএব যদি সকল বেদের

(১৮ ক) পুরাণ সাত্ত্বিকাদি ভেদে ত্রিবিধ। মাৎস্য, কৌর্ম্ম, লৈঙ্গ, শৈব, স্কান্দ ও আগ্নেয়, এই ছয়খানি তামস পুরাণ। বৈষ্ণব, নারদীয়, ভাগবত, গারুড়, পাদ্ম ও বারাহ, এই ছয়খানি সাত্ত্বিক পুরাণ। আর ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, মার্কণ্ডেয়, ভবিষ্য, বামন ও ব্রাহ্ম, এই ছয়খানি রাজস পুরাণ। সাত্ত্বিক পুরাণ সকল মোক্ষপ্রদ, রাজস পুরাণ সকল স্বর্গপ্রদ এবং তামস পুরাণ সকল নিরয়-প্রদ; অর্থাৎ সাত্ত্বিক পুরাণ সকলের উপদেশের অনুবর্ত্তনে মোক্ষ, রাজস পুরাণ সকলের উপদেশের অনুবর্ত্তনে স্বর্গ ও তামস পুরাণ সকলের উপদেশের অনু-বর্ত্তনে নরক লাভ হইয়া থাকে।——পাদ্মোত্তরখণ্ডে ৪৩ অধ্যায়।

ইতিহাসের ও পুরাণের সারার্থ কোন একখানি অপৌরুষেয় পুরাণ থাকে এবং তাহা যদি ব্রহ্মসূত্রের উপজীব্য (অর্থনির্ণায়ক) ও এই পৃথিবীতে সম্পূর্ণভাবে প্রচলিত হয়, তাহা হইলেই সকলের সমাধান হইতে পারে। এই শেষ কথাই সত্য বলা হইল। কারণ, এই কথাতে সকল প্রমাণের চক্রবর্ত্তিভূত, আমাদিগের অভিমত শ্রীমদ্ভাগবতই উদ্ভাবিত হইতেছে॥ ১৮ ॥

ভগবান বেদব্যাস সমস্ত পুরাণ প্রকাশ করিয়া এবং ব্রহ্মসূত্র প্রণয়ন করিয়াও উহাতে শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের সঙ্ক্ষিপ্তভাবে ও গূঢ়ভাবে উক্তি বশতঃ যখন পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন না, তখন তিনি নিজকৃত সূত্র সকলেব অকৃত্রিম ভাষ্যস্বরূপ ঐ শ্রীমদ্ভাগবত সমাধিতে লাভ ও প্রচার করিলেন। ঐ শ্রীমদ্ভাগবতেই সকল শাস্ত্রের সমন্বয় দৃষ্ট হইয়া থাকে। কারণ, ঐ শ্রীমদ্ভাগবত, সকল বেদার্থের সূত্রস্বরূপ যে গায়ত্রী, তাহাকে আশ্রয় করিয়াই প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। গায়ত্রীকে আশ্রয় করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের প্রবৃত্তিরূপ শ্রীমদ্ভাগবতের লক্ষণ মৎস্যপুবাণে উক্ত আছে। যথা—"যাহাতে গায়ত্রীকে আশ্রয় করিয়া ধর্ম্মবিস্তার (ধর্ম্মের বিভাগ সবিস্তরে) বর্ণিত হইয়াছে এবং যাহাতে বৃত্রাসুধেব নিধনবৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে, তাহারই নাম শ্রীমদ্ভাগবত। যিনি ঐ পুবাণ লিখিয়া ভাদ্র মাসেব পূর্ণিমা তিথিতে সুবর্ণ-সিংহাসনের সহিত দান করেন, তিনি পরমগতি প্রাপ্ত হয়েন। ঐ পুবাণ অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক।" এই স্থলে "গায়ত্রী" শব্দে ঐ গায়ত্রীরই সূচক অথচ তদন্তর্গত "ধীমহি" পদসম্বলিত গায়ত্রীর অর্থই বুঝিতে হইবে। কাবণ, সকল মন্ত্রের আদি যে ঐ গায়ত্রী, তাহা সাক্ষাৎ বলিবার যোগ্য নহেন। শ্রীমদ্ভাগবতেব প্রথম শ্লোকের "জন্মাদ্যস্য যতঃ" এবং "তেনে ব্রহ্ম হৃদা" ইত্যাদি স্থলে, গায়ত্রীর অর্থ যে সর্ব্বলোকাশ্রয়ত্ব ও সর্ব্ববুদ্ধিবৃত্তিপ্রেরকত্ব প্রভৃতি, ঐ গুলিই উক্ত হওয়াতে, গায়ত্রীর অর্থকে আশ্রয় করিয়া উহার প্রবৃত্তি স্থির হইতেছে (ক)। "ধর্ম্মবিস্তর" পদের অন্তর্গত "ধর্ম্ম" শব্দ পরমধর্ম্মপর।

(১৯ ক) জন্মাদ্যস্য যত ইত্যনেন সবিতুরিত্যস্যার্থ উক্তঃ। যতঃ সূত ইতি সবিতা। অত্র স্থিতিপ্রলয়াবপ্যুপলক্ষণীয়ৌ। পরমিত্যনেন বরেণ্যপদস্যার্থ উক্তঃ। উভয়োরপি শ্রেষ্ঠবাচকত্বাৎ। সত্যমিত্যনেন ভর্গপদস্যার্থ উক্তঃ। যতো ব্রহ্মৈব সদন্যদসত্যম্। তৎপদার্থস্তু বিশেষণতয়া ন স্বতন্ত্রঃ। যদ্বা তৎ প্রসিদ্ধম্। স্বরাড়িত্যনেন দেবপদস্যার্থ উক্তঃ। যতো দীব্যতি স্বতঃ প্রকাশত ইতি দেবঃ, স্বেনাত্মনৈব রাজত ইতি স্বরাট্। প্রকাশোঽত্র জ্ঞানং, তস্য দ্যোতমানাত্মকত্বাৎ। যদুক্তম্—

কারণ, ঐ শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের দ্বিতীয় শ্লোকে "ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবো-

---

জ্যোতির্বিজ্ঞানানি ভবন্তীতি। তেন স্বতঃসিদ্ধজ্ঞানঃ স্বপ্রকাশঃ, অন্যেষাস্তু তদধীনঃ প্রকাশঃ। তেনে ব্রহ্মেত্যাদিপদপঞ্চকেন ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াদিতি বাক্যস্যার্থ উক্তঃ। যো হি ব্রহ্মণোঽপি বেদপ্রদানেন প্রজ্ঞামচালীৎ, স তু সর্ব্বেষামস্মাকং জীবানাং বুদ্ধিবৃত্তীঃ প্রবর্ত্তয়তি, ন ত্বন্য ইতি বাক্যার্থঃ। ধীমহীতি তুল্যমেব। যদ্বা বুদ্ধিবৃত্তিপ্রবর্ত্তনেন পালনমুক্তং, শ্রেয়ঃকর্ম্মাচরণেন নির্ব্বিঘ্নসংসারচক্রবর্ত্তনাৎ বিপরীতপ্রবর্ত্তনেন সংসারশ্চ। অতো জন্মস্থিতিভঙ্গহেতুত্বমিতি তাৎপর্য্যার্থঃ। যদ্বা তদিত্যব্যয়ং, তৎ, ভর্গো ভর্গং দ্বিতীয়ায়াঃ প্রথমা, সুপাং সুলুক্ ইত্যনেন, তৎ ভর্গং পরং ব্রহ্ম,ধীমহি ধ্যায়েম। সমস্তজীবাভিপ্রায়েণ বহুত্বম্। বিভর্ত্তি পুষ্ণাতি পালয়তীতি ভর্গঃ। ভৃঞো গমাদিত্বাৎ গঃ, বাহুল্যাদ্ গুণশ্চ। জগদধিষ্ঠানং পালকঞ্চেত্যুক্তম্। কিঞ্চ ভৃজ্জতি নাশয়তীতি ভর্গঃ, ঔণাদিকো গঃ, নিকক্তৌ লোপগুণৌ, প্রলয়কর্ত্তারমিত্যর্থঃ। কথম্ভূতং সবিতুঃ সবিতারং জগদুদ্ভবকারণম্। পূর্ব্ববৎ ষষ্ঠী। অনেন জন্মাদ্যস্য যত ইত্যস্যার্থ উক্তঃ। তদিত্যস্যার্থঃ সত্যং পরমিত্যনেনৈবোক্তঃ। যতো ব্রহ্মৈবাবাধিতং সদন্যদসৎ। জগদধিষ্ঠানত্বেন প্রলয়াবধিত্বং তৎকর্ত্তৃত্বঞ্চোক্তম্। কথম্ভূতং বরেণ্যং, বৃণোতি সর্ব্বং ব্যাপ্নোতি ইতি বরেণ্যস্তম্। অন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বিত্যনেনায়মর্থ উক্তঃ, উপাদানতয়া কার্য্যজাতব্যাপনাৎ। ব্রিয়তে প্রার্থ্যতে চতুর্ব্বর্গান্ সর্ব্বৈরসৌ ইতি বরেণ্যস্তং, সর্ব্বস্য দাতারং সর্ব্বেশ্বরঞ্চেত্যর্থঃ। অতএব তস্যৈব ধ্যানমুচিতমেতত্তু পরমিত্যনেনোক্তম্। এতেন যদ্ব্রহ্ম সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারি জগদধিষ্ঠানং জগদ্ব্যাপি সর্ব্বেশ্বরং তদ্ধ্যায়েমেত্যর্থঃ। এবমপি নির্লেপত্বমাহ দেবস্যেতি। দেবমিত্যর্থঃ। পূর্ব্ববদ্বিভক্তিব্যত্যয়ঃ। দীব্যতি দ্যোততে প্রকাশতে দেবঃ। নিত্যং স্বপ্রকাশত্বেন নিরঞ্জনঃ। এতত্তু স্বরাড়িত্যনেন ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকমিত্যনেন চোক্তম্। কিন্তু দেবয়তি অসদপি সদ্রূপেণ প্রকাশয়তীতি দেবঃ। এতত্তু যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষেত্যনেনোক্তং মিথ্যাভূতস্য মায়াত্রিগুণসর্গস্য স্বসত্তয়া সত্বং প্রতীতিকরণাৎ। বুদ্ধিবৃত্তিপ্রবর্ত্তকত্বেন তস্য ভক্তিমুক্তিপ্রদত্বমাহ, ধিয় ইত্যাদি, ব্যাখ্যাতম্। ধিয়ো বুদ্ধিবৃত্তীঃ, প্রচোদয়াৎ প্রবর্ত্তয়তি। এতেন যঃ সৃষ্ট্যাদিকর্ত্তা সর্ব্বেশ্বরঃ সর্ব্বব্যাপী বুদ্ধিবৃত্তিপ্রবর্ত্তকস্তং ধ্যায়েম, সৎকর্ম্মসু নোঽস্মান্ প্রবর্ত্ত্য ভক্তিমুক্তী দদাত্বিতি বাক্যার্থঃ। এতৎ সর্ব্বং তেনেত্যাদিপদৈরুক্তম্। যদ্বা রাহোঃ শির ইতিবৎ সবিতুরিত্যত্রাভেদেঽপি ভেদোপচারঃ, সবিতুর্জ্জগৎকারণস্য তৎ তং ভর্গং তেজস্বরূপং ব্রহ্ম ধীমহীত্যন্বয়ঃ। অন্যৎ সর্ব্বং পূর্ব্ববদিত্যবদাতম্।

হত্র পরমো নির্ম্মাৎসরাণাং সতাং” এই স্থলে পরম ধর্ম্মই প্রতিপাদিত হইয়াছে। ঐ পরমধর্ম্ম আবার শ্রীভগবানের ধ্যানাদিরূপই, ইহা পরে ব্যক্ত হইবে (খ) ॥ ১৯ ॥

স্কন্দপুরাণেও উক্ত হইয়াছে—“যে গ্রন্থে অষ্টাদশসহস্র শ্লোক আছে, যাহার দ্বাদশটি স্কন্ধ, যাহাতে হয়গ্রীবব্রহ্মবিদ্যা ও বৃত্রাসুরের বধ বর্ণিত হইয়াছে, গায়ত্রী দ্বারা যাহার আরম্ভ, তাহাকেই শ্রীমদ্ভাগবত জানিবে। এই স্থলে বৃত্রবধসাহচর্য্য হেতু অর্থাৎ বৃত্রাসুরের বধের সঙ্গে উক্ত হইয়াছে বলিয়া, “হয়গ্রীবব্রহ্মবিদ্যা” শব্দে নারায়ণবর্ম্ম নামক কবচই বোধিত হইতেছে। হয়গ্রীব শব্দে এই স্থলে অশ্বমুণ্ড দধীচি মুনিই উক্ত হয়েন। ঐ নারায়ণবর্ম্ম নামক কবচের প্রবর্ত্তক তিনিই। শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধের নবমাধ্যায়ের “যদ্বৈ অশ্বশিরো নাম” এই শ্লোকে দধীচি মুনির অশ্বমুণ্ড প্রসিদ্ধ আছে। আবার ব্রহ্মবিদ্যা বলিতে যে নারায়ণবর্ম্ম নামক কবচ বুঝায়, তাহাও ঐ স্থানেই উক্ত হইয়াছে। ঐ স্থানে শ্রীমদ্ভাগবতের টীকাকার শ্রীধরস্বামী নিজকৃত টীকাতে “এতৎ শ্রুত্বা তথোবাচ” ইত্যাদি—“আথর্ব্বণ দধ্যঙ্ মুনি এই কথা শুনিয়া ও সংকৃত হইয়া অসত্য-শঙ্কায় অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে অশ্বমুখে প্রবর্গ্য অর্থাৎ প্রাণবিদ্যা ও ব্রহ্মবিদ্যা অর্থাৎ

(১৯ খ) কোন কোন পুস্তকে মৎস্যপুরাণের উল্লিখিত দুইটি শ্লোকের মধ্যে আরও একটি শ্লোক পঠিত হইয়া থাকে। সেই শ্লোকটি এই স্থলে অনুবাদের সহিত উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল,——

“সারস্বতস্য কল্পস্য মধ্যে যে স্যুর্নরামরাঃ।
তদ্বৃত্তান্তোদ্ভবং লোকে তচ্চ ভাগবতং স্মৃতম্ ॥”

(যাহা কল্পগণনায় দ্বাদশ এবং যাহাতে শ্রীহরির মাহাত্ম্য বর্ণিত হওয়ায় যাহাকে সাত্ত্বিক কল্পই বলা যায়, সেই) সারস্বত নামক কল্পে শ্রীভগবান যে লীলা করেন, সেই লীলার পরিকর ছিলেন যে সকল মনুষ্য ও দেবতা, প্রধানতঃ তাঁহাদের বৃত্তান্ত লইয়া যে পুরাণ রচিত হইয়াছে, তাহাই শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়া স্বীকৃত হয়।

এতদ্দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবতের সারস্বতকল্পকথাময়ত্ব স্থির হইলেও, উহাতে যে অন্য কল্পের কথা নাই, এমন বুঝিতে হইবে না; কারণ, শ্রীমদ্ভাগবতে পিতৃকল্প বা পাদ্মকল্প এবং শ্বেতবারাহকল্প বা ব্রাহ্মকল্পের কথাও দৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব এস্থলে সারস্বতকল্পকথাময় বলিতে প্রধানতঃ সারস্বতকল্পকথাময় ইহাই জানিতে হইবে।—সর্ব্বসম্বাদিনী।

নারায়ণবর্ম্ম নামক কবচ উপদেশ করিয়াছিলেন”—যে বচন উত্থাপন করিয়াছেন, তাহাতেও উক্ত অর্থই পোষিত হইয়াছে। যদি এরূপ আশঙ্কা কর, গায়ত্রীকে আশ্রয় করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের প্রবৃত্তি একথা সত্য এবং তজ্জন্য শ্রীমদ্ভাগবতে সর্ব্বশাস্ত্রের সমন্বয় প্রাপ্ত হওয়া যাইবে একথাও সত্য, কিন্তু পদ্মপুরাণ প্রভৃতি অন্য সাত্ত্বিক পুরাণেও কি সর্ব্বশাস্ত্রের সমন্বয় প্রাপ্ত হইতে পারি না বা তন্নিমিত্ত তদ্দ্বারাই পরমার্থবিচার করিতে পারি না?—তাহার উত্তর প্রদান করিতেছি। শ্রীমদ্ভাগবত সাত্ত্বিক পুরাণ সকলের মধ্যেও প্রধানতম। কারণ, শ্রীভগবানের প্রিয় বলিয়া এবং ভগবদ্ভক্তগণের অভীষ্ট বলিয়া উহার পরমসাত্ত্বিকত্ব জানিতে হইবে। পদ্মপুরাণে অম্বরীষ রাজার প্রতি গৌতম ঋষি যে প্রশ্ন করেন, তাহাতেও দেখা যায়—“তুমি কি হরির সম্মুখে ভাগবত পুরাণ পাঠ কর এবং দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর ও প্রহ্লাদের চরিত্র পাঠ কর?” ঐ পুরাণেই বঞ্জুলীমাহাত্ম্যে গৌতম ঋষিরই অম্বরীষ রাজার প্রতি উপদেশ—“বঞ্জুলী নামক মহাদ্বাদশীতে রাত্রিকালে জাগরণপূর্ব্বক বিষ্ণুসম্বন্ধিনী কথা শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। আর গীতা, সহস্রনাম ও শুকোক্ত পুরাণ শ্রীহরির সন্তোষের নিমিত্ত যত্নসহকারে পাঠ করা কর্ত্তব্য।” ঐ পুরাণেই অন্য স্থলে বলিয়াছেন—“হে অম্বরীষ! শুক-প্রোক্ত ভাগবত নিত্য শ্রবণ কর, অথবা নিজমুখেই উহা পাঠ কর, যদি ভববন্ধন মোচন করিতে চাও।” স্কান্দে প্রহ্লাদসংহিতায় দ্বারকামাহাত্ম্যেও বলিয়াছেন—“যিনি ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীহরির নিকট জাগরণ করিয়া ভাগবত পাঠ করেন, তিনি কুলবৃন্দের সহিত তৎপদ লাভ করিয়া থাকেন” (ক) ॥ ২০ ॥

(২০ ক) এই সকল প্রমাণ পরম্পরা হইতে শ্রীমদ্ভাগবতের পরম সাত্ত্বিকত্বই ব্যক্ত হইতেছে। কিন্তু যাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতের তাদৃশত্ব সহ্য করিতে পারেন না, তাঁহারা উহার প্রামাণ্য সম্বন্ধেই অনেক আপত্তি উত্থাপন করিয়া থাকেন। ঐ সকল আপত্তি ও উহাদের খণ্ডন যথা——“শ্রীমদ্ভাগবতস্য শঙ্কাপঙ্কবিলিপ্তস্য-নিবন্ধাস্মদাস্তত্ব-দৃঢ়বন্ধত্ব-পদলালিত্যেভ্যঃ প্রামাণ্যানধিকরণত্বাৎ পৌরুষেয়ত্বমিতি।” “পাষণ্ডশৈববামাদ্যৈর্বেদমার্গাঃ কলৌ যুগে” ইতি বিজয়ধ্বজসম্মতদশমস্কন্ধীয়শ্রীমদ্-ভাগবতবচনবোধিতদুর্মার্গত্বমসহমানৈঃ শৈবতান্ত্রিকবামাদিভিরুৎপ্রেক্ষিতস্য শ্রীমদ্-ভাগবতং বোপদেবকৃতমিতি প্রলাপস্যামূলকত্বং তদুক্তহেতুচতুষ্টয়স্যাভাসত্বেনাসাধক-ত্বাৎ। তথাহি কাঠকাদিসংজ্ঞাদর্শনেন বেদস্য পৌরুষেয়ত্বং শঙ্কিতং জৈমিনিনা, “অসদেবেদমগ্র আসীৎ ততো বৈ সদজায়ত” ইত্যাদি শ্রুত্যা ব্রহ্মণঃ উৎপত্তিঃ

শঙ্কিতা "অসম্ভবস্তু সতোহনুপপত্তেঃ" ইত্যস্মিন্নধিকরণে ভগবতা বাদরায়ণেন, পৌরুষেয়ত্বেন স্মৃতীনামপ্রামাণ্যমাশঙ্কিতং মাধবেন। অতস্তেষু শঙ্কাপঙ্কবিলিপ্তেষু অপ্রামাণ্যগন্ধস্যাপ্যভাবেনাস্তো হেতুর্ব্যভিচরিতঃ। অয়ন্তু বিশেষঃ—"ত্রয়ো বেদস্য কর্ত্তারো মুনিভণ্ডনিশাচরাঃ" ইতি বদদ্ভির্নাস্তিকৈঃ "নির্দোষেশ্বরকৃতত্বেনাপ্ত-বাক্যত্বাদ্বেদঃ প্রমাণম্" ইতি বদদ্ভিস্তার্কিকৈশ্চ বেদস্য পৌরুষেয়ত্বমঙ্গীকৃতম্। অস্য তু তৎ কেনাপি নেতি। প্রত্যুত ললিতাসহস্রনামদেবীভাগবতব্যাখ্যা-নাদিষু ভাস্কররাজনীলকণ্ঠভট্টপ্রভৃতিভিঃ শাক্তৈঃ শিবতত্ত্ববিবেকতত্ত্বকৌমুদ্যাদি-নিবন্ধেষু অপ্যয়দীক্ষিতভট্টোজিদীক্ষিতপ্রভৃতিভিঃ শৈবৈঃ "কৃষ্ণঃ সখ্যশ্চ রাধায়া ভক্তা রাধাপদাশ্রয়াঃ। তত্তদ্ভক্তভাবতঃ সেব্যা নমস্যা রাধিকাশ্রিতৈঃ। ন চ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত নান্যং দেবং যজেৎ ক্বচিৎ। নোপোষ্যৈকাদশী বাপি ন হি সা রাধিকা পরা। বৈষ্ণবত্বাভিমানোঽপি নৈব ধার্য্যো হৃদি ক্বচিৎ॥" ইত্যাদি চোদনা-প্রতিপাদকেষু নিবন্ধেষু রাধাবল্লভীয়ৈশ্চাস্য শ্রীমদ্ভাগবতস্য পুরাণত্বমেবোররীকৃতম্। নন্থ জৈমিন্যাদিভিস্তত্র তত্র শঙ্কাবাধকস্যোক্তেববাধিতা খলু শঙ্কা প্রামাণ্যমপনয়তি ন তু বাধিতাপীত্যভিযুক্তোক্তের্দোষো দুর্বার ইতি চেন্ন "অস্য যামা ঋচং জপ্তা ত্রিবারং বিষ্ণুমন্দিরে। ফলং ভাগবতং তস্য লভতে নাত্র সংশয়ঃ। জপ্তা আর-ভতী মন্ত্রং ত্রিবারং চ দিনে দিনে। ভারতাখ্যানমখিলং পারায়ণফলং লভেৎ। রামায়ণফলং ভদ্রে ভদ্রয়া চ জপেদৃচম্। পারায়ণফলং সর্ব্বং শতকোটিপ্রবিস্তরম্॥" ইতি শৌনকোক্তঋগ্‌বিধানং, "তত্র তু প্রথমে স্কন্ধে সূতর্ষীণাং সমাগমঃ। ব্যাসস্য চরিতং পুণ্যং পাণ্ডবানাং তথৈব চ॥" ইত্যাদি দ্বাদশস্কন্ধানুক্রমণীনিরূপকং রাম-কৃষ্ণভট্টোদাহৃতং শব্দকল্পদ্রুমাভিধেয়াভিধানধৃতং চ নারদীয়ম্, "এবং সর্ব্বং ভাগবতং শ্রীহরেরঙ্গমুচ্যতে। তত্র শ্রীদশমঃ শ্রেষ্ঠস্তত্র গোকুলকেলয়ঃ। তত্রাপি শ্রীরাস-লীলা গোপিকাগীতিকা ততঃ। তত্রাটসীতি পদ্যস্তু প্রোচ্যতে পরমং বরম্। তত্রৈব চরমঃ শ্লোকঃ প্রেমনির্য্যাসরূপকঃ॥" ইতি গৌরীতন্ত্রীয়দ্বিতীয়পটলং, "পরীক্ষিৎশুকসংবাদঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ। যত্র প্রতিপদং বিষ্ণুর্গীয়তে বহুধর্ষিভিঃ। জন্মাদ্যস্য যতশ্চেতি ধীমহস্তমুপাবদৎ। শুকোক্তং ব্রহ্মরাতায় সদসি ব্রহ্মবাদিনাম্। শ্রীমদ্ভাগবতং নাম হ্যনন্তাং তমসঃ পরম্॥" ইত্যাদি রামকৃষ্ণোদাহৃতং পাদ্মীয়ং বৃহদ্ভাগবতমাহাত্ম্যং, "বারাহং বামনং পাদ্মং গারুড়ং বৈষ্ণবস্তথা। শ্রীমদ্ভাগবতং বিষ্ণুপরং সাত্ত্বিকমুচ্যতে॥" ইতি পাদ্মোত্তরখণ্ডং, "গারুড়ং বামনং পাদ্মং শ্রীমদ্-ভাগবতস্তথা। এভিশ্চতুর্ভিঃ শ্রীবিষ্ণুর্গীয়তে পুরুষোত্তমঃ॥" ইতি স্কান্দমুক্তানুক্ত-বচনকদম্বঞ্চ বরীবর্ত্তীতি। দ্বিতীয়স্ত্বসিদ্ধঃ। "মাং বিধত্তেঽভিধত্তে মাং বিকল্পোহ-

পোহৃতে হৃহম্। ইত্যস্যা হৃদয়ং সাক্ষান্নান্যো মদ্বেদ কশ্চন ॥" ইতি শ্রীভাগবতে ইতি শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যচরণকৃতব্রহ্মসূত্রভাষ্যে প্রথমাধ্যায়স্য তৃতীয়পাদে চরমাধিকরণে, তত্ত্বপ্রকাশিকায়াং, তাৎপর্য্যচন্দ্রিকায়াং, দিনত্রয়মীমাংসায়াং, ক্ষীরনিধৌ, সদাচার-স্মৃতিব্যাখ্যানেষু, স্মৃতিকৌস্তুভে, স্মৃত্যর্থসারে, নির্ণয়রত্নে, বিদ্যারণ্যস্বামিকৃতজীব-ন্মুক্তিপ্রকরণে,সায়নাচার্য্যকৃততৈত্তিরীয়সংহিতাভাষ্যে,হেমাদ্রিকৃতব্রতখণ্ডদানখণ্ডয়োঃ, বামনজয়ন্তিনির্ণয়প্রকরণে নির্ণয়সিন্ধৌ পূজাপ্রকরণে ভট্টোজিদীক্ষিতাহ্নিকে, নাগো-জিভট্টকৃতাহ্নিকশেখরগুরোরনৃত ইতিসূত্রস্থশব্দরত্নরামায়ণব্যাখ্যানসপ্তশতীব্যাখ্যানেষু, অনন্তদেবকৃতসংস্কারকৌস্তুভমথুবাসেত্বোঃ. শ্রাদ্ধময়ূখব্যবহারময়ূখয়োঃ, কালদিনকর-ত্থোতে, বিধানপারিজাতেভাজনপ্রকরণে, প্রয়োগপারিজাতে, আচাররত্নে, সংবৎসর-প্রদীপে, কলিধর্ম্মপ্রকরণে, কালনির্ণয়ে তত্রৈব, কালনির্ণয়দীপিকাবিবরণে দেব-পূজাপ্রকরণে, শঙ্করাচার্য্যকৃতপদ্মপুরাণীয়বাসুদেবসহস্রনামাপরপর্য্যায়-বিষ্ণুসহস্রনাম-ভাষ্য-চতুর্দ্দশমতবিবেক-গোবিন্দাষ্টকেষু, রামার্চ্চনচন্দ্রিকায়াং, রামতাপনীব্যাখ্যায়াং, বল্লভাচার্য্যকৃতনিবন্ধে, উৎসবপ্রভাসে, শুদ্ধাদ্বৈতমার্ত্তণ্ডে, বিদ্বন্মণ্ডলে, পুরুষোত্তম-মহারাজকৃতসুবর্ণসূত্রে, নিম্বার্কীয়স্বমতনির্ণয়সিন্ধৌ, হরিভক্তিবিলাসে, রামানুজীয়-রামতাপনীব্যাখ্যানাদিষু, সাবসংগ্রহে, অপ্যয়দীক্ষিতকৃতশিবতত্ত্ববিবেকে, বাচস্পতি-কৃতভক্তিপ্রকাশে, মধুসূদনসরস্বতীকৃতভক্তিরসায়নাদিষু, লক্ষ্মীধরকৃতভগবন্নামকৌমু-দ্যাং, বিদ্যানিবাসভট্টাচার্য্যকৃতসচ্চরিতমীমাংসায়াং, বিষ্ণুপুরীকৃতভক্তিরত্নাবল্যাং, কাশ্মীরদেশীয়ক্ষেমেন্দ্রপ্রকাশে, ভাস্কররাজকৃতললিতাসহস্রনামটীকায়াং, নীলকণ্ঠকৃত-দেবীভাগবতটীকায়াং, স্বপ্নেশ্বরকৃতশাণ্ডিল্যসূত্রভাষ্যে, স্মার্ত্তপ্রবররঘুনন্দনভট্টাচার্য্য-কৃতনিবন্ধেষু চ পুরাণত্বেনোদাহৃতেঃ, শঙ্করাচার্য্যপরমগুরুভির্গৌড়পাদাচার্য্যৈঃ পঞ্চী-করণব্যাখ্যায়াং "জগৃহে পৌরুষং রূপম্" ইতি শ্রীভাগবতমুপন্যস্তমিত্যোক্তিত্বাচ্চ। হনূমতী-চিৎসুখী-শাঙ্করী-শ্রীমধ্বাচার্য্য-কৃতভাগবততাৎপর্য্য--বল্লভাচার্য্যকৃতসুবোধিনী— রামানুজীয়বীররাঘবী--নিম্বার্কীয়া-বোপদেবকৃত--হরিলীলা-মুক্তাফল--পরমহংসপ্রিয়াখ্য-ব্যাখ্যাত্রয়ী-বিদ্বৎকামধেনু--সম্বন্ধোক্তি- তত্ত্বদীপিকা--শুকহৃদয়া-সুদর্শনী--মুনিভাব-প্রকা-শিকা-প্রহর্ষিণী-শ্রীধরী-বিজয়ধ্বজী-যাদুপতি-শ্রীনিবাসী-সত্যধর্ম্মতীর্থী-বৃহত্তোষণী-লঘুতো-ষণী-ক্রমসন্দর্ভঃ-ষট্সন্দর্ভঃ-সারার্থদর্শিনী-সারমাধবী-বামনী-পুরুষোত্তমী-দীপিকাদীপনৈক-নাথীত্যাদ্যনন্তসংস্কৃতপ্রাকৃতব্যাখ্যাননিবন্ধানাং ভগবদপরোক্ষাদিজ্ঞানিকৃতানামেব বিদ্যমানত্বাচ্চ। তৃতীয়চতুর্থাবপি ব্যভিচরিতৌ। ছান্দোগ্যৈতরেয়াদ্যুপনিষৎসু বৈষ্ণ-বাদিপুরাণেষু ভারতীয়াষ্টাবক্রাখ্যানসনৎসুজাতীয়গীতাদিভাগেষু হরিবংশীয়পুষ্করপ্রাদু-র্ভাবে সুন্দরকাণ্ডে চ দৃঢ়বন্ধপদলালিত্যয়োর্দর্শনাৎ। প্রত্যুত শঙ্করাচার্য্যসময়াদুত্তরে

গরুড় পুরাণেও বলিয়াছেন——“ইহা অতিশয় পূর্ণ (ক), ব্রহ্মসূত্রের অর্থ, ভারতার্থবিনির্ণয়, গায়ত্রীর ভাষ্যরূপ এবং ইহা বেদার্থপরিবৃংহিত। ইহা পুরাণ সকলের মধ্যে সামরূপ, সাক্ষাৎ ভগবান কর্ত্তৃক উক্ত, দ্বাদশটি স্কন্ধযুক্ত, শত-বিচ্ছেদসংযুত ও অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক। এই সকল লক্ষণান্বিত গ্রন্থের নামই শ্রীমদ্ভাগবত।” ব্রহ্মসূত্রের অর্থ—ব্রহ্মসূত্র সকলের অকৃত্রিম ভাষ্য (খ)। যাহা পূর্ব্বে সূক্ষ্মরূপে বেদব্যাসের মনে আবির্ভূত হয়, এবং যাহা পরে সংক্ষেপে

বৎসরশতদ্বয়ে ব্যতীতে ব্যোপদেবোঽভূদিতি রামাশ্রমানন্দমিশ্রাদিভিরুক্তত্বেন তৎ-প্রাক্‌কালিকহনুমচ্চিৎসুখাদীনাং শ্রীভাগবতব্যাখ্যানে প্রবৃত্তিদর্শনাচ্চ। উক্তঞ্চ সিদ্ধান্তদর্পণকৃতা—“বোপদেবকৃতত্বে চ বোপদেবপুরাভবৈঃ। কথং টীকা কৃতাঃ সংস্যুর্হনুমচ্চিৎসুখাদিভিঃ॥” ইতি। “সিতকৃষ্ণকেশৌ” “কৃষ্ণস্তু ভগবান্‌ স্বয়ম্‌” ইত্যাদি ভাগবতীয়পদ্যেষু পরস্পরবিরুদ্ধেষু “গঙ্গাযমুনাজলস্বামিনৌ” ইত্যাদিক্লিষ্ট-ব্যাখ্যানপরপরমহংসপ্রিয়াদিনিবন্ধেষু শ্রীভাগবতীয়কথাপ্রতিপাদকপূর্ব্বাপরাবিরুদ্ধ-মুক্তাফলহরিলীলাখ্যনিবন্ধদ্বয়কর্ত্তুঃ কবিশিরোমণের্বোপদেবস্য প্রবৃত্তেশ্চ। “যস্য ব্যাকরণে বরেণ্যঘটনাঃ স্ফীতাঃ প্রবন্ধা দশ প্রখ্যাতা নব বৈদ্যকেঽথ তিথি-নির্দ্ধারার্থমেকোঽদ্ভুতঃ। সাহিত্যে ত্রয় এব ভাগবততত্ত্বোক্তৌ ত্রয়স্তস্য ভূর্য্যন্ত-র্বাণিশিরোমণেরিহ গুণাঃ কে কে ন লোকোত্তরাঃ॥” ইতি মুক্তাফলটীকায়াং হেমাদ্রিণা বোপদেবকৃতগ্রন্থানাং পরিগণনাচ্চ। কিন্তু “হেমাদ্রিবোপদেবাভ্যাং পুরাণমিতি কীর্ত্তনাৎ। তৎপ্রাচীননিবন্ধেষু সম্মতিত্বেন লেখনাৎ। প্রবাদো বোপ-দেবীয়ো বন্ধ্যাপুত্রায়তেতরাম্‌॥” ইতি সংক্ষেপঃ।

(২১ ক) “ইহা অতিশয় পূর্ণ”—ইহা অপৌরুষেয়ত্ব সর্ব্বশাস্ত্রসারত্ব ব্রহ্ম-সূত্রার্থনির্ণায়কত্ব ও এই পৃথিবীতে সম্পূর্ণভাবে প্রচলিতত্ব প্রভৃতি সর্ব্বলক্ষণান্বিত।

(২১ খ) “ব্রহ্মসূত্রের অর্থ” ইত্যাদি—ব্রহ্মসূত্র চারি অধ্যায়ে বিভক্ত। অধ্যায়চতুষ্টয়ের নাম যথাক্রমে সমন্বয়াধ্যায়, বিরোধপরিহারাধ্যায়, সাধনাধ্যায় ও ফলাধ্যায়। ঐ চারিটি অধ্যায়ের প্রত্যেকটিতেই আবার চারিটি চারিটি করিয়া পাদ আছে। তন্মধ্যে প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদে ব্রহ্মের জগৎকর্ত্তৃত্বাদি, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাদে অস্ফুটার্থ শ্রুতি সকলের ব্রহ্মপরত্বাদি এবং চতুর্থপাদে সাংখ্যমতপ্রসিদ্ধ প্রধানের জগৎকর্ত্তৃত্ববোধক প্রমাণাভাসের সমন্বয়াদি উক্ত হই-য়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে অদ্বৈতমতবিরুদ্ধ শ্রুতির ও স্মৃতির সমন্বয়াদি, দ্বিতীয়ে যুক্তি ও শ্রুতি দ্বারা সাংখ্যাদি দর্শনের মতের নিরাকরণ,

তৃতীয়ে সৃষ্টিক্রমনিরূপণ প্রসঙ্গে আকাশের নিত্যত্ব খণ্ডন ও জন্যত্ব সংস্থাপন এবং চতুর্থে প্রাণের নিত্যত্ববোধক শ্রুতি সকলের সমন্বয় পূর্ব্বক জন্যত্ব সংস্থাপন করা হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে পঞ্চাগ্নিবিদ্যানুসারে জীবের সংসার-গতিক্রমাদি, দ্বিতীয়ে জগতের অবস্থাভেদাদি, তৃতীয়ে বেদান্তপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মের বিচারাদি ও চতুর্থে বেদান্তসিদ্ধ তত্ত্বজ্ঞান ও পুরুষার্থের সাধন প্রভৃতি নিরূপণ করা হইয়াছে। চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম পাদে সাধনবিষয়ক বিচারাদি, দ্বিতীয়ে যাগাদির প্রমাণনিরূপণাদি, তৃতীয়ে অর্চ্চিরাদিমার্গনিরূপণাদি এবং চতুর্থে মুক্ত ও মুচ্যমান ব্যক্তির প্রাপ্তি প্রভৃতি বিবৃত হইয়াছে। এবং স্থানে স্থানে প্রসঙ্গাধীন অপরাপর বিষয়ও উক্ত হইয়াছে। ব্রহ্মসূত্রে স্বল্পাক্ষর সূত্রসমূহ দ্বারাই উল্লিখিত বিষয় সকল সংক্ষেপে ব্যক্ত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে ঐ সকল বিষয়ই আবার উক্ত সূত্র সকলের ব্যাখ্যাচ্ছলে দৃষ্টান্তের সহিত সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। এই নিমিত্তই শ্রীমদ্ভাগবতকে ব্রহ্মসূত্রের অর্থ বলা যায়। ঐ অর্থও আবার মানবের কপোলকল্পিত অর্থ নহে। কারণ, শ্রীমদ্ভাগবত ভগবান বেদব্যাসের সমাধিলব্ধ বস্তু, অতএব উহার অকৃত্রিম ভাষ্য। শ্রীমদ্ভাগবত যে ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য, তাহা যিনি নিবিষ্টচিত্তে উক্ত উভয় গ্রন্থ আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহার অবিদিত থাকিতে পারে না। পাঠকবর্গের বিদিতার্থ আমরা এই স্থলে সংক্ষেপে তদ্বিষয়ে কিছু বলিব।

চতুঃশ্লোকী ভাগবত যে শ্রীমদ্ভাগবতের সূত্র, ইহা বোধ হয়, শ্রীমদ্ভাগবতের পাঠকমাত্রই জানেন। শ্রীভগবান স্বয়ং নিজ নাভিপঙ্কজে স্থিত ব্রহ্মাকে ঐ চতুঃশ্লোকী ভাগবত উপদেশ করেন। ব্রহ্মা আবার উহা দেবর্ষি নারদকে এবং তিনি তত্তাৎপর্য্য মহর্ষি বেদব্যাসকে উপদেশ করেন। মহর্ষি দেবর্ষির উপদেশ অনুসারে সমাধিস্থ হইয়া, এই চতুঃশ্লোকী ভাগবতের যেরূপ অর্থ অনুভব করেন, তাহা, প্রথমে মঙ্গলাচরণের শ্লোকে সূত্ররূপে বর্ণন করিয়া, পরে সবিস্তারে শ্রীমদ্-ভাগবতরূপ অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক গ্রন্থাকারে প্রচার করেন। অতএব চতুঃ-শ্লোকী ভাগবতের অর্থ, মঙ্গলাচরণের শ্লোকের অর্থ ও সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থ একই হইতেছে। এক্ষণে যদি মঙ্গলাচরণের শ্লোকে এবং চতুঃশ্লোকী ভাগবতে ব্রহ্মসূত্রের অর্থ লাভ করা যায়, তবে সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবতে যে তদর্থ লাভ করা যাইবেই তাহা বলা বাহুল্য। "জন্মাদ্যস্য" ইত্যাদি মঙ্গলাচরণের শ্লোকের মধুসূদন সরস্বতীর টীকায় উক্ত হইয়াছে—"পূর্ব্বার্দ্ধেন, জন্মাদ্যস্য যতঃ ইতি ন্যায়ঃ সাক্ষাদেব দর্শিতঃ, অন্বয়াদিত্যনেন তত্তু সমন্বয়াদিতি অর্থাদভিজ্ঞ

ইত্যনেন ঈক্ষতের্নাশব্দমিতি তেনে ব্রহ্ম হৃদেত্যাদিনা শাস্ত্রযোনিত্বাদিতি মুহ্যন্তি যৎ সূরয় ইত্যনেন এতেন সর্ব্বে ব্যাখ্যাতা ব্যাখ্যাতা ইত্যন্তো ন্যায়কলাপঃ সূচিত ইতি সমন্বয়াধ্যায়ো ব্যাখ্যাতঃ। তেজোবারিমৃদামিত্যাদিনা তদনন্যত্বমারম্ভণ-শব্দাদিভ্য ইত্যাদিন্যায়সূচনাদবিরোধাধ্যায়ার্থঃ। ধীমহীত্যনেন সহকার্য্যন্তরবিধিঃ পক্ষেণ তৃতীয়ং তদ্বতো বিধ্যাদিবদিত্যাদিন্যায়সূচনাৎ সাধনাধ্যায়ার্থঃ। ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরমিতি ফলাধ্যায়ার্থঃ অবিদ্যাতৎকার্য্যনিবৃত্ত্যুপলক্ষিত-পরমানন্দরূপাবশেষাৎ।”—উক্ত শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধ দ্বারা, “জন্মাদ্যস্য যতঃ” এই সূত্র সাক্ষাৎ প্রদর্শিত হইয়াছে; “অন্বয়াৎ” এই শব্দ দ্বারা “তত্তু সমন্বয়াৎ” এই সূত্র, “অর্থেষভিজ্ঞঃ” এই শব্দ দ্বারা “ঈক্ষতের্নাশব্দম্” এই সূত্র, “তেনে ব্রহ্ম হৃদা” এই শব্দ দ্বারা “শাস্ত্রযোনিত্বাৎ” এই সূত্র, “মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ” এই শব্দ দ্বারা “এতেন সর্ব্বে ব্যাখ্যাতা ব্যাখ্যাতাঃ” এই পর্য্যন্ত সূত্র সকল সূচিত হওয়াতে, সমন্বয়াধ্যায় ব্যাখ্যাত হইল। এইরূপ “তেজোবারিমৃদাং” ইত্যাদি শব্দ দ্বারা, “তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ” ইত্যাদি সূত্র সকল সূচিত হওয়াতে, অবিরোধাধ্যায়, “ধীমহি” শব্দ দ্বারা “সহকার্য্যন্তরবিধিঃ পক্ষেণ তৃতীয়ং তদ্বতো বিধ্যাদিবৎ” ইত্যাদি সূত্র সকল সূচিত হওয়াতে সাধনাধ্যায়, ও “ধাম্না স্বেন সদা” ইত্যাদি শব্দ দ্বারা অবিদ্যাতৎকার্য্যনিবৃত্ত্যুপলক্ষিতপরমানন্দরূপাবশেষ হেতু ফলাধ্যায় ব্যাখ্যাত হইল। এইরূপে যদি মঙ্গলাচরণের শ্লোকে ব্রহ্মসূত্রের অর্থ নির্ণীত হইল এবং ঐ মঙ্গলাচরণের শ্লোক যদি সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবতের সংক্ষিপ্ত সূত্র হয় (উক্ত মঙ্গলাচরণের শ্লোক যে সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবতের সংক্ষিপ্ত সূত্র, তাহা অনেকেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন) তবে শ্রীমদ্ভাগবতের ব্রহ্মসূত্রভাষ্যরূপত্বও সিদ্ধ হইল। তার পর চতুঃশ্লোকীর প্রতি দৃষ্টি করুন। চতুঃশ্লোকী ভাগবতের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোকে শ্রীভগবৎস্বরূপের জ্ঞান অর্থাৎ শব্দ দ্বারা যাথার্থ্য নির্দ্ধারণ এবং বিজ্ঞান অর্থাৎ উহার অপরোক্ষানুভব বা সাক্ষাৎকার প্রদর্শিত হইয়াছে। উহার তৃতীয় শ্লোকে শ্রীভগবদ্বিষয়ক প্রেম বা ফল এবং চতুর্থশ্লোকে ঐ প্রেমের প্রাকট্যের সাধন বিবৃত হইয়াছে। অতএব উহার প্রথম শ্লোকে ব্রহ্মসূত্রের সমন্বয়াধ্যায় দ্বিতীয়ে বিরোধপরিহারাধ্যায় চতুর্থে সাধনাধ্যায় ও তৃতীয়ে ফলাধ্যায় ব্যাখ্যাত হইয়াছে বলা বোধ হয় সঙ্গতই হইতেছে। আবার চতুঃ-শ্লোকী ভাগবত যে সমস্ত শ্রীভাগবতের সংক্ষেপ, তাহা চতুঃশ্লোকীর দ্বিতীয় বক্তার মুখে “ইদং ভাগবতং নাম যন্মে ভগবতোদিতম্। সংগ্রহোঽয়ং বিভূতীনাং ত্বমেতদ্ বিপুলীকুরু ॥” ইত্যাদি শ্লোকেই পাওয়া যায়।

ব্রহ্মসূত্রের রূপে প্রকাশিত হয়, তাহাই পরিশেষে সুবিস্তৃতভাবে ঐ শ্রীমদ্ভাগবত রূপে প্রচারিত হইয়াছেন। অতএব ঐ ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যভূত স্বতঃসিদ্ধ এই শ্রীমদ্ভাগবত থাকাতে, তৎপরবর্ত্তী অন্যান্য লোকের নিজ নিজ কপোলকল্পিত অপরাপর ভাষ্যসমূহের যেটি যেটি ইহার অনুগত হইবে, সেই সেই ভাষ্যই আদরণীয় হইবে, ইহাই পাওয়া যাইতেছে। ভারতার্থবিনির্ণয়—"যাহাতে সর্ব্ব-শাস্ত্রের নির্ণয় হইয়াছে, তাহাকেই ভারত বলা যায়। পূর্ব্বকালে ব্রহ্মাদি সকল দেবতা ও ঋষিগণ মিলিয়া বেদব্যাসেরই অনুমতিক্রমে ভারত ও সকল বেদকে তুলায় আরোপণ করেন। তাহাতে ভারতই অপেক্ষাকৃত গুরু হইয়াছিল। মহত্ত্ব ও ভারবত্ত্ব হেতুই ইহার নাম মহাভারত হইয়াছে।" ইহাই ভারতের লক্ষণ বলিয়া অভিহিত হয়।—ঈদৃশ লক্ষণাক্রান্ত ভারতের অর্থবিনির্ণয় হইয়াছে যাহাতে (গ)। ভারতেরও তাৎপর্য্য শ্রীভগবানেই। মোক্ষধর্ম্মে নারায়ণীয়ে রাজা জনমেজয় শ্রীবেদব্যাসকে এই কথাই বলিয়াছিলেন—"হে ব্রহ্মন্! আপনি অত্যুত্তম জ্ঞানোদধিস্বরূপ মহাভারতকে আপনার বুদ্ধিরূপ মন্থনদণ্ড দ্বারা মন্থন করিয়া শতসহস্রশ্লোকাত্মক সুবিস্তীর্ণ ভারতাখ্যান হইতে দধি হইতে নবনীতের ন্যায় মলয়গিরি হইতে চন্দনের ন্যায় সকল বেদ হইতে আরণ্যকের ন্যায় ওষধি সকল হইতে অমৃতের ন্যায় এই কথারূপ অমৃত উদ্ধৃত করিয়াছেন। হে তপোনিধে! নারায়ণকথাশ্রয় এই মহাভারত আপনা কর্ত্তৃকই উক্ত হইয়াছে" ॥ ২১ ॥

তৃতীয় স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে—"বিদুর মৈত্রেয়কে বলিলেন, মুনে! তোমার সখা মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন শ্রীভগবানের গুণ সকল বর্ণন করিতে অভিলাষী হইয়া মহাভারত বলিয়াছিলেন। এই মহাভারতে মনুষ্যদিগের গ্রাম্য কথার অনুবাদ দ্বারা শ্রীভগবানের প্রতি চিত্তকে আকর্ষণ করা হইয়াছে।" এই হেতু শ্রীমদ্ভাগবতকে গায়ত্রীর ভাষ্য বলা হয় (ক)। শ্রীমদ্ভাগবতের ন্যায়

(২১ গ) "ভারতার্থবিনির্ণয়" ইত্যাদি—মহাভারতের স্থানে স্থানে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অংশাবতারত্ব ও তদীয় লীলাদির মায়িকত্ব প্রভৃতি অনেক বিরুদ্ধ বচন দৃষ্ট হয়। শ্রীমদ্ভাগবত ঐ সকল বিরুদ্ধ বচনের সমন্বয় করিয়াছেন। এই নিমিত্তই শ্রীমদ্ভাগবতকে মহাভারতের অর্থনির্ণায়ক বলা হইয়া থাকে।

(২২ ক) "এই হেতু শ্রীমদ্ভাগবতকে গায়ত্রীর ভাষ্য বলা যায়"—গায়ত্রীতে যেমন শ্রীভগবান প্রতিপাদিত হইয়াছেন, মহাভারতেও তদ্রূপ শ্রীভগ-বানই প্রতিপাদিত হইয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত আবার শ্রীভগবৎসম্বন্ধী বিরোধ

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরাদিতেও গায়ত্রীর ব্যাখ্যানস্থলে শ্রীভগবানই সবিস্তারে প্রতিপাদিত হইয়াছেন। এখানেও শ্রীমদ্‌ভাগবতের শ্রীভগবৎপর প্রথম শ্লোকের ব্যাখ্যানের অবসরে উহার গায়ত্র্যর্থপরতা প্রদর্শিত হইবে। বেদার্থপরিবৃংহিত—বেদার্থের পরিবৃংহণ যাহা হইতে (খ)। ঐ পরিবৃংহণ "ইতিহাস ও পুরাণ দ্বারা" ইত্যাদি

সকলের মীমাংসা দ্বারা ঐ মহাভারতের অর্থনির্ণায়ক হইতেছেন। অতএব শ্রীমদ্ভাগবতকে গায়ত্রীর ভাষ্য বলা যায়। শ্রীমদ্‌ভাগবত সাক্ষাৎসম্বন্ধেই গায়ত্রীর অর্থ প্রচার করিয়াও উহার ভাষ্য বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন।

(২২ খ) "বেদার্থপরিবৃংহিত" ইত্যাদি—বেদার্থপরিবর্দ্ধনকারী। বেদোক্ত কতকগুলি বিষয় পরিবর্দ্ধিত আকারে বর্ণনের নিমিত্তই শ্রীমদ্‌ভাগবতের আবির্ভাব। শ্রীমদ্‌ভাগবত স্বয়ং বেদার্থ দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইয়াছেন এবং তিনি ঐ বেদকে স্পষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত কবিয়াছেন। বেদে যে সকল আখ্যান উপাখ্যান সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে, শ্রীমদ্‌ভাগবতে তাহাদেরই অনেকগুলি সংগৃহীত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আবার বেদে যে কতকগুলি বিষয় পরোক্ষে স্বল্পাক্ষরে বর্ণিত হইয়াছে, শ্রীমদ্‌ভাগবতে সেই বিষয়গুলিই স্পষ্টভাবে সবিস্তারে বিবৃত হইযাছে। ফল কথা, শ্রীমদ্‌ভাগবত বেদমূলক বেদব্যাখ্যানগ্রন্থ। এই নিমিত্তই উহাকে বেদার্থপরিবৃংহিত অর্থাৎ বেদার্থের পরিবর্দ্ধনকারী বলা হইয়াছে। এই বিষয়টি "চতুর্ব্বেদমন্ত্রৈঃ শ্রীভাগবতার্থপ্রকাশঃ" নামক গ্রন্থে বিশদভাবে সমালোচিত হইয়াছে। গ্রন্থবাহুল্যভয়ে এখানে আর তাহার অবতারণা করা হইল না। তবে এখানে এই পর্য্যন্ত ইঙ্গিত করিয়া রাখা যাইতেছে যে, সমগ্র ঋগ্বেদের সংক্ষেপ যে ঋগ্বেদের প্রথম মন্ত্র, তাহার অর্থ চতুঃশ্লোকী ভাগবতের প্রথম শ্লোকে, সমগ্র যজুর্ব্বেদের সংক্ষেপ যে যজুর্ব্বেদের প্রথম মন্ত্র, তাহার অর্থ উহার দ্বিতীয় শ্লোকে, সমগ্র সামবেদের সংক্ষেপ যে সামবেদের প্রথম মন্ত্র, তাহার অর্থ উহার চতুর্থ শ্লোকে, সমগ্র অথর্ব্ববেদের সংক্ষেপ যে অথর্ব্ববেদের প্রথম মন্ত্র, তাহার অর্থ উহার তৃতীয় শ্লোকে সংগৃহীত হইয়াছে। আবার একটি চতুর্ব্বেদরহস্যভূত মন্ত্র শ্রীমদ্‌ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের পঞ্চমাধ্যায়ের পরমরহস্যভূত শ্লোকে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যথা—"অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং হোতারং রত্নধাতমম্"—ঋগ্বেদে ১ অষ্টকে ১ অধ্যায়ে ১ বর্গে ১ মন্ত্রঃ।—যজ্ঞস্য (জপযজ্ঞস্য) পুরোহিতম্ (অভীষ্টসম্পাদকম্) ঋত্বিজম্ (ঋতৌ ঋতৌ প্রত্যুৎপত্তিকালং সংসারং যজতি সঙ্গতং করোতি যঃ তং) হোতারং

স্থলে বিবৃত হইয়াছে। পুরাণসমূহের মধ্যে সামরূপ--বেদের মধ্যে সামবেদের ন্যায় এই শ্রীমদ্‌ভাগবত পুরাণ সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুরাণ। এই নিমিত্ত স্কন্দ

(প্রপন্নানাম্ আহ্বাতারং) রত্নধাতমং (সর্ব্বকর্ম্মফলরূপাণাং রত্নানাং ধারয়িতারং, পোষয়িতারং) দেবং (প্রাকৃতাপ্রাকৃতক্রীড়ায়াং মোদমানং নিরতিশয়দীপ্তিমন্তম্) অগ্নিম্ (অগ্রং নয়তি নীয়তে ইতি বা তং সর্ব্বেষাম্ অগ্রবর্ত্তিনং পশ্চাদ্বর্ত্তিনং চ শ্রীনন্দনন্দনম্) ঈলে (ঈড়ে, শব্দদ্বারা যাথার্থ্যনির্ণয়পুরঃসরং স্তৌমি)।

ওঁ ইষে ত্বোর্জ্জে ত্বা বায়বস্থ দেবো বঃ সবিতা প্রার্পয়তু শ্রেষ্ঠতমায় কর্ম্মণে আপ্যায়ধ্বমঘ্ন্যা ইন্দ্রায় ভাগং প্রজাবতীরনমীবা অযক্ষ্মা মা বস্তেন ঈশত মাঘশংসো ধ্রুবা অস্মিন্ গোপতৌ স্যাৎ বহ্বীর্যজমানস্য পশূন্ পাহি।—যজুর্ব্বেদে ১ অধ্যায়ে ১ মন্ত্রঃ।

(হে গোপেশ্বর!) সবিতা (সর্ব্বজগৎপ্রসবিতা) দেবঃ (নিরতিশয়কান্তিযুক্তঃ ভগবান্) ত্বা (ত্বাম্) ইষে (অন্নার্থম্) ঊর্জ্জে (কার্ত্তিকে মাসি) শ্রেষ্ঠতমায় কর্ম্মণে (গোবর্দ্ধনযাগং কর্ত্তুং) প্রার্পয়তু (প্রকৃষ্টতয়া সংযোজয়তু)। ইন্দ্রায় (ইন্দ্রম্ উদ্দিশ্য) ভাগং মা আপ্যায়ধ্বং (মা বর্দ্ধয়ধ্বং যূয়ম্ ইতি শেষঃ)। অস্মিন্ গোপতৌ (গোবর্দ্ধনে পূজিতে সতি) বঃ (যুষ্মাকং গাবঃ) অঘ্ন্যাঃ বর্দ্ধয়িতুমর্হাঃ হন্তুমনর্হাঃ প্রজাবতীঃ (বহ্বপত্যাঃ) অনমীবাঃ (অমীবা ব্যাধিঃ তদ্রহিতাঃ কৃমিদুষ্টত্বাদিক্ষুদ্ররোগরহিতাঃ ইতি ভাবঃ) অযক্ষ্মাঃ (যক্ষ্মা রোগরাজঃ তদ্রহিতাঃ প্রবলতররোগশূন্যাঃ ইতি ভাবঃ ভবিষ্যন্তি ইতি শেষঃ)। (তথা) স্তেনঃ (চৌরঃ) মা ঈশত (সমর্থঃ মাভূৎ), অঘশংসঃ (অঘেন তীব্রপাপেন ভক্ষণাদিনা শংসঃ ঘাতকঃ ব্যাঘ্রাদিঃ অপি হিংসকঃ মাভূৎ)। হে বৎসাঃ! (যূয়ং) বায়বঃ (মাতৃভ্যঃ সকাশাৎ অন্যত্র গন্তারঃ) স্থ ভবথ। ধ্রুবাঃ (শাশ্বতিক্যঃ) বহ্বীঃ (বহুবিধাঃ পূজাদিকাঃ) (স্যাৎ স্যুঃ, ভবেয়ুঃ)। (হে গোপতে!) যজমানস্য (গোপরাজস্য) পশূন্ (গোবৎসাদীন্) পাহি (সম্যক্ রক্ষ)। (এতেন ভগবদপরোক্ষানুভবসাধনস্য মায়াত্যাজনস্য কর্ত্তব্যত্বমুপদিষ্টম্)।

ওঁ অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে নি হোতা সৎসি বর্হিষি।—সামবেদে ১ প্রপাঠকে প্রথমার্দ্ধে ছন্দ আর্চ্চিকে ১ মন্ত্রঃ।

(হে) অগ্নে (গোপীজনবল্লভ!) বীতয়ে (অস্মদত্তান্নগ্রহণায়) হব্যদাতয়ে (প্রপন্নেভ্যঃ স্বপ্রসাদরূপস্য হবিষঃ প্রদানায় চ) আয়াহি (প্রত্যাগচ্ছ)। (তথা আগত্য চ) গৃণানঃ (অস্মাভিঃ স্তূয়মানঃ সন্) হোতা (প্রপন্নানাম্ আহ্বাতা

পুরাণে বলিয়াছেন—"শত শত সহস্র সহস্র অন্য শাস্ত্র সংগ্রহ দ্বারা কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে, এই কলিতে যাহার গৃহে ভাগবত শাস্ত্র নাই? এই কলিতে যাহার গৃহে শ্রীভাগবত নাই, সে ব্যক্তি কিরূপে বৈষ্ণব বলিয়া গণ্য হইবে? সে বিপ্র হইলেও চণ্ডালাধম। কলিতে যেখানে যেখানে শ্রীভাগবত দৃষ্ট হয়, হে বিপ্র! নারদ! শ্রীভগবান হরি দেবতাদিগের সহিত সেই খানে সেই খানেই গমন করিয়া থাকেন। হে মুনে! যিনি প্রতিদিন প্রযত হইয়া শ্রীভাগবতের শ্লোক পাঠ করেন, তিনি অষ্টাদশ পুরাণের ফল লাভ করিয়া থাকেন।" শতবিচ্ছেদসংযুত——পঞ্চত্রিংশদধিকশতত্রয়াধ্যায়বিশিষ্ট অর্থাৎ ৩৩৫ অধ্যায় বিশিষ্ট। অন্য কয়েকটি স্পষ্টার্থ। অতএব পরমার্থ জানিতে অভিলাষী ব্যক্তিগণ কর্তৃক সম্প্রতি শ্রীমদ্‌ভাগবতই বিচারণীয় ॥ ২২ ॥

এই নিমিত্তই নানাশাস্ত্র সত্ত্বেও শ্রীমদ্‌ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে এই কথাই বলিয়াছেন—"অধুনা কলিকালে নষ্টদৃষ্টি ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে ইহাই

ভূত্বা) বর্হিষি (আস্তীর্ণেষু হৃদ্‌বৃন্দাবনস্থেষু কুশেষু) নিষৎসি (নিষীদ)। (এতেন সাধনমুক্তম্‌)।

ওঁ শন্নো দেবীরভীষ্টয়ে আপো ভবন্তু পীতয়ে শংযোরভি স্রবন্তু নঃ।—অথর্ব্ব-বেদে ১ অধ্যায়ে ১ প্রপাঠকে ১ মন্ত্রঃ।

দেবীঃ (দেব্যঃ) আপঃ (চরণামৃতরূপাঃ অধরামৃতরূপাঃ বা) অভীষ্টয়ে (অভিলষিতায়) পীতয়ে (পানায়) ভবন্তু। নঃ (অস্মাকং) শং (কল্যাণ্যঃ ভবন্তু)। নঃ (অস্মাকং) শংযোঃ (যোগায় চ) অভিস্রবন্তু (অভিগচ্ছন্তু)। (এতেন ফলমুক্তম্‌)।

ওঁ বয়ন্নাম প্রব্রবামা ঘৃতস্যাস্মিন্‌ যজ্ঞে ধারয়ামা নমোভিঃ। উপব্রহ্ম শৃণু-বচ্ছস্যমানং চতুঃশৃঙ্গোঽবমীদ্‌গৌর এতৎ।—ঋগাদিবেদচতুষ্টয়ান্তর্গতঃ মন্ত্রঃ।

ওঁ বয়ন্নামেত্যাদি। চতুঃশৃঙ্গঃ (চত্বারঃ অঙ্গাদয়ঃ শৃঙ্গাঃ লক্ষণানি যস্য সঃ সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদঃ) গৌরঃ (রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতঃ শ্রীগৌরাঙ্গঃ যথা) এতৎ ব্রহ্ম (নামরূপগুণলীলাময়ং শ্রীকৃষ্ণাখ্যং শ্রীহরিনামাত্মকং বা) অবমীৎ (বান্তবান্‌, প্রকাশিতবান্‌, তথা) বয়ং নমোভিঃ (নমস্কারৈঃ যুক্তাঃ সন্তঃ) অস্মিন্‌ (কলৌ) যজ্ঞে (সঙ্কীর্ত্তনাখ্যে) ঘৃতস্য (হবিঃস্বরূপস্য পরব্রহ্মণঃ তৎ) নাম ধারয়ামা (চিত্তে ধারয়ামঃ) প্রব্রবামা (প্রব্রবামঃ, সর্ব্বদা উচ্চারয়ামঃ চ। স অস্মাভিঃ) শস্যমানং (কীর্ত্তমানং তৎ) উপশৃণুবৎ (উপশৃণুয়াৎ)।

পুরাণার্কের ন্যায় অর্থাৎ পুরাণ সকলের মধ্যে সূর্য্যের ন্যায় উদিত হইয়াছে।" এই পুরাণকে সূর্য্যের স্বরূপ বলাতে ইহা ভিন্ন অন্য শাস্ত্র সকলের সম্যক্ বস্তুপ্রকাশের সামর্থ্য নাই, ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে। হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে শাস্ত্রপ্রস্তাবে তন্ত্রভাগবত নামক তন্ত্রকে এই শ্রীমদ্ভাগবতের ভাষ্যরূপে গণনা করা হইয়াছে। এবং এই শ্রীমদ্ভাগবতের তত্তন্মতপ্রসিদ্ধ মহানুভবগণের রচিত শ্রীহনুমদ্ভাষ্য বাসনাভাষ্য সম্বন্ধোক্তি বিদ্বৎকামধেনু তত্ত্বদীপিকা ভাবার্থদীপিকা পরমহংসপ্রিয়া ও শুকহৃদয় প্রভৃতি ব্যাখ্যাগ্রন্থ এবং মুক্তাফল হরিলীলা ভক্তিরত্নাবলী প্রভৃতি বিবিধ নিবন্ধ গ্রন্থ আছে (ক)। এই শ্রীমদ্ভাগবত হেমাদ্রিকৃত গ্রন্থের দানখণ্ডে পুরাণদান-প্রস্তাবে মৎস্যপুরাণীয় শ্রীভাগবতলক্ষণ ধরিয়া প্রশংসিত হইয়াছেন। হেমাদ্রির গ্রন্থের পরিশেষখণ্ডের কালনির্ণয়প্রকরণের অন্তর্গত কলিযুগধর্ম্মনির্ণয়ে "কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা" ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক উদ্ধার করিয়া তৎপ্রতিপাদিত ধর্ম্মই কলিতে অঙ্গীকৃত হইয়াছে। শ্রীশঙ্করের অবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য, যে শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থ কৈবল্যকে অতিক্রম পূর্ব্বক ভক্তিসুখ-প্রচারাদি চিহ্ন দ্বারা নিজ মতেরও উপর বিরাজ করিতেছে বুঝিয়া, সেই অপৌরুষেয় বেদান্তব্যাখ্যান গ্রন্থকে ভয়ে চালিত না করিয়াই, বক্ষ্যমাণ আত্মগোপনাদির নিমিত্ত শ্রীভগবানের আজ্ঞানুসারে যে অদ্বৈতবাদ প্রবর্ত্তন করেন, তদনুসারে বর্ণন করিয়াও, শ্রীমদ্ভাগবতমাত্রবর্ণিত বিশ্বরূপদর্শনজনিত ব্রজেশ্বরীবিস্ময় ও শ্রীব্রজকুমারীবসনচৌর্য্য এই দুইটি বিষয় স্বরচিত শ্রীগোবিন্দাষ্টকাদিগ্রন্থে (খ)

(২৩ ক) শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যাগ্রন্থ ও নিবন্ধ যে কত আছে, তাহা ঠিক বলা যায় না। তবে যে গুলি সচরাচর প্রচলিত, সেই গুলি গণনা করিলে, সম্প্রতি সর্ব্বসমেত একশত চৌত্রিশখানি প্রাপ্ত হওয়া যায়।

(২৩ খ) সত্যং জ্ঞানমনন্তং নিত্যমনাকাশং পরমাকাশং,
গোষ্ঠপ্রাঙ্গণরিঙ্গণলোলমনায়াসং পরমায়াসম্।
মায়াকল্পিতনানাকারমনাকারং ভুবনাকারং,
ক্ষ্মামানাথমনাথং প্রণমত গোবিন্দং পরমানন্দম্॥ ১॥
মৃত্স্নামৎসীহেতি যশোদাতাড়নশৈশবসন্ত্রাসং,
ব্যাদিতবক্ত্রালোকিতলোকালোকচতুর্দ্দশলোকালিম্।
লোকত্রয়পুরমূলস্তম্ভং লোকালোকমনালোকম্,
লোকেশং পরমেশং প্রণমত গোবিন্দং পরমানন্দম্॥ ২॥

নিবেশ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা তিনি যে তটস্থ হইয়া, নিজ বাক্যের সাফল্য সম্পাদনের নিমিত্ত ঐ শ্রীমদ্ভাগবতকে নীরবে স্পর্শ করিয়াছেন, তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে ॥ ২৩॥

ত্রৈবিষ্টপরিপুবীরঘ্নং ক্ষিতিভারঘ্নং ভবরোগঘ্নং,
কৈবল্যং নবনীতাহারমনাহারং ভুবনাহারম্ ।
বৈমল্যস্ফুটচেতোবৃত্তিবিশেষাভাসমনাভাসং
শৈবং কেবলশান্তং প্রণমত গোবিন্দং পরমানন্দম্ ॥ ৩ ॥
গোপালং প্রভুলীলাবিগ্রহগোপালং কুলগোপালং,
গোপীখেলনগোবর্দ্ধনধৃতলীলালালিতগোপালম্ ।
গোভির্নিগদিতগোবিন্দস্ফুটনামানং বহুনামানং,
গোধীগোচরদূরং প্রণমত গোবিন্দং পরমানন্দম্ ॥ ৪ ॥
গোপীমণ্ডলগোষ্ঠীভেদং ভেদাবস্থমভেদাভং,
শশ্বদ্‌গোখুরনির্ধূতোদ্ধৃতধূলীধূসরসৌভাগ্যম্ ।
শ্রদ্ধাভক্তিগৃহীতানন্দমচিন্ত্যং চিন্তিতসদ্ভাবং,
চিন্তামণিমণিমানং প্রণমত গোবিন্দং পরমানন্দম্ ॥ ৫ ॥
স্নানব্যাকুলযোষিদ্বস্ত্রমুপাদায়াগমপারূঢ়ং
ব্যাদিতসন্তীর্থং দিগ্বস্ত্রং বস্ত্রাদাতুমুপাকর্ষন্তম্ ।
নির্ধূতদ্বয়শোকবিমোহং বুদ্ধং বুদ্ধেরন্তঃস্থং
সত্তামাত্রশরীরং প্রণমত গোবিন্দং পরমানন্দম্ ॥ ৬ ॥
কান্তং কারণকারণমাদিমনাদিং কালঘ্নং ভাসং,
কালিন্দীগতকালীয়শিরসি মুহুর্মুহুঃ সুনৃত্যন্তম্ ।
কালং কালকলাতীতং কলিতাশেষং কলিদোষঘ্নং,
কালত্রয়গতিহেতুং প্রণমত গোবিন্দং পরমানন্দম্ ॥ ৭ ॥
বৃন্দাবনভুবি বৃন্দারকগণবৃন্দবোধিতং বন্দেঽহং,
কুন্দাভামলমন্দস্মেরসুধানন্দং সুহৃদানন্দম্ ।
বন্দ্যাশেষমহামুনিমানসবন্দ্যানন্দপদদ্বন্দ্বং,
বন্দ্যাশেষগুণাব্ধিং প্রণমত গোবিন্দং পরমানন্দম্ ॥ ৮ ।
গোবিন্দাষ্টকমেতদধীতে গোবিন্দার্পিতচেতা যো
গোবিন্দাচ্যুত মাধব বিষ্ণো গোকুলনায়ক কৃষ্ণেতি ।

শঙ্করাচার্য্য শ্রীমদ্ভাগবতে হস্তক্ষেপ করিলেন না, পরন্তু প্রকারান্তরে উহার সমাদর করিলেন দেখিয়া, শ্রীমধ্বাচার্য্য প্রভৃতি বৃদ্ধ বৈষ্ণবগণ, পাছে অন্যান্য বৈষ্ণবেরা শঙ্করাচার্য্যের অন্যতর শিষ্য পুণ্যারণ্য প্রভৃতি কৃত ব্যাখ্যানের রীতি অনুসারে শ্রীমদ্ভাগবতে প্রবেশ করেন, এই নিমিত্ত, উহার তাৎপর্য্যান্তর লিখিয়া পথ প্রদর্শন করিলেন, ইহাও ভক্তগণ বর্ণন করিয়া থাকেন। অতএব ঐ শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে যুক্তই বলিয়াছেন—"সকল বেদ ও ইতিহাস হইতে সমুদ্ধৃত উহাদের সারভূত এই শ্রীমদ্ভাগবত আত্মজ্ঞানীর প্রধান নিজতনয় শুকদেবকে অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন।" দ্বাদশে—"এই শ্রীমদ্ভাগবত সকল বেদান্তের সার। যিনি ইহার রসামৃতে তৃপ্ত হয়েন, তাঁহার আর অন্য কুত্রাপি রতি হয় না।" প্রথমেও উক্ত হইয়াছে—"হে রসজ্ঞ ভাবুক সকল! নিগমরূপ কল্পতরুর শুকমুখগলিত অমৃতদ্রবসংযুত এই রসরূপ ফল যে শ্রীভাগবত, তাহা মোক্ষ পর্য্যন্ত পান করিতে থাকুন।" অতএব ঐ স্থানেই আবার বলা হইয়াছে—"যিনি অসাধারণ প্রভাবযুক্ত নিখিল বেদের সারভূত, অন্ধ তম অর্থাৎ অজ্ঞানাবৃত সংসার উত্তীর্ণ হইতে অভিলাষী ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে অদ্বিতীয় অধ্যাত্ম-দীপস্বরূপ, পুরাণ সকলের মধ্যে গুহ্য এই পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত করুণা করিয়া বলিয়াছেন, মুনিগণের গুরু সেই ব্যাসতনয় শুকদেবকে আশ্রয় করি ॥ ২৪ ॥

শুকদেবকে মুনিগণের গুরু বলিবার হেতু আছে। যখন রাজা পরীক্ষিত ব্রহ্মশাপে নির্বিণ্ণ হইয়া গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশন করেন, তখন তাঁহার সভায়, 'যাঁহারা তীর্থপর্য্যটনের ছলে স্বয়ং তীর্থ সকলকে পবিত্র করিয়া থাকেন, সেই ভুবন পবিত্রকারী মহানুভব মুনিগণ শিষ্যবর্গের সহিত আগমন করিলেন। অত্রি, বশিষ্ঠ, চ্যবন, শরদ্বান্, অরিষ্টনেমি, ভৃগু, অঙ্গিরা, পরাশর, বিশ্বামিত্র, পরশুরাম, উতথ্য, ইন্দ্রপ্রমদ ও ইধ্মবাহ, মেধাতিথি, দেবল, আর্ষ্টিষেণ, ভরদ্বাজ, গৌতম, পিপ্পলাদ, মৈত্রেয়, ঔর্ব্ব, কবষ, অগস্ত্য, বেদব্যাস ও ভগবান নারদ এবং অপরাপর প্রধান প্রধান দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি ও অরুণাদি রাজর্ষি সকল ঐ

গোবিন্দাঙ্ঘ্রিসরোজধ্যানসুধাজলধৌতসমস্তাঘো
গোবিন্দং পরমানন্দামৃতমন্তঃস্থঃ স সমভ্যেতি ॥ ৯ ॥
ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং গোবিন্দাষ্টকং সমাপ্তম্।

"গোবিন্দাষ্টকাদি গ্রন্থে"——আদি শব্দ দ্বারা পদ্মপুরাণীয় সহস্র নামের ভাষ্য বোধিত হইতেছে।

সভাতে আগমন করিলেন। নানা গোত্রীয় সেই প্রধান প্রধান ঋষিদিগকে একত্র সমাগত দর্শনে রাজা পরীক্ষিৎ তাঁহাদিগকে যথাবিধি পূজা করিয়া অবনত মস্তকে বন্দনা করিলেন। অনন্তর ঐ ঋষি সকল সুখে সমাসীন হইলে, তিনি তাঁহাদিগকে পুনর্ব্বার প্রণাম পূর্ব্বক বিশুদ্ধান্তঃকরণে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাদিগের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া স্বীয় সঙ্কল্পিত অভিপ্রায় নিবেদন করিলেন।" পরে বলিলেন, "অতএব হে বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ! আমি বিশ্বস্ত হইয়া আমার এই জিজ্ঞাস্য বিষয়টি আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, মানবের প্রভূত কর্ত্তব্য শ্রবণ করা যায়, ঐ সকলের ইতিকর্ত্তব্যতা বিষয়ে সকল অবস্থাতেই বিশেষতঃ মুমূর্ষু অবস্থায় কোন্‌টি বিশুদ্ধ কর্ত্তব্য, তাহাই বিচার করিয়া একবাক্যে আদেশ করুন। রাজা এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, "ব্যাসতনয় ভগবান শুকদেব নিরপেক্ষ-ভাবে যদৃচ্ছাক্রমে পৃথিবী পর্য্যটন করিতে করিতে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি অলক্ষ্যলিঙ্গ স্বলাভসন্তুষ্ট ও অবধূতবেশধারী। অজ্ঞ বালক সকল তাঁহাকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে।" "মুনিগণ তাঁহাকে দেখিয়াই নিজ নিজ আসন হইতে উত্থান পূর্ব্বক তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিলেন।" ইত্যাদির পর, "সভামধ্যে, মহীয়ান্ সকলেরও মহান্ সেই ভগবান শুকদেব, ঐ সমস্ত ব্রহ্মর্ষি রাজর্ষি ও দেবর্ষি সমূহে পরিবৃত হইয়া গ্রহ-নক্ষত্র-তারকা-নিকরে পরিবৃত শশধরের সদৃশ সমধিক শোভা ধারণ করিলেন।"—ইহাই উক্ত হইয়াছে॥ ২৫ ॥

যদিও ব্যাস এবং নারদ শুকদেবের গুরু ও পরমগুরু ছিলেন, তথাপি পুনর্ব্বার শ্রীশুকদেবের মুখনিঃসৃত শ্রীভাগবত তাঁহাদিগেরও অশ্রুতের ন্যায় হইয়াছিল, এই নিমিত্তই এইরূপে শ্রীশুকদেব তাঁহাদিগকেও উপদেশ্য বিষয় উপদেশ করিয়াছিলেন, ইহাই অভিপ্রায় জানিতে হইবে। এই হেতু ব্যাসদেব স্বয়ংই বলিয়াছেন—"শুকমুখবিগলিত এই শ্রীভাগবত অমৃতদ্রবসংযুত" ইত্যাদি। অতএব এইরূপেও শ্রীভাগবতেরই সর্ব্বাপেক্ষা আধিক্য দেখা যায়। মাৎস্যাদির যে পুরাণের মধ্যে আধিক্য শ্রবণ করা যায়, তাহা আপেক্ষিকই বুঝিতে হইবে। অহো! অধিক কি বলা হইবে, ইহা শ্রীকৃষ্ণেরই প্রতিনিধিস্বরূপ। যেহেতু প্রথম স্কন্ধে উক্ত হইয়াছে—"শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মজ্ঞানাদির সহিত স্বধামে উপগত হইলে, কলিযুগে অজ্ঞান দ্বারা নষ্টদৃষ্টি ব্যক্তি সকলের সম্বন্ধে সম্প্রতি এই শ্রীমদ্‌ভাগবত পুরাণ সূর্য্যের স্বরূপে উদিত হইয়াছেন।" অতএব "ইহাতে নির্ম্মৎসর সাধুপুরুষ-দিগের অকপট পরমধর্ম্ম নিরূপিত হইয়াছে" ইত্যাদি বচন দ্বারা ও "বেদ,

পুরাণ এবং কাব্য ইহারা যথাক্রমে প্রভু মিত্র ও প্রেয়সীর ন্যায় হিতাচরণ করেন, কিন্তু শ্রীমদ্‌ভাগবত একাকী ঐ তিনের ন্যায় হিতাচরণ করিয়া থাকেন” ইত্যাদি মুক্তাফলে হেমাদ্রিকারের বচন দ্বারা এই শ্রীমদ্‌ভাগবতেরই সর্ব্বগুণ-যুক্তত্ব দৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব পুরাণান্তরে কেহ কেহ বেদের সাপেক্ষত্ব মনে করেন করুন, কিন্তু শ্রীমদ্‌ভাগবতে সে সম্ভাবনা স্বয়ংই নিরস্ত হইয়াছে, ইহা আপনা হইতেই পাওয়া যাইতেছে। অতএব শ্রীমদ্‌ভাগবতের পরমশ্রুতিরূপত্ব সিদ্ধ হইতেছে। শ্রীভাগবতেই উক্ত হইয়াছে——“এতাদৃশ শুকদেবের সহিত পাণ্ডুকুলসম্ভূত রাজর্ষি পরীক্ষিতের সংবাদই বা কিরূপে হইল, যাহাতে এই সাত্বতী শ্রুতি প্রকাশিত হইয়াছে?” অনন্তর ইতিপূর্ব্বে, “যে সমস্ত পুরাণ প্রকাশ করিয়া” ইত্যাদি বলা হইয়াছে, তাহার প্রথমস্কন্ধগত ব্যাসনারদসংবাদ দ্বারাই সমন্বয় করিতে হইবে; অর্থাৎ দ্বাদশ স্কন্ধের অন্তর্গত ব্রহ্মনারায়ণসংবাদ অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে প্রকটিত হয়, ব্যাসনারদসংবাদও উহার মধ্যেই প্রবেশ করে এবং তদুভয়ের লক্ষণ ও সংখ্যাই মৎস্যাদি পুরাণে উক্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। আর বর্ত্তমান শ্রীমদ্‌ভাগবত তৎপরে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যরূপে আবির্ভাবিত হইয়াছে, ইহাই সিদ্ধান্ত ॥ ২৬ ॥

অতএব পরমমঙ্গলের নিশ্চয়ের নিমিত্ত শ্রীমদ্‌ভাগবতকেই পৌর্ব্বাপর্য্যের অবিরোধে বিচার করা হইবে। ষট্‌সন্দর্ভাত্মক এই গ্রন্থে “যাঁহার চিন্মাত্রসত্তা” ইত্যাদি অবতারিকাবাক্য সূত্রস্থানীয়। শ্রীমদ্‌ভাগবত বাক্য ইহার বিচার্য্য বিষয়। শ্রীধরস্বামীর শুদ্ধবৈষ্ণবসিদ্ধান্তের অনুগত ব্যাখ্যাই ইহার ভাষ্যস্বরূপে গৃহীত হইবে। শ্রীধরস্বামী স্বয়ং পরমবৈষ্ণব হইলেও তাঁহার ব্যাখ্যা সকল স্থলে শুদ্ধ বৈষ্ণবসিদ্ধান্তের অনুগত হয় নাই। সম্প্রতি মধ্যদেশাদিতে অনেক স্থানেই অদ্বৈতবাদীর সম্প্রদায়ে ব্যাপিয়া পড়িয়াছে। ঐ সকল অদ্বৈতবাদীকে বড়িশা-মিষার্পণ ন্যায়ে শ্রীভগবানের মহিমাতে অবগাহন করাইবার নিমিত্ত তাঁহার ব্যাখ্যার স্থানে স্থানে অদ্বৈতবাদের মিশ্রণেই তদীয় লিপি কর্ব্বুরিত হইয়া গিয়াছে। আমরা আমাদিগের ভাষ্যস্বরূপে তাঁহার তাদৃশী ব্যাখ্যাগুলি গ্রহণ করিব না। পরন্তু ঐ সকল স্থল আমরা অন্য প্রকারেই ব্যাখ্যা করিব। আমাদিগের ঐ ব্যাখ্যা, কোথাও তাঁহারই অন্যত্র কৃত ব্যাখ্যা অনুসারে, কোথাও দ্রবিড়াদি-দেশবিখ্যাত, পরমভাগবত, যাঁহারা বাহুল্যরূপে সেই সেই স্থানে বৈষ্ণব বলিয়া বিখ্যাত, স্বয়ং শ্রীভাগবতই “এতদ্দেশে কোন কোন স্থানে বৈষ্ণবদিগের আবির্ভাব হয়, কিন্তু দ্রবিড়াদি প্রদেশ সকলে ভূরি ভূরি বৈষ্ণবের জন্ম হইয়া

থাকে” ইত্যাদি বাক্য দ্বারা যাঁহাদিগের তাদৃশত্ব প্রকাশ করিতেছেন,—মহা-মহিমান্বিত, সাক্ষাৎ শ্রী প্রভৃতি হইতে প্রবৃত্তসম্প্রদায়, শ্রীসম্প্রদায় বৈষ্ণব-দিগের শ্রীরামানুজভগবৎপাদ-বিরচিত-শ্রীভাষ্যাদিগ্রন্থ-দৃষ্ট মতের প্রামাণ্য অনুসারে, কোথাও বা মূল গ্রন্থের স্বারস্যের অনুরোধে তদনুসারেই করা হইবে। অদ্বৈত-ব্যাখ্যান কিন্তু অত্যন্ত প্রসিদ্ধ বলিয়া অধিক বিস্তার করা হইবে না, সংক্ষেপেই বলা হইবে ॥ ২৭ ॥

আমরা শ্রুতিপুরাণাদি হইতে যে সকল প্রমাণ উদ্ধৃত করিব, সেগুলি শ্রীমদ্ভাগবতের বাক্যের প্রামাণ্যের জন্য নহে, কিন্তু আমাদিগের প্রদর্শিত অর্থবিশেষের প্রামাণ্যের নিমিত্ত। ঐ সকল প্রমাণ, মূলগ্রন্থে যেরূপ দৃষ্ট হইয়াছে, সেইরূপই উদ্ধার করা হইয়াছে। কোন কোন প্রমাণের মূলগ্রন্থ আমরা দেখি নাই, কিন্তু ঐগুলি তত্ত্ববাদগুরু, অতীব প্রাচীন, প্রচুরভাবে বৈষ্ণবমতবিশেষের প্রচারকারী, দক্ষিণাদি দেশে বিখ্যাত, বেদ-বেদার্থ বিদ্বদ্বর ব্যাসতীর্থ প্রভৃতির পরমগুরু ও বিজয়ধ্বজাদির গুরু শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য কর্তৃক প্রণীত ভাগবততাৎপর্য্য ভারততাৎপর্য্য ও ব্রহ্মসূত্রভাষ্য প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। তাঁহারাও ভারততাৎপর্য্যে এইরূপ বলিয়াছেন—“বেদান্তের প্রসাদে অন্যান্য শাস্ত্র সকল পরিজ্ঞাত হইয়া, বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন গ্রন্থ সকল অবলোকন করিয়া, সাক্ষাৎ নারায়ণ প্রভু ভগবান বেদব্যাস স্বরচিত ভারতাদিতে যেরূপ বলিয়াছেন, আমিও তদ্দর্শনে সেইরূপ বলিতেছি।” চতুর্বেদশিখাদি শ্রুতি, গরুড়াদি পুরাণের সম্প্রতি সর্ব্বত্র অপ্রচলিত অংশাদি, মহাসংহিতা প্রভৃতি সংহিতা ও তন্ত্রভাগ-বতাদি তন্ত্র ও ব্রহ্মতর্কাদি আমরা মূল গ্রন্থ না দেখিয়া তাঁহার উদ্ধৃত হইতেই উদ্ধার করিয়াছি ॥ ২৮ ॥

অনন্তর নমস্কার পুরঃসর তথাভূত শ্রীমদ্ভাগবতের তাৎপর্য্য তদ্বক্তা শুকদেবের ব্রহ্মনিষ্ঠার পর্য্যালোচনা দ্বারা সংক্ষেপে নির্দ্ধারণ করা হইতেছে।

“যিনি স্বীয় সুখে পূর্ণচিত্ত, তদ্দ্বারাই যাঁহার অন্য ভাব অপগত হইয়াছে, তথাপি অজিত ভগবানের মনোহর লীলা সকল দ্বারা যাঁহার ধৈর্য্য আকৃষ্ট হয়, যিনি তত্ত্বদীপস্বরূপ শ্রীভাগবত পুরাণ প্রকাশ করেন, সেই অখিল পাপ-নাশক ব্যাসতনয় শুকদেবকে প্রণাম করি॥” (ভাঃ ১২।১২।৬৯).

ঐ শ্লোকের স্বামিকৃতটীকা—“শ্রীশুককে নমস্কার করিতেছেন। নিজ সুখ দ্বারাই পূর্ণচিত্ত। তদ্দ্বারাই যাঁহার অন্যবিষয়ক ভাব অপগত হইয়াছে। তথাভূত হইলেও অজিতের লীলাসমূহ দ্বারা যাঁহার স্বসুখগত ধৈর্য্য আকৃষ্ট হইয়াছে।

তদপি তাং সম্প্রতি ক্ষময়িতুং ধার্ষ্ট্যমালম্বেত মাম্। পরার্দ্ধতোঽপ্যধিকাংস্তানবধারয়ামি। কিন্তু তে তেঽতিপ্রবলাশ্চিরন্তনা ভুক্তভোক্তব্যফলা বর্ত্তন্তাং নাম। সম্প্রতি পূর্ব্বেদ্যুরেব নীরদেন নীলনীরজেন নীলমণিনা শ্রীমদঙ্গস্য চন্দ্রমসা শ্রীমুখস্য নবপল্লবেন শ্রীচরণস্য দ্যুতিমুপমিমানেন ময়া দগ্ধসর্ষপার্দ্ধেন কনকশিখরিণমিব চণককণেন চিন্তামণিমিব ফেরুণা কেশরিণমিব মশকেন গরুত্মন্তমিব সমীকুর্ব্বতা দুর্ব্বুদ্ধিনা স্পষ্টমপরাদ্ধমেবেত্যধুনৈবাবগতম্। তদা তু প্রভুমহং স্তৌমীতি স্বীয়মবিদ্যত্বমপি কবিত্বমেতদিতি জনেষপি প্রখ্যাপিতম্। অতঃপরন্তু মদীক্ষণেন ক্ষণেন সমীক্ষিতশ্রীমূর্ত্তিরূপেণ বৈভবেন জবেন তর্জ্জ্যমানা ধৈর্য্যবহিতা গৌরিব মে গৌঃ শ্রীমৎসৌন্দর্য্যকল্পবল্লীমুপমানবদ্ধনৈর্দূষয়িতুং ন প্রভবিষ্যতীত্যেবং বহুবিধং শংসতি তস্মিন্নতিপ্রসন্নেন ভগবতা পুনরপি প্রেয়স্যাদিভাববতস্তস্য যথাসম্ভবমভীপ্সিতং তাদাত্বিকতৎস্ববিলাসবিলক্ষিতং শ্রীবৃন্দাবনং কল্পশাখিনং মহাযোগপীঠং স্বপ্রেয়সীবৃন্দমুখ্যাং শ্রীবৃষভানুনন্দিনীং তৎসখীঃ শ্রীললিতাদ্যাস্তৎকিঙ্করীরপি স্ববয়স্যান্ শ্রীসুবলাদীন্ স্বপাল্যমানা নৈচিকীশ্চ শ্রীযমুনাং শ্রীগোবর্দ্ধনং ভাণ্ডীরঞ্চ নন্দীশ্বরগিরিং তত্রত্যজনকজননীভ্রাতৃবন্ধুদাসাদীন্ সর্ব্বানেব ব্রজৌকসো রসোৎকর্ষেণ দর্শয়িত্বা তত্তদানন্দমহামোহতরঙ্গিণ্যাং তং নিমগ্নীকৃত্য স্বয়ং পরিকরেণান্তর্ধীয়তে। ততশ্চ কিয়দ্ভিঃ ক্ষণৈর্লব্ধপ্রবোধঃ, পুনরপি প্রভুং দিদৃক্ষুর্লোচনমুদ্রামুন্মোচ্য, তং নাব-

---

দর্শনমাধুরী পান করাইলেন। তবু কি না আপনি আপনাকে ঋণী বলিয়া নিজ মুখের বাক্য দ্বারা আমাকে বিড়ম্বিত করিতেছেন! তাই মনে করিতেছি যে, আমি কি করি? পাঁচ সাত লক্ষ কোটি জন্মের যে আমার অপরাধ, তাহা ক্ষমা করিতে বলাও ধৃষ্টতা বোধ করিতেছি। অতএব আমি ক্ষমা প্রার্থনা করি না। কর্ম্ম করিয়াছি, তাহার ভোগ হইয়াছে, যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহারও ভোগ হইবে, হউক।" ভক্ত এই প্রকার কাতরতা প্রকাশ করিতে থাকিলে, শ্রীভগবান কান্তাদিভাবযুক্ত সেই ভক্তকে যথাসম্ভব অভীষ্টানুরূপ তাৎকালিক স্ববিলাসবিলক্ষিত শ্রীবৃন্দাবন, কল্পবৃক্ষ, মহাযোগপীঠ, স্বপ্রেয়সীবৃন্দমুখ্যা শ্রীবৃষভানুনন্দিনী, তাঁহার সখী সকল, ললিতাদি তাঁহার কিঙ্করী সকল, সুবলাদি নিজ বয়স্য সকল এবং স্বপাল্যমানা দাসী সকল, শ্রীযমুনা, শ্রীগোবর্দ্ধন, ভাণ্ডীর বন, নন্দীশ্বরগিরি, তত্রত্য জনকজননী, ভ্রাতৃবন্ধু, দাসদাসী প্রভৃতি সমস্ত ব্রজবাসীদিগকে রসোৎকর্ষ সহকারে দর্শন করাইয়া তত্তদানন্দমোহতরঙ্গিণীতে মগ্ন করাইয়া স্বয়ং নিজ পরিকরবর্গের সহিত অন্তর্হিত হয়েন। কিয়ৎক্ষণ পরে ঐ

লোকয়ন্নাস্বাদনমশ্রাভরাভাবঞ্চন্, কিমহং স্বপ্ন আলোকিতঃ, নহি নহি শয্যালস্য-নয়নকালুষ্যাস্বভাবাৎ, কিম্মিয়ং কস্যচিন্মায়া বা, নহি নহি এতাদৃশানন্দস্য মায়িকত্বাসম্ভবাৎ, কিংবা চিত্তস্যৈব ভ্রমময়ী কাপি বৃত্তিঃ, নহি নহি লয়বিক্ষেপাদ্যননুভবাৎ, কিংবা মনোরথপরিপাকপ্রাপ্তোঽয়ং বস্তুবিশেষঃ, নহি নহি ঈদৃশপদার্থস্য সীম্নোঽপি কদাপি মনোরথেনাধিরোঢুমশক্যত্বাৎ, স্ফূর্ত্তিলব্ধোঽয়ং ভগবৎসাক্ষাৎকারো বা, নহি নহি সম্প্রতি স্মর্য্যমাণাভ্যঃ পূর্ব্বপূর্ব্বোদ্ভূতাভ্যঃ স্ফূর্ত্তিভ্যোঽস্যাতিবৈলক্ষণ্যাৎ ইত্যেবং, বিবিধমেব সংশয়ানঃ, শয়ান এব ধূলিধোরণিধূষরায়াং ধরণৌ, যথা তথাস্তু পুনরপি তদ্দর্শনং মে ভূয়াদিতি মুহুরাশাসানোঽপি তদনুপলভমানঃ খিদ্যন্ লুঠন্ রুদন্ গাত্রাণি ব্রণয়ন্ মূর্চ্ছয়ন্ প্রবুদ্ধ্যমান উত্তিষ্ঠন্নুপবিশন্ অভিদ্রবন্ ক্রোশন্নুন্মত্ত ইব ক্ষণং তূষ্ণীমাসীনো মনীষীব ক্ষণং লুপ্তনিত্যক্রিয়ো ভ্রষ্টাচার ইব ক্ষণম্ অসম্বদ্ধং প্রলপন্ গ্রহগ্রস্ত ইব ক্ষণং কস্মৈচিদাশ্বাসকায় নিভৃতং পৃচ্ছতে ভক্তজনায় স্ববন্ধবে স্বানুভূতমর্থং ব্রুবাণঃ, ক্ষণং প্রকৃতিস্থ ইব সখে ভূবিভাগ ভগবৎসাক্ষাৎকার এবায়ং তবাভবদিতি তেন যুক্ত্যা প্রতোষ্যমাণো হৃষ্যন্নেব, হন্ত তর্হি কথমেষ পুনর্ন ভবতীতি

ভক্ত জাগরিত হইয়া পুনর্ব্বার নিজ প্রভুকে সন্দর্শন করিতে অভিলাষী হইয়া নয়ন উন্মীলন করেন। কিন্তু আর তাঁহাকে না দেখিয়া অনবরত অশ্রুমোচন করিতে থাকেন। তখন মনে করেন, "আমি কি ইহা স্বপ্ন দেখিলাম?—না না, শয্যালস্য বা নয়নকালুষ্য ত নাই। ইহা কি মায়া?—না না, এতাদৃশ আনন্দ কখন মায়িক হইতে পারে না। ইহা কি আমার চিত্তের ভ্রমময়ী কোন বৃত্তি?—না না, লয়বিক্ষেপাদির ত অনুভব হইতেছে না। অথবা ইহা আমার মনোরথ-পরিপাকপ্রাপ্ত বস্তুবিশেষ?—না না, ঈদৃশ পদার্থের সীমাও মনোরথে আরোহণ করিতে পারে না। অথবা ইহা স্ফূর্ত্তিলব্ধ ভগবৎসাক্ষাৎকার?—না না, এখানে স্মরণ করিতেছি যে পূর্ব্বপূর্ব্বোদ্ভূত স্ফূর্ত্তি সকল, তাহাদের হইতে ইহা অতি বিলক্ষণ।" এই প্রকার বিবিধ সংশয় করিতে করিতে ধূলিধূষরিত হইয়া পুনঃ পুনঃ তদ্দর্শন প্রার্থনা করিয়াও না পাইয়া তিনি খেদ করতঃ ভূমিলুণ্ঠন রোদন গাত্রব্রণ মূর্চ্ছা জাগরণ উত্থান উপবেশন অভিদ্রবণ প্রভৃতি উন্মত্তের চেষ্টা সকল করিতে থাকেন। কখন তূষ্ণীভাব অবলম্বন করেন। কখন বা নিত্যক্রিয়ার লোপ হয়। কখন অসম্বদ্ধ প্রলাপ করেন। পরে যদি কখন কোন আত্মীয় আশ্বাস প্রদানার্থ আসিয়া জিজ্ঞাসা করেন, তখন তাঁহাকে নিভৃতে স্বানুভূত বিষয় নিবেদন করেন। সেই ব্যক্তি যদি যুক্তি দ্বারা তাঁহাকে বুঝাইয়া দেন যে,

তদৈব বিবীদন্, হন্ত কস্যচিন্মহানুভাবচূড়ামণের্মহাভাগবতস্য কাপি কৃপাবিতান-পরিণতির্বা, দুর্ভগস্যাপি মে ভগবৎপরিচর্য্যায়া ঘুণাক্ষরন্যায়েন বা কস্মিংশ্চিদ্দিবসে কথঞ্চিদুৎপন্নায়া নিষ্কৈতবতায়াঃ ফলমিদং বা, কিংবা বৈগুণ্যসমুদ্রেঽপি ক্ষুদ্রে ময়ি ভগবদনুকম্পায়া নিরুপাধিত্বমেব মূর্ত্তং প্রকটীবভূব, হন্ত হন্ত কেন বা অনির্ব্বচনীয়-ভাগ্যেন স্বয়ং হস্তপ্রাপ্তো নিধিবজনি, কেন বা মহাপরাধেন ততশ্চ্যুতম্ ইতি, নিশ্চেতুং নিশ্চেতনোঽহং ন প্রভবামি, তদ্বাধাবাধিতধীঃ ক্ব যামি কিংবা করোমি কমুপায়মত্র কমু হ বা পৃচ্ছামি মহাশূন্যমিব নিরাত্মকমিব নিঃশরণমিব দাব-প্লুষ্টমিব মাং নিগিলদিব ত্রিভুবনমবলোকে। লোকেভ্যোঃ নিসৃত্য তদেভ্যঃ ক্ষণং বিবিক্তে প্রণিদধামীতি। তথা কুর্ব্বন্ হা প্রভো সুন্দরমুখারবিন্দমাধুরীক সুধাধারা-ধুরীণ ভাসিতবাসিতনিখিলবিপিনশ্রীবিগ্রহবরপরিমলচলবনমালচটুলিতালিজাল পুনরপি ক্ষণমপি তত্রভবন্তং দৃশ্যাসং, সকৃদেব চ স্বাদিত এব, স্বাদিততন্মাধুরীকো ন পুনরেবমভ্যর্থয়িষ্যে, ইতি বিলপন্ লুঠন্ শ্বসন্ মূর্চ্ছন্নুন্মাদ্যন্ প্রতিদিশমেব তং

তোমাব ভগবৎসাক্ষাৎকাব হইয়াছে, তবে ক্ষণকালেব জন্য আনন্দে মগ্ন হইয়া বলেন, "আব কি আমি সেই দর্শন পাই না। আমি দুর্ভাগ্য। কোন মহানু-ভাবচূড়ামণি মহাভাগতের কৃপায় আমাব সেইরূপ সৌভাগ্যেব উদয় হইয়াছিল। আমি ত কখন বিশেষ ভগবৎপরিচর্য্যা কবি নাই। কোন্ অনির্ব্বচনীয় ভাগ্যে আমাব সেই দর্শন লাভ হইল। আবাব কোন্ মহাপবাধেই বা তাহা হইতে বঞ্চিত হইলাম। আমি অজ্ঞ, কিছুই নিশ্চয় কবিতে পাবিতেছি না। কোথায় যাই? কি কবি? কাহাকেই বা জিজ্ঞাসা কবি? আমি মহামূঢ়ের ন্যায় হইয়া পড়িয়াছি। চরণহীন ব্যক্তি যেমন দাবানলে দগ্ধ হয়, আমিও তদ্রূপ দগ্ধ হইতেছি। ত্রিভুবন যেন আমাকে গ্রাস কবিতে আসিতেছে। অতএব এই লোভনীয় স্থান হইতে দূবে যাইয়া ক্ষণকালের জন্য নির্জ্জনে জীবনধারণ করি। নির্জ্জনে যাইয়াও ত স্থির হইতে পারি না। আমি যে পাগলের ন্যায় হইলাম। হে প্রভো! কমলবদন। মাধুরীসুধাধার। তোমাব শ্রীবিগ্রহেব পরিমলে নিখিল শ্রীবৃন্দাবন ভাবিত ও বাসিত হইতেছে। আহা কি সুন্দর বনমালা তোমার গলায় দুলিতেছে। অলিকুল উহার মধুলোভে উহাকে ব্যাপ্ত করিতেছে। আর একবার তোমাকে দর্শন করিব, মনে যে এই আশা কবিতেছি। প্রভো। তোমার মাধুবী আস্বাদন কবি, এইমাত্র আমার নিবেদন।" এইরূপ বিলাপ কবিতে করিতে ভক্ত আবার নিদ্রিত ও মূর্চ্ছিত হয়েন। আবার কখন বা

পশ্যন্ হৃষ্যন্ শ্লিষ্যন্ হসন্নটন্ গায়ন্ পুনরপ্যনীক্ষমাণোঽনুতপন্ রুদন্ অলৌকিক-চেষ্টিত এবায়ুঃষি নয়ন্ স্বদেহোঽপ্যস্তি নাস্তি বা নানুসন্দধত্তে। ততশ্চ সময়ে পঞ্চতাং গচ্ছন্তং স্বদেহং ন জানন্ ময়াভ্যর্থিতঃ স এব করুণাবরুণালয়স্তথৈব প্রত্যক্ষীভূয় সাক্ষাৎ সেবায়াং মাং নিযুঞ্জানঃ স্বভবনং নয়তীতি জানন্ কৃতকৃত্যো ভক্তো ভবতীতি। আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া। ততোঽনর্থ-নিবৃত্তিশ্চ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥ অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি। ইত্যর্থঃ সাধু বিবৃতঃ। অতোঽপি যথোক্তবস্বাদুবৈশিষ্ট্যভাঞ্জি স্নেহমানপ্রণয়-রাগানুরাগমহাভাবাখ্যানি ভক্তিকল্পবল্ল্যা উর্দ্ধোর্দ্ধপল্লবগামীনি ফলানি সন্তি ন তেষামাস্বাদসম্পদৌষ্ণ্যশৈত্যসংমর্দ্দসহঃ সাধকস্য দেহো ভবেদিতি ন তেষাং তত্র প্রাকট্যসম্ভব ইতি ন তান্যত্র বিবৃতানি। কিঞ্চেহ রুচ্যাসক্তিভাবপ্রেমসু লক্ষয়িত্বা সাক্ষাদনুভবগোচরতাং প্রাপিতেষু তত্র সন্ত্যপি ভূরীণি প্রমাণানি নোপন্যস্তানি। প্রমাণাপেক্ষায়া হ্যনুভবরসাপাকয্যাপাদকত্বাৎ। কিঞ্চ তান্যপেক্ষ্যাণি চেৎ তস্মিংস্তদা লব্ধরুচের্মহামতেরিতি রুচৌ গুণেষু সক্তং বন্ধায় রতং বা পুংসি মুক্তয়ে ইত্যাসক্তৌ প্রিয়শ্রবস্যঙ্গ মমাভবদ্রতিরিতি রতৌ প্রেমাতিভরনির্ভিন্নপুলকাঙ্গোঽতিনিবৃ ত ইতি প্রেমণি তা যে পিবন্ত্যবিতৃষো নৃপ গাঢ়কর্ণৈস্তান্ ন স্পৃশন্ত্যশনতৃড্ভয়শোকমোহ

উন্মত্তের ন্যায় ইতস্ততঃ ধাবমান হইয়া প্রতিদিকেই শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেন। তিনি কখন নিজ প্রভুকে দর্শন করিয়া আনন্দে হাস্য গান ও নৃত্য করেন। আবার কখন বা তাঁহার অদর্শনে কাতর হইয়া অনুতাপ ও রোদন করিতে থাকেন। শেষে নিজ দেহেও আর কোনরূপ চেষ্টা থাকে না। এমন কি, পরিশেষে উহা আছে কি না আছে, তাহাও বোধ থাকে না। কালক্রমে ঐ দেহ ভঙ্গের পর তিনি সিদ্ধদেহ লাভে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত হইয়া থাকেন। ভক্ত তখনই আপনাকে কৃতকৃত্য বোধ করেন। অতএব শাস্ত্রে যে শ্রদ্ধা হইতে প্রেম পর্য্যন্ত উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট সোপানসমূহের বিবরণ করিয়াছেন, তাহা সাধুই করিয়াছেন। ইহারও পর উত্তরোত্তর স্বাদু স্নেহ মান প্রণয় রাগ অনুরাগ ও মহাভাব নামক এই যে কয়েকটি ভক্তিকল্পলতার ফল উক্ত হইয়াছে, এই সাধকদেহ তাহাদের আস্বাদনের যোগ্য নহেন। উহাদের আস্বাদন সিদ্ধ-দেহেই হইয়া থাকে। অতএব এস্থলে উহাদের বিবরণ করা হইল না। এই স্থলে যে সকল বিষয় বলা হইল, তাহাদের প্রমাণের অসদ্ভাব না থাকিলেও কাঠিন্যপরিহারার্থ প্রমাণ প্রয়োগ করা হয় নাই। মূলোক্ত শ্রীমদ্ভাগবতের

ইতি রুচ্যনুভাবে গায়ন্ বিলজ্জো বিচরেদসঙ্গ ইতি আসক্ত্যনুভাবে যথা ভ্রাম্যত্যয়ো ব্রহ্মন্ স্বয়মাকর্ষসন্নিধৌ। তথা মে ভ্রাম্যতে চেতশ্চক্রপাণের্যদৃচ্ছয়েতি রত্যনুভাবে এবং ব্রত ইত্যত্র হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়তীতি প্রেম্নোঽনুভাবে আহূত ইব মে শীঘ্রং দর্শনং যাতি চেতসীতি তত্র তত্র স্ফূর্ত্তৌ পশ্যন্তি তে মে রুচিরাণ্যম্ব সন্ত ইতি সাক্ষাদ্দর্শনে তৈর্দর্শনীয়াবয়বৈরুদারবিলাসহাসেক্ষিতবামসূক্তৈঃ ইতি লব্ধদর্শনস্য স্বভাবে বাসো যথা পরিকৃতং মদিরামদান্ধ ইতি চেষ্টায়াং প্রমাণান্যনুসন্ধায় বিচারয়িতব্যানি। অত্রেদং তত্ত্বম্—অহঙ্কারস্য দ্বে বৃত্তী অহন্তা মমতা চেতি। তয়োর্জ্ঞানেন লয়ে মোক্ষঃ দেহগেহাদিবিষয়ত্বে বন্ধঃ। অহং প্রভোর্জনঃ সেবকোঽস্মি সেব্যো মে প্রভুর্ভগবান্ সপরিকর এব রূপগুণমাধুরীমহোদধিরিতি পার্ষদরূপবিগ্রহভগবদ্বিগ্রহাদিবিষয়ত্বে প্রেমা স হি বন্ধমোক্ষাভ্যাং বিলক্ষণ এব পুরুষার্থচূড়ামণিরিত্যুচ্যতে। তত্র ক্রমঃ। অহন্তামমতয়োর্ব্যবহারিক্যামেব বৃত্তাবতিসান্দ্রায়াং সত্যাং সংসার এব অহং বৈষ্ণবো ভূয়াসং প্রভুর্মে ভগবান্ সেব্যো ভবত্বিতি যাদৃচ্ছিক্যাং শ্রদ্ধাকণিকায়াং সত্যাং তদ্বৃত্তেঃ পারমার্থিকত্বগন্ধে ভক্তাবধিকারঃ। ততঃ সাধুসঙ্গে

কয়েকটি শ্লোকমাত্র প্রমাণ স্থলে প্রয়োগ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করা গেল। এই স্থলে তত্ত্ব এই :—

অহঙ্কারের দুইটি বৃত্তি, অহন্তা ও মমতা। জ্ঞান দ্বারা ঐ দুই বৃত্তির লয় হইলেই জীবের মোক্ষ হয়। উহারা যদি দেহগেহাদিবিষয়ক হয়, তবেই জীবের বন্ধন ঘটে। আমি প্রভুর নিজ জন, সেবক; সপরিকর রূপগুণমাধুরীমহোদধি প্রভু আমার সেব্য। এইরূপে ঐ অহন্তাদি যখন শ্রীভগবৎসম্বন্ধি হয়, তখনই তাহাকে প্রেম বলা যায়। ঐ প্রেম বন্ধন ও মোক্ষ হইতে বিলক্ষণ পুরুষার্থচূড়ামণিস্বরূপ। তাহাতে ক্রম এই ;—অহন্তা ও মমতা ব্যবহারিকী বৃত্তিতে যখন অতি গাঢ় হয়, তখন জীবের সংসারে থাকিয়াই আমি বৈষ্ণব হইব, প্রভু ভগবান আমার সেব্য হউন, এই প্রকার কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধা জন্মিলে, উহার পারমার্থিকত্বগন্ধপ্রযুক্ত তাদৃশ জীবের ভক্তিতে অধিকার জন্মে। পরে সাধুসঙ্গ হয়। সাধুসঙ্গে ঐ পারমার্থিকতা ক্রমে গাঢ়তা প্রাপ্ত হয়। পরে তাঁহার ভজনক্রিয়া আরম্ভ হয়। কিন্তু ভজনক্রিয়া যতদিন অনিষ্ঠিতা থাকে, ততদিন পরমার্থবস্তুতে উহার বৃত্তি একদেশব্যাপিনী হইয়া থাকে। ব্যবহারে কিন্তু পূর্ণাই হয়। পরে উহা নিষ্ঠিতা হইলে, পরমার্থবস্তুতে বহুলদেশব্যাপিনী বৃত্তি জন্মে। ব্যবহারদশাতে ঐ বৃত্তি প্রায়িকীই হয়। পরে রুচি

স্যাত্ত পরমার্থিকত্বমহত্ত্ব শাস্ত্রত্বং ততো ভজনক্রিয়ায়ামনিষ্ঠিতায়াং সত্যাং তয়োঃ পরমার্থে বহুত্বেকদেশব্যাপিনী বৃত্তিঃ। ব্যবহারে পূর্ণৈব। তস্যাং নিষ্ঠিতায়াং পরমার্থে বহুলদেশব্যাপিনী ব্যবহারে প্রাণ্ডিক্যেব। রুচাবুৎপন্নায়াং পরমার্থ এবাত্যন্তিকী বৃত্তির্ব্যবহারে তু একদেশব্যাপিনী। আসক্তৌ জাতায়াং পরমার্থে পূর্ণা ব্যবহারে তু গন্ধমাত্রী। ভাবে তু পরমার্থ এবাত্যন্তিকী বৃত্তির্ব্যবহারে তু বাধিতানুবৃত্তিন্যায়েনা ভাসময়ী। প্রেমণি তয়োরহন্তামমতয়োর্বৃত্তিঃ পরমার্থে পরমাত্যন্তিকী ব্যবহারে তু নৈবাপীতি। এবঞ্চ ভজনক্রিয়ায়াং ভগবদ্ধ্যানং বার্ত্তান্তরগন্ধি ক্ষণিকমেব। নিষ্ঠায়াং তদ্ধ্যানে বার্ত্তান্তরাভাসঃ। রুচৌ বার্ত্তান্তররহিতমেব তদ্ধ্যানং বহুলকালব্যাপি। আসক্তৌ তদ্ধ্যানমতিসান্দ্রম্। ভাবে ধ্যানমাত্রমেব ভগবতঃ স্ফূর্ত্তিঃ। প্রেমণি স্ফূর্ত্তে-র্বৈলক্ষণ্যং তদ্দর্শনঞ্চেতি। মাধুর্য্যবারিধেঃ কৃষ্ণচৈতন্যাদুদ্ধৃতৈঃ রসৈঃ। ইয়ং ধিনোতু মাধুর্য্যময়ী কাদম্বিনী জগৎ॥ ৩॥

ইতি শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিবিরচিতায়াং মাধুর্য্যকাদম্বিন্যাং
পূর্ণমনোরথো নামাষ্টম্যমৃতবৃষ্টিঃ॥ ৮॥

জন্মিলে, ঐ বৃত্তি পরমার্থবিষয়ে আত্যন্তিকী ও ব্যবহারবিষয়ে একদেশব্যাপিনী হইয়া থাকে। পরে আসক্তি উৎপন্ন হইলে, উহা পরমার্থবিষয়ে পূর্ণা ও ব্যবহারবিষয়ে গন্ধমাত্র হয়। তদনন্তর ভাবের উদয়ে ঐ বৃত্তি পরমার্থবিষয়ে আত্যন্তিকী ও ব্যবহারবিষয়ে বাধিতানুবৃত্তিন্যায়ে আভাসময়ী হয়। শেষে প্রেম জন্মিলে, ঐ বৃত্তি পরমার্থবিষয়ে পরমাত্যন্তিকী ও ব্যবহারবিষয়ে সম্বন্ধরহিত হয়। এইরূপ ভজনক্রিয়াতে ভগবদ্ধ্যান বার্ত্তান্তরযুক্ত ও ক্ষণিক হয়। নিষ্ঠাতে ঐ বার্ত্তান্তর তিরোহিত না হইলেও উহার আভাসমাত্রই দেখা যায়; রুচিতে বার্ত্তান্তর তিরোহিত এবং ধ্যানও বহুকালব্যাপি হইয়া থাকে। আসক্তিতে ধ্যানের অত্যন্ত গাঢ়তা দৃষ্ট হয়। ভাবে ধ্যানমাত্রই শ্রীভগবানের স্ফূর্ত্তি হয়। প্রেমে ঐ স্ফূর্ত্তির বৈলক্ষণ্যের সহিত শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপ মাধুর্য্যবারিধি হইতে উদ্ধৃত রস দ্বারা মাধুর্য্যকাদম্বিনী জগৎকে তৃপ্ত করুন॥ ৩॥

ইতি মাধুর্য্যকাদম্বিনী নামক গ্রন্থে পূর্ণমনোরথ নামক অষ্টম্যমৃতবৃষ্টি॥ ৮॥

মাধুর্য্যকাদম্বিনী সম্পূর্ণা।

শ্রীমদ্ভাগবতম্।

একাদশস্কন্ধঃ।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

শুক উবাচ।

কৃত্বা দৈত্যবধং কৃষ্ণঃ সরামো যদুভির্বৃতঃ।
ভুবোঽবতারয়দ্ভারং জবিষ্ঠং জনয়ন্ কলিম্॥ ১॥

শুকঃ উবাচ। সরামঃ (রামেণ সহিতঃ) যদুভিঃ (চ) বৃতঃ কৃষ্ণঃ জবিষ্ঠং (বলবত্তরং) কলিং (কলহং) জনয়ন্ (উৎপাদয়ন্) দৈত্যবধং কৃত্বা ভুবঃ ভারম্ অবতারয়ৎ (অবাতারয়ৎ)॥ ১॥

শুকদেব বলিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলদেবের সহিত যাদবগণে পরিবৃত হইয়া বলবত্তর কলহ উৎপাদন পূর্ব্বক দৈত্যগণকে বধ করিয়া পৃথিবীর ভার অবতারণ করিলেন॥ ১॥

যে কোপিতাঃ সুবহু পাণ্ডুসুতাঃ সপত্নৈ-
র্দুর্দ্যূতহেলনকচগ্রহণাদিভিস্তান্।
কৃত্বা নিমিত্তমিতরেতরতঃ সমেতান্
হত্বা নৃপান্ নিরহরৎ ক্ষিতিভারমীশঃ॥ ২॥

এই একাদশ স্কন্ধে একত্রিশটি অধ্যায়ে মুক্তি বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে মৌষল-লীলা-ব্যপদেশে জীবের বৈরাগ্য উৎপাদনের নিমিত্ত প্রথম অধ্যায়ে যদু-বংশের ধ্বংস বর্ণনা করা হইয়াছে। অবশিষ্ট ত্রিশ অধ্যায়ের চারি অধ্যায়ে নারদ-বসুদেব-সংবাদে জায়স্তেয়োপাখ্যান, এক অধ্যায়ে ব্রহ্মাদি দেবতার স্তব, ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণোদ্ধবসংবাদ, এক অধ্যায়ে যদুকুলসংহার ও এক অধ্যায়ে শ্রীভগবানের অন্তর্দ্ধান বর্ণিত হইয়াছে।

দুর্দ্যূতহেলনকচগ্রহণাদিভিঃ (দুর্দ্যূতং কপটদ্যূতং হেলনম্ অবজ্ঞা কচগ্রহণং দুঃশাসনেন দ্রৌপদ্যাঃ কেশাকর্ষণম্ এতানি আদিঃ যেষাং গরদানজতুগৃহদাহাদীনাং তৈঃ সাধনৈঃ) সপত্নৈঃ (শত্রুভিঃ দুর্য্যোধনাদিভিঃ) সুবহু (যথা স্যাৎ তথা, বহুবারান্) যে পাণ্ডুসুতাঃ (যুধিষ্ঠিরাদয়ঃ) কোপিতাঃ (কোপং কারিতাঃ) তান্ নিমিত্তং কৃত্বা ইতরেতরতঃ (পরস্পরতঃ উভয়োঃ পক্ষয়োঃ) সমেতান্ (মিলিতান্) নৃপান্ হত্বা ঈশঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) ক্ষিতিভারং নিরহরৎ (জহার) ॥ ২ ॥

কপট পাশক্রীড়া অবজ্ঞা ও কেশাকর্ষণ প্রভৃতি দ্বারা শত্রুগণ কর্ত্তৃক বহুবার যে পাণ্ডুতনয়েরা কোপিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে নিমিত্ত করিয়া উভয় পক্ষে মিলিত রাজগণকে সংহার করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীর ভার হরণ করিলেন ॥ ২ ॥

> ভূভাররাজপৃতনা যদুভির্নিরস্য
> গুপ্তৈঃ স্ববাহুভিরচিন্তয়দপ্রমেয়ঃ।
> মন্যেঽবনের্ননু গতোঽপ্যগতং হি ভারং
> যদ্‌যাদবং কুলমহো অবিসহ্যমাস্তে ॥ ৩ ॥

অপ্রমেয়ঃ (অচিন্ত্যপ্রভাবঃ সঃ ভগবান্) স্ববাহুভিঃ (নিজভুজৈঃ) গুপ্তৈঃ (সুরক্ষিতৈঃ) যদুভিঃ ভূভাররাজপৃতনাঃ (ভুবঃ ভারভূতাঃ রাজ্ঞঃ তেষাং রাজ্ঞাং পৃতনাঃ সেনাঃ চ) নিরস্য (বিবাহাদিচ্ছলেন হত্বা) অচিন্তয়ৎ (পরামমর্শ) ।ননু অবনেঃ ভারঃ (যদি) অপি গতঃ (তদপি অহং তং ভারং) হি (নিশ্চিতম্) অগতং মন্যে, যৎ (যতঃ) অবিসহ্যং (সোঢুম্ অশক্যং) যাদবং কুলম্ অহো আস্তে (ইতি) ॥ ৩ ॥

অচিন্ত্যপ্রভাব সেই শ্রীকৃষ্ণ নিজ বাহুদ্বারা পরিরক্ষিত যাদবগণ দ্বারা পৃথিবীর ভারভূত অনেকানেক রাজা ও তাঁহাদিগের সৈন্য সকল সংহার করিয়া চিন্তা করিলেন, যদিও পৃথিবীর ভার অপনীত হইল বটে, কিন্তু আমি নিশ্চিত বুঝিতেছি যে, ঐ ভার অপনীত হয় নাই; কারণ, অবিসহ্য যাদবকুলই বর্ত্তমান রহিয়াছে ॥ ৩ ॥

> নৈবান্যতঃ পরিভবোঽস্য ভবেৎ কথঞ্চিন্-
> মৎসংশ্রয়স্য বিভবোন্নহনস্য নিত্যম্।
> অন্তঃ কলিং যদুকুলস্য বিধায় বেণু-
> স্তম্বস্য বহ্নিমিব শান্তিমুপৈমি ধাম ॥ ৪ ॥

নিত্যং মৎসংশ্রয়স্য (অহম্ এব সংশ্রয়ঃ আশ্রয়ঃ যস্য তস্য) বিভবোন্নহনস্য

(বিভবৈঃ বীর্য্যৈশ্বর্য্যাদিভিঃ উন্নহনস্ত উৎকর্ষবতঃ নিরবধিবৈভবস্ত) অস্য (যদু-কুলস্য) অন্যতঃ (দেবাদিভ্যঃ অপি) পরিভবঃ (তিরস্কারঃ অপি) কথঞ্চিৎ (অপি) ন এব ভবেৎ (নাশঃ তু দূরতঃ। অতঃ অহং) বেণুঃ স্তম্বস্ত (সমূহস্ত) বহ্নিম্ ইব যদুকুলস্য অন্তঃ (মধ্যে) কলিং (কলহং) বিধায় শান্তিম্ (উপশমং) ধাম (চ) উপৈমি (উপৈষ্যামি) ॥ ৪ ॥

নিত্য মদাশ্রিত ও বীর্য্যৈশ্বর্য্যাদিবৈভব দ্বারা পরিবর্দ্ধিত এই যাদবকুলের অন্য হইতে পরিভব কোনরূপেই হইবে না, অতএব আমি স্বয়ং, বেণু যেমন বেণুসমূহের মধ্যে বহ্নি উৎপাদন পূর্ব্বক তাহাদিগকে সংহার করে, তদ্রূপ যদুকুলের মধ্যে কলহ উৎপাদন পূর্ব্বক শান্তি বিস্তার করিয়া স্বধামে গমন করিব ॥ ৪ ॥

এবং ব্যবসিতো রাজন্ সত্যসংকল্প ঈশ্বরঃ।
শাপব্যাজেন বিপ্রাণাং সংজহ্রে স্বকুলং বিভুঃ ॥ ৫ ॥

(হে) রাজন্! এবম্ (উক্তপ্রকারেণ) ব্যবসিতঃ (কৃতনিশ্চয়ঃ) সত্য-সঙ্কল্পঃ ঈশ্বরঃ বিভুঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) বিপ্রাণাং শাপব্যাজেন (শাপমিষেণ) স্বকুলং স’জহ্রে (উপসংহৃতবান্) ॥ ৫ ॥

রাজন্! এই প্রকারে কৃতনিশ্চয় হইয়া সত্যসঙ্কল্প ঈশ্বর বিভু শ্রীকৃষ্ণ বিপ্রশাপচ্ছলে নিজকুল সংহার করিলেন ॥ ৫ ॥

স্বমূর্ত্ত্যা লোকলাবণ্যনির্ম্মুক্ত্যা লোচনং নৃণাম্।
গীর্ভিস্তাঃ স্মরতাং চিত্তং পদৈস্তানীক্ষতাং ক্রিয়াঃ ॥ ৬ ॥
আচ্ছিদ্য কীর্ত্তিং সুশ্লোকাং বিতত্য হ্যঞ্জসা নু কৌ।
তমোঽনয়া তরিষ্যন্তীত্যগাৎ স্বং পদমীশ্বরঃ ॥ ৭ ॥

লোকলাবণ্যনির্ম্মুক্ত্যা স্বমূর্ত্ত্যা নৃণাং লোচনং গীর্ভিঃ (স্বগীর্ভিঃ) তাঃ (গিরঃ) স্মরতাং চিত্তং পদৈঃ (তত্র তত্র অঙ্কিতৈঃ) তানি (পদানি) ঈক্ষতাম্ (ঈক্ষ-মাণানাং) ক্রিয়াঃ (গমনাদিকাঃ) ॥ ৬ ॥

আচ্ছিদ্য (আকৃষ্য) কৌ (পৃথিব্যাং) সুশ্লোকাং কীর্ত্তিং বিতত্য (বিস্তার্য্য) অনয়া (কীর্ত্ত্যা) অঞ্জসা (সুখেন) নু (নিশ্চিতং লোকাঃ) তমঃ (অজ্ঞানময়ং সংসারং) তরিষ্যন্তি ইতি (অভিপ্রেত্য) ঈশ্বরঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) স্বং পদং (স্থানম্) অগাৎ ॥ ৭ ॥

লোকলাবণ্যপ্রদ নিজ মূর্ত্তি দ্বারা মানবগণের নয়ন আকর্ষণ, নিজ বাক্য-সমূহ দ্বারা ঐ সকল বাক্য স্মরণকারী জনগণের চিত্ত আকর্ষণ এবং নিজ চরণ দ্বারা তদ্দর্শনকারী লোকসমূহের গমনাদি ক্রিয়া আকর্ষণ করিয়া পৃথিবীতে

সুশ্লোকা কীর্ত্তি বিস্তার পূর্ব্বক এই কীর্ত্তি দ্বারা লোকে সুখে অজ্ঞানময় সংসার নিশ্চয় উত্তীর্ণ হইবে, ইহা জানিয়া, ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ স্বধামে গমন করিলেন ॥ ৬-৭ ॥

রাজোবাচ।

ব্রহ্মণ্যানাং বদান্যানাং নিত্যং বৃদ্ধোপসেবিনাম্।
বিপ্রশাপঃ কথমভূদ্বৃষ্ণীনাং কৃষ্ণচেতসাম্ ॥ ৮ ॥

রাজা উবাচ। ব্রহ্মণ্যানাং (ব্রাহ্মণভক্তানাং) বদান্যানাম্ (উদাবচবিতানাং) নিত্যং বৃদ্ধোপসেবিনাং কৃষ্ণচেতসাং বৃষ্ণীনাং কথং বিপ্রশাপঃ অভূৎ ॥ ৮ ॥

রাজা পরীক্ষিৎ বলিলেন। ব্রাহ্মণভক্ত বদান্য নিত্য বৃদ্ধোপসেবী শ্রীকৃষ্ণগতচিত্ত যাদবগণের কিরূপে বিপ্রশাপ হইল ? ॥ ৮ ॥

যন্নিমিত্তঃ স বৈ শাপো যাদৃশো দ্বিজসত্তম।
কথমেকাত্মনাং ভেদ এতৎ সর্ব্বং বদস্ব মে ॥ ৯ ॥

(হে) দ্বিজসত্তম ! যন্নিমিত্তঃ যাদৃশঃ সঃ বৈ শাপঃ, একাত্মনাম্ (একচিত্তানাং) কথং ভেদঃ (কলহঃ), এতৎ সর্ব্বং মে (মহ্যং) বদস্ব (কথয) ॥ ৯ ॥

দ্বিজসত্তম ! যে কারণে যেরূপ সেই শাপ হইল এবং একচিত্ত যাদবগণের কিরূপে কলহ হইল, এই সকল আমাকে বলুন ॥ ৯ ॥

বাদরায়ণিরুবাচ।

বিভ্রদ্বপুঃ সকলসুন্দরসন্নিবেশং
কর্ম্মাচরন্ ভুবি সুমঙ্গলমাপ্তকামঃ।
আস্থায় ধাম রমমাণ উদারকীর্ত্তিঃ
সংহর্ত্তুমৈচ্ছত কুলং স্থিতকৃত্যশেষঃ ॥ ১০ ॥

বাদরায়ণিঃ উবাচ। সকলসুন্দরসন্নিবেশং (সকলানাং সুন্দরাণাং সুন্দরবস্তূনাং সন্নিবেশঃ বিন্যাসবিশেষঃ যস্মিন্ তৎ) বপুঃ বিভ্রৎ ভুবি সুমঙ্গলং কর্ম্ম আচরন্ আপ্তকামঃ (পূর্ণকামঃ অপি) স্থিতকৃত্যশেষঃ (স্থিতঃ কৃত্যস্য কার্য্যস্য শেষঃ যস্য সঃ) উদারকীর্ত্তিঃ (উদারা ভক্তসুখদস্বভাবময়ী কীর্ত্তিঃ যস্য সঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) ধাম আস্থায় (অধিষ্ঠায়) রমমাণঃ (সন্) কুলং সংহর্ত্তুম্ ঐচ্ছত (ঐচ্ছৎ) ॥ ১০ ॥

শুকদেব বলিলেন। সকল সুন্দর বস্তুর একত্র সমাবেশ যাহাতে এরূপ শরীর ধারণপূর্ব্বক ভূমণ্ডলে সুমঙ্গল কর্ম্ম আচরণ করিয়া পূর্ণকাম স্থিতকৃত্যশেষ (স্থিত অর্থাৎ অবশিষ্ট আছে, কৃত্যশেষ অর্থাৎ কার্য্যশেষ যাঁহার) উদারকীর্ত্তি

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বধামে অধিষ্ঠিত হইয়া লীলাকার্য্য সম্পাদনের অভিলাষে কুলের উপসংহার করিতে ইচ্ছা করিলেন ॥ ১০ ॥

কর্ম্মাণি পুণ্যনিবহানি সুমঙ্গলানি
গায়জ্জগৎকলিমলাপহরাণি কৃত্বা ।
কালাত্মনা নিবসতা যদুদেবগেহে
পিণ্ডারকং সমগমন্ মুনয়ো নিসৃষ্টাঃ ॥ ১১ ॥

পুণ্যনিবহানি (পুণ্যানি নিবহন্তি প্রাপয়ন্তি যানি তানি) সুমঙ্গলানি গায়জ্জগৎকলিমলাপহরাণি (গায়তঃ জগতঃ কলিমলাপহরাণি চ) কর্ম্মাণি কৃত্বা যদুদেবগেহে কালাত্মনা নিবসতা (শ্রীকৃষ্ণেন) নিসৃষ্টাঃ (প্রস্থাপিতাঃ) মুনয়ঃ পিণ্ডারকং (দ্বারকাসমীপবর্ত্তিতীর্থবিশেষং) সমগমন্ ॥ ১১ ॥

পুণ্যজনক, সুমঙ্গল, গানকারী জগজ্জনের কলিমলনাশক কর্ম্ম সকল আচরণ করিয়া যদুরাজগৃহে কালরূপে অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া মুনিগণ পিণ্ডারক নামক দ্বারকাসমীপবর্ত্তী তীর্থবিশেষে সমাগত হইলেন ॥ ১১ ॥

বিশ্বামিত্রোঽসিতঃ কণ্বো দুর্ব্বাসা ভৃগুরঙ্গিরাঃ ।
কশ্যপো বামদেবোঽত্রির্বশিষ্ঠো নারদাদয়ঃ ॥ ১২ ॥

বিশ্বামিত্রঃ অসিতঃ কণ্বঃ দুর্ব্বাসা ভৃগুঃ অঙ্গিরাঃ কশ্যপঃ বামদেবঃ অত্রিঃ বশিষ্ঠঃ নারদাদয়ঃ (চ মুনয়ঃ সমগমন্) ॥ ১২ ॥

ঐ স্থানে বিশ্বামিত্র, অসিত, কণ্ব, দুর্ব্বাসা, ভৃগু, অঙ্গিরা, কশ্যপ, বামদেব, অত্রি, বশিষ্ঠ ও নারদ প্রভৃতি মুনিগণ আগমন করিয়াছিলেন ॥ ১২ ॥

ক্রীড়ন্তস্তানুপব্রজ্য কুমারা যদুনন্দনাঃ ।
উপসংগৃহ্য পপ্রচ্ছুরবিনীতা বিনীতবৎ ॥ ১৩ ॥

ক্রীড়ন্তঃ কুমারাঃ যদুনন্দনাঃ তান্ উপব্রজ্য (অন্তঃ) অবিনীতাঃ (অপি বহিঃ) বিনীতবৎ উপসংগৃহ্য (পাদগ্রহং কৃত্বা) পপ্রচ্ছুঃ ॥ ১৩ ॥

যদুবংশ-সম্ভূত কুমারগণ ক্রীড়া করিতে করিতে ঐ মুনিগণের নিকট উপস্থিত হইয়া অন্তরে অবিনীত হইলেও বাহিরে বিনীতের ন্যায় ভাব প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহাদিগের পাদগ্রহণানন্তর জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১৩ ॥

তে বেশয়িত্বা স্ত্রীবেশৈঃ সাম্বং জাম্ববতীসুতম্ ।
এষা পৃচ্ছতি বো বিপ্রা অন্তর্ব্বত্ন্যসিতেক্ষণা ॥ ১৪ ॥

প্রষ্টুং বিলজ্জতী সাক্ষাৎ প্রব্রূতামোঘদর্শনাঃ।
প্রসোষ্যন্তী পুত্রকামা কিং স্বিৎ সংজনয়িষ্যতি ॥ ১৫ ॥

তে (কুমারাঃ) জাম্ববতীসুতং সাম্বং স্ত্রীবেশৈঃ বেশয়িত্বা (হে) অমোঘদর্শনাঃ বিপ্রাঃ। এষা অসিতেক্ষণা অন্তর্বত্নী (গর্ভিণী) পুত্রকামা প্রসোষ্যন্তী (আসন্নপ্রসবা) বঃ (যুষ্মান্‌) সাক্ষাৎ প্রষ্টুং বিলজ্জতী (বিলজ্জমানা সতী অস্মন্মুখেন) পৃচ্ছতিঃ কিং স্বিৎ সংজনয়িষ্যতি (কন্যাং বা পুত্রং বা) তৎ ব্রূত (ইতি) ॥ ১৪-১৫ ॥

ঐ কুমার সকল জাম্ববতীতনয় সাম্বকে স্ত্রীবেশে সজ্জিত করিয়া, হে অমোঘদর্শন বিপ্রগণ! এই অসিতলোচনা গর্ভিণী পুত্রকামা ও আসন্নপ্রসবা হইয়াছেন। ইনি আপনাদিগকে সাক্ষাৎ কিছু জিজ্ঞাসা করিতে লজ্জা হইতেছে বলিয়া আমাদিগের মুখে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, ইনি কি সন্তান প্রসব করিবেন। আপনারা অনুগ্রহ করিয়া তাহা বলুন ॥ ১৪-১৫ ॥

এবং প্রলব্ধা মুনয়স্তানূচুঃ কুপিতা নৃপ।
জনয়িষ্যতি বো মন্দা মুষলং কুলনাশনম্‌ ॥ ১৬ ॥

(হে) নৃপ! এবং প্রলব্ধাঃ (উপহসিতাঃ অতএব) কুপিতাঃ মুনয়ঃ তান্‌ (যদুকুমারান্‌) ঊচুঃ (রে) মন্দাঃ! (মন্দমতয়ঃ) বঃ (যুষ্মাকং) কুলনাশনং মুষলং জনয়িষ্যতি (ইতি) ॥ ১৬ ॥

রাজন্‌! এইরূপে উপহসিত সেই মুনিগণ কুপিত হইয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন, রে মন্দবুদ্ধি বালকগণ! ইনি তোমাদিগের কুলনাশন মুষল প্রসব করিবেন ॥ ১৬ ॥

তচ্ছ্রুত্বা তেঽতিসন্ত্রস্তা বিমুচ্য সহসোদরম্‌।
সাম্বস্য দদৃশুস্তস্মিন্‌ মুষলং খল্বয়স্ময়ম্‌ ॥ ১৭ ॥

তৎ (মুনিবচনং) শ্রুত্বা তে (যদুকুমারাঃ) অতিসন্ত্রস্তাঃ (সন্তঃ) সহসা (আশু) সাম্বস্য উদরং বিমুচ্য (উদ্‌ঘাট্য) তস্মিন্‌ (উদরে) অয়স্ময়ং (লোহময়ং) মুষলং দদৃশুঃ খলু ॥ ১৭ ॥

তাহা শ্রবণ করিয়া সেই যদুকুমারগণ অতিশয় ভীত হইয়া সত্বর সাম্বের উদরবেষ্টন মোচন করিতে গিয়া দেখিলেন যে, তন্মধ্যে একটি লৌহময় মুষলই রহিয়াছে ॥ ১৭ ॥

কিং কৃতং মন্দভাগৈ্যর্নঃ কিং বদিষ্যন্তি নো জনাঃ।
ইতি বিহ্বলিতা গেহানাদায় মুষলং যযুঃ ॥ ১৮ ॥

(ততঃ চ) নঃ (অস্মাভিঃ) মন্দভাগ্যৈঃ কিং কৃতং নঃ (অস্মান্‌ প্রতি)

জনাঃ কিং বদিষ্যন্তি ইতি (বদন্তঃ) বিহ্বলিতাঃ (ব্যাকুলচিত্তাঃ সন্তঃ) মুষলম্ আদায় গেহান্ যযুঃ ॥ ১৮ ॥

তখন তাঁহারা, "আমরা কি মন্দভাগ্য, কি কর্ম্ম করিলাম, লোকেই বা আমাদিগকে কি বলিবে", এইরূপ বলিতে বলিতে ব্যাকুলচিত্ত হইয়া সেই মুষলটি গ্রহণানন্তর গৃহে গমন করিলেন ॥ ১৮ ॥

তচ্চোপনীয় সদসি পরিম্লানমুখশ্রিয়ঃ ।

রাজ্ঞ আবেদয়াঞ্চক্রুঃ সর্ব্বযাদবসন্নিধৌ ॥ ১৯ ॥

তৎ চ (মুষলং) সদসি (রাজসভায়াম্) উপনীয় পরিম্লানমুখশ্রিয়ঃ (পরিম্লানা মুখস্য শ্রীঃ শোভা যেষাং তে যদুকুমারাঃ) সর্ব্বযাদবসন্নিধৌ রাজ্ঞে (উগ্রসেনায়) আবেদয়াঞ্চক্রুঃ (স্বকৃতং সর্ব্বং বিজ্ঞাপয়ামাসুঃ) ॥ ১৯ ॥

পরে তাঁহারা সেই মুষলটি রাজসভায় লইয়া গিয়া ম্লানমুখে সমস্ত যাদবগণের সম্মুখে রাজাকে তদ্বিষয় নিবেদন করিলেন ॥ ১৯ ॥

শ্রুত্বাঽমোঘং ব্রহ্মশাপং দৃষ্ট্বা চ মুষলং নৃপ ।

বিস্মিতা ভয়সন্ত্রস্তা বভূবুর্দ্বারকৌকসঃ ॥ ২০ ॥

(হে) নৃপ ! দ্বারকৌকসঃ (দ্বারকা ওকঃ স্থানং যেষাং তে সর্ব্বে) অমোঘম্ (অনিবর্ত্ত্যং) বিপ্রশাপং শ্রুত্বা (তথা) মুষলং চ দৃষ্ট্বা (তাবৎ) বিস্মিতাঃ (বিস্ময়ং প্রাপ্তাঃ ততঃ চ) ভয়সন্ত্রস্তাঃ (ভয়েন সন্ত্রস্তাঃ ব্যাকুলাঃ) বভূবুঃ ॥ ২০ ॥

রাজন্ ! দ্বারকাবাসী সকলেই সেই অমোঘ বিপ্রশাপ শ্রবণ ও সেই মুষল দর্শন করিয়া বিস্মিত এবং ভয়সন্ত্রস্ত হইলেন ॥ ২০ ॥

তচ্চূর্ণয়িত্বা মুষলং যদুরাজঃ স আহুকঃ ।

সমুদ্রসলিলে প্রাস্যল্লোহঞ্চাস্যাবশেষিতম্ ॥ ২১ ॥

সঃ যদুরাজঃ আহুকঃ (উগ্রসেনঃ অপি) তৎ মুষলং চূর্ণয়িত্বা (চূর্ণীকৃতান্ তদবয়বান্) অস্য (চূর্ণীক্রিয়মাণস্য মুষলস্য) অবশেষিতং লোহং চ সমুদ্রসলিলে প্রাস্যৎ (প্রক্ষিপ্তবান্) ॥ ২১ ॥

যদুরাজ উগ্রসেনও সেই মুষলটিকে চূর্ণ করিয়া সেই চূর্ণগুলি এবং মুষলাবশেষ লৌহখণ্ডটি সমুদ্রসলিলে নিক্ষেপ করিলেন ॥ ২১ ॥

কশ্চিন্মৎস্যোঽগ্রসীল্লোহং চূর্ণানি তরলৈস্ততঃ ।

উহ্যমানানি বেলায়াং লগ্নান্যাসন্ কিলৈরকাঃ ॥ ২২ ॥

ততঃ (তত্র সমুদ্রে যৎ অবশেষিতং) লোহং (তৎ) কশ্চিৎ মৎস্যঃ অগ্রসীৎ (গিলিতবান্)। চূর্ণানি তু তরলৈঃ (তরঙ্গৈঃ) উহ্যমানানি (ইতস্ততঃ

প্রক্ষিপ্যমাণানি) বেলায়াং (সমুদ্রতীরে) লগ্নানি (সন্তি) এরকাঃ (তৃণবিশেষাঃ) আসন্ কিল ॥ ২২ ॥

তৎকালে মুষলাবশেষ সেই লৌহখণ্ডটি একটি মৎস্য গ্রাস করিল। আর সেই মুষলের চূর্ণগুলি সমুদ্রের তরঙ্গ দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া তীরে সংলগ্ন হইল ও তাহাতে এরকা নামক একপ্রকার তৃণ জন্মিল ॥ ২২ ॥

মৎস্যো গৃহীতো মৎস্যঘ্নৈর্জালেনান্যৈঃ সহার্ণবে।
তস্যোদরগতং লোহং স শল্যে লুব্ধকোঽকরোৎ ॥ ২৩ ॥

অর্ণবে (তস্মিন্ সমুদ্রে) মৎস্যঘ্নৈঃ (কর্ত্তৃভিঃ) অন্যৈঃ (মৎস্যৈঃ) সহ (সঃ অপি) মৎস্যঃ জালেন গৃহীতঃ। (তদ্বিদারণদশায়াং) তস্য মৎস্যস্য (উদরগতং (মুষলশেষভূতং) লোহং (লব্ধা) সঃ (জরা ইতি প্রসিদ্ধঃ) লুব্ধকঃ (ব্যাধঃ) শল্যে (শরাগ্রে) অকরোৎ (কারিতবান্) ॥ ২৩ ॥

অনন্তর সমুদ্রে মৎস্যজীবিগণ কর্ত্তৃক অন্যান্য মৎস্যের সহিত সেই মৎস্য জাল দ্বারা ধৃত হইল। পরে উহার ছেদনকালে উদরগত সেই লৌহখণ্ডটি জরানামে প্রসিদ্ধ এক ব্যাধ প্রাপ্ত হইয়া তাহাতে শরাগ্র প্রস্তুত করিল ॥ ২৩ ॥

ভগবান্ জ্ঞাতসর্ব্বার্থ ঈশ্বরোঽপি তদন্যথা।
কর্ত্তুং নৈচ্ছদ্বিপ্রশাপং কালরূপ্যন্বমোদত ॥ ২৪ ॥

জ্ঞাতসর্ব্বার্থঃ (অবিজ্ঞাপিতাঃ অপি জ্ঞাতাঃ সর্ব্বে অর্থাঃ যেন সঃ) ভগবান (শ্রীকৃষ্ণঃ) বিপ্রশাপম্ অন্যথা কর্ত্তুম্ ঈশ্বরঃ (সমর্থঃ) অপি তৎ (অন্যথা-করণং) ন ঐচ্ছৎ (কিন্তু) কালরূপী (সঃ) অন্বমোদত ॥ ২৪ ॥

যাদবগণ না জানাইলেও অন্তর্যামী ভগবান এ সকল বৃত্তান্তই অবগত হইলেন। তিনি ইচ্ছা করিলে, ঐ বিপ্রশাপ অন্যথা করিতেও পারিতেন, কিন্তু তদ্রূপ ইচ্ছা করিলেন না ; পরন্তু কালরূপী হইয়া তাহা অনুমোদনই করিলেন ॥ ২৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ একাদশস্কন্ধে মৌষলোপক্রমো নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

শুক উবাচ।

গোবিন্দভুজগুপ্তায়াং দ্বারবত্যাং কুরূদ্বহ।
অবাৎসীন্নারদোঽভীক্ষ্ণং কৃষ্ণদর্শনলালসঃ॥ ১॥

(হে) কুরূদ্বহ। নারদঃ কৃষ্ণদর্শনলালসঃ (সন্) গোবিন্দভুজগুপ্তায়াং দ্বারবত্যাম্ অভীক্ষ্ণং (পুনঃ পুনঃ) অবাৎসীৎ॥ ১॥

শুকদেব বলিলেন, কুরুনন্দন! দেবর্ষি নারদ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্শনে লালসান্বিত হইয়া গোবিন্দভুজরক্ষিত দ্বারকাপুরীতে পুনঃ পুনঃ বাস করিতেন॥ ১॥

কো নু রাজন্নিন্দ্রিয়বান্ মুকুন্দচরণাম্বুজম্।
ন ভজেৎ সর্ব্বতোমৃত্যুরুপাস্যমমরোত্তমৈঃ॥ ২॥

(হে) রাজন্! সর্ব্বতোমৃত্যুঃ (সর্ব্বতঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বথা নিশ্চিতঃ মৃত্যুঃ যস্য সঃ) কঃ নু ইন্দ্রিয়বান (পুমান্) অমরোত্তমৈঃ (অমরেষু অপি উত্তমৈঃ ব্রহ্ম-রুদ্রাদিভিঃ) উপাস্যং মুকুন্দচরণাম্বুজং ন ভজেৎ॥ ২॥

রাজন্! সর্ব্বতোভাবে মৃত্যুর অধীন এই মানবজাতির মধ্যে কোন্ ইন্দ্রিয়বান্ পুরুষ অমরোত্তমগণেরও উপাস্য মুকুন্দচরণাম্বুজ সেবা না করিবে॥ ২॥

তমেকদা তু দেবর্ষিং বসুদেবো গৃহাগতম্।
অর্চ্চিতং সুখমাসীনমভিবাদ্যেদমব্রবীৎ॥ ৩॥

একদা তু গৃহাগতং (স্বগৃহং প্রত্যাগতম্) অর্চ্চিতং সুখং (যথা ভবতি তথা) আসীনং তং (সর্ব্বশাস্ত্ররহস্যজ্ঞতয়া প্রসিদ্ধং) দেবর্ষিং (নারদম্) অভিবাদ্য (প্রণম্য) বসুদেবঃ ইদং (বক্ষ্যমাণম্) অব্রবীৎ॥ ৩॥

একদা গৃহাগত অর্চ্চিত ও সুখাসীন সেই দেবর্ষি নারদকে অভিবাদন করিয়া বসুদেব এই কথা বলিতে লাগিলেন॥ ৩॥

বসুদেব উবাচ।

ভগবদ্ভবতো যাত্রা স্বস্তয়ে সর্ব্বদেহিনাম্।
কৃপাণানাং যথা পিত্রোরুত্তমঃশ্লোকবর্ত্মনাম্॥ ৪॥

বসুদেবঃ উবাচ। (হে ভগবন্!) পিত্রোঃ (আগমনং) যথা পুত্রাণাং (সুখায় ভবতি তথা) ভগবদ্ভবতঃ (ভগবদ্রূপস্য ভবতঃ) যাত্রা (সঞ্চারঃ) সর্ব্বদেহিনাং (সাধারণানাং) কৃপণানাং (সর্ব্বনিকৃষ্টানাম্ আধ্যাত্মিকাদিতাপত্রয়েণ

সন্তপ্ততয়া অতিদীনানাং তথা) উত্তমঃশ্লোকবর্ত্মনাম্ (উত্তমশ্লোকবর্ত্মভূতানাং সর্ব্বোৎকৃষ্টানাং ভক্তানাম্ অপি) স্বস্তয়ে (মঙ্গলায ভবতি) ॥ ৩ ॥

বসুদেব বলিলেন, ভগবন্! মাতা ও পিতার আগমন যেমন পুত্রাদিগের সুখের নিমিত্ত হয়, তদ্রূপ ভগবদ্রূপ আপনার আগমনও দেহধারী জীবমাত্রের—অতিনিকৃষ্ট দীনহীন এবং অত্যুৎকৃষ্ট ভগবদ্ভক্তিপথবর্ত্তী জনেরও মঙ্গলের নিমিত্ত হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

ভূতানাং দেবচরিতং দুঃখায় চ সুখায় চ।
সুখায়ৈব হি সাধূনাং ত্বাদৃশামচ্যুতাত্মনাম্ ॥ ৫ ॥

দেবচরিতং (দেবানাং পর্জন্যাদীনাং চরিতং) ভূতানাং দুঃখায চ সুখায চ (ভবতি)। ত্বাদৃশাং (ত্বদ্বিধানাম্) অচ্যুতাত্মনাম্ (অচ্যুতে ভগবতি আত্মা যেষাং তেষাং) সাধূনাং (তু চরিতং) সুখায এব হি ॥ ৫ ॥

দেবতাদিগের কার্য্য জীবের দুঃখ ও সুখ উভয়ই উৎপাদন করিয়া থাকে। কিন্তু আপনাদিগের ন্যায় অচ্যুতাত্মা সাধুগণের চরিত কেবল সুখের নিমিত্তই হয় ॥৫॥

ভজন্তি যে যথা দেবান্ দেবা অপি তথৈব তান্।
ছায়েব কর্ম্মসচিবাঃ সাধবো দীনবৎসলাঃ ॥ ৬ ॥

যে (জনাঃ) দেবান্ যথা ভজন্তি (আরাধয়ন্তি) কর্ম্মসচিবাঃ (কর্ম্মাধীনাঃ) দেবাঃ অপি ছায়া ইব তান্ তথা এব (ভজন্তি)। সাধবঃ তু (ন তথা কিন্তু) দীনবৎসলাঃ (দয়ালবঃ) ॥ ৬ ॥

যে লোক দেবতাদিগকে যেরূপে ভজন করে, দেবতারাও তাহাকে সেই-রূপেই ভজন করিয়া থাকেন। সাধুগণ কিন্তু সেরূপ করেন না, তাহারা দীনবৎসল ॥ ৬ ॥

ব্রহ্মংস্তথাপি পৃচ্ছামো ধর্ম্মান্ ভাগবতাংস্তব।
যান্ শ্রুত্বা শ্রদ্ধয়া মর্ত্ত্যো মুচ্যতে সর্ব্বতোভয়াৎ ॥ ৭ ॥

(হে) ব্রহ্মন্! তথাপি (তব আগমনেন এব বয়ং কৃতার্থাঃ অপি) যান্ শ্রদ্ধয়া শ্রুত্বা মর্ত্ত্যঃ বিশ্বতঃ (সর্ব্বস্মাৎ) ভয়াৎ মুচ্যতে (তান্) ভাগবতান্ (ভগবৎপরিতোষকান্) ধর্ম্মান্ তব (ত্বাং) পৃচ্ছামঃ ॥ ৭ ॥

হে ব্রহ্মন্! যে ধর্ম্ম শ্রদ্ধাসহকারে শ্রবণ করিয়া মরণশীল মানব সকল ভয় হইতে মুক্ত হয়েন, আপনার নিকট সেই ভগবৎপরিতোষক ভাগবত ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিতেছি ॥ ৭ ॥

"হে ব্রহ্মন্" ইত্যাদি। ভাগবত ধর্ম্ম—যে ধর্ম্ম সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের উদ্দেশে শ্রীভগবানের প্রীত্যুদ্দেশে অনুষ্ঠিত হয়, এবং যাহা জীবকে স্বরূপে অবিচলিত রাখে, তাহারই নাম ভাগবত ধর্ম্ম। শাস্ত্রোক্ত পরধর্ম্মও এই ভাগবত ধর্ম্মেরই নামান্তর। কারণ, ভাগবতধর্ম্মের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ দ্বারা ঐ পরধর্ম্মকেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভাগবত শব্দের অর্থ ভগবৎসম্বন্ধী। এ সংসারে ভগবৎসম্বন্ধশূন্য পদার্থই অপ্রসিদ্ধ। অতএব ভগবৎসম্বন্ধী বলিতে সাক্ষাৎ-ভগবৎ-সম্বন্ধ-বিশিষ্টই বুঝিতে হইবে। যাহার সহিত সাক্ষাৎ ভগবৎ-সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়, অর্থাৎ যাহা সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের উদ্দেশে শ্রীভগবানের প্রীত্যুদ্দেশে অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই ভাগবত শব্দের অর্থ। ধর্ম্ম শব্দের অর্থ ধারণকর্ত্তা বা ধারণের সাধন অথবা তদুভয়ই। যাহা ধারণ করে ও যদ্দ্বারা ধারণক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়, তাহারই নাম ধর্ম্ম। যাহা মানবকে স্বরূপে ধরিয়া রাখে, যাহা মানবকে স্বরূপ হইতে বিচলিত ভ্রষ্ট বা বিচ্যুত হইতে দেয় না, এবং যে সাধন দ্বারা মানবের স্বরূপে অবস্থান সাধিত হয়, যদুপায়ে মানবের স্বরূপ হইতে বিচলন ভ্রংশ বা বিচ্যুতি নিবারণ হয়, তাহাই মানবের ধর্ম্ম। অতএব যে ধর্ম্ম সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের উদ্দেশে শ্রীভগবানের প্রীত্যুদ্দেশে অনুষ্ঠিত হয় এবং যাহা মানবকে স্বরূপে অবিচলিত রাখে, তাহাকেই ভাগবত ধর্ম্ম বলা যায়। পরধর্ম্মও তাহারই নাম। যে ধর্ম্ম আত্মপ্রীতির সহিত ভগবৎ-প্রীতি সম্পাদন করে, যাহার অনুষ্ঠানে শ্রীভগবানের প্রীতি ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকে না এবং সেই নিমিত্তই যাহাতে কোন বিঘ্ন বাধা ঘটিতে পারে না, সেই ধর্ম্মই পরধর্ম্ম। অতএব পরধর্ম্ম ও ভাগবত ধর্ম্ম একই হইতেছে। এতদ্ভিন্ন যে ধর্ম্ম, তাহার নাম অপর ধর্ম্ম। অপর ধর্ম্ম সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের উদ্দেশে শ্রীভগবানের প্রীত্যুদ্দেশে অনুষ্ঠিত হয় না। উহা সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের উদ্দেশে অনুষ্ঠিত হয় না বলিয়াই অর্থাৎ উহাতে অন্য উদ্দেশ্য থাকে বলিয়াই মানবকে প্রায়ই স্বরূপে অবিচলিত রাখিতে পারে না, পরন্তু তত্তদুদ্দেশ্যের সংসাধনে নানা বিঘ্ন বিপত্তিতে তাঁহাকে বিচলিতই করিয়া থাকে। এই অপর ধর্ম্মে ধর্ম্মের লক্ষণ দেখা যায় না। যাহা মানবকে স্বরূপ হইতে বিচলিত করিতে গেল, তাহাতে কিরূপে ধর্ম্মের লক্ষণ দৃষ্ট হইবে? তথাপি নীতি অর্থাৎ সকাম লৌকিক কর্ম্ম, সকাম বৈদিক কর্ম্ম বা যাগ-যজ্ঞ-তপস্যাদি, নিষ্কাম কর্ম্ম অর্থাৎ বৈদিক ও লৌকিক কর্ম্মের ত্যাগরূপ বৈরাগ্যাভ্যাস এবং ভগবদ্ভক্তি-বর্জ্জিত জ্ঞান প্রভৃতিকে অপর ধর্ম্ম বলা হইয়া থাকে। উহাদিগকে অধর্ম্ম না

বলিয়া অপরধর্ম্ম বলিবার বিশেষ কারণ আছে। নিষিদ্ধ কর্ম্মের নামই অধর্ম্ম। নরকাদি অনিষ্টের সাধন বলিয়াই অধর্ম্ম নিষিদ্ধ হইয়াছে। নীতি প্রভৃতি নিষিদ্ধ নহে। বিশেষতঃ নীতি প্রভৃতি মানবকে স্বরূপ হইতে বিচলিত করিবেই করিবে এমন কোন নিয়ম নাই। যে নীতি প্রভৃতি মানবকে স্বরূপ হইতে বিচলিত করিল না, তাহারা ধর্ম্মমধ্যে গণ্য হইতে পারিল। তবে ঐ নীতি প্রভৃতি হইতে বিচলনের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে বলিয়া এবং উহারা সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের উদ্দেশে অনুষ্ঠিত হয় না বলিয়া পরধর্ম্মমধ্যে গণ্য না হইয়া অপরধর্ম্মমধ্যেই গণ্য হইয়া থাকে।

ভগবৎসম্বন্ধরহিত নীতির মূলীভূত যে স্বত্ব অর্থাৎ অধিকার ও কর্ত্তব্য, তাহা সম্পূর্ণ নহে। কারণ, কেবল পার্থিব-দেহ দৈহিক-সম্বন্ধেই উক্ত নীতির প্রসার দেখা যায়। এই স্থূল দেহমাত্রই আমি, সুতরাং স্থূলদেহের যতটুকু অধিকার, আমার অধিকার ততটুকু মাত্র। দেহাতিরিক্ত চেতনাত্মার এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে যে কি বিপুল অধিকার রহিয়াছে, তাহা আমার জ্ঞান-বহির্ভূত। অতএব এই দেহদৈহিক সঙ্কীর্ণ অধিকারের মধ্যে আমার কর্ত্তব্যও সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। তার পর, সার্থান্ধতাত আছেই আছে। স্বার্থান্ধ হইয়া কর্ত্তব্যের অপব্যবহার আমার পদে পদেই আছে। জন্মান্তরে ও কর্ম্মফলে বিশ্বাসরহিত নীতিজ্ঞের কর্ত্তব্য পরিবার সমাজ ও দেশকে অতিক্রম করিয়া যতদূর কেন প্রসারিত হউক না, উহা আপনাকে ভুলাইতে পারে না, উহা নিজের শারীরিক সুখ দুঃখকে অতিক্রম করিতে পারে না। অন্ততঃ যশোলিপ্সাও তাদৃশ নীতিজ্ঞের অন্তরে অঙ্কিত থাকিবেই থাকিবে। এরূপ অবিশুদ্ধ অসম্পূর্ণ নীতিকে পরধর্ম্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করা সাহসমাত্র। সকাম বৈদিক কর্ম্ম সম্বন্ধেও এই কথা। বৈদিক কর্ম্মীর কর্ম্মফলাদিতে বিশ্বাস থাকিলেও ক্ষয়িষ্ণু স্বার্থযুক্ত স্বর্গাদিফলের আকাঙ্ক্ষায় অনুষ্ঠিত বৈদিক কর্ম্মের অবিশুদ্ধতা ও অসম্পূর্ণতা অপরিহার্য্য। অতএব উহাকেও পরধর্ম্ম বলা অযুক্তিসঙ্গতই হইতেছে। বিশেষতঃ যে প্রাচীন কর্ম্মকামনায় জীবকে প্রতিমুহূর্ত্তেই বিষয়াকর্ষণে বিচলিত করিতেছে, সকাম কর্ম্ম দ্বারা তাহার ক্ষয়ই হইতে পারে না। পঙ্ক দ্বারা পঙ্ক হইতে উদ্ধারের চেষ্টাও যদ্রূপ আর সকাম কর্ম্ম দ্বারা কর্ম্মবাসনা পরিহারের চেষ্টাও তদ্রূপ। তদ্দ্বারা কর্ম্মের ক্ষয় না হইয়া বরং বৃদ্ধিই হইয়া থাকে। এই কারণে কর্ম্ম-ত্যাগ প্রশংসনীয় হইলেও উহাকে পরধর্ম্ম বলা যাইতে পারে না। কারণ, অতিদুঃসাধ্য যে লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্মের ত্যাগ, তাহা ভগবদুদ্দেশ্য ভিন্ন

সুসিদ্ধ হয় না। তথাপি যিনি তচ্চেষ্টায় চেষ্টিত থাকেন, তাঁহার ঐ ত্যাগেই বাসনা থাকিয়া যায়। ত্যাগকামনার সহিত কর্ম্মবিদ্বেষের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। যাহা কর্ম্মবিদ্বেষ উৎপাদন করিল, যাহাতে ত্যাগের কামনা থাকিয়া গেল, তাদৃশ ত্যাগকে পরধর্ম্ম বলা বুদ্ধিমানের কার্য্য বলা যায় না। ভগবদুদ্দেশ্য-শূন্য জ্ঞানও অসম্পূর্ণ। বিশেষতঃ "আমিই ব্রহ্ম" ইত্যাকার যে জ্ঞান, তাহাতে অবিচিন্ত্য-মহাশক্তি শ্রীভগবানে অপরাধেরই সম্ভাবনা দেখা যায়। শ্রীভগবদপরাধ-জনক জ্ঞানকে পরধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করা নিতান্ত নির্ব্বোধের কার্য্য। অতএব একমাত্র ভাগবতধর্ম্মই যে পরধর্ম্ম, ইহা স্থির। ঐ পরধর্ম্মের দুইটি অংশ। প্রথম অংশের নাম সাধ্যাংশ এবং দ্বিতীয় অংশের নাম সাধনাংশ। সাধ্য নামক প্রথম অংশটি আমাদিগের স্বরূপে অবিচ্ছেদ্যভাবে নিহিত এবং সাধনাংশটি অনুশীলনাত্মক। যাহা ধারণের কর্ত্তা, এইটি সাধ্যাংশ এবং যাহা ধারণের সাধন এইটি সাধনাংশ। সাধ্যাংশের নাম প্রেমভক্তি এবং সাধনাংশের নাম সাধনভক্তি। প্রেমভক্তি আমাদিগের স্বরূপে অবিচ্ছেদ্যভাবে অবস্থিত অর্থাৎ স্বরূপেরই বৃত্তিবিশেষ হইয়াও সাধনভক্তি দ্বারা প্রকাশ্য বলিয়াই উহাকে সাধ্য বলা হইয়া থাকে।

উক্ত ধর্ম্মের প্রমাণ বেদ। কারণ, ধর্ম্মের লক্ষণ বেদ হইতেই অবগত হওয়া যায়। ধর্ম্ম দৃষ্টাদৃষ্ট সুখের সাধন অদৃষ্ট পদার্থ। অতএব ভ্রমাদিদোষে দূষিত পৌরুষেয় প্রত্যক্ষাদি ঐ ধর্ম্মের প্রমাণ হইতে পারে না। পুরুষের জ্ঞানে অধর্ম্মেরও ধর্ম্মলক্ষণে লক্ষিত হওয়া অসম্ভব নহে। ইতিহাস, পুরাণ ও মন্বাদি ঋষিদিগের প্রণীত স্মৃতিশাস্ত্র সকল উক্ত বেদের তাৎপর্য্যনির্ণায়ক। ঋষিগণ যোগবলে পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পের শাস্ত্র সকল পর পর কল্পে বেদার্থোপনিবদ্ধ ইতিহাসাদির আকারে প্রচার করিয়া থাকেন। বেদার্থনির্ণায়ক ঐ ইতিহাসাদি বেদানুগত বলিয়াই প্রমাণমধ্যে পরিগণিত হয়েন। তদ্ভিন্ন সদাচারেরও প্রামাণ্য স্বীকৃত হইয়া থাকে। কারণ, সদাচার সকলও অজ্ঞাত-বেদ-মূলক। উহারা বেদমূলক না হইলে, ঐ সকল আচারে ধর্ম্মলক্ষণের পরিবর্ত্তে অধর্ম্মলক্ষণই পরিলক্ষিত হইত। আবার যৎসম্বন্ধে সদাচার দৃষ্ট হয় না, অথচ যাহা আত্মপ্রীতির সহিত ভগবৎপ্রীতির সাধন করিতেছে, তাহাও অপ্রমাণ নহে; কারণ, তাহাও ধর্ম্মলক্ষণাক্রান্ত। মনু বলিয়াছেন—"বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ। এতচ্চতুর্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্য লক্ষণম্॥" বেদ, স্মৃতি, সদাচার ও আত্মপ্রীতির সহিত ভগবৎপ্রীতিই সাক্ষাৎ ধর্ম্মের লক্ষণ। যাহা বেদবিহিত,

যাহা স্মৃতিবিহিত, যাহার সম্বন্ধে সদাচার দেখা যায়, এবং যাহার অনুষ্ঠানে আত্মপ্রীতির সহিত ভগবৎপ্রীতি সাধিত হয়, তাহাই ধর্ম্ম। এক্ষণে, যাহা বেদ-বিহিত, যাহা স্মৃতিবিহিত, যাহার সম্বন্ধে সদাচার দৃষ্ট হয়, অথচ যাহার অনুষ্ঠানে আত্মপ্রীতির সহিত ভগবৎপ্রীতি সাধিত হয় না, তাহাকে অপরধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করা, এবং যাহা বেদবিহিত নহে, যাহা স্মৃতিবিহিত নহে, যাহার সম্বন্ধে সদাচারও দৃষ্ট হয় না, অথচ যাহা আত্মপ্রীতির সহিত ভগবৎ-প্রীতিও সাধন করে না, তাহাকে অধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করা, ও যাহা বেদ-বিহিত, যাহা স্মৃতিবিহিত, যাহার সম্বন্ধে সদাচার দেখা যায়, অথচ যাহার অনুষ্ঠানে আত্মপ্রীতির সহিত ভগবৎপ্রীতি সাধিত হয়, তাহাকে পরধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করাও সঙ্গত হইতেছে।

এই নিমিত্তই মহাভাগ সূত বলিয়াছিলেন,—"যে ধর্ম্ম হইতে অধোক্ষজ ভগবানে ভক্তি অর্থাৎ তৎকথাশ্রবণাদিতে রুচি জন্মে, তাহাই পরধর্ম্ম। কারণ, ঐ ধর্ম্ম দ্বারাই ভগবৎসাম্মুখ্য সাধিত হইয়া থাকে; অর্থাৎ ঐ ধর্ম্মের আশ্রয়েই শ্রীভগবানের সম্মুখে উপস্থিত হওয়া যায়। নিবৃত্তিমাত্রলক্ষণ ধর্ম্ম, যে ধর্ম্মকে সচরাচর নিষ্কাম ধর্ম্ম বলা হয়, তাহা কখনই পরধর্ম্ম হইতে পারে না; কারণ তাদৃশ ধর্ম্মের মূলে সাম্মুখ্যচেষ্টা না থাকা প্রযুক্ত তাহা ভগবৎসাম্মুখ্যসাধক না হইয়া বৈমুখ্যসাধক প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম হইতে কিছুই বিশেষ হইতেছে না। অনেকে বলিয়া থাকেন, সকাম লৌকিক ধর্ম্ম অর্থাৎ নীতি এবং বৈদিক ধর্ম্ম ইহারাই আমাদিগের সকল সুখের মূল ও সকল দুঃখের নিবারক; কিন্তু তাহা বলিতে পারা যায় না। অসম্পূর্ণ মানবের নীতিও অসম্পূর্ণ এবং সকাম বৈদিক ধর্ম্মও দুঃখসংভিন্ন। অতএব তদুভয়ের কোনটিই উদ্দেশ্যের সাধক হইতে পারে না। যাহা উদ্দেশ্যের সাধক হইতে পারিল না, বরং যাহা সময়ে অনুদ্দেশ্যেরই সাধক হইয়া দুঃখপ্রদ হয়, তাহা কি কখন পরধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইতে পারে? অতএব মানবের উদ্দেশ্যসাধক ভাগবত ধর্ম্ম উক্ত সকাম ও নিষ্কাম উভয়বিধ ধর্ম্ম হইতেই অতিরিক্ত পরধর্ম্ম। ভাগবতধর্ম্ম ভগবদ্ভক্তির উদ্বোধক। ভগবদ্ভক্তিরূপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফলের উদ্বোধনের কারণ বলিয়াই ভাগবতধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা। ভক্তিফলের উৎকৃষ্টত্বও আবার স্বতঃসিদ্ধ। ভক্তি স্বভাবতঃ অহৈতুকী, অপ্রতিহতা ও আত্মপ্রসাদজননী। অহৈতুকী শব্দের অর্থ, ফলান্তরানুসন্ধানরহিতা। যে ফল উৎপন্ন হইয়া ভোক্তার মনে ফলান্তরের অনুসন্ধানের প্রবৃত্তি আসিতে দেয় না, তাহাকেই অহৈতুক ফল বলা যায়।

ভক্তি ভিন্ন অন্য সমস্ত ফলেরই অসম্পূর্ণতা নিবন্ধন এবং দুঃখসংভিন্নতাপ্রযুক্ত উহাতে ফলান্তরের অনুসন্ধানে লোকের যত্ন দেখা যায়। ভক্তিফলে কিন্তু সেরূপ দেখা যায় না। ভক্তি স্বসম্পূর্ণ এবং দুঃখবর্জ্জিত বলিয়াই ভক্তিতে ফলান্তরের অনুসন্ধান থাকে না। সুতরাং একমাত্র ভক্তিই অহৈতুকী, অন্য সকল ফলই হৈতুক। আবার ভক্তি স্বয়ংই সুখরূপা বলিয়া এবং তদুপরি সুখদ পদার্থান্তর নাই বলিয়া ভক্তিকে কেহই ব্যবধান করিতে অর্থাৎ বাধা দিতে সমর্থ হয় না। ব্যবধানরহিত বলিয়াই ভক্তিকে অপ্রতিহতা বলা হইয়া থাকে। বিশেষতঃ ভক্তি ভিন্ন আর কিছুই আত্মার প্রসন্নতা জন্মাইতে পারে না। এই সকল কারণেই ভক্তিকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলা হয়, এবং ঐ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্তিফলের উদ্বোধন করে বলিয়াই ভাগবত ধর্ম্মকে পরধর্ম্ম বলা হইয়া থাকে। ঐ ভক্তি অর্থাৎ উক্ত রুচিলক্ষণা ভক্তি জন্মিলে তদ্দ্বারাই শ্রবণাদিলক্ষণ সাধনভক্তিযোগ প্রবর্ত্তিত হইয়া যায়। তৎপ্রবর্ত্তনে তাদৃশ ভক্তের শ্রীভগবৎস্বরূপাদি জ্ঞান এবং অন্যত্র বৈরাগ্যও আপনা হইতেই আসিয়া উপস্থিত হয়, তজ্জন্য পৃথক্ চেষ্টার প্রয়োজন থাকে না। অতএব যে ধর্ম্ম শ্রীভগবানের কথাদিতে রুচিরূপা ভক্তি উৎপাদন করিতে পারিল না, সে ধর্ম্ম পরধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হওয়াত দূরের কথা, তাহা বৃথাশ্রমজনক মাত্র। সেই ধর্ম্মের সম্যক্ অনুষ্ঠানেও কোন ফলই দেখা যায় না। কারণ, তত্তদ্ধর্ম্মজন্য অকিঞ্চিৎকর ফল ফলই নহে। প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্মের ফল স্বর্গাদিসুখ সকল ক্ষয়িষ্ণু। আবার নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্মের ফল যে জ্ঞান, তাহা সিদ্ধ হইলেও প্রকৃত পুরুষার্থের অর্থাৎ ভগবৎসাক্ষাৎকারের অসাধক বলিয়া অসাধ্য অর্থাৎ সাধনের অযোগ্য। বিশেষতঃ তাদৃশ জ্ঞানে অপরাধের সম্ভাবনাই অধিক। শ্রীভগবানের শক্তি অস্বীকার করা বা উহা আমারই শক্তি এইরূপ অভিমান করা, উভয়ই অপরাধের মধ্যে গণ্য। অবিচিন্ত্যমহাশক্তি শ্রীভগবানের চরণে অপরাধীর কষ্টলব্ধ জ্ঞানের ক্ষয় ও পুনঃ সংসারে পতন অবশ্যম্ভাবী। এ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণেরও অসদ্ভাব নাই। অধিকন্তু ভক্তি অন্যনিরপেক্ষ। ভক্তি কর্ম্মজ্ঞানাদির অপেক্ষা রাখেন না। কর্ম্ম জ্ঞান বা বৈরাগ্য আপনা হইতেই আগমনপূর্ব্বক ভক্তকে প্রেমালিঙ্গন প্রদান করিয়া থাকে। পক্ষান্তরে কি কর্ম্ম, কি জ্ঞান, কি বৈরাগ্য সকলেই ভক্তিমুখাপেক্ষী। ভক্তিবর্জ্জিত হইলে উহাদের কোনটিই সম্যক্ শোভা পায় না—স্থায়ী হইয়া অপরোক্ষানুভব উৎপাদন করিতে পারে না। অতএব ভক্তি যে ধর্ম্মের ফল সেই ধর্ম্মই সফল এবং সফল ধর্ম্মই পরধর্ম্ম। কেহ কেহ বলেন বটে, ধর্ম্মের ফল অর্থ,

অর্থের ফল কাম অর্থাৎ বিষযাভিলাষ, উহার ফল ইন্দ্রিয়প্রীতি, ইন্দ্রিয়প্রীতিব ফল আবাব ধর্ম্মাদিপরম্পবা; কিন্তু তাহা ঠিক নহে। অর্থ দ্বাবা অন্ন ধর্ম্ম লাভ হইতে পাবিলেও অপবর্গ লাভ হইতে পাবে না। অপবর্গশব্দে মুক্তিকে বুঝায়। নিশ্চলা ভগবদ্ভক্তিই আবাব মুক্তির প্রকৃত অর্থ। যে অর্থ কামাদিফল উৎপাদন কবে, তাহা কথনই ভক্তিফলক বলিয়া স্বীকৃত হইতে পাবে না। ভক্তিতে জীবনযাত্রানির্ব্বাহ পর্য্যন্ত কামই সেব্য, অধিক নহে। ঐ জীবন তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার জন্য—তত্ত্বজ্ঞানের জন্য। তত্ত্বজ্ঞান ভক্তিরই অবান্তর ফল। অদ্বয় জ্ঞানই তত্ত্ব। সত্য বটে, শাস্ত্রে ঐ তত্ত্বকে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান শব্দে অভিহিত করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহাতে তত্ত্বেব পার্থক্য সূচিত হয না। তত্ত্ব একই, প্রকাশাদি ভেদে সংজ্ঞাব ভেদমাত্র। শ্রদ্ধাযুক্ত, মননযোগ্যতা ও মননাভিনিবেশ সম্পন্ন মুনিগণ, সদ্‌গুরুর নিকট বেদান্তাদি শ্রবণ কবিতে কবিতে ভগবৎকথাদিতে যে রুচি জন্মে, সেই রুচি হইতে সমুৎপন্ন জ্ঞান ও বৈরাগ্য দ্বারা পবিষেবিত এবং ঐ রুচিবই পরাবস্থারূপ প্রেমলক্ষণা ভক্তি দ্বারা শুদ্ধচিত্তে স্বরূপশক্তি জীবশক্তি ও মাযাশক্তির আশ্রয়ভূত আত্মাকে নিজবাসনানুসাবে পৃথক্ অর্থাৎ ব্রহ্মাদিরূপে বা সর্ব্বশক্তিসমন্বিত শ্রীভগবদ্রূপেই দর্শন কবিযা থাকেন। অতএব বর্ণাশ্রমবিভাগানুসারে সম্যক্ অনুষ্ঠিত ধর্ম্মের শ্রীহরিতোষণই দুর্লভ ফল জানিতে হইবে। উহা অতিদুর্লভ হইলেও তদুদ্দেশে প্রযুক্ত স্বাভাবিক ধর্ম্ম হইতেও অর্থাৎ মানবের স্বাভাবিক কার্য্য হইতেও লাভ হইতে পাবে। এই নিমিত্ত নিত্য একমনে ভক্তপালক ভগবানেব শ্রবণ, কীর্ত্তন, ধ্যান ও পূজা করাই মানবের একান্ত কর্ত্তব্য। শ্রীভগবানের অনুধ্যান দ্বারাই বিবেকী ব্যক্তি সকল অহঙ্কারগ্রন্থিনিবন্ধন কর্ম্মপাশ ছেদন করিয়া থাকেন। পুণ্যতীর্থনিষেবণাদি দ্বাবা নিষ্পাপ ব্যক্তিব সাধুসঙ্গ ঘটিযা থাকে। সাধুসঙ্গে তদ্ধর্ম্মে শ্রদ্ধা জন্মে। শ্রদ্ধা হইতে শ্রবণেচ্ছা উৎপন্ন হয। শ্রবণেচ্ছা জন্মিলেই শ্রীভগবানেব কথাদিতে রুচি লাভ হইয়া থাকে। শ্রীভগবান স্বকথাশ্রবণকাবী ব্যক্তিব হৃদযস্থ হইয়া তত্রত্য বাসনা সকল বিনষ্ট কবিয়া থাকেন। এইরূপে বাসনা সকল সমূলে বিনষ্ট হইলে, শ্রীভগবানে নৈষ্ঠিকী অর্থাৎ নিশ্চলা ভক্তি হয। বাসনার বিনাশেই চিত্ত নির্ম্মল ও শুদ্ধসত্ত্বস্থ হইয়া ভগবৎসাক্ষাৎকাবযোগ্য হয়। এইরূপে ভগবদ্ভক্তিযোগ দ্বাবা প্রসন্নমনা অতএব মুক্তসঙ্গ ব্যক্তিব ভগবত্তত্ত্ব-বিজ্ঞান অর্থাৎ ভগবৎসাক্ষাৎকাব লাভ হইযা থাকে। সাক্ষাৎকার লাভ হইলেই সর্ব্বসংশয়ের উচ্ছেদ হইয়া যায়। শ্রবণ দ্বারা সমস্ত-জ্ঞেয়বস্তু-বিষয়ক

অসম্ভাবনার মনন দ্বারা তত্তদ্বস্তুবিষয়ক বিপরীতভাবনার উচ্ছেদ হইলেও নিদিধ্যাসন অর্থাৎ উপাসনা দ্বারা আত্মসাক্ষাৎকার ভিন্ন আত্মযোগ্যতাগত অসম্ভাবনা ও তদ্গত বিপরীতভাবনার উচ্ছেদ হয় না। আত্মসাক্ষাৎকার হইলে, উহাদেরও উচ্ছেদ হইয়া থাকে। আত্মসাক্ষাৎকার হইলে, কেবল সংশয়ের উচ্ছেদ নহে, পরন্তু অহঙ্কার ও তন্নিবন্ধন কর্ম্ম সকলেরও উচ্ছেদ হইয়া যায়। এই নিমিত্তই জ্ঞানিগণ পরমানন্দে ভগবান বাসুদেবে আত্মপ্রসাদনী ভক্তি করিয়া থাকেন। তত্ত্বদৃষ্টি পরিত্যাগ করিয়া উপাধিদৃষ্টিতে দর্শন করিলেও শ্রীবাসুদেবই একমাত্র উপাস্য হয়েন। কারণ, সত্ত্বগুণের অধিষ্ঠাতা বাসুদেবই সাক্ষাৎ এবং আত্ম-জ্ঞানোৎপাদন দ্বারা কৈবল্যপ্রদ হয়েন। ঘোরস্বভাব রজোগুণ এবং মূঢ়স্বভাব তমোগুণ হইতে শান্তস্বভাব সত্ত্বগুণেরই উৎকর্ষ স্বতঃসিদ্ধ ও শাস্ত্রসিদ্ধ। সত্ত্বগুণ সাক্ষাৎ ব্রহ্মাবির্ভাবের দ্বারভূত। শ্রীবাসুদেবেরই উপাস্যত্ব সম্বন্ধে সদাচারও দৃষ্ট হইয়া থাকে। পূর্ব্বকালে মুনিগণ ঐ বিশুদ্ধসত্ত্বমূর্ত্তি বাসুদেবেরই উপাসনা করিতেন। অতএব মহাজনের অনুবর্ত্তনই মঙ্গলকর। মুমুক্ষু ব্যক্তি সকল ঘোররূপ ভূতপতি সকলকে পরিত্যাগ করিয়া অথচ দেবতান্তরনিন্দারহিত হইয়া শান্ত শ্রীমন্নারায়ণেরই ভজন করিয়া থাকেন। যাঁহারা সকাম পুরুষ, তাঁহারাই পিতৃলোকাদির উপাসনা করিয়া থাকেন। অপরাপর দেবতা সকল সচরাচর মুমুক্ষুকেও বিভূতি প্রদান করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন, কিন্তু শ্রীভগবান বাসুদেব বিভূতিকাম ব্যক্তিকেও ক্রমশঃ নিবৃত্তির পথে লইয়া মুক্তি ও ভক্তি প্রদান করিয়া থাকেন। বেদ, বেদানুগত শাস্ত্র সকল, যজ্ঞ, ক্রিয়া, জ্ঞান, তপস্যা, ধর্ম্ম এবং স্বর্গাদিফলও বাসুদেবপরই জানিতে হইবে।" এই সূতোক্তির ন্যায় শুকনারদাদির উক্তি হইতেও উক্ত মতই পোষিত হইয়া থাকে। পুরাণা-ন্তরেও এই প্রকার অনেক কথা দেখিতে পাওয়া যায়। ফলতঃ, শ্রীহরি-তোষণার্থ অনুষ্ঠিত ধর্ম্মই যে পরধর্ম্ম এবং একমাত্র অনুষ্ঠেয়, তাহা সর্ব্ববাদি-সম্মত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই পরধর্ম্মই যে ভাগবত ধর্ম্ম, তাহাও স্থির জানা গেল॥ ৭॥

অহং কিল পুরানন্তং প্রজার্থো ভুবি মুক্তিদম্।
অপূজয়ং ন মোক্ষায় মোহিতো দেবমায়য়া॥ ৮॥

অহং কিল পুরা (পূর্ব্বজন্মনি) দেবমায়য়া মোহিতঃ (ভূত্বা) ভুবি প্রজার্থঃ (সন্) মুক্তিদম্ অনন্তম্ অপূজয়ং (পূজিতবান্) ন (তু) মোক্ষায় (অপি)॥ ৮॥

আমি পূর্ব্বজন্মে ভগবন্মায়ায় মোহিত হইয়া পৃথিবীতে পুত্রাভিলাষে মুক্তি দাতা অনন্তকে আরাধনা করিয়াছিলাম, মুক্তির নিমিত্ত তাঁহার আরাধনা করি নাই ॥ ৮ ॥

যথা বিচিত্রব্যসনাদ্ভবদ্ভির্বিশ্বতোভয়াৎ।

মুচ্যেম হ্যঞ্জসৈবাদ্ধা তথা নঃ শাধি সুব্রত ॥ ৯ ॥

(হে) সুব্রত। (অতএব) যথা বিচিত্রব্যসনাৎ বিশ্বতোভয়াৎ অঞ্জসা (সুখেন, অনায়াসেন) মুচ্যেমহি তথা অদ্ধা (সাক্ষাৎ, স্ফুটং) নঃ (অস্মান্) শাধি (শিক্ষয়) ॥ ৯ ॥

সুব্রত। অতএব এই বিবিধ দুঃখ-সমন্বিত সর্ব্বপ্রকারে ভয়সঙ্কুল সংসার হইতে যাহাতে অনায়াসে মুক্ত হইতে পারি, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ সুস্পষ্ট শিক্ষা প্রদান করুন ॥ ৯ ॥

শুক উবাচ।

রাজন্নেবং কৃতপ্রশ্নো বসুদেবেন ধীমতা।

প্রীতস্তমাহ দেবর্ষির্হরেঃ সংস্মারিতো গুণৈঃ ॥ ১০ ॥

শুকঃ উবাচ। (হে) রাজন্! ধীমতা বসুদেবেন এবং কৃতপ্রশ্নঃ দেবর্ষিঃ হরেঃ (বর্ণনীয়তয়া উপস্থিতৈঃ) গুণৈঃ (হরিং) সংস্মারিতঃ (অতএব) প্রীতঃ (সন্) তং (বসুদেবম্) আহ ॥ ১০ ॥

শুকদেব বলিলেন, রাজন্! ধীমান বসুদেব কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইলে, দেবর্ষি হরিগুণ-স্মরণে প্রীত হইয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন ॥ ১০ ॥

নারদ উবাচ।

সম্যগেতদ্ব্যবসিতং ভবতা ভরতর্ষভ।

যৎ পৃচ্ছসে ভাগবতান্ ধর্ম্মাংস্ত্বং বিশ্বভাবনান্ ॥ ১১ ॥

নারদঃ উবাচ। (হে) সাত্বতর্ষভ! যৎ ত্বং বিশ্বভাবনান্ (বিশ্বং ভাবয়ন্তি শোধয়ন্তি ইতি তান্) ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ পৃচ্ছসে (পৃচ্ছসি তৎ) এতৎ ভবতা সম্যক্ ব্যবসিতং (নিশ্চিতম্) ॥ ১১ ॥

নারদ বলিলেন, সাত্বতশ্রেষ্ঠ! আপনি যে বিশ্বশোধক ভাগবত ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিতেছেন, ইহা আপনার সম্যক্ নিশ্চয় করিয়াই করা হইয়াছে ॥ ১১ ॥

শ্রুতোঽনুপঠিতো ধ্যাত আদৃতো বানুমোদিতঃ।

সদ্যঃ পুনাতি সদ্ধর্ম্মো দেববিশ্বদ্রুহোঽপি হি ॥ ১২ ॥

সদ্ধর্ম্মঃ (ভাগবতঃ ধর্ম্মঃ) শ্রুতঃ (গুরুমুখাৎ শ্রবণবিষয়ীকৃতঃ) অনুপঠিতঃ (অনু শ্রবণানন্তরং স্বমুখেন পঠিতঃ) ধ্যাতঃ (মনসা চিন্তিতঃ) আদৃতঃ (আস্তিক্যবুদ্ধ্যা গৃহীতঃ) অনুমোদিতঃ (পরৈঃ ক্রিয়মাণঃ সংস্তুতঃ) বা দেব-বিশ্বদ্রুহঃ অপি সদ্যঃ পুনাতি হি ॥ ১২ ॥

ভাগবতধর্ম্ম শ্রুত অনুপঠিত চিন্তিত আদৃত ও অনুমোদিত হইয়া কি দেবদ্রোহী কি বিশ্বদ্রোহী সকলকেই সদ্যঃ পবিত্র করেন ॥ ১২ ॥

ত্বয়া পরমকল্যাণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ ।
স্মারিতো ভগবানদ্য দেবো নারায়ণো মম ॥ ১৩ ॥

(কিঞ্চ) পরমকল্যাণঃ (পরমানন্দস্বরূপঃ) পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ (পুণ্যে পুণ্যাবহে শ্রবণং কীর্ত্তনং চ যস্য সঃ) দেবঃ ভগবান নারায়ণঃ অদ্য ত্বয়া মম স্মারিতঃ ॥ ১৩ ॥

অদ্য আপনি পরমকল্যাণ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তন দেব ভগবান নারায়ণকে আমাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন ॥ ১৩ ॥

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্ ।
আর্ষভাণাঞ্চ সম্বাদং বিদেহস্য মহাত্মনঃ ॥ ১৪ ॥

অত্র (ভাগবদ্ধর্ম্মনির্ণয়ে) অপি আর্ষভাণাম (ঋষভপুত্রাণাং) মহাত্মন বিদেহস্য চ সম্বাদং (সম্বাদরূপম) ইমং (বক্ষ্যমাণং) পুরাতনম ইতিহাসম উদাহরন্তি (বৃদ্ধাঃ বর্ণয়ন্তি) ॥ ১৪ ॥

এই ভাগবতধর্ম্ম-নির্ণয়ে মহাত্মা বিদেহ ও ঋষভপুত্র নব যোগেন্দ্রের সংবাদরূপ একটি পুরাতন ইতিহাস কথিত হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

প্রিয়ব্রতো নাম সুতো মনোঃ স্বায়ম্ভুবস্য যঃ ।
তস্যাগ্নিধ্রস্ততো নাভিঃ ঋষভস্তৎসুতঃ স্মৃতঃ ॥ ১৫ ॥

স্বায়ম্ভুবস্য (স্বয়ম্ভূঃ ব্রহ্মা তৎপুত্রস্য) মনোঃ যঃ সুতঃ প্রিয়ব্রতঃ নাম (প্রসিদ্ধঃ) তস্য (সুতঃ) আগ্নীধ্রঃ ততঃ (তস্য সুতঃ) নাভিঃ তৎসুতঃ (নাভিসুতঃ) ঋষভঃ স্মৃতঃ (কথিতঃ) ॥ ১৫ ॥

স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র যে প্রিয়ব্রত ছিলেন, তাহার পুত্র আগ্নীধ্র, তাহার পুত্র নাভি, নাভির পুত্র ঋষভ ॥ ১৫ ॥

তমাহুর্বাসুদেবাংশং মোক্ষধর্ম্মবিবক্ষয়া ।
অবতীর্ণং সুতশতং তস্যাসীদ্বেদপারগম্ ॥ ১৬ ॥

তম ঋষভং মোক্ষধর্ম্মবিবক্ষয়া (মোক্ষধর্ম্মপ্রবর্ত্তনেচ্ছয়া) অবতীর্ণং বাসু-

দেবাংশম্ আহুঃ (বদন্তি)। তস্য (চ) বেদপারগং সুতশতম্ আসীৎ ॥ ১৬ ॥

ঋষিগণ সেই ঋষভকে মোক্ষধর্ম্ম-প্রবর্ত্তনেচ্ছায় অবতীর্ণ বাসুদেবের অংশ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ঐ ঋষভদেবের বেদপারগ একশত পুত্র ছিলেন ॥ ১৬ ॥

তেষাং বৈ ভরতো জ্যেষ্ঠো নারায়ণপরায়ণঃ।
বিখ্যাতং বর্ষমেতদ্‌যন্নাম্না ভারতমদ্ভুতম্ ॥ ১৭ ॥

তেষাং (শতসংখ্যাকানাম্ ঋষভপুত্রাণাং মধ্যে) জ্যেষ্ঠঃ (পুত্রঃ) ভরতঃ বৈ নারায়ণপরায়ণঃ (আসীৎ)। এতৎ (পূর্ব্বম্ অজনাভসংজ্ঞয়া বিখ্যাতম্ অপি) বর্ষং যন্নাম্না ভারতম্ (ইতি) অদ্ভুতং বিখ্যাতম্ (অভূৎ) ॥ ১৭ ॥

তাঁহাদিগের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ভরত নারায়ণপরায়ণ ছিলেন। এই অজনাভ বর্ষ তাঁহারই নামানুসারে ভারতবর্ষ বলিয়া বিখ্যাত হয় ॥ ১৭ ॥

স ভুক্তভোগাং ত্যক্ত্বেমাং নির্গতস্তপসা হরিম্।
উপাসীনস্তৎপদবীং লেভে বৈ জন্মভিস্ত্রিভিঃ ॥ ১৮ ॥

সঃ (ভরতঃ) ভুক্তভোগাং (ভুক্তঃ ভোগঃ যস্যাঃ তাম্) ইমাং (স্বধর্ম্মবর্ত্তিনীং ভূমিং) ত্যক্ত্বা (গৃহাৎ) নির্গতঃ হরিম্ উপাসীনঃ (ভজন্) ত্রিভিঃ জন্মভিঃ তৎপদবীং (তস্য হরেঃ পদবীং) লেভে ॥ ১৮ ॥

ভরত ভুক্তভোগা এই পৃথিবীকে ত্যাগ করিয়া গৃহ হইতে নির্গত হয়েন এবং তপস্যা দ্বারা শ্রীহরির উপাসনা করিয়া তিন জন্মে তৎপদবী প্রাপ্ত হয়েন ॥ ১৮ ॥

তেষাং নব নবদ্বীপপতয়োঽস্য সমন্ততঃ।
কর্ম্মতন্ত্রপ্রণেতার একাশীতির্দ্বিজাতয়ঃ ॥ ১৯ ॥

তেষাং (ভরতানুজানাম্ ঋষভপুত্রানাম্ একোনশতসংখ্যকানাং মধ্যে) নব (কুশাবর্ত্তেলাবর্ত্তব্রহ্মাবর্ত্তমলয়কেতুভদ্রসেনেন্দ্রস্পৃগ্‌বিদর্ভকীকটনামানঃ) অস্য (ভারতবর্ষস্য) নবদ্বীপপতয়ঃ (নব দ্বীপাঃ তেষাং দ্বীপানাং তত্তুল্যাভিধানানাং ভূখণ্ডানাম্ অধিপতয়ঃ) সমন্ততঃ (সমন্তাৎ বভূবুঃ)। একাশীতিঃ (পুত্রাঃ) কর্ম্মতন্ত্র-প্রণেতারঃ (কর্ম্মমার্গপ্রবর্ত্তকাঃ) দ্বিজাতয়ঃ (ব্রাহ্মণাঃ অভূবন্) ॥ ১৯ ॥

ভরতের অনুজ একোনশত ঋষভতনয়ের মধ্যে নয়জন এই ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ব্রহ্মাবর্ত্ত প্রভৃতি নবদ্বীপের অর্থাৎ দ্বীপাকৃতি ভূখণ্ডের অধিপতি হইয়াছিলেন। আর একাশীতি ঋষভপুত্র কর্ম্মমার্গ-প্রবর্ত্তক ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন ॥ ১৯ ॥

নবাভবন্মহাভাগা মুনয়ো হর্থশংসিনঃ।

শ্রমণা বাতবসনা আত্মবিদ্যাবিশারদাঃ ॥ ২০ ॥

(তেষাং মধ্যে) নব (পুত্রাঃ) হি (প্রসিদ্ধাঃ) মহাভাগাঃ (নিরতিশয়-পুণ্যবন্তঃ) অর্থশংসিনঃ (পরমার্থনিরূপকাঃ) শ্রমণাঃ (আত্মাভ্যাসকৃতশ্রমাঃ) বাতবসনাঃ (দিগম্বরাঃ) আত্মবিদ্যাবিশারদাঃ মুনয়ঃ অভবন্ ॥ ২০ ॥

অবশিষ্ট নয় পুত্র নিরতিশয়পুণ্যবন্ত পরমার্থনিরূপক আত্মবিদ্যাভ্যাসে কৃতশ্রম দিগম্বর আত্মবিদ্যাবিশারদ মুনি হইয়াছিলেন ॥ ২০ ॥

কবির্হবিরন্তরীক্ষঃ প্রবুদ্ধঃ পিপ্পলায়নঃ।

আবির্হোত্রোঽথ দ্রবিড়শ্চমসঃ করভাজনঃ ॥ ২১ ॥

কবিঃ হবিঃ অন্তরীক্ষঃ প্রবুদ্ধঃ পিপ্পলায়নঃ আবির্হোত্রঃ অথ দ্রবিড়ঃ চমসঃ করভাজনঃ (ইতি) ॥ ২১ ॥

তাহাদিগের নাম যথা; কবি, হবি, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবির্হোত্র, দ্রবিড়, চমস ও করভাজন ॥ ২১ ॥

ত এতে ভগবদ্রূপং বিশ্বং সদসদাত্মকম্।

আত্মনোঽব্যতিরেকেণ পশ্যন্তো ব্যচরন্মহীম্ ॥ ২২ ॥

তে এতে (মুনয়ঃ) সদসদাত্মকং স্থূলসূক্ষ্মরূপং বিশ্বং ভগবদ্রূপম্ আত্মনঃ অব্যতিরেকেণ (আত্মানম্ অপি তদনুগতং চ) পশ্যন্তঃ মহীং ব্যচরন্ ॥ ২২ ॥

সেই মুনিগণ স্থূলরূপ ও সূক্ষ্মরূপ এই বিশ্বকে আত্মা হইতে অভিন্ন ও ভগবদ্রূপ অর্থাৎ ভগবৎস্ফূর্ত্তির আশ্রয়স্বরূপে প্রত্যক্ষ করিয়া এই পৃথিবী পর্য্যটন করিয়াছিলেন ॥ ২২ ॥

অব্যাহতেষ্টগতয়ঃ সুরসিদ্ধসাধ্য-

গন্ধর্ব্বযক্ষনরকিন্নরনাগলোকান্।

মুক্তাশ্চরন্তি মুনিচারণভূতনাথ-

বিদ্যাধরদ্বিজগবাং ভুবনানি কামম্ ॥ ২৩ ॥

অব্যাহতেষ্টগতয়ঃ (অব্যাহতা অপ্রতিহতা ইষ্টা অভিপ্রেতা গতিঃ যেষাং তে মুনয়ঃ) মুক্তাঃ (অনাসক্তাঃ সন্তঃ) সুরসিদ্ধসাধ্যগন্ধর্ব্বযক্ষনরকিন্নরনাগলোকান্ মুনিচারণভূতনাথবিদ্যাধরদ্বিজগবাং ভুবনানি (চ) কামং (যথেষ্টং) চরন্তি ॥ ২৩ ॥

তাহাদিগের অভীষ্টগতি অব্যাহত ছিল। তাহারা অনাসক্ত হইয়া দেবলোক সিদ্ধলোক সাধ্যলোক গন্ধর্ব্বলোক যক্ষলোক নরলোক কিন্নরলোক নাগলোক

এবং মুনি, চারণ, ভূতনাথ, বিদ্যাধর, দ্বিজ ও গোগণের নিবাস সকলে যথেচ্ছ ভ্রমণ করিতেন ॥ ২৩ ॥

তে একদা নিমেঃ সত্রমুপজগ্মুর্যদৃচ্ছয়া।
বিতায়মানমৃষিভিরজনাভে মহাত্মনঃ ॥ ২৪ ॥

একদা তে (মুনয়ঃ) যদৃচ্ছয়া (অকস্মাৎ এব) অজনাভে (বর্ষে) ঋষিভিঃ বিতায়মানম্ (অনুষ্ঠীয়মানং) মহাত্মনঃ নিমেঃ সত্রম্ উপজগ্মুঃ ॥ ২৪ ॥

তাঁহারা একদা যদৃচ্ছাক্রমে এই অজনাভবর্ষে ঋষিগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠীয়মান মহাত্মা নিমির যজ্ঞে উপস্থিত হইলেন ॥ ২৪ ॥

তান্ দৃষ্ট্বা সূর্য্যসঙ্কাশান্ মহাভাগবতান্ নৃপ।
যজমানোঽগ্নয়ো বিপ্রাঃ সর্ব্ব এবোপতস্থিরে ॥ ২৫ ॥

(হে) নৃপ! মহাভাগবতান্ সূর্য্যসঙ্কাশান্ তান্ (মুনীন্) দৃষ্ট্বা যজমানঃ (নিমিঃ) অগ্নয়ঃ (আহবনীয়াদয়ঃ মূর্ত্তিধরাঃ) বিপ্রাঃ (ঋত্বিজঃ চ) সর্ব্বে এব উপতস্থিরে (প্রত্যুত্থিতবন্তঃ) ॥ ২৫ ॥

রাজন্! মহাভাগবত সূর্য্যসদৃশতেজস্বী সেই মুনিদিগকে দর্শন করিয়া যজমান আহবনীয়াদি অগ্নি সকল ও ব্রাহ্মণগণ সকলেই প্রত্যুত্থান করিলেন ॥ ২৫ ॥

বিদেহস্তানভিপ্রেত্য নারায়ণপরায়ণান্।
প্রীতঃ সংপূজয়াঞ্চক্রে আসনস্থান্ যথার্হতঃ ॥ ২৬ ॥

বিদেহঃ (নিমিঃ) তান্ (মুনীন্) নারায়ণপরায়ণান্ অভিপ্রেত্য (জ্ঞাত্বা) প্রীতঃ (সন্) আসনস্থান্ (কৃত্বা) যথার্হতঃ (যথোচিতং) সংপূজয়াঞ্চক্রে ॥ ২৬ ॥

বিদেহ নিমি তাঁহাদিগকে নারায়ণপরায়ণ জানিয়া প্রীতচিত্তে আসনে উপবেশন করাইয়া যথোচিত পূজা করিলেন ॥ ২৬ ॥

তান্ রোচমানান্ স্বরুচা ব্রহ্মপুত্রোপমান্ নব।
পপ্রচ্ছ পরমপ্রীতঃ প্রশ্রয়াবনতো নৃপঃ ॥ ২৭ ॥

স্বরুচা (স্বকান্ত্যা এব) রোচমানান্ (শোভমানান্) ব্রহ্মপুত্রোপমান্ (সনকাদিতুল্যান্) তান্ নব (মুনীন্ দৃষ্ট্বা) পরমপ্রীতঃ নৃপঃ প্রশ্রয়াবনতঃ (প্রশ্রয়েণ বিনয়েন অবনতঃ সন্) পপ্রচ্ছ ॥ ২৭ ॥

স্বীয় স্বীয় কান্তিতে শোভমান ব্রহ্মপুত্রোপম সেই নবজন মুনিকে দর্শন করিয়া পরম প্রীত নিমি রাজা সবিনয়ে প্রণতিপুরঃসর জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ২৭ ॥

বিদেহ উবাচ।

মন্যে ভগবতঃ সাক্ষাৎ পার্ষদান্ বো মধুদ্বিষঃ।
বিষ্ণোর্ভূতানি লোকানাং পাবনায় চরন্তি হি ॥ ২৮ ॥

বিদেহঃ উবাচ। বঃ (যুষ্মান্) সাক্ষাৎ মধুদ্বিষঃ ভগবতঃ পার্ষদান্ মন্যে। বিষ্ণোঃ ভূতানি (জনাঃ, পার্ষদাঃ) লোকানাং পাবনায় (পবিত্রীকরণায়) চরন্তি হি ॥ ২৮ ॥

নিমি রাজা বলিলেন, আপনাদিগকে সাক্ষাৎ মধুসূদন ভগবানের পার্ষদ বলিয়াই বিবেচনা করিতেছি। বিষ্ণুপার্ষদগণ লোক সকলকে পবিত্র করিবার নিমিত্ত পৃথিবীতে বিচরণ করিয়া থাকেন ॥ ২৮ ॥

দুর্লভো মানুষো দেহো দেহিনাং ক্ষণভঙ্গুরঃ।
তত্রাপি দুর্লভং মন্যে বৈকুণ্ঠপ্রিয়দর্শনম্ ॥ ২৯ ॥

দেহিনাং (দেহধারিণাং জীবানাং) ক্ষণভঙ্গুরঃ (অপি) মানুষঃ দেহঃ দুর্লভঃ। তত্র অপি (জন্মনি) বৈকুণ্ঠপ্রিয়দর্শনং দুর্লভং মন্যে ॥ ২৯ ॥

দেহধারিগণের সম্বন্ধে ক্ষণভঙ্গুর হইলেও এই মানবদেহ দুর্লভ। মানবদেহেও আবার বৈকুণ্ঠনাথের প্রিয়ভক্তের দর্শন আরও দুর্লভ বোধ করি ॥ ২৯ ॥

অত আত্যন্তিকং ক্ষেমং পৃচ্ছামো ভবতোঽনঘাঃ।
সংসারেঽস্মিন্ ক্ষণার্দ্ধোঽপি সৎসঙ্গঃ সেবধির্নৃণাম্ ॥ ৩০ ॥

অতঃ (পুনঃ ভবদ্দর্শনস্য দুর্লভত্বাৎ) (হে) অনঘাঃ! আত্যন্তিকং (নিরতিশয়) ক্ষেমং ভবতঃ পৃচ্ছামঃ। অস্মিন্ সংসারে ক্ষণার্দ্ধঃ (ক্ষণকালভবঃ) অপি সৎসঙ্গঃ নৃণাং সেবধিঃ (সর্ব্বাভীষ্টদঃ নিধিঃ) ॥ ৩০ ॥

ভগবদ্ভক্তের দর্শন অতি দুর্লভ বলিয়াই, অনঘ ঋষিগণ। আপনাদিগের নিকট নিরতিশয় মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিতেছি। এই সংসারে ক্ষণার্দ্ধও সাধুসঙ্গ মনুষ্যগণের সর্ব্বাভীষ্টদ নিধিস্বরূপ ॥ ৩০ ॥

ধর্ম্মান্ ভাগবতান্ ব্রূত যদি নঃ শ্রুতয়ে ক্ষমম্।
যৈঃ প্রসন্নঃ প্রপন্নায় দাস্যত্যাত্মানমপ্যজঃ ॥ ৩১ ॥

যৈঃ (ধর্ম্মৈঃ) প্রসন্নঃ (সন্) অজঃ ভগবান্ প্রপন্নায় (শরণাগতায় জনায়) আত্মানম্ অপি দাস্যতি (তান্) ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ ব্রূত যদি নঃ (অস্মাকং) শ্রুতয়ে (শ্রবণায়) ক্ষমং (যোগ্যং ভবতি) ॥ ৩১ ॥

যে ধর্ম্ম দ্বারা প্রসন্ন হইয়া অজ ভগবান শরণাগত জনকে আপনাকেও দান করিয়া থাকেন, যদি আমাদিগের শ্রবণের যোগ্য হয়, তবে সেই ভাগবত ধর্ম্ম বলুন ॥ ৩১ ॥

কবিরুবাচ।

এবং তে নিমিনা পৃষ্টা বসুদেব মহত্তমাঃ।
প্রতিপূজ্যাব্রুবন্ প্রীত্যা সসদস্যর্ত্বিজং নৃপম্ ॥ ৩২ ॥

নারদঃ উবাচ। (হে) বসুদেব! এবং নিমিনা পৃষ্টাঃ তে মুনয়ঃ সসদস্যর্ত্বিজং (সদস্যৈঃ সভ্যৈঃ ঋত্বিগ্‌ভিঃ চ সহ বর্ত্তমানং) নৃপং (নিমিং) প্রীত্যা প্রতিপূজ্য (সৎকৃত্য) অব্রুবন্ ॥ ৩২ ॥

নারদ বলিলেন, বসুদেব! এই প্রকারে নিমি রাজা কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া, সেই মুনিগণ সভ্য ও ঋত্বিক্ সকলের সহিত রাজাকে প্রীতিসহকারে প্রতিসৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ৩২ ॥

মন্যেঽকুতশ্চিদ্ভয়মচ্যুতস্য পাদাম্বুজোপাসনমত্র নিত্যম্।
উদ্বিগ্নবুদ্ধেরসদাত্মভাবাৎ বিশ্বাত্মনা যত্র নিবর্ত্ততে ভীঃ ॥৩৩॥

কবিঃ উবাচ। অত্র (সংসারে) অসদাত্মভাবাৎ (অসতি প্রাকৃতত্বাৎ বিনশ্বরত্বেন অতিতুচ্ছে দেহেন্দ্রিয়াদিসঙ্ঘাতে আত্মভাবাৎ আত্মাভিমানাৎ) নিত্যং (সর্ব্বদা) উদ্বিগ্নবুদ্ধেঃ (উদ্বিগ্না আধ্যাত্মিকাদিতাপত্রয়েণ সমাকুলা ভীতা বুদ্ধিঃ যস্য তস্য পুংসঃ) অচ্যুতস্য (স্বরূপতঃ গুণতঃ চ স্বয়ং চ্যুতিরহিতস্য আশ্রিতচ্যুতিনিবর্ত্তকস্য চ) পাদাম্বুজোপাসনং (পাদপদ্মভজনম্) অকুতশ্চিদ্ভয়ং (ন কুতশ্চিৎ অপি কালকর্ম্মস্বভাবাদিভ্যঃ ভয়ং যস্মাৎ তৎ সর্ব্বভয়নিবর্ত্তকম্ অহং) মন্যে। যত্র (যস্মিন্ উপাসনে কৃতে সতি) বিশ্বাত্মনা (সর্ব্বথা, নিঃশেষং) ভীঃ (ভয়ং) নিবর্ত্ততে (ইতি) ॥ ৩৩ ॥

কবি বলিলেন, এই সংসারে অসৎ অর্থাৎ বিনশ্বর বলিয়া তুচ্ছ যে দেহেন্দ্রিয়াদি তাহাতে আত্মাভিমান বশতঃ সর্ব্বদা উদ্বিগ্নবুদ্ধি পুরুষের সম্বন্ধে অচ্যুত ভগবানের পাদপদ্মসেবাই সর্ব্বভয়ের নিবর্ত্তক বিবেচনা করি। কারণ, ঐ যে সেবা অর্থাৎ উপাসনা তাহাতেই নিঃশেষে ভয়ের নিবৃত্তি হইয়া থাকে ॥ ৩৩ ॥

"এই সংসারে" ইত্যাদি। অসৎ শব্দের অর্থ যাহা থাকে না। ন না, সৎ থাকে, এই ব্যুৎপত্তি হইতেই অসৎ শব্দের যাহা থাকে না, এই অর্থ পাওয়া যায়। থাকে কি?—আত্মা। থাকে না কি?—দেহেন্দ্রিয়াদি। অতএব অসৎ শব্দের অর্থ দেহেন্দ্রিয়াদি। আত্মার স্বভাব অবিনশ্বরত্ব; দেহেন্দ্রিয়াদির

স্বভাব নশ্বরতা। আত্মা অবিনশ্বর বলিয়াই সদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকেন। দেহেন্দ্রিয়াদি নশ্বর বলিয়াই সেরূপ থাকে না। আত্মা স্বয়ং অপ্রত্যক্ষ বস্তু। আত্মাকে কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করা যায় না। আত্মার অভাবে জ্ঞান, জ্ঞানের শ্রেণীবিভাগ, অহঙ্কার, অতীতের স্মৃতি ও ভবিষ্যতের আশা, এবং মনোরথ স্বপ্ন বা সুষুপ্তি-সুখ ইহাদের কোনটিই সম্ভব হয় না, এই প্রকার শাস্ত্রানুমোদিত বিচারবুদ্ধি দ্বারা আত্মার অস্তিত্ব অনুমিত হইয়া থাকে। আত্মা যখন ইন্দ্রিয়গম্য নহেন, তখন উহার অবিনশ্বরতাও প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। উহার অবিনশ্বরতা অনুমানাদি দ্বারাই অবগত হওয়া যায়। দেহেন্দ্রিয়াদি কিন্তু প্রত্যক্ষ বস্তু। অতএব উহাদের নশ্বরতাও প্রত্যক্ষসিদ্ধ। দেহেন্দ্রিয়াদির যে নাশ হইতেছে, তাহা আমরা সদাই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। আত্মা অপ্রত্যক্ষ বলিয়া তৎসম্বন্ধে লোকের নানা ভ্রম ঘটে। দেহেন্দ্রিয়াদিতে আত্মত্ববুদ্ধি লোকের একটি সাধারণ ভ্রম। আত্মা দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে পৃথক্ পদার্থ; কিন্তু লোকে মনে করেন যে, দেহেন্দ্রিয়াদিই আত্মা। ঐ ভ্রমই আত্মাভিমানের মূল, অর্থাৎ উহা হইতেই মানবের দেহেন্দ্রিয়াদিতে আত্মাভিমান জন্মিয়া থাকে। দেহেন্দ্রিয়াদিতে আত্মাভিমান জন্মিলে, চিত্ত সদাই উদ্বিগ্ন হয়। দেহ স্বভাবতঃ আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়ের অধীন। শারীর ও মানস তাপের নাম আধ্যাত্মিক তাপ। গ্রহাদি-বৈগুণ্যজন্য তাপের নাম আধিদৈবিক তাপ, এবং ভূতগ্রাম হইতে অর্থাৎ জীবসমূহ হইতে উত্থিত তাপের নাম আধিভৌতিক তাপ। এই তিনটি তাপই দেহকে অধিকার করিয়া থাকে। কিন্তু মায়ামোহিত মানব "দেহই আমি" এইরূপ ভ্রমবশতঃ দেহের তাপত্রয়কে আমারই তাপ বিবেচনা করিয়া তজ্জন্য সদাই উদ্বিগ্ন থাকেন, সদাই ভীত থাকেন। কোন্ সময়, কোন্ তাপ আইসে, আসিলেই বা কিরূপে তাহা হইতে মুক্তি পাওয়া যায়, এই চিন্তা এই ভয় আর তাহার যায় না। ইহার নিমিত্ত তিনি কত শত উপায় অবলম্বন করিতেছেন, কিন্তু কিছুতেই ঐ চিন্তার ঐ ভয়ের নিবারণ হইতেছে না। ইহলোকের ত কথাই নাই, পরলোকেও ঐ উদ্বেগের বিনিবৃত্তি দেখা যায় না। ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত দৃষ্টি করুন, সেখানেও উদ্বেগ রহিয়াছে। তবে কি মানব নিরুপায়?—না। ঐ উদ্বেগ নিবারণের উপায় আছে। যাঁহাদিগের চ্যুতি অর্থাৎ পতন আছে, তাঁহাদের আশ্রয় গ্রহণে উহার নিবারণ হয় না, কিন্তু যিনি স্বয়ং অচ্যুত, যাঁহার কোনরূপ চ্যুতি নাই, সেই শ্রীভগবানের পাদপদ্মের উপাসনা অর্থাৎ সেবা করিলেই সকল উদ্বেগের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। শ্রীভগবানের

পাদপদ্মসেবাই একমাত্র অকুতোভয়। আমাদিগের বিবেচনায় শ্রীভগবানের পাদপদ্মসেবাই আত্যন্তিক মঙ্গলবিধান করিয়া থাকে।

যে দেহাত্মাভিমান মানবের সকল ভয়ের সকল অমঙ্গলের মূল, তাহা বিশেষরূপে বিবৃত হওয়া উচিত। বিশেষ বিবরণ ভিন্ন উহা কাহারও হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে না। অতএব এক্ষণে দেহ আত্মা ও তদভিমান পৃথক্ পৃথক্ বিবৃত হইতেছে।

গুণময়ী মায়ার গুণপরিণামই দেহ। মায়ার গুণ তিনটি; সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। অতএব দেহও সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই গুণত্রয়ের পরিণাম। উক্ত গুণত্রয় সদা সম্মিলিত থাকিলেও উহাদের এক একটির প্রাধান্যে দেহও তিনটি উক্ত হইয়া থাকে। যে দেহে সত্ত্বগুণের প্রাধান্য, তাহার নাম কারণশরীর। যে দেহে রজোগুণের প্রাধান্য, তাহার নাম সূক্ষ্মশরীর। এবং যে দেহে তমোগুণের প্রাধান্য, তাহার নাম স্থূলশরীর। সত্ত্বগুণের স্বভাব প্রকাশ। অতএব সত্ত্বগুণপ্রধান কারণশরীরে প্রকাশধর্ম্ম দৃষ্ট হইয়া থাকে। রজোগুণের স্বভাব প্রবৃত্তি। অতএব রজোগুণপ্রধান সূক্ষ্মশরীরে প্রবৃত্তিধর্ম্ম দৃষ্ট হইয়া থাকে। আর তমোগুণের স্বভাব মূঢ়তা। অতএব তমোগুণপ্রধান স্থূলশরীরে মূঢ়তা-ধর্ম্ম অর্থাৎ জড়তা নিবৃত্তি বা অপ্রকাশ প্রভৃতি ধর্ম্ম দৃষ্ট হইয়া থাকে। উক্ত ত্রিবিধ শরীরই জড়পদার্থ এবং আত্মার শক্তির অভিব্যক্তির অর্থাৎ প্রকাশের স্থান। আত্মার তিনটি শক্তি; জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়া। তন্মধ্যে কারণশরীর আত্মার জ্ঞানশক্তির অভিব্যক্তির স্থান এবং সূক্ষ্মশরীর ইচ্ছাশক্তির ও স্থূলশরীর ক্রিয়াশক্তির অভিব্যক্তির স্থান। শরীরত্রয়ের নিজের জ্ঞান, ইচ্ছা বা ক্রিয়া কিছুই নাই। আত্মার জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির অভিব্যক্তিতেই শরীর সকলকে জ্ঞান-ইচ্ছা-ক্রিয়াশক্তি-বিশিষ্টরূপে প্রতীতি হইয়া থাকে। এই প্রতীতিই দেহাত্মবাদের ও মায়াবাদের মূল। জ্ঞানেচ্ছাক্রিয়াশক্তিসম্পন্ন আত্মা ঐ সকল শক্তির অভিব্যক্তিস্থান যে দেহ তদ্ব্যতিরেকে অভিব্যক্ত হয়েন না বলিয়া এবং দেহে আত্মার ঐ সকল শক্তির অভিব্যক্তিতে দেহকেই তত্তচ্ছক্তি-সম্পন্নরূপে প্রতীতি হয় বলিয়াই দেহাত্মবাদী দেহাতিরিক্ত আত্মা দেখিতে পান না। মায়াবাদীরও ভ্রমের কারণ উহাই। এ সংসারে এমন কোন পদার্থই দেখিতে পাওয়া যায় না, যাহাতে জ্ঞান ইচ্ছা বা ক্রিয়ার কিছু না কিছু আভাস পাওয়া যায় না। জ্ঞান, ইচ্ছা বা ক্রিয়া নাই যাহাতে এমন কোন জড়বস্তুর স্বতন্ত্র সত্তা দৃষ্ট হয় না বলিয়াই মায়াবাদী বিশ্বাতিরিক্ত আত্মার বা

আত্মাতিরিক্ত বিশ্বের ভাব উপলব্ধি করিতে পাবেন না। যাহা হউক, জড় ও আত্মা এই দুইটির কোনটিই অলীক পদার্থ নহে। উভয়েরই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। সত্য বটে, সংসারদশায় আত্মাকে জড়দেহ হইতে এবং জড়দেহকে আত্মা হইতে পৃথক্ করা যায় না; সত্য বটে, সংসারে দেহরহিত আত্মা ও আত্মাশূন্য দেহ অলীক কথা, সত্য বটে, যেখানে দেহ, সেইখানেই আত্মা, যেখানে আত্মা, সেইখানেই দেহ, কিন্তু উহাদেব উভয়েবই অস্তিত্বের অপলাপ কবা যায় না। ধর্ম্মগত পার্থক্যই উভয়েব স্বতন্ত্র অস্তিত্ব পবিব্যক্ত করিতেছে। আত্মাব ধর্ম্ম শক্তি দ্বারা অভিব্যক্ত হওয়া এবং দেহেব ধর্ম্ম ঐ অভিব্যক্তির সাহায্য কবা। আত্মা পুরুষ, দেহ প্রকৃতি। আত্মা নিজের স্বরূপশক্তি দ্বারা স্বয়ং অভিব্যক্ত হয়েন এবং ঐ অভিব্যক্তিব আশ্রয়ভূতা প্রকৃতিকেও অভিব্যক্ত করিয়া থাকেন। প্রকৃতি আত্মাব অভিব্যক্তিস্থান। আত্মা নাম, প্রকৃতি উহাব রূপ।

ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার প্রথম পবিণাম মহত্তত্ত্ব। মহত্তত্ত্ব শব্দে বুদ্ধিতত্ত্ব বোধিত হয়। বুদ্ধিতত্ত্বেব বা মহত্তত্ত্বের পবিণামই অহঙ্কাবতত্ত্ব। অহঙ্কাবতত্ত্ব সত্ত্বাদি-গুণভেদে ত্রিবিধ; সাত্ত্বিক অহঙ্কার, বাজস অহঙ্কার ও তামস অহঙ্কার। গুণ-ত্রয়ের সত্ত্বাংশ হইতে সমুৎপন্ন অহঙ্কারেব নাম সাত্ত্বিক অহঙ্কার; রজঃ-অংশ হইতে উৎপন্ন অহঙ্কারেব নাম বাজস অহঙ্কাব, এবং তমঃ-অংশ হইতে উৎপন্ন অহঙ্কারের নাম তামস অহঙ্কাব। তন্মধ্যে সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে মন ও দেবতা সকল, বাজস অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয়সমূহ এবং তামস অহঙ্কার হইতে ভৌতিক পরমাণু সকল উৎপন্ন হইয়াছে। মনের চারিটি বৃত্তি; সঙ্কল্পবিকল্পাত্মিকা অভিমানাত্মিকা ও নিশ্চয়াত্মিকা। সঙ্কল্পবিকল্পাত্মিকা মনোবৃত্তিকে মন, অনু-সন্ধানাত্মিকা মনোবৃত্তিকে চিত্ত, অভিমানাত্মিকা মনোবৃত্তিকে অহঙ্কার এবং নিশ্চয়াত্মিকা মনোবৃত্তিকে বুদ্ধি বলা হইয়া থাকে। আত্মাব জ্ঞানশক্তি ঐ নিশ্চয়াত্মিকা মনোবৃত্তিব সহিত তাদাত্ম্যাপন্ন অর্থাৎ মিলিত হইয়া বা একীভূত হইয়া জ্ঞানেন্দ্রিয়দ্বাবে জ্ঞানরূপে এবং ইচ্ছাশক্তি অবশিষ্ট ত্রিবিধ মনোবৃত্তির সহিত তাদাত্ম্যাপন্ন হইয়া কর্ম্মেন্দ্রিয়দ্বাবে ক্রিয়ারূপে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। বেদান্তশাস্ত্রে মায়াকে জীবের কারণশরীর বা আনন্দময় কোষ বলেন। আর নিশ্চয়াত্মিকা ও অভিমানাত্মিকা মনোবৃত্তি এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চক, অনুসন্ধানাত্মিকা ও সঙ্কল্পবিকল্পাত্মিকা মনোবৃত্তি ও কর্ম্মেন্দ্রিকপঞ্চক, পঞ্চপ্রাণ ইহাদিগকে সূক্ষ্ম-শরীব বলিয়া থাকেন। তন্মধ্যে নিশ্চয়াত্মিকা মনোবৃত্তি, অভিমানাত্মিকা

মনোবৃত্তি ও জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটিকে বিজ্ঞানময় কোষ এবং অনুসন্ধানাত্মিকা মনোবৃত্তি, সঙ্কল্পবিকল্পাত্মিকা মনোবৃত্তি ও কর্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচটিকে মনোময় কোষ বলা হয়, এবং প্রাণপঞ্চককে প্রাণময় কোষ বলা হয়। অন্নময় কোষ এই স্থূলশরীরেরই নামান্তর। স্থূলশরীরের যে আর একটি প্রতিরূপ দেহ শ্রবণ করা যায়, তাহার নাম আতিবাহিক দেহ।

পিতৃমাতৃভুক্ত অন্ন বা অন্নের বিকার হইতে উৎপন্ন এবং উৎপত্তির পর ভুক্ত অন্ন দ্বারা পোষিত হয় বলিয়াই স্থূলশরীরকে অন্নময় বলা হয়, এবং জড়স্বভাব ঐ শরীর দ্বারা আত্মস্বরূপ সমাবৃত থাকে বলিয়াই উহাকে কোষ বলা হয়। অনুবীক্ষণ যন্ত্রের লক্ষ্য ক্ষুদ্রতম অতি নিকৃষ্ট জীব হইতে উৎকৃষ্ট জীব মানব পর্য্যন্ত সকল জীবেরই এক একটি অন্নময় কোষ আছে। এই অন্নময় কোষই মানবের প্রাকৃতিক আবরণের শেষ সীমা এবং মানবাত্মার ক্রিয়াশক্তির ও ভোক্তৃত্ব ধর্ম্মের অভিব্যক্তির স্থান। এই অন্নময় কোষের সাহায্যেই মানব স্বভোগ্য বাহ্য বিষয় সকলকে যথাক্রমে গ্রহণ করিয়া থাকেন। বাহ্য বস্তু সকল নিজ নিজ স্বভাব অনুসারে ইন্দ্রিয়সংযুক্ত হইলেই অর্থাৎ রূপবৎ বস্তু রূপ দ্বারা, রসবৎ বস্তু রস দ্বারা, গন্ধবৎ বস্তু গন্ধ দ্বারা, স্পর্শবৎ বস্তু স্পর্শ দ্বারা ও শব্দবৎ বস্তু শব্দ দ্বারা ইন্দ্রিয় সকলকে আকর্ষণ পূর্ব্বক বিষয়োন্মুখ করিলেই উহারা ঐ সকল বস্তুর প্রতিকৃতি গ্রহণ করিয়া আত্মার ক্রিয়াশক্তির আশ্রয়ভূত প্রাণ দ্বারা উহাকে সঞ্চয়ের নিমিত্ত মনোময় কোষে প্রেরণ করে; অর্থাৎ যে বস্তু নিজের যে ধর্ম্ম দ্বারা যে ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হইল, সেই ইন্দ্রিয় স্বকীয় ক্রিয়াবিশেষ দ্বারা সেই বস্তুর সেই ধর্ম্মের আকারে আকারিত হইলেই প্রাণ তৎক্ষণাৎ ঐ তদাকারাকারিত ভাবটিকে লইয়া মনোময় কোষে অর্পণ করে। বিষয়প্রবণ মনও তৎক্ষণাৎ তাহা গ্রহণ করিয়া থাকে; অর্থাৎ মনোবৃত্তিও তৎক্ষণাৎ তদাকারে আকারিত হইয়া যায়। মন বিষয়ান্তরে অভিনিবিষ্ট থাকিলে, ইন্দ্রিয়ের বিষয়াকারে আকারিত হওয়াতেই কার্য্যের শেষ হইল; কারণ, প্রাণ ইন্দ্রিয়গত প্রতিকৃতিকে মনে অর্পণ করিতে পারিল না, সুতরাং মনও তদাকারে আকারিত হইতে পারিল না, অতএব মনের বিষয়-গ্রহণও সম্পন্ন হইল না। এই নিমিত্ত বিষয়গ্রহণে মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও বাহ্য বিষয় এই চারিটিরই ব্যুত্থানের অর্থাৎ জাগরণের প্রয়োজন। এই চারিটির মধ্যে কোন একটি কোন কারণে নিরুদ্ধ অর্থাৎ নিদ্রিত হইলেই বিষয়গ্রহণ ঘটে না। মনঃশক্তি, প্রাণশক্তি, ইন্দ্রিয়শক্তি বা বিষয়শক্তির মধ্যে

কোন একটি শক্তি নিরুদ্ধ হইলে, তাহাকে অন্তভূমিস্থ বলা হইয়া থাকে। উহাদের কোন একটি অন্তভূমিস্থ হইলেই বিষয়গ্রহণ-কার্য্য ব্যর্থ হইয়া যায়। অতএব বিষয়গ্রহণে উহাদের চারিটিরই সমভূমিকত্বের প্রয়োজন। তৈজস পরমাণুবিশেষের রূপ, জলীয় পরমাণুবিশেষের রস, পার্থিব পরমাণুবিশেষের গন্ধ এবং আকাশীয় পরমাণুবিশেষের শব্দ নিরুদ্ধ অবস্থায় অন্তভূমিতে অবস্থান করে বলিয়াই আমরা অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যতিরেকে তৈজস পরমাণুর রূপ, হরিতকী ব্যতিরেকে জলীয় পরমাণুর রস, দাহন ব্যতিরেকে পাষাণের গন্ধ, বারিশীকর-সংযোগ ব্যতিরেকে বায়ুর স্পর্শ এবং অভিঘাত ব্যতিরেকে আকাশের শব্দ গ্রহণ করিতে পারি না। প্রাণ বস্তুর যে প্রতিকৃতিকে লইয়া মনে অর্পণ করে, ঐ প্রতিকৃতি, আমরা প্রতিকৃতি বলিলে, সচরাচর যাহা বুঝি, তাহা নহে, অর্থাৎ উহা কোনরূপ বস্তু নহে; পরন্তু বস্তুর প্রতিরূপ মাত্র। মনঃশক্তি ও বস্তুশক্তির সামানাধিকরণ্য অর্থাৎ এক অধিকরণে বা স্থানে উপস্থিতি দ্বারা জ্ঞানকে উদ্বোধিত করে এমন যে ক্রিয়াত্মক কারণবিশেষ, তাহাই প্রতিকৃতি শব্দের অর্থ। অতএব মনের ও বস্তুর এক ভূমিতে উপস্থিতি ব্যতিরেকে ঐ জ্ঞান উদ্বোধিত হয় না, ইহা স্থির। মন বস্তুকে গ্রহণ করে, বস্তু মনকে আত্মসমর্পণ করে। প্রাণ এবং ইন্দ্রিয় উহাদের তত্তৎকার্য্যের সহায়। প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের সহায়তা ভিন্ন বিষয়গ্রহণ সম্ভব হয় না। অতএব অন্নময় কোষের ন্যায় প্রাণময় কোষের অস্তিত্বেও জীবের জাগ্রদবস্থা এবং প্রত্যক্ষই প্রমাণ।

প্রত্যেক পরমাণুকেই এক একটি স্বতন্ত্র অন্নময় কোষ বলা যাইতে পারে। কারণ, এই জগতে এমন একটি পরমাণুই দৃষ্টিগোচর হয় না, যাহাতে কিছু না কিছু চেতনক্রিয়া, অর্থাৎ উহার অভ্যন্তরে চিৎশক্তি থাকিলে যাদৃশী ক্রিয়া সম্ভব হয় তাদৃশী ক্রিয়া, লক্ষিত না হয়। পরমাণুমাত্রই ক্রিয়াশক্তির নিদর্শন। ঐ জীবাত্মার অস্তিত্ববোধিকা ক্রিয়াশক্তিই অর্থাৎ আকর্ষণ-বিকর্ষণ-শক্তিই পরমাণু সকলকে বিভিন্ন আকার ধারণ করাইতেছে। ঐ সকল সংশ্লিষ্ট আকার আবার নিয়ত উন্নতিমুখ। পরমাণুপুঞ্জের আকারের ক্রমোন্নতিতেই পর পর উৎকৃষ্ট জীবদেহ সকল নির্ম্মিত হইতেছে। ক্রমোন্নত খনিজ দেহের পরমাণুপুঞ্জ উদ্ভিজ্জদেহ, উদ্ভিজ্জদেহের পরমাণুপুঞ্জ স্বেদজদেহ, স্বেদজদেহের পরমাণুপুঞ্জ অণ্ডজদেহ এবং অণ্ডজদেহের পরমাণুপুঞ্জ জরায়ুজ দেহ ধারণ পূর্ব্বক মানবাত্মার ভোগস্থান হইতেছে। মানবদেহ জরায়ু। জরায়ু অর্থাৎ গর্ভবেষ্টন চর্ম্ম-বিশেষের মধ্যে জন্ম হয় বলিয়াই মানবদেহকে জরায়ুজ দেহ বলা হইয়া থাকে।

এই জরায়ুজ মানবদেহে দুইপ্রকার ক্রিয়াশক্তি লক্ষিত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে একটি ব্যষ্টি ক্রিয়াশক্তি অর্থাৎ দেহাবয়বভূত পরমাণু সমূহের পৃথক্ পৃথক্ ক্রিয়াশক্তি এবং অপরটি সমষ্টি ক্রিয়াশক্তি অর্থাৎ সমস্ত দেহের ক্রিয়া-শক্তি। অতএব সমস্ত দেহের ক্রিয়াশক্তিটি সমস্ত দেহের অভিমানী মানবাত্মার এবং দৈহিক পরমাণুসমূহের পৃথক্ পৃথক্ ক্রিয়াশক্তিগুলি পরমাণুর অভিমানী জীবাত্মার ক্রিয়াশক্তি বলাই যুক্তিযুক্ত। সমষ্টি স্থূলদেহাভিমানী আত্মার নাম বৈশ্বানর এবং ব্যষ্টি স্থূলদেহাভিমানী আত্মার নাম বিশ্ব। দেহাভিমানী মানবাত্মার ক্রিয়াশক্তি ভিন্ন পরমাণু সকলের পৃথক্ পৃথক্ ক্রিয়াশক্তি যে আমাদিগের এই দেহে স্বতন্ত্রভাবে কার্য্য করিতেছে, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। মানবের ইচ্ছা ব্যতিরেকে তাঁহার দেহে যে কত কার্য্যই ঘটিতেছে, তাহা একটু অনুধাবন করিলে, সকলেই অনুভব করিতে পারেন। সুস্থ অবস্থায় মানব ইচ্ছা না করিলেও তাঁহার পাকযন্ত্রাদির যে কার্য্য তাহা কি ঐ স্বতন্ত্র ক্রিয়া-শক্তির নিদর্শন নহে? আবার দেখুন, শরীরের ক্ষতস্থানের পরিপূরণ কি অদ্ভুত ব্যাপার! শরীরের এক স্থানে কোনপ্রকার ক্ষত হইলে, কে যেন তখনই আসিয়া উহার পূরণকার্য্যে নিযুক্ত হয়। যাহারা উহার পূরণে নিযুক্ত হইল, তাহারা উহার পূরণ না করিয়া ক্ষান্ত হয় না। ঐ পূরণও আবার সকল সময়েই পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকই হইয়া থাকে। এরূপ হইবার কারণ কি? বিবেকসম্পন্ন মানবাত্মা যদি স্বয়ং উহা পূরণ করিতেন, তবে উহা কখনই পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইত না। দৈবাৎ অধিক হইয়া গেলেও কখন অল্প কখন অধিক কখন বা সমান দেখা যাইত। কিন্তু সেরূপ না হইয়া সকল সময়েই যে অধিক হইয়া যায়, ইহার কারণ কি? অবিবেকীর কার্য্য ভিন্ন কখনই ঐ প্রকার হইতে পারে না। পরমাণুর অভিমানী অবিবেকী আত্মা সকল পূরণকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া তদ্বিষয়ে আগ্রহ বশতঃ সকল সময়েই প্রয়োজনের অধিক পূরণ করিয়া ফেলে। পরমাণুর অভিমানী ব্যষ্টি আত্মা সকলের কেহই সমষ্টিভূত ক্ষতস্থানের ধারণাবিশিষ্ট নহে, সুতরাং তাহারা উহার পূর্ব্বাপর অবস্থার কোন সমাচারই রাখে না। তাহাদের কার্য্য কেবল পূরণ করা। যতক্ষণ না মানবাত্মা, উহাদিগের শক্তিকে, অতিরিক্ত পূরণরূপ ইচ্ছাবহির্ভূত কার্য্য করিতে দেখিয়া, নিরুদ্ধ করিতে পারিবে, উহারা ততক্ষণই পূরণ করিতে থাকিবে। এই কারণেই সচরাচর ক্ষতস্থান অধিকভাবেই পূরিত হইয়া থাকে। এইরূপে দেহাবয়বভূত ব্যষ্টি পরমাণুসমূহের অভিমানী আত্মা সকলের

স্বতন্ত্র ক্রিয়াশক্তি প্রমাণিত হইলেও উহা যে মানবাত্মার অধীনে কার্য্য করে না, তাহা নহে। শিক্ষিত হইলে, অভ্যস্ত হইলে, উহারাও মানবাত্মার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য না করিয়া বরং তাঁহার ইচ্ছার আনুগত্য করিতে থাকে, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। তবে ঐ ব্যষ্টি আত্মা সকল জন্মজন্মান্তর হইতে যেরূপ অভ্যস্ত হইয়া আসিয়াছে, উহারা যেরূপ সংস্কার লাভ করিয়াছে, তাহা সহজে বিস্মৃত হইতে চায় না বা সহজে ভুলিতে পারে না। তাহাদিগকে সেই সুদৃঢ় অভ্যাস সেই প্রাক্তন সংস্কার পরিত্যাগ করান বা তাহাদিগকে অন্য কোন নূতন প্রণালী গ্রহণ করান বিশেষ সময়সাপেক্ষ ও কষ্টসাধ্য। যতটুকু চেষ্টা দ্বারা তাহারা কোন একটি বিষয় শিক্ষা করিয়াছে, ততটুকু চেষ্টা ব্যতিরেকে তাহাদিগকে পুরাতন প্রণালীর পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক নূতন প্রণালী অবলম্বন করাইবার আশা করাও অসঙ্গত।

বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদিগের এই দেহ আমাদিগের অধীন বা আমাদিগের আজ্ঞাবহ নহে। আমরা বরং উহার অধীন উহার আজ্ঞাবহ হইয়া পড়িয়াছি। আমরা সকল সময়েই ইচ্ছা করি যে, দেহ আমাদিগের আজ্ঞাবহ হউক, কিন্তু উহা তদ্রূপ না হইয়া প্রাক্তন সংস্কার বশতঃ আপন পথেই কার্য্য করিতে থাকে, সুতরাং আমরাও অগত্যা তাহারই বাধ্য হইয়া পড়ি। দেহকে আমাদিগের ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করাইতে হইলে, দৃঢ়তর অধ্যবসায়ের সহিত কালব্যাপী চেষ্টা করিতে হইবে। নতুবা আমরা কখনই সফলমনোরথ হইতে পারিব না। সত্য বটে, জন্মান্তরে বর্ত্তমান স্থূল দেহ ছিল না; কিন্তু তাহা বলিয়া এই দেহে জন্মান্তরীণ সংস্কারের অনুরূপ কার্য্য অসম্ভব হইতেছে না। আমাদিগের এই একমাত্র স্থূলদেহই দেহের শেষ নহে। এই স্থূলদেহের অভ্যন্তরে পর পর সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতর আরও দুইটি দেহ আছে। ঐ উভয় দেহই ইহলোক-পরলোক-সঞ্চারী। মৃত্যুর পর ঐ দেহদ্বয় মানবাত্মার সঙ্গেই থাকিয়া যায়। আমাদিগের প্রাক্তন সংস্কারও ঐ দুই দেহেই অবস্থান করে। স্থূল দেহও জন্মে জন্মে সূক্ষ্মদেহস্থিত জন্মান্তরীণ সংস্কারের অনুরূপেই গঠিত হইয়া থাকে। যাহা সংস্কারের অনুরূপে গঠিত হইল, তাহা যে তদনুগত হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি! প্রাণ পুরাতন দেহের সংস্কারকে মনোমধ্যে সঞ্চিত করিয়া রাখে, এবং উহাই আবার ঐ প্রাক্তন সংস্কারের বাহক হইয়া নূতন দেহকে তদনুরূপেই চালাইয়া থাকে। প্রাণ বিশ্বব্যাপিনী ক্রিয়াশক্তি। সুতরাং উহা পূর্ব্বাপর সকল ক্রিয়াকেই ব্যাপিয়া অবস্থান করে। মানবাত্মা

যখন প্রাকৃতিক নিয়মে বাধ্য হইয়া নিজের সমষ্টি প্রাণকে সংযোজনী ক্রিয়া-শক্তিকে আকর্ষণ করেন, তখনই দৈহিক পরমাণু সকল সংযোজক প্রাণের অভাবে পরস্পর বিযুক্ত হইয়া বিচ্ছিন্ন হইয়া স্থূলদেহের ধ্বংস উৎপাদন করে, এবং তাহাতেই মানবের মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুতে সমষ্টি প্রাণ আকৃষ্ট হইলেও ব্যষ্টি প্রাণের ক্রিয়াশক্তি পরমাণুতে থাকিয়া যায়। বিশেষতঃ দেহের ধ্বংস কাল-সাপেক্ষ। অতএব মৃত্যুর পরও দৈহিক পরমাণুর ক্রিয়া বা মৃতদেহেও কখন কখন কেশনখাদির বৃদ্ধি দৃষ্ট হইয়া থাকে। মানবাত্মা যখন আবার স্বকীয় জন্মান্তরীণ কর্ম্মে বাধ্য হইয়া নিজের ঐ সমষ্টি প্রাণের ক্রিয়াশক্তিকে প্রসারিত করিতে থাকেন, তখন নূতন দৈহিক পরমাণু সকল দেহনির্ম্মাণার্থ পরস্পর সংযুক্ত হইয়া একীভূত হইয়া সমষ্টিভাবে একটি দেহের ন্যায় কার্য্য করিতে আরম্ভ করে। ইহাই মানবাত্মার পুনর্জন্ম। আর ব্যষ্টি পরমাণুসমূহের একীভূত কার্য্যকে যিনি নিজের কার্য্য বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন, তিনিই স্থূলশরীরা-ভিমানী মানবাত্মা। অন্নময়দেহ বা প্রাণ মানবাত্মা নহে।

স্থূলশরীরের ন্যায় সূক্ষ্মশরীরও মানবাত্মা নহে, পরন্তু যিনি উক্ত সূক্ষ্ম-শরীরের অভিমানী, তিনিই মানবাত্মা। মানবাত্মা ভিন্ন সূক্ষ্মশরীরাভিমানী অন্য জীবাত্মাও আছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সূক্ষ্মশরীর সংস্কারের আশ্রয়। ঐ সংস্কারাশ্রয় সূক্ষ্মশরীর মানব ভিন্ন অন্য জীবেও দেখা যায়। বানরশিশুর শাখা-লম্বনপ্রবৃত্তি প্রভৃতি জন্মান্তরীণ সংস্কারের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। এইরূপে অপরাপর জীবের সূক্ষ্মশরীর অনুমিত হইলেও ঐ সকল জীবে সূক্ষ্মশরীরের সম্পূর্ণ বিকাশ স্বীকৃত হয় না। সূক্ষ্মশরীরের ধর্ম্ম সঞ্চয়, বিভাগ ও অনুভব। মনোময় সূক্ষ্ম-শরীরের কার্য্য সঞ্চয় করা। বিজ্ঞানময় সূক্ষ্মতর শরীরের কার্য্য বিভাগ করা। এবং আনন্দময় সূক্ষ্মতম শরীরের বা কারণশরীরের কার্য্য অনুভব করা। তন্মধ্যে মনোময় সূক্ষ্মশরীর আত্মার ইচ্ছাশক্তির অভিব্যক্তিস্থান এবং কারণস্বরূপ। মনোময় কোষে অভিব্যক্ত ইচ্ছাশক্তির আবার বাহ্যবিষয়সংযোগে একটি এবং অন্তঃকরণসংযোগে আর একটি এই দুইটি পৃথক্ পৃথক্ অবস্থা দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রথম অবস্থাটি বহির্ম্মুখ অবস্থা এবং দ্বিতীয়টি অন্তর্ম্মুখ অবস্থা। ইচ্ছাশক্তির বহির্ম্মুখ অবস্থায় মানবাত্মা মনোময়, প্রাণময় ও অন্নময় কোষে পৃথক্ পৃথক্ অভিব্যক্ত হইয়া ঐ সকল কোষের সাহায্যে বাহ্যবিষয় সকলের গ্রহণে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। আর উহার অন্তর্ম্মুখ অবস্থায় তিনি মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষে পৃথক্ পৃথক্ অভিব্যক্ত হইয়া ঐ সকল কোষের সাহায্যে

বাহ্য বিষয় সকলের গ্রহণ হইতে নিবৃত্ত হইয়া থাকেন। প্রবৃত্তির অবস্থায় মানবাত্মা পর্য্যায়ক্রমে বৈষয়িক সুখ ও দুঃখ অনুভব করিতে থাকেন, এবং নিবৃত্তির অবস্থায় নিরবচ্ছিন্ন আত্মানন্দ অনুভব করিতে থাকেন। প্রবৃত্তির প্রতি কারণ ইষ্টসাধনতাজ্ঞান, এবং নিবৃত্তির প্রতি কারণ অনিষ্টসাধনতাজ্ঞান। মানবাত্মার যখন যে বিষয়টি ইষ্ট বলিয়া বোধ হয়, তখন তিনি সেই বিষয়টি গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, এবং তাঁহার যখন যে বিষয়টি অনিষ্ট বলিয়া বোধ হয়, তখন তিনি সেই বিষয়ের গ্রহণ হইতে নিবৃত্ত হয়েন। এই ইষ্টানিষ্টসাধনতাজ্ঞান মানব ভিন্ন অপর জীবের দেখা যায় না। সংস্কাররূপে ইষ্টানিষ্টসাধনতাজ্ঞানের আভাসমাত্র কোন কোন নিকৃষ্ট জীবেও দেখা যায় বটে, কিন্তু উহার পূর্ণবিকাশ মানব ভিন্ন অপর কোন জীবেই লক্ষিত হয় না। অপরাপর জীবের সূক্ষ্মশরীরের পূর্ণবিকাশের অভাবই উহার কারণ। মানবের সূক্ষ্মশরীর পূর্ণবিকাশ লাভ করিয়াছে। ভূতাধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ প্রকৃতির ক্রমোন্নতির নিয়মে সমুন্নত মানবদেহ লাভ করিয়া, আপনাদিগের অধিষ্ঠান দ্বারা মানবের সূক্ষ্মশরীরকে সম্পূর্ণ বিকাশিত অবস্থায় তত্ত্বজ্ঞানের উপযোগী করেন বলিয়াই মানবের সূক্ষ্মশরীরের উৎকর্ষ। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, পাশবাত্মা উন্নত হইয়া মানবাত্মা হইয়াছেন; কিন্তু উহা সত্য নহে। পাশবাত্মার ক্রমোন্নতিতে মানবাত্মার উৎপত্তি হয় নাই। আত্মা জন্মাদিরহিত। পাশব সূক্ষ্মশরীরের ক্রমোন্নতিতে মানব সূক্ষ্মশরীরের উৎপত্তি। পশুর সূক্ষ্মশরীরের উন্নতিভেই মানবের সূক্ষ্মশরীরের উন্নতি ও বিকাশপ্রাপ্তি। উন্নত বিকাশপ্রাপ্ত সূক্ষ্মশরীরের অভিমানী আত্মাই মানবাত্মা। সকল জীবাত্মাই এক বস্তু। জীবের উন্নতিও নাই, অবনতিও নাই। পাশবশরীরে আত্মার শক্তির পূর্ণাভিব্যক্তি সম্ভব হয় না, এবং মানবশরীরে তাঁহার শক্তির পূর্ণাভিব্যক্তি সম্ভব হয় বলিয়াই পাশবাত্মা হইতে মানবাত্মা উন্নত। সমুন্নত মানবশরীরে অধিষ্ঠান বশতই মানবাত্মা উন্নত এবং অনুন্নত পাশব শরীরে অধিষ্ঠান বশতই পাশবাত্মা অবনত। আত্মশক্তির অভিব্যক্তিস্থানভূত শরীর যে পরিমাণে উন্নত বা অবনত হয়, আত্মাকেও সেই পরিমাণেই উন্নত বা অবনত বলা হইয়া থাকে।

আমরা কোন কোন প্রাণীতে বিষয়স্পৃহা সুস্পষ্টভাবেই লক্ষ্য করিয়া থাকি। তাহাদিগের বাহ্য বিষয়ের দিকে সমাকৃষ্ট মনোবৃত্তি বা মানসিক ভাববিশেষই ঐ বিষয়স্পৃহা। উক্ত বিষয়স্পৃহা হইতে তাহাদিগের বিষয়গ্রহণ ও তৎসম্বন্ধি সুখের বা দুঃখের উৎপত্তি হইয়া থাকে। যে বিষয়টি ইন্দ্রিয়সংযুক্ত হইয়া সুখ দান

করে, তাহাতেই তাহাদিগের পুনঃ পুনঃ তৃষ্ণা দৃষ্ট হয়, এবং যে বিষয়টি ইন্দ্রিয়সংযুক্ত হইয়া দুঃখ প্রদান করে, তাহাতে আর তাহাদিগের তাদৃশী তৃষ্ণা দৃষ্ট হয় না; পরন্তু তদ্বিষয়ে বিতৃষ্ণাই দৃষ্ট হইয়া থাকে। তৃষ্ণাতে আকর্ষণ ও বিতৃষ্ণাতে বিক্ষেপ অবশ্যম্ভাবী। অতএব বিষয়সংযোগোৎপন্ন আকর্ষণই জীবের অন্তরে সুখরূপে পরিণত হয়, এবং তদুৎপন্ন বিক্ষেপই অন্তরে দুঃখরূপ ধারণ করে, এরূপ বলা বোধ হয় অসঙ্গত হইতেছে না। বাহ্য বিষয়ে বাহিরের বস্তুতে সুখও নাই বা দুঃখও নাই। বাহ্যবস্তুর সহিত সংযোগে অন্তরের শান্তিতেই জ্ঞাতার সুখানুভব এবং তৎসংযোগে অন্তরের অশান্তিতেই জ্ঞাতার দুঃখানুভব স্বীকার করিতে হইবে। ঐ জ্ঞাতাও আবার আপাততঃ সূক্ষ্ম-শরীরকেই বলিতে হয়। কারণ, সূক্ষ্মশরীরের আত্মতাদাত্ম্যাপত্তিতেই ঐ জ্ঞাতৃত্ব দৃষ্ট হয়, অর্থাৎ সূক্ষ্মশরীরের জ্ঞানাভিব্যক্তিকারিণী শক্তি যখন আত্মার জ্ঞান-শক্তিকে অভিব্যক্ত করিয়া তত্তাদাত্ম্যাপন্ন হয়, অর্থাৎ আপনাকে উহার সহিত এক করিয়া ফেলে, তখন ঐ সূক্ষ্মশরীরেই উক্ত জ্ঞাতৃত্বধর্ম্ম দৃষ্ট হইয়া থাকে। ফলতঃ জ্ঞাতৃস্বরূপ আত্মা তৎকালে সূক্ষ্মশরীরাভিমানী হইয়া আপনাকে সূক্ষ্ম-শরীরের সহিত এক করিয়া লইয়াই জ্ঞাতা হয়েন। অতএব যে সকল জীবের সুখ-দুঃখানুভব আছে, তাহাদিগের সূক্ষ্মশরীরও আছে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য হইতেছে। এইরূপে অপরাপর জীবের সূক্ষ্মশরীর স্বীকার্য্য হইলেও মানবীয় সূক্ষ্মশরীর হইতে ঐ সকল জীবের সূক্ষ্মশরীরের ধর্ম্মগত প্রভেদ অস্বীকার করা যায় না। অপরাপর জীবের সুখ-দুঃখানুভবরূপ সূক্ষ্মশরীরের কার্য্য হইতে মানবের সূক্ষ্মশরীরের আরও কিছু বিশেষ কার্য্য দেখা গিয়া থাকে। অপরাপর জীব বাহ্যবিষয়ের সংযোগ ভিন্ন সুখ বা দুঃখ অনুভব করে না এবং তাহাদের ঐ সুখের বা দুঃখের স্থায়িত্বও দেখা যায় না। মানবের কিন্তু সেরূপ নহে। মানব বাহ্যবিষয়ের সংযোগ ভিন্ন সুখ ও দুঃখ অনুভব করিয়া থাকেন, এবং তাঁহাদের ঐ সুখের বা দুঃখের স্থায়িত্বও দৃষ্ট হইয়া থাকে। অপরাপর জীবের অসম্পূর্ণ সূক্ষ্মশরীরে ধারণাশক্তি নাই, এবং উহাদের বিবেকশক্তিও দৃষ্ট হয় না। মানবের পূর্ণবিকাশপ্রাপ্ত সূক্ষ্মশরীরে কিন্তু ঐ ধারণাশক্তি আছে, এবং তাঁহার বিবেকশক্তিও দেখা গিয়া থাকে। অপরাপর জীবের মন থাকিলেও তাহাদের মানবের ন্যায় ধারণাশক্তিসম্পন্ন সম্পূর্ণ মন নাই, এবং সূক্ষ্মশরীরের অপর অংশ যে বিজ্ঞানময় কোষ, যদ্দ্বারা মানব বিচারকার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন, এবং যাহা থাকাতেই মানব বিবেকী হইয়াছেন, তাহাও নাই। এই নিমিত্তই

অপরাপর জীব হইতে মানবের উৎকর্ষ। নিকৃষ্ট জীবের ক্ষণস্থায়ী সুখ-দুঃখানুভবের যন্ত্র আছে, কিন্তু মানবের ন্যায় সঞ্চয়কারক অর্থাৎ ধারণাশক্তিসম্পন্ন মন নাই এবং বিভাগকারক অর্থাৎ বিবেকশক্তিসম্পন্ন বিজ্ঞান নাই বলিয়াই তাহারা ক্ষণিক সুখ বা দুঃখ অনুভব করিলেও তুলনায় সুখ-দুঃখের অনুভব অর্থাৎ এইটি সুখ, এইটি দুঃখ এইরূপ পৃথক্ করিয়া অনুভব করিবার শক্তি তাহাদিগের নাই। উহাদিগের সংস্কারমাত্রই আছে, এবং উহারা সেই সংস্কার-বলেই সুখ ও দুঃখ অনুভব করিয়া থাকে। মানবের ধারণাশক্তি এবং ধারণাশক্তি-সম্পন্ন মনোময় কোষে সঞ্চিত চিদাভাস অর্থাৎ জ্ঞানাকারপরিণত বিষয়-প্রতিকৃতি সকলের পৃথক্ পৃথক্ শ্রেণীবিভাগের অনন্তর সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্যাবধারণ হইতে উত্থিত হিতাহিত-বিবেক-শক্তি উভয়ই আছে। এই দুইটি থাকাতেই মানব অপরাপর জীব হইতে উৎকৃষ্ট হইয়াছেন। আবার এই পূর্ণ মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষ থাকাতেই মানব স্বকৃত কর্ম্মের জন্য দায়ী হইয়াছেন এবং অপরাপর জীবের এই দুইটি না থাকাতেই তাহারা স্বকৃত কর্ম্মের নিমিত্ত দায়ী হয় নাই। অপরাপর জীব সকল যাহা কিছু করে, তাহা সংস্কারবশতই করিয়া থাকে। মানব যাহা কিছু করেন, তাহা তিনি নিজের বিবেকশক্তিকে প্রয়োগ করিয়াই করিয়া থাকেন। এইটুকুই অপরাপর জীব হইতে মানবের বিশেষ।

মানবের উক্ত বিশেষ ধর্ম্মের বিশেষ কার্য্য, অর্থাৎ মনোময় কোষে সঞ্চিত বিষয়ব্যক্তিগুলি, বিষয়প্রতিকৃতিগুলি বিভিন্ন জাতিতে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্যে বিচারকার্য্য, তাঁহার যে সূক্ষ্মতর শরীরে সম্পন্ন হয়, তাহারই নাম বিজ্ঞানময়-কোষ। এই বিজ্ঞানময়-কোষ আত্মার জ্ঞানশক্তির অভিব্যক্তিস্থান এবং কর্তৃত্বশক্তিসম্পন্ন। এই কর্তৃত্বশক্তি থাকাতেই বিজ্ঞানময়-কোষকে মনোময় কোষ হইতে ভিন্ন বলা হয়। মনোময় কোষে অনুভব দ্বারা জ্ঞানশক্তি লক্ষিত হইলেও উহাতে কর্তৃত্বশক্তি লক্ষিত হয় না। মনোময় কোষ ক্রিয়ার সাধনমাত্র, কর্ত্তা নহে; বিজ্ঞানময় কোষ স্বয়ং কর্তৃস্বরূপ। বিজ্ঞানময়-কোষে যিনি কর্তৃত্বাভিমানী, তিনিই মানবাত্মা। মনোময়-কোষেও কর্তৃত্বাভিমান অর্থাৎ অহঙ্কার দৃষ্ট না হয় এমন নহে, কিন্তু উহাতে কর্তৃত্ব-শক্তি দৃষ্ট হয় না বলিয়াই উহাতে মানবাত্মার অধিষ্ঠান স্বীকৃত হয় না। মনোময়-কোষে যে কর্তৃত্বাভিমান দৃষ্ট হয়, তাহাও আবার উহার নিজের নহে। বিজ্ঞানময়-কোষ সুপ্ত হইলে, অর্থাৎ বিজ্ঞানময়-কোষের ক্রিয়া কোন কারণে নিরুদ্ধ হইলে, বিষয়াভিলাষসম্পন্ন মন যখন উহার কার্য্য সম্পাদন করিতে

থাকে, তখনই মনে বিজ্ঞানময়সম্বন্ধীয় কর্ত্তৃত্বাভিমান আবির্ভূত ও দৃষ্ট হইয়া থাকে। জাগ্রদবস্থায় প্রবল বিষয়াকর্ষণে মন যেমন সংস্কারবলে কার্য্যকারী স্থূলশরীরের অধীনে উহার সহিত একীভূত হইয়া কার্য্য করিতে থাকে, এবং তদবস্থায় মনের যেমন কোন পৃথক্ ক্রিয়া বা সত্তা লক্ষিত হয় না, কিন্তু নিয়ত কার্য্য করিতে করিতে ঐ স্থূলশরীর অবসন্ন হইয়া নিদ্রিত হইলে, স্বপ্নাবস্থায় আবার ঐ মন যেমন বিজ্ঞানময়ের সহিত একীভূত হইয়া নিজেই সকল কার্য্য করিতে থাকে; তদ্রূপ বিজ্ঞানময়ও সাধারণতঃ প্রায় সকল অবস্থাতেই বিষয়তৃষিত মনের সহিত একীভূত হইয়া কার্য্য করিতে থাকে, এবং তদবস্থায় বিজ্ঞানময়ের কোন পৃথক্ ক্রিয়া বা সত্তা অনুভূত হয় না, কিন্তু সুষুপ্তির অবস্থায় ঐ মন নিদ্রিত হইলে, বিজ্ঞানময় আবার আনন্দময়ের সহিত একীভূত হইয়া নিজেই সকল কার্য্য করিতে থাকে। বিজ্ঞানময়ের স্বভাব মনোময়ে লক্ষিত হওয়ার কারণও ঐ মনোময়ের সহিত একীভাব। মনোময়-কোষের কার্য্য সংগ্রহ করা এবং বিজ্ঞানময়-কোষের কার্য্য সংগৃহীত বিষয় সকলকে বিভাগ ও বিচার করা। মনোময়-কোষ বিজ্ঞানময়-কোষের উক্ত কার্য্যদ্বয়ের সাধনমাত্র। ঐ বিচাররূপ জ্ঞানকার্য্যও আবার বিজ্ঞানময়ের নিজ সম্পত্তি নহে। কারণ, বিজ্ঞানময়-কোষ যে জ্ঞানশক্তি দ্বারা বিভাগকার্য্য ও বিচারকার্য্য সম্পাদন করে, তাহা আনন্দময় কারণশরীরে অভিব্যক্ত পরমাত্মার অংশভূত এবং বিজ্ঞানময়-কোষে অভিব্যক্ত জীবাত্মার শক্তি। বিজ্ঞানময় সূক্ষ্ম-শরীরের অভিমানী জীবাত্মা আনন্দময় কারণশরীরে অধিষ্ঠিত পরমাত্মার সহিত একীভূত হইয়াই ঐ জ্ঞানশক্তির প্রয়োগ এবং তদ্দ্বারা মনোময়-কোষে সংগৃহীত বিষয় সকলকে বিভাগ ও বিচার করিয়া থাকেন। উক্ত কার্য্যদ্বয় দর্শনেই বিজ্ঞানময়-কোষকে জ্ঞানশক্তিসম্পন্ন ও কর্ত্তৃত্বশক্তিবিশিষ্ট বলিয়া প্রতীতি হইয়া থাকে। বস্তুতঃ উক্ত শক্তিদ্বয় আত্মার। বিজ্ঞানময়-কোষ কেবল উহাদের অভিব্যক্তিস্থানমাত্র। ঐ দুই শক্তি যদি বিজ্ঞানময়-কোষের নিজশক্তি হইত, তাহা হইলে স্বপ্নাবস্থার ন্যায় সুষুপ্তির অবস্থাতেও উক্ত কার্য্যদ্বয় দেখা যাইত। সুষুপ্তির অবস্থায় কি বিভাগকার্য্য কি বিচারকার্য্য কিছুই লক্ষিত হয় না। এই নিমিত্তই সূক্ষ্মশরীরাভিমানী ও কারণশরীরাভিমানীর পৃথক্ পৃথক্ সংজ্ঞা হইয়াছে। ব্যষ্টিসূক্ষ্মশরীরাভিমানীর নাম তৈজস এবং সমষ্টিসূক্ষ্মশরীরাভিমানীর নাম হিরণ্যগর্ভ, আর ব্যষ্টিকারণশরীরাভিমানীর নাম প্রাজ্ঞ ও সমষ্টিকারণ-শরীরাভিমানীর নাম সর্ব্বজ্ঞ।

বাহ্য বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ মানবের সূক্ষ্মশরীর পর্য্যন্ত। কারণ, সূক্ষ্মশরীরেই বাহ্য বিষয়ের প্রতিকৃতি থাকে এবং তাহার বিভাগাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। কারণশরীরে বাহ্য বিষয়ের প্রতিকৃতিও থাকে না এবং উহার বিভাগাদি ক্রিয়াও সম্পন্ন হয় না। অতএব কারণশরীরের সহিত বাহ্য বিষয়ের কোন সম্পর্কই দেখা যায় না। আবার সূক্ষ্মশরীর স্বভাবতঃ বহির্ম্মুখ অর্থাৎ বাহ্য বিষয়ে নিবিষ্ট হওয়াই উহার স্বভাব এবং কারণশরীর স্বভাবতঃ অন্তর্ম্মুখ অর্থাৎ বাহ্য বিষয়ের সহিত সম্বন্ধরহিত হইয়া সুপ্ত থাকা বা জাগরিত হইয়া নিরবচ্ছিন্ন আত্মানন্দে নিমগ্ন থাকাই উহার স্বভাব। এই নিমিত্ত সূক্ষ্মশরীরাভিমানী জীবাত্মার জ্ঞানশক্তি সূক্ষ্মশরীরে অভিব্যক্ত হইয়া বহির্ম্মুখ অবস্থায় বাহ্য বিষয় সকল অনুভব করে এবং কারণশরীরে অভিব্যক্ত হইয়া অন্তর্ম্মুখ অবস্থায় আত্মানন্দ সম্ভোগ করে। সূক্ষ্মশরীরাভিমানী আত্মা যখন বাহ্য বৈচিত্র্যে বিমুগ্ধ হইয়া নানাত্বদর্শী হয়, তখন কারণশরীরের ক্রিয়ার অভাবে সুপ্তি ঘটে। আর যখন কারণশরীরাভিমানী আত্মা আত্মানন্দ সম্ভোগ করে, তখন সূক্ষ্মশরীর সুপ্ত হইয়া জাগরিত কারণশরীরের সহিত একতাপন্ন হইয়া আত্মানন্দে নিমগ্ন হয়। সূক্ষ্মশরীরের ঐ সুপ্তির নামই চিত্তবৃত্তির নিরোধাবস্থা বা সমাধির অবস্থা। সুষুপ্তির অবস্থাতেও ঐ নিরোধ ঘটে বটে, কিন্তু উহা অজ্ঞাতসারেই ঘটিয়া থাকে। এই নিমিত্ত সুষুপ্তিকে সমাধি না বলিয়া উহার আভাস মাত্র বলা যাইতে পারে। সমাধির অবস্থা আশয়শুদ্ধির সহিত অভ্যাস দ্বারাই লাভ হইয়া থাকে। ঐ সমাধির অবস্থাতেই মনের ও বিজ্ঞানের লয়ে মানবের আত্ম-সাক্ষাৎকার সিদ্ধ হইয়া থাকে। আত্মসাক্ষাৎকার সিদ্ধ হইলে, আর মানবের দেহে আত্মাভিমান বা তজ্জন্য যে ভয় তাহা থাকে না॥ ৩৩॥

যে বৈ ভগবতা প্রোক্তা উপায়া আত্মলব্ধয়ে।
অঞ্জঃ পুংসামবিদুষাং বিদ্ধি ভাগবতান্ হি তান্॥ ৩৪॥

ভগবতা অবিদুষাম্ (অপি) পুংসাম্ অঞ্জঃ (সুখেন এব) আত্মলব্ধয়ে (স্বপ্রাপ্তয়ে) যে বৈ উপায়াঃ প্রোক্তাঃ তান্ ভাগবতান্ (ধর্ম্মান্) বিদ্ধি॥ ৩৪॥

শ্রীভগবান কর্ত্তৃক মূঢ় লোকদিগেরও অনায়াসে আত্মলাভের নিমিত্ত যে সকল উপায় উক্ত হইয়াছে, সেই সকলকেই ভাগবত ধর্ম্ম জানিবে॥ ৩৪॥

"শ্রীভগবান কর্ত্তৃক" ইত্যাদি। প্রলয়ে বিলুপ্ত ধর্ম্ম সকল শ্রীভগবান সৃষ্টির পর ব্রহ্মাকে উপদেশ করিয়া থাকেন। ব্রহ্মা ঐ সকল ধর্ম্ম নিজ পুত্রগণকে

উপদেশ করেন। তাঁহারা আবার ঐ সকল ধর্ম্ম মনু প্রভৃতিকে উপদেশ করেন। এইরূপে ধর্ম্মোপদেশ পুরুষপরম্পরায় চলিতে থাকে। কালধর্ম্মে উহা নষ্টও হইয়া যায়। তজ্জন্য শ্রীভগবান সময়ে সময়ে স্বয়ং এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া ঐ সকল ধর্ম্ম নিজমুখেও উপদেশ কবিযা থাকেন। যে সকল ধর্ম্ম শ্রীভগবান নিজমুখে উপদেশ করেন, এবং যে সকল ধর্ম্ম অনুষ্ঠান কবিয়া মূঢ় লোক সকলও অনায়াসে শ্রীভগবানকে লাভ করিতে পাবেন, সেই সকল ধর্ম্মই ভাগবত ধর্ম্ম। শ্রীভগবান নিজমুখে বহুবিধ ধর্ম্মই উপদেশ কবিযা থাকেন। উহাদের সকল গুলিই ধর্ম্ম বটে, কিন্তু তন্মধ্যে যে গুলির অনুষ্ঠান দ্বারা সর্ব্বসাধারণ অনায়াসে শ্রীভগবানকে লাভ কবেন, সেই গুলিকেই ভাগবতধর্ম্ম বলা হয়। যাহাতে অধিকার অনধিকাব বিচাব নাই, যাহা সকলেই অনুষ্ঠান করিতে পারে, যাহার অনুষ্ঠান অসুখকর নহে, যাহাব অনুষ্ঠানে বিঘ্নাদির সম্ভাবনা নাই, যাহাতে শাস্তি বৈ অশান্তি দেখা দেয না, যাহাতে শ্রীভগবান প্রসন্ন হইযা আত্মপর্য্যন্ত দান কবিয়া থাকেন, ভগবদুক্ত তাদৃশ ধর্ম্মই ভাগবত ধর্ম্ম জানিতে হইবে ॥ ৩৪ ॥

যানাস্থায় নরো রাজন্ ন প্রমাদ্যেত কর্হিচিৎ।
ধাবন্নিমীল্য বা নেত্রে ন স্খলেন্ন পতেদিহ ॥ ৩৫ ॥

(হে) বাজন্! যান্ (ভাগবতান্ ধর্ম্মান্) আস্থায (আশ্রিত্য, অনুতিষ্ঠন্) নরঃ কর্হিচিৎ (কদাচিৎ) ন প্রমাদ্যেত (বিঘ্নৈঃ বিহন্যেত)। (কিঞ্চ) নেত্রে নিমীল্য ধাবন্ বা (অপি) ইহ (এষু ভাগবতধর্ম্মেষু) ন স্খলেৎ (প্রত্যবায়ী ভবেৎ তথা) ন পতেৎ (ভ্রশ্যেৎ) ॥ ৩৫ ॥

যে ভাগবত ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া মনুষ্য কখনই প্রমাদগ্রস্ত হয না। আবও এই ভাগবত ধর্ম্মে নেত্রদ্বয় নিমীলন পূর্ব্বক ধাবিত হইযাও স্খলিত বা পতিত হইতে হয় না ॥ ৩৫ ॥

"যে ভাগবত ধর্ম্ম" ইত্যাদি। শ্রীভগবান আত্মপ্রাপ্তিব উপায়স্বরূপ কর্ম্ম-যোগ এবং জ্ঞানযোগ প্রভৃতি বহুবিধ যোগেরই উপদেশ করিয়াছেন। ঐ সকল যোগের মধ্যে যেগুলিকে আশ্রয় করিলে, মনুষ্যকে কখনই প্রমত্ত হইতে হয় না, এবং যে গুলির অনুষ্ঠানে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া চলিয়া গেলেও মনুষ্যকে স্খলিত বা পতিত হইতে হয় না, সেই গুলিকেই ভাগবতধর্ম্ম বলা যায়। যাহা ভক্তি নয় বা যাহা ভক্তির অঙ্গও নয়, এমন কোন ধর্ম্মেই এইরূপ

লক্ষণ দেখা যায় না। ভক্তিবর্জ্জিত লৌকিক ও বৈদিক উভয়বিধ ধর্ম্মেই পদে পদে প্রমাদ প্রতিপদেই বিঘ্ন পবিদৃষ্ট হইয়া থাকে। বিশেষতঃ কি কর্ম্মমার্গ, কি জ্ঞানমার্গ কোন মার্গেই নেত্রদ্বয় নিমীলন করিয়া একপদও অগ্রসর হইবার সামর্থ্য নাই। ঐ সকল পথে অন্ধ হইয়া চলিতে গেলে প্রতিপদক্ষেপেই স্খলন ও পতনের সম্ভাবনা রহিয়াছে। ভাগবতধর্ম্মে অর্থাৎ ভক্তিপথে বিঘ্নও নাই, এবং স্খলনের বা পতনেরও সম্ভাবনা নাই। শ্রুতি এবং স্মৃতিই মানবের নেত্রদ্বয়। তন্মধ্যে শ্রুতি ও স্মৃতির একতরবিহীন মানবকে কাণা এবং তদুভয়-বিহীন মানবকেই অন্ধ বলা যায়। তাদৃশ ব্যক্তি, কি লৌকিক, কি বৈদিক কোন কর্ম্মই সুসম্পন্ন করিতে পারেন না। শ্রুতি-স্মৃতি-বিহীন মানব কর্ম্মেরও অনধিকারী এবং জ্ঞানেরও অনধিকাবী। অনধিকারী অন্ধের মন্দগতিতে প্রতি-পদেই পদস্খলন হয় এবং দ্রুতগতিতে পতনই ঘটে। পক্ষান্তরে ভাগবতধর্ম্মে অর্থাৎ ভক্তিমার্গে শ্রুতিরও অপেক্ষা নাই এবং স্মৃতিরও অপেক্ষা নাই। ভাগ-বতধর্ম্মানুষ্ঠাতা শ্রুতিস্মৃতিজ্ঞ হয়েন ভাল হইল, না হইলেও ক্ষতি নাই। শ্রুতি-স্মৃতিজ্ঞ উত্তম অধিকারী। শ্রুতি-স্মৃতি-জ্ঞানবিহীন উত্তম অধিকাবী না হইলেও ভক্তিমার্গে অনধিকাবী নহেন। তার পব, শ্রুতি স্মৃতি-জ্ঞানবিহীন কনিষ্ঠ অধিকারী নেত্রদ্বয়বিহীন অন্ধের ন্যায় ভক্তিমার্গে কোন একটি পদন্যাসস্থান লঙ্ঘনপূর্ব্বক দ্রুতবেগে ধাবিত হইলেও তাঁহার পতনের সম্ভাবনা নাই। ভক্তিপথারূঢ় ভক্ত কথনই পতিত অর্থাৎ ভ্রষ্ট হয়েন না। যত্নের শৈথিল্যবশতঃ, কি চিত্তশুদ্ধি, কি আত্মসাক্ষাৎকার কিছুই হইল না, কিন্তু তাই বলিয়া ভক্তিপথারূঢ় ব্যক্তির পতন স্বীকার কবা যায় না। সত্য বটে, তিনি অসময়ে ভক্তিপথে বিচরণ করিতে গিয়া চিত্তশুদ্ধিকর আশ্রমকর্ম্মাদিব যথেষ্ট পালনও করিলেন না, অথচ ভক্তির ফল যে আত্মসাক্ষাৎকার তাহাও লাভ করিতে পারিলেন না, অতএব তাঁহাকে আপাততঃ উভয় পথ হইতেই বিভ্রষ্ট বলিয়া বোধ হইতেছে, কিন্তু তাহা আমা-দিগের ভ্রমই বলিতে হইবে। অর্জ্জুন যথন শ্রীভগবানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে কৃষ্ণ! সম্যক্ যত্নসহকারে অভ্যাস করিতে করিতে বৈরাগ্য জন্মিলেই তবে যোগে সিদ্ধি লাভ করা যায়; কিন্তু যাহাবা শ্রদ্ধাসহকারে [যোগমার্গে আরোহণ কবিল, অথচ যাহাদিগের মন যত্নশৈথিল্যপ্রযুক্ত অভ্যাসশূন্য ও বৈরাগ্য-বিহীন হওয়াতে বিষয়প্রবণ হইয়া ঐ পথ হইতে বিচলিত হইল, তাহাদের কি গতি হইবে? তাহাবা যখন ঐ পথে বিমূঢ় হইল, তখন ছিন্নমূল মেঘের ন্যায় তাহাদিগের নাশই বলিতে হইবে?" তখন শ্রীভগবান বলিলেন, "পার্থ!

ভক্তের ইহলোক বা পরলোক কোন লোকেই বিনাশ নাই। ভক্তিপথ কল্যাণের পথ। কল্যাণপথের পথিক যিনি, তাঁহার কখনই দুর্গতি হইতে পারে না। তিনি আপাততঃ ভ্রষ্ট বলিয়া প্রতীত হইলেও প্রকৃতপক্ষে ভ্রষ্ট হয়েন না। যোগভ্রষ্ট ভক্ত সকাম আশ্রমধর্ম্মানুষ্ঠাতা স্বনিষ্ঠ অধিকারীর প্রাপ্য স্বর্গাদি লোকে কিছুকাল বাস করিয়া ঐ সকল লোকের ভোগ সকলে বিতৃষ্ণ হইয়া পরে ভাগবতধর্ম্মানুষ্ঠানের উপযোগী কোন পবিত্র কুলে অথবা একেবারেই পরিনিষ্ঠিত যোগীর কুলে জন্মলাভ করিয়া থাকেন।" ভক্তের পতন অর্থাৎ বিনাশ নাই। স্খলনত দূরের কথা। ভক্তিরহিত কর্ম্মী বা জ্ঞানী যত কেন সতর্ক হইয়া আপন পথে ধীরে ধীরে পদক্ষেপ করুন না, পথিমধ্যে নানাবিঘ্নে তাঁহাকে অভিভূত ও পদে পদে স্খলিত হইতেই হইবে। ভক্তের সেরূপ পদস্খলনের সম্ভাবনাই দেখা যায় না। ভক্তিপথে বিঘ্ন সকল ভক্তির দৃঢ়তাই সম্পাদন করিয়া থাকে। অন্যের পক্ষে যাহা বিঘ্ন, ভক্তের পক্ষে তাহাই ভক্তিবৃদ্ধির উপায়॥ ৩৫ ॥

কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্বা
বুদ্ধ্যাত্মনা বানুসৃতস্বভাবাৎ।
করোতি যদ্যৎ সকলং পরস্মৈ
নারায়ণায়েতি সমর্পয়েৎ তৎ ॥ ৩৬ ॥

কায়েন বাচা মনসা ইন্দ্রিয়ৈঃ বা বুদ্ধ্যা আত্মনা (চিত্তেন, অহঙ্কারেণ) বা অনুসৃতস্বভাবাৎ (অনুসৃতঃ প্রাপ্তঃ যঃ স্বভাবঃ তস্মাৎ) যৎ যৎ করোতি তৎ সকলং পরস্মৈ (পরমেশ্বরায় নারায়ণায় ইতি সমর্পয়েৎ ॥ ৩৬ ॥

কায় দ্বারা, বাক্য দ্বারা, মন দ্বারা বা ইন্দ্রিয় দ্বারা, বুদ্ধি দ্বারা বা চিত্ত দ্বারা বিধিবিধানেই হউক, আর স্বভাবানুসারেই হউক, যাহা যাহা করা হয়, সে সকলই পরমেশ্বর নারায়ণে সমর্পণ করিবে॥ ৩৬ ॥

"কায় দ্বারা" ইত্যাদি। কায় শব্দের অর্থ স্থূলশরীর। বাক্য শব্দ দ্বারা বাক্ প্রভৃতি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় বোধিত হইতেছে। মন শব্দের অর্থ সঙ্কল্পবিকল্পাত্মিকা মনোবৃত্তি। ইন্দ্রিয় শব্দ দ্বারা অবশিষ্ট ইন্দ্রিয় অর্থাৎ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় বোধিত হইতেছে। বুদ্ধি শব্দের অর্থ নিশ্চয়াত্মিকা মনোবৃত্তি। আত্মা শব্দে অনু-সন্ধানাত্মিকা ও অভিমানাত্মিকা এই দুইটি মনোবৃত্তিকে বুঝাইতেছে। তন্মধ্যে স্থূলশরীরের পরবর্ত্তী অংশটুকু সূক্ষ্মশরীরকেই বোধ করাইতেছে। অতএব শ্লোকটির

সমুদায়ার্থ এইরূপ—স্থূলশরীর দ্বারা এবং সূক্ষ্মশরীর দ্বারা বিধিবিহিত বা স্বভাবানুসৃত যে কোন কর্ম্ম করা হইবে, তাহাই পরমেশ্বরে অর্পণ করিতে হইবে। কর্ম্ম সকলের এই প্রকার অনুষ্ঠানই ভাগবতধর্ম্মের অনুষ্ঠান।

স্থূলশরীরের কার্য্য বিষয়গ্রহণ এবং সূক্ষ্মশরীরের কার্য্য গৃহীত বিষয় সকলের ধারণা, ভাবনা ও তদনুসারে বিষয়গ্রহণে প্রবৃত্তি বা উহা হইতে নিবৃত্তি। এই সকল কার্য্য আমরা বিধিবোধিত হইয়া বা বিধিনিরপেক্ষভাবে স্বভাবানুসারেই করিয়া থাকি। কি বিধিবিহিত কর্ম্ম সকল, কি স্বভাবানুসৃত কর্ম্ম সকল এই দুই শ্রেণীর কর্ম্মই সকাম ও নিষ্কাম উভয় ভাবেই সংসাধিত হইতে পারে। তন্মধ্যে বিধিবিহিত কর্ম্ম সকলের মূলে ঐহিক ও পারত্রিক ইষ্টকামনা বা অনিষ্টাশঙ্কা দৃষ্ট হইলেই উহাদিগকে সকাম বলা হয়। আর যখন উহাদের মূলে শাস্ত্রের শাসন ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় না, তখনই উহাদিগকে নিষ্কাম বলা হইয়া থাকে। স্বভাবানুসৃত কর্ম্ম সকলের সম্বন্ধেও ঐ কথা। যখন উহাদের মূলে ইষ্টকামনা বা অনিষ্টাশঙ্কা দেখা যায়, তখনই উহাদিগকে সকাম বলা হয়। এবং যখন উহাদের মূলে কিছুই দেখা যায় না, তখনই উহাদিগকে নিষ্কাম বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ফলতঃ যিনি নিষ্কাম হইয়া স্বভাবানুসৃত কার্য্য সকল করিতে থাকেন, তাঁহাকে ঐ সকল কর্ম্মের কারণ নির্দ্দেশ করিতে বলিলে, অর্থাৎ তিনি, কি নিমিত্ত ঐ সকল কর্ম্ম করিতেছেন, জিজ্ঞাসিত হইলে, নিরুত্তরই হইয়া থাকেন। কারণ, ঐ সকল কর্ম্ম, তিনি কেন করেন, তাহা তিনি নিজেও অবগত নহেন। কোন্ অদৃশ্য আকর্ষণে সমাকৃষ্ট হইয়া, তিনি ঐ সকল কর্ম্ম করিয়া থাকেন, তাহা তিনি জানেনও না; সুতরাং বলিতেও পারেন না। বিষয়ীরা যে কিছু কর্ম্ম করেন, সে সকল প্রায়ই তাঁহাদিগের স্বভাবানুসারেই সম্পাদিত হইয়া থাকে। তাঁহারা প্রাতে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান, মূত্রপুরীষোৎসর্গ, মুখপ্রক্ষালন, দন্তধাবন, স্নান ও ভোজন প্রভৃতি যে কিছু কর্ম্ম করেন, সে সকলই বিষয়ভোগের জন্য স্বভাবানুসারেই করিয়া থাকেন। বিষয়ীর মধ্যে যাঁহারা কর্ম্মী অর্থাৎ শাস্ত্রীয় কর্ম্মের ফলে বিশ্বাস সম্পন্ন ও ক্রিয়ানিষ্ঠ, তাঁহারা স্বর্গাদিসুখকামনায় ঐ সকল স্বাভাবিক কর্ম্মকেই বিধিবোধিতভাবে অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। তাঁহারা স্বর্গাদির নিমিত্ত যে সকল বিধিবোধিত দৈব ও পৈত্র প্রভৃতি কর্ম্ম করেন, পূর্ব্বোক্ত স্নান-ভোজনাদি স্বাভাবিক কর্ম্ম সকলকেও বিধিবোধিতভাবে সম্পাদন করিয়া দৈবাদি-কর্ম্মেরই অঙ্গীভূত করিয়া লয়েন। এইরূপে সংস্কৃত হইয়া কর্ম্মীর কর্ম্ম সকল

বিষয়ীর কর্ম্ম সকল হইতে শুদ্ধতা প্রাপ্ত হয়। জ্ঞানীর স্বাভাবিক কর্ম্ম সকল আরও উৎকৃষ্ট। কর্ম্মীর কর্ম্ম সকল প্রবৃত্তিপর; জ্ঞানীর কর্ম্ম সকল নিবৃত্তির নিমিত্ত। জ্ঞানীরা কর্ম্মমাত্রই নিবৃত্তির জন্য জ্ঞানের অঙ্গীভূত করিয়া লয়েন। এইরূপে জ্ঞানীর নিবৃত্তিপর কর্ম্ম সকল অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট হইলেও উহার মূলে নিবৃত্তিকামনা বা প্রবৃত্তিবিদ্বেষ থাকিয়া যায়। ভক্তের কর্ম্ম নির্ম্মল। উহাতে কি কামনা, কি বিদ্বেষ কিছুই থাকে না। কারণ, তাঁহার কোন কার্য্যই নিজের জন্য নহে। ভক্তের সকল কার্য্যই ভগবৎসেবার নিমিত্ত। সর্ব্বভূতে শ্রীভগবানের সেবার জন্য এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বভূতের সেবার জন্যই তাঁহার কার্য্যানুষ্ঠান। সেবারূপ কার্য্য ভক্তিরই অঙ্গ। অতএব ভক্ত্যঙ্গীভূত ভক্তকার্য্যই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ভগবৎ-সেবার্থ সমনুষ্ঠিত কার্য্যই ভাগবতধর্ম্ম জানিতে হইবে ॥ ৩৬ ॥

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যা-
দীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেৎ তং
ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা ॥ ৩৭ ॥

(যতঃ) ঈশাৎ (ভগবতঃ) অপেতস্য (চ্যুতস্য, বিমুখস্য জীবস্য এব) তন্মায়য়া (তস্য ভগবতঃ মায়য়া) অস্মৃতিঃ (স্বরূপাস্ফূর্ত্তিঃ ভবতি, ততঃ) বিপর্য্যয়ঃ (দেহাত্মাত্মাভিমানঃ ভবতি, ততঃ চ) দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ (দ্বিতীয়ে দেহাদৌ উপাধিভূতে অভিনিবেশতঃ অভিমানাৎ ভয়ং স্যাৎ), অতঃ বুধঃ (বিবেকী) তম্ (ঈশং প্রথমতঃ) আভজেৎ (ঈষৎ অপি ভজেৎ, ততঃ) গুরুদেবতাত্মা (গুরুঃ এব দেবতা আত্মা চ যস্য তথাভূতঃ সন্) ভক্ত্যা (সাক্ষাৎ ভাগবত-ধর্ম্মরূপয়া ভজেৎ, ততঃ) একয়া (নিত্যপাদাম্বুজোপাসনরূপয়া অব্যভিচারিণ্যা) ভক্ত্যা ভজেৎ ॥ ৩৭ ॥

পরমেশ্বর হইতে বিমুখ জীবের মায়াবশতঃ স্বরূপের বিস্মৃতি জন্মে এবং তজ্জন্য দেহে আত্মাভিমান ঘটে। দ্বিতীয় বস্তু যে দেহেন্দ্রিয়াদি তাহাতে অভি-নিবেশ হইলেই ভয় জন্মে। অতএব জ্ঞানী ব্যক্তি গুরুতে দেবতাবুদ্ধি এবং প্রিয়তাবুদ্ধি স্থাপনপূর্ব্বক ভক্তিসহকারে পরমেশ্বরের ভজন করিবেন ॥ ৩৭ ॥

অনাদিভোগবাসনায় বহির্ম্মুখ জীব পরমেশ্বর হইতে বিমুখ হইলেই মায়া তাঁহাকে আবরণ করেন। ঐ আবরণে তাঁহার শুদ্ধরূপের অপ্রকাশের সহিত ঈশ্বরবিস্মৃতি ঘটে, এবং তজ্জন্য দেহে আত্মভ্রম উপস্থিত হয়। উক্ত আত্মভ্রম

হইতেই দেহাত্মাভিমান জন্মে। দেহে আত্মাভিমান জন্মিলেই আত্মার অপেক্ষায় দ্বিতীয় যে দেহাদি জড়বস্তু তাহাতে অভিনিবেশ বশতঃ তাঁহার একটি ভয় জন্মে। শ্রীভগবানের মায়াই ঐ ভযের মূল। অতএব বিবেকী ব্যক্তি শ্রীভগবানেরই শরণাপন্ন হইবেন। শরণাপত্তি আবার একেবারে সম্ভব হয় না। প্রথমে যথাসাধ্য শ্রীভগবানের ভজন করিবে। এইরূপ করিতে করিতেই গুরুলাভ হইয়া থাকে। গুরুলাভ হইলে, তাঁহাতে দেবতাবুদ্ধি ও প্রিয়তাবুদ্ধি স্থাপন করিয়া তাঁহারই কৃপায় ভক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভক্তির প্রাপ্তি হইলে, তদ্দ্বারা শ্রীভগবানের সেবা করিতে হইবে।

জীব অনাদিকাল হইতেই বহির্মুখ ভোগবাসনায় আবদ্ধ আছেন। ঐ ভোগবাসনায় আবদ্ধ বলিয়াই তিনি স্বাভাবিক ভোগ্যত্বধর্ম্ম ভুলিয়া গিয়া আপনাকে ভোক্তা করিয়া লইয়াছেন। তিনি যখন আপনাকে ভোক্তা ভাবিয়া লইলেন, তখন করুণাময় পরমেশ্বর তাঁহাকে পুনর্ব্বার স্বভাবে আনয়ন করিবার একটি অতি উৎকৃষ্ট উপায় করিয়া দিলেন। পরমেশ্বর শক্তিমান্, জীব তাঁহার শক্তি। শক্তিমানই ভোক্তা এবং শক্তি তাঁহার ভোগ্য হয়েন, ইহাই স্বভাব-সিদ্ধ। কিন্তু জীব তাঁহার ঐ স্বভাব হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি আর আপনাকে ভোগ্য না ভাবিয়া ভোক্তা ভাবিতেছেন। করুণাময় ভগবান তাঁহাকে আবার তাঁহার স্বাভাবিক ভোগ্যত্বদশা প্রদান করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিজের অপরা মায়াশক্তিকে জীবশক্তির ভোগ্য করিয়া দিলেন। ঐ মায়াশক্তির ভোগ কিন্তু জীবের তৃপ্তিদায়ক হইল না। তিনি ভোগে তৃপ্তি না পাইয়া উহাতে বিতৃষ্ণ হইলেন। এইরূপে জীব যখনই ভোগে তৃষ্ণারহিত হইলেন, তখনই তাঁহার স্বস্বভাব প্রাপ্ত হইলেন। ঐ স্বস্বভাবপ্রাপ্তিই জীবের ভগবৎসাম্মুখ্য। যে জীব বহির্বিষয়ের ভোগবাসনায় প্রভু পরমেশ্বর হইতে বিমুখ হইয়া এতকাল আত্মবিস্মৃতিরূপ অজ্ঞানগর্ত্তে নিমগ্ন ছিলেন, এবং তজ্জন্য যিনি দেহাদি অনাত্মবস্তুতে আত্মাভিমানী হইয়া নিরন্তর বিবিধ ভয়ে ভীত হইতে-ছিলেন, তিনিই এক্ষণে দুঃখসংভিন্ন ভোগে বিতৃষ্ণ হইবামাত্র ভগবৎসাম্মুখ্য লাভে কৃতার্থ হইবার উপযুক্ত হইলেন। এই সাম্মুখ্যের অবস্থা মানবের ভজনের প্রবৃত্ত অবস্থা। প্রবৃত্তাবস্থায় ভোগে বিতৃষ্ণা জন্মিলেও ভোগ শেষ হয় না। কারণ, চিত্ত তখনও বহুজন্মসঞ্চিত সংস্কার পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। প্রবৃত্ত মানব চিত্তশুদ্ধির জন্য কায়মনোবাক্যে শ্রীভগবানের যথাসাধ্য ভজন করিবেন। এইরূপ ভজন করিতে করিতেই চিত্ত কিয়ৎপরিমাণে শুদ্ধ হইলে,

করুণাময় শ্রীভগবান গুরুরূপে কৃপা করিয়া প্রবৃত্তকে আত্মসাক্ষাৎকার করাইয়া সাধনশিক্ষা দ্বারা সাধকদশা প্রদান করিয়া থাকেন। সাধক ভক্তের কার্য্য গুরুতে দেবতাবুদ্ধি ও প্রিয়তাবুদ্ধি অর্থাৎ গুরুকে দেবতা এবং সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় জ্ঞান করিয়া তাঁহার উপদেশানুসারে সাধন করা। সাধক ভক্তের সাধনই ভাগবতধর্ম্ম। এই ভাগবতধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে করিতে সাধক ভক্তের সিদ্ধ-দশা উপস্থিত হয়। সিদ্ধ দশার কার্য্য নিত্য শ্রীভগবানের পাদপদ্মসেবা ॥ ৩৭ ॥

অবিদ্যমানোঽপ্যবভাতি হি দ্বয়ো
ধ্যাতুর্ধিয়া স্বপ্নমনোরথৌ যথা।
তৎকর্ম্মসঙ্কল্পবিকল্পকং মনো
বুধো নিরুন্ধ্যাদভয়ং ততঃ স্যাৎ ॥ ৩৮ ॥

দ্বয়ঃ (দ্বৈতপ্রপঞ্চঃ) অবিদ্যমানঃ অপি ধ্যাতুঃ (পুংসঃ) ধিয়া (মনসা) স্বপ্নমনোরথৌ যথা (তথা) অবভাতি হি। তৎ (তস্মাৎ) কর্ম্মসঙ্কল্পবিকল্পকং (কর্ম্মাণি সঙ্কল্পয়তি বিকল্পয়তি চ যৎ তৎ) মনঃ নিরুন্ধ্যাৎ (নিযচ্ছেৎ)। ততঃ (চ) অভয়ং স্যাৎ ॥ ৩৮ ॥

দ্বৈতপ্রপঞ্চ না থাকিলেও ধ্যানকারী পুরুষের মনে স্বপ্ন ও মনোরথের ন্যায় প্রকাশ পাইয়া থাকে। অতএব সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক মনকে নিরোধ করিবে এবং তাহা হইলেই ভয়ও দূর হইবে ॥ ৩৮ ॥

"দ্বৈতপ্রপঞ্চ" ইত্যাদি। প্রবৃত্ত, সাধক ও সিদ্ধ ভেদে ভক্তের তিনটি অবস্থা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম অর্থাৎ প্রবৃত্ত অবস্থায় যথাসাধ্য ভজনের উপদেশ করিয়াছেন। তদবস্থায় সম্যক্ চিত্তশুদ্ধির অভাববশতঃ সম্যক্ ভজন সম্ভব হয় না বলিয়াই যথাসাধ্য ভজন উপদিষ্ট হইয়াছে। প্রবৃত্ত ভক্তের অসম্যক্-শুদ্ধ মন সদাই বিক্ষিপ্ত হইতে থাকে। যতদিন না গুরুকৃপায় আত্মসাক্ষাৎ-কার লাভ হয়, ততদিন পর্য্যন্ত চিত্তবিক্ষেপও সম্পূর্ণ দূরীভূত হইতে পারে না। যাঁহার স্রক্ চন্দন-বনিতাদি ভোগ্যবিষয় সকল নাই, অথবা যিনি ঐ সকল সত্ত্বেও উহাদিগকে ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইলেন, তাঁহারও গুরুকৃপা ব্যতিরেকে চিত্তবিক্ষেপের নিবারণ হয় না। বস্তু না থাকিলেও বস্তুর চিন্তা কোথায় যাইবে? ইচ্ছা না করিলেও বস্তু সকল আপনা হইতেই মনে উপস্থিত হইয়া উহাকে বিক্ষিপ্ত করিয়া তুলিবে। জাগ্রৎ অবস্থায় বস্তু সম্মুখে না থাকিলেও তাহার চিন্তাকে দূর করা যায় না। স্বপ্নেরত কথাই নাই। মন

কখনই নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে না। সে কিছু না কিছু চিন্তা করিবেই করিবে। এইরূপে ইচ্ছাক্রমেই হউক বা অনিচ্ছাক্রমেই হউক, বিষয় চিন্তা করিতে করিতেই বিষয়ে স্পৃহা জন্মে। ঐ স্পৃহা হইতে কাম এবং কাম হইতে ক্রোধের উদ্রেক হয়। পরে ক্রোধ হইতে মোহ এবং মোহ হইতে স্মৃতিভ্রম উৎপন্ন হয়। স্মৃতিভ্রম আবার বুদ্ধিকে নষ্ট করিয়া দেয়। যাহার বুদ্ধি নষ্ট হইল, তাহার সকলই বিনাশ প্রাপ্ত হইল। অতএব ঐ মন যাহাতে শান্ত হয়, তাহারই চেষ্টা করিতে হইবে। সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক মনকে নিরোধ করিতে হইবে। শ্রীগুরুর কৃপা ভিন্ন মনের নিরোধের প্রকারান্তরও নাই। অতিদুষ্কর যে মনের নিরোধ, তাহা শ্রীগুরুর কৃপা হইলে অনায়াসেই সিদ্ধ হয়। ঐ কৃপাও অপ্রাপ্য বা বহ্বায়াসপ্রাপ্যও নহে। যথাসাধ্য অপরাধবর্জ্জিত হইয়া শ্রীভগবানের নামাদি শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিতে করিতেই উহা লাভ হইয়া থাকে। পরে শ্রীগুরুর কৃপায় আত্মসাক্ষাৎকারের সহিত শ্রবণাদিসাধনে দৃঢ়তা জন্মে। ক্রমে সিদ্ধদশা আসিয়া সমুপস্থিত হয়। উহা আবার যে সে সিদ্ধদশা নহে। প্রকৃত সিদ্ধদশা আসিলে, পরমাত্মসাক্ষাৎকার হয়। তখন সকল ভয়ই তিরোহিত হইয়া যায়॥ ৩৮ ॥

শৃণ্বন্ সুভদ্রাণি রথাঙ্গপাণে-
জন্মানি কর্ম্মাণি চ যানি লোকে।
গীতানি নামানি তদর্থকানি
গায়ন্ বিলজ্জো বিচরেদসঙ্গঃ ॥ ৩৯ ॥

রথাঙ্গপাণেঃ (রথাঙ্গং চক্রং পাণৌ যস্য তস্য ভগবতঃ) যানি লোকে গীতানি (তানি) সুভদ্রাণি (সুমঙ্গলানি) জন্মানি কর্ম্মাণি চ তদর্থকানি (তানি জন্মানি কর্ম্মাণি চ অর্থঃ যেষাং তানি) নামানি চ গায়ন্ অসঙ্গঃ বিলজ্জঃ (চ ভূত্বা) বিচরেৎ ॥ ৩৯ ॥

চক্রপাণি শ্রীভগবানের ইহলোকে গীত যে সকল সুমঙ্গল জন্ম ও কর্ম্ম এবং তদর্থক যে সকল নাম, সেইগুলিকে গান করিতে করিতে সঙ্গরহিত ও বিলজ্জ হইয়া বিচরণ করিবে॥ ৩৯ ॥

"চক্রপাণি" ইত্যাদি। এই পৃথিবীতে শ্রীভগবানের শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ ও লোকপ্রসিদ্ধ যে সকল মঙ্গলজনক জন্ম ও কর্ম্ম এবং তদর্থক অর্থাৎ ঐ সকল জন্ম ও কর্ম্মের সূচক যে সকল মঙ্গলজনক নাম লোকে গান করিয়া থাকেন,

প্রবৃত্ত ভক্ত সেইগুলি কীর্ত্তন করিতে করিতে বিষয়াসক্তিশূন্য অর্থাৎ নির্ম্মলচিত্ত অতএব বিলজ্জ অর্থাৎ লজ্জাদিরহিত হইয়া বিচরণ করিবেন ॥ ৩৯ ॥

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥ ৪০ ॥

এবংব্রতঃ (এবং শ্রবণকীর্ত্তনাদিরূপং ব্রতং যস্য সঃ) স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা (স্বপ্রিয়স্য ভগবতঃ নামকীর্ত্তনাদিনা) জাতানুরাগঃ (জাতঃ অনুরাগঃ যস্য সঃ, অতএব) দ্রুতচিত্তঃ (দ্রুতং শ্লথং চিত্তং হৃদয়ং যস্য সঃ জনঃ) উন্মাদবৎ (গ্রহগৃহীতবৎ) লোকবাহ্যঃ (লোকানাং বাহ্যঃ হাস্যাদিষু অবধানশূন্যঃ, বিবশঃ সন্) উচ্চৈঃ হসতি অথো রোদিতি রৌতি (ক্রোশতি) গায়তি নৃত্যতি (চ) ॥৪০॥

এইরূপ ব্রতধারী নিজপ্রিয় শ্রীভগবানের নামসঙ্কীর্ত্তনাদি দ্বারা জাতানুরাগ ও শিথিলহৃদয় পুরুষ উন্মত্তের ন্যায় লোকাপেক্ষারহিত হইয়া উচ্চস্বরে হাস্য, কখন রোদন কখন আক্রোশন এবং কখন গান ও কখন বা নৃত্য করিয়া থাকেন ॥ ৪০ ॥

সাধকভক্ত শ্রীগুরুর কৃপায় শ্রবণাদিসাধনে দৃঢ়তা লাভ করিয়া শ্রীভগবানে ভাবযুক্ত ও ক্রমে প্রেমসম্পন্ন হয়েন। প্রেমের উদয়ে হৃদয় শিথিল হইয়া পড়ে। তখন আর লোকাপেক্ষা থাকে না। সুতরাং তিনি উন্মাদের ন্যায় কখন উচ্চ হাস্য, কখন রোদন, কখন চীৎকার, কখন গান ও কখন নৃত্য করিয়া থাকেন। হাস্যরোদনাদি শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকারের সূচক। সাধকদশায় অন্তঃসাক্ষাৎকারে শ্রীভগবানের লীলাদির স্ফূর্ত্তিতে হাস্যাদির যথাসম্ভব উদ্রেক অর্থাৎ হাস্যরসোদ্দীপক লীলার স্ফূর্ত্তিতে হাস্যোদ্রেক এবং করুণরসোদ্দীপক লীলার স্ফূর্ত্তিতে ক্রন্দনোদ্রেক প্রভৃতি হইয়া থাকে। প্রবৃত্ত ভক্তেও কখন কখন অশ্রুকম্পাদি দেখা গিয়া থাকে। কিন্তু উহাকে প্রেমোত্থ অশ্রুকম্পাদি বলিয়া স্বীকার করা যায় না। লৌকিক অশ্রুকম্পাদির ন্যায়, অর্থাৎ লৌকিক অবস্থাতে যেমন কোন বিশেষ কারণে ক্ষিতিতত্ত্বের উদয়ে স্তম্ভ এবং অপ্‌ তত্ত্বের স্ফূর্ত্তিতে অশ্রু প্রভৃতি দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ, প্রবৃত্ত ভক্তেরও অশ্রুকম্পাদি লক্ষিত হইয়া থাকে। আশয়শুদ্ধি ব্যতিরেকে প্রেমোত্থ হাস্যক্রন্দনাদি নিতান্ত অসম্ভব। আশয়শুদ্ধি বলিতে অন্যতাৎপর্য্য পরিত্যাগ অর্থাৎ ভোগমোক্ষাদির উদ্দেশ্য পরিত্যাগ এবং

শ্রীভগবানের প্রীতিমাত্রই তাৎপর্য্য। প্রবৃত্ত ভক্তের তাহা সম্ভব হয় না। সাধক ভক্তে তাহা সম্ভব হয়। অতএব সাধক দশাতেই প্রেমোদয়ে ভক্ত কখন অনুকম্প্য ভৃত্যরূপে কখন সখারূপে কখন পিত্রাদিরূপে এবং কখন প্রিয়ারূপে অভিমানী হইয়া অন্তরে তত্তল্লীলারস আস্বাদন করিয়া থাকেন, এবং বাহ্যেও তদনুরূপ চেষ্টা প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাদৃশী চেষ্টাই তাঁহাদের হাস্য-ক্রন্দনাদি ॥ ৪০ ॥

খং বায়ুমগ্নিং সলিলং মহীঞ্চ
জ্যোতীংষি সত্ত্বানি দিশো দ্রুমাদীন্।
সরিৎসমুদ্রাংশ্চ হরেঃ শরীরং
যৎ কিঞ্চ ভূতং প্রণমেদনন্যঃ ॥ ৪১ ॥

খং বায়ুম্ অগ্নিং সলিলং মহীং চ জ্যোতীংষি (চন্দ্রসূর্য্যাদীনি) সত্ত্বানি (ভূতানি) দিশঃ দ্রুমাদীন্ সরিৎসমুদ্রান্ চ যৎ কিঞ্চ ভূতং (স্থাবরজঙ্গমমাত্রং) হরেঃ শরীরম্ (ইতি মত্বা) অনন্যঃ (স্ফূর্ত্ত্যন্তররহিতঃ) প্রণমেৎ ॥ ৪১ ॥

আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, ক্ষিতি, জ্যোতিষ্ক সকল, ভূতসমূহ, দিক্ সকল, তরুরাজি, সরিৎপুঞ্জ ও অর্ণবনিকর এবং অন্য যে কিছু স্থাবরজঙ্গম সকলকেই শ্রীহরির শরীর বিবেচনা করিয়া অনন্যভাবে প্রণাম করিবে ॥ ৪১ ॥

ক্রমে প্রেম গাঢ় হইলে, সিদ্ধদশা নিকটবর্ত্তী হয়। তৎকালে প্রকৃত বহিঃসাক্ষাৎকার না হইলেও উহার উপক্রম হইতে থাকে। বহিঃসাক্ষাৎকারের উপক্রমে ভক্ত সর্ব্বত্র ভগবদ্ভাব দর্শন করিতে থাকেন। লুব্ধ ব্যক্তি যেমন জগৎ ধনময় দর্শন করে, কামুক ব্যক্তি যেমন জগৎ কামিনীময় অবলোকন করে, প্রেমিক ভক্তও তদ্রূপ জগৎ ভগবন্ময় দর্শন করিতে থাকেন। তৎকালে তাঁহার দৃষ্টিতে সর্ব্বভূতই স্থাবরজঙ্গমাত্মক চরাচর জগতই ভগবন্ময় হইয়া থাকে। তিনি যে দিকে দৃষ্টি করেন, সেই দিকেই নবনীরদনীলকান্তি শ্যামসুন্দরকে সন্দর্শন করিতে থাকেন। তাঁহার অন্তরে বা বাহিরে অন্য কিছুরই স্ফূর্ত্তি থাকে না। সুতরাং তখন তিনি যাহা কিছু ইন্দ্রিয়গোচর করেন, তাহাকেই নিজ প্রিয়তম পরমেশ্বর জ্ঞানে প্রণাম করিয়া থাকেন ॥ ৪১ ॥

ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তি-
রন্যত্র চৈব ত্রিক এককালঃ।

প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যু-
স্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্ ॥ ৪২ ॥

যথা অশ্নতঃ (ভুঞ্জানস্য জনস্য) তুষ্টিঃ (সুখং) পুষ্টিঃ (উদরভরণং) ক্ষুদ-পায়ঃ (ক্ষুন্নিবৃত্তিঃ চ) অনুঘাসং (প্রতিগ্রাসং) স্যুঃ (তথা) প্রপদ্যমানস্য (হরিং ভজতঃ পুংসঃ) ভক্তিঃ (প্রেমলক্ষণা) পরেশানুভবঃ (প্রেমাস্পদভগ-বদ্রূপস্ফূর্ত্তিঃ তয়া নির্বৃতস্য ততঃ) অন্যত্র বিরক্তিঃ (ইতি এবং) ত্রিকঃ এক-কালঃ (ভজনসমকালঃ এব স্যাৎ) ॥ ৪২ ॥

যেমন ভোজনকারী ব্যক্তির তুষ্টি পুষ্টি ও ক্ষুন্নিবৃত্তি প্রতিগ্রাসেই হইয়া থাকে, তদ্রূপ ভজনকারী ব্যক্তির ভক্তি পরমেশ্বরানুভব ও অন্যত্র বৈরাগ্য এই তিনটি এক সময়েই হইয়া থাকে ॥ ৪২ ॥

কর্ম্ম জ্ঞান ও ভক্তি এই তিন মার্গেই তদারূঢ় ব্যক্তির অবস্থাভেদে প্রবৃত্ত সাধক ও সিদ্ধ এই ত্রৈবিধ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। তন্মধ্যে কর্ম্মমার্গে ও জ্ঞান-মার্গে প্রবৃত্ত পুরুষের অবস্থা বিশেষ সন্তোষজনক নহে। তাঁহাদের প্রবৃত্তাবস্থা শূন্যতুলা ধারণ করে। কর্ম্মী যে স্বর্গাদিফলকামনায় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন, তদবস্থায় তাহার অপ্রাপ্তিতে এবং জ্ঞানী যে কৈবল্যকামনায় জ্ঞানে প্রবৃত্ত হইলেন, তদবস্থায় তাহার অপ্রাপ্তিতে আত্মাকে নিরবচ্ছিন্ন শূন্যময় অন্ধকারময় দেখিতে থাকেন। তাঁহাদের তৎপরবর্ত্তী সাধকাবস্থা অভীষ্ট ফলের কিঞ্চিৎ আশা প্রদান দ্বারা অপেক্ষাকৃত বস্তুগর্ভ অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল হইলেও বিশেষ সুখদায়ক হয় না। আবার তাঁহাদের সিদ্ধাবস্থাও নির্দ্দোষ নহে। কর্ম্মীর সিদ্ধাবস্থায় ভবিষ্যৎ পতনের আশঙ্কা উদিত হয় এবং জ্ঞানীর সিদ্ধাবস্থা নিরনুভব জ্ঞানগর্ত্ত অবস্থা। ভক্তের অবস্থা সকল কিন্তু উহাদের অবস্থা সকল হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ভক্তিমার্গারূঢ় ব্যক্তির প্রবৃত্ত সাধক ও সিদ্ধ তিন অবস্থাই সারগর্ত্ত ও সুখময়। ভক্ত স্বভাবতঃ নিষ্কাম, অতএব তাঁহার কোন অবস্থাই অসুখকর হইতে পারে না। তাঁহার উক্ত তিন অবস্থাতেই কি প্রত্যাশিতসিদ্ধিরূপা কি অপ্রত্যাশিত সিদ্ধিরূপা চপলার সুখদায়িনী জ্যোতি ক্ষণে ক্ষণে বিলসিত হইতে থাকে। ভক্তের প্রবৃত্তাবস্থায় চিত্তশুদ্ধি এবং সাধকাবস্থায় অপ্রত্যাশিত পারমেশ্বরী অণি-মাদি সিদ্ধি সকল এবং মায়িকী পরকায়-প্রবেশাদি সিদ্ধি সকল তিনি প্রার্থনা না করিলেও বিশেষ বিশেষ কার্য্যসিদ্ধির জন্য আপনা হইতেই আসিয়া উপস্থিত হয়। আর তাঁহার প্রত্যাশিত সিদ্ধি যে ভক্তি পরমেশ্বরানুভব ও বিষয়-বৈরাগ্য

তাহাও তাঁহার ভজনসমকালেই আসিয়া দেখা দেয়। ভোজনকারী ব্যক্তি যেমন গ্রাসে গ্রাসেই কিয়ৎপরিমাণে তুষ্টি, কিয়ৎপরিমাণে পুষ্টি এবং কিয়ৎপরিমাণে ক্ষুন্নিবৃত্তি অনুভব করিতে থাকেন, ভজনমার্গারূঢ় ব্যক্তিও তদ্রূপ প্রতিপদ-ক্ষেপেই কিয়ৎপরিমাণে ভক্তি, কিয়ৎপরিমাণে পরমেশ্বরানুভব ও কিয়ৎ-পরিমাণে বিষয়ান্তরে বৈরাগ্য লাভ করিয়া থাকেন। অতএব তাঁহার কোন অবস্থাই শূন্য বা অসুখকর হয় না। অধিকন্তু ভক্তের শ্রবণকীর্ত্তনাদি চেষ্টা সকলই সুখকরী। উহারা অষ্টাঙ্গযোগের ন্যায় বা জ্ঞানযোগের ন্যায় অসুখকর নহে ॥ ৪২ ॥

ইত্যচ্যুতাঙ্ঘ্রিং ভজতোঽনুবৃত্ত্যা
ভক্তির্বিরক্তির্ভগবৎপ্রবোধঃ।
ভবন্তি বৈ ভাগবতস্য রাজন্
ততঃ পরাং শান্তিমুপৈতি সাক্ষাৎ ॥ ৪৩ ॥

(হে) রাজন্! ইতি (উক্তপ্রকারেণ) অনুবৃত্ত্যা (অভ্যাসেন) অচ্যুতাঙ্ঘ্রিং ভজতঃ ভাগবতস্য ভক্তিঃ ভগবৎপ্রবোধঃ বিরক্তিঃ চ (ত্রয়ঃ) ভবন্তি। ততঃ সাক্ষাৎ পরাং শান্তিম্ (আত্যন্তিকং ক্ষেমম্) উপৈতি ॥ ৪৩ ॥

হে রাজন্! এইরূপ অভ্যাস দ্বারা শ্রীহরির পাদপদ্ম ভজন করেন যে ভক্ত তাঁহার ভক্তি ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান ও বৈরাগ্য তিনই হইয়া থাকে। পরে সাক্ষাৎ পরা শান্তি অর্থাৎ আত্যন্তিক ক্ষেম লাভ হয় ॥ ৪৩ ॥

রাজোবাচ।

অথ ভাগবতং ব্রূত যদ্ধর্ম্মো যাদৃশো নৃণাম্।
যথাচরতি যদ্ ব্রূতে যৈর্লিঙ্গৈর্ভগবৎপ্রিয়ঃ ॥ ৪৪ ॥

রাজা উবাচ। অথ যদ্ধর্ম্মঃ (যঃ ধর্ম্মঃ যস্য সঃ) যাদৃশঃ (যৎস্বভাবঃ) নৃণাং (মধ্যে) যথা চরতি (বর্ত্ততে) যৎ ব্রূতে যৈঃ লিঙ্গৈঃ (চিহ্নৈঃ) ভগবৎপ্রিয়ঃ (ভগবতঃ প্রিয়ঃ ভবতি তং) ভাগবতম্ (এব) ব্রূত ॥ ৪৪ ॥

"রাজা বলিলেন" ইত্যাদি। অনন্তর ভাগবত অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তের লক্ষণ কি, তাহাই বলুন। ভগবদ্ভক্তের লক্ষণ বুঝিতে হইলে, অবশ্য তিনি যে ধর্ম্মে পরিনিষ্ঠিত, তাঁহার স্বভাব যেপ্রকার, তিনি মনুষ্যমধ্যে যেরূপ আচরণ করিয়া থাকেন, তিনি যাহা বলেন, এবং যে সকল চিহ্ন দ্বারা তাঁহাকে শ্রীভগবানের প্রিয় বলিয়া জানা যায়, সেগুলিও বলিতে হইবে। অতএব উক্ত বিষয়গুলি

স্পষ্ট করিয়া বলুন। প্রথমে ভগবদ্ভক্তের স্বরূপলক্ষণ কি, তাহাই বলুন। যিনি শ্রীভগবানের প্রিয়, তিনিই যদি ভগবদ্ভক্ত হয়েন, তবে কোন্ কোন্ চিহ্ন দ্বারা তাঁহাকে চিনিতে হইবে, তাহা না বলিলে, ভগবদ্ভক্তের স্বরূপনির্ণয় করিতে পারা যায় না, অতএব সর্ব্বাগ্রে তাহাই বলুন। ঐ ভগবদ্ভক্তেরও আবার যদি উত্তমমধ্যমাদি ভেদ থাকে, তাহাও যথালক্ষণে বিবৃত করুন। তার পর, তাঁহার তটস্থলক্ষণ, অর্থাৎ তাঁহার যে কার্য্যাদি দ্বারা তাঁহাকে চিনিতে পারা যায়, তাহাই বলুন। তিনি কোন্ ধর্ম্ম নিষ্ঠা সহকারে পালন করেন, তাঁহার স্বভাব কীদৃশ, তিনি এই সংসারে কিরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন, তিনি কিরূপ কথা বলেন, এবং তিনি যে সকল চিহ্ন দ্বারা শ্রীভগবানের প্রিয় বলিয়া পরিচিত হয়েন, সেই বিষয়গুলিও যথাক্রমে বলুন ॥ ৪৪ ॥

হবিরুবাচ।

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥ ৪৫ ॥

হবিঃ উবাচ। যঃ সর্ব্বভূতেষু আত্মনঃ ভগবদ্ভাবং পশ্যেৎ (অনুভবতি), আত্মনি ভগবতি ভূতানি (চ অনুভবতি) এষঃ ভাগবতোত্তমঃ ॥ ৪৫ ॥

হবি বলিলেন। যিনি সর্ব্বভূতে আত্মার ভগবদ্ভাব দর্শন করেন, এবং যিনি আত্মস্বরূপ শ্রীভগবানে সর্ব্বভূতকে দর্শন করেন, তিনিই ভাগবতোত্তম ॥ ৪৫ ॥

"হবি বলিলেন" ইত্যাদি। ভগবদ্ভক্ত উত্তম মধ্যম ও কনিষ্ঠ ভেদে ত্রিবিধ। তন্মধ্যে প্রবৃত্ত ভক্তই কনিষ্ঠ ভক্ত, সাধক ভক্তই মধ্যম ভক্ত এবং সিদ্ধ ভক্তই উত্তম ভক্ত। যিনি চেতন ও অচেতন সকল পদার্থে অধিষ্ঠিত আত্মাকে শ্রীভগবানের আবির্ভাবস্বরূপে সন্দর্শন করেন, এবং যিনি ঐ আবির্ভূত আত্ম-স্বরূপ শ্রীভগবানে সকল পদার্থকেই দর্শন করেন, তিনিই উত্তম ভগবদ্ভক্ত। যিনি সর্ব্বত্র পরিপূর্ণ ভগবত্তত্ত্ব দর্শন করেন, তাঁহাকেই ভাগবতোত্তম বলা যায় ॥ ৪৫ ॥

ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু বা।
প্রেম মৈত্রী কৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ ॥ ৪৬ ॥

যঃ ঈশ্বরে (ভগবতি) তদধীনেষু (ভগবদ্ভক্তেষু) বালিশেষু (অজ্ঞেষু) দ্বিষৎসু (ভগবদ্ভক্তদ্বেষিষু) বা (চ) প্রেম মৈত্রী কৃপা উপেক্ষা (চ তাঃ) করোতি স মধ্যমঃ ॥ ৪৬ ॥

যিনি ঈশ্বরে তদধীনে অজ্ঞে ও দ্বেষকারীতে প্রেম মৈত্রী কৃপা ও উপেক্ষা করিয়া থাকেন, তাঁহাকে মধ্যম ভগবদ্ভক্ত বলা হয় ॥ ৪৬ ॥

"যিনি ঈশ্বরে" ইত্যাদি। যিনি শ্রীভগবানে প্রেম করেন, যিনি তদধীন তদ্ভক্তবর্গের সহিত মিত্রতা করেন, যিনি অজ্ঞ ব্যক্তি সকলের প্রতি কৃপা করেন, এবং যিনি শ্রীভগবানের ও তদ্ভক্তের দ্বেষকারী ব্যক্তি সকলকে উপেক্ষা করেন, তাঁহাকে মধ্যম ভগবদ্ভক্ত বলা হইয়া থাকে। ইনি সাধক ভক্ত। সাধক ভক্ত আত্মার উন্নতির জন্য ভগবৎপ্রেমরূপ পরম পুরুষার্থের সিদ্ধির জন্য যথাসাধ্য শ্রীভগবানে প্রেম, তদ্ভক্তের সহিত মৈত্রী, অজ্ঞের প্রতি দয়া ও বিদ্বেষীর প্রতি উপেক্ষা করিয়া থাকেন। ফলতঃ এইরূপ আচরণ দ্বারাই চিত্তের সঙ্কোচ দূর হইবার পর প্রসারতা লাভ হয়। অন্যথা সর্ব্বভূতে ভগবদ্ভাব লাভ হইতে পারে না ॥ ৪৬ ॥

অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ ॥ ৪৭ ॥

যঃ হরয়ে (হরিং প্রীণয়িতুং) অর্চ্চায়াম্ এব শ্রদ্ধয়া পূজাম্ ঈহতে তদ্ভক্তেষু অন্যেষু চ (পূজাং) ন (ঈহতে) সঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ ॥ ৪৭ ॥

যিনি হরিতোষণার্থ প্রতিমাতেই শ্রদ্ধা সহকারে পূজা করিয়া থাকেন, কিন্তু তদ্ভক্ত ও অন্য ব্যক্তি সকলে তাহা করেন না, তাঁহাকে প্রাকৃত অর্থাৎ কনিষ্ঠ ভক্ত বলা যায় ॥ ৪৭ ॥

কনিষ্ঠ ভক্ত শ্রীহরির তোষণার্থ প্রতিমাতেই শ্রদ্ধা সহকারে শ্রীভগবানের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। ভগবৎপ্রেমের অনুদয় পর্য্যন্ত তিনি ভক্তের মাহাত্ম্য অবগত হয়েন না, অতএব তিনি তদ্ভক্তের পূজা করেন না। যিনি ভক্তের পূজা করেন না, তিনি যে অন্যের পূজা করিতে পারেন না, তাহা আর বলিতে হয় না। তিনি লোকপরম্পরায় প্রতিমাতে শ্রীভগবানের পূজা করিতে হয় শুনিয়া, কেবল তাহাতেই শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া এই প্রথম ভক্তিমার্গে পদার্পণ করিয়াছেন। তিনি এই প্রথম ভক্তিপথের কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন বলিয়াই তাহাকে প্রাকৃত ভক্ত বলা হইয়া থাকে ॥ ৪৭ ॥

গৃহীত্বাপীন্দ্রিয়ৈরর্থান্ যো ন দ্বেষ্টি ন হৃষ্যতি।
বিষ্ণোর্মায়ামিদং পশ্যন্ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥ ৪৮ ॥

যঃ ইদং (বিশ্বং) বিষ্ণোঃ মায়াং পশ্যন্ ইন্দ্রিয়ৈঃ অর্থান্ (বিষয়ান্) গৃহীত্বা অপি ন দ্বেষ্টি ন হৃষ্যতি সঃ বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥ ৪৮ ॥

যিনি এই বিশ্বকে বিষ্ণুর মায়া দেখিয়া ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা বিষয় সকল গ্রহণ করিয়াও দ্বেষ করেন না বা হৃষ্ট হয়েন না, তিনিই ভাগবতশ্রেষ্ঠ ॥ ৪৮ ॥

যিনি এই বিবিধ-বস্তু-সমন্বিত বিচিত্র বিশ্বকে একমাত্র বিষ্ণুব মায়া দর্শন করিয়াছেন; যাঁহার এই সাংসারিক বস্তু সকলে ভেদবুদ্ধি তিবোহিত হইয়া গিয়াছে; যিনি নীল, পীত, শ্বেত ও লোহিত প্রভৃতি রূপ সকলকে একই রূপ দেখিতেছেন; যিনি কটু, তিক্ত, কষায় ও মধুব প্রভৃতি রস সকলকে একই রস দেখিতেছেন; যিনি সুগন্ধ ও দুর্গন্ধেব একতা অনুভব করিতেছেন; যিনি শীত ও উষ্ণাদির তুল্যতা বোধ কবিতেছেন; যিনি তীব্র ও মধুব প্রভৃতি শব্দ সকলকে একই শব্দ বোধ করিতেছেন; যিনি রূপবসাদি গুণ সকলকে একই প্রকৃতির বিকার বলিযা বিবেচনা কবিতেছেন; যাঁহার জ্ঞানে পার্থিব পদার্থ সকল একই পৃথিবীর বিকার বলিয়া বোধ হইতেছে; যাঁহার চক্ষু শৈল সরিৎ ও সমুদ্রাদির ভেদ দর্শন করিতেছে না; যাঁহার দৃষ্টিতে পঞ্চভূতই প্রকৃতির গুণপরিণাম বলিযা প্রতীত হইতেছে; তিনি কখনই পার্থিবকামনা হৃদযে ধাবণ কবিতে পাবেন না। যাঁহাব পার্থিবকামনা নাই, তিনি ইন্দ্রিয় দ্বারা রূপরসাদি বিষয় সকল গ্রহণ করিয়াও তাহাতে দ্বেষও করেন না বা আনন্দিতও হযেন না। কামনাই আনন্দেব মূল এবং কামনাই দ্বেষের বীজ। যাঁহাব কামনা নাই, তাঁহাব প্রাপ্তিতেও অভিনন্দন নাই, তাঁহাব অপ্রাপ্তিতেও ক্রোধ নাই। যাঁহাব কোন কামনাই নাই, তাঁহাব প্রিযও নাই, অপ্রিয়ও নাই, অতএব তাঁহার কাহাবও প্রতি দ্বেষ বা আদবও নাই। এইরূপে যিনি বিশ্ব-সংসারকে মাযামম জানিযা তাহাব কামনা হইতে বিবত হইয়াছেন, তিনিই ভাগবতশ্রেষ্ঠ ॥ ৪৮ ॥

দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনোধিয়াং যো
জন্মাপ্যয়ক্ষুদ্ভয়তর্ষকৃচ্ছ্রৈঃ।
সংসারধর্মৈরবিমুহ্যমানঃ
স্মৃত্যা হরের্ভাগবতপ্রধানঃ ॥ ৪৯ ॥

যঃ হবেঃ স্মৃত্যা দেহেন্দ্রিযপ্রাণমনোধিযাং জন্মাপ্যয়ক্ষুদ্ভযতর্ষকৃচ্ছ্রৈঃ সংসার-ধর্মৈঃ অবিমুহ্যমানঃ (ভবতি সঃ) ভাগবতপ্রধানঃ ॥ ৪৯ ॥

যিনি শ্রীহরির স্মৃতি দ্বারা দেহ ইন্দ্রিয় প্রাণ মন ও বুদ্ধির জন্ম নাশ ক্ষুধা ভয় তৃষ্ণা ও কষ্ট প্রভৃতি সংসারধর্ম্মে বিমুগ্ধ হয়েন না, তিনিই ভাগবত-প্রধান ॥ ৪৯ ॥

যিনি নিরন্তর শ্রীহরিকে স্মরণ করিয়া থাকেন এবং তদ্দ্বারা যিনি জন্ম ও নাশরূপ দৈহিক ধর্ম্ম কষ্টরূপ ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্ম ক্ষুধারূপ প্রাণের ধর্ম্ম ভয়রূপ মনের ধর্ম্ম তৃষ্ণা অর্থাৎ বাসনারূপ বুদ্ধির ধর্ম্ম প্রভৃতি সংসারধর্ম্মে মোহিত হয়েন না, তিনিই ভাগবতপ্রধান। যে ভগবৎস্মৃতি দ্বারা তিনি সংসারে থাকিয়াও সংসারধর্ম্মে মোহিত হয়েন না, সেই ভগবৎস্মৃতি তাঁহার অবিচ্ছেদেই থাকে। তিনি যে কোন স্থানে যে কোন অবস্থায় থাকুন না, তাঁহার ভগবৎস্মৃতির বিচ্ছেদ নাই। তিনি জাগ্রৎ অবস্থাতেই জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তির অতীত তুরীয় অবস্থাতে অবস্থান করেন। ঐ অবস্থাতে ভগবৎস্মৃতির বিচ্ছেদের সম্ভাবনা নাই, স্মৃতিবিচ্ছেদ নাই বলিয়াই তিনি সদাই ভগবৎস্মৃতিলাভে কৃতার্থ হয়েন, অর্থাৎ সংসারধর্ম্মে মোহিত হয়েন না। তজ্জন্য তাঁহাকে স্থূলশরীর বা সূক্ষ্মশরীর ত্যাগ করিতে হয় না। কারণ, তদবস্থায় তাঁহার জ্ঞানশক্তি এতই প্রবল হয় যে, তিনি নিরন্তর ভগবৎস্মরণে নিবিষ্ট থাকিয়াও স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের কর্ত্তব্য কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারেন। ঈদৃশ ভক্তের পক্ষে সংসারমোহ নিতান্ত অসম্ভব। এইরূপে যাঁহার সংসারমোহ বিগত হইয়াছে, তিনিই ভাগবতপ্রধান ॥ ৪৯ ॥

ন কামকর্ম্মবীজানাং যস্য চেতসি সম্ভবঃ।
বাসুদেবৈকনিলয়ঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥ ৫০ ॥

যস্য চেতসি কামকর্ম্মবীজানাং ন সম্ভবঃ বাসুদেবৈকনিলয়ঃ সঃ বৈ ভাগ-বতোত্তমঃ ॥ ৫০ ॥

যাঁহার চিত্তে বীজ অর্থাৎ ভোগবাসনা ভোগ্যবিষয়ের কামনা এবং ইন্দ্রিয় সম্বন্ধীয় কর্ম্ম উৎপন্ন হয় না, বাসুদেবৈকনিলয় সেই ব্যক্তিই ভাগবতোত্তম ॥ ৫০ ॥

যিনি চিত্ত দ্বারা একমাত্র ভগবান বাসুদেবকে আশ্রয় করিয়াছেন, অতএব যাঁহার চিত্তে কখনই সাধারণ ভোগবাসনা অর্থাৎ ভোগের চিন্তা বা স্ত্রীসঙ্গাদি পৃথক্ পৃথক্ কামনা অথবা তত্তদিন্দ্রিয়ের চেষ্টা উদিত হয় না, তিনিই ভাগবতোত্তম ॥ ৫০ ॥

ন যস্য জন্মকর্ম্মভ্যাং ন বর্ণাশ্রমজাতিভিঃ।
সজ্জতেঽস্মিন্নহংভাবো দেহে বৈ স হরেঃ প্রিয়ঃ ॥ ৫১ ॥

যস্য জন্মকর্ম্মভ্যাং ন বর্ণাশ্রমজাতিভিঃ (চ) ন অস্মিন্ দেহে অহংভাবঃ সজ্জতে সঃ বৈ হরেঃ প্রিয়ঃ ॥ ৫১ ॥

যাঁহার জন্ম ও কর্ম্ম দ্বারা বা বর্ণ আশ্রম ও জাতি দ্বারা এই দেহে অহং-ভাব জন্মে না, তিনিই শ্রীহরিব প্রিয় ॥ ৫১ ॥

যিনি সংকুলে উৎপন্ন ও সংকর্ম্ম অনুষ্ঠান কবেন বলিযা অহঙ্কার করেন না, যিনি ব্রাহ্মণ বা সন্ন্যাসী বলিয়া অহঙ্কার করেন না, অথবা যাঁহাব জাতি-গত অম্বষ্ঠ প্রভৃতি বলিয়া কোনরূপ অভিমান নাই, তিনিই শ্রীহরিব প্রিয়। কুলকর্ম্ম ও বর্ণ প্রভৃতি সকলই শবীরসম্বন্ধীয়। উহাদিগকে শবীবসম্বন্ধীয় জানিয়া যিনি ঐ কুলাদিসম্বন্ধে নিবভিমান হয়েন, শ্রীভগবান তাঁহাকেই আপনাব প্রিয়তম ভক্ত বলিয়া বিবেচনা কবেন ॥ ৫১ ॥

ন যস্য স্বঃ পর ইতি বিত্তেষ্বাত্মনি বা ভিদা।
সর্ব্বভূতসমঃ শান্তঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥ ৫২ ॥

যস্য বিত্তেষু আত্মনি বা স্বঃ পবঃ ইতি ভিদা ন, সর্ব্বভূতসমঃ শান্তঃ সঃ বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥ ৫২ ॥

যাঁহাব বিত্তে বা আত্মাতে আপন ও পব এই ভেদ নাই, যিনি সর্ব্বভূতে সমবুদ্ধি ও শান্ত, তিনিই ভাগবতোত্তম ॥ ৫২ ॥

যিনি আপনাব বিত্ত পরেব বিত্ত বলিযা ভেদ দেখেন না, যিনি কেবল পরেব জন্যই বিত্ত উপার্জ্জন ও তাহাব রক্ষণাবেক্ষণ কবিয়া থাকেন, যিনি নিজের আত্মা ও পরেব আত্মা বলিযা ভেদ দেখেন না, যিনি সর্ব্বভূতে একই আত্মা বিরাজ কবিতেছেন দেখিয়া সর্ব্বভূতে সমবুদ্ধি হযেন, এইরূপে যাঁহাব চিত্ত শান্ত হইযাছে, তিনিই ভাগবতপ্রধান ॥ ৫২ ॥

ত্রিভুবনবিভবহেতবেঽপ্যকুণ্ঠ-
স্মৃতিরজিতাত্মসুরাদিভির্বিমৃগ্যাৎ।
ন চলতি ভগবৎপদারবিন্দাৎ
লবনিমিষার্দ্ধমপি স বৈষ্ণবাগ্র্যঃ ॥ ৫৩ ॥

যঃ ত্রিভুবনবিভবহেতবে অপি অকুণ্ঠস্মৃতিঃ (অকুণ্ঠা অনপগতা স্মৃতিঃ যস্য সঃ) অজিতাত্মসুরাদিভিঃ (অজিতে আত্মা যেষাং তথাভূতৈঃ সুবাদিভিঃ অপি) বিমৃগ্যাৎ (দুর্লভাৎ) ভগবৎপদারবিন্দাৎ লবনিমিষার্দ্ধমপি ন চলতি সঃ বৈষ্ণবাগ্র্যঃ ৫৩ ॥

যিনি ত্রিভুবনে যত কিছু বিভূতি আছে, তাহার জন্যও স্মৃতিভ্রষ্ট হয়েন না, যিনি বিষ্ণুপরায়ণ দেবগণ কর্তৃক অন্বেষণীয় শ্রীভগবচ্চরণ হইতে লবার্দ্ধও মুহূর্ত্তার্দ্ধও বিচলিত হয়েন না, তিনিই বৈষ্ণবপ্রধান ॥ ৫৩ ॥

স্বর্গে মর্ত্তে ও পাতালে যত কিছু বিভূতি আছে, তাদৃশ ভক্ত তাহার কোনটিতেই আকাঙ্ক্ষাযুক্ত হয়েন না। যিনি আপনাকে অন্য হইতে কোনরূপেই পৃথক্ করিয়া দেখেন না, তিনি অবশ্যই নিজের বিভূতির জন্যও ব্যগ্র হয়েন না। যিনি আপনাকে সমুদায়ের একটি অংশ দেখেন, তিনি ঐ বিভূতি পাইয়াও তাহাতে মোহিত হয়েন না; কারণ তিনি জানেন, যাহা পাইয়াছি, তাহা, অংশ যে আমি সেই আমার জন্য নহে, পরন্তু সমুদায়ের জন্য। যিনি নিজের সমস্তই সমষ্টি ব্রহ্মাণ্ডের জন্য দেখিলেন, তাঁহার সেই সমষ্টিচিন্তার সহিত পরমাত্মচিন্তাও থাকিয়া গেল। অতএব তাদৃশ ভক্ত কখনই কোন বিভূতির জন্য শ্রীভগবানের স্মৃতি হইতে বিচ্যুত হইতে পারেন না। বিষ্ণুপরায়ণ দেবগণও যে শ্রীভগবচ্চরণ অন্বেষণ করিয়া থাকেন, সেই শ্রীচরণ সদাই যাঁহার স্মৃতিপটে অঙ্কিত থাকে, তিনিই বৈষ্ণবপ্রধান, তিনিই ভাগবতোত্তম ॥ ৫৩ ॥

ভগবত উরুবিক্রমাঙ্ঘ্রিশাখা-
নখমণিচন্দ্রিকয়া নিরস্ততাপে।
হৃদি কথমুপসীদতাং পুনঃ স
প্রভবতি চন্দ্র ইবোদিতেঽর্কতাপঃ ॥ ৫৪ ॥

ভগবতঃ উরুবিক্রমাঙ্ঘ্রিনখমণিচন্দ্রিকয়া নিরস্ততাপে উপসীদতাং (ভজতাং) হৃদি চন্দ্রে উদিতে অর্কতাপঃ ইব কথং পুনঃ সঃ (তাপঃ) প্রভবতি ॥ ৫৪ ॥

চন্দ্র উদিত হইলে অর্কতাপের ন্যায় ভগবান ত্রিবিক্রমের নখমণিচন্দ্রিকা দ্বারা নিরস্ততাপ ভক্তের হৃদয়ে কি প্রকারে ঐ তাপ জন্মিবে ॥ ৫৪ ॥

ভক্তের হৃদয়ে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের নখরূপ চন্দ্র সকল সদাই সমুদিত রহিয়াছে। অতএব তাহাতে কোন তাপই থাকিতে পারে না। যেখানে কোন তাপই থাকিতে পারে না, সেখানে যে ছার কামাদিতাপ থাকে না, তাহা বলা বাহুল্য ॥ ৫৪ ॥

বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষা-
দ্ধরিরবশাভিহিতোঽপ্যঘৌঘনাশঃ।

প্রণয়রসনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ
স ভবতি ভাগবতপ্রধান উক্তঃ ॥ ৫৫ ॥

অবশাভিহিতঃ অপি অঘৌঘনাশঃ হরিঃ (এব) সাক্ষাৎ যস্য হৃদয়ং ন বিসৃজতি (মুঞ্চতি) প্রণয়রসনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ সঃ ভাগবতপ্রধানঃ (ইতি) উক্তঃ ভবতি ॥ ৫৫ ॥

অবশভাবে অভিহিত হইয়াও অঘৌঘনাশন হরিই সাক্ষাৎ যাঁহার হৃদয় পরিত্যাগ করেন না, প্রণয়রজ্জু দ্বারা যিনি শ্রীভগবানের পাদপদ্মকে হৃদয়ে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছেন, সেই ব্যক্তিই ভাগবতপ্রধান বলিয়া উক্ত হয়েন ॥ ৫৫ ॥

অবশভাবে যে কোনরূপে হউক, যাঁহার নাম উচ্চারণ করিবামাত্র জীবের সকল পাপ দূর হয়, সেই শ্রীহরির পাদপদ্ম যিনি প্রেমরূপ রজ্জু দ্বারা হৃদয়ে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছেন বলিয়া স্বয়ং শ্রীহরিই যাঁহার হৃদয় পরিত্যাগ করিতে পারেন না, সেই ব্যক্তিই ভাগবতপ্রধান ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাম্ একাদশস্কন্ধে বসুদেবনারদসংবাদে
জায়ন্তেয়োপাখ্যানে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

রাজোবাচ।

পরস্য বিষ্ণোরীশস্য মায়িনামপি মোহিনীম্।
মায়াং বেদিতুমিচ্ছামো ভগবন্তো ব্রুবন্তু নঃ ॥ ১ ॥

রাজা উবাচ। পরস্য ঈশস্য বিষ্ণোঃ মায়িনাম্ অপি মোহিনীং মায়াং বেদি-তুম্ ইচ্ছামঃ ভগবন্তঃ ন (অস্মান্) ব্রুবন্তু ॥ ১ ॥

রাজা বলিলেন। পরমেশ্বর বিষ্ণুর মায়ী পুরুষগণেরও মোহনকারিণী মায়া জানিতে ইচ্ছা করি, আপনারা আমাদিগকে বলুন ॥ ১ ॥

রাজা বলিলেন। পরমেশ্বর বিষ্ণুর মায়া মায়ী অর্থাৎ নিজশক্তি দ্বারা অন্য জীবগণের মোহনকারী ব্রহ্মাদি দেবগণকেও মোহিত করিয়া থাকেন। আমি বিষ্ণুর ঐ মহীয়সী মায়ার বিষয় জানিতে অভিলাষী হইয়াছি। আপনারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে তদ্বিষয় কিছু বলুন ॥ ১ ॥

নানুতৃপ্যে জুষন্ যুষ্মদ্বচো হরিকথামৃতম্।
সংসারতাপনিস্তপ্তো মর্ত্ত্যস্তত্তাপভেষজম্ ॥ ২ ॥

সংসারতাপনিস্তপ্তঃ মর্ত্ত্যঃ (অহং) তত্তাপভেষজং হরিকথামৃতং (হরিকথামৃত-রূপং) যুষ্মদ্বচঃ জুষন্ (সেবমানঃ) ন অনুতৃপ্যে (তৃপ্তঃ ভবামি) ॥ ২ ॥

আমি সংসারতাপসন্তপ্ত মরণশীল মনুষ্য, ঐ তাপের ঔষধস্বরূপ হরিকথামৃত-রূপ আপনার বাক্য শ্রবণ করিয়া তৃপ্ত হইতে পারিতেছি না ॥ ২ ॥

আমি সংসারতাপে সন্তপ্ত মরণধর্ম্মী মনুষ্য। আপনি যে হরিকথামৃতরূপ বাক্য সকল বলিতেছেন, ঐগুলি ঐ সংসারতাপের ঔষধস্বরূপ। অতএব আপনার মুখনিঃসৃত ঐ সকল কথা শ্রবণ করিয়া কি করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারি। ঐগুলি যতই শুনিতেছি, ততই শ্রবণেচ্ছার নিবৃত্তি হওয়া দূরে থাকুক, বরং উহার বৃদ্ধি হইতেছে, অতএব আরও বলুন ॥ ২ ॥

অন্তরীক্ষ উবাচ।

এভির্ভূতানি ভূতাত্মা মহাভূতৈর্মহাভুজ।
সসর্জ্জোচ্চাবচান্যাদ্যঃ স্বমাত্রাত্মপ্রসিদ্ধয়ে ॥ ৩ ॥

অন্তরীক্ষ উবাচ, (হে) মহাভুজ ! আদ্যঃ ভূতাত্মা (ভগবান্) স্বমাত্রাত্ম-প্রসিদ্ধয়ে (স্বানাং স্বীয়ানাং জীবানাং মাত্রাণাং বিষয়ভোগানাম্ আত্মনঃ স্বপ্রাপ্তেঃ চ প্রসিদ্ধয়ে) এভিঃ (স্বসৃষ্টৈঃ) মহাভূতৈঃ উচ্চাবচানি ভূতানি (দেবাদিশরীরাণি) সসর্জ্জ ॥ ৩ ॥

অন্তরীক্ষ বলিলেন, হে মহাভুজ ! ভূতসমূহের কারণ আদিপুরুষ জীবগণের বিষয়ভোগের ও মোক্ষের নিমিত্ত যে শক্তি দ্বারা এই সকল মহাভূত দ্বারা উচ্চ ও নীচ শরীর সকলের সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই শক্তিই মায়া ॥ ৩ ॥

অন্তরীক্ষ বলিলেন, হে মহাভুজ ! সর্ব্বভূতের আদিকারণ শ্রীভগবান নিজ শক্তিরূপা মায়া দ্বারা এই বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন। বিশ্ব ঐ মায়ারই পরিণাম। মায়া হইতে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কারতত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব হইতে ক্রমে ভূতসকলের উৎপত্তি হইয়াছে। জীব শ্রীভগবানেরই অংশ। ঐ অংশভূত জীবের ভোগ ও মোক্ষের জন্যই এই জগতের সৃষ্টি। জীবের শরীর মায়ার পরিণাম হইতে উৎপন্ন ভূতসকল দ্বারাই রচিত হইয়াছে। জীব ঐ শরীরের আশ্রয়ে বিষয় সকল ভোগ করিতে করিতে যখন ঐ ভোগে বিমুখ হইয়া শ্রীভগবানের উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়েন, তখনই তাঁহার মোক্ষের সূচনা হয়। পরে, ভক্তির পরিপাকে ঐ মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে। জীব শ্রীভগবানের যে শক্তি দ্বারা সৃষ্ট শরীরের সাহায্যে মোক্ষ লাভ করেন, সেই শক্তির নামই মায়া ॥ ৩ ॥

এবং সৃষ্টানি ভূতানি প্রবিষ্টঃ পঞ্চধাতুভিঃ।
একধা দশধাত্মানং বিভজন্ জুষতে গুণান্ ॥ ৪ ॥

এবং পঞ্চধাতুভিঃ (মহাভূতৈঃ) সৃষ্টানি ভূতানি (দেবাদিশরীরাণি) প্রবিষ্টঃ (সন্) আত্মানম্ একধা (মনসা) দশধা (বাহ্যেন্দ্রিয়রূপেণ) বিভজন্ গুণান্ জুষতে (জোষযতি, সেবতে) ॥ ৪ ॥

এই প্রকারে পঞ্চ মহাভূত দ্বারা সৃষ্ট দেবাদিশরীরে প্রবিষ্ট হইয়া আপনাকে একধা ও দশধা বিভাগ পূর্ব্বক গুণ সকল ভোগ করাইয়া থাকেন।

এইরূপে পঞ্চ মহাভূত দ্বারা দেবাদিশরীর সকল সৃষ্টি করিয়া শ্রীভগবান ভোক্তা জীবের সহিত স্বয়ংও পরমাত্মরূপে তন্মধ্যে প্রবেশ করেন। জীবের প্রবেশ ভোগের জন্য। পরমাত্মার তন্মধ্যে প্রবেশ কেবল অন্তর্য্যামিরূপে। জীবাত্মা ঐ দেহমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক মন প্রভৃতি একাদশ ইন্দ্রিয়ে একাদশ ভাগে বিভক্ত হইয়া ঐ সকল ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বিবিধ বিষয় সকল ভোগ করিতে থাকেন। পরমাত্মা কিন্তু সেরূপ করেন না। তিনি কেবল সাক্ষি-

স্বরূপে জীবের ঐ ভোগ সকল পরিদর্শন করিয়া থাকেন। তবে যদি কোন সৌভাগ্যশালী জীব ঐ ভোগে বিরক্ত হইয়া শ্রীভগবানের প্রতি উন্মুখ হয়েন, তাঁহাতে প্রেম করেন, তাহা হইলে, তিনি ঐ জীবের ঐ প্রেম সেবা অর্থাৎ গ্রহণ করিয়া থাকেন ॥ ৪ ॥

গুণৈর্গুণান্ স ভুঞ্জান আত্মপ্রদ্যোতিতৈঃ প্রভুঃ।
মন্যমান ইদং সৃষ্টমাত্মানমিহ সজ্জতে ॥ ৫ ॥

সঃ প্রভুঃ (জীবঃ) আত্মপ্রদ্যোতিতৈঃ (আত্মনা অন্তর্য্যামিণা প্রদ্যোতিতৈঃ চেতনীকৃতৈঃ) গুণৈঃ গুণান্ (বিষয়ান্) ভুঞ্জানঃ ইদং সৃষ্টং (শরীরম্) আত্মানং মন্যমানঃ ইহ (শরীরাদৌ) সজ্জতে (প্রসক্তঃ ভবতি) ॥ ৫ ॥

সেই জীব অন্তর্য্যামী পরমাত্মা কর্ত্তৃক চেতনীকৃত গুণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সকল দ্বারা বিষয় সকল ভোগ করিতে করিতে এই সৃষ্ট শরীরকেই আত্মা বিবেচনা করিয়া ইহাতে আসক্ত হইয়া থাকেন ॥ ৫ ॥

পরমাত্মা অন্তর্য্যামিরূপে জীবশরীরে অবস্থান পূর্ব্বক জীবের ইন্দ্রিয় সকলের নিজশক্তি দ্বারা সজীবতা সম্পাদন করেন। জীব ঐ সজীব ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা বিষয় সকল ভোগ করিতে থাকেন। ভোগ করিতে করিতে ঘোরতর আসক্তি বশতঃ জীবের দেহে আত্মভ্রম ঘটে। তখন জীব ঐ দেহকেই আত্মা ভাবিয়া আর উহাকে কোনক্রমেই ত্যাগ করিতে চাহেন না। এই প্রকারেই তাঁহার বন্ধনদশা উপস্থিত হয় ॥ ৫ ॥

কর্ম্মাণি কর্ম্মভিঃ কুর্ব্বন্ সনিমিত্তানি দেহভৃৎ।
তত্তৎ-কর্ম্মফলং গৃহ্নন্ ভ্রমতীহ সুখেতরম্ ॥ ৬ ॥

দেহভৃৎ (দেহধারী জীবঃ) কর্ম্মভিঃ (কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ, পূর্ব্বপূর্ব্বদেহার্জ্জিতকর্ম্ম-বাসনাভিঃ নির্ম্মিতৈঃ পুনঃ) সনিমিত্তানি (সবাসনানি, উত্তরোত্তরদেহনিমিত্তপুণ্য-পাপজনকানি) কর্ম্মাণি (লৌকিকালৌকিকব্যাপারান্) কুর্ব্বন্ সুখেতরং (দুঃখা-ত্মকং, সুখদুঃখাত্মকং) তত্তৎ-কর্ম্মফলং গৃহ্নন্ (অনুভবন্) ইহ (সংসারে) ভ্রমতি ॥৬॥

দেহধারী জীব কর্ম্ম দ্বারা সনিমিত্ত কর্ম্ম সকল আচরণ করিয়া সুখেতর সেই সেই কর্ম্মফল ভোগ করিতে করিতে এই সংসারে ভ্রমণ করেন ॥ ৬ ॥

ইত্থং কর্ম্মগতীর্গচ্ছন্ বহ্বভদ্রবহাঃ পুমান্।
আভূতসংপ্লবাৎ সর্গপ্রলয়াবশ্নুতেঽবশঃ ॥ ৭ ॥

ইত্থং বহ্বভদ্রবহাঃ (বহূনি অভদ্রাণি দুঃখানি বহন্তি প্রাপয়ন্তি ইতি তথা-ভূতাঃ) কর্ম্মগতীঃ (দেবাদিযোনীঃ) গচ্ছন্ অবশঃ (সন্) আভূতসংপ্লবাৎ (ভূতানাম্ উদ্ভূতবস্তূনাং সংপ্লবঃ প্রলয়ঃ তৎপর্য্যন্তং) সর্গপ্রলয়ৌ (উৎপত্তি-মরণে) অশ্নুতে (প্রাপ্নোতি) ॥ ৭ ॥

জীব এইরূপে বিবিধদুঃখপ্রাপক কর্ম্মগতিতে অর্থাৎ দেবাদিশরীরে ভ্রমণ করিতে করিতে অবশ হইয়া সংসারের প্রলয় পর্য্যন্ত জন্ম ও মৃত্যু প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৭ ॥

ধাতূপপ্লব আসন্নে ব্যক্তং দ্রব্যগুণাত্মকম্।
অনাদিনিধনঃ কালো হ্যব্যক্তায়াপকর্ষতি ॥ ৮ ॥

ধাতূপপ্লবে (ধাতূনাং পঞ্চমহাভূতানাম্ উপপ্লবঃ বিনাশঃ তস্মিন্) আসন্নে (প্রাপ্তে সতি) অনাদিনিধনঃ কালঃ দ্রব্যগুণাত্মকং ব্যক্তং (কার্য্যম্) অব্যক্তায় (অব্যক্তং প্রতি নেতুম্) অপকর্ষতি হি ॥ ৮ ॥

পঞ্চ মহাভূতের বিনাশ উপস্থিত হইলে, অনাদিনিধন কাল দ্রব্যগুণাত্মক কার্য্যভূত জগৎকে অব্যক্তে লয়ের জন্য আকর্ষণ করিয়া থাকেন ॥ ৮ ॥

শতবর্ষা হ্যনাবৃষ্টির্ভবিষ্যত্যুল্বণা ভুবি।
তৎকালোপচিতোষ্ণার্কো লোকাংস্ত্রীন্ প্রতপিষ্যতি ॥ ৯ ॥

(তদা) ভুবি উল্বণা (দুঃসহভয়ঙ্করী) শতবর্ষা অনাবৃষ্টিঃ ভবিষ্যতি। তৎ-কালোপচিতোষ্ণার্কঃ ত্রীন্ লোকান্ প্রতপিষ্যতি ॥ ৯ ॥

তৎকালে পৃথিবীতে অতিভয়ঙ্কর শতবর্ষব্যাপিনী অনাবৃষ্টি হইবে। এবং তৎকালপ্রবৃদ্ধ অত্যুষ্ণ সূর্য্য তিন লোক প্রতপ্ত করিবেন ॥ ৯ ॥

পাতালতলমারভ্য সঙ্কর্ষণমুখানলঃ।
দহন্নূর্দ্ধশিখো বিষ্বগ্বর্দ্ধতে বায়ুনেরিতঃ ॥ ১০ ॥

সঙ্কর্ষণমুখানলঃ ঊর্দ্ধশিখঃ বায়ুনা ঈরিতঃ (প্রেরিতঃ চ সন্) পাতালতলম্ আরভ্য বিষ্বক্ (সর্ব্বতোদিশম্) দহন্ বর্দ্ধতে ॥ ১০ ॥

সঙ্কর্ষণমুখোত্থিত অনল ঊর্দ্ধশিখ ও বায়ু দ্বারা প্রেরিত হইয়া পাতালতল হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বদিক দহন করিতে করিতে বর্দ্ধিত হইবে ॥ ১০ ॥

সম্বর্ত্তকো মেঘগণো বর্ষতি স্ম শতং সমাঃ।
ধারাভির্হস্তিহস্তাভির্লীয়তে সলিলে বিরাট্ ॥ ১১ ॥

সম্বর্ত্তকঃ মেঘগণঃ হস্তিহস্তাভিঃ ধারাভিঃ শতং সমাঃ (শতবর্ষপর্য্যন্তং) বর্ষতি। (ততঃ চ) বিরাট্ (ব্রহ্মাণ্ডং) সলিলে লীয়তে স্ম ॥ ১১ ॥

সম্বর্ত্তক নামক মেঘগণ হস্তিশুণ্ড সদৃশ ধারা সহকারে শতবর্ষ বর্ষণ করিবে। পরে বিরাট অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড সেই জলে লীন হইবে ॥ ১১ ॥

ততো বিরাজমুৎসৃজ্য বৈরাজঃ পুরুষো নৃপঃ।
অব্যক্তং বিশতে সূক্ষ্মং নিরিন্ধন ইবানলঃ ॥ ১২ ॥

(হে) নৃপ! ততঃ (ব্রহ্মাণ্ডাত্মকোপাধিলয়াৎ) বৈরাজঃ পুরুষঃ বিরাজম্ উৎসৃজ্য নিরিন্ধনঃ অনলঃ ইব সূক্ষ্মম্ অব্যক্তং বিশতে ॥ ১২ ॥

হে রাজন্! তখন বৈরাজ পুরুষ স্বীয় উপাধি যে ঐ বিরাট অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড উহাকে পরিত্যাগ করিয়া কাষ্ঠরহিত অনলের ন্যায় সূক্ষ্ম অব্যক্তে প্রবেশ করিবেন ॥ ১২ ॥

বায়ুনা হৃতগন্ধা ভূঃ সলিলত্বায় কল্পতে।
সলিলং তদ্ধৃতরসং জ্যোতিষ্ট্বায়োপকল্পতে ॥ ১৩ ॥

বায়ুনা হৃতগন্ধা (হৃতঃ গন্ধঃ যস্যাঃ সা) ভূঃ সলিলত্বায় কল্পতে। তদ্ধৃতরসং (তেন বায়ুনা হৃতঃ রসঃ যস্য তৎ) সলিলং জ্যোতিষ্ট্বায় উপকল্পতে ॥ ১৩ ॥

বায়ু দ্বারা হৃতগন্ধা পৃথিবী জলরূপে পরিণত হয়। পরে ঐ জলের রস হৃত হইলে, উহা তেজরূপে পরিণত হয় ॥ ১৩ ॥

হৃতরূপন্তু তমসা বায়ৌ জ্যোতিঃ প্রলীয়তে।
হৃতস্পর্শোঽবকাশেন বায়ুর্নভসি লীয়তে ॥ ১৪ ॥

তমসা হৃতরূপং (হৃতং রূপং যস্য তৎ) তু জ্যোতিঃ বায়ৌ প্রলীয়তে। অবকাশেন (আকাশেন) হৃতস্পর্শঃ (হৃতঃ স্পর্শঃ যস্য সঃ) বায়ুঃ নভসি লীয়তে ॥ ১৪ ॥

অন্ধকার দ্বারা রূপ হৃত হইলে, তেজ বায়ুতে লীন হয়। এবং আকাশ দ্বারা স্পর্শ হৃত হইলে, বায়ু আকাশে লীন হয় ॥ ১৪ ॥

কালাত্মনা হৃতগুণং নভ আত্মনি লীয়তে ॥ ১৫ ॥

কালাত্মনা (কালরূপেণ ঈশ্বরেণ) হৃতগুণং (হৃতঃ গুণঃ শব্দঃ যস্য তৎ) নভঃ আত্মনি (তামসাহঙ্কারে) লীয়তে ॥ ১৫ ॥

কালরূপী ঈশ্বর কর্ত্তৃক শব্দগুণ হৃত হইলে, আকাশ তামসাহঙ্কারে লীনহয় ॥ ১৫ ॥

ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিঃ সহ বৈকারিকৈর্নৃপ।
প্রবিশন্তি হ্যহঙ্কারং স্বগুণৈরহমাত্মনি ॥ ১৬ ॥

(হে) নৃপ ! ইন্দ্রিয়াণি বুদ্ধিঃ বৈকারিকৈঃ (সাত্বিকাহঙ্কারোৎপন্নৈঃ দেবৈঃ সহ মনঃ হি (এতানি) স্বগুণৈঃ (স্বকার্য্যৈঃ সহিতানি) অহঙ্কারং প্রবিশন্তি। অহম্ (অহঙ্কারঃ) আত্মনি (মহত্তত্ত্বে সঃ চ প্রকৃতৌ প্রবিশতি) ॥ ১৬ ॥

হে নৃপ ! ইন্দ্রিয় সকল বুদ্ধি ও সাত্বিকাহঙ্কারোৎপন্ন দেবগণের সহিত মন ইহারা নিজ নিজ কার্য্যের সহিত অহঙ্কারে প্রবেশ করে। অহঙ্কার মহত্তত্ত্বে ও মহত্তত্ত্ব প্রকৃতিতে প্রবেশ করে ॥ ১৬ ॥

এষা মায়া ভগবতঃ সর্গস্থিত্যন্তকারিণী।
ত্রিবর্ণা বর্ণিতাস্মাভিঃ কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ১৭ ॥

এষা ত্রিবর্ণা (লোহিতশুক্লকৃষ্ণা, রজঃ-সত্ত্ব-তমোময়ী, ত্রিগুণা) সর্গস্থিত্যন্তকারিণী ভগবতঃ (শক্তিরূপা) মায়া অস্মাভিঃ বর্ণিতা (তৎকার্য্যানিরূপণেন নিরূপিতা)। কিং ভূয়ঃ শ্রোতুম্ ইচ্ছসি ॥ ১৭ ॥

এই ত্রিবর্ণা সৃষ্টিস্থিতিনাশকারিণী ভগবানের মায়া আমরা বর্ণন করিলাম। পুনর্ব্বার কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা কর ॥ ১৭ ॥

রাজোবাচ।

যথৈতামৈশ্বরীং মায়াং দুস্তরামকৃতাত্মভিঃ।
তরন্ত্যঞ্জঃ স্থূলধিয়ো মহর্ষ ইদমুচ্যতাম্ ॥ ১৮ ॥

রাজা উবাচ। অকৃতাত্মভিঃ (ন কৃতঃ ভগবদ্ভজনপরঃ আত্মা অন্তঃকরণং যৈঃ তৈঃ) দুস্তরাম্ এতাম্ ঐশ্বরীং মায়াং স্থূলধিয়ঃ (স্থূলে দেহাদৌ ধীঃ অহংবুদ্ধিঃ যেষাং, স্থূলা ধীঃ যেষাং বা, তে) যথা (যেন প্রকারেণ) অঞ্জঃ (সুখেন) তরন্তি (হে) মহর্ষে ! ইদং (সাধনম্) উচ্যতাম্ ॥ ১৮ ॥

রাজা বলিলেন। যাহাদের অন্তঃকরণ ভগবদ্ভজনপর হয় নাই, সেই সকল ব্যক্তি কর্ত্তৃক অতি দুস্তর এই ঐশ্বরিক মায়াকে স্থূলবুদ্ধি লোক সকল যেরূপে সুখে উত্তীর্ণ হইতে পারে, হে মহর্ষে ! ইহাই বলুন ॥ ১৮ ॥

প্রবুদ্ধ উবাচ।

কর্ম্মাণ্যারভমাণানাং দুঃখহত্যৈ সুখায় চ।
পশ্যেৎ পাকবিপর্য্যাসং মিথুনীচারিণাং নৃণাম্ ॥ ১৯ ॥

প্রবুদ্ধঃ উবাচ। দুঃখহত্যৈ (দুঃখনিরাসায়) সুখায় (সুখপ্রাপ্তয়ে) চ কর্ম্মাণি (লৌকিকালৌকিকব্যাপারান্) আরভমাণানাং মিথুনীচারিণাং (স্ত্রিয়া সহ মিথুনী-ভূয় বর্ত্তমানানাং) নৃণাং পাকবিপর্য্যাসং (ফলবৈপরীত্যং) পশ্যেৎ ॥ ১৯ ॥

প্রবুদ্ধ বলিলেন। দুঃখহানি ও সুখলাভের নিমিত্ত কর্ম্ম সকল অনুষ্ঠানকারী মিথুনভাবে সংসারে অবস্থিত মনুষ্যদিগের কর্ম্মফলের বৈপরীত্য দর্শন করিবে ॥ ১৯ ॥

নিত্যার্ত্তিদেন বিত্তেন দুর্লভেনাত্মমৃত্যুনা।
গৃহাপত্যাপ্তপশুভিঃ কা প্রীতিঃ সাধিতৈশ্চলৈঃ ॥ ২০ ॥

নিত্যার্ত্তিদেন (নিত্যং দুঃখপ্রদেন) দুর্লভেন (অত্যায়াসলভ্যেন) আত্মমৃত্যুনা (আত্মনঃ স্বস্য মৃত্যুরূপেণ) বিত্তেন সাধিতৈঃ চলৈঃ (অনিত্যৈঃ) গৃহাপত্যাপ্ত-পশুভিঃ কা প্রীতিঃ (কিং সুখং স্যাৎ) ॥ ২০ ॥

নিত্য দুঃখপ্রদ দুর্লভ আপনার মৃত্যুস্বরূপ বিত্ত দ্বারা সাধিত অনিত্য গৃহ অপত্য আত্মীয় ও পশু দ্বারা কি সুখ হইবে? ॥ ২০ ॥

এবং লোকং পরং বিদ্যান্নশ্বরং কর্ম্মনির্ম্মিতম্।
সতুল্যাতিশয়ধ্বংসং যথা মণ্ডলবর্ত্তিনাম্ ॥ ২১ ॥

যথা মণ্ডলবর্ত্তিনাং (খণ্ডভূমণ্ডলপতীনাং) সতুল্যাতিশয়ধ্বংসম্ এবং কর্ম্মনির্ম্মিতং নশ্বরং পরং লোকং বিদ্যাৎ (জানীয়াৎ) ॥ ২১ ॥

যেমন খণ্ডভূমণ্ডলপতিদিগের তুল্যের প্রতি স্পর্দ্ধা অধিকের প্রতি অসূয়া এবং ধ্বংস বশতঃ ভয় আছে, তেমনি কর্ম্মনির্ম্মিত অতএব নশ্বর পরলোকেও ভয় আছে জানিবে ॥ ২১ ॥

তস্মাদ্‌গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপসমাশ্রয়ম্ ॥ ২২ ॥

তস্মাৎ উত্তমং শ্রেয়ঃ জিজ্ঞাসুঃ (জ্ঞাতুম্ ইচ্ছুঃ) শাব্দে ব্রহ্মণি (বেদাখ্যে) নিষ্ণাতং (তত্ত্বজ্ঞং) পরে (ব্রহ্মণি) চ (নিষ্ণাতম্ অপরোক্ষানুভবসমর্থম্) উপশমাশ্রয়ং (ক্রোধলোভাদ্যবশীভূতং) গুরুং প্রপদ্যেত ॥ ২২ ॥

অতএব উত্তম শ্রেয়ঃ জানিতে অভিলাষী ব্যক্তি বেদাখ্য শব্দব্রহ্মের তত্ত্বজ্ঞ ও পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকারে সমর্থ ক্রোধলোভাদির অবশীভূত গুরুর আশ্রয় লইবে ॥ ২২ ॥

তত্র ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষেদ্‌গুর্ব্বাত্মদৈবতঃ।
অমায়য়ানুবৃত্ত্যা যৈস্তুষ্যেদাত্মাত্মদো হরিঃ ॥ ২৩ ॥